তমোলুক পত্রিকা।

উপহৃত তাং ৪-১০-২৩
সং ২২৩
ব, সা, প, গ্র,

১ম খণ্ড

প্রথম পর্ব্ব।

ভাদ্র ১২৮০ – শ্রাবণ ১২৮১

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দুষ্প্রাপ্য
বাহিরে যাইবে না

কলিকাতা।

চিতপুর রোড, ৩৩৬ নং সুচারুযন্ত্রে শ্রীমতিলাল নাগ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮১।

সূচী পত্র।

পত্রিকা সূচনা ১
সন্দেহ স্থল ৩
স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত রাজ্য ৭
পদ্মমুখী ৮, ৪১, ৭২, ১০৫, ৩৬,
জনষ্টুয়ার্ট মিল ১৭
সাঁওতালদিগকে সভ্যকরণ ১৮
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২০
হিন্দু আচার ব্যবহার সমা-
লোচনা ২১, ৬৩, ৭১,
সৈনিকত্ব পদ দেশীয়দিগের প্রাপ্য ২৪
প্রাপ্তগ্রন্থের সমা-
লোচনা ২৫, ১১৩, ১৫৮, ২৮৬,
হেনরি টমাস্ কোলব্রুক ৩৩
পিকিন ৩৬
বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকাবলী ৩৭
আর্য্যেতিহাস ৪৯,৯৭,১৮৪,২০৯,২২৫,২৮৮৩৭৭
পারস্য ৫৪
ব্যায়ামশিক্ষা ৫৫
পল্লীগ্রাম ৫৮, ১৯৭, ২৯৭
ভ্যাণ্ডিরাম্যান দ্বীপ ৬৫
ভারসবষীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ৬৭
কাপি বৃক্ষ ৭০
অশ্লীল গ্রন্থাদি প্রচার নিবারিণী সভা ৮১
পলায়িত উষ্ট্র ৮৩
প্রণয় ৮৪
দীর্ঘসূত্রতা ৮৫
জীবন মরীচিকা
উন্নতি ৮৯
তারতবর্ষীয় আয় ব্যয় বিচার সভা ৯১
তেজ ৯৩, ১২৪, ১৭৫, ২৮১, ৩১৩, ৩৬১
সুরা ৯৫
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ১০২, ১৪৩, ১৬৮,
২২২, ২৩৪, ২৫৭, ৩০৭,
চাবৃক্ষ ১০৩
এলিফ্যাণ্ট দ্বীপের বৃহৎ গহ্বর ১১৫
বিশ্বামিত্রের সহিত রামচন্দ্রের গমন ১১৬
মরিচ দ্বীপ ১১৭
আগামী দুর্ভিক্ষ ১২০
বংশীরব ১২৩
রায় দীনবন্ধু মিত্র যাহাদুর ১২৭
ধনদেবতা ১২৮
চীন সম্রাট ১৩৭
মদ্যপায়ীর দোষ স্বীকার ১৩৮
কৃষিকার্য্য ১৪০
বারমিংহাম ১৪৫
বিদ্যুৎ ও বজ্র ১৪৮, ২০৬, ২৮৫
রামায়ণ ও মহাভারত ১৫৩
স্রোতস্বামী ১৫৮
সিলমৎস্য ১৬১
চীন ১৬৩
শ্যামদেশীয় স্ত্রীলোক ও বালকের
বিবরণ ১৭১

, ২৫১, ২৬০,

১৭৮

াণভট্ট ১৮০, ২২৯

মৃত্যু ১৯১

...রা কে সত্য সত্যই সভ্য হইয়াছি

১৯৩, ২২৪

ভারত ভূমি ২১৭, ৩৪২

সময় ২৩১

মিল্টনের জীবন চরিত ২৪১

মৃত জজ দ্বারকানাথ মিত্র ২৫৩

মানব ধর্ম্ম ২৬৭, ৩৩১

সূর্য্যমুখী ২৮৪

বাঙ্গলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্র ২৯৩

সত্য পরতা ৩১০

বসন্ত বর্ণন ৩২১

বৈরনির্য্যাতন ৩৩৭

বর ঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয় ৩৪০

সমাজ নীতি ও ধর্ম্মনীতি ৩৪৪

দুর্ভিক্ষ ৩৪৮, ৩৫৩

ভারতবর্ষের ইংরেজ উপনিবেশ ৩৫৭

কেন মজিলাম ? ৩৬৫

নিহার ৩৬৬

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ" ॥

মাসিক পত্রিকা।

১ পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ টাকা। [১ম খণ্ড।

পত্রিকাসূচনা।

মনুষ্য অত্যাশ্চর্য্য জীব। মানবীয় অনুন্নত প্রথমাবস্থার সহিত উন্নত চতুর্থাবস্থার তুলনা করিলে মনুষ্যকে অলৌকিক দৈবী শক্তিসম্পন্ন সুরপদাধিষ্ঠিত বোধ হয়। এই জীব স্বীয় সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধন পক্ষে পৃথিবীস্থ সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা অধিক অগ্রসর। এই জন্য ইহাদিগের প্রাধান্য সর্ব্বোপরি অব্যাহত রহিয়াছে। প্রাণীতত্ত্বজ্ঞদিগের প্রকাশিত "মনুষ্য পশুর পরিণাম" এই মত এ বিষয়ের বিশেষ পরিপোষক। মনুষ্য চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতি শক্তি দ্বারা নিয়ত নিজ অভাবের পরিপূরণ করিতেছে। মনুষ্য যে সকল উপকরণে বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার বীজ মধ্যে এই সকল শক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। দার্শনিকদিগের "কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে" (অর্থাৎ কারণ গুণ কার্য্যগুণ সংক্রামিত হয়) এই যুক্তিই এবিষয়ের সারবৎ দৃষ্টান্ত। এই গুণ থাকায় মনুষ্য অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হইতেছে। মানবমণ্ডলীর মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি উপযুক্ত বিষয়ের অদ্বিতীয় সহায়। কেবল সহায় নয়, উপাদান-ভূত। আমরাও সেই চিন্তাশক্তি প্রেরিত হইয়া অসাধ্য বিষয়কে সাধ্যায়ত্ত মনে করিয়া অপরিণাম দর্শিতার কার্য্য করিতেছি। "স্বয়মসিদ্ধ কথং পরান্ সাধয়েৎ" আমাদিগের বিষয়েও অপরিমেয় মন্দ কার্য্যাপেক্ষা সৎ কার্য্যের অল্পাংশ অনুষ্ঠান ও ভাল, এই ভরসা। আমরা যখন দেশকাল পাত্র ভেদ চিন্তা করি, তখন আমাদিগকে প্রতিপদে অবসন্ন হইতে হয়, চতুর্দ্দিক শূন্য বোধ হয়। আমরা

বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়ে নিতান্ত নিঃসম্বল তাহা কার্য্যেই প্রকাশ পাইবে। তবে সুধিগণের স্বাভাবিক অনুগ্রহ হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না, ইহাই বিশেষ আশা। সুবিজ্ঞ দূরদর্শী, দেশহিতৈষী সম্পাদক মহাত্মারা আমাদিগকে অনুকম্পা ও উৎসাহ দ্বারা বাধিত করিবেন, বলা বাহুল্য। আমাদিগের ক্ষুদ্র বোধে বোধ হয়, সম্বাদ পত্র সর্ব্বপ্রকার দেশোন্নতির নিদান। সংবাদপত্রের প্রথম সৃষ্টি হওয়া অবধি পৃথিবীর উন্নতি ভিন্ন অবনতি লক্ষিত হয় না। সম্বাদ পত্র জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার, শাসন প্রণালী, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ের অশেষ উন্নতি বিধায়ক। পৃথিবীর মধ্যে যে দেশে যত কাল এই মহোপকারক বিষয়ের অভাব থাকিবে, ততকাল আশানুরূপ উন্নতি হইবে না, এ কথা সহস্রবার বলা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। সুতরাং এক খানি সামান্যাবস্থার মাসিক পত্রিকা দ্বারা যদি এই সামান্য স্থানের অল্প মাত্র উপকার হয়, আপনাদিগকে কৃতার্থন্মন্য মনে করিব। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধনপক্ষে যথা জ্ঞান, যথামতি চেষ্টা করিব, এবং উপায় সকল প্রদর্শন বিষয়ে অণুমাত্র শৈথিল্যাবলম্বন করিব না। অকারণ নিন্দাবাদ দ্বারা পত্রিকা বিদূষিত করা ও সম্প্রদায় বিশেষের বিরাগ ভাজন হওয়া অনুচিতই মনে করিব অযথা বিষয়ের আন্দোলন, এবং আম্রেড়িত বিষয়ের অকারণ যুক্তিবাদ ব্যতীত পুনরুল্লেখ অকর্ত্তব্য মনে করিব। ফলতঃ আমরা যে কঠিন ব্রতে দীক্ষিত হইলাম, অন্তরায় পরিশূন্য হইয়া সেই ব্রত উদ্যাপিত হইলে, অনন্ত শক্তিশালী জগৎ সবিতার প্রসাদেই হইয়াছে মনে করিব। দেশের অনিষ্ট হইতেছে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলে, আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। সাধুকার্য্য যাদৃশ অনুমোদনীয় হইবে, অসাধু কার্য্য তাদৃশ পরিত্যজ্য হইবে। অন্যান্য পত্রিকোপযোগী বিষয়ে যথাভ্যস্ত সমর্থ হইব এরূপ নয়, ভ্রম, অনুদারতা প্রসন্নচিত্তে পরিহার করিব। যাহা ন্যায়োপেত, তাহারই চিরানুসরণ করিব, তজ্জন্য কোন সম্প্রদায়েরই মুখাপেক্ষা করিব না! সুতরাং প্রাচীন "সুদুর্ল্লভাঃ সর্ব্ব মনোরমা গিরঃ" এই মহাকবিবাক্য যত দূর পারি অন্বর্থ করিতে চেষ্টা করিব। উদারাশয় গ্রাহক মণ্ডলীর নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে অনুকূল হন, তবেই ভরসা, নচেৎ "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ" এই রূপই হইবে। কোন কার্য্য প্রথমে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না, ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ পার্থিব সকল পদার্থেরই নৈসর্গিক নিয়ম বলিতে হইবেক। অতএব প্রথমে জয় হইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মান কঠিন। ২।৪ জন কৃতবিদ্য ভ্রাতারা এবিষয়ে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে জন্য তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমরা এবিষয়ের লাভালাভ দৃষ্টি করিব না। লাভের ত কথাই নাই, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পত্রিকা প্রচার

পক্ষে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। যাহাতে গ্রাহকমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ হয়, তদ্বিষয়েও অণুমাত্র ত্রুটী হইবেক না। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, আমরা যে গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার এক একটী অঙ্গই যে কতদূর দুরূহ, বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং সেই বিষয়টী সমস্ত অঙ্গের সহিত যে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবে, কে বলিতে পারে? যদি এতদ্দ্বারা মনুষ্য সমাজের যৎকিঞ্চিৎ উপকার হয়, চিরধন্য পরম পুরুষকেই অগণ্য ধন্যবাদ দিব। যেরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগ শান্তি হয়, তদ্রূপ সংবাদ পত্র দ্বারা মানবমনের মালিন্য, কুসংস্কার প্রভৃতি অপনীত হয়, এবং মন ভুয়ো দর্শন, সদ্দৃষ্টান্ত বার্ত্তাশাস্ত্র সম্ভূত জ্ঞান গ্রহণ করিয়া বিশেষ উন্নত ভাব ধারণ করে। পরিশেষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, "রহস্য-সন্দর্ভের" সুযোগ্য সম্পাদক বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ দত্ত মহাশয় আমাদিগকে এবিষয়ে প্রথমতঃ প্রবৃত্তি প্রদান সহ বিশেষ সাহায্য করিয়া চিরবাধিত করিতেছেন। এমন কি ইনি ও পূর্ব্বোক্ত কৃতবিদ্য ভ্রাতৃগণ এবিষয়ে সাহায্য করিতে স্বীকার না করিলে তমোলুক হইতে সংবাদ পত্র প্রচার দুরূহ হইত। এ অঞ্চল জ্ঞানালোচনা বিষয়ে যে রূপ পরিশূন্য, বিপরীতাচরণ বা বিষয় প্রথার উল্লঙ্ঘন অকর্ত্তব্য; যাহা অনায়াসে সমাজে থাকিয়া করা যায়, তাহাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমাদিগের শরীরের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ করিয়া চলিতে হইবেক। বলবৃদ্ধি করিতে গিয়া শেষে যেন দুশ্চিকিৎস্য রোগে অভিভূত না হই, এবং শোণিতের অত্যুষ্ণতা নিবন্ধন যে সকল পীড়া অনিবার্য্য তাহার হস্তে পতিত হইতে না হয়। দেশকাল পাত্র ভেদে যাহা আদরণীয়, তাহাই অবলম্ব্য।

সন্দেহস্থল।

কোন অভিনব বিষয়ের আবিষ্কার করিতে হইলে বহুবিধ ভ্রম প্রমাদে পতিত হইতে হয়; সুতরাং উপস্থিত বিষয়ে আমাদিগেরও যে ভ্রম হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। যদি কোন মহাশয় কৃপা করিয়া সরল হৃদয়ে আমাদিগের সেই প্রমাদ দর্শাইয়া দেন, কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ করিব।

মেমারি ষ্টেসন হইতে প্রায় সার্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে শালমুলা নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। উহার অবস্থা দেখিলে, গ্রাম কি প্রান্তরমধ্যস্থ দুই একটী লোকের বাস, সহসা তাহা বোধ করা অতি কঠিন। অধিবাসীরা নিতান্ত দরিদ্র ও মূর্খ। এস্থলে গোপের বাসই অধিক। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পতিত ভূমি খোলায় (ঘট বা হাঁড়ি চূর্ণ) পরিপূর্ণ। ঐ সমস্ত ভূমি এত অনুর্ব্বরা যে, তথায় আম্র, কাঁঠালাদি বৃক্ষের উদ্যান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শস্য লক্ষিত হয় না। সুতরাং গ্রামের চতুর্দ্দিকই প্রায় উদ্যান পরিপূর্ণ, এক্ষণে কৃষকদিগের বিশেষ পরিশ্রমে ২।১ খানি শস্য ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার অবস্থা নিতান্ত উৎ-

কৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। গ্রামখানিতে যে কিছুদিন পূর্ব্বেও কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বসতি ছিল, এপ্রকার অনুমান করা যায় না। কুক্কুরাদি গ্রাম্য হিংস্র পশুর আক্রমণ নিবারণ করিতে হইলে, সমুদায় গ্রাম খানি অনুসন্ধান করিয়াও এক খানি ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায় না; ইহাই পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ। কিন্তু গ্রামটীতে মনসা, শীতলা প্রভৃতি এত হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে যে, তৎসমুদায় কোন এক খানি বিশিষ্ট গ্রামেও দেখিতে পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট বা সামান্য পুষ্করিণীও অগণ্য; তন্মধ্যে কোন কোন পুষ্করিণী এত স্বল্প-তোয় যে, নিদাঘের দারুণ আতপ সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব্বাহ্নেই জলশূন্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোন কোন সরোবর এত গভীর যে, অদ্যাবধি কেহই তাহার তল-স্পর্শ করিতে পারে নাই। শরদাগমে এ সমস্ত সরোবর অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া থাকে।

কথিত আছে এই "স্থানে শালিবাহন নামক রাজার রাজধানী ছিল। কবিকঙ্কন কৃত চণ্ডী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নায়ক শ্রীমন্ত সদাগর পিতৃ অন্বেষণার্থ নির্গত হইয়া এই স্থানেই বিকসিত কমল-বাসিনী অতি কোমলা ষোড়যবর্ষীয়া কামিনীকে গজ গ্রাস করিতে দেখিয়াছিলেন। অনন্তর মহারাজ শালি-বাহনের নিকট সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে, রাজা এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা অবলোকন করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া কালীদহ নামক নদের তীরবর্ত্তী হইয়া তদ্দর্শনে বিফল প্রযত্ন হওত, এই স্থানেই শ্রেষ্ঠীতনয় শ্রীমন্তকে দক্ষিণ মশানে হনন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই দেবীর অপার কৃপায় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন।" প্রমাণ স্থলে সকলে মশান চণ্ডী নামক দেবীর আশ্রম এবং কালীদহ নামক নদের আকৃতি দর্শাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে ক্ষেত্রপাল, দক্ষিণে মশান চণ্ডী, এবং উত্তরে শিবাচণ্ডী প্রভৃতি দেব দেবী, মহারাজ শালি-বাহনের বাটীর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, বলিয়া আমরা পূর্ব্বে অনেক গল্প শুনিতাম। কিন্তু যে স্থান রাজবাটী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, অথবা আশৈশব তাহার পূর্ব্বে ক্ষেত্রপাল এবং দক্ষিণে মশানচণ্ডীই দেখিয়া আসিতেছি। ঐ দেব দেবীর যে সমস্ত বিষয়, অদ্যাবধি তাঁহাদিগের সেবক ব্রাহ্মণেরা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা দেখিলে বা শ্রবণ করিলে বোধ হয় যে, ইহা অবশ্যই কোন রাজা বা ক্ষমতাশালী ধনীর প্রতিষ্ঠিত দেবতা।

কিন্তু এপর্য্যন্ত আমরা উত্তর সীমা রক্ষয়িত্রী শিবাচণ্ডীর কখন কোন নিদর্শন নয়ন-গোচর করি নাই এবং কেহ দেখিয়াছেন এপ্রকার শ্রবণও করি নাই। কয়েক বৎসর অতীত হইল, এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী কৈলাসপুর নামক স্থানের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় কোন কার্য্যোপলক্ষে উক্ত শিবা-চণ্ডীকে ভূগর্ভমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানেই তাঁহার মন্দীর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকও ঐ দেবী রাজবাটীর উত্তর সীমাস্থিতা বলিয়াই বিশেষ প্রতীতি হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতি নিতান্ত অমূলক নহে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, জমিদার নবীন বাবু স্বয়ং ঐ দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন। কিন্তু নিম্ন লিখিত দুইটী কারণে ঐ প্রকার বিবেচনাও যুক্তিশূন্য বলিয়া বোধ হয়;—প্রথমতঃ ঐ দেবী প্রতিষ্ঠিতা করায় নবীন বাবুর অপচয় ব্যতীত লাভ নাই এবং প্রথমাবধিই তিনি লাভের চেষ্টায় কোন কার্য্যই করেন নাই, অপিতু এই বিষয়ে তাঁহার প্রচুর ব্যয়ও হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দেবীর যে প্রকার প্রতিমূর্ত্তি ও গঠন-ভঙ্গী, ইদানীন্তন ভাস্করেরা প্রস্তর খোদিত করিয়া সে প্রকার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারে না, পারিলেও এত ব্যয়-সাধ্য যে, নবীন বাবু কখনই সে ব্যয়-ভার স্বয়ং বহন করিতে পারেন না। আরও এপ্রকার জনশ্রুতি আছে যে, ঐ স্থানটী রাজার দেবালয় ছিল এবং তদনুসারে উহার নামও কৈলাসপুর হইয়াছে।

শিবাচণ্ডী প্রকাশিত হইবার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে, ইহার একস্থানে (অনুমান রাজবাটীর কিঞ্চিৎ পার্শ্বে) আমরা একটী বৃহৎ কূপের আকৃতি দেখিয়াছি। ঐ কূপ দর্শন মাত্রেই বোধ হয়, উহা বহু দিবসের খোদিত। এক্ষণে উহা দেদীপ্যমান আছে কি না, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

ইতিপূর্ব্বে যে খোলা-কুচির (হাঁড়ী বা সলক চূর্ণ) কথা উল্লেখ করিয়াছি, সচরাচর সকলে ঐ স্থানে রাজার অতিথিশালা থাকার কথা কহিয়া থাকেন। এই প্রবাদটী এককালে যুক্তিশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। যে সকল অতিথী তথায় রন্ধনাদি করিত, তাহাদিগের চূর্ণ পাকপাত্রই ঐ সমস্ত খোলা স্তূপাকারে হইয়া রহিয়াছে। নতুবা এক স্থানে এত অধিক খোলা একত্রিত হইবার সম্ভাবনা কি?

অনেকে আবার এপ্রকারও বলিয়া থাকেন, যাহারা ঐ স্থানের পতিত ভূমি খণ্ড প্রথম কর্ষণ করে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ২ কিছু২ অর্থও পাইয়াছে। বাস্তবিকও ঐ সমস্ত কৃষকদিগের মধ্যে কাহাকে২ কিছু২ সঙ্গতি করিতেও দেখা গিয়াছে। যদি এই জনশ্রুতি সত্য হয় এবং ঐ মুদ্রার একটি না একটী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে শালিবাহন কত কালের রাজা অথবা রাজা কি একজন সামন্ত বিশেষ, এই সমস্তই পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কাহারও নিকট উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক ঐ স্থানে শালিবাহন নামক যে এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের বসতি ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেকে বলিতে পারেন যে, তাঁহার নাম শালিবাহন থাকার প্রমাণ কি? তাঁহার নামানুসারে ঐ গ্রামের নাম শালমূলা হইয়াছে, ইহাই এবিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়। যথা;—মুরশিদ কুলিখাঁর স্থাপিত নগরের নাম মুর্শিদাবাদ। এইরূপে প্রায় সকল দেশেই প্রতিষ্ঠাতার

নামানুসারে নগরীর নামকরণ হইয়া থাকে।

কোন অপরিজ্ঞাত পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে হইলে, যুক্তি ও ভগ্নাবশিষ্ট বস্তু বিশেষই প্রধান সহায়। অথবা ঐ উভয়ের সাহায্যে শালিবাহন নামক নরপতি বিষয়ক যথাসাধ্য প্রমাণ পাঠক মহাশয় দিগকে প্রদান করিলাম। এক্ষণে ঐ উভয়ের সাহায্যেই, কালীদহ নামক নদ তাঁহার রাজধানীর নিম্ন দেশ দিয়া প্রবাহিত হইত কি না, তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। মশানচণ্ডী নাম্নী দেবী যে স্থানে প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে একটী নদের আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নদীকূলে উক্ত দেবী স্থাপিতা ছিলেন, এপ্রকার অনুমানও নিতান্ত অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে সেই কালীদহ ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। ঐ নদ প্রবহমান থাকারও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সময়ে সময়ে ঐ নদ দিয়া যে অর্ণবযানাদি গমনাগমন করিত, তদ্বিষয়ক প্রমাণেরও অভাব নাই। প্রায় ৫০ বৎসর গত হইল, ঐ গ্রামের অনতিদূরে ইলসরা নামক গ্রামের এক জন মুসলমান একটী পুষ্করিণী খনন কালে প্রায় ১৪ হাত মৃত্তিকার নিম্নদেশে একটী জাহাজের সমুদায় অবয়ব এবং কয়েকটী গুণবৃক্ষও প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং একটী নদ যে শালিবাহন রাজধানীর নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ তাহা না হইলে মৃত্তিকার নিম্নে জাহাজ ও মাস্তুলাদি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ঐ নদ কোন্ স্থানে কোন্ বৃহৎ নদীর সহিত একত্রিত হইয়াছে, তাহারও বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শালিবাহন রাজধানীর প্রায় এক মাইল দক্ষিণে অদ্যাবধি একটী ক্ষুদ্র নদী বর্ত্তমান আছে; বোধ হয় ইহাই কালীদহের অবশিষ্টাংশ মাত্র। প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের সেতু এই নদীর উপরই সংস্থিত।

উপরে যে প্রকার উক্ত হইল, তদনুসারে বোধ হয়, পূর্ব্বে এই নদীতে বাণিজ্য জাহাজ সকল ভাসমান থাকিত পুরাবৃত্তে সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের নিমিত্ত অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল এবং এই কালীদহও সপ্তগ্রামের অতি নিকট দিয়া গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীমন্তের তথায় আগমনও অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য, অন্যান্য পুরাবৃত্ত অনুসন্ধিৎসুর ন্যায়, আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না।

সচরাচর শ্রুত হওয়া যায় যে, শ্রীমন্ত উজ্জয়িনী নিবাসী ধনপতি নামক শ্রেষ্ঠীর পুত্র। যদি বিক্রমাদিত্য-রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে তাঁহার অধিবাস, তবে তিনি সিংহল গমন করিবার নিমিত্ত গঙ্গা হইয়া যাইবেন কেন? তবে কথা হইতে পারে যে, সিংহল অথবা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমনাপেক্ষা, পিতার অন্বেষণই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সুতরাং সেই পিতৃ অন্বেষণার্থই তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে গঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে স্থানে কথিত কালীদহ গঙ্গা-সঙ্গম করিয়াছে, তাহা হুগলীর নিকটবর্ত্তী; কিন্তু

শ্রীমন্ত যে মগ্‌রায় বাটিকাদি সন্দর্শন করেন, সে মগ্‌রা কলিকাতার দক্ষিণ। মগ্‌রায় বাড় বৃষ্টি দেখিয়া তিনি যে বিকসিত কমল-বাসিনী অতি কোমলা ষোড়ষীকে গজ ভক্ষণ করিতে অবলোকন করেন, তাহা চণ্ডীতে প্রকাশিত আছে। অতএব তিনি মগ্‌রা হইতে আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন কেন?

পক্ষান্তরে কোন সুযোগ্য ব্যক্তির প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি, শ্রীমন্তের বাটী সুন্দর বনের অতি নিকটবর্ত্তী। তাহা হইলেই বা তিনি সিংহল—লঙ্কা গমন কালীন মগ্‌রায় আসিবেন কেন? যাহা হউক আমরা যে প্রকার দেখিয়াছি ও শুনিয়াও যাহা কিছু জ্ঞাত হইয়াছি, তদনুসারে বলিতে পারি যে, শালিবাহন নামক রাজা অথবা কোন ধনশালী ব্যক্তি শালমুলা গ্রামে বসতি করিতেন। কিন্তু তিনিই কবিকঙ্কন প্রণীত চণ্ডী নামক গ্রন্থের শালিবাহন কি না, এ কথা স্পষ্ট বলিতে পারি না।

স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত রাজ্য।

কোন কথা শুনিয়াই অনেকে তাহার সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে উদ্যত হয়েন, কিন্তু আমাদিগের মতে সে রূপ করা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু অনেক মহামহোপাধ্যায় বলেন যে মনুষ্য জ্ঞান এরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে যে তদ্দ্বারা অনেক অচিন্তনীয় ও অননুভূত পূর্ব্ব বিষয়াদির আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে। সুবিখ্যাত গেলিলিয়ো পৃথিবীর গতি ও সূর্য্যের স্থায়িত্বসূচক মত প্রচার করায় দেশীয় লোকদিগের দ্বারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন; যখন লৌহবর্ত্মে বাষ্পযোগে শকট চালনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয় তৎকালে পরম পণ্ডিত ব্যক্তিরাও সেই প্রস্তাব অসম্ভব বোধে হাস্য করিয়াছিলেন; বিদ্যুতীয় যন্ত্রের দ্বারা সংবাদ যে এক হোরা পরিমিত কালে সহস্র ক্রোশের অধিক পর্য্যটন করিবে পূর্ব্বে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই; ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় যাহা পূর্ব্বে অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত হইত, এক্ষণে সম্ভব দেখা যাইতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ের অসম্ভাবিত অনেক বিষয় যে পরে সম্ভবরূপে প্রতিপন্ন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আমরা বলি কোন বিষয় হইতে পারে না বলা কর্ত্তব্য নহে, বরং এই বলা উচিত যে তাহা হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, যেহেতু কার্য্যতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে কোন বিষয়ের ঘটনীয়তা নির্দ্ধারণ করা অপেক্ষা অঘটনীয়তা নিরূপণ করা কঠিন। বিশেষতঃ লৌকিক আচার, ব্যবহার, গল্পাদি সহসা অকর্ম্মণ্য বা অমূলক বলা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ অজ্ঞতা বশতঃ আমরা এপ্রকার অনেক ব্যবহারাদিকে অনর্থক বিবেচনা করিয়া থাকি যাহার সার্থকতা আছে; অনেক গল্প যাহা আমরা এতাবৎ কাল কেবল কল্পিত বিবেচনা করিতাম তাহার কতকগুলির যাথার্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। রহস্য-সন্দর্ভ নাম মাসিক পত্রে প্রকাশিত মনুষ্য নেকড়িয়া ও কটল মৎসের প্রস্তাবে পশুদ্বারা নরসন্তান পালনের ও জটেবুড়ীর গল্পাদির সম্ভা-

ব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এস্থলে আমরা ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসে উদ্ধৃত যে একটী বিষয়ের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি তদ্দ্বারা গল্পে শ্রুত স্ত্রীশাসিত রাজ্যের গল্পের সম্ভাবিত্ব সম্পান্ন হইবে।

হলণ্ড দেশীয়দিগের বিজাতীয় অধিকারের মধ্যে যে একটী বিশেষ রাজ্য আছে তত্রত্য লোকদিগের নীতি, আচার ব্যবহারাদির সহিত তুলনা করিলে আমরিকার স্ত্রীসাধীনতাও অতি যৎসামান্য বোধ হয়। জাভা দ্বীপস্থ বাটেভিয়া ও সামারঙ্গ নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই ব্যাণ্টাম নামক ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। যদিও ঐ রাজ্য হলণ্ডের করপ্রদ রাজ্যমধ্যে পরিগণিত ও সন্ধিবিগ্রহাদি দ্বারা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে নাই, তথাপি তাহা স্বাধীন, সুখ ও ধনসম্পান্ন এবং অতি প্রাচীন কালাবধি স্ত্রীলোক দ্বারা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ব্যাণ্টামের রাজা পুরুষ, কিন্তু তদ্ভিন্ন সমস্ত রাজতন্ত্র সম্বন্ধীয় কর্ম্ম স্ত্রীলোকের দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। রাজা রাজ্যতান্ত্রিক শাসকসভার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী এবং ঐ সভার সভ্য কেবল তিনজন কামিনী। তত্রত্য রাজ্যশাসনার্থ নিযোজিত কর্ম্মচারী সকল রমণী। বিচারালয়াদির কার্য্য নির্ব্বাহার্থে কামিনীগণই নিযুক্ত। সেনানীপ্রভৃতি সেন্যসম্বন্ধীয় পদ সকল স্ত্রীলোক দ্বারা পূরিত এবং সামান্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাও অঙ্গনা ব্যতীত অপরে হইতে পারে না। রাজার দেহ রক্ষার ভার সুযোগ্যা রমণী দলের প্রতিন্যস্ত। ব্যাণ্টামের রমণী যোধগণ পুরুষের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট এক ভল্ল দেহপার্শ্বে সুন্দররূপে লম্বমান রাখে এবং তাহাদিগের নিকট যে বন্দুক থাকে তাহা অশ্বের ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমানাবস্থাতেও ব্যবহার করিতে পারে। এই রাজ্যের পুরুষেরা কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যাদিতেই নিযুক্ত থাকে। অন্য সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ রাজ্য তান্ত্রিক, কামিনীকুল দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তত্রত্য রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃবিয়োগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন এবং যদি কখন কোন রাজা নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক গমন করেন তবে একশত নিরূপিতা রমণী মিলিত হইয়া আপনাদিগের পুত্রগণ মধ্য হইতে এক জনকে বাছিয়া উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। এবম্প্রকারে নিযুক্ত উত্তরাধিকারীকেই পরে রীতিমত রাজ্যাভিষেকাদি করা হয়। এই ক্ষুদ্র কামিনীশাসিত স্বাধীন রাজ্যখণ্ডের রাজপাট জাভাদ্বীপের একটী অতি রমণীয় স্বভাব সৌন্দর্য্যময় ও উৎপাদিকা শক্তিবিশিষ্ট অংশে স্থাপিত এবং ইহার রক্ষার্থ দুইটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত আছে। এ রূপ স্ত্রী শাসিত রাজ্যের গল্প আমরা বাল্যকালে পিতামহীর প্রমুখাৎ অনেক শ্রবণ করিয়াছিলাম কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলে সে সমস্তই গল্প, মনে করিতাম এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে সে সমস্ত উপন্যাস নিতান্ত অমূলক নহে। যথার্থই "সাত সমুদ্র তের নদী পারে" স্ত্রীলোকের রাজ্য আছে। জগতে অপূর্ব্ব ব্যবহার অনেক আছে। বাণিজ্যের উন্নতী ও ভ্রমণকারীগণের শ্রমের দ্বারা তাহার বহুতর বিবরণ ক্রমশ লোক সমাজে প্রচারিত হইতেছে।

পদ্মমুখী।

অর্থাৎ সুবিখ্যাত ইংরাজী লালা রুক গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ।

আরঙ্গজীবের একাদশ বৎসর রাজ্য কালে জেঙ্গিস খান বংশজ ক্ষুদ্র বখারিয়ার রাজা আবদুল্লানিজ পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া মহম্মদের গোরস্থান পরিদর্শনার্থ মেদিনাভিমুখে তীর্থযাত্রা করেন। গমন কালে তিনি কাশ্মীরের আনন্দোদ্দীপক উপত্যকা পার হইয়া দিল্লীতে অল্পকাল অবস্থান করেন। এই সময়ে আরঙ্গজীব বোখারিয়া রাজাকে বহুবিধ সমাদরের সহিত রাজোচিত অতিথি সৎকার করেন এবং নিজ লোক জন সমভিব্যাহারে দিয়া বহু সমারোহের সহিত তাঁহাকে সুরত নগর পর্য্যন্ত লইয়া যান ও তথা হইতে আবদুল্লা অর্ণব পোতারোহণে আরব যাত্রা করেন। বোখারিয়া পতি দিল্লীতে অবস্থান সময়ে আরঙ্গজীবের পদ্মমুখী নাম্নী পরমা সুন্দরী কনিষ্ঠা কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ প্রদানে স্বীকার করেন এবং এই ধার্য্য হয় যে যুবরাজ রাজকার্য্য হইতে কিঞ্চিন্মাত্র অবসর পাইলেই কাশ্মীরে আগমন পূর্ব্বক পদ্মমুখীর পাণিগ্রহণ করিবেন ও তথায় কিছু কাল অবস্থানান্তে সস্ত্রীকে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এতদনুসারে আরঙ্গজীব নিজ কন্যাকে যথোচিত অনুচর দল সমভিব্যাহারে কাশ্মীরে প্রেরণ করেন।

যে দিন দিল্লী হইতে পদ্মমুখী যাত্রা করেন সে দিন নগরে আনন্দধ্বনি ভিন্ন কিছুই শ্রুতিগোচর হয় নাই। রাজধানী এই উপলক্ষে উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বিপনী সকল ও রাজপথ পার্শ্বস্থিত ভবন সমস্ত নানা রঙ্গে রঞ্জিত ও স্বর্ণ রৌপ্য কারু কার্য্যে খচিত যবনিকা ও পতাকাবলিতে পরিশোভিত; স্থানে২ গীতবাদ্য ও নানাবিধ আনন্দ ব্যাপারে প্রজাবর্গ বিমুগ্ধ; ভিন্ন২ দলবদ্ধ সুদৃশ্য শিশুগণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত পাটলী কুসুম স্তবকের পরিমল রসে সমস্ত নগর রসায়িত; বেণু বীণা, মুরজ প্রভৃতির সুমধুর ধ্বনিতে নাগরিকগণ উল্লাসিত এবং নানাবর্ণের ধ্বজ, পট, চন্দ্রাতপাদি দ্বারা সুসজ্জিত তরণীদল শ্যামশলিলা যমুনার দেহে প্রফুল্ল বিচিত্র সরোজ রাজীর শোভা ধারণ করিয়াছিল।

পদ্মমুখী যাত্রাকালে বিদায় গ্রহণার্থে পিতৃচরণে প্রণাম করিলে আরঙ্গজীব আশির্ব্বাদ পূর্ব্বক কোরাণের কবিতা বিশেষ খোদিত একখানি মণিময় কবচ তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিলেন এবং সাদরে মস্তকাঘ্রাণ গ্রহণান্তে বিদায় দিয়া বাতায়ন হইতে কন্যার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কন্যা নিজ সহোদরার সমাধিস্থলের চিরপ্রজ্জ্বলিত দীপ রক্ষক সন্যাসীদিগকে যথেষ্ট দান প্রেরণান্তে শিবিকারোহণ পূর্ব্বক পিত্রালয়ের শুদ্ধান্ত হইতে রাজপথে সহচরগণ সমভিব্যাহারে নির্গতা হইলেন। আহা এই সময়ে নগরের যে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন; বর্ণযোগে তাহা

বিবৃত করা মানবের শক্তি দ্বারা কখনই হইতে পারে না। বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হয়, হস্তী, রথ, যোধ, দাস, দাসী প্রভৃতির ক্রমান্বয় গমনে যে একটী বিচিত্র দর্শন সম্রাট্‌ভবন হইতে নগর প্রান্তস্থিত নিকুঞ্জাবলি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহার সদৃশ দর্শন ভারতীয় জনসমাজে অত্যল্পই পরিদর্শিত হইয়াছে। যে মোগল প্রধান ও করদ রাজাগণ পদ্মমুখীর সমভিব্যাহারে নগরপ্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সশস্ত্র বীরাকৃতি, কাশ্মীর দেশজ বকপক্ষ পরিশোভিত উষ্ণীক, এবং রাজপ্রসাদসূচক কেতুসকল অতি দৃষ্টিপ্রিয় হইয়াছিল। আর তাঁহাদিগের সহচর অশ্বারোহীগণের সূর্য্যাংশু সংযোগে সন্দীপ্ত বহুমূল্য কবচ রৌপ্যবৎ সমুজ্জ্বল কুঠার ও সুবর্ণজড়িত করবাল সকলের শোভায় সমস্ত দৃশ্য প্রভাময় করিয়াছিল। অশ্ব সকলের স্বর্ণ রৌপ্যময় অলঙ্কারাবলী, পদ্মমুখীর দাসী দল পরিশোভিত হস্তিযূথের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র মণি রত্ন জড়িত মন্দিরাকৃতি আসনচয়, এবং মধ্যস্থিত বহুতর স্বর্ণময় সজ্জা বিশিষ্ট পাটলবর্ণের আবরণ যুক্ত শিবিকার শোভায় দর্শকগণ প্রমুগ্ধ হইয়াছিল। উক্ত শিবিকামধ্যে রাজকন্যা আসীনা ছিলেন এবং এক জন পরমাসুন্দরী দাসী কন্যা শিবিকাগ্রভাগে বসিয়া চারুচন্দ্রক বিশিষ্ট ময়ূরপুচ্ছ বিনির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা যবনিকাভ্যন্তরস্থ রাজবালাকে ব্যজন করিতেছিল। পত্নীর আনয়নার্থ প্রেরিতা কাশ্মীর ও তাতারজা সুরূপা সখী সকল অভিরাম গ্রীবাভঙ্গকারী আরবীয় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সম্রাট্ তনয়ার শিবিকা পার্শ্বদ্বয়ে চলিতেছিল। পথিমধ্যে নিজ কন্যার রক্ষণাবেক্ষণার্থ আরঙ্গজীব যে অন্তঃপুর-পরিচারক-প্রধান সুবিজ্ঞ ফদলুদ্দীনকে সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনিও এই সকল ব্যাপার দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং পদ্মমুখীর শিবিকার পরেই এক অনাবৃত শিবিকায় বাহিত হইয়া আত্ম গৌরব ভরে আপনাকে বর্ত্তমান সমারোহের এক মাত্র প্রধান পুরুষজ্ঞান করিতেছিলেন।

ফদলুদ্দীন সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন; সারকেশীয়া দেশ সম্ভূতা কামিনীর নয়নান্তভাগে সলাকা লিখিত অঞ্জন রেখা হইতে বিজ্ঞান সাহিত্য সম্বন্ধীয় গাঢ় বিষয়ক এবং পায়স রন্ধন হইতে মহাকাব্য রচনা পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েই তিনি অসামান্য নৈপুণ্যাভিমানী ছিলেন; রাজ্যতান্ত্রিক মতামত তাঁহার প্রসিদ্ধ পারস্য কবি সেকসাদির—

"মধ্যাহ্নে অধীশ যদি বলেন রজনী।
চন্দ্রতারা দেখিতেছ বলিহ অমনি॥[৪]"

কবিতার মর্ম্মানুসারে স্থিরীকৃত হইত। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ (যে ধর্ম্মের আরঙ্গজীব বিশেষ রক্ষক ও উদ্দীপক ছিলেন) তদ্রূপ স্বার্থশূন্য ছিল যদ্রূপ জগন্নাথের হীরক চক্ষের প্রতি আশক্ত স্বর্ণকারের বিষয়ে প্রবাদ শ্রবণ করা যায়।

ইতি পূর্ব্বে পদ্মমুখী কখন শুদ্ধান্ত বহির্গতা হয়েন নাই সুতরাং প্রথম কএক দিবস পথে তাঁহার কোন ক্লেশ না হইয়া বরং হৃদয়ানন্দরসে আর্দ্র হইয়াছিল। অন্তঃপুর গৃহাবলীর মধ্যবর্ত্তী উদ্যান

মাত্র যাঁহার প্রসরণ স্থান ছিল তাঁহার পক্ষে দেশ পর্য্যটন যে কতদূর সুখকর তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। নানা নদ নদী পর্ব্বত প্রচরণ বন উপবন গ্রাম উপনগর নগরাদির স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শনে অবারিত সর্ব্বস্থান গতি পুরুষেরও মন সুস্থ হয় তাহাতে প্রাচীর বেষ্টিত শুদ্ধান্তরূপ কারাবাসিনীর হৃদয় বিমোহিত হওয়ার বৈচিত্র কি? পদ্মমুখী রাজপথে গমন কালে পার্শ্বস্থিত স্বভাব সৌন্দর্য্যাবেক্ষণে পরমাহ্লাদিত হইতে লাগিলেন এবং বৈকালে যখন অগ্রসরণে নিবৃত্ত হইয়া পথ পার্শ্ববর্ত্তী খুদ্র তটিনী তীরে অথবা স্নিগ্ধ চ্ছায়াবিশিষ্ট সুপ্রশস্ত বটবৃক্ষমূলে বিশ্রামার্থ শিবির সন্নিবেশিত হইত তৎকালে চতুপার্শ্বস্থিত স্থান সমূহের নব নব শোভাবলোকনেই তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন থাকিত অন্যান্য আমোদ প্রমোদাদি সকলেই অবহেলায় ঘটিত। প্রান্তরস্থ মৃগ কদম্বের নিঃশঙ্ক বিচরণ ও উৎপ্লুতাদি আনন্দসূচক ক্রীড়া এবং নিকুঞ্জপাদপস্থ বহুতর বিহগাবলির মধুরাস্ফুট কুজন ধ্বনি দর্শন ও শ্রবণেই তিনি নিয়ত ব্যাপৃতা থাকিতেন। পদ্মমুখী তরুণ বয়স্কা ছিলেন এবং নবযৌবনের আমোদ প্রিয়তা তাঁহার যথোচিতরূপ থাকাতে অল্পদিন মধ্যেই নিরবচ্ছিন্ন স্বভাব সৌন্দর্য্যের মোহনকারী শক্তি তাঁহার প্রতি নির্ব্বল প্রতীয়মান হইল; যেহেতু তখন আনন্দোদ্দীপক গীত, বাদ্য নৃত্যাদি শ্রবণ ও দর্শনের জন্য তিনি আগ্রহতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমভিব্যাহারিণী এবং অল্পবয়স্কা পারসিক দাসী কন্যা মুরজবাদ্যের সহিত দেশীয় রোস্তোমের যুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ গান করিয়া রাজ কন্যার মনঃশান্ত করণে যত্নবতী হইল। অপরাপর সহচরী বৃন্দ কথা প্রসঙ্গে সম্রাট তনয়ার চিত্ত বিনোদনে প্রবৃত্তা হইল এবং শুদ্ধান্তচর শিরোভূষণ ফদলুদ্দীন নিজ সর্ব্বজ্ঞত্বের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক নানা কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই এতাবতের মোহন কারীত্ব রাজবালার পক্ষে নিষ্ফল হইয়া উঠিল; পথ সঞ্চারণ কাল যদিও কোনরূপে অতিবাহিত হইত দিনান্তের বিশ্রাম সময় অতি বৈরক্তি জনক ও ক্লেশকর হইয়া উঠিল। প্রাগুক্ত সঙ্গিনী দল, দাসীকন্যা ও ফদলুদ্দীন ভিন্ন কাহারও রাজকন্যার সিবিরে প্রবেশানুমতিছিল না সুতরাং সম্রাট্‌পুত্রী ক্রমশ ম্রিয়মান হইতে লাগিলেন এবং সকলেই তাঁহার ম্লানতাপনয়নোপায় উদ্ভাবনে যত্নবান্ হইলে স্মরণ হইল যে বোখারিয়ার যুবরাজ নিজ বনিতাকে আনয়নার্থ বহু প্রশংসার সহিত এক জন স্বদেশীয় তরুণ বয়স্ককবিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে রাজবালার চিত্ত বিনোদন জন্য শুদ্ধান্ত মধ্যে গানকরণার্থ লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। এই সময়ে কবির কথা উত্থিত হইবামাত্র ফদলুদ্দীন তাঁহার ভ্রুযুগোলোত্তলন করত কিঞ্চিৎ অহিফেণ মুখে নিক্ষেপণান্তে নিজ আলঙ্কারিত্ব প্রকাশাসয়ে কথিত কবিকে অবিলম্বে রাজকুমারী সমক্ষে আনয়নাজ্ঞা প্রদান করিলেন। পদ্মমুখী ইতি পূর্ব্বে পিত্রালয়ে যবনিকাভ্যন্তর হইতে এক

বীর এক জন কবিকে দেখিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কবির আকার প্রকার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ভক্তি যন্মে নাই সুতরাং এই কবিও যে সেইরূপ এক জন হইবে ইহাই রাজকন্যা ভাবিয়াছিলেন। যখন ফদলুদ্দীনের আজ্ঞানুসারে প্রাগুক্ত কবি ফিরামোরজ শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল তখন সম্রাট-তনয়ার পূর্ব্বসংস্কার সমস্ত অন্তহৃত হইল। তিনি দেখিলেন ফিরামোরজ তাঁহারই সমবয়স্ক, কাম-দেবের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ, আচার ব্যবহার রাজসভার উপযুক্ত এবং মুখমণ্ডলও আয়ত নয়ন কবিতা ও সঙ্গীত রসের আকর স্বরূপ অতিমনোহর। ফিরামোরজের পরিচ্ছদাদি যদিও বহু স্বর্ণ রৌপ্য কারুকার্য্য খচিত ছিল না তথাপি তাহার নির্ম্মল পরিচ্ছন্নতা দর্শনে পরিতৃপ্ত হওয়া যাইত। রামাদল শত কার্য্য সত্ত্বেও অভ্যাগত ব্যক্তিগণের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন সুতরাং রাজকন্যা ও সহচরীবর্গে ফিরামোরজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বুঝিলেন যে তাঁহার বেশ ভূষা যদিচ বহুচাকৃচিক্য হীন তথাপি অতি সুন্দর। মন্দ মন্দ কারু কার্য্য পূর্ণ এক খান সুন্দর উত্তরীয় অঙ্গাবরণ সমস্ত সংবদ্ধকরণার্থ কটিবন্ধরূপে ব্যবহৃত, উর্দ্ধতৈতীরীয় শিরাবরণোপরি ভাগে কাশ্মীরজ অজালোমজ কোমল বহুমূল্য উষ্ণীষ, পরিচ্ছদের স্থানে২ মুক্তাবলী ভাবলীলা ক্রমে সংবদ্ধ, সুমধুর ধ্বনিকর একটী পারসিক বিনা বিশেষ করতলে লম্বমান। প্রফুল্ল কমল সদৃশ মুখমণ্ডলে অলিপঁক্তির শোভানুকারী ঈশদ্বিকশিত শ্মশ্রুবলী বিশিষ্ট ফিরামোরজের সন্নতাঙ্গ ও পরিচ্ছন্ন বেশ দেখিয়া রাজকন্যার অন্তরে বৃন্দাবন বিপিন বিহারী গোপাঙ্গনা চিত্ত চকোরাভিলষিত প্রেমরসোদ্দীপক মুরলী ধারী শ্রীকৃষ্ণের ভাব উদয় হইয়াছিল এবং সখি সমস্তের মনকেও অভ্যাগত কবির মোহন মূর্ত্তি বিমুগ্ধ করিয়াছিল। সঙ্গীতের অনুমতি পাইয়া ফিরামোরজ বিনীত ভাবে ব্যক্ত করিলেন যে তিনি যে গীত গাইবেন তাহা ১৯৩ মহম্মদীয়াব্দে খোরাসান প্রদেশে যে সমস্ত প্রাচীন খণ্ডেরভয় স্বরূপ লোকোপপল্লবকর অবগুণ্ঠন ধর ঋষির উদয় হইয়াছিল তৎসম্বন্ধীয় এবং সম্রাট তনয়ার সমক্ষে মস্তকাবনতির সহিত প্রণাম করিয়া নিজ বীণার তন্তুস্বর সংমিলনান্তে কোকিল কণ্ঠে এবম্প্রকার গীত গাইতে লাগিলেন।

পারস্য খণ্ডের গর্ভে খোরাসাস নাম,
প্রশস্ত প্রদেশ রম্য সদা সুখধাম।
ভাতি যথা সৌর কর রাশি ফুল্লাননে,
প্রকাশে কুসুম কুল নিকুঞ্জ কাননে,
আনন্দ আলয় যথা নদী তীরচয়,
নবকুসুমিত তরু লতা গুল্মময়।
যথায় মুরগা শ্রেষ্ঠা তটিনীমণ্ডলে,
প্রবল তরঙ্গা শৈল সুতা ওঘবলে,
মিরুরু সুন্দরতম আলয় কানন,
অবগাহি কল্লোলিনী করেন গমন।
যথা হে ত্রিদিব পুরে মন্দাকিনী জলে,
নন্দন বিজয় ধাম ধৌত কলকলে॥
তথায় না জানি মর্ম্ম শত শত জনে,
রতনে রঞ্জিত স্বর্ণ রাজসিংহাসনে,
বসাইল পূর্ব্বকালে ভ্রমান্ধ হইয়া,
মোকানা রাজর্ষিবরে সম্ভ্রম করিয়া।

বদন উপরে তাঁর ছিল একখান,
রজত অবগুণ্ঠন সদা লম্বমান।
যদবধি নরনেত্র যোগ্য নাহি হয়,
দেখিবারে তাঁহার মুখ আলোক নিচয়,
ঋষিরাজ মোকানার দয়ার্দ্র অন্তর,
আবরণে রেখেছিল তেজ অপ্রচার।
আছিল কহিত তাঁর অনুচরগণ,
যে তেজ রাজর্ষি মুখে সে রূপ কখন,
না হইল মুসামুখ সপ্রভ সে ক্ষণে,
যেইকালে ইডাহতে দেব জ্যোতিসনে,
ইহুদি কুলতিলক পেয়ে নীতি জ্ঞান,
উত্তরিলা সহচরগণ বিদ্যমান।

দুই পার্শ্বে বদ্ধমালা সহধর্ম্মীদলে,
প্রতিজ্ঞ অন্তর খড়্গ অসি করতলে।
বিদ্যুৎ জড়িত যথা বনস্পতিচয়,
শোভয়ে নিদাঘ দিনে) দাঁড়াইয়া রয়।
যৌবনে উজ্জ্বল আঁখি পাবক নিকরে,
বীরমদে মত্ত সদা উৎসুক অন্তরে,
প্রচারিতে আত্মধর্ম্ম ধরিত্রীমণ্ডলে,
ইচ্ছুক আছিল বীরদল ভুজবলে,
না ছিল তাহার মাঝে দৃঢ়তা অভাবী,
কোন জন যেবা নাহি পুত তমভাবি,
রাজর্ষির আজ্ঞাক্রমে, তাপশূন্য হয়ে।
কোষিতে পারিত অসি আপন হৃদয়ে,
ধন্য বীর দল খ্যাত এ ভব ভবনে,
তোমাদের বীর কার্য্য আছে সর্ব্বজনে।
ঘৃণা করি কালিফের বেশ তমোবিভা,
ধরিলা কিরীটি বর্ম্ম চর্ম্ম শ্বেতনিভা।
নানা মত প্রহরণে অসম সকলে,
সমর সজ্জায় সজ্জীভূত বীরদলে।
কেহ বা তূণীর পৃষ্ঠে পূর্ণ খর শরে,
মহিষ বিষাণ কৃত শরাসন ধরে;
চিন শরে বিনির্ম্মিত ধরে শল্য কেহ;
ভীরণ পরশু কেহ গদা ভীম দেহ।
রবি করে শিরো শ্বেত পুচ্ছ শোভা পায়,
শীত প্রাতে তরু যেন তুষার মাথায়।

কাঞ্চনে জড়িত ছাদে করেছে ধারণ,
স্ফটিকে রচিত যেই চারু স্তম্ভগণ,
তাসবার মাঝে বামা কুলের আলয়,
বহিরবরোধ মধ্যে নেত্র গত হয়।
বিচিত্র বাগুরাময় যবনিকাচয়,
ভেদ করি ক্ষণে ক্ষণে তথা ব্যক্ত হয়,
কামিনী কটাক্ষ প্রকাশিত প্রতিভায়।
শরদে বারিদ যথা প্রচ্ছিন্ন দশায়,
ব্যাপিলে গগণে মাঝে মাঝে তমোহর,
প্রকাশে ময়ূখ মালা মনমোহ কর।
বহুমূল্যে ক্রীত সেই কামিনী কলাপ;
ভুবনমোহিনী দল, করিয়া আলাপ
প্রণয় রহস্য কথা সুধাষিক্ত স্বরে,
আছিল তুষিতে সদা রাজঋষিবরে।
কি কব শুদ্ধান্ত কথা অতুল্য ভুবনে,
সাজাইল যাহা তিলোত্তমা যোষাগণে।
চট্টগ্রাম সন্নিহিত মহাতীর্থ স্থানে,
প্রণমে যে বামাকুল উৎসে ব্রহ্ম জ্ঞানে,
ভারত ভূষণ নারীগণ মনোহরা,
মৃগাক্ষী ঈরাণ বালা আলক্ত অধরা,
সুচারু হাসিনী মৃদ্বী আরব দুহিতা,
চিন কন্যা ক্ষুদ্র অক্ষী অর্দ্ধ নিমুদিতা,
শ্যামাঙ্গী কাফরি সুতা সপ্রভ নয়না,
হৈমকেশী প্রতিচীয় দ্বীপজা অঙ্গনা,
আয়ত নয়না পীনপয়োধরা ধনী
চারুচিকুরিণী জর্জিয়ার শিরোমণি,
সকলি ছিলহে তথা প্রমে প্রফুল্লিতা,
সাজায়ে শুদ্ধান্ত পুরি মানব ইচ্ছিতা।

দিল সর্ব্ব দেশ বুঝি কুসুম রতন,
শোভিতে অপূর্ব্ব সেই আনন্দকানন।

কিন্তু আজি সভাস্থলে কি কারণ বল,
লোক সমাগম রণ সজ্জ শূরদল,
প্রণমে রাজর্ষিবরে কৃতাঞ্জলি করি,
নানাবর্ণ উষ্ণীষ সুচারু শিরে ধরি?
পশ্চিম পবনযোগে টিইলি পচয়।
শীত সমাগমে যথা অবনত হয়।
কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ঋষি মোকানা হৃদয়,
আছিল ইচ্ছুক প্রকাশিতে এ সময়?
ভুজবলে আত্মধর্ম্ম করিতে প্রচার,
অথবা ঐশিক শক্তি যত আপনার?
আড়ম্বর আজিকার নহে সে কারণ,
যদিও গৌরবে ন্যূন নহে কদাচন।
ঈশ্বর প্রেষিত ঋষি খ্যাত অবনিতে,
এই সমারোহ তাঁর দল বাড়াইতে।
অসম সাহস শীল মত্ত বীরমদে,
দৃঢ় মন বিশ্বাস অর্পিত ঋষিপদে,
সমাগত আজি এক পুরুষ রতন,
দেখ একা সভামাঝে করে প্রসর্পণ।
রজত কার্ম্মুক করে কিবা শোভা পায়,
বিচিত্র কটিত্র কটিতটে দেখা যায়;
বোখারিয় টোপ শিরে ঊর্ণাযুক্ত ধার,
ভয়ঙ্কর রূপে রম্য পুরুষ আকার।
তরুণ বয়স আখ্যা আজিম তাঁহার,
প্রতীচি পূরিত বীর্জ মেখলায় যাঁর।
না হইতে শশ্রুরাজী গণ্ডেতে উদয়,
করেছেন শত শত যোধে পরাজয়।
মহাডি কালিকা পক্ষ হয়ে গ্রীশ দেশে,
করিয়া সংগ্রাম বহুতর পরিশেষে,
পরাক্রান্ত প্রবল বিপক্ষ দলবলে।
পরাস্থ হইলা বীর ঘোর রণস্থলে।

বন্দীরূপে কিছুকাল আছিলা তথায়,
সন্ধিতে দাসত্ব হতে বিমোচিল তাঁয়।
হায় কোন জন দাস হয়েও ভুবনে,
কীর্ত্তিমতী গিরিশের প্রান্তর কাননে,
পারেহে ভ্রমিতে সুখে সুস্থির অন্তরে,
মহীয়সী শক্তি দলে প্রোজ্জল না কোরে?
সহৃদয় সনয়ন কোন পান্থ বল,
ভ্রমি তথা, যাহা ছিল স্বাধীনতা স্থল,
মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা দেবীর সদত,
না দেখে পদাঙ্ক সমন্তাত শত শত?
অথবা পবন পূত প্রশ্বাস হইতে,
বুঝিতে না পারে দেবী ছিলা সে ভূমিতে?
না ছিল আজিম হেন, অন্তরে তাঁহার,
ভুলাইয়াছিল দৈবি শক্তি চমৎকার।
স্বদেশে আসিয়া তাঁর অন্তর নিয়ত,
শুদ্ধপথে বীরব্রতে হয়েছিল রত।
সমুদিত পূত দেহ ঋষি এক জন।
দেখাইতে মুক্তিপথ শুনিলা যেক্ষণ;
আর যেই কালে বীর করিলা দর্শন,
মোকানার শুক্ল কেতু অপূর্ব্ব রচন,
চালিত পবন বলে লেখা দীপ্যমান,
"স্বাধীনতা জগজনে" সুখ অভিজ্ঞান।
অমনি আজিম বীর করভ সমান,
নব বলে বলি গেলা ঋষি বিদ্যমান।
ভক্তিভাবে বীর ঋষি-চরণকমলে,
পূজিলা যতনে যবে পড়ি ধরাতলে,
নানাবর্ণ জনপূর্ণ সংঘট্ট হইতে,
উচ্চতর "আল্লা" রব উঠিল ত্বরিতে।
আকাশ সম্ভবা বালা প্রতিধ্বনি তবে,
চলিলা লইয়া তাহা প্রকাশিতে ভবে॥
অমনি ঋষির শিরোপরে শত শত,
উড়িল পতাকা শ্বেত জিনিয়া রজত,

অংশুমালি করে সব হয়ে দীপ্তিমান,
দুলিল পবনবলে বিদ্যুৎ সমান।
সলিমা নাশন যথা বিচিত্র আকার।
(ব্যোমযান বলি যাহা ছিল হে প্রচার)
বাহক তুষার গৌর দ্বিজদল তার,
অভ্র পথে পক্ষপুট করিল বিস্তার।
জলদ প্রতিমস্বনে তবে ঋষিরাজ,
কহিলে আজিমে সর্ব্ব লোকের সমাজ।
"ওহে আগন্তুক আত্মা পুরুষ তোমার,
যদিও ধরিছে এবে দেহ সুকুমার,
অজ্ঞাত না হই আমি দৃঢ়তা তাহার।
পূর্ব্বজন্ম কথা মোরে নহে অপ্রচার!
অবগত আছি আমি করি আলোচনা,
পূর্ব্ব২ জন্মে তব যতেক ঘটনা।
দৃষ্টি করি ক্রম ব্যতি ক্রম জীবনের,
দেহ হতে দেহান্তরে জীবাত্মা জীবের॥
চীরঞ্জীব দ্রুতপদে ভ্রমি কিছুকাল,
পায় হে পরম পদ প্রসন্ন কপাল।
না ভাব কেবল আত্মা হীন-দ্যুতিমান,
নশ্বর জীবন পথে আছে ভ্রাম্যমান।
দেবাত্মা জীবাত্মা যত মহাপ্রভাধর,
করে জীব লীলা সবে মহামোহ কর।
আছিল এরূপ তেজ আদম শরীরে,
প্রণমিল পূত পদ যাহার অচিরে,
লুসিফার ভিন্ন যত গন্ধর্ব্বে মেলিয়া,
পরম প্রণয় ভরে বিনীত হইয়া।
এইরূপ দেব জ্যোতি মুসা কলেবরে,
বিরাজ করিল পূর্ব্বে ভুবন ভিতরে।
আর তথা হতে পরে হইয়া নিঃসৃত,
বহু ঋষিগণ হৃদে হইল শোভিত।
বালিল ইষার দেহে, মহাম্মদ কায়,
উজ্জলিল কিছু দিন ময়ূখ মালায়।

পরিশেষে পূত সেই তেজ স্থিরতর,
মলাহীন আছে মম বদন উপর।
যথা শৈলসুতা নদী ভীষণ ঘর্ঘরে।
শৃঙ্গ হতে পড়ি পসি পর্ব্বত কন্দরে,
মহা কলকলে নগ দেহ ভগ্ন করি।
বাহিরিয়া স্রোতস্বতী স্থির মূর্ত্তি ধরি,
তলভূমি দেশ মাঝে রজত নির্ম্মিত,
প্রতিভা পূরিত দেহ করয়ে বিস্তৃত।"

এতেক শুনিয়া পুন সঙ্ঘট্ট মণ্ডলে,
উঠিল উল্লাস নাদ মহা কোলাহলে।
অমনি আকাশ মুখে চকনে চকিত,
বীরব্যূহ খর অসি হইল লক্ষিত।
আচম্বিতে সভাস্থলে প্রবল হইয়া,
খেলিলা পতাকা দলে বায়ু চঞ্চলিয়া।
সুসিত চন্দন গৌর করে নেত্র শত,
অবরোধ মঞ্চ মাঝে হল দৃষ্টিগত॥
ঢাকিবে সে রূপ রাশি বাগুরা কেমনে?
বিচিত্র মুখমার্জনী চালনে সঘনে,
কুঙ্কুম কস্তূরি মৃগমদ গন্ধ সহ,
বহিল সুদ্ধান্ত হতে চারুগন্ধবহ।
বহে যথা চুম্বি শত স্বর্ণলতিকায়,
সুরভী গন্ধমাদন পবন ধরায়।
"কিন্তু এসকল" পুন রাজর্ষি কহিলা,
"মদীয় মুখেতে সত্যতত্ত্ব যা শুনিলা,
বর্ত্তমানে সে সকল যোগ্য নহে ভবে,
পবিত্র অবস্থা শুভকাল যোগে হবে।
এই অসি করি বলে মহাভ্রমময়
মানবের তমোবৃত কারাগার ক্ষয়,
শান্তি আর সত্যালোক প্রবেশ করিতে,
দেখাইবে পথ এই পাপ অবনীতে।
ওহে বীরদল যবে এ জগতীপুরে,
সর্ব্ব জয়ী কেতু মম উঠিবে অদূরে,

ভ্রমময় দেবালয় হইবে চুর্ণিত ;
শস্ত্রবলে ধরা যবে হবে পরাজিত ;
সদানন্দ মনে দাস মম পদতলে,
রাখিবে খুলিয়া যবে দাসত্ব শৃঙ্খলে ;
রাখিবে দুরন্ত রাজা মুকুট তাহার ,
পুথি পুরোহিত ; আর জয়ী জয়হার ;
আর যবে সত্য ছাড়ি নিশ্বাস প্রবল,
উড়াইবে মানবের ভ্রমতমোদল ॥
(যথা ঘোরতর বাত্যা প্রবেশি কাননে,
চালে পর্ণ পুষ্পদল ঘুর্ণিত গমনে)
মন আধিপত্য তবে আসিবে ধরার,
উঠি প্রফুল্লিত দেহে পুন যাব প্রায়,
জগতের দেখি নব বসন্তের শোভা।
ভ্রমিবে মানব স্বচ্ছ মূর্ত্তি মনোলোভা ॥
সে পবিত্র কালে আমি, অব্যক্ত এক্ষণে
রেখেছি যে মুখ চ্ছবি এ অবগুণ্ঠণে,
আবরণ ফেলি দূরে করিব প্রচার,
ভব মাঝে মহাপ্রভ বদন আমার।
হাস্যমুখে ধরাধনী ব্যাপ সমুদায়,
উজ্জলিত হবে এই আনন আভায়।

তরুণ আজিম প্রতি চাহিয়া তক্ষণ,
কহিলা মধুর মন্ত্রে রাজর্ষি সুজন,
সাদরে গৃহীত তুমি হে বীর রতন,
শিখিতে তোমারে হবে কিঞ্চিৎ তখন।
তাজিতে হইবে আগ্র চাপল্য তোমার,
তবে এই রণপুচ্ছ ধবল আকার।
শোভিত হইবে তব শিরসী উপরে,
হইবে আমার জন্মে না হবে অন্তর।
সমারোহ হল শেষ সভা হল ভঙ্গ,
আল্লার সদৃশ সেই স্বর লয়ে সঙ্গ।
রহিল হৃদয়ে প্রতি কর্ণের কুহরে,
যথা হে বল্লকী ধ্বনি রহে গীতান্তরে।

চমৎকার যুবাদল হেরিয়া নয়নে,
শিরো শ্বেত পুচ্ছ সল্য চকিতচকনে।
সমুজ্জল সিংহাসন পরম সুন্দর,
সুদ্ধান্ত কটাক্ষ লিলা মনমোহ কর,
বয়জ্যেষ্ঠ জ্ঞানশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ জনচয়,
চিন্তিতে লাগিল শান্তি সত্যের উদয়,
বামাদল ঋষিমুখ সপ্রভ দেখিতে,
হইল ইচ্ছুক বড় সমুৎসুক চিতে।

কিন্তু সে সুদ্ধান্তে ছিল বামা এক জন,
মনোদুঃখে যার হল বিবর্ণ বদন,
এই সমারোহ সভাস্থলে আজিকার,
মরণ সমান জ্ঞান হয়েছিল যার।
ওহে বামা দল তারে দেখেছ নয়নে,
ভয়ে রাগহীন তার ধূসর বদনে।
শুনিয়াছ আজি সবে আত্মনাদ তার,
সোকাযেগে অধরে যা পাইল প্রচার।
যায় প্রাণ প্রিয় সেই পুরুষ রতনে,
দেখিলা ভাবিনী নত রাজর্ষি চরণে।
আছিল সময় হায় যে লেখা সুন্দরী,
হৃদয় মন্দিরে তব সুখ পূর্ণ করি।
প্রাণপ্রিয় আদিমের পরমসুন্দর,
কটাক্ষ পড়িত যবে তোমার উপর,
দেখিতে কোমল দেহ সুখের আকর,
শুনিতে শ্রবণে তার শুধাসিক্ত স্বর।
অহরহ এক স্থানে করিবারে বাস,
আছিল তোমার যবে মক্ষ অভিলাষ।
করিত সে জন যাহা প্রেমরসভরে,
ভাবিতে তাহাতে ভাল কেহ নাহি করে,
অতিব আনন্দ দিন সদা সুখময়,
তুলিলে কুসুম কলি যবে রসময়।
কিম্বা কোন আভরণে দিলে পদ্মকর,
মনেতে করিতে জ্ঞান তাহা পূততর।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ন্যায়দর্শন বিৎ জন ষ্টুয়ার্ট মিল সাহেব সংপ্রতি মানব লীলা সম্বরণ করাতে দার্শনিক দলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আমরা উক্ত মহাত্মার সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত এস্থলে প্রদান করিতেছি।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল সাহেব সুবিখ্যাত নামা ইতিহাসলেখক জেমস মিলের পুত্র ছিলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয় এবং ষট্‌ষষ্টি বৎসর বয়ক্রম কালে মৃত্যু ঘটিয়াছে। জন মিল বিশ্ব-বিদ্যালয়াদিতে শিক্ষিত হয়েন নাই, অথবা কোন বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় উপাধিয়ো তাঁহাকে প্রদত্ত হয় নাই। তিনি নিজ পিতার দ্বারাই শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় ইতিহাসকর্ত্তা জেমস মিল নিজ কার্য্যালয়ে (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আপিসে) পুত্রকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বহু যত্নে সকল বিষয়ে সুদিক্ষিত করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জেমস মিল প্রাণত্যাগ করিলে জন তৎপদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ঐ কর্ম্মে বহুকাল নিযুক্ত থাকেন নাই যে হেতু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসন ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে রাজ্ঞী গ্রহণ করাতে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। পরে ভারতবর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে ভারতীয় সভা স্থাপিত হয় লর্ড ষ্টানলি তাহাতে মিল সাহেবকে এক জন সভ্য করিতে চাহেন কিন্তু তিনি তদগ্রহণে অস্বীকার করেন। ইংলণ্ডীয় অন্যান্য গ্রন্থকারগণের ন্যায় জন ষ্টুয়ার্ট মিল ধনবান ছিলেন না তথাপি তিনি যে কি নিমিত্ত কার্য্য হইতে অবসর লয়েন ও পরে ভারতীয় সভার সভ্য হইতে অসম্মত হয়েন তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না তবে এই মাত্র অনুভূত হয় যে তিনি অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন এবং পাছে রাজাধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজ মতাদি অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রকাশ করিতে না পারেন এই আশঙ্কাতেই তদ্গ্রহণে অসম্মত হয়েন। এতদ্ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে সচ্ছন্দরূপে বিদ্যালোচনা ও গ্রন্থাদি রচনা করার ব্যাঘাত জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকাতেই তিনি তদ্বিষয়ে বিরত হইয়াছিলেন। যে কর্ম্ম তাঁহার অবস্থার অপর লোকে পাইলে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিত তাহা তিনি লওনে অসম্মত হইবার প্রাগুক্ত কারণই সম্ভব। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণাবধি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিল সাহেব কেবল বিদ্যানুশীলনেই প্রবৃত্ত ছিলেন এবং তৎপরে ইংলণ্ডীয় মহাসভা "পার্লিয়ামেণ্টের" সভ্যরূপে পরিগৃহীত হয়েন। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইয়া মিল সাহেব বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই যেহেতু তাঁহার কতক মত তত্রত্য অধিকাংশ সভ্যের মতের বিরোধি ছিল। যদিও তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও বিজ্ঞতম নৈয়ায়িক ছিলেন ও যদিও তাঁহার বক্তৃতাশক্তির অভাব ছিল না তথাপি তাঁহার নিতান্ত স্বাধীনতা সূচক মতগুলিকে অপরাপর সভ্যেরা অকরণীয় ও

অঘটনীয় বোধ করিতেন এবং অতি স্বাধীন মত দেখিয়া কেহ তাঁহাকে স্বদলে লইতে বা তাঁহার দলভুক্ত হইতে সাহস করিত না। এই হেতু মিল অবহুকাল মধ্যেই পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যতা ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিদ্যানুশীলন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন। পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে বক্তৃতা শক্তি অভাবে মিল অকৃতকার্য্য হয়েন নাই যেহেতু তিনি তৎকার্য্যে অপারক ছিলেন না এবং যদিও বাক-চাতুর্য্যে তিনি বক্তৃতা কালে লোক মনোহরণ করিতে পারিতেন না তথাপি তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথা সমস্ত শ্রোতাবর্গকে মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিতে হইত। যাহা হউক মিল সাহেব কথিত সভা হইতে অবসর লইয়াও লেখনীর বলে অনেক বিষয়ে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে দেশের হিতসাধন করিয়াছেন। তাঁহার কৃত গ্রন্থাবলী অতি উৎকৃষ্ট ও জ্ঞানময় তন্মধ্যে "সম্পত্তি শাস্ত্র" "ন্যায়দর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থ বহু সমাদৃত হইয়াছে।

সাঁওতালদিগকে সভ্যকরণ।

সম্প্রতি বঙ্গের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ছোট নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশস্থ পার্ব্বত্যখণ্ডের আদিম প্রতিবাসি সাঁওতালদিগকে সভ্যকরণার্থ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া বিধেয় বোধ করিয়াছেন এবং তদুদ্দেশে সাঁওতালদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট ধন রাজ-কোষ হইতে খ্রীষ্টান মিসনরীদিগের হস্তে অর্পণার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এবিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে প্রকাশ করিতেছি যে, অন্যান্য লোক বঙ্গীয় ছোট কর্ত্তার অনুশাসনাদির অধিকাংশই যে রূপ দুষ্ট বোধ করেন আমরা তাহা করি না বরং এ প্রকার বলিতে প্রস্তুত আছি যে তাঁহা দ্বারা এরূপ দুই একটী কার্য্য করা হইয়াছে যে তদ্দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। অধিক কি তদ্রূপ মঙ্গলকর কার্য্য যে কোন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর করেন নাই তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। সম্প্রতি সাঁওতালদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানার্থ মিসনরীদিগকে টাকা দিবার অনুমতি প্রচার করাতে বঙ্গীয় সম্পাদক মাত্রেই মহা গোলযোগ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন ইংলণ্ডেশ্বরী ভারত রাজ্যের শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণকালে যে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে কথিত হয় যে তিনি ভারতবাসী প্রজাগণের ধর্ম্ম বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তাক্ষেপ করিবেন না, এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকেও তদনুরূপ কার্য্য করিতে অনুমতি করেন। এক্ষণে সেই কর্ম্মচারীগণ সাঁওতালদিগকে খ্রীষ্টান করণে কি দলিলে চেষ্টা করিবেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত টাকা রাজকোষ হইতে কি বিচারে দেন? হিন্দু প্রজাই ভারতে অধিকতম তাহাদিগের ধর্ম্মার্থ কত টাকা রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়? সম্পাদকদিগের ইত্যাদিরূপ বাক্যের অনেক যথার্থতা দেখা যায় এবং বহু বিষয়ে মহারাজ্ঞীর কর্ম্মচারীগণ কৌশলক্রমে রাজ্য গ্রহণ কালিক তৎপ্রকাশিত বিজ্ঞাপনির বিরুদ্ধে কার্য্য

করিয়া থাকেন। সেই জন্যই প্রজাবর্গ ও সম্পাদকগণ সকল অনুশাসনাদি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ রূপে বিচার পূর্ব্বক মতামত কহিতে পারে না, যেহেতু তাঁহারা নূতন অনুশাসনের নাম শুনিলেই ভয়ে কম্পিত হয়েন এবং গৃহদগ্ধ গাভি সকলের অরুণবর্ণ মেঘ দর্শনে যেমন অগ্নি দাহের আশঙ্কা হয় সেইরূপ অনুশাসনের নাম শুনিলে ইহাঁদের অত্যাচারের আশঙ্কা হয়। এরূপ আচরণে অনেক অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা এবং সময়ে সময়ে তাহা ঘটিয়াও থাকে। কখন কখন অতি উৎকৃষ্ট ও যথার্থ দেশহিতকর নিয়মাদি অন্যায় বোধে অনেকে মহা গোলযোগ করেন, আবার কখন গুরুতর অনিষ্টকর অনুশাসনাদির অবৈধতা বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুমোদনে প্রবৃত্ত হয়েন। শিরোভাগস্থ প্রস্তাব সম্বন্ধে ও সেইরূপ ঘটিয়াছে সকলেই আমাদিগের ছোটকর্ত্তা মহোদয়ের এই কার্য্যটিতে ভিত হইয়াছেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ দেখিয়া উত্তর কালে ধর্ম্মবিষয়ক অত্যাচারের আশঙ্কা করিতেছেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ রাজকোষ হইতে অর্থ দেওয়াতেও অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়া মান্যবর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের এই কার্য্যটিকে অত্যাচার বিবেচনা করিতেছেন। আমাদিগের মতে ছোটকর্ত্তার এ ব্যবস্থাটী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নহে; তিনি নিজ খ্রীষ্টধর্ম্মানুরাগ প্রচারার্থও এরূপ অনুমতি করেন নাই। অসভ্য সাঁওতালগণ যাহাতে সভ্য হয় ও জ্ঞানালোক তাহাদিগের মধ্যে প্রচারিত হয় তাহাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান বিষয়ে অনুমোদন করা হিন্দু মাত্রেরই অনিচ্ছনীয়; সুতরাং তাহাতে যে আমাদিগের ইচ্ছা নাই তাহা বলা বাহুল্য। তবে যে উদ্দেশে এই ব্যবস্থাটি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সাফল্য বিবেচনা করিতে হইলে ছোটকর্ত্তার এ নিয়মটী দোষা যায় না। লোকে কথায় বলে "ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরানতে কে সম্মত" এ বিষয়েও সেইরূপ ঘটিয়াছে। যদি আমরা অপক্ষপাত রূপে বলি তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদিগের অধ্যাপকদিগের অপেক্ষা মিসনরীগণ দেশের মঙ্গল করিয়াছেন এবং তজ্জন্য মিসনরীগণ দ্বারা যে সাঁওতালদিগের মঙ্গল হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাদিগের সার্থ না থাকিলে তাঁহারা কেন অনর্থক শ্রম করিবেন এই জন্যই ছোটকর্ত্তা বর্ত্তমান অনুমতি করিয়াছেন। আমরা বাকবিতণ্ডা করিতে ইচ্ছুক হইলে অবশ্যই তাহা করিতে পারি এবং আপনাদিগের মতের প্রতিপোষক অনেক কারণ দর্শাইতে পারি কিন্তু যদি যথার্থ দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতে হয় তবে ছোটকর্ত্তা বাহাদুরের এ কার্য্যটীকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবেচনা না করিয়া উন্নতি সাধন বিষয়ক বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি এই টাকা হিন্দুদিগের হস্তে অর্পিত হইত তাহাতে অভিলষিত ফল হইত না, আর মিসনরীগণ তাহা সাধনার্থ রাজকোষ হইতে প্রদত্ত অর্থের দশগুণ ব্যয় করিয়াও কার্য্যসাধন করিতেন। বাঙ্গলা অক্ষর

নির্ম্মাণ, প্রথম সংবাদ পত্র, লং সাহেবের কারাবাস স্মরণ করিলে মিসনরী দিগের গুণ মনে পড়িবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

লোকে কথায় বলে "যার যখন কপাল ফেরে তখন তার মাটি মুটোটাও সোনা মুটো হয়, আর যার কপাল ভাঙ্গে তার সোনা মুটো মাটি হয়ে যায়" তা এ কথা যথার্থ। তাহা না হইলে কবি সূর্য্য মাইকেল কেন অকালে কাল কবলে পতিত হইলেন? বঙ্গবিদ্যানুরাগীগণের হৃদয়ে এ শোক সেল নচেৎ কেন নিহিত হইল? দেশমাত্রেই লোক অনেক জন্মে কিন্তু তন্মধ্যে মহল্লোক এত বিরল যে শতাব্দীর মধ্যে এক জন হওয়াও দুরূহ। ভারতচন্দ্র রায়ের পরলোক প্রস্থানের পর যথার্থ উচ্চ কবি মাইকেল জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গভাষার দুরদৃষ্ট বশতঃ তিনি অসময়ে মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত জেলা যশোহরের কপোতাক্ষ নদীতীরবর্ত্তী সাগর দাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাটিপাড়ার ভূম্যাধিকারী ৺ গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা জাহ্নবী এবং ৺ রাজনারায়ণ দত্ত (যিনি সদর আদালতের এক জন সম্ভ্রান্ত উকীল ছিলেন) এই উভয়ের পরিণয়ের ফল মাইকেল মধুসূদন এবং তাঁহার যে আর দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা হয় তাহারা শৈশবাবস্থাতেই দেহ ত্যাগ করে।

কবিবরকে দেশীয় রিত্যনুসারে প্রথমে গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িতে দেওয়া হয় ও তৎপরে উপযুক্ত কালে কলিকাতায় হিন্দু কালেজে শিক্ষার্থ প্রেরিত হয়েন। তথায় ইংরাজী ও পারসি ভাষায় শিক্ষিত হইলে ১৬ বর্ষ বয়ক্রম কালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন এবং তদনন্তর শিবপুরস্থ বিসপ্স কালেজে প্রবেশপূর্ব্বক গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। মাইকেল খ্রীষ্টান হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে যদিও পরিবার মধ্যে লইতে পারেন নাই তথাপি তাঁহার শিক্ষার ব্যয় সমস্ত বহন করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে দত্তজ মান্দ্রাজে গমন করেন ও তথায় ইংরাজী সংবাদ পত্রাদিতে প্রবন্ধ রচনা দ্বারা নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানারম্ভ করেন। তথায় "এথিনিয়ম" নামক একখান সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়া রচনানুশীলন কিছুদিন করিলে পর তাহার সম্পাদক দেশগমন করাতে দত্তজ সম্পাদক হয়েন এবং এপ্রকার সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে সকলে তৎপাঠে পরিতৃপ্ত হইত ও ইংরাজ দ্বারা সম্পাদিত জ্ঞান করিত। মাইকেল যদিও অসুদৃশ্য পুরুষ ছিলেন তথাপি মান্দ্রাজ কালেজের প্রধান শিক্ষকের কন্যা তাঁহার আন্তরিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। মান্দ্রাজ হইতে মাইকেল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন ও পুলিসের তৎকালিক মেজেষ্টর বিশেষ শ্রীযুক্ত কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। এতৎকাল পর্য্যন্ত মধুসূদনের বঙ্গভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল

কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৺ রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহোদয়দ্বয়ের অনুরোধে রত্নাবলী নাটিকার ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করেন এবং সেই অবধিই বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার ভক্তি জন্মে ও তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন। পরে বঙ্গভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন তাহার তালিকা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে। মাইকেল বঙ্গীয় কবিকুলের চক্রবর্ত্তীত্ব লাভান্তে ইংলণ্ডে আইন শিক্ষার্থ গমন করেন ও তথায় বারিষ্টারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পুনরাগমন করেন। বারিষ্টার হইয়াও দত্তজ নিজ অমিতব্যয়িতা দোষ জন্য আপনাকে স্বচ্ছন্দ চিত্ত ও স্বাধীন করিতে পারেন নাই। নানা স্থানে ঋণ করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে না পারাতে তিনি শেষদশায় অতিব আন্তরিক কষ্ট পাইয়াছেন এবং বর্ত্তমান বর্ষের ১৬ আষাঢ় তারিখে পত্নী বিয়োগ দুঃখ ভোগান্তে দেহযাত্রা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকদ্বয়ের সাহায্যার্থ সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মাইকেলের রচিত গ্রন্থের নামাবলি (১) শর্ম্মিষ্টা নাটক (২) কৃষ্ণকুমারী নাটক (৩) বুড়ো সালিকের ঘাড়ের রোঁ প্রহসন (৪) একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসন (৫) তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য (৬) মেঘনাদবধ কাব্য (৭) ব্রজাঙ্গনা কাব্য (৮) বীরাঙ্গনা কাব্য (৯) চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী (১০) হেকটর বধ গদ্য গ্রন্থ।

হিন্দু আচার ব্যবহার সমালোচন।

শ্রীযুক্ত বাবু মনমোহন বসু কর্ত্তৃক বিরচিত হিন্দু আচার বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার গ্রন্থের সমালোচন ব্যজেই গ্রন্থোদ্দিষ্ট বিষয়টীরও এক প্রকার বর্ণন করিতে মানস করিয়াছি এই নিমিত্ত এই প্রস্তাবটী প্রাপ্তগ্রন্থাদির সমালোচনা মধ্যে নিবেশিত হইল. না। হিন্দু এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কিরূপে হয় তাহা নির্ণয় করা প্রথমেই প্রয়োজন এ জন্য আমরা তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। "হীনঞ্চ দূষয়তেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।" মেরুতন্ত্রের ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—হীনকে দোষাজন্য হিন্দু নামের উৎপত্তি।

এতদ্দ্বারা হিন্দুজাতীর স্থান ও লক্ষণাদি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না সকলেই "হিন্দুধর্ম্ম" ও "হিন্দু আচার ব্যবহার" সম্বন্ধে অনেক কথা ও অনেক তর্ক বিতর্ক করেন, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না যে হিন্দুধর্ম্মের অর্থ কতদূর ব্যাপী ও ঐ ধর্ম্মাদির প্রচলন স্থানসম্বন্ধে সীমা কি রূপে নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে পূর্ব্বকালে হিন্দুশব্দে যাহা বুঝাইত এক্ষণে তাহা বুঝায় না আরও দেখা যায় যে প্রত্যেক লোক নিজ কার্য্য সৌকর্য্যার্থে যে নিয়মাদিতে থাকে তৎসমস্তকেই সে ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম বলে। যদি সকল লোকের মতগুলি একত্রিত করা হয় তবেই দেখা যায় যে লোকমাত্রেই অহিন্দু, অথবা হিন্দু ধর্ম্মে অকার্য্য কিছুই নাই। পাঠকগণ আ-

মাদিগের এই বাক্যের উত্তমরূপে ভাব গ্রহণে যদি অসমর্থ হয়েন তজ্জন্য দুই চারটী উদাহরণ দিতেছি। কোন সময়ে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ এক জন কায়স্থকে পলাণ্ডু ভক্ষণ জন্য দোষাতে কায়স্থ কহিয়াছিলেন "মহাশয় আমার অপেক্ষা হিন্দু কি রূপে? আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া মৎস্য মাংসাদি খাইতেছেন আর আমি ফলমুলাহারী হইয়া উদ্ভিদ বিশেষ ভক্ষণ করাতে দুষিতেছেন";—এক ব্যক্তি হিন্দু চর্ম্মের আড়তদারী করাতে অপর এক জন হিন্দু তাঁহাকে দোষাতে তিনি উত্তর করিলেন "মহাশয় মুচ্ছুদ্ধি হইয়া যখন সাহেবদিগের মদ্য, বিলাতি খাদ্যাদি বিক্রয় ও চর্ম্ম ক্রয় করিতেছেন ও তাহার কমিসন লইতেছেন তখন আমার চর্ম্মের আড়তদারী লওয়ায় অপরাধ কি?"—কোন এক ব্যক্তি দেহের স্বাস্থ রক্ষার্থ নিয়মিত রূপে অল্প২ মদ্য খাইবাতে অপর এক জন তাঁহাকে দুষিলে তিনি উত্তর করিলেন, "মহাশয় পরগৃচ্ছিত ধনাপহরণ পূর্ব্বক তাহা নিজ সুখের নিমিত্ত ব্যয় করিতেছেন তাহাপেক্ষা কি আমার স্বাস্থকর সুরাপান হিন্দুধর্ম্মবিরোধী কার্য্য?" ব্রাহ্মণ বংশজ কোন কদাচার এক ব্যক্তি শূদ্রকে অশ্রাব্য কটু কথা বলাতে শূদ্র তাহাকে গলহস্ত দিয়া ভবন বহির্গত করেন ও তজ্জন্য এক ব্যক্তি তাঁহাকে অহিন্দু বলাতে তিনি কহিলেন "মহাশয় কদাচার ব্রাহ্মণ কুলজ অব্রাহ্মণ, তাহাকে যোগ্য ব্যবহার করায় কি দোষ? আপনি পণ্ডিতবর গোস্বামীর কন্যা হরণ কি হিন্দুধর্ম্মে করিয়াছেন?" হরিনাথ দীনবন্ধুকে বিধবাবিবাহ করাপরাধে দোষাতে দীনবন্ধু বলেন "আমি পরাশর ঋষির মতানুসারে কর্ম্ম করাতেও হিন্দুত্ব হানি হইল! আপনি ভাগিনেয় পত্নী গমন কি ধর্ম্মে করেন?" তাহাতে হরনাথ উত্তর করিলেন "তুমি কি দেখিয়াছ? ভিতরে কে কি করে কি না করে তাহা ধরা কর্ত্তব্য নহে, লোক জানত কোন আচার বিরোধী কার্য্য করিলেই অহিন্দু বলি।" গুরুকুলে পণ্ডিত যোগ্য ব্যক্তি অভাবে দীক্ষা না লওয়াতে বলদেবকে হরিদাস দোষাতে বলদেব কহিহেন "আপনি আহারান্তে প্রাতঃসন্ধ্যা করিলে কি হিন্দুত্ব থাকে?" হরিদাস কহিলেন "কেন আহার করিলে কি আর দেবতাকে ডাকা হয় না?" তাহাতে বলদেব উত্তর দিলেন "তবে এক জন গুলি খোরের উপদেশ না নিলে কি আপনা হতে ঈশ্বরকে ডাকা যায় না?" যে সমস্ত উদাহরণ দিলাম তাহা অল্প মাত্র তথাচ পাঠকগণের অসন্তোষের সম্ভাবনা কি করি না দিলে চলে না। পূর্ব্ব প্রদত্ত উদাহরণগুলির দুষ্ট ও দোষক সকলেই হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হয়েন, কিন্তু তাঁহাদিগের আচারাদিতো ধর্ম্মসঙ্গত নহে। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে এক্ষণে এরূপ লোক নাই যাঁহার ব্যবহারাদিকে কেহ দুষিতে পারে না। ইহার কারণ কি তদনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য এবং তদ্বিষয়ে নিম্ন লিখিত কারণগুলি সম্ভব। পূর্ব্বে যখন ভারতে স্বাধীনতা লক্ষ্মী বিরাজমানা ছিলেন তৎকালে ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহারাদি সকল বিষয়ই সময়ের পরিবর্ত্তনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল এবং সেই সকল পরিবর্ত্তনই শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইলে প্রমাণরূপে পরিগ্রহিত হইত। বেদে ও উপনিষদে যে সকল ক্রিয়া ও তদাচরণ বিষয়ে যে সকল নিয়ম লিখিত আছে তাহার অনেকাংশ মানবধর্ম্মে নাই তদ্ভিন্ন নূতন বহুবিধ ক্রিয়া ও তন্নিয়ম পুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে। মানবধর্ম্মের সহিত পুরাণের অনেক অনৈক্যতা আছে এবং তন্ত্রে পুরাণ বিরোধি অনেক মত প্রাপ্তব্য। এই সকল মতভেদ কেবল সময়ের সহিত দেশাচারের পরিবর্ত্তনসূচক ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ঐ সমস্ত মতই হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত বলিতে হইবে। যে সময়ে যে দোষ বৃদ্ধি হইয়াছে যখন যাহার অভাব বোধ হইয়াছে তত্তৎকালের পণ্ডিতগণ নিজ২ বিচারানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ দ্বারা সেই সকল দোষ ও অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন। ঐ সকল ব্যবস্থা কর্ত্তব্য বোধে দেশীয় রাজগণের দ্বারা প্রচলিত করা হইয়াছিল এবং লিপিবদ্ধ হইয়া এখনকার অলঙ্ঘ্য শাস্ত্র নামে নির্দ্দেশিত হইতেছে। ফলতঃ যদি তৎসমস্ত অলঙ্ঘ্য হইত তবে বেদের নিয়মাদিই অপরিবর্ত্তিতরূপে চিরকাল থাকিত। গোমাংসাদি ভক্ষণ ও সুরাপানের ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদে উপনিষদে ও অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থে থাকাতে আমরা তৎসমস্ত গ্রন্থকে অহিন্দু ধর্ম্মের বলিতে পারি না। অথচ হিন্দুলোকেরা এক্ষণে উহা গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের অহিন্দু বলা হয়। অতএব দেশ কাল পাত্রভেদে পূর্ব্বপণ্ডিতগণ যেরূপ যুক্তি যুক্ত নিয়মাদি করিয়াছিলেন হিন্দু রাজত্ব থাকিলে সেই নিয়মেই চির কাল চলিত এবং যাহা পরিবর্ত্তন সংস্থাপন বা উত্তোলনের প্রয়োজন হইত পণ্ডিতেরা তৎ সম্পাদনে যুক্তি বিধান করিতেন ও কেহ তদনুসরণেও কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু হিন্দুরাজত্ব বিনষ্ট ও বিজাতীয় অত্যাচারে ধর্ম্মলোপের উদ্যোগ হওয়াতে লোকে প্রাণ পণ যত্নে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্নশীল হইয়া ছিল। সেই সময়ে হিন্দুদিগের ধর্ম্মানু রাগ অচল করিবার জন্যই অদূরদর্শি পণ্ডিতেরা শাস্ত্রোক্তি সমস্তের অলঙ্ঘ্যতা লোক মনে সংস্থাপিত করেন এবং তদবধিই সেই অলঙ্ঘ্যতা অযুক্তি সত্ত্বেও পরিরক্ষিত করিতে যত্ন করা হইতেছে এবং সেই হেতুই সকলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। যথার্থ বিচার করিতে হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে এক্ষণে কাহারই ধর্ম্ম নাই এবং আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ হওয়া অপেক্ষা যুক্তিমতে ধর্ম্মের ও আচার ব্যবহারাদির দুষ্ট অংশ সকল উত্তোলন ও আবশ্যকীয় বিষয়ের সংস্থাপন করা শ্রেয়ঃস্কর। যখন কোন নিয়ম জন্য লোকের বাস্তবিক অসুবিধা ঘটে তখন সে নিয়ম সহস্র প্রকারে রক্ষণ চেষ্টা করিলেও রাখা যায় না যে হেতু লোক দুই, চার, দশ দিন কষ্ট সহ্য করিতে পারে কিন্তু চির কাল কখনই পারে না। তাহার প্রমাণ—বিধবাবিবাহ যখন প্রথম ঘটে তখন কত গোল ও কত দলাদলি হইয়াছিল। এক্ষণে সেই বিধবাবিবাহ সর্ব্বদা ঘটিতেছে ও উক্ত-

রোত্তর ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে হইবে কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কোন গোলযোগই হয় না আর উত্তর কালে যে কিছু মাত্র আন্দোলনও হইবে না তদ্বিষয়ে সন্দেহ বিরহ। অদ্য আমরা মুখবন্ধেই অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছি এজন্য এই স্থলেই নিবৃত্ত হইলাম এবং পরে অন্যান্য বক্তব্য সমস্ত প্রকাশ করিব।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সৈনিকত্বপদ দেশীদিগের প্রাপ্য।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে ষ্টেট্ সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় সৈনিকদলে অস্মদেশীয় লোকদিগকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ইণ্ডিয়া গবরমেণ্টকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। কর্ম্মপ্রার্থকদিগের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষের অধিক হইবেক না। তাঁহারা সুশিক্ষিত হইবেন এবং কার্য্যকারিতার পরীক্ষার নিমিত্ত ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে হইবে। যদ্যপি অশ্বারোহী সৈন্য দলে নিযুক্ত হইতে চাহেন তাহা হইলে অশ্বারোহণে বিশেষরূপ নিপুণ হইতে হইবে। যাঁহারা ভদ্রবংশজাত তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে মনোনীত হইবেন। কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাঁহারা আপাততঃ দুইবৎসর জমাদারের বেতন পাইবেন।

অধুনা অন্যান্য উপজীবিকা প্রায় লোক সমাকীর্ণ সুতরাং এই নূতন পদের দ্বার অবারিত হওয়ায় দেশের বিশেষ উপকার সম্ভব। এই কার্য্যদ্বারা সাধারণতঃ সকলের মনে রাজভক্তি আরো প্রগাঢ় হইবে। যদিও এক্ষণে অধিক লোক এই পদে নির্যুক্ত হইতে চাহিবেক না তথাচ উত্তরোত্তর অধিক লোক হওন সম্ভব। পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে প্রথম যখন মেডিকেল কলেজ খোলা হয় তখন কেহই তাহাতে প্রবেশ করিতে চাহেন নাই; বৃত্তিদান এবং অন্যান্য উৎসাহ দ্বারা অত্যাল্প মাত্র ছাত্র সংগ্রহ করা হয়; কিন্তু অধুনা উক্ত বিদ্যালয়ে স্থানাভাব; আজ কাল গলিতে২ ডাক্তার পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশে কোন এক নূতন পদে প্রবেশ করিতে হটাৎ কেহ সাহস করেন না; নানাবিধ কারণ বশতঃ এইটি ঘটিয়া থাকে। পাছে এই নূতন পদে নিযুক্ত হইলে কোন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ করিতে হয় এই ভয়টিই প্রথম লোকের মনে বিরাজিত হয়। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদিগের মড়াকাটায় অসম্মত হওয়া উহার প্রধান উদাহরণ স্থল।

অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন যে সৈনিকপদে নিযুক্তের নিমিত্ত উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে কি না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ করা অনাবশ্যক। লর্ডমেকলি যদিও ভারতবাসীদিগকে অন্যান্য বিষয়ে ঘৃণা করিতেন তথাচ সৈনিকসংক্রান্তে বলিয়া গিয়াছেন যে ফ্রেডরিক এবং মেক্স সদৃশ যুদ্ধবিশারদ ব্যক্তিগণ গর্ব্বপূর্ব্বক এদেশস্থ সৈন্যের অধ্যক্ষ হইতেন"। সর চার্লস নেপিয়ার অশ্বারোহী সৈনিকসংক্রান্তে বলিয়াছেন "এদেশীয় অশ্বারোহীদিগের বল ও পরাক্রমের বিষয় আমি অব্যাগত আছি। শিক্ষিত অশ্ব সহযা গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা অস্ত্রধারীর প্রজ্ঞতার

যে প্রাণের সহায়তা করে তাহা অত্যাশ্চর্য্য হইলেও কারণাভিজ্ঞাত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব বিস্ময়কর। পূর্ব্বদেশীয় যোদ্ধার দৃষ্টি অতিশয় সূক্ষ্ম, বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্ত সবল এবং তাহার ক্ষুরবৎ অস্ত্রাঘাত অতিশয় ভয়ঙ্কর। ইয়োরোপীয় সৈন্যের চক্ষুঃ সূক্ষ্মতর, বক্ষঃস্থল অপেক্ষাকৃত বিশাল, এবং অস্ত্রপ্রহার করোটীবিদারক হইলেও যে উপরি উক্ত সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হয় তাহার কারণ এই প্রথমোক্ত যোদ্ধার অশ্ব লঘুভারাক্রান্তবশতঃ হঠাৎদ্রুতগমনে শত্রু সন্নিকটে গমনে সক্ষম। সুতরাং ইয়োরোপীয় সৈন্য তীব্র আঘাত প্রদানে অক্ষম হইয়া সতত অপকৃষ্ট বিপক্ষকর্ত্তৃক অবমর্দ্দিত হয়েন।"

সার চার্লস ইহা দ্বারা এদেশস্থ অশ্বারোহীদিগকে একপ্রকার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু যাহাই হউক, আমাদিগের দেশে সৈন্যপদে নিয়োগের নিমিত্ত যোগ্য লোক যে পাওয়া যাইবে তাহার কোন সংশয় নাই। শীকদিগের সমর নৈপুণ্য সকলেই অবগত আছেন।

মোগলদিগের রাজত্বকালীন রাজপূত সৈন্য ছিল। আমাদিগের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তারাও সিপাহী সৈন্য সহায়ে ভারতবর্ষ প্রথম জয় করেন।

উপসংহারস্থলে আমরা বলি যে, এপ্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম, কতকগুলি সুবিখ্যাত ভারতবাসী হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছেন; কৌন্সিলের এবং স্থানীয় বিচারপতির আসনেও এ দেশস্থ লোক বিরাজ করিতেছেন। সৈনিকপদে কাহাকেও ন দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় অধুনা সে দুঃখটিও দূর হইল। বাঙ্গালীরা যেরূপ সকল বিষয়েই প্রশংসাস্পদ হইয়াছেন এবিষয়েও সেই রূপ কৃতকার্য্য হইলে আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে। যে বাঙ্গালীরা বিলাতে যাইয়া সিবিল সারভিস পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজগণকে তাঁহাদিগের মাতৃভাষায় পরাভূত করিতেছেন, যে বাঙ্গালীগণ বারিষ্টার হইয়া ইংরাজ বারিষ্টারের সহিত সমকক্ষরূপে বক্তৃতা ও বাদানুবাদ করিতেছেন, যে বাঙ্গালীরা চিকিৎসা বিষয়ে নানা উপাধি পাইয়া অত্রত্য ইয়োরোপীয় চিকিৎসকদিগের ভ্রম সংশোধন করিতেছেন; যে বাঙ্গালীগণ ঋক্ষ-ব্যাঘ্রাদির আক্রমণের ভয় ত্যাগ করিয়া বনে, জলে ও পর্ব্বতে জরীপ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং যে বাঙ্গালীরা আবশ্যক মত বিচারাসন ছাড়িয়া অসি হস্তে যুদ্ধ করিয়াছেন, সেই বাঙ্গালীরা যে সৈনিকপদেও প্রশংসাপাত্র হইবেন তাহার সন্দেহ কি?

নূতন গ্রন্থাদির সমালোচনা।

বামারচনাবলী।—এই পুস্তকের প্রথম ভাগ উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ও সুন্দর বস্ত্রযুক্ত আবরণে বদ্ধ হইয়াছে। চিরস্মরণীয় বাঙ্গালীর হিতৈষী ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ যে ধন সঙ্কলিত হয় ইহার ব্যয় ঐ ধন হইতে প্রদত্ত এবং ইহা বামাবোধিনী সভা হইতে

প্রকাশিত। প্রাগুক্ত ধনে এপ্রকার বঙ্গ-ভাষায় বিরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হয় যদ্দ্বারা পুরাঙ্গনাগণের অন্তঃকরণে জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থ খানিতে ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত স্ত্রীলোকের রচনা সমস্তের মধ্য হইতে উত্তম উত্তম গুলিন উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এত ব্যয় করিয়া একবার প্রকাশিত রচনার পুনঃ প্রকাশের বিশেষ তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। রচনা গুলির মধ্যে দুই একটি প্রবন্ধের বিষয় এরূপ গুরুতর যে যথার্থ কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও তাহাতে সহজে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না। স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ প্রদানে আমরা অসম্মত নহি, কিন্তু এরূপ অর্থাপব্যয়েও সন্তুষ্ট হইতে পারি না, যেহেতু ইহার প্রকাশে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়াছে তদ্দ্বারা একখানি স্ত্রীগণের পক্ষে যথার্থ উপকারী গ্রন্থ প্রকাশ হইতে পারিত। স্ত্রীগণের যে সকল শিক্ষায় স্বভাব সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ ও উন্নত হয়, যাহাতে তাহারা সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহে পুরুষগণের বাস্তবিক সহকারিতা করিতে পারে এবং যাহাতে তাহারা শৈশবকালে শিশু সন্তানগণের স্বাস্থ্যসাধনে সময়োচিত শিক্ষাদানে ও চিত্তবিকাশে সক্ষম হয় সেই সকল শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য, নচেৎ তাহাদিগকে অনর্থক বাগাড়ম্বরের সহিত বকিতে শিখাইয়া চপলতা (ভাষা কথায় যাহাকে জ্যাটামী বলে) শিখাইবার প্রয়োজন কি? আমরা "বামারচনাবলীর" দুইটি পদ্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্বিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিতেছি—

"হায় রে অবোধ মন নাহি তব জ্ঞান।
নিত্য সত্য নিরঞ্জনে নাহি কর ধ্যান॥
কি হবে অন্তিমে গতি নাহি ভাব মনে।
কে তোমারে উদ্ধারিবে সমন ভবনে॥
তাঁহার প্রেমেতে যদি নাহি হও লীন।
কে তোমারে উদ্ধারিবে দেখে দীনহীন॥
অতএব বলি শুন ওরে মূঢ় মন।
এখন ঈশ্বর নাম কর রে স্মরণ॥
যাহাতে হইবে তব জ্ঞানের উদয়।
সর্ব্বদা থাকিবে যাহে প্রফুল্ল হৃদয়॥
না থাকিবে রোগ শোক অন্য যত ভয়।
এমনি নামের গুণ জানিহ নিশ্চয়॥

মধ্যাহ্ন বর্ণন।

দিবাভাগে তেজোময় মধ্যাহ্ন সময়।
সূর্য্যের কিরণে ধরা সুশোভিত হয়॥
এ সময় পশুপক্ষী যত জীবগণ।
আহার কারণ সবে করয়ে ভ্রমণ॥
হেন কালে কিবা জ্ঞানী কিবা মূর্খ নর।
সকলেরে দেখা যায় কার্য্যেতে তৎপর॥
নাহি কারো বুঝি হেন অলস স্বভাব।
নিরুদ্যম থাকে দেখি মধ্যাহ্নের ভাব॥

ধর্ম্ম।

যেই জন করে সদা সৎ আচরণ।
যেই কভু পরধন না করে হরণ॥
পরের সামগ্রী যেই করে তুচ্ছ জ্ঞান।
তৃণের সমান বলি, তৃণের সমান॥
প্রাণান্ত হইলে তবু নাহি ভাঙ্গে পণ।
সকলের অগোচরে, যদিও কখন।—

হেন নারী পরদ্রব্য করেন হরণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্ব দেশময়।
"ধর্ম্ম দিলে ঢাকে কাটি ছাপা কি তা রয়॥"
সতী সাধ্বী পতিব্রতা খ্যাত যেই জন।
যতনে রাখেন যিনি নিজ ধর্ম্মধন॥
অপর পুরুষ প্রতি পিতার মতন।
পবিত্র ভাবেতে সদা করে বিলোকন॥

যদি অক্ষরের সমতা ও যতি থাকিলেই কবিতা হয় তাহা হইলেই উদ্ধৃত গুলিকে কবিতা বলা যায়, নচেৎ অন্য কোন লক্ষণ দেখা যায় না। উৎসাহ প্রদানার্থ এপ্রকার কবিতা স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ করার বাধা নাই। যদি কোন পুরুষ এই গুলির রচয়িতা হইতেন তবে ইহা পুস্তকাকারে বদ্ধ হওয়া দূরে থাক, প্রকাশ না পাইয়া এত দিন ভস্মসাৎ হইত সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের গদ্য রচনা সমস্ত কি রূপ তাহা প্রথম প্রবন্ধটির সারসংগ্রহ যাহা আমরা নিম্নে লিখিতেছি তদ্দ্বারাই অনুভূত হইবে। প্রথম প্রবন্ধটি "সমাজসংস্করণ" স্বল্পকায় সপ্তদশ পত্রে সম্পূর্ণ হইয়াছে, এবং তন্মধ্যেই "বাল্যবিবাহ, বার্দ্ধক্য বিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রথা, জাতিভেদ, বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার নিবারণ, স্ত্রী শিক্ষা না দেওয়া ও স্ত্রীদিগকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখার" অবৈধতা প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত যে কএকটি বিষয় এই প্রবন্ধের অন্তর্গত হইয়াছে তাহার এক একটির বৈধাবৈধতা বিষয়ে বঙ্গীয় কৃতবিদ্য পুরুষগণের মধ্যে অল্পেই সৎসিদ্ধান্ত সংস্থাপনে সক্ষম, সুতরাং গণ্ডূষজলসঞ্চারী সফরী সদৃশা কামিনীর দ্বারা তৎসমস্তের সিদ্ধান্তাদি কোথায় সম্ভব? এই প্রবন্ধ পাঠে এই মাত্র বলা যায় যে, রচয়িত্রী অনেক শব্দ অর্থের সহিত বিন্যাস করিতে পারেন। বামারচনাবলীর প্রথম ভাগের মধ্যে যে কবিতাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল তাহা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি, কারণ ইহা সুন্দর ও কুমারীর রচনা। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত এই কুমারীটির কবিতা শক্তি সম্যক্ বিকসিত হইবার সম্ভাবনা।

ঈশ্বরের মহিমা।

যে দিকেতে ফিরাই নয়ন,
সেই দিকে করি বিলোকন,
অপার বিভু মহিমা, মিলে না যাহার সীমা
সকলই কৌশলে রচন।
প্রভাতের তরুণ তপন,
মরি কিবা নয়ন রঞ্জন,
পাখীর ললিত গীত, সকলেই প্রফুল্লিত,
মনুজের হরষিত মন।
নানাবিধ কুসুম নিচয়,
সারি সারি ফুটে সমুদয়,
সুমধুর মনোহর, শোভয়ে ধরণীপর,
গন্ধবহ সুসৌরভ বয়।
শস্য-পূর্ণ হরিত প্রান্তর,
বীচি যেন ধরণী উপর,
মনোহর সুরঞ্জিত, থাকিয়ে হয়ে শোভিত
দর্শকের নেত্র তৃপ্তিকর।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনা।—বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহোদয় পূর্ব্বে "বঙ্গদর্শনে" ইত্যাখ্য যে প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছিলেন তাহাই

পুনর্দ্দর্শনান্তে বন্ধুবর্গের নিকট প্রেরণার্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রামদাস বাবু যদিও একজন বহুধনসম্পন্ন জমীদার, তথাপি তাঁহার অন্যান্য জমীদারদিগের মত স্বভাব নহে। আহারবিহারাদি সুখসাচ্ছন্দ্যজনক ভোগে তিনি নিয়ত নিমগ্ন থাকেন না, তাঁহার আমোদের মধ্যে বিদ্যালোচনাই সর্ব্বপ্রধান এবং তদ্বিষয়ে যে রূপ কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই অজ্ঞাত নহেন। সংস্কৃত শাস্ত্রাদি দর্শনদ্বারা তিনি যে সমস্ত অজ্ঞাত বিষয় প্রচার করিতেছেন, তাহা এতৎ পরে লিখিত সমালোচনাতেই প্রকাশ পাইবে। রামদাস বাবুর মত কৃতবিদ্য বক্তি ধনাঢ্য লোকের মধ্যে অতীব বিরল। অধিক কি বলিব, আজকাল তিনি একজন প্রধান বাঙ্গলা পদ্য ও গদ্য লেখক বলিয়া লোকসমাজে পরিগণিত হইয়াছেন। এই "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনাখ্য" গ্রন্থখানি যদিও অতি ক্ষুদ্রকায়, তথাপি ইহার মধ্যে রচয়িতার অসাধারণ অনুসন্ধান ও শ্রমের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। নানা গ্রন্থ দর্শন ও তাহার মতামত সকল আলোচনান্তে এই গ্রন্থ খানি লিখিত হইয়াছে।

মহাকবি কালিদাস।—ইত্যাখ্য যে আর একখানি ক্ষুদ্রদেহ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও প্রথমতঃ "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয়, পরে প্রাগুক্ত গ্রন্থের ন্যায় বন্ধুবর্গকে প্রদানার্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা কালিদাসকে ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশে যত্ন করিয়াছেন। অনেক ইউরোপীয় ভাষাবিৎ মহাত্মার মতাদি প্রদান ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে নানানুসন্ধানান্তে সেন মহাশয় এক রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কালিদাস কাশ্মীর দেশীয় রাজবিশেষের অমাত্য ছিলেন, এবং রাজতরঙ্গিণীতে তাঁহাকেই মাতৃগুপ্ত নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রচয়িতার এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেকে অনেক দোষারোপ করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাবধি প্রকৃত রূপে কেহই তাঁহার মত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এত বিরোধস্থলে আমরা কোন মতই হঠাৎ গ্রহণ করিতে পারি না, তবে এপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে,সেনজ নানা গ্রন্থদর্শন ও বহু শ্রম সহকারে এই গ্রন্থ খানি লিখিয়াছেন ও তাঁহার মত প্রতিপোষক অনেক প্রমাণ দিয়াছেন।

নন্দবংশোচ্ছেদ।—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা সুবিখ্যাত ইংরাজ কবি সেক্ষপিরের বিরচিত হামলেট নামক নাটকের আংশিক অনুকরণ, কিন্তু তাহাও সুসম্পন্ন নহে। সেক্ষপির অস্মদ্দেশীয়গণের নিকটও বহু সমাদৃত হইবাতে লোকে মনে করিতে পারেন যে,তৎকৃত গ্রন্থের অনুকরণ অবশ্যই উত্তম, কিন্তু ফলতঃ তাহা ঘটে নাই, অথচ গ্রন্থখানি অপকৃষ্টও হয় নাই। অনুকরণ কার্য্যই লোকসমাজে সচরাচর নিকৃষ্টতা পক্ষে ঘটিতে দেখা যায়। লোকে অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে যাহার অনুকরণ করে তাহার দোষভাগই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করে এবিষয়ের প্রমাণ ইংরাজী

চালের বাবুগণ। সুতরাং অনুকরণ কার্য্যের অযুক্তিযুক্ততা ও মহাকবির কাব্যের অননুকরণীয়ত্ব বিবেচনা করিয়া রচয়িতার আংশিক অনুকরণ যত্নে অসন্তুষ্ট নহি; যেহেতু তাহা করিলে আলোচ্য নাটক খানির সর্ব্বাঙ্গ জঘন্য ও বহুদোষযুক্ত হইত। ইহার কুমার নন্দের চরিত্রের সহিত হামলেটের চরিত্রের কিছু মাত্র ঐক্যতা দেখা যায় না; কেবল শশিপ্রভার চরিত্রের সহিত ওফিলিয়ার চরিত্রের সৌসাদৃশ্য আছে। ওফিলিয়া উন্মাদিনী শশিপ্রভাও উন্মাদিনী এবং তাঁহাদিগের চরিত্রগত ঐক্যতা অসুন্দররূপে রক্ষিত নহে। পূর্ব্বে কথিত দোষাদি সত্ত্বেও নন্দবংশোচ্ছেদ নাটক খানিকে আমরা মন্দ বলিতে ইচ্ছুক নহি, যেহেতু বর্ত্তমান সময়ে যে সকল নাটক প্রতিদিন মুদ্রা যন্ত্র হইতে বহির্গত হইতেছে তাহার অধিকাংশই অতি জঘন্য ও অপাঠ্য ও ইহা অপেক্ষা বহ্বংশে অপকৃষ্ট। ইহাতে শশিপ্রভার চরিত্র যে সৌন্দর্য্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে তদ্দর্শনে সকলকেই করুণরসার্দ্র হইতে হয় এবং সেই চরিত্রটিই নাটকখানির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রাজ্ঞীর চরিত্রও নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হয় না এবং তাঁহার দুঃখ ও বিনাশে মনে করুণরসের বিলক্ষণ উদয় হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে নাটকের যাহা প্রধান গুণ তাহার অভাব নাই। অনেক নাটক এক্ষণে দেখা যায় যাহা অভিনয় যোগ্য নহে, কিন্তু ইহা সে রূপ নহে। আমরা বোধ করি, নাট্যালয়ে অভিনীত হইলে ইহা দর্শকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইবে না।

কৃষ্ণভক্তি সার।—এই গ্রন্থ খানিতে চৈতন্যচন্দ্রামৃত ও আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ প্রভৃতি কএক খানি বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ অল্পকাল মধ্যে প্রকাশ হওয়াতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। আমাদিগের দুঃখ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগাভাব বশতঃ নহে। ইহার অপর কারণ যাহা আছে তাহা কহিতেছি। পূর্ব্বে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে অনেক অসাধারণ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত, গীতগোবিন্দ, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহারা স্বদলের মানবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তৎপরেও গোস্বামিগণের মধ্যে অধিকাংশ কৃতবিদ্যতাগুণের নিমিত্ত বিশেষ সমাদৃত হয়েন ও বাঙ্গলা ভাষায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্রন্থাদি অনুবাদ ও প্রণয়ন পূর্ব্বক স্বদলস্থ অজ্ঞলোককে জ্ঞান দান দিয়াছেন। এক্ষণে প্রাগুক্ত গ্রন্থাদির প্রকাশ দ্বারা লোকের মনে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে যেহেতু এতৎ সমস্তের রচনা এরূপ কদর্য্য যে, তাহা পাঠ করিয়া বোধ হয় যে রচয়িতাগণ নিজ নিজ মূর্খতার পরিচয় প্রদানার্থই ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি এই সকল গ্রন্থ এক ব্যক্তিদ্বারা বা এক স্থান হইতে প্রকাশিত হইত, তবে আমরা এপ্রকার বিবেচনা করিতে পারিতাম না; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও ভিন্ন ভিন্ন লোক বা সভা দ্বারা প্রচারিত হইবাতে আমরা

বুঝিতেছি যে,ঐ সমস্ত সভার মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি একজনও নাই। কেননা যোগ্য লোক থাকিলে এরূপ ব্যাপার কখনই ঘটিত না, অতএব যখন দুই তিনটি বৈষ্ণব সভায় যোগ্য লোকাভাব দেখা যাইতেছে, তখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে পণ্ডিতের বিরলতা ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় না, এবং সেই অনুভূত বিরলতাই আমাদিগের দুঃখোদয়ের একমাত্র কারণ। প্রাগুক্ত গ্রন্থাদির রচনাদি অতি হেয় বলিতে হয়, যেহেতু যদি নিরবচ্ছিন্ন ভাষাটিকে ধরা হয়, তবে তাহাকে বাঙ্গলা বলা যায় না ; আর যদি অনুবাদের উৎকর্ষাদি বিবেচনা করা হয়,তবে অবিবাদে স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে তাহা কিছুই হয় নাই। উপরিলিখিত গ্রন্থাদির মূলের সহিত অনুবাদ কিছুমাত্র ঐক্য হয় না। যে অনুবাদ সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্য পুনশ্চ তাহার অনুবাদ বা টীকা করার প্রয়োজন হয় তাহা না প্রকাশ করাই ভাল। আমরা এরূপ বলিতাম না, কিন্তু কি করি না বলিলেও চলে না। প্রাগুক্ত গ্রন্থের দুই একটির অনুবাদ এত অপরিষ্কার হইয়াছে যে তাহা মূল অপেক্ষা দুর্বোধ্য।

সর্ব্বার্থসংগ্রহ।—ইত্যভিধেয় যে এক খানি মাসিক পুস্তক প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তদ্দর্শনে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে আর্য্যবিদ্যাবিষয়ক নানা প্রাচীন শাস্ত্রের অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ হইবাতে সকলেরই তত্তৎ শাস্ত্রের জ্ঞানাদি লাভ করিবার পথ হইবে। ইহাতে যে সমস্ত বিষয় লেখা হইতেছে তৎসমুদায়ই জ্ঞাতব্য ; এজন্য আমরা আশা করি যে, বঙ্গীয় বিদ্যানুরাগী মাত্রেই ইহার গ্রাহক হইবেন এবং যে সকল ধনবান্ মহাশয়েরা বিদ্যানুশীলনের সহায়তা করেন তাঁহারা সকলেই ইহার জীবন রক্ষার্থ যত্নবান্ হইবেন। আমাদিগের দেশে এক্ষণে সদাচার লোক পাওয়া দুষ্কর। যদিও সৎপথে থাকিতে ইচ্ছা করেন ও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, ফলতঃ তাঁহাদিগের সে যত্ন সমস্তই নিষ্ফল হয়, কারণ তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের কিছুই জানেন না এবং যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করেন তাঁহারাও ততোধিক হইবাতে ভ্রম সংশোধনের পথও নাই। বিশেষতঃ চারি পত্র ব্যাকরণ পাঠকারী বা চণ্ডী পাঠে পটু অধ্যাপক মহাশয়দিগের পরামর্শ লইবাতে আরো অধিক বিপদ্ ঘটিয়া উঠে। অতএব এতদ্রূপ পত্র প্রকাশ হইলে সকলেই শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরী।—শ্রীযুক্ত বিহারিলাল নন্দী ইহার প্রকাশক; ইহাতে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা সকলেরই প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ কার্য্য-সৌকর্য্য-সাধক। এই পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী অল্প কাল প্রচারারম্ভ হইবাতে সকলে ইহার উপকারিত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যদিও এবৎসর ইহা দুই সহস্র খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে ও তাহার সমস্ত অদ্যাবধি বিক্রয় হয় নাই, তথাপি পাঁচ

বৎসরের পর ইহা অন্যূন দশসহস্র করিয়া প্রতিবৎসর মুদ্রিত করিতে হইবে এবং তাহার এক খণ্ডও অবিক্রীত থাকিবে না। কোন বস্তুই প্রথমতঃ সর্ব্ব সাধারণ দ্বারা গৃহীত হয় না, কারণ সকলে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। ইংরাজীতে থাকার স্পিঙ্ক কোং যে কলিকাতা ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন তাহার মূল্য ১৮ টাকা, তথাপি অত্রত্য ইউরোপীয় ভদ্রলোক মাত্রেই তাহা গ্রহণ করেন। লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে কেহই ১৮ টাকা অনর্থক ব্যয় করিতে সম্মত হয়েন না,সুতরাং যাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন তাঁহারাই লয়েন। আমাদিগের মধ্যে তদ্রূপ ডাইরেক্টরী প্রচলিত ছিল না তজ্জন্য তাহার দ্বারা কি উপকার ঘটে কেহই বুঝিতেন না। এক্ষণে বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরীর উদয়ে সেই অভাব কথঞ্চিৎ প্রকারে দূর হইয়াছে এবং গত বৎসরাপেক্ষা এবৎসর ইহা যেরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তদ্দর্শনে বোধ হয় যে, দুই তিন বৎসরের মধ্যে ইহা সমুদায় অভাব পূরণ করিবে। আর লোকে দিন দিন ইহার উপকারিত্ব অনুভব করিতেছে ও অল্পকাল মধ্যে যে ইহা ভদ্রলোক মাত্রেই না গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রাহক সংখ্যা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইলে ১ টাকা হইতে ১৷৷০ টাকার মধ্যেই যে থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির ১৮ টাকা মূল্যের ডাইরেক্টরীর ন্যায় সকল বিষয়ের কার্য্যসৌকর্য্য সাধনোপযোগী একখানি বাঙ্গলা ডাইরেক্টরী প্রচার হইতে পারিবে তাহা নিশ্চয় বলা যায়। এজন্য আমরা সকলকে বলিতেছি যে, তাঁহারা এই পঞ্জিকার সাহায্য করুন, এ প্রকার গ্রন্থের যে কত উপকার তাহা লিখিতে গেলে প্রস্তাব অতি বিস্তর হইয়া পড়ে; অতএব এইমাত্র বলিয়া নিবৃত্ত হইতেছি যে, যাঁহারা ইহা ব্যবহার করিবেন তাঁহারা ইহাকে বিষয় কার্য্য সম্বন্ধীয় সমাচার সমস্তের খনি স্বরূপ বোধ করিবেন।

সঙ্গীতরত্নাকর।—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত এই গ্রন্থের প্রণেতা এবং সুচারু যন্ত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। লেখক গ্রন্থখানি সঙ্কলনার্থ যে শ্রম ও যত্ন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করা কর্ত্তব্য। প্রণয়নকর্ত্তা গ্রন্থখানিকে সুযোগ্য পাত্র রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়কে অর্পণ করিয়াছেন। দত্তজ মহাশয় সঙ্গীতবিষয়ক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও পরম্পরাগত গল্পাদি প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তত্তৎসম্বন্ধীয় প্রমাণাদি কিছুই দেন নাই। গ্রন্থকার বলেন যে, পূর্ব্বকালে সঙ্গীতের বিশেষ পরিচালনা এদেশে হইয়াছিল এবং মুসলমানদিগের দ্বারা সঙ্গীতবিদ্যা অনেকাংশে কলুষিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মুসলমানদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইবাতে সঙ্গীত সমালোচনা ও তদুন্নতির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল ; কিন্তু আমরা তাঁহার এবম্প্রকার বাক্যের অনুমোদন করিতে পারি না। আমরা স্বীকার করি যে, পরদেশীয়দিগের দ্বারা বিজিত হইলে দেশমাত্রেরই সর্ব্বপ্রকার

উন্নতির ব্যাঘাত জন্মে, কেননা লোকে স্বাধীনতাহীন হইলে তাহাদিগের মনোবৃত্তি সমস্ত আবদ্ধ হইয়া পড়ে; তাহারা স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে সাহস করে না, সুতরাং কোন বিষয়েই প্রকৃত উন্নতি পরিলব্ধও হয় না। কিন্তু ভারতের সঙ্গীত শাস্ত্রসম্বন্ধে সেরূপ ঘটনা না হইবার একটি বিশেষ কারণ দেখা যায়। মুসলমানগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল,কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের নিকট তাহারা পরাজয় পাইয়াছিল। যদি তাহারা অত্রত্য সঙ্গীত উচ্ছেদ পূর্ব্বক স্বজাতীয় সঙ্গীত প্রচলিত করণের যত্ন করিত তাহা হইলে ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের অবনতি হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তদ্বিপরীতে যখন তাহারা এদেশীয় সঙ্গীতকে গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তখন তাহাদিগের দ্বারা ইহার উন্নতি ভিন্ন কিছুই হয় নাই। সুরসংযোগ দ্বারাই রাগিণ্যাদি সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার উৎকর্ষ সাধনে যতই যত্ন করা হয় ততই নব নব রাগিণ্যাদির উদ্ভব হয়। অতএব মুসলমানগণ ভারতে প্রচলিত সঙ্গীত বিদ্যা গ্রহণান্তে তদনুশীলন করাতে তাহার উন্নতি ভিন্ন অবনতির সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? গ্রন্থকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভারত-প্রচলিত রীত্যনুসারে স্বরাধ্যায় বিশেষ যত্নে লিখিয়াছেন ও তানপুরার সহিত স্বরসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তানপুরার স্বর কণ্ঠস্বরের ন্যায় নহে এজন্য বোধ হয়, হারমোনিয়মের সহিত স্বরসাধন করায় অপেক্ষাকৃত উত্তম ফল হইতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ রাগাধ্যায়; ইহাতে দত্তজ মহাশয় বহু শ্রমসহকারে রাগাদির বিষয় লিখিয়াছেন, কিন্তু সেতারের গথ সমস্তে নানা রাগিণ্যাদির উদাহরণ দেওয়াতে সংগীত শাস্ত্রের সম্পূর্ণ আদর্শ দর্শিত হয় নাই। সেতারের স্বর অবিছিন্ন না হওয়াতে ডারে ডারে ডিরি ডিরি প্রভৃতি দ্বারা সুর সমস্তের ও রাগাদির বিশেষ ব্যাখ্যা ঘটে নাই। চতুর্থ পরিচ্ছেদে রচয়িতা এ দেশ-প্রচলিত অধিকাংশ যন্ত্রের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন। উৎপত্তি, অনুশীলন, উন্নতি ও ইতিহাসাদির কিছু মাত্র বিবরণ লিখিত হয় নাই। যন্ত্রাধ্যায়ের মধ্যেই তানাধ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, এবং তাহা মন্দ হয় নাই। পঞ্চম পরিচ্ছেদে নৃত্যাধ্যায়, কিন্তু ইহা অতি সংক্ষেপে লেখা জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। সঙ্গীতরত্নাকরের পরিশিষ্ট ভাগ অতি উত্তম হইয়াছে এবং তৎপাঠে যে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। পরিশিষ্টের রাগমালা কেবল অসম্পূর্ণ হইয়াছে। সমস্ত একত্রে ধরিলে আমরা গ্রন্থ খানিকে উত্তম ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। আর গ্রন্থকার ইহার প্রণয়ন জন্য যেরূপ অসামান্য শ্রম ও যত্ন করিয়াছেন সে রূপ অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। আমরা অপরাপর গ্রন্থকারগণকে অনুরোধ করি যে,তাঁহারা নবীন বাবুর ন্যায় শ্রম ও যত্ন করিয়া গ্রন্থাদি লিখিবেন এবং তাহা হইলেই তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল জনসমাজে আদৃত হইবে।

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ" ॥

মাসিক পত্রিকা।

১ পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা [২য় খণ্ড।

হেন্‌রি টমাস্ কোলব্রুক্।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শরীর পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম সর জর্জ্জ কোলব্রুক্। পিতার অসঙ্গতি প্রযুক্ত কোলব্রুক্ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মুহুরির কার্য্যে প্রেরিত হয়েন। শৈশবে শিক্ষার নিমিত্ত তিনি কোন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়েন নাই, কিন্তু বিদ্যানুশীলনে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ এবং অবিচলিত অব্যবসায় ছিল। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমের প্রারম্ভে তিনি ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হয়েন। এই সময়ে তাঁহার গ্রীক ও লাটিন ভাষায় এবং গণিতবিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ফ্রেঞ্চ এবং জর্ম্মণ ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। তিনি যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন,তখন কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অবস্থা অতীব বিস্ময়কর ছিল। উৎকোচ গ্রহণ এবং অপহরণ প্রভৃতি যে সকল দোষে উক্ত কোম্পানির কর্ম্মচারীরা দূষিত ছিলেন, ক্লাইব কিছু দিন পূর্ব্বে সে সকল দূরীকৃত করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস্ এপর্য্যন্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি এবং রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম সকল ব্যবস্থাপন করিতে পারেন নাই। সমস্ত বিষয়েরই ব্যতীহার হইতেছিল। যাঁহারা প্রধান মহাজনের এবং পাটনা, ঢাকা কিম্বা মুরশিদাবাদে কৌন্সেলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা অবৈতনিক কর্ম্মচারী হইয়াও বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছিলেন। মুহুরি এবং অন্যান্য কুঠিওয়ালারা আট শত এবং হাজার টাকা বাৎসরিক বেতন পাইয়াও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। সমাজের অবস্থাও প্রশংসিত ছিল না। দ্যূতক্রীড়া

এবং পানদোষ প্রভৃতি ব্যক্তিমাত্রের প্রধান আমোদ ছিল। কোলব্রুক তিন বৎসর কাল কলিকাতায় থাকেন। এই সময় তিনি শিকার এবং ভাষা শিক্ষায় কালাতিবাহিত করেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেহারের অন্তঃপাতী ত্রিহুট প্রদেশের কালেক্টরের সহযোগীর পদে অভিষিক্ত হয়েন; ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পূরনিয়া প্রদেশে বদলি করা হয়। এই সময় কোলব্রুক্ হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সমুদায় অবগত হয়েন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজসাহী বিভাগের ভার অর্পণ করা হয়। তৎকালীন পাটোর রাজসাহীর প্রধান থানা ছিল। এই পরগণার অবস্থিতি গঙ্গার ধার হইতে ত্রিশ মাইল দূর। এস্থলের জল বাতাসেরও অতিশয় অস্বাস্থ্যজনকতার নিমিত্ত পীড়ার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত ছিল। অধুনা এই দেশ ধ্বংস হইয়া কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের অনিত্যতা এবং স্বভাবসৌন্দর্য্যের নিত্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখান হইতে কোলব্রুক মুজাজুর ও কাশী অঞ্চলে প্রেরিত হয়েন। ওয়েলেস্‌লি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে রাজকীয় কর্ম্ম সম্পর্কে বেহারের রাজার নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি দুই বৎসরের অধিক থাকেন। তৎপরে সদর আদালতের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হয়েন। কিয়দ্দিবস পরে উক্ত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির আসনাসীন হইয়া সুবিচারের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কৌন্সেলের মেম্বরের পদ প্রাপ্ত হয়েন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরিণয় হয়, কিন্তু ইহার চারিবৎসর পরেই তাঁহার বনিতার মৃত্যু হওয়াতে অগত্যা ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করেন। তাঁহার গমনের কিয়দ্দিবস অগ্রে তাঁহাকে এসিয়াটিক্ সোসাইটির অধ্যক্ষপদ প্রদান করা হইয়াছিল। কার্য্য পরিত্যাগের পরেও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তাঁহার যে গাঢ়তর অনুরাগ ছিল তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটির প্রধান অধ্যক্ষের পদ গ্রহণে অস্বীকার করেন, কিন্তু তৎপর বৎসরে জ্যোতির্ব্বিদ্যাসংক্রান্ত সোসাইটির পূর্ব্বোল্লিখিত পদগ্রহণে কিঞ্চিন্মাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

তাঁহার জীবনের শেষ দশা অতীব শোচনীয়। তিনি শারীরিক অসুস্থ হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার চক্ষুঃ নিস্তেজ হইয়া গেল। গৃহসম্বন্ধীয় বৈরক্তিও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। অনন্তর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের দশম দিবসে দ্বিসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি লোকযাত্রা সম্বরণ করিলেন।

এক্ষণে আমরা তাঁহার জ্ঞানোপার্জন সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি। পণ্ডিত সমাজে তিনি কোন্ আসনাধিবেশনের উপযুক্ত তাহা পাঠকগণ বিচার করুন। সাতিশয় পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার যে কষ্ট এবং প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই সময় প্রথম শিক্ষোপযোগী কোন পুস্তকই ছিল না। ব্যাকরণ এবং অভিধান এক্ষণকার মত বাঙ্গলা কিম্বা ইংরাজি ভাষায় লেখা হয় নাই। যে দুই এক খানি সংস্কৃতাক্ষরে লিখিত ছিল, তাহাও তাঁহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল। ম্লেচ্ছকে এপ্রকার গ্রন্থ দিতে কেহই ইচ্ছুক ছিলেন না। দেশাচারের ভয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবস্থা শিক্ষা দানে কোন পণ্ডিতই সম্মত ছিলেন না, এবং যাঁহারা সম্মত ছিলেন তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত বিষয়ে এক প্রকার অনভিজ্ঞ বলিলে নিন্দা করা হইবে না। এতদ্ব্যতিরেকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ মেঘগর্জ্জনাদি নিবন্ধন সময়ে সময়ে যে প্রকার সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানে অস্বীকৃত হইতেন, তাহা বিবেচনা করিলে বিদেশীয়ের পক্ষে এবম্বিধ কঠিন ভাষা শিক্ষা করা কত দূর দুষ্কর তাহা পাঠকগণ বিচার করুন। কিন্তু এসকল দেখিয়াও তিনি অভিপ্রেত বিষয়ে বিরত হওয়া বিচারসিদ্ধ নহে, এই ভাবিয়া সংসিদ্ধি বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইলেন, এবং অবিলম্বে মহীয়সী উৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। বাঙ্গালিদিগের কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক তিনি সর্ব্বাগ্রে পাঠ করেন। যদ্যপি তিনি এতদ্দেশীয় শব্দবিদ্যা ও পূর্ব্বকালীন বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া স্বভাষায় সঙ্কলনে প্রযত্নবান্ হইতেন, তাহা হইলে টম্‌সন্ এবং মন্‌রা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অপেক্ষা তাঁহার অসাধারণ খ্যাতিলাভের ভূয়সী সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হিন্দুদিগের ব্যবস্থা, ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ এবং বিজ্ঞান অধ্যয়নে তাঁহার অধিকতর যত্ন ছিল। সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনাই তিনি সর্ব্বদা করিতেন। কিয়দ্দিবস পরে তিনি একখানি ব্যাকরণ সংগ্রহ করিলেন এবং একখানি অভিধান ও ব্যবস্থাসংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ করিলেন। যদ্যপি তিনি পূর্ব্বদেশীয় ভাষা শিক্ষায় যত্নবান না হইয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন তাহা হইলে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিতেন। হিন্দু ধর্ম্মসংক্রান্ত যে দুই খানি পুস্তক তিনি স্বকীয় ভাষায় সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয় ও অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা ওয়েষ্টসিলিষ্টর হলে কিম্বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওকালতীর নিমিত্ত অধ্যয়ন করেন, কোলব্রুক্ প্রণীত উক্ত দুই গ্রন্থ তাঁহাদিগের এক প্রকার প্রধান সহায়। চরিতাখ্যানে তাঁহার বিচার সম্পর্কে কোন কথা বিশেষরূপে বর্ণিত নাই। কিন্তু সদর আদালতের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত বিচারালয়ের কার্য্য সম্পাদন দ্বারা তিনি বিশেষরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, তিনি যে সুবিচারক ছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর গত হইল, কতিপয় উকীল কোন এক জন সুবিচারকের

সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, "ভ্যারিংটন এবং কোলব্রুক্ পুনরায় বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছেন।" তাঁহার একখানি প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান নূতন হাইকোর্ট নামক বিচারালয়ে স্থাপিত হইয়াছে এবং মস্তক অবধি বুক পর্য্যন্ত আর একখানি প্রতিমূর্ত্তি আসিয়াটিক্ সোসাইটির গৃহে অদ্যাবধি শোভা পাইতেছে। কিন্তু তিনি ঈদৃশ অসাধারণ বিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও সুলেখক বলিয়া পরিগণিত হয়েন নাই। এই কারণবশতঃ বোধ হয় তিনি "এডিন্‌বরা রিভিউ" নামক পত্রে লিখিতে অস্বীকার করেন। প্রোফেসর উইলসনের ন্যায় মেঘদূত সদৃশ কোন গ্রন্থ কবিতায় স্বীয় ভাষায় রচনা করিতে হইলে বোধ হয় তিনি পারিতেন না। সর উইলিয়ম জোন্সের ন্যায়ও বোধ হয় তিনি সুলেখক ছিলেন না। কিন্তু জ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা বিষয়ে তিনি উপরোক্ত মহাত্মদ্বয়াপেক্ষা প্রবীণ ছিলেন। জোন্স মনুসংহিতা এবং পুরাণাদি কয়েক খানি পুস্তক কেবল পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোলব্রুক এই অতলস্পর্শ সংস্কৃত ভাষাসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক রত্নসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বিচারাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অবকাশ সময়ে অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে যে প্রকার জ্ঞানার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহই লোকাতীত।

রাজনীতি বিষয়ে তৎসমকালীন অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহার মত গুলি অতিশয় উত্তম ছিল। তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ের সপক্ষ ছিলেন। রাজকোষ সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে তিনি সুপ্রিম কৌন্সিলের মতের পোষকতা না করিয়া তাঁহাদিগের অসন্তোষের পাত্র হইয়াছিলেন।

কোলব্রুকের পুত্র তাঁহার পিতার একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট যখন সতীদাহ সম্পর্কীয় মতের অযৌক্তিকতা বিবেচনায় ঐ নিয়ম রহিত করিতে প্রথম প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোলব্রুকের মতই সমধিক বলবান্ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই নিয়ম সম্পূর্ণ রূপে রহিত করিতে চেষ্টা করিলে প্রতিকূলতা ঘটিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহার এ মতটি বোধ হয়, যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সতীদাহের বিপক্ষে আইন থাকিলেও উক্ত কার্য্য গুপ্তরূপে সমাধা হইত, এবং সময়ে সময়ে পুরোহিতদিগের চতুরতা সম্বন্ধে যে সকল ভয়ানক ব্যাপার আদালতে উপস্থিত হইত, তাহা দর্শন করিলে কোলব্রুক সদৃশ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন এবং কৃপালুহৃদয় ব্যক্তিগণ ঐ নিয়ম সম্পূর্ণ রূপে রদ করিতে কখনই অসম্মত হইতেন না।

পিকিন্।

এই নগরটি বহুকালাবধি চীনদেশের রাজধানী বলিয়া বিখ্যাত। ইহার অবস্থিতি পিহো নদীর উপর। চীনেরা তাতার প্রভৃতি জাতির আক্রমণ নিবারণ নিমিত্ত একটি বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ

করিয়াছিলেন। যদ্যপি কোন পর্য্যটনকারী ভ্রমণমানসে উক্ত প্রাচীর মধ্যবর্ত্তী পিকিন্ নগরে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অসীম দূর-বিস্তীর্ণ ধূলিরাশিসমন্বিত ভগ্নাংশ সমভূমির উপরি তিন দিবস ভ্রমণান্তর উচ্চসৌধ সকল তাঁহার নয়নপথে পতিত হয়। লোকসমাগমপরিশূন্য এই ভীষণ স্থান ভ্রমণ সময়ে ইউরোপীয় পান্থ আপনাকে যে প্রকার বান্ধব-বিহীন এবং পরিচিত পদার্থত্যক্ত মনে করেন, এপ্রকার ভাব অন্য কোন স্থান ভ্রমণ সময়ে তাঁহার চিত্তকে উদ্বিগ্ন করে না। পরে ক্রমে কতকগুলি সামান্য কুটীর তাঁহার ভগ্নোৎসাহ মনে আশাঙ্কুর রোপণ করে। তৎপরেই প্রাগুক্ত বহুদূরবিস্তৃত প্রাচীরপ্রান্ত নয়নপ্রীতিকর শোভা ধারণ করত ঐ আশাঙ্কুরকে বৃদ্ধি করিতে থাকে। ক্রমে একটি উচ্চতর-দূর্গ কতকগুলি তোপশ্রেণী ভূষিত হইয়া পান্থের প্রীতিসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু যদ্যপি ঐ পথিক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নির্ভয়হৃদয়ে ঐ তোপশ্রেণী নিকটে গমন করেন, তাহা হইলে জানিতে পারেন যে, ঐ সমস্ত কাষ্ঠ উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত। অবশেষে শকটবহুল চীন, জাপান এবং তাতার প্রভৃতি নানাদেশীয় লোক সমাকীর্ণ মহাপথে তিনি উত্তীর্ণ হয়েন। এই পথ দ্বারা উক্ত নগরে প্রবেশ করা যায়।

উপরোক্ত বৃহৎ প্রাচীর-শোভা অতিশয় রমণীয়। ইহা ৬০ ফিট্ উচ্চ এবং ইহার বিস্তার ৪০ ফিট্। চীন এবং তাতার দেশকে বিভাগ করত রহিয়াছে। এই প্রাচীরের উপর হইতে পিকিন নগর দর্শন করা যায়। দর্শন সময় নানা প্রকার ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। প্রথমতঃ তাতার নগরস্থ বিজেতা জাতির অধিকার সময়ের নৈপুণ্যের চিহ্ন ধারণ করত মনোমধ্যে অবশ্যম্ভাবী ভাবের উদয় হইয়া থাকে। তৎপরে "রাজকীয় নগর" বিবিধ অট্টালিকার শোভায় শোভিত হইয়া চিত্ত প্রফুল্লতার কারণ হয়। এইটি চীনদেশের বিচারকর্ত্তাদিগের আবাস স্থান। সুরম্য হর্ম্ম্য সকল অতুল শোভা ধারণ পূর্ব্বক বিদেশস্থ লোকদিগকে নগরের বিভব-পরিচয় প্রদান করিয়াছে। কিন্তু কাল স্বীয় বিনাশক হস্ত তদুপরি ক্রমে প্রসারণ করিতেছে এবং রোভিয়ার নামক ফরাসি ভ্রমণকারী বলেন যে, অবিলম্বে ঐ নগর ধ্বংস হইবে।

বাদসাহ প্রত্যেক বৎসরে তৃণনির্ম্মিত টুপি দ্বারা মস্তকাবরণ করত সুবর্ণ লাঙ্গল লইয়া একবার ভূমিকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই রূপ করিলে বুদ্ধদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিয়মিত সময়ে জলদান করিবেন; এবিশ্বাসটি তাঁহাদিগের মনে অতিশয় বদ্ধমূল।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকাবলী।

কি আশ্চর্য্য! জনসমাজে "সূচিকারূপে প্রবেশ ও ফাল রূপে নির্গমনের" যে প্রবাদ আছে তাহার বাস্তবিক প্রমাণ আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি, তথাপি সে রূপ ঘটনা নিবারণে পটু হইতে পারিলাম না। যখন বিদ্যালয় সমস্তের পাঠ্য

পুস্তকাবলী নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন লোককে নিযুক্ত করেন, তৎকালে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কেহই কোন বিপদ্‌পাতের শঙ্কা না করিয়া বিশেষ শুভকর ফলেরই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি সেই নিয়োগের পরিণাম দর্শনে সকলেরই মনে আশঙ্কা হইয়াছে। বিগত ১৬ই মে তারিখে কলিকাতার ভারতবর্ষীয় সভার অবৈতনিক সম্পাদক মান্যবর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক সকল নিরূপণার্থ যোগ্য লোক নিয়োগের অনুরোধ করাতে ৫ই জুন তারিখে মেং বরনার্ড তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে, ছোট কর্ত্তার আজ্ঞানুসারে ইংরাজী পাঠ্যগ্রন্থনির্ণায়ক সভার উপরে ও বাঙ্গলা পাঠ্য গ্রন্থ নিরূপণের ভার অর্পিত হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই অনুতাপ করিতেছেন যে, তাঁহারা কেন বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থনির্ণায়ক সভা সংস্থাপন প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছিলেন, এরূপ অঘটনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনার সম্ভাব্যতা কেহ স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। বীম্‌স সাহেব বঙ্গভাষা সংশোধনার্থ সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব করাতে ইউরোপীয় সভ্য গ্রহণ বিষয়ে কোন কোন সম্পাদক যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার যথার্থতা এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে। ইংরাজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারণার্থ মেং এইচ উডরো, মেং সি এইচ টনি, মেং ই লেথব্রিজ, রেবরেণ্ড এস ডিসন, রেবরেণ্ড আর জারডিন, বাবু পেয়ারীচরণ সরকার, এবং বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং এই নিয়োগ কোন রূপে অযোগ্য বলা যায় না। কিন্তু বাঙ্গলা গ্রন্থের বিচার এ সভাদ্বারা কি রূপে হইতে পারে? যে সভায় সপ্তজন সভ্যের মধ্যে পঞ্চজন ইংরাজ ও দুই জন মাত্র বাঙ্গালী, সে সভাদ্বারা বাঙ্গলা গ্রন্থের গুণাগুণ নিরূপণ কি রূপে ঘটিতে পারে? ছোট কর্ত্তা বাহাদুরকে সকলে যে রূপ দোষেন আমরা সে রূপ দুষি না, সুতরাং তাঁহার এ আচরণে চমৎকৃত হইয়াছি। তিনি অজ্ঞান নহেন, তত্রাপি এরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা তাঁহার দ্বারা কেন হইল; বাঙ্গলাভাষার উচ্ছেদ করা কি তাঁহার অভিপ্রায়? স্কুলবুক সোসাইটীতে বাঙ্গালী সভ্য পূর্ব্বে অত্যল্প মাত্র ছিল, এবং এখনও অধিকাংশ সভ্য ইংরাজ, এই জন্য ঐ সভা দ্বারা প্রকাশিত বাঙ্গলা গ্রন্থাদি অদ্যাবধি উত্তম হয় নাই, বরং তদ্দ্বারা অনেক এরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে যাহা বাঙ্গলা বলিতে লজ্জা করে। বালেশ্বরের মেং বিম্‌স সাহেব বঙ্গভাষাসংশোধনী সমাজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করাতে অনেকে যে কারণে অসম্মত হইয়াছিলেন তাহা এক্ষণে সম্যক্ প্রতীয়মান্ হইতেছে। তিনি ইংরাজ সভ্য লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সেরূপ ঘটিলে যাহা হইত পাঠকগণ বিবেচনা করুন। উচ্চ কৃতবিদ্য লোকদ্বারা এদেশের অনেক উপকার হইতেছে, কিন্তু অপকারও যথেষ্ট দেখা যায়। "বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকনিরূপক" সভার বাঙ্গালিগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা বাঙ্গলা গ্রন্থাদি নিরূপণের

ভার লইতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থসাধনার্থ একার্য্যে সম্মত হইলে উত্তরকালে বিপদাপন্ন হইবেন, কেননা বাঙ্গলা ভাষাজ্ঞতাভিমান হেতুক তাঁহাদিগের ইংরাজ সহকারিগণ বিদ্যা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না এবং স্বদেশীয় হেতুক ইংরাজমাত্রেই তাঁহাদিগের সাহায্য করিবেন। এবিষয়টিতে অমনোযোগী হইবেন না, যেহেতু এবম্প্রকার সভাদ্বারা ডিসোজা, গমিস প্রভৃতি গ্রন্থকারেরই প্রতিপত্তি প্রাপণের এবং চুনাগলির বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত হওনের সম্ভাবনা। যে সকল মহোদয় এক্ষণে গ্রন্থাদি রচনাদ্বারা বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থের অনাদর হইবে এবং তৈলাভাবে বঙ্গভাষারূপ দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া পড়িবে। বঙ্গবিদ্যানুরাগী মহাশয়েরাই সতর্ক হউন, ইহাকেই বলে "তাড়াইনি তোর উঠান চষি।" এদেশীয় অক্ষরের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান অক্ষরের ব্যবহার রোমাণ-বিষয়ক প্রস্তাব, দেশীয় ভাষা শিক্ষার চলন ও উচ্চশিক্ষা উঠাইয়া দিবার কল্পনাদি হইতেও এ ঘটনাটি বাঙ্গালীদিগের পক্ষে অমঙ্গলজনক হইয়াছে। যদিও প্রথমতঃ সকলে এরূপ অনুভব অমূলক বিবেচনা করেন, তবে আমরা অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই এই ঘটনার অপকারিত্বাদি বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগের মনোযোগ যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই ইহার অবৈধতাদি দৃষ্টিগত হইবে এবম্বিধ বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকনির্ণায়ক সভাদ্বারা দুই চারি জন অজ্ঞের কিছু স্বার্থলাভ হইতেও পারে, কিন্তু উত্তর কালে যে ইহা দ্বারা বঙ্গভাষার বহু বিপদ্ উত্থিত হইবে ও বাঙ্গালী মাত্রেরই সর্ব্ববিধ অনিষ্ট ঘটিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনুবাদক, সংস্কৃতগ্রন্থপ্রকাশক ও অন্যান্য সকল প্রকার দেশীয়দিগের প্রাপ্য পদের যে দশা ঘটিয়াছে, বিদ্যালয়ের বাঙ্গলা পাঠ্যপুস্তকলেখক সম্বন্ধেও সেই রূপ ঘটিবে বলা বাহুল্য।

হুজুকে অর্থলাভ।

অল্প দিন হইল, মিরজাপুরে একটি হুজুক্ উঠে যে, ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট গোরোকপুরে গুটকে পয়সার চলন বন্ধ করিবেন। এই হুজুক উঠাতেই তত্রত্য সকলে গোরকপুরে পয়সা ক্রয়ে বিরত ও বিক্রয়ার্থ ব্যগ্র হওয়াতে ঐ পয়সার বাজার অত্যন্ত নামিয়া যায়। বিশেষতঃ যে তারিখে এই হুজুক্ উঠে, ঐ তারিখে গোপীগঞ্জ হইতে অধিক গোরোকপুরে পয়সা বাজারে আসাতে দর নামিয়া গিয়াছিল যে, কেহই তাহা খরিদ করিতে সাহস করে নাই, কেবল দুই চারি জন যাহারা এই হুজুকটি অমূলক বোধ করিয়াছিল তাহারাই পয়সা খরিদে বিরত না হইয়া অধিক পরিমাণে খরিদ করিয়াছিল। তন্মধ্যে দুর্গা এবং বালক নামক দুই ব্যক্তি মিরজাপুর হইতে তিন ক্রোশ অন্তরস্থ আকবাই নামক একটি স্থানে যাইয়া তথায় এক বৃদ্ধা কামিনীর নিকট হইতে ১২ টাকা দরের গোরোকপুরে

পয়সা বাজার দরেরও অনেক ন্যূন মূল্যে খরিদ করে! পুলিসের লোকে বলে যে, তাহারা ঐ হুজুকের অধিকতর শঙ্কাজনকত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক বৃদ্ধাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল ও তদনুসারে ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ৪১৭ ধারার বলে বালক ও দুর্গা মাজিষ্ট্রেটের আদালতে নীত হয়, মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে অপরাধী নির্দ্ধারণ করত কিছু টাকা দণ্ডের অনুমতি করেন, কিন্তু তাহারা তৎপ্রদানে অক্ষম হইলে কারারুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। বালক ও দুর্গা পুনর্ব্বিচার প্রার্থনায় সেসন জজের নিকট আপিল করিলে জজ তাহাদিগের আপিল নামঞ্জুর ও মাজিষ্ট্রেটের রায় বহাল করেন। পরে এই মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারার্থ উচ্চ আদালতে আপিল হইলে জজ মেং জারডিন দোষীদিগকে মুক্তি দানের আজ্ঞা করিয়াছেন। যেহেতু তিনি বলেন যে, যখন সকলেই গোরোকপুরে পয়সা অচল হইবে, এই গুজব শুনিয়াছিল ও তাহা বিশ্বাস করিয়া বাজারে অল্প মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেছিল, তখন ক্রেতাগণ যত সুবিধায় তাহা পাইতে পারে, অবশ্যই তাহার চেষ্টা করিতে পারে এবং তজ্জন্য ইহারা কেন দণ্ডনীয় হইবে। ফলতঃ এবিচারটি আমাদিগের বিবেচনায় সুন্দর হইয়াছে, যেহেতু কায়িক শ্রম ও অনুসন্ধান ও সদ্বিবেচনাই বাণিজ্যের একমাত্র সহায়, তাহা না থাকিলে বা তৎপ্রয়োগে বাধা দিলে বাণিজ্য কার্য্যে লাভ কিরূপে হইতে পারে। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই দেখিতেছি যে, বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের উভয় পক্ষেই আত্ম অভিলষিত দ্রব্যাদির সুবিধা পূর্ব্বক খরিদের জন্য তত্তৎ দ্রব্যাদির দর বাড়াইয়া বা কমাইয়া বলিতেছে। যে ব্যক্তি তণ্ডুল কিনিতে যায়, সে কহে যে, প্রদর্শিত তণ্ডুলগুলি নিখাদ নহে ও দরে অধিক বলা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি ক্রয়কারী সে ব্যক্তি বলে, যে তাহার প্রদর্শিত তণ্ডুলগুলি অতি উত্তম, কোন ভেজাল নাই, আদত আড়ঙ্গেরও অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য বলাই হয়েছে। এই রূপ টানাটানির পর যখন সওদা হয়, তখন কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। যখন গোরোকপুরে পয়সা বন্ধ হইবার গুজব উঠিয়াছিল, তখন গোপাল ও দুর্গা বুঝিয়াছিল যে, সে গুজব অমূলক এবং তাহাদিগের এই বুদ্ধিচাতুর্য্য দ্বারা লব্ধজ্ঞান প্রকাশ না করিয়া যদি তাহারা বৃদ্ধাকে কহিয়া থাকে যে, গোরোকপুরে পয়সা উঠিয়া যাইলে তাহা এখনি বিক্রয় করা কর্ত্তব্য, তাহাতে এত অপরাধ কি হইতে পারে? একথা তাহারা নিজ সওদার সময় বলিবাতেই পুলিস দোষ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য যে সকলের বাক্যে বাজার নামিয়াছিল তাহাদিগের অপরাধ ধরা হয় নাই কেন?

পদ্মমুখী।

গতপ্রকাশিতের পর।

কটাক্ষ ভঙ্গিমা, স্বর প্রমদা জনার।
অনুরূপ করেছিলা যবে আপনার॥
অনু করি স্বর তার শিখিলা যতনে।
ভাবের বর্ত্তন যাহা দেখিলে বদনে।
চন্দ্রাননে বসাইলা তাহা আপনার।
হইল অধিক তাহে শোভা চমৎকার॥
আকাশতুহিত যথা প্রতিধ্বনি ধনী।
দ্বিগুণ মাধুরীযুত করে সর্ব্বধ্বনি॥
সমাগত প্রাণ সম সুহৃদ সে জন,
রমণীমোহন, পূর্ব্বে নাছিল কখন
এ হেন সুন্দরতর শোভার সদন।
কিন্তু রে জেলেখা তোর নহে সে এখন॥
ভীষণ! জেলেখা বুঝি আজিম সুজন,
পূরিতে স্বপনে তব সকলঙ্ক মন,
জাগাইয়া পূর্ব্বগত সুখ ভাবচয়,
ত্যজি পরলোক আজি ভূতলে উদয়॥
হায় নষ্ট বহুকাল সুখ সমুদয়।
স্মৃতিপথে দগ্ধ করি ছায়া মাত্র রয়॥
দুখের স্বপন! সুপ্তিযোগে মনোহর!
বাল্যের ঘটনা যত সমুজ্জ্বলতর,
সত্য ও সারল্য গুণে শোভিত হইয়া।
উঠি যথা স্মৃতিপথে, যায় হেলাইয়া
আভাময় বাল্যকালরূপ পথ দিয়া।
সানন্দ ও আশা যাহা আসিনু ছাড়িয়া।

আনন্দ মিথুন হায়! বোখারা কাননে।
কেবা না জানিত নব প্রণয়ী দুজনে?
জন্মিলা দুজনে সেই আমু নদী তীরে,
জন্মি যাহা দরী উৎসে পর্ব্বত ভিতরে,
ভ্রমি অতি দ্রুতপদে, ঘোর কল্লোলিনী,
বোখারার খনিজাত তর্কপ্রবাহিণী!
রঙ্গিণী সঙ্গিনী উপনদী দল লয়ে
কাস্পিয় সাগরে ত্যজি অর্দ্ধবারিচয়ে
মৃদু মন্দ পদে ধনী সহাস্য বদনে,
সমর্পেন বাজহ্রদে মণিরত্নগণে॥
তথা সেই নদীতীরে প্রফুল্লবদন।
ফুটিত যে ফুলকুল ভুবনমোহন,
তরুণ অরুণ প্রভা প্রাচীতে উদয়ে।
শোভে কি তটেতে তার প্রভাত সময়ে?
ওহে প্রবাহিণি গন্ধ সৌন্দর্য্য তাহার,
সেই মত প্রীতিকর হয় কি তোমার?
জীবনতরঙ্গ তীরে যুগ্ম ফুল হাসি,
প্রেমের নিশ্বাসরূপ সুবাস প্রকাশি,
অমল কটাক্ষে খেলে রূপে আলো করি,
প্রণয়িমিথুন যথা পুষ্পরূপ ধরি?
দুখিনি সরলে নিজ কপালের দোষে,
ভুঞ্জিতে নারিলা সুখ মনের সন্তোষে!
পারসি সেনার সহ প্রাণপ্রিয় জন,
খেরেসী বিদূর ভূমে করিলা গমন।
ত্যজি সুখধাম রণস্থল ভয়ঙ্করে,
করিলা সে জন বাস শিবির ভিতরে।
ছাড়ি তব সুধাময় কটাক্ষের ছটা,
ইচ্ছিল আজিম রণে অনলের ঘটা।
হায় রে জেলেখা তোর আজিম সুজন,
কামের নিগড় বাহুপাশ সুশোভন,
বিজাণ্টিস রণস্থলে করিলা বদল।
শোনিত আবৃত সহ দাসত্ব শৃঙ্খল॥

দিনে দিনে কাটে কাল বৈধব্য দশায়।
ম্রিয়মাণ মনোদুখে জেলেখা তথায়॥
থাকিয়া আমুর তীরে দেখিলা নয়নে।
দুইবার গ্রীষ্মরবি শোভিত গগণে॥
নাথের অভাবে হায় নিদাঘ তপন।
তুষিতে পারিবে কেন সে চারু নয়ন॥
একেত বিরহতাপে জেলেখা তাপিত।
মধ্যে মধ্যে জনরব উঠে অনিচ্ছিত॥

যথা হে অন্তিম কালে পিশাচরসনা।
পীড়িত জনের নাম করয়ে ঘোষণা।
পরিশেষে জনরব শেলরূপ হয়ে।
পশিল জেলেখাকর্ণে মৃত্যুবার্ত্তা লয়ে ॥
হায় রে সে রূপ ক্লেশ ভুবনভিতরে,
কদাপি হৃদয় মাঝে কেহ নাহি ধরে।
জীবনে জীবন যার মরণে মরণ,
কালবশে পরলোকে যাইলে সে জন,
যে দুখ প্রণয়ী বালা বিরহে মলিনা,
ভোগ করে ভবপুরে সহায়বিহীনা ॥
হায় রে প্রমদে পতি বিরহঅনল,
রাহুরূপে জ্ঞানশশী গ্রাসিল সকল!
কালক্রমে জেলেখার ও বরবদন,
পুনশ্চ ধরিল বটে সুন্দর বরণ;
কিন্তু পূর্ব্ব প্রণয়ের আনন্দ নিচয়,
গ্রন্থিত রহিল হৃদে যাইবার নয়।
সপ্রভ কোমল যথা আনন্দ সময়ে,
রহিল হৃদয়, কিন্তু পথভ্রান্ত হয়ে।
পথভ্রষ্ট তরি যথা ভীষণ সাগরে,
বিবিধ নক্ষত্র পথে দরশন করে,
কিন্তু যার সুধাময় মধুর কিরণে,
চালায় তাহারে তারে না দেখে নয়নে ॥
হাসিলা সে ধনী পুন সুশ্বেত বরণে।
কাল্পনিক হাস্য তাহা নহে ফুল্লমনে ॥
বল্লকী বান্ধিয়া পুন ধরি পদ্ম করে,
গাইলা সে ধনী কিন্তু বিপরীত স্বরে ॥
গায়ক বিহঙ্গে যথা কানন ভিতরে,
পরাস্ত সঙ্গীতরণে প্রচ্ছিন্ন অন্তরে,
মরণযাতনা সহ সুমধুর স্বরে,
বিষে সুধা মিশাইয়া দুখে গান করে ॥

এরূপ দশায় মোকালার দূতদল,
দেখিল ভুবনোত্তমা জেলেখা বিমল ॥
রসিত নয়ন রসে প্রতীচি মণ্ডলে,
ভ্রমি দেশদেশান্তর যেই দূতদলে,
বাছিয়া লইল যত নারীরত্নোত্তমা,
সাজাতে শুদ্ধান্তে, ধরা ধামে অনুপমা ॥
যে শুদ্ধান্ত নারীদলে স্বর্গের কারণ,
করিলা মোকানা ঋষি ভুবনে চয়ন ॥
ভ্রমান্ধ সে দূত দল পবিত্র বচনে।
ক্ষণমাত্রে চঞ্চলিল জেলেখার মনে ॥
শুষ্কপর্ণ দলে যথা নিদাঘ সময়ে,
বহ্নি বৃন্দ জ্বলে ক্ষণে উগ্রমূর্ত্তি হয়ে ॥
বিরহবিধুরা সেই নবাঙ্গীর মন,
ভক্তিভরে সমুৎসুক হইল তৎক্ষণ ॥
নানামত সুখবার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে,
ভুলিলা জেলেখা; কেবা না ভোলে ভুবনে?
সশরীরে দিব্যধামে করিয়া গমন,
পাইবে তথায় এক নবীন রতন ॥
হায় "এক" এই শব্দ জেলেখা সদনে,
বলিতে সাহস তারা করিবে কেমনে?
অন্য নহে পাবে সেই প্রাণের রতন,
হৃদি পদ্মাসনে সদা পূজিত যে জন ॥
যে জনার ভাব যেন সদা সজীবিত।
জেলেখার ছিন্ন মনে আছিল জড়িত ॥
মোহন মূরতি সেই চিরস্থায়ী হয়ে,
ছিল রে অঙ্কিত তার বিদগ্ধ হৃদয়ে ॥

হায় রে সরলা বালা যেলেখা সুন্দরী,
মায়ার নিগড়ে তোর মন বদ্ধ করি,
দেখালে শুদ্ধান্ত সেই নানা শোভাধর!
নিরূপিত সাজাইতে অমর নগর
অপবিত্র দুরাচার যাহার অন্তর।
অন্তরে সতীত্ব তব করিল অন্তর ॥
ভ্রম বলে ভুলাইল দুষ্ট তব মনে।
আগত ত্রিদিব হতে বলিয়া ভুবনে ॥

তোমার সমান চারুরূপা বামাদলে।
শোভিতে অমরপুর বাছিল বিরলে ॥
হায় যদি জ্ঞানজ্যোতি আঁধার করিয়া,
না রাখিত মনে তব বিরহে গালিয়া,
প্রাণপতি-ছবি হৃদে কবজ হইয়া,
রক্ষিত তোমারে ধনি তবে বাঁচাইয়া ॥
থাকিত শুদ্ধতা ধনি ও বরবদনে।
সেই শোভা ক্লিষ্ট বাহা নাথের মরণে ॥
পড়িলা কপাল গুণে অজ্ঞান তিমিরে।
বিদগ্ধ চঞ্চল তব অন্তর অচিরে,
সতীর সুন্দর শান্ত ভাব ত্যাগ করি,
উৎসুকা করিল তোমা ভক্তিরসে ভরি ॥
ঋষিরাজ প্রিয়তমা চারু কলেবর।
উৎসুকা ভকতিভরে প্রমুগ্ধ অন্তর ॥
সুচতুর ভণ্ড ঋষি জেলেখার মনে।
জড়াইল ভ্রমজালে অনেক যতনে ॥
লয়ে যার মোহনীয় অপূর্ব্ব শকতি,
চারু কান্তি স্বর্ণ অঙ্গ মোহন মূরতি,
ভুলাতে মোকানা ঋষি ভবে যত নরে।
রাখিলা নিগড় সম শুদ্ধান্ত ভিতরে ॥
ভ্রমসমাচ্ছন্ন তার করিতে হৃদয়।
নিয়োজিলা আত্মচতুরতা সমুদয় ॥
ভোজন সমাজ যাহে যন্ত্র মধুস্বরা,
সম্মিলিত হয়ে সহ কাব্য মনোহরা ॥
জেলেখার হৃদে আর শ্রবণকুহরে।
দিতেছিল রম্য ছবি রঙ্গরসভরে ॥
সেই সুখময় স্বর্গছবি রম্যতর।
নির্দ্দেশিত তার হেতু আনন্দ নগর ॥
কলুষ হইতে যথা প্রমুক্ত হইয়া।
বিশুদ্ধ জীবাত্মা যায় সানন্দে চলিয়া ॥
তরুণ বয়সে কৃত প্রণয় সুন্দর,
পূর্ব্ব অনুরাগ হতে হবে খরতর,
সে অপূর্ব্ব স্বর্গধাম সুখের আলয়;
প্রান্তর নিকুঞ্জ পুঞ্জ মন্দ বাতময়;
তথায় সেরূপ রাশি বামাকুলেশ্বরী,
ভ্রমিবে আজিম সহ সুখে গলা ধরি।
যথা প্রেমময় বাহুপাশ বিনাইয়া,
খেলে রে সরসে রতিপতিরে বান্ধিয়া!
আনন্দ লহরীময় সভা ত্যাগ করি।
চলিল মোকানা সঙ্গে জেলেখা সুন্দরী ॥
ভয়ঙ্কর ভাবময় সমাধিমন্দিরে,
প্রবেশিলা ঋষিবর তাসহ অচিরে ॥
বর্ণেতে বর্ণিব কত বর্ণিবার নয়।
ভীষণ আকার সেই প্রেতের আলয় ॥
সারি সারি শবরাজী লীন ধরাতলে।
তমোময় ধাম তথা পবন না চলে ॥
দুর্গন্ধ পূরিত সেই আলয় ধরায়,
আছিল সমনপুরি আদর্শের প্রায় ॥
এ হেন দুর্গম স্থানে যাইয়া দুজনে,
পানপাত্র পূর্ণ মদ্য ঢালিয়া বদনে,
উভয়ে করিয়া এক শপথ ভীষণ,
প্রতিজ্ঞা করিল স্থিরমনে দুই জন।
কহিলা জেলেখা যত কাল দেহ রহে,
সুখদুঃখে ঋষিরাজে ছাড়িবার নহে।
ক্ষণ মাত্রে প্রতিধ্বনি, যাহা ধনি বহে,
ছাড়িলা সমাধি ধামে ধনি "নহে নহে" ॥

সে দিন হইতে মুগ্ধা দৃঢ় ভক্তি ভরে,
আপনারে সমর্পিলা ঋষিরাজ করে।
বুদ্ধিবৃত্তি মনোবৃত্তি রিপুবৃত্তি তার,
একেবারে উথলিল তরঙ্গ আকার।
যবে সে শুদ্ধান্তদলে মুকুলমালিকা,
মোকানা করিল তারে স্বধর্ম্মযাজিকা।
সে বরবদন মাঝে নয়নরুচির,
জ্বলিত কিরূপ নাশি মালিন্য তিমির?
যবে অবরোধ বধূদল শুদ্ধমনে,

প্রণতি করিত নমি কমল চরণে।
সে রূপরাশিরে ঋষি নিরূপিলে চিতে,
স্বধর্ম্মের মহামন্ত্র ভব ভুলাইতে।
মৃণালনিন্দিত ভুজ প্রণয়ের ডোর,
হরে রে তাপস মন, তপঃরসে ভোর!
অধর ওষ্ঠের মাঝে হাস্য মনোলোভা,
কারে না চঞ্চল করে প্রকাশিয়া শোভা?
কমল বদনে তার, শোভার আলয়,
সময়ে সময়ে নানা ভাবের উদয়।
শরদে বারিদ মাঝে গগণ উপরে,
ক্ষণে ক্ষণে তারা যথা চারু শোভা ধরে!
আয়ত নয়নে তার কটাক্ষের লীলা,
অস্থির না হয়ে ভবে কেবা নিরখিলা?
সুতীক্ষ্ণ সঞ্চল আর অপূর্ব্ব আকার,
বিনম্র কিন্নর অক্ষি ছটা দেখি যার!
ক্ষণেক সমল যাহা আত্মলজ্জাভরে,
ক্ষণে ভক্তি ভাবময় স্বর্গশোভা ধরে!
বঙ্কিম কটাক্ষ যার মুনিমনোহর,
প্রকাশে উজ্জ্বল কিন্তু বিদরে অন্তর।
এরূপে আছিলা তথা জেলেখা সুন্দরী,
পূর্ব্বের অবস্থা হতে ভিন্ন ভাব ধরি।
এই কি জেলেখা সেই সহাস্য বদনে,
বান্ধিয়া জীবিত নাথে সুবাহুবন্ধনে,
মুরগা তটিনীতীরে, সদা সুখময়,
খেলিত যে জন ওরে প্রফুল্লহৃদয়?
এরূপ দশায় ধনী আছিলা সেখানে;
যবে সমারোহময় সভার সদনে,
জেলেখার প্রিয়তম মোহন মূরতি,
আসিলা আজিম বীর মৃদুমন্দ গতি॥
বুঝি যুববর দিব্য ধাম প্রবেশিয়া,

স্বর্গশোভাসহ পুন আসিল ফিরিয়া॥
ওহে বুদ্ধিবৃত্তি বল ছিন্ন সূত্র তব,
কি মন্ত্রে সংলগ্ন করে কেমনে তা কব?
কোন্ পথ দিয়া বল সূক্ষ্ম রশ্মিবলে,
জ্যোতি তব নাশ করে মন তমোদলে?
এক শুদ্ধ ভাব স্মৃতি শক্তিমন্ত্রবলে,
উঠিয়া অন্তরে পুন আনয়ে সকলে!
থাকিলে দুর্গম দুর্গে শত্রু এক জন,
প্রবেশ করায় যথা ঋপু অগণন!
এরূপ হইলে ওরে মুনি মনোহরা,
না হতো তোমারে এত হইতে কাতরা!
উঠিল আলোক হৃদে ভ্রম দেখাইয়া,
না করি মুক্তির পথ সালোক শোভিয়া।
যথেষ্ট দেখায় বিচীদল ভয়ঙ্কর,
প্রকাশিত নহে কিন্তু ইপ্সিত বন্দর।
হর্ষ আর শান্তিময় পূর্ব্ব দিন যত,
উদিত হৃদয়ে সহ শোভা শত শত।
কিন্তু ভেবে দেখ তার সে চন্দ্রবদন,
কি লজ্জা কি দোষ ভাবে বিনম্র এখন?
প্রতিজ্ঞার কথা পুনঃ উঠিয়া অন্তরে,
আচ্ছন্ন করয়ে তারে ভ্রমতমোভরে,
বুঝি এড়াইতে সেই জ্ঞানশশিকর,
আলোক হইল যার দেহদন্ধকর!
তথাচ পূর্ব্বের সুখ সময়ের ভাবে,
শান্ত করে মন অশ্রুধারার প্রভাবে।
চলিল নয়ননীর তরঙ্গ বহিয়া,
বহুদিন ছিল যাহা সঙ্ঘাত হইয়া,
যেন বসন্তের রবি উঠিয়া গগণে,
দ্রবিল তুষার রাশি প্রখর কিরণে,
সুরঙ্গিণী তরঙ্গিণী দল বহি চলে,
বহু দিনাবধি শুষ্ক পথ পূরি জলে।

দুঃখ ভরে অবনত জেলেখা সুন্দরী,
কাঁপিলা সভয়ে আজ্ঞা কর্ণগত করি।
শুদ্ধান্ত দুর্লভ আজ্ঞা, গত কল্য যাহা,

তুষিল ধনীরে, আজি ক্লেশকর তাহা,
তটিনীর তীরে কুঞ্জ তপোবন তায়,
ভেটিবারে ঋষিরাজ ডেকেছেন তাঁয়।
যথায় মোকানা ঋষি সন্ধ্যার সময়ে,
যাইতেন কোন দিন একামাত্র হয়ে।
কিন্তু প্রায় সুরূপসী নারী এক সঙ্গে,
যাইতেন তপ হেতু তথা মনোরঙ্গে।
কিছু দিন হতে এই আজ্ঞা সুধাধার,
না হলো জেলেখা ভিন্ন কপালে কাহার।
অনুরত ভাবি তাঁরে অন্তরে নিশ্চয়,
সে চারু নিকুঞ্জ বনে বিশ্রাম সময়,
মাঝে মাঝে ঋষিরাজ কাপট্য ত্যজিয়া,
কহিত যে কিছু কথা হৃদয় খুলিয়া,
ভয়ঙ্কর অপবিত্র ভাব বুঝি তার,
হইত জেলেখা মনে সন্দেহ সঞ্চার,
কিন্তু ভক্তি, আশা, আর শপথ ভীষণ,
ক্ষণেকে ভুলাত পুনঃ সে ধনীর মন॥
মর্জিত অন্তর পুনঃ ভ্রমময় ভাবে।
সপ্রভবদন অগ্রে তাহারে দেখাবে!
ত্বরায় এ ধরাধাম দুঃখের আকর,
ত্যাগ করি জ্যোতি ধরি মনোমোহকর,
নির্ম্মল বিশুদ্ধতম প্রণয় লইয়া,
সুপবিত্র দিব্য লোকে যাইবে চলিয়া,
যাইয়ে সে সুখধামে প্রফুল্ল অন্তরে,
বান্ধিবে আজিমে পুনঃ প্রেমময় করে।
এই রূপ রম্যতর ভাবে ভ্রমময়,
প্রমুগ্ধ করিল ঋষি জেলেখা হৃদয়।
কিন্তু আজি সভা মাঝে লোক সমাগমে,
দেখি সেই বন-রবি-ছবি নরোত্তমে,
লজ্জা আর মনস্তাপ ভাসাইল ক্ষণে,
নৈরাশ সাগর মাঝে জেলেখার মনে,
তামসী রজনী যোগে উত্তর সাগরে,
তুষার রচিত দ্বীপ কাল রূপ ধরে,
ডুবায় ভীষণতর প্রতিঘাত বলে,
ক্ষুদ্রতরী সহ যথা যাত্রিক সকলে।

হায় রে আয়ত অক্ষি কমলবদনা,
বিষাদ সাগরে মগ্ন সজলনয়না,
বিবর্ণ মলিন মুখে গোধূলি সময়ে,
যাইলা জেলেখা সেই নিকুঞ্জ আলয়ে।
যথায় মোকানা ঋষি বসিয়া বিরলে।
ভাবিতে নিযুক্ত ছিলা দুষ্টভাবদলে।
ভাবেতে নিমগ্ন ঋষি কিছু না বুঝিলা,
কি রূপ স্বভাব আজি জেলেখা ধরিলা!
যে বরবদন সদা ভক্তি রসভরা,
প্রভাময় ছিল মুনিজনমনোহরা,
সে বদন নহে আজি চারু শোভাময়।
হইয়াছে হাস্যহীন দুঃখের আলয়!
মনের উল্লাসভরে মত্ত যে চরণ,
নৃত্যরঙ্গে রত যেন ছিল সর্ব্বক্ষণ,
কমল নিন্দিত সেই চরণ কোমল,
অন্তরের দুঃখে আজি হইল অচল!
পল্যঙ্ক উপরে ঋষি আছিলা শয়নে,
চারি দিকে দীপ্যমান ছিল দীপগণে।
মক্কা আর কুম গ্রামে শান্ত শক্তিময়,
উজলে আলোক যাহা, এপ্রকার নয়!
মোকানার দীপরাজি প্রোজ্জ্বল কিরণে,
দ্বিগুণ শোভিত করে যোষিৎবদনে!
রজত অবগুণ্ঠন আলোক পাইয়া,
চমকে নয়নতারা বালনে ঝলিয়া।
পূত অক্ষমালা তাঁর নিকটে না ছিল,
দেব আরাধনা গ্রন্থ পার্শ্বে না রহিল।
জানিত জগত্ জনে পূজা স্থল তাঁর,
কিন্তু দেখ তথা কিবা বিরূপ আচার!
দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণপাত্র ভরা,
আছিল কিষমী মদ্য অতি মনোহরা।

শিরাজের দ্রাক্ষাজাত মদিরা সুন্দর,
আস্বাদে সতত সেই আবৃত অধর।
প্রমত্ত মদিরা সুধা পানে অবিরত,
পাপময় ভাবে মগ্ন বাহ্যজ্ঞানহত।
সমাগত চারুনেত্রা জেলেখা মহিলা,
ভাবভরে মুগ্ধ ঋষি কিছু না দেখিলা।
আপনা আপনি ঋষি প্রমুগ্ধ অন্তর,
কহিতে লাগিলা হাস্য করি ভয়ঙ্কর,
"ওরে নীচ নরদল ভোগ নরকের,
"ধরার অযোগ্য বংশ কেবলে তোদের?
"দেব অংশে জন্ম? অতি জঘন্য অধম,
"ঘৃণার আকর জীব, জন্ম নীচতম!
"মৃত্তিকারচিত মূর্ত্তি দেখিয়া তোদের।
"নষ্ট করি লুসিফায় ঘৃণায় মনের;
"অবনতশির হয়ে নতি না করিল,
"সুরপুর ত্যাগ করা উত্তম ভাবিল!
"ত্বরায় নিক্ষেপি এই পদ মহাবলে,
"মর্দ্দিব মনের সুখে ভবে নরদলে।
"অধম মানব নামে ঘৃণা ঘোরতর,
"আছে যত সাধিব তা নির্ভয় অন্তর।
"ভ্রমান্ধ মানবদলে লইয়া সত্বরে,
"জ্বালিব সংহার অগ্নি ভুবন ভিতরে।
"অধম মানবগণ হইবে আমার,
"পীড়িতে মানবে ভবে অস্ত্র ভীমাকার।
"ওরে জ্ঞানিদল যারা কাটিছ সময়
"জ্ঞানালোকে, যাহা দিল পূর্ব্ব লোকচয়,
"ভ্রমান্ধ তস্কর যথা ভাবে মনে মনে,
"মৃত নর মেধ দীপ সুখদ গমনে!
"পাবে ধন মান সবে ধীর মূর্খদল;
"জানিরে বিজ্ঞতা যত তোদের বিফল।
"অবাধে যে জ্ঞান যায় নক্ষত্র মণ্ডলে।
"আমার মায়ায় হয়ে অন্ধ ধরাতলে,
"পূজিবে আমারে দিয়ে উপচার পদে,
"এই দাসদল ত্যজি জ্ঞান রূপ মদে।
"মম গুণ গাবে যবে মিথ্যা ভাষাময়"
"হাসিব তখন আমি আনন্দ হৃদয়,
"হায় ভ্রান্ত মন" দুঃখ সহ উচ্চৈঃস্বরে।

কহিলা জেলেখা শুনি বাক্য ভয়ঙ্করে।
চমকিলা ঋষিরাজ শুনি সেই স্বর,
লজ্জা কিছু না করিল সে পাপ অন্তর।
না হয় তাহার হৃদে ভয়ের উদয়;
তুষারবিহীন যথা উষ্ণদেশচয়!
কিন্তু এই শোকময় ভীম আত্মনাদ,
ভুবনে প্রকাশে যাহা মনের বিষাদ;
যথা পাপিগণ মাঝে কালদূত স্বরে,
পিশাচপুরির বার্ত্তা অবগত করে।
শুদ্ধান্ত প্রধানামুখে যে মাত্র শুনিলা,
চমকি মোকানা মনে অমনি বসিলা।
স্বগত সম্ভাষ রূপ বচন মধুর,
ফিরিয়া বলিলা ঋষি মোকালা প্রচুর।
"ওলো ধর্ম্মবতি! তব মধুর অধরে,
"মন্ত্রের অধিক বল শ্বেত হাস্য ধরে!
প্রমত্ত মানব আর যোগিকুলপতি,
"হয় ও কটাক্ষ স্বরে বিচলিত মতি।
এ ধর্ম্মের দীপ তুমি ভক্তিরসে ভরা।
"প্রণয় পূরিতা যেন রতিমূর্ত্তি ধরা।
"দেখি তব ছবি লোক না বুঝে অন্তরে,
"প্রণয়েতে ভোলে কিবা ভোলে ভক্তি ভরে?
"না জানে প্রমুগ্ধ কিবা ভাবে ভব ভুমি;
"যে স্বর্গ প্রদান কর কিম্বা যাহা তুমি!
"মুকুলের মালা রূপ বরমাল্য পরা,
"মাধবিকা সহকারে হলে স্বয়ম্বরা,
"দেখি যথা পান্থ তাহা বুঝিতে না পারে,
"লতিকা পাদপে রম্য বলিবে কাহারে।

"আমার সর্ব্বস্ব তুমি সুখের আলয়,
"তোমার অভাবে আমি আমি আর নয়।
"না দেখিলে প্রিয়ে তব সুধাংশুবদন,
"কি করিবে জয় আর ধন পরিজন,
"গন্ধর্ব্ব কিন্নর যদি কেতু মম বহে,
"তথাপি ও হাস্য বিনা শোভমান নহে।
"কিন্তু বল বিধুমুখি ও চারু নয়ন,
"মলিন নিষ্প্রভ দেখি আজি কি কারণ?
"কোথা গেল হাব ভাব কটাক্ষ সুন্দর,
"গত নিশিযোগে যাহা প্রকাশিভ কর?
"এস এস শ্রান্ত আজি প্রভাতের শ্রমে,
"উজ্জ্বল করিব পুন বিলাস বিভ্রমে।
"আলোক আকর যদি ধূমকেতুদল,
"তেজ নাহি দেয় রবি হয় হীনবল।
"সেরূপ প্রেয়সী বিনে আলোক আমার,
"মালিন্য কিরূপে বল নাশিবে তোমার?
"দেখ সই পানপাত্র সুধা জলে পূর্ণ,
"মর্ত্ত্য লোক কৃত নহে পান কর তূর্ণ।
"নিশিযোগে যক্ষ এক আসিয়া আমায়,
"দিব্যধাম হতে এই সলিল যোগায়;
"যথা রক্তমণি দল মধ্যেতে বহিয়া,
"চলে এ সলিল স্রোত লোহিত লইয়া।
"পান কর, জীবাত্মা হইবে ফুল্ল মন,
"সমুজ্জ্বল হয়ে পুন হাসিবে নয়ন।
"আবশ্যক আজি তব হাস্য নিরমল,
"এসেছে যুবক এক কি হেতু চঞ্চল?
"দেখিয়াছ তবে তারে রতিপতি অনু,
"মহৎ লাবণ্যময় নহে কি সে তনু?
"এরূপ যৌবনযুত মোহন মূরতি,
"হবে এক যুবা তব স্বর্গপুরে পতি।
"যদিও এজনে দেখি করি অনুভব—
"দৃঢ়তায় স্মর এর পায় পরাভব।
"অতি দৃঢ় মনোভক্তি প্রবৃত্তি প্রভাবে,
"ধর্ম্মবৃত্তি বলি যাহা ভবজনে ভাবে।
"কিন্তু সে প্রবৃত্তি এর করিব অন্তর,
"প্রণয়ে ভুলায়ে—কেন কম্পে কলেবর?
"বলি যাহা শুন ওলো মোহিনী মহিলা,
"বুঝিতে কি শক্তি তব ঈশ্বরের লীলা,
"অগ্নিদাহে পরিণত অগ্রে নাহি হলে,
"কিসে লৌহ অস্ত্র হবে বীরকরতলে?
"আজিকার নিশিযোগে ভাবিয়াছি মনে
"ভুলাইব মন তার কামিনী নয়নে।
"আছে অবরোধে মম যত চন্দ্রানন,
"হাব ভাব রঙ্গরস বঙ্কিমনয়ন,
"নিয়োজিব সব আমি করিয়া চাতুরী,
"আগত যুবার চিত্ত করিবারে চুরী।
"মিরজালা যার নীল নলিন নয়ন।
"হিল্লোল লীলায় হরে যোগিজন মন;
"অরুয়া যাহার গণ্ড রসের আকর,
"বসন্ততপন সম চারু শোভাধর;
"চুম্বনে চাপিতে যার অলক্ত অধর,
"সলোমান মুদ্রা প্রায় ইন্দ্রজালাকর;
"জিহ্বা যেবা ধরি করে বিনা সুললিত,
"ভবেরে ভুলায় করি মধুর সংগীত;
"লীলা যার পদ্মপদ লীলা রঙ্গভরে,
"নাচে যথা বিহঙ্গিনী তরঙ্গ উপরে;
"সকলে মেলিয়া আজি মোহিনী মায়ায়
"মিলাইবে রঙ্গরসে ভুলাতে তাহায়।
"প্রমরসে বিগলিত হইলে অন্তর,
"ধর্ম্মাঙ্ক অঙ্কিত তাহে হয় দৃঢ়তর।
"কিন্তু শুন প্রিয়তমে প্রত্যেক জনার,
"বিশেষ বিশেষ গুণ আছে চমৎকার;
"দর্পণে দেখিয়া অঙ্গভঙ্গি সুসুন্দর,
"সাধিলা তাহারে ভাবে ভুলাইতে নর।
"কিন্তু প্রিয়ে এই কার্য্য করিতে সাধন,
"আবশ্যক করে তিলোত্তমা এক জন।

"আয়তনয়নে যার কটাক্ষের শোভা,
"দেখিতে রুচির অতি মুনিমনোলোভা;
"নবীন প্রবাল হতে সুচারু অধর,
"রসিত অলক্ত রসে মনোমোহকর;
"সুধাবিক্ত বাক্য যার শুনিলে শ্রবণে,
"অসংলগ্ন হলে তবু পূত ভাবি মনে।
"দেবালয় মাঝে যথা মদকলস্বর,
"আমাদের ধর্ম্মে যাহা কহে পূততর।
"সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী হেন বামা তিলোত্তমা,
"আবশ্যক আজি নিশি ভবে অনুপমা।
"মাধুরী মোহিনী মন্ত্রে এ যুবার মন,
"ভুলাইতে পারে যেবা তুমি সেই জন॥

করপুটে বর্ণহীন প্রভিন্ন অধরা,
দাঁড়াইয়ে একদৃষ্টে জেলেখা কাতরা;
নেত্র দিয়াছিলা অবগুণ্ঠন উপর,
যাহাতে স্ফুরিল এই বাক্য বিষাকর।
একবার যদি নারী পাপে দেয় মন,
ভাবিয়া দুরাত্মা পাপ করে আগমন।
ধর্ম্মিণী কামিনী কোপে ভয় না করিল,
নির্ভয় হৃদয়ে হেন বাক্য উচ্চারিল।
প্রথমে বাক্যের তার মর্ম্ম না বুঝিয়া,
সম্মত স্বরূপে ছিলা নীরব হইয়া।
কিন্তু "তুমি সেই জন" এবাক্য শুনিয়া,
শোকময় উচ্চস্বরে কহিলা কাঁদিয়া।
"শত শত বিশ্বধাম ঈশ্বরী হইতে,
এ হেন কুৎসিত কর্ম্ম না পারি করিতে!
ওহে পরমেশ! পূর্ব্বে অর্চ্চনা যাঁহার।
করিনু যতনে, এই ভাগ্য কি আমার!
স্বর্গসুখ আশা আর রম্যভাব যত,
সতীত্ব গৌরব হায় সব হলো হত!
পিশাচ পুতলীরূপে জীবন ধারণ,
পাতকের যন্ত্র! ওরে উত্তম মরণ!

হায় এই পিশাচের গণিকা হইতে,
কে আছে ভুবনে যেবা ইচ্ছা করে চিতে?
দুরন্ত পাপীর পাপ করিয়া সাধন,
জীবন ধারণ হতে উত্তম মরণ!
ভীষণ নরককুণ্ড মাঝে মগ্ন হয়ে,
কেমনে ডুবায় তায় অন্য জনে লয়ে?
অন্য জন? হায় আজি প্রাতে সভাস্থলে,
হেরিনু যে নব ছবি অন্য কেবা বলে?
অন্য কি সে হবে? নহে প্রাণের রতন?
করিনে তাহারে আমি পতিত্বে বরণ?
নহে কি তাহারে? বল ওরে দুরাচার,
সত্য করি বল পতি নহে সে আমার!
মানবপিশাচ তোরে এজন পূজিবে,
রে পাপাত্মা তোর আজ্ঞা শিরেতে ধরিবে।

সময়েতে সাবধান হও লো যুবতি,
প্রলাপ এরূপ নাহি কর বুদ্ধিমতি।
"না আন মুখেতে যাহা না পারি সহিতে,
"যদিও তা উঠে ধনি ও মুখ হইতে।
"যাও বীণা সহ গাহি মধুময় স্বরে,
"ক্ষণে ভুলাইয়ে যাহা সেই যুববরে।
"ওলো সুবদনে আমি আনন্দিত হব,
"সমুজ্জ্বল হয়ে যবে চারুনেত্র তব,
"হাব ভাব সহ মিসি ভ্রুকুটি লীলায়,
"ভুলাইবে সমাগত যুবক জনায়।
"সত্য যদি সেই জনে ওলো চারুশীলে,
"তোমার পতির মত আকারে দেখিলে,
"সুখের বিষয় তবে হয়েছে তোমার,
"অভীষ্ট সাধিতে কিছু না হইবে ভার।
"প্রেমপূর্ণ এক জন নবীন নায়ক,
"শত মৃতপতি হতে আনন্দদায়ক।
"অনর্থক কোপ কেন প্রেয়সি আমার,
"আয়ত নয়ন নহে ক্রোধের আধার।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

আর্য্যেতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আর্য্য শব্দের অর্থ ও জাতি নির্ণয়।

অতি প্রাচীন ঋগ্বেদসংহিতা ও অধুনাতন কাব্যনাটকাদি পাঠ করিলে আর্য্য শব্দের অর্থ অনায়াসে বোধগম্য হয়, ঋগ্বেদসংহিতা ও অথর্ব্ববেদসংহিতায় আর্য্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাত্মা মনুও আর্য্য শব্দার্থ উৎকৃষ্ট জাতিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তট্টীকাকার কুল্লূক ভট্টও ঐ অর্থ বিশদরূপে ব্রাহ্মণাভিধেয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অমরসিংহ মহাকুলোদ্ভব ব্যক্তির পর্য্যায়ে আর্য্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ঐ শব্দের সভ্য ও সজ্জন, এই দুইটী প্রতিশব্দ বিধান করিয়াছেন। কোন পণ্ডিত আরাৎশব্দ পূর্ব্বক ঋ ধাতু হইতে আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, আরাৎ শব্দের অর্থ দূর ও সমীপ, এখানে সমীপ গ্রহণ, ঋ ধাতুর অর্থ গতি, সুতরাং যে জাতি অতি প্রাচীন কালে জ্ঞান ও ধর্ম্ম এই উভয় বিষয়ের সমীপে গমন করিয়াছিলেন তাঁহারাই আর্য্য শব্দের বাচ্য। এই জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বজাতিশ্রেষ্ঠ, ইহাঁদিগের অনন্তর বংশজেরা নানাস্থানী হইয়া নানাবয়বে বিভক্ত হইয়াছেন এবং পূর্ব্বপুরুষগণের সদ্গুণাবলীর প্রকৃত সম্মান অনেক অংশে রক্ষা করিয়াছেন। ইহাঁরা কোন এক নির্দ্দিষ্ট দেশের অধিবাসী ছিলেন বোধ হয় না। অনেকে অনুমান করেন, ইরান্‌দেশ ইহাঁদিগের আদিম বাসস্থলী ছিল, কিন্তু কেবল ইরান্ কেন, অন্যান্য দেশও ইহাঁদিগের বাসস্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কালক্রমে ইহাঁরা পরিভ্রমণ উপলক্ষে অনেক দেশে বাস স্বীকার করেন, তাহারও এই কারণ অনুমেয় হয় যে, আর্য্যেরা প্রথমাবস্থায় কৃষিকেই জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র সুখকর উপায় বলিয়া জানিতেন, বস্তুতঃ এ অনুমান অমূলক না হইতে পারে, কারণ মনুষ্যের আদিম অপকৃষ্টাবস্থায় মৃগয়াকেই উত্তম বোধ হয়। সমস্ত দিন নিশিত শরসাহায্যে মৃগয়ানুসরণ করিয়া যে মাংসলব্ধ হইল তদ্দ্বারাই পৌষ্যবর্গের জীবন সংস্থান অনায়াসে নির্ব্বাহ হইবেক। এই রূপে ক্রমে ক্রমে উন্নতাবস্থায় উপস্থিত হইলে দৈনিক শ্রম তত সুখকর বোধ হয় না, অবিচ্ছিন্নরূপে কিয়ৎকাল পরিশ্রম করিলে যদি সমস্ত বর্ষভোগ্য আহার প্রাপ্য হয় তবে তাহার উপায় কর্ত্তব্য, এই জন্যই কৃষি তাঁহাদিগের অপেক্ষাকৃত উন্নতাবস্থায় অনেক উপকারিণী হইয়া থাকে। এক দেশে কিছুকাল কৃষিকার্য্য করিলে ভৌমিক উর্ব্বরত্ব সমাবস্থ থাকে না, এজন্য দেশান্তর গমন আবশ্যক হইয়া উঠে, নতুবা তৎকালে বুদ্ধিবৃত্তি এমন পরিশুদ্ধ হয় নাই যাহাতে সারাদিদ্বারা ভূমির অপহৃত উর্ব্বরত্ব পুনর্লব্ধ হয়। ইউরোপ মহাদেশে সংস্কৃত শব্দবিদ্যার সবিশেষ আলোচনা এবম্বিধ বিষয়ের প্রামাণ্য

সংস্থাপন পক্ষে যত দূর উপকার করিয়াছে এমন অন্য কোন বিদ্যা করে নাই। আমরা সেই মহাক্ষমতাশালী পৃথিবীর আদিম সভ্য আর্য্যজাতির সন্তান, যে মহামনাঃ পূর্ব্বপুরুষেরা অকৃষ্টক্ষেত্রচয়কে কর্ষণ করিয়া অল্প সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন। অধুনা ক্রমলব্ধ উন্নতি ও উন্নতিলব্ধ উপকরণবলে উৎকৃষ্ট বাষ্পীয় হলযন্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া অতি বিস্তীর্ণ অপকৃষ্ট ক্ষেত্রকে শস্য দ্বারা পরিশোভিত করিতে সমর্থ হইতেছি। আহা! এ আনন্দের তুলনার স্থান কি এই সামান্য সীমাবদ্ধ মানবহৃদয়!! এই আর্য্যজাতি সকল বর্ত্তমান সভ্যজাতির আদিপুরুষ, একথা কাহারই অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। শব্দশাস্ত্র, অতি প্রাচীন পুরাবৃত্ত ও মহর্ষিদিগের বাক্য এ বিষয়ের অপরিহার্য্য প্রমাণ। একজন ঋষি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যে, "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা সৃষ্টপূর্ব্বং হি কর্ম্মভির্জাতি তাং গতঃ॥" চতুর্বর্ণের কোন বিশেষ বিভেদ নাই। এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মসৃষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বে সকল জাতিই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল, অনন্তর স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ সকল ধর্ম্মীর ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, এক স্ত্রী পুরুষ হইতে সমস্ত মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং একরক্ত বহুধা বিভক্ত হইয়াছে, বলিতে হইবেক। শব্দকল্পদ্রুমে এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ আছে, যথা—"জাতিরাকৃতিগ্রহণাসংস্থানব্যঙ্গা চ।" ইহার অর্থ এই যে—আক্রিয়তে ব্যজ্যতে অনয়েতি আকৃতিঃ আকৃত্যা সংস্থানং জ্ঞানং যস্যাঃ সা আকৃতিগ্রহণা, জাতিরাকৃতিগ্রহণা ভবতি সংস্থানব্যঙ্গা ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদ্দ্বারা যে কোন পদার্থের আকৃতি দর্শনানন্তর তাদৃশাকৃতিযুক্ত সকল পদার্থের বোধ হয়, তাহাই জাতি, সুতরাং জাতি আকৃতিগ্রহণাসংস্থানব্যঙ্গ, এই দুই লক্ষণে নির্দ্দেশিত হয়, দ্বিতীয়—"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং পৃথক্ সংস্থানাভাবাৎ ব্রাহ্মণত্বাদির্জাতিত্বং নায়াতং ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ইহাদিগের অবয়বগত ভেদ না থাকায় ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ইত্যাদি পৃথক্ জাতি হইতে পারে না, অতএব প্রাকৃত ভূগোলবেত্তাদিগের মতানুসারে সপ্রমাণ হইতেছে, অবয়বগত বিভিন্নতাই জাতি জ্ঞাপনের নিদান। এই জন্য তাঁহারা ককেশস্ বর্ণ, মৌগল বর্ণ, আমেরিক বর্ণ, আফ্রিক বর্ণ, মালয়ীন বর্ণ ইত্যাদি যে কয়েক বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ও যাহা পৃথিবীর শীতোষ্ণ কটিবন্ধজনিত স্বাভাবিক রূপে প্রতীয়মান হয়, আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অভিপ্রায়ও তাহাই, তাঁহারা সঙ্ক্ষেপে সে বিষয়ে স্বমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক প্রাকৃত-ভূগোলবিৎ পণ্ডিতেরা নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া তৎসমুদায় সুন্দররূপে সকলকে জানাইতেছেন। এবং পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আর্য্যেরা ক্রমশঃ নানা দেশে আবশ্যক মত বাস করিয়াছেন, সেই বাসনিবন্ধন তাঁহাদিগের আধুনিক সন্তানবর্গ নানাদেশবাসী হইয়াছেন। তবে আচার-ব্যবহারগত যে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহা দেশ বিশেষের জলবায়ুজনিত বই অন্য নহে। ঈশ্বর যে দেশকে যে রূপ স্বভাবে ভূষিত করিয়াছেন, তদ্দেশবাসীদিগকেও তদনুরূপ শীতোষ্ণাদির গুণ সহ্য করিতে হয়, পরমেশ্বরসৃষ্টস্বভাবের অন্যথাভাব হওয়া অসম্ভব। এই জন্য ভিন্নদেশীয়দিগের পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার প্রভৃতি বাহ্যবিষয়ের বিভেদ দৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে এই বিষয়ের এই স্থানেই উপসংহার করিতে হইল।

ভাষা।

যদ্দ্বারা মনোগত ভাব অবাধে ও সুন্দররূপে ব্যক্ত হয় তাহার নাম ভাষা; সংস্কৃত ভাষ ধাতুর অর্থই এই। এই ভাষাশক্তি অন্যান্য জীব সমূহকে বঞ্চিত করিয়া কেবল বুদ্ধিবৃত্তিশালী মানবকুলকেই অবলম্বন করিয়াছে, যদিও মনুষ্যেতর জীব শোক, হর্ষাদি ভাব অস্ফুট শব্দদ্বারা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সেই প্রকাশ ভাষাশক্তি-সম্ভূত বলিয়া বলা যায় না। সুস্বর বিহগাদি মনুষ্যদ্বারা শিক্ষিত হইয়া নানাবিধ আমোদকর বাক্য উচ্চারণ করে; কিন্তু তাহা তাহাদিগের মাতৃভাষা নহে। জীব অভ্যাসের দাস এবং অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব। সুতরাং অভ্যাসের অধীনতা অত্যুগ্র শার্দূলাদিও স্বীকার করে। বিহগাদির পক্ষে বিচিত্র কি? একজন কহিয়াছেন—

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ,
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষঃ,
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

এবচনেরও তাৎপর্য্য তাই। ইউরোপীয় কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়াছেন, যে, "কবে বা অক্ষম ভাষা পূরাইতে মনোগত ভাব" অতএব মনোগত ভাব স্ফুরণই ভাষার একমাত্র বিষয়। জাতিভেদে দেশভেদে জাতীয় ব্যাকরণভেদে ভাষা শব্দের অন্যার্থ হওয়া সম্ভবপর নয়। যদি তাহাই হইল, তবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, কোন্ দেশের ভাষা সর্ব্বপ্রাচীনা? কোন এক দেশের ভাষা সর্ব্বপ্রাচীন হইতে পারে কি না? দেখা উচিত। অনেক গুলি ভাষাই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, এই প্রাচীনতার মূল তত্তৎভাষায় মনের ভাব সকল অনায়াসেই প্রকাশ করা যায়। ভাষান্তর হইতে শব্দ ঋণ গ্রহণ করিতে হয় না। যে ভাষা অন্যদীয় ঋণগ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে তাহা এক সময়ে এক পূর্ণ ভাষা হইবে কি না বলা সংশয়। কারণ ঐ ঋণ ঐ সকল অপুষ্ট ভাষার মজ্জাগত হইয়া যাইবে। সুতরাং হয় কোন ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল, নয় কোন ভাষা লাটিন শব্দবহুল হইবে। এই রূপে অন্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিয়া অপূর্ণ ভাষাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং তজ্জাতীয় লোকের সর্ব্বপ্রকার মনোভাব প্রকাশের উপযোগিনী হইবে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই সকল কারণ ভিন্ন অন্য কারণও নির্ণয় করিতে পারেন। যাহা হউক, আর্য্য-

দিগের সর্ব্বপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষার বিষয় বিবেচনা করা উচিত, এবং ইহাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। অদ্বিতীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর বলেন যে, সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তিনি পৃথিবীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ভাষায় অতি প্রাচীন কালের যে সকল উপাদেয় বিবরণ আছে, তাহা ইতিবৃত্তানুসন্ধায়ীর পক্ষে নিতান্ত উপকারী। যদিচ ইহাতে বিষয় বিশেষের পূর্ণ বিবরণ দুষ্প্রাপ্য, তথাপি এমন অনেক শব্দ আছে যাহা দ্বারা অনায়াসে সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হওয়া যায়। একটী শব্দ হইতে এক বিষয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়। সূর্য্যসিদ্ধান্তকে অদীয় শিষ্য ময়াসুর যে সকল প্রশ্ন করেন ও তিনি তৎসম্বন্ধে যে সকল উত্তর দান করেন, তাহা অধুনাতন ভূগোলবেত্তাদিগের নবাবিষ্কৃত ভৌগলিকতত্ত্বের তনুপযোগী নয়। এই রূপে অনেক বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বিষয়ে ইতিহাস, সংস্কৃত ভাষা রূপ আকর হইতে উদ্ধৃত করা যায়। রাহু নামক গ্রহকে তমঃ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, যথা "তমস্তু রাহুঃ" এই শব্দ দ্বারাই পৌরাণিকদিগের কল্পনার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রাহু কি? তদ্বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হওয়া যায়। তমঃ শব্দে অন্ধকার, ছায়াই অন্ধকার, পৃথিবীর গতিপরিবর্ত্তন বশতঃ সময়ে সময়ে যে ছায়ারাশি সূর্য্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে উহাই গ্রহণ, ইহা কেবল "তমস্তুরাহুঃ" এই শব্দদ্বারা বিশদ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অপর "সমুদ্র" শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্যগণ, চন্দ্রাকর্ষণে বারিনিধির জলের হ্রাস বৃদ্ধি উত্তম রূপে বুঝিতেন তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। সমুদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তিতে তাহা অবগত হওয়া যায়, যথা,—"চন্দ্রোদয়াদাপঃ সম্যক্ উদন্তি, কিন্দ্যন্ত্যত্র সমুদ্রঃ" যে জলরাশি চন্দ্রোদয়ে যে স্থানে সম্যক্ রূপে আর্দ্রীভূত হইয়া স্ফীত হয়, তাহাই সমুদ্র। এই রূপ কত স্থানে কত মহারত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা তত্ত্বানুসন্ধায়ীর নয়নে পতিত না হইলে সকলে জানিতে পারেন না। এ বিষয়ে জর্ম্মণি দেশের সংস্কৃত অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন আমাদিগকে অধিক উপকৃত করিয়াছে ও করিতেছে। ভূতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের মতানুসারে অগ্রে পৃথিবী অত্যুষ্ণ তরলময় পদার্থ ছিল, ক্রমশঃ শীতল হইয়া মনুষ্যবাসোপযোগিনী হইয়াছে। এবং অনেকে অগ্রে জলীয় সৃষ্টিও স্বীকার করিয়া থাকেন; মহাত্মা মনু স্বপ্রণীত মনুসংহিতায় সৃষ্টিপ্রকরণের প্রথমেই "আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" এই বাক্য নির্দ্দেশ করিয়া দিদৃক্ষু ঈশ্বর "অপ এব সপর্জ্জাদৌ তাসাবীজমবাসৃজৎ" এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং জলই পৃথিবীর উপাদান স্বরূপ। প্রাক্সৃষ্ট অনন্ত সুবিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে অসঙ্খ্য বৃহৎকায় জলজন্তু জন্মিয়াছিল, তাহাদিগের বিনশ্বর দেহের বিনাশ হওয়ায়, ঐ সকল দেহরাশি পার্থিব পরমাণু রূপে পরিণত হইয়া মৃত্তিকাকার ধারণ করিয়াছে। মহাকবি কালিদাস "মেঘদূতে" মেঘের প্রকৃতি বর্ণনে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ" ধূম, জ্যোতিঃ সলিল ও মরুৎ, এই কয়েকটী পদার্থের সমবায় সম্বন্ধই মেঘ, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। তাঁহারা (আর্য্যগণ) স্বভাব রূপ বিবিত্র চিত্র-পটের মনোহর মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া যে রূপ অসাধারণ নিসর্গ বর্ণনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতি কি কি উপাদানে বিনির্ম্মিত, তাহাও অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন, এই সকল বিষয়ের যথার্থ বিবরণ যদিও পুস্তক বিশেষে লিপিবদ্ধ নাই, তথাপি এই ভাষার কাব্য পুরাণোপপুরাণাদিতে এক একটী শব্দ হইতে এক একটী বিষয় অবগত হওয়া যায়। বাহুল্য বশতঃ এখানে এ বিষয়ের উপসংহার করা গেল, যথাস্থানে ও যথাবিষয়ে আর্য্যগণের প্রভূত শিল্প বিজ্ঞানাদির জ্ঞানবত্তা প্রদর্শিত হইবে।

মশকদংশনে প্রাণবিয়োগ।

১২ ই জুন তারিখে জর্জ ডেড্‌ম্যান নামক একজন সওদাগরী পর্য্যটক বিদেশীয় জাহাজের নমুনা দেখিবার নিমিত্ত লণ্ডন নগরের নৌকানির্ম্মাণস্থানে গমন করেন। তথায় গ্রীবাদেশে বিষম ক্লেশ বোধ হওয়াতে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক অবগত হইলেনযে, একটি বৃহৎ মশক তাঁহাকে দংশন করিয়াছে। প্রথমে তিনি এবিষয়ে মনোযোগ করেন নাই, কিন্তু দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার গলদেশ স্ফীত হইয়া উঠিল এবং পরদিবস বিষাক্ত রক্তের বিন্দু দেখা দিল। সহচর ডাক্তারের অনুমত্যানুসারে তিনি "মেণ্ট বার্থলেমো" নামক হাঁসপাতালে গমন করিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া উঠিল এবং ১৩ ই রবিবারে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। ডাক্তার সীড্‌নি মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন যে, মশকের হুল তীক্ষ্ণ রূপে উক্ত স্থলকে বিদ্ধ করিয়াছিল এবং কোন ক্রমেই উক্ত ব্যক্তি চব্বিশ ঘণ্টার পর বাঁচিত না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তির কোন পীড়া ছিল না।

বন্যপশুর সংহরণ।

লর্ড এট্রিক্ ভারতবর্ষের হিংস্রক পশুর মূলনাশের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। কাপ্তেন রজর্সের রিপোর্ট পাঠান্তর ঐ সকল হিংস্রক পশুর বধোপযোগি অস্ত্রধারণে ভারতবাসীরা যে প্রকারে অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন তদ্বিষয়ে তিনি গত ২৫ সে জুলাই শুক্রবারে সমপদাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতিবৎসরে গড়ে দশহাজার মনুষ্য হিংস্রক জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরেকে অসঙ্খ্য পালিত পশুও নষ্ট হয়। সুতরাং বাণিজ্যের এবং কৃষিকার্য্যের সাতিশয়

ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে। গত সিপাহীবিদ্রোহাবধি কাহারও অস্ত্রধারণ করিবার অনুমতি নাই। যেহেতু ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উপযুক্ত অস্ত্রাভাবে কেহই আত্মরক্ষণে সমর্থ হইতে পারে না। ডিউক্ অফ্ আর্গাইল্ ইহার অনুকূল পক্ষে বলিয়াছেন যে, হিংস্রক পশুর সন্নিকটস্থ স্থান সমুদয় প্রায় জনহীন হইয়া গিয়াছে। চাষের নিমিত্ত বনকর্ত্তন হেতু এই উৎপাত আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব ইহা নিবারণার্থে গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। এপর্য্যন্ত এ বিষয়ে যে সকল চেষ্টা হইয়াছে তৎ সমুদয় বিশেষরূপ ফলদায়ী হয় নাই। ব্যাঘ্রাদি বিনাশ করিলে যে পুরস্কার প্রদান করা হয় তাহার বৃদ্ধি, এবং উক্ত পশু সকলের শাবকদিগের বধ ব্যতিরেকে এ উৎপাত নিবারণের আর কোন উপায় নাই। অনেকে এবিষয়ের প্রতিরোধ করত বলিয়াছেন যে, হিংস্রক পশুর মূলনাশের চেষ্টা পাইলে শিকারের অপকার করা হইবে, কিন্তু ইহাদ্বারা তাঁহাদিগের স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইতেছে। কেবল বৃথা শিকারামোদের নিমিত্ত দশ হাজার মানবের জীবন নাশ হওয়ায় তাঁহারা কোন ক্ষতি বিবেচনা করেন না। কিন্তু যাহাই হউক, আমরা ডিউক্ অফ্ আরগাইলের মতের পোষকতা করিতে ইচ্ছা করি।

পারস্যের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ভূগোলবৃত্তান্ত।

মধ্যপারস্যের প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কে ডব্লিউ টি ব্ল্যাণ্ডফোর্ড সাহেব ভূতত্ত্বসম্বন্ধীয় সভায় যে সারবান্ গ্রন্থ পাঠ করেন তাহার মর্ম্ম এই—তিনি বলেন, এই প্রদেশে কোন বৃহৎ নদী নাই এবং যে দুই একটি ক্ষুদ্রকায় স্রোতস্বতী প্রবাহিত ছিল তাহাদিগেরও পূর্ব্বতন গতির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ঐ সকল ক্ষুদ্র নদীর গতিরোধ বশতঃ উহারা প্রথমতঃ লবণাক্ত জলবিশিষ্ট হ্রদাকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু বৃষ্টি পতনাভাবে ক্রমে ঐ সকল জলাশয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ঐ সমুদায় স্থল মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চচূড় পর্ব্বত সকলের খণ্ডাংশ তাদৃশ জলপতনাভাবে প্রক্ষিপ্ত হয় না, এবং কেবল যে সমস্ত খণ্ডাংশ অতিশয় শিথিল সেই সমুদায়ই বৃষ্টিদ্বারা ধৌত হইয়া উপরিস্থ ঢালু স্থান হইতে নিম্নস্থ উপত্যকা ভূমির উপর পতিত হইয়া থাকে। ক্রমাগত ঐ রূপ ধৌতবস্তুর পতন হেতু উপত্যকাভূমি সমুদয় পূরিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই প্রদেশের জলবায়ু ক্রমশঃ উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বতোপরি যে সমুদয় কঙ্করময় পদার্থ দৃষ্ট হয় তৎসম্পর্কে ব্ল্যাণ্ডফোর্ড সাহেব বলেন যে, বৃষ্টিদ্বারা সূক্ষ্ম কঙ্করময় ভগ্নাংশ সমুদয় কেবল ধৌত হইয়া নিম্নে পতিত হয়, অতএব স্থূলাংশ সকল পর্ব্বতোপরি রহিয়া যায়।

এতচ্ছ্রবণে সভাধ্যক্ষ প্রোফেসর রা-

মজে বলিলেন যে, এই প্রদেশের অন্তর্গত লবণাক্ত জলময় হ্রদ এবং বৃহৎ বালুকাময় স্থান থাকায় আরল এবং ক্যাস্পিয়ান প্রভৃতি সাগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি সমুদয়ের বৃষ্টি আদি যে কারণ বশতঃ হইয়া থাকে পারস্য পক্ষেও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। তিনি বলেন, উপরি উক্ত স্থল সমুদায় হইতে যে বাষ্পোদ্গম হয় তাহা যে পরিমাণে অম্বুদের নিমিত্ত আবশ্যক তদুপযোগী মাত্র। সুতরাং এতাদৃশ অনেক স্থলের হ্রদ সকল কক্ষরপূর্ণ হইয়া যায়, এবং কোনটিও বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক হইয়া উঠে। কঙ্করময় ভগ্নাংশ বিষয়ে তিনি বলিলেন যে, যে কারণে ইহা ঘটিয়াছে তাহা তিনি বিশেষরূপে এক্ষণে অবধান করণে অক্ষম। অকস্মাৎ নদী সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বোধ হয় পূর্ব্বে কোন বাঁদ দ্বারা ইহার গতিরোধ ছিল। কিন্তু উহার ভগ্নহওন বশতঃ ইহার গতির ব্যত্যয় ঘটিয়াছে।

ব্ল্যাণ্ডফোর্ড সাহেব প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌরস ভূমি সকলের কোন জলনির্গমের পথ ছিল না। এবং মধ্যপারস্যের যে ঐ প্রকার কোন নালা ছিল না ইহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। বায়ুনির্ণয় যন্ত্র দ্বারা এই প্রদেশটি মাপ করা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, মধ্য পারস্যের অনেক স্থল ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ভূমির অপেক্ষা অনেকাংশে নিম্ন। মরুভূমির শেষে যে কঙ্করময় ঢালুভূমি দৃষ্ট হয় তাহাদিগের সর্ব্বোচ্চ স্থলের এবং সর্ব্বনিম্নস্থলের উচ্চতার দুই হাজার ফিট্ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কঙ্করময় ভূমির স্থূলতা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তিনি বলিলেন যে, এস্থলে কোন শারীরিক পদার্থ দৃষ্ট হয় নাই। যদিচ অধিকাংশ হ্রদের জল অতিশয় লোণা তথাচ গোট্‌কা এবং সিস্‌টান নামক হ্রদদ্বয়ের জল তাদৃশ নহে। শেষোক্ত হ্রদটি এক্ষণে জলাভূমির ন্যায় হইয়া গিয়াছে এবং যদিচ ইহার জলনির্গমের পথ নাই, তথাচ ইহার জল অতিশয় মিষ্ট। অকসস্ সম্পর্কে তিনি এই কথা বলিলেন যে, পূর্ব্বে মধ্য আসিয়ার সভ্যতার তাদৃশ বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং অকসসের কোন বাঁধ হওন বোধ হয় ইহার গতি বিপর্য্যয়ের কারণ নহে। তৎকালীন ইহার স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইত এবং বোধ হয় ইহার নিম্নভাগের সহিত আরল এবং ক্যাস্পিয়ানের যোগ ছিল। তিনি বলেন, প্রচুর বৃষ্টিবশতঃ আরল হ্রদও ঐরূপ ইহার পূর্ব্বতন গতি প্রাপ্ত হইয়া ক্যাস্পিয়ানে পড়িতে পারে।

ব্যায়াম শিক্ষা।

ক্যাম্বেল সাহেবের দুই একটি কার্য্য যেমন অসন্তোষকর তেমনি দুই একটি মঙ্গলকর এবং দেশের উন্নতিসাধক। বাস্তবিক অপক্ষপাত রূপে বিচার করিতে হইলে তাঁহাকে সকল বিষয়ে দোষা যায় না। সম্প্রতি বিদ্যালয় সকলে ব্যায়াম শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত তিনি যে প্রকার যত্ন করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রশংসনীয় ও দেশের ভাবী উন্নতিসাধক।

আমাদিগের দেশে আজকাল যাঁহারা কৃতবিদ্য হইতেছেন তন্মধ্যে অধিকাংশই দুর্ব্বল ও রুগ্ন। যথার্থরূপে বলিতে গেলে এক্ষণে দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীরা যেমন দুর্ব্বল ও অশক্তকায়, এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিদ্যার্থিগণ শারীরিক আয়াস পরিত্যাগ ও মিয়মাতীত মানসিক পরিশ্রম করিয়া আপনাদের শরীরকে কেবল ব্যাধিমন্দির ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়া থাকেন। বলিতে কি, তাঁহাদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত দেশের উপকার সম্ভব তাহার অধিকাংশই তাঁহারা বলহীন বশতঃ করিতে পারেন না। উৎসাহ সহকারে কোন শ্রম-সাধ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে পারেন না। ব্যায়াম অথবা প্রকারান্তরে অঙ্গচালনাদির অভাবে ক্ষুধা-মান্দ্যাদি অনেক প্রকার পীড়া সহ্য করিতে অধিকাংশ ছাত্রগণকে দেখা গিয়া থাকে, যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের শতজনের মধ্যে এক জনকেও স্বচ্ছন্দ-শরীর ও বলিষ্ঠ হইতে দেখা যায় না। যে দুই একটিকে স্থূলকায় দৃষ্ট হয় তাঁহারা কেবল পার্ব্বতীপুত্র গণেশ মাত্র। কদলী বৃক্ষের ন্যায় অত্যল্প বায়ুসংযোগে ভূতলে নিপতিত হয়েন। অনেকে বলিতে পারেন, বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা যে পরিমাণে পরিশ্রম করিয় থাকেন, আমাদিগের দেশের উষ্ণতা নিবন্ধন তাদৃশ পরিশ্রম করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। আমরা ইহা স্বীকার করিয়াও এপ্রকার বলিতে পারি যে, বাল্যাবধি যে পরিমাণে মানসিক চালনা করিয়াছেন, যদি অঙ্গচালনাদি সেই পরিমাণে করিতেন তাহা হইলে কখনই তাদৃশ জীর্ণ ও ক্ষীণজীবী হইতেন না। প্রফুল্লমন ও মনের স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত মানসিক পরিশ্রম যে পরিমাণে আবশ্যক শারীরিক পরিশ্রমও সেই পরিমাণে প্রয়োজনীয়। শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইলে যে মানসিক চালনা অধিক পরিমাণে হয় না, ইহা নিতান্ত অমূলক। বরং মানসিক চালনা অধিক পরিমাণে করিতে পারা যায়। সার ওয়াল্টর স্কট্ যিনি বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, বাল্যকালে খরগস শিকার এবং অশ্বারোহণাদি করিয়া বেড়াইতেন। অনেকে বলিতে পারেন, তাঁহার ঈশ্বর-প্রদত্ত বুদ্ধি ছিল। আমরা ইহা স্বীকার করি, তথাচ যদ্যপি তিনি বাল্যকালে ঐরূপ পরিশ্রম না করিতেন, তাহা হইলে তৎপরে গ্রন্থাদি রচনার নিমিত্ত তাঁহার যে পরিমাণে শ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা কখনই করিতে সক্ষম হইতেন না। সংক্ষেপে ব্যায়াম শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ইংলণ্ডের প্রায় মমস্ত ছাত্রকেই ঐ প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রগণকে নৌকাচালনা ও কুস্তি করিতে দেওয়া হয়। সুবিখ্যাত ওয়েলিংটন্ ইটন্-কালেজে প্রথমে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে যৎকালীন সমরক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রকাশ করত প্রচুর যশোরাশি লাভ করেন তৎকালীন একদা উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে ব্যায়াম শিক্ষায় নিযুক্ত হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ঐখানে ওয়াটর্লু যুদ্ধজয়ের অঙ্কুর রোপিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বকালে গ্রীশদেশে মল্লযুদ্ধাদিতে যাঁহারা বিশেষরূপে নিপুণতা প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে পারিতোষিক প্রদান করা হইত। রোমবাসীরা "ক্যাম্পাস্ মারশাস্" নামক একটি সাধারণ স্থানে যুবকদিগকে ব্যায়ামশিক্ষা প্রদান করিতেন।

আমাদিগের বিদ্যালয় সমস্তে উক্ত প্রকার শিক্ষার অভাবে নানাবিধ অনিষ্টকর ফল উদ্ভব হইয়াছে। ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেটের সহিত অনেককে সরস্বতীর সহিত কলহ করিতে হয়। তাঁহারা এপ্রকার নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া পড়েন যে, অল্পকাল পাঠ করিতে হইলে হয় শিরঃপীড়ায়, নয় অন্য কোন প্রকার সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইতে হয়। অতএব কাজে কাজে লেখা পড়ায় বিরত হইতে হয়। তবে এপ্রকার শিক্ষার প্রয়োজন কি? আমরা অনেক ইংরাজকে বৃদ্ধবয়সেও অসীম পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে দেখিয়াছি। এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে কায়িক পরিশ্রম করিতেও দেখা গিয়াছে। কায়িক পরিশ্রম করিলে শরীর সবল হইয়া থাকে। শরীর সুস্থ থাকিলে মনের স্বচ্ছন্দতা হয়। মনের স্বচ্ছন্দতা থাকিলে অধিক পরিমাণে মানসিক চালনা করা যায়।

উপসংহার স্থলে এই কার্য্যটির নিমিত্ত আমরা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে বিশেষ রূপে ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা শুনিয়াছি, প্রেসিডেন্সি কালেজে ঐ প্রকার শিক্ষা না থাকায় উক্ত কালেজের ছাত্রেরা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে আবেদন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি ইহাতে সম্মত হইবেন। ব্যায়ামশিক্ষা দ্বারা যথাসময়ে শরীরকে সবল করা কর্ত্তব্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির রীতিমত পরিচালনা না থাকিলে দেহের পরিপুষ্টতা প্রাপ্তি হয় না এবং দেহের পুষ্টতা অভাবেই আন্তরিক বৃত্তি সমস্তের পুষ্টতার অভাব ঘটে ও তন্নিবন্ধন যথার্থ উন্নতির ব্যাঘাত জন্মে। লোকে বলিতে পারেন যে, ব্যায়াম এত দিন প্রচলিত না থাকাতে কি দেশে কেহ লেখা পড়া শিখে নাই? কিন্তু তাঁহাদিগের এতদ্রূপ প্রশ্নের আমরা এই উত্তর দি যে, রীতিমত লেখা পড়া কেহই শিখেন নাই। বিদ্যা শিখিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী অথবা অন্যান্য কর্ম্ম করিতে পারিলেই যে যথোচিত লেখা পড়া শেখা হয়, এরূপ নহে, ও বিএ, এম এ, বিএল উপাধি পাইলেও লেখা পড়া শেখা হয় না। বিদ্যালয়ের উপাধি যাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, তাঁহারা ভবিষ্যতে পাণ্ডিত্য লাভ করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু পণ্ডিত হয়েন নাই। বিদ্যালয় ত্যাগের পর নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করিলে পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়, কিন্তু এদেশীয় ছাত্রগণের ভাগ্যে তাহা ঘটিতে প্রায় দেখা যায় না। তাহার কারণ এই যে, ছাত্রগণ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে যত্নবান না হইয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় সমস্তে পরীক্ষার উপযুক্ত নিপুণতা লাভে যত্ন করেন। কিন্তু সেই পরিশ্রম কেবল অনর্থের মূল। দেহ সবল ও পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হইলে মনোবৃত্তি

সমস্তের শক্তি যে রূপ পরিচ্ছন্ন ও বলবান থাকে,তাহাতে আন্তরিক শ্রম অতিরিক্ত করিতে হয় না। যে ব্যক্তি অনায়াসে এক মণ ভার তুলিতে পারে, সে ব্যক্তি যদি প্রতিদিন ২০। ২৫ বার তাহা উত্তোলন করে, তবে তাহার কোন ক্লেশ হয় না, কিন্তু যদি তাহাকে তিন মণ বা আড়াই মণ ভার একেবারে উঠাইতে হয়, তবেই তাহার ক্লেশ ও দেহে বেদনা হয়। সেইরূপ মনোবৃত্তি সকল পরিপুষ্টতা না পাইয়া যখন ক্ষীণভাবাপন্ন থাকে তখন যে বিষয়টির ভাবনাদিতে তৎসমস্তের অতিরিক্ত শ্রম হয়, সবল দশায় সেই বিষয়টিতে কিছু মাত্র ক্লান্তি বোধ হয় না। এই হেতুই আমাদিগের ছাত্রগণ পরীক্ষা প্রদানান্তে একেবারে মানসিক শ্রমে অপটু হইয়া পড়ে এবং বহুশ্রমার্জ্জিত জ্ঞান সমস্ত বিস্মৃত হয়। তাহারা আন্তরিক বৃত্তি সমস্তকে অতিরিক্ত শ্রম করাইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে; সুতরাং পরে তাহারা আর শ্রমভার বহন করিতে পারে না। এই জন্যই আমরা ব্যায়ামশিক্ষার এত অনুকূল।

যত দিন বালকেরা দৌড়াদৌড়ী করিয়া খেলা করে, তত দিন তাহাদিগের স্বতন্ত্র ব্যায়াম শিক্ষার প্রয়োজন করে না, বরং ব্যায়াম দ্বারা অনিষ্ট জন্মে, যেহেতু অতিশয় কিছুই ভাল নহে। পরে যখন বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত বাল্যকাল-সুলভ চঞ্চল ক্রীড়াদির অভাব ঘটে, তখনই ব্যায়াম শিক্ষার প্রয়োজন হয় যেহেতু তদভাবে অঙ্গাদির রীতিমত পরিচালনা ঘটে না।

পল্লীগ্রাম।

আমাদের সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ এই শীর্ষকটি দেখিয়া প্রথমে কি মনে করিবেন? অনেকে অনেক প্রকার মনে করিতে পারেন—কেহ বা মনে করিবেন এ একটি রচনা মাত্র, কেহ বা পত্রিকা পূরণার্থ প্রবন্ধ, কেহ বা পল্লীগ্রামের অবস্থাবর্ণন মনে করিবেন। শেষোক্তটিই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইতেছে, অতএব অগ্রে স্থানের অবস্থার বিষয় পাঠকগণের গোচর না করিলে, পত্রিকার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ ও যত্ন কি রূপে আশা করা যাইতে পারে।

পল্লীগ্রাম একটি কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ। ইহাতে প্রায় সকলেই অভিলাষানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন, তথাপি ইহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে কেহ কুণ্ঠিত হন না। পাঠকগণ! আমরা পল্লীগ্রামবাসী, আমাদের অপর একটি নাম পাড়াগেঁয়ে, এ ডিগ্রীটি আমরা সহর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কেহ কেহ বা সহর-ঘেঁসা উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও ইহার নামে একটু চটা, সহরবাসীদেরতো কথাই নাই!! ইহার প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান করা বড় সহজ নয়। আমরা এই পর্য্যন্ত অনুমান করি যে, লোকের মন স্বাভাবিক কৃত্রিম পদার্থেই অধিক আকৃষ্ট হয়, আর সদভিপ্রায় অপেক্ষা অসদভিপ্রায়েই অধিক ধাবিত হয়; সুতরাং পল্লীগ্রাম যে এ বৃত্তিগুলি পরিচালনের একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক ও তজ্জন্যই লোকে

তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

নগর ও পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য।

নগরে প্রকৃতি অতি দুরবস্থাপন্না। নগর এক প্রকার বৃক্ষলতাদি পরিশূন্য; সুতরাং বিহঙ্গমগণের সুললিত স্বরশ্রবণে কর্ণকে কেহ পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না। সুনির্ম্মল সমীরণের মন্দ মন্দ গতি কাহারও কখন গাত্রস্পর্শ করে না। সময়ে সময়ে প্রকৃতির রমণীয় বেশভূষা দর্শনে একান্ত বঞ্চিত থাকিতে হয়। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই হয় যে, নগরবাসীরা স্বভাবজাত সুখানুভবে নিতান্ত বঞ্চিত ও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এমন কি, নগরের অনেক স্ত্রীলোক ধান্য কি রূপ তাহা জানেন না। এসময়ে আমাদের একটি গল্প স্মরণ হইল। পল্লীগ্রামের একটি লোক কলিকাতা নগরীতে চাকরীর নিমিত্ত গমন করেন, তথায় কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়া পূজার সময় বাটী আইসেন। যাঁহারা যথায় অবস্থিতি করেন, তাঁহারা প্রায় সেই স্থানের রীতি নীতি অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। একদা তিনি কয়েকটি বন্ধুর সহিত নিকটবর্ত্তী মাঠের রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে ধান্য গাছ দেখিয়া নগরবাসীদের ভাব ধারণ করত জিজ্ঞাসা করিলেন 'যে, এগুলি কি গাছ? তাঁহার পল্লীগ্রামবাসী বন্ধুরা হাস্য করিয়া বলিল, ইহার নাম ধান গাছ! তিনি যেন কখন দেখেন নাই, এরূপ ভাব ধারণ করিলেন। অহো! এই গাছে না তক্তা হয়? এই দৃষ্টান্তে নগরবাসীদের প্রাকৃতিক জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা কেবল চিত্রপট পরিদর্শন করিয়াই মনের তৃপ্তি সাধন করেন; অপিচ তাহা দর্শন করিয়া প্রকৃতির প্রকৃত অবস্থা দেখিতে ইচ্ছা করেন না; প্রকৃত অবস্থা দর্শন করিয়া বিশেষ সুখলাভ করিতে পারেন না, কারণ চিত্রপটের ন্যায় উহা বিবিধ কৃত্রিম রঙ্গে রঞ্জিত নাই। যাঁহারা সতত নানাবিধ সুস্বর বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর স্বর শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারা বিহঙ্গমগণের অব্যক্ত শব্দ শ্রবণে কখন সন্তোষলাভ করিতে পারেন না।

পল্লীগ্রামে প্রকৃতির ভাব অতি রমণীয়। কোন কোন স্থান অত্যুচ্চ গগণস্পর্শী মহীরুহ পরিবেষ্টিত, তদুপরি বিবিধ বিহঙ্গমকুল আনন্দে সুস্বরে গান করিয়া জনগণের শ্রবণ-বিবরে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। কোন কোন স্থান নবপ্রসূত-লোহিত-পত্রাবৃত-তরুরাজি দ্বারা সুশোভিত বোধ হইতেছে, যেন প্রকৃতি পরিণীতাবস্থায় সুসজ্জিতা আছেন। কোন স্থান বা তালদ্রুম পরিবৃত, তদুপরি পত্র সকল পবনের মন্দ মন্দ চালনে শর্ শর্ করিতেছে, যেন সমীরণ তাল-বৃন্ত দ্বারা প্রকৃতিকে ব্যজন করিতেছে। কোন স্থানে বা সহকার তরু মাধবীলতা-জড়িত হইয়া সরোবর-দর্পণে আপনাদের প্রতিকৃতি অবলোকন করিতেছে। কোন স্থানে কদলীবৃক্ষ সকল মস্তকাবনত করিয়া যেন

করেন। মাদকসেবনের সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি কেহ নগরস্থ ক্ষণজন্মাদের সহিত মিলিয়া মাদক সেবন করেন, তবে তাঁহার প্রতিবেশীরা তাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না। মাদকসেবনের বিষময় ফল পল্লীগ্রামে সামান্য পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেটিও নগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মাদক দ্রব্যের যেরূপ প্রচলন দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্বল্পকাল মধ্যে পল্লীগ্রাম সকলও নগরের ভাব ধারণ করিবে। তাহা হইলে যে, কতই পিতামাতা পুত্রের অকালমৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিবে, কতই পতিব্রতা নারী স্বামিবিহীনা হইবে, কতই শিশুসন্তান নিরাশ্রয় হইবে, কত বংশই ধ্বংস হইবে তাহা বলা বাহুল্য। হে নগরবাসী বন্ধুগণ! তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া যাহাতে এই মহা অনিষ্টকর মাদকদ্রব্যের মূলোৎপাটন হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হও। যত দিবস উহা দেশ হইতে বহিষ্কৃত না হয়, তত দিবস আর দেশের মঙ্গল নাই। উহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করাও বড় সহজ নহে, কারণ উহা রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তবে এক মাত্র উপায় এই যে, সমস্ত বিদ্বানেরা একটি সমাজ স্থাপন করিয়া যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে উহা আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করুন; তাহা হইলে ক্রমশঃ যে ইহার তেজঃ হ্রাস হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ বিরহ। উহার সহযোগী লাম্পট্যও পল্লীগ্রামে তত প্রবেশ করিতে পারে নাই। এখনও অনেক স্ত্রীপুরুষ পবিত্র প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। পুরুষেরা পরস্ত্রীগমনে তত অনুরাগী নহে। আহা! যথায় দাম্পত্যপ্রেম প্রবলীকৃত রহিয়াছে, সে স্থান ও সে গৃহ কত আনন্দপ্রদায়ক! যে সকল পুরুষ পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া সতত সশঙ্কিত চিত্তে তাহাদের সহিত সহবাস করিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা ইহাঁরা কত সুখী! ইহাঁরা বৃথা অর্থব্যয় করিয়া বারাঙ্গনাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন না, বরং তদ্দ্বারা স্বীয় স্বীয় পত্নীর, অপর পরিজনবর্গের ও দেশের হিতসাধন করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের আচার-ব্যবহার উত্তম, কিন্তু যিনি যেরূপ লোক, তাঁহার তদনুযায়ী মর্য্যাদা প্রাপ্তির ব্যতিক্রম ঘটিলে মহাবিপদ্ উপস্থিত। অপরিচিত ব্যক্তিরা বিশেষ আদর প্রাপ্ত হন। ইহাঁদের অতি ভীরু-স্বভাব; কোন অপরিচিত লোক একটু স্বাভাবিক কথা অপেক্ষা উচ্চ রবে কথা কহিলে ইহাঁদের চৈতন্য রহিত; লালমুখ দেখিলেত কথাই নাই, ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ান না!!

পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতিও নাগরিকদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাঁদের বাক্‌চাতুরী নাই, এমন কি, অনেকে স্পষ্টরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন না। অতীব লজ্জাশীলা, সর্ব্বদাই অবগুণ্ঠনবতী, অনেক সময় স্বামীরাও মুখারবিন্দ অবলোকনে বঞ্চিত হন। স্বাধীনভাবে থাকিতে একান্ত অনিচ্ছুক। কিসে স্বামীর বিশেষ প্রিয় হইবে তদ্বিষয়ে যত্নশীলা। পবিত্র দাম্পত্যরসের মধুময় ভাব ইহাঁদিগকে সদাই আহ্লাদিত রাখিয়াছে।

তাহাঁরা অধিক পরিশ্রমী; প্রাত্যহিক গৃহকার্য্য তাঁহাদের সার-ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তাহাতে বিরত হন না। বিদ্যা ও শিল্পকার্য্যে তত মনোযোগী নহেন; তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা সদাই গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত, সুতরাং ঐ সকল কার্য্যে সময়ক্ষেপ করিতে অসমর্থ। অবকাশ পাইলে অনেকে বিদ্যা ও শিল্পকর্ম্মে যত্ন প্রকাশ করেন। ইহাঁরা ভোগাভিলাষিণী নহেন, সামান্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিতেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট। মাদক দ্রব্যের প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা, এমন কি অনেকে ডাক্তারের ঔষধ পর্য্যন্তও সেবন করেন না। কাহার স্বামী যদি মদ্যপায়ী হন, তাহার প্রতিকারার্থ বিশেষ যত্ন প্রকাশ করেন। স্বামীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি; তাঁহার সুখে সুখী ও তাঁহার দুঃখে দুঃখী। ইহাঁরা একটু লজ্জাহীনা স্ত্রীলোক দেখিলে ঘৃণা প্রকাশ করেন। নগরবাসী স্ত্রীলোকদিগকে দেখিলে পুরুষবোধে তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতে লজ্জিত হন। পরপুরুষের সহিত কথোপকথন মহাপাপ বোধ করেন।

এই রূপ নানাবিধ বিষয়ে পল্লীগ্রামবাসীরা নগরবাসী হইতে পৃথক্। এক্ষণে আমাদের পাঠকবৃন্দকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তবে পল্লীগ্রামের প্রতি আমাদের ঘৃণা প্রকাশ সঙ্গত কি অসঙ্গত? ইহার মধ্যে সুখী কে? নগরবাসী না পল্লীগ্রামবাসী? যাহা হউক, পাঠকবর্গ মনে মনেই এ বিষয় স্থির করিবেন। পাঠকগণ! এত দূরে আমাদের এই প্রবন্ধটির গৌরচন্দ্রিকা শেষ হইল। আদি বিষয়টির কিছুই নাই, সেটি বিষুব রেখার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত! আপনাদের ঔৎসুক্য জানিতে পারিলে বারান্তরে প্রকাশ করিতে ত্রুটি হইবে না। আমাদের পল্লীগ্রামবাসী ও নগরবাসী পাঠক মহাশয়েরা উভয়েই আমাদের দোষ মার্জ্জনা করিবেন। সকলেরই দোষ সংশোধন করা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

হিন্দু আচার ব্যবহার-সমালোচনা।

গত প্রকাশিতের পর।

হিন্দু আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার যথার্থতা বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন, এই নিমিত্তই আমরা এস্থলে দুই চারিটি অস্মৎপ্রণীত মতাদির প্রতিপোষক প্রমাণ দিতেছি। এস্থলে আর্য্যধর্ম্মের অর্থই হিন্দুধর্ম্ম, হীনকে দোষাজন্য উৎপন্ন হিন্দু নাম দ্বারাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, হিন্দুগণ উচ্চ বা উন্নতভাবাপন্ন ছিলেন ও যে সমস্ত লোক তাঁহাদিগের সমাজবহির্ভূত তৎসমস্তই হীন ছিল। আর্য্য শব্দেরও অর্থ উন্নতাবস্থাসূচক অর্থাৎ সময়োচিত উন্নতি ও সদাচারবিশিষ্ট সম্প্রদায়কেই আর্য্যজাতি বলা হইত। সেই আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান নিরূপণ করা অতি সুকঠিন। পুরাণাদিতে আর্য্যজাতীয়দিগের বাসস্থান আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে এবং সেই আর্য্যাবর্ত্ত বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যস্থিত

স্থানকেই কহিত, "আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমি মধ্যে বিন্ধ্য হিমালয়োঃ"। কিন্তু পূর্ব্বপ্রদত্ত সীমা দ্বারা স্থানটির চতুঃসীমা নির্দ্দেশিত হয় নাই,তবে যদি পঞ্জাবের পশ্চিম স্থিত বর্ত্তমানের সলিমান পর্ব্বতাবলী এবং ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশের পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী গিরিসমূহও হিমালয়ের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবেই প্রাগুক্ত সীমা নির্দ্দেশকে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইলেও বিশেষ ফল নাই, যেহেতু উক্ত সীমান্তর্গত স্থান সমস্ত যে আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান ছিল না, তদ্বিষয়ে অনেক যুক্তি আছে। বঙ্গ দেশে যদি আর্য্যগণের আদিম নিবাস হইত, তবে তাঁহারা সাগরের সহিত অপরিচিত থাকিতেন না। অতি প্রাচীন কাল অর্থাৎ বেদেরও পূর্ব্বকাল অপুরাবৃত্তিক সময় বলিয়াই আমরা সে সময় ত্যাগ করত বেদের সময়কেই আদিম কালরূপে গ্রহণ এবং তদনুসারেই আর্য্যগণের আবাস ভূমির বিচার করিতেছি। মূল বেদে পর্ব্বত, প্রান্তর নদাদির অনেক বর্ণন দেখা যায়, কিন্তু সাগরের নামোল্লেখও পাওয়া দুষ্কর এবং এতদ্দ্বারাই স্থির করা যাইতে পারে যে, সাগরের সহিত বৈদিককালের আর্য্যেরা অপরিচিত ছিলেন। অতএব বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের বাস যে ছিল না তাহা বলা যাইতে পারে। আর হিমালয়ের উত্তরও যে আর্য্যদিগের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল তদ্বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায়, যেহেতু তিব্বৎ,তাতার ও তুরক্ষাদি দেশে আর্য্যাচারের ও আর্য্যভাষার প্রচলনের ভ্রংশীভূত ও সম্পূর্ণ অনেক লক্ষণ অদ্যাবধি পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িগণ দেখিতে পান। এই নিমিত্ত আমরা আদিম বসতি স্থান সীমাবদ্ধ না করিয়া এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, তাঁহারা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থিত হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও তদুত্তরে বাস করিতেন। এইরূপ বলাতে বুঝাইতেছে যে,তাঁহারা ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা হিমপ্রধান প্রদেশে থাকিতেন। হিমপ্রধান দেশে অবস্থান জন্যই বেদে হোমাদির বহু প্রসক্তি দেখা যায় এবং হিমপ্রধান দেশের সহনীয়তা সত্ত্বেই গোমাংসাদি আহারের প্রথা প্রচলিত ছিল বলা যাইতে পারে। পরে যখন আর্য্যবংশীয়েরা কতক হিমালয়ের উত্তরও কতক দক্ষিণে বাস করিয়া ক্রমে ভিন্ন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখনই দক্ষিণস্থগণ ক্রমশঃ তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারাদি পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। আমাদিগের বর্ত্তমান ধর্ম্মের উৎপত্তি নির্ণয় উদ্দেশ্য, সুতরাং হিমালয়ের উত্তরবাসী আর্য্যগণের কথা এক্ষণে আর বলার প্রয়োজন নাই বলিয়াই আমরা কেবল দক্ষিণস্থদিগের কথা বলিতেছি। ক্রমশঃ আর্য্যগণ যত দক্ষিণে উষ্ণপ্রধান দেশে অবতরণ করিতে লাগিলেন ততই মাংসাদি আহার তাঁহাদিগের অসহ্য হইতে লাগিল ও তাঁহারা আহারাদির ইষ্টানিষ্টকারিত্বাদি বিচার করত গোমাংসাদি ভক্ষণের নিষেধ বিধি সকল প্রচার করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ" ॥

মাসিক পত্রিকা।

১ পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা [৩য় খণ্ড।

ভ্যাণ্ডিয়াম্যান দ্বীপ।

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাস্‌ম্যান্ নামক এক জন হলণ্ডীয় নাবিক ইহার আবিষ্কার করতঃ স্বীয় নিয়োজকের নামানুসারে ইহার "ভ্যাণ্ডিয়াম্যান" আখ্যা প্রদান করেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক এই দ্বীপ অধিকৃত হয়। এই খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ডেভিড্ কলিনস্ শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ৫০ জন জাহাজীয় সৈন্য এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত এই রাজ্যের নূতন শাসনপ্রণালীর নিমিত্তে প্রেরিত হয়েন। বর্ত্তমান হবার্ট টাউন্ নামক স্থানে তাঁহারা তাম্বু স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে এই সময়ে আহারাদি বিষয়ে তাঁহাদিগকে বহুবিধ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। বৃক্ষাদির শিকড় এক প্রকার তাঁহাদিগের প্রধান উপজীবিকা হইয়াছিল। কিন্তু তথাচ তাঁহারা অভীপ্সিত ক্রিয়াসাধনে ভগ্নোৎসাহ হয়েন নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি মনুষ্যমণ্ডলীকে অভাব নিরাকরণ করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহারাও কৃষিকার্য্যাদির দ্বারা প্রয়োজনীয় উপজীব্য উৎপন্নের উপায় চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন এবং সাতিশয় পরিশ্রম পূর্ব্বক অভাব দূরীকরণ করিলেন। কিন্তু ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকর্ত্তা কলিন্‌সের মৃত্যু হইল এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল ডেভিড উক্ত পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময় হইতে ক্রমান্বয়ে উক্ত স্থলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সৌভাগ্যরবি মধ্যাহ্নরেখায় উদিত হইল এবং "হবার্ট টাউন্ গেজেট" নামক একখানি খবরের কাগচ এই সময় প্রকাশিত হয়। উক্ত দেশ হইতে প্রথম শস্যাদি রপ্তানিও এই সময়াবধি আরম্ভ হয়।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল্ সোরেল্ শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় কতকগুলি পলাতক বন্দী গহনবনমধ্য হইতে বহির্গত হওতঃ ভয়ানক উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নবশাসন-কর্ত্তা এই উৎপাত নিবারণের নিমিত্ত কতকগুলি প্রধান অপরাধিদিগকে ধৃত করতঃ উহাদিগের প্রাণদণ্ড করিলেন। এই উপায় দ্বারা ঐ প্রকার আক্রমণ রহিত হইল। তৎপরে তিনি হবার্ট টাউন্ হইতে লন্‌সেস্‌টন্ পর্য্যন্ত একটি সুন্দর পথ নির্ম্মাণ করিলেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে অনেক লোক এই স্থানে আসিয়া বসতি করাতে ক্রমশঃ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থলে প্রধান বিচারালয় সংস্থাপিত হইল। এই সময় কর্ণেল্ আর্‌থর্ শাসনকর্ত্তার পদপ্রাপ্ত হয়েন। পলাতক অপরাধীদিগের আক্রমণ পুনর্ব্বার এই সময় আরম্ভ হয়। কিন্তু আর্‌থর্ সুযোগ্য নিয়মাদি দ্বারা এপ্রকার আক্রমণের ভাবী পথ পর্য্যন্ত বদ্ধ করিলেন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডিয়াম্যান্ দ্বীপ সৌভাগ্যসোপানের উন্নতিপথে অধিরোহণ কবিল। এই সময় উক্ত স্থলে কর্ম্ম-সম্পাদন এবং ব্যবস্থাপক কৌন্সিল স্থাপিত হয়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সমুদায় দ্বীপকে আটভাগে বিভাগ করতঃ প্রত্যেক স্থলে একটি পুলিস্ স্থাপন এবং বেতনভুক্ বিচারপতি নিযুক্ত করা হইল। পশমত্বক্ এবং তৈলপ্রভৃতি নানাবিধ বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদিও রপ্তানি হইতে লাগিল।

পাঠকগণকে আমরা এপর্য্যন্ত ভ্যাণ্ডি-য়াম্যান্ দ্বীপের আদিম ইতিহাস প্রদান করিয়াছি এক্ষণে ইহার অবস্থান এবং অবয়বাদির সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

নিউ হল্যাণ্ড্ মহাদ্বীপের দক্ষিণে ইহার অবস্থিতি। বাস্‌খাড়ী উক্ত মহাদ্বীপকে ভ্যাণ্ডিয়াম্যান্ হইতে দ্বিভাগ করতঃ তন্মধ্যে শোভা পাইতেছে। অবয়ব সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ থলির গলদেশ বন্ধন করিলে উহার যে প্রকার আকৃতি হইবে, ভ্যাণ্ডিয়াম্যান্ নিউ হলণ্ড এবং বাস্ ষ্ট্রেটের সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ। নিউহলণ্ড উক্ত থলিটি অনুকরণ করিলে, বাস্‌ষ্ট্রেট্ উহার গলদেশ এবং ভ্যাণ্ডিয়ামান উহার ওষ্ঠের সাদৃশ্যতা ধারণ করিবে। ইহার স্বভাবসৌন্দর্য্য সাতিশয় মনোহর। কোথাও অত্যুচ্চ শৈলশেখর জীমূতাবৃত হওতঃ আত্মার গভীর ভাবকে উদ্দীপিত করিতেছে, কোথাও বা পর্ব্বতোপরিস্থ নিবিড় বন ক্রমান্বয়ে উত্থিত হওতঃ মধুর গাম্ভীর্য্য ও বৈকালিক কোমলতা ধারণ করিয়াছে এবং কোনস্থানে উন্নত গিরিতুঙ্গ সকল বরফাবৃত হওতঃ পশিম-র বিকিরণ জালে মনোহর শোভা ধারণ করিয়া নয়নানন্দ প্রদান করিতেছে। কোথাও বৃহদাকার নদীসকল নানাস্থান হইতে উৎপত্তি হওতঃ কবিমনউল্লাসিনী সুস্বর শব্দ করতঃ সাগরসঙ্গমে গমন করিতেছে, সুতরাং ইহাদিগের পার্শ্বদ্বয়স্থিত ভূমিসকল সতত প্লাবিত হওয়ায় উর্ব্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ফুলপত্রমুকুলিত বৃক্ষাদির দ্বারা আবৃত হওতঃ অতি-

শয় নয়নসুভগ হইয়াছে এবং কোন স্থানে হ্রদ সকল, নীরদনিভ নীলাকাশের অতুল শোভা ধারণ করিয়াছে।

এখানে গৃহনির্ম্মাণোপযোগী উত্তম উত্তম চৌকর প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃক্ষাদি অস্মদ্দেশের ন্যায় কখন পল্লবশূন্য হয় না। এস্থলের জলবায়ু অতিশয় সুন্দর। তাপ-পরিমাপক যন্ত্রকে শীতকালে ৫০ ডিগ্রির নিম্নে এবং গ্রীষ্মকালে ৭০ ডিগ্রির উপরে কখন প্রায় দেখা যায় না। জুন, জুলাই এবং আগষ্ট মাসে সময়ে সময়ে প্রচুর পরিমাণে বরফ পতিত হয়, কিন্তু দিবা গমনের সহিত সমুদায় বরফরাশি রবিকরে গলিয়া যায়। কয়লা অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং চূণের পাতর ও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

হিংশ্রক পশুর মধ্যে লেকড়িয়া বাঘ সদৃশ একপ্রকার জন্তু দৃষ্ট হয়। ইহারা সতত গৃহপালিত পশ্বাদিকে নষ্ট করিয়া থাকে। বন্য কুক্কুর এবং বিড়ালও লক্ষিত হয়। কাঙ্গারু নামক একপ্রকার পশু পূর্ব্বে এখানে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত, কিন্তু সতত ভক্ষিত হওয়াতে উহারা পূর্ব্বতন অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং বোধ হয় অল্প দিন মধ্যে এই জাতি একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইবে। এতদ্ব্যতিরেকে নানাবিধ সুন্দর পক্ষী এই স্থলে দৃষ্ট হয়। উরগের মধ্যে অনেক বিষাক্ত সর্প দেখা যায়।

ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

পৃথিবীস্থ সর্ব্ব দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিলে প্রতীতি হয়, যে ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান যতদূর উন্নত হইয়াছিল এমন কোনও কালে কোনও দেশে হয় নাই। ইউরোপীয় কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়াছিলেন, যে যদি ভারতবর্ষে অন্য কিছুই না হইয়া কেবল বৌদ্ধ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলা যায়, তাহা হইলেই ভারত-রাজ্য অবনীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। এমন অদ্ভুত বুদ্ধি-সম্ভূত রত্ন যে ভারতাকরে নিহত ছিল, সে ভারত কি সামান্য দেশ, যে ভারতে সাঙ্খ্য দর্শন ন্যায় দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, সে ভারতধরণীর শিরোরত্ন ভূত দেশ, সন্দেহ নাই। আমরা সভ্য হইয়াছি, বলিয়া প্রগাঢ় জ্ঞানবত্ত্বার অভিমান করি, কিন্তু অতি পূর্ব্বে গৌতম প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রবিষারদ মহামহোপাধায় ঋষিগণ স্বভাব সম্ভুত বনে, পর্ণবিনির্ম্মিত কুটীরে ফল, মূল, আহার করিয়া, যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে আমরা বহু দূরে অবস্থিত আছি। আমরা সেই সকলের আলোচনা মাত্র করিতেছি, নূতন উদ্ভাবিনী শক্তি কি আমাদিগের অণুমাত্র আছে? আমরা পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রকাশিত দ্বারে গমন করিয়া থাকি, নিজে দ্বার প্রকাশ করিব, সে শক্তি এখনও অনেক বিদূরে রহিয়াছে। অত্যদ্ভুত তর্কশক্তিশালী পণ্ডিতগণ কি সামান্য বুদ্ধি নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের কম্পাট ও কোমৎ চার্ব্বাকদিগের হইতে আমাদিগকে অধিক উপদেশ দিতে পারেন না। এ বিষয়ে

পৃথিবী ভারতবর্ষের নিকট অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকেন। নিরীশ্বরতা বিষয়ে, চার্ব্বাক প্রভৃতি তদ্রূপ ক্ষমতা সহকৃত অব্যর্থ ঐশজ্ঞানে সমস্ত ভারতবর্ষকে একবারে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় আচার্য্যগণ অতি সূক্ষ্ম-মত আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা ঐশ্বরিক পরমার্থ-তত্ত্বে যত বুদ্ধি, যত অনুমান শক্তি, যত সময় ব্যব করিয়া বিয়াছেন। পার্থিত ও পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধীয় বিষয় পরম্পরায় তদ্রূপ সময় ব্যয় ও বুদ্ধি-নৈপুণ্য প্রকাশ করিলে ভৌমিক উন্নতির সীমা থাকিত না। তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে এত অন্ধতা ও বিবেশপরতা প্রকাশ করিতেন, যে সেই বিষয় লইয়াই চিরজীবন যাপন করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। সাংসারিক দুঃখ সকলকে তৃণ জ্ঞান করিতেন, পারত্রিক উপাদেয় মঙ্গল কামনায় ঐহিক কষ্ট নিবহকে কষ্ট বলিয়াই বোধ করিতেন না। মন ও মনোবৃত্তি সকলকে এত আয়ত্ত করিয়া ছিলেন যে দুষ্পরিহর প্রলোভন সামগ্রী সকল নিকটে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও দৃক্‌পাত করিতেন না। অহরহঃ নিমীলিত নেত্রে পরমাত্মার প্রতি ধ্যান ধারণা প্রভৃতি করিতেই অধিক আনন্দ লাভ করিতেন। পুত্র কলত্রাদির মায়া তাঁহাদিগকে সহজে কখনই জড়ীভূত করিতে পারিত না; দুশ্ছেদ্য মায়াপাশ তাঁহাদিগের জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সহজেই ভস্মীভূত হইত। তিতিক্ষাই তাঁহাদিগের প্রিয় সহচরী ছিল, তাঁহারা বিষয়কে বিষচক্ষে দর্শন করিতেন। এই জন্য তৎকালের বৈষয়িক উন্নতি আসানুরূপ বর্দ্ধিত হয় নাই। যাহাহউক জগতে অগাধ বিদ্যা অসীমবুদ্ধি প্রভৃতির শেষ ফল ধর্ম্মজ্ঞান একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। যৌবনোদ্ধত সুবুদ্ধিশালী ব্যক্তিরা যদিও যৌবন সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে অন্ধকার দর্শন করিয়া পশ্চাৎ পদ হন, কিন্তু চরমে সেই ধর্ম্মই অবলম্বনীয় হয়। কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান, মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। অতি অসভ্য হইতে নিতান্ত সভ্য পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নিকট নত মস্তক। ভারতবর্ষ সেই ধর্ম্ম নির্ব্বাহের রঙ্গভূমি, এখানে ধর্ম্ম নানারূপী হইয়া নানাবিধ লোককে বিড়ম্বিত করিয়াছে কত সম্প্রদায় কৃত ধর্ম্মের যে অভিনয় করিয়াছে তাহার সীমা সহজে হয় না। ধর্ম্ম যুদ্ধ ধর্ম্মীদিগকে বিশেষরূপে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। এনানাত্বের কারণ নির্ণয় এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রসম্ভূত বিষয়ই এই প্রস্তাবের অভিধেয়, সেই বিষয়ে যথাসাধ্য বলা যাইতেছে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, বলিলে একখানি গ্রন্থ বুঝায় না ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, পঞ্চদশী, বেদান্ত সার প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান লাভ করা যায়। এই সকল শাস্ত্রে এক মাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন ও আত্ম জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা যাহা উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহার কোন স্থলেই অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। এই সকল শাস্ত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর প্রতিপাদক ও বেদের অনুগামী। উপনিষৎ সমূহে ব্রহ্মজ্ঞানের যে সকল নিগূঢ়তত্ত্ব

আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভগবদ্গীতা প্রভৃতিতে তাহাই মহাত্মা ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। যদিও শ্রোতৃ ভেদে ও শ্রোতৃগণের রুচি ভেদে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বটে তথাপি উপদেষ্টৃগণের আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশের একতা ভিন্ন বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে যেরূপ আত্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, বেদান্ত, পঞ্চদশীতে বেদমুখ আচার্য্যগণ তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা স্বমত পরিপোষণার্থ প্রতি বাক্যে শ্রুতিকে সহায় স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বর এক দ্বিতীয় নাই, তিনিই পাতা, নিয়ন্তা জগৎ প্রসবিতা তাঁহাকে জানিলে আর অজ্ঞেয় কিছুই থাকে না। সংসার কেবল ত্রিতাপ পরিপূর্ণ, সুখ অতিন্যূন দুঃখই অধিক, এইরূপ সার গর্ভ উপদেশ ও সম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা শ্রদ্ধা প্রভৃতি সাধন কোন দেশের ভাষায় নাই বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। কি ইউরোপ কি আমেরিকা কোন দেশেই অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এত উপচিত হয় নাই। যদিচ ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে থিয়োডোর পার্কর প্রভৃতি অধ্যাত্ম দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু ভারতে বহু পূর্ব্বে এবিষয়ের আলোচনা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। স্বভাবরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র একেশ্বরকে বিশেষরূপে জানাইয়া দেয়।

মৃত অনেকে বলেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় দিগকে সাকারোপাসনা রূপ ভ্রমান্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। এ কথা স্বীকার্য বটে, কিন্তু তিনি অধ্যাত্ম শাস্ত্রবিৎ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের জ্ঞান বিষয়ে সকলকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি নূতন কিছুই উদ্ভব করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার এ বিষয়ে নূতন মত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ফলতঃ যাহাই হউক, অধ্যাত্মবিজ্ঞান, তাঁহার এ বিষয়ে একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল। তিনি বেদান্তকে এ বিষয়ে প্রধান সহায়ভূত বলিয়া জানিতেন। "সাকার মনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলম্" ইহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল বোধ হয়। তিনি স্বদেশীয়দিগকে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের অবস্থাত বস্তুর ভ্রমযুক্ত দেখিয়া এক মাত্র ঈশ্বরকে উপাস্য বলিয়া স্থির করেন। অধ্যাত্ম শাস্ত্র তাঁহার দ্বারা আমাদিগের দৃষ্টিপথে উপনীত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যদিচ পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা আত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি অধুনাতন কালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান উন্নতির মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। যাহা হউক, অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ভারতের অক্ষয় ধন, এই জন্যই হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বোপরি আত্মগরিমা প্রকাশে সমর্থ, এই জন্যই এধর্ম্মের এত গৌরব। এধর্ম্মে কিছুরই অভাব নাই এই ধর্ম্ম কামধেনু, যে দেশে যত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আছে, হিন্দুধর্ম্ম, অধ্যাত্মবিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপদে বিভূষিত থাকায় সেই ধর্ম্ম সকলের সারভূত বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাত্ম

বিজ্ঞান হিন্দুধর্ম্মের অস্থি, এক মাত্র পরমাত্মার জ্ঞান, যে ধর্ম্মের মুখ্য অভিপ্রায়, তাহা কোন কালেই অনাদৃত হয় না। অধ্যাত্মবিজ্ঞান হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অস্থিতে প্রতি প্রস্থিতে মজ্জীভূত হইয়া আছে। এই জন্যই এই ধর্ম্মের এত উদারতা, প্রাশস্ততা, স্থিতিস্থাপকতা ও বিশ্বজনীন হৃদ্যতা।

শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী

বসান স্কুল
১৭ই ভাদ্র ১২৮০।

কাপি বৃক্ষ।

এই বৃক্ষ একটি সরল ডালের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে কোন প্রকার শাখা প্রশাখা জন্মে না। ইহা সচরাচর প্রায় সাত হইতে আট হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে এবং অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় ইহার পত্র সকল প্রতিবৎসর ঝরিয়া পড়ে না। ইহার মুকুল সকল শ্বেতবর্ণযুক্ত এবং মল্লিকা অথবা চম্বেলি পুষ্পসদৃশ; ফল সকল রক্তবর্ণ এবং দানাযুক্ত। প্রত্যেক ফলের মধ্যে দুইটি বীচি একত্রিত থাকায় অণ্ডাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বীচি সকলের একদিগ চ্যাপ্‌টা এবং অপরদিগ ডিম্বাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে।

উদ্ভিদ্বিদ্যাজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন যে, এই বৃক্ষ মৃত্তিকা এবং বায়ুর প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্নাকারে বর্দ্ধিত হয়। আরববাসীরা বহুকাল হইতে ইহা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। কথিত আছে যে, মেগালউদ্দিন্ নামক মুসলমান যাজক কিয়ৎকাল পারস্যদেশে অবস্থিতি করেন এবং এই সময় উক্ত বৃক্ষফলের ব্যবহার অবগত হইয়া স্বীয় মাতৃভূমি আরব্য-ফেলিক্স নামক স্থানে ইহা প্রথম রোপণ করেন। কিন্তু প্রথমতঃ ইহার চাষের অধিকতর উন্নতি সাধন হয় নাই এবং খ্রীষ্টিয় ১৫৫৪ সালে এই ফল কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রকাশ্যরূপে বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু কিয়দ্দিন পরেই তুরস্কের যাজকগণ ইহার বিক্রয় নিবারণ নিমিত্ত আবেদন করেন। কথিত আছে যে সকলেই এতৎ পানে সর্ব্বদা বিব্রত থাকিত এবং নিরূপিত সময় কেহই মসজিদে উপস্থিত হইত না। কিন্তু পান বিপক্ষে রাজাজ্ঞা দেওয়া হইলেও গোপনে উক্ত কার্য্য সমাধা হইতে লাগিল অবশেষ ইহার বিক্রয়ের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত করা হইল এবং বহু পরিমাণে রাজকর ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। বোধ হয় এই সময়েই মুসলমান যাজকেরা সমুদায় মাদক দ্রব্যকে "হারাম" বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বোধ হয় ইহার ব্যবহারের উপর কোন প্রকার নিষেধ ছিল না। দেশকালপাত্রভেদেই সকল জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের স্থাপন হইয়াছে। আমাদিগের দেশেও অনেকগুলি নিয়ম পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চলিত হইয়া আসিতেছে। পাঠকগণ অবগত আছেন যে শুক্রাচার্য্যকে যে

সময় দানবেরা মদ্যের সহিত মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করাইয়াছিল তৎসময়াবধি মদ্য হইতে অত্যন্ত জঘণ্য ঘৃণিত কার্য্যের উদ্ভব হয় বলিয়া মদ্যপান ধর্ম্মনিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রকার অনেক নিয়মের উদাহরণ প্রদান করা যাইতে পারে। কিন্তু এস্থলে সে সকলের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় এই হেতু নিরস্ত হইলাম। সময়ে পাঠকগণকে তৎ সবিশেষে অবগত করান যাইবে।

যাহাই হউক এক সময় তুরস্কদেশে কাপি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল এমন কি পরিণীতা পত্নীকে কেহ পরিমিত পরিমাণে উক্ত দ্রব্য না দিতে পারিলে রাজবিধি অনুসারে উক্ত ভার্য্যা স্বীয় ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন।

কিন্তু ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে কি প্রকারে প্রথম ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয় তাহা আমরা সবিশেষ জ্ঞাত নহি। বোধ হয় ভেনিস্‌দেশীয় বণিকেরাই প্রথম এই দ্রব্য লেভাণ্ট হইতে ঐ প্রদেশে লইয়া যান। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে পিটার্ ডি লা ভেলি নামক একজন ভেনিস্‌বাসী, কনষ্টাণ্টিনোপল্ হইতে উক্ত দ্রব্য ইটালিতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বান্ধবকে এতদ্ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে কতকগুলি ভদ্রলোক মারসেলিস নগরে উক্ত দ্রব্য লইয়া যান কিন্তু ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ঐ দেশে প্রকাশ্যে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হয়।

লণ্ডনে খ্রীষ্টিয় ১৬৫২ সালে এড্‌ওয়ার্ড নামক একজন তুরস্কদেশীয় বণিক্ ইহার ব্যবহার আরম্ভ করেন।

শীতপ্রধান দেশে কাপির উদ্ভব হয় না। নূতন ভূমিতে অথবা ঈষৎ বালুজমিতে ইহা উত্তমরূপে উৎপন্ন হয় এবং ইহার শিকড়ে জল লাগিলে নষ্ট হইয়া যায়। রোপণের দুই বৎসর পরে বৃক্ষ সকল ফলধারণ করিয়া থাকে এবং তিন বৎসর পরে প্রচুর পরিমাণে ফল হইতে আরম্ভ হয়। পুষ্পোদ্গমের সময় দুই দিবসমাত্র এতদ্ ক্ষেত্রের অভিনব মনোহর শোভা হইয়া থাকে। মল্লিকাদি পুষ্পবৃক্ষোপরি নীহারবিন্দু সকল পড়িলে যে প্রকার নয়ন প্রীতিকরী শোভা হয় কাপিবৃক্ষমঞ্জরীর ও তদনুরূপ শোভা হইয়া থাকে ফল সকলে পক্ক হইলে অস্মদ্দেশের পক্ক জামের ন্যায় শোভাধারণ করে। আরববাসীরা ফল পাড়িবার সময় বৃক্ষতলে কাপড় বিস্তার করতঃ বৃক্ষশাখা নাড়া দিয়া থাকে। তৎপরে চটের উপর রাখিয়া তাহাদিগকে সূর্য্যোত্তাপে দেওয়া হয় এবং উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পর তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার রৌদ্রে স্থাপন করা হয় তৎপরে অপর দেশে প্রেরণের নিমিত্ত গাঁটরিবাঁদা হইয়া থাকে।

হিন্দু আচার ব্যবহার সমালোচনা।

গত প্রকাশিতের পর।

শাস্ত্রের মতাদি ভেদ ক্রমশই এইরূপে দেশকাল পাত্রাদি ভেদে ঘটিতে লাগিল। উত্তর পশ্চিমের সুদ্ধাচার ব্রাহ্মণগণ

মুসলমানের সহিত একাসনে বসিয়া তাম্বুল ও তমাক খান কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না যেহেতু মুসলমান রাজ্যকালে তাহাদিগের সহবাসে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের আচার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব আমরা শাস্ত্রের অলঙ্ঘ্যতারক্ষণে ব্যগ্র না হইয়া যথার্থ হিতাহিত কারীত্ব বিচার করিয়া হিন্দু আচারাদির বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি এজন্যে কেহ অপরাধ লইবেন না। আমরা অহিন্দু নহি তবে যদি রামচন্দ্রাদি পুরাকালিক মহাত্মাগণকে কেহ বেদ বিরোধি আচারের জন্য অহিন্দু বলেন তবে আমাদিগকেও বলিবেন।

এক্ষণে আমরা আর্য্য জাতীয়গণের প্রথমাবস্থার আচার ব্যবহারাদি কি রূপ ছিল ও তাহা কি নিমিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিতেছি। আর্য্যগণ আমাদিগের ন্যায় ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতল ত্রিতলাদি গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেন না। অদ্যাবধি আরবের নোমাড জাতি সকল যে রূপ অশ্বাদি পশুপালকে আপনাদিগের ধনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, নিজ জিন দল দল পশু বিচারণ ও রক্ষণাদিকেই প্রধান কার্য্য মধ্যে পরিগণিত করে ও সেই সমস্ত রক্ষিত পশু হইতে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়; সেই রূপ নিয়ম আর্য্যগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তাঁহারা এক এক বংশের লোক একত্রে থাকিতেন ও প্রত্যেকদলের এক একটী গবীদল থাকিত এবং ঐ সমস্তই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব ছিল। ঐ গবদলের মাংস, দুগ্ধজ ঘৃত, নবনীতাদি দ্বারা তাঁহাদিগের আহার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হইত। পাঠকগণের সকলেই জানেন যে, অতি পূর্ব্বে গুরুর নিকট যে সমস্ত শিষ্য অধ্যয়নার্থ যাইত তাহাদিগের গোচারণেই অধিক সময় যাইত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমকালেও গবীদল যে ধন মধ্যে পরিগণিত হইত তাহা বিরাট রাজার গোধন লইয়া যে বিবাদ হয় তদ্দ্বারাই প্রতীয়মান হয়। শাস্ত্রাদির বিধি ও দানাদির নিয়ম দেখিলেও জানা যাইতে পারে যে গবী একটী মহাধন মধ্যে পরিগণিত ছিল যে স্থানেই দানের বাহুল্য বর্ণিত হইয়াছে সেই স্থানে দান মধ্যে গবীদান উল্লেখিত আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আর্য্যগণের প্রতি বংশের এক একটী গবীদল থাকিত তাহার প্রমাণ সহস্র সহস্র আছে ও তন্মধ্যে গোষ্ঠি শব্দটী প্রধান। আমরা সর্ব্বদাই গোষ্ঠি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু ঐ শব্দটীর প্রকৃত অর্থানু সন্ধান অল্পেই করে। গোষ্ঠ হইতে গোষ্ঠি শব্দের উৎপত্তি এবং এক গোষ্ঠ মধ্যে বসতি কারী সমস্ত লোকই এক গোষ্ঠি বলা হইত। যাঁহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গ্রাম্য পথ দিয়া গমন করিয়াছেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে প্রান্তর ও কাননাদির মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে কতক গুলি মৃত্তিকার ভিত্তি বিশিষ্ট পর্ণকুটির নির্ম্মিত আছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

পদ্মমুখী।

গত প্রকাশিতের পর।

"প্রেমশর হানিবারে শরাসন তাহা,
"যাও পালিবারে আমি আজ্ঞা করি যাহা"

"পালিব তোমার আজ্ঞা বলিয়াছ ভাল,
"এসবার যোগ্য বটে আমার কপাল।
"হায় এই অভাগীর পাপময় শিরে,
"যদি শত শত বজ্র পড়য়ে অচিরে;
"পড়ে যদি পাপীদের শাস্তি সমুদয়,
"তথাপি আমার পক্ষে অযোগ্য না হয়।
"সত্যপরায়ণ বীর চারু কান্তিধর,
"আজিমে কেমনে করি জঘন্য পামর?
" অভাগীর মত সেই যশস্বী সুজন,
"ভুলিবে কি প্রেমে ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন?
" হায় মোর মত তারে বলিব কেমনে,
" বল, ধর্ম্ম, সত্ত্ব সদা শোভিত যে জনে?
" ওরে দুরাচার ভণ্ড যথাসাধ্য কর,
" বৃথা তন্ত্র মন্ত্র তব তাহার গোচর;
" চারুকান্তি বামাদলে দেহ রে ছাড়িয়া,
" যাবে সে প্রণয়িজন সবে এড়াইয়া।
" যদিও হয়েছি আমি পাপপথগামী,
" হৃদিরাজ্যে তার তবু অধীশ্বরী আমি।
" অন্তরে বিরাজ তার করি সর্ব্বক্ষণ,
" পূর্ব্বমত হয়ে শুদ্ধ শোভার সদন।
" নিমগ্ন যদিও আমি কলুষ সাগরে,
" তথাপি সতত তার নির্ম্মল অন্তরে,
" পাপিনী প্রণয় ভাব এখনো উঠিয়া,
" রেখেছে তাহারে শুদ্ধ নির্ম্মল করিয়া।
" হায় হায় বলোনারে তাহার গোচর,
" যে কলঙ্কে অঙ্কিত সে আরক্ত অধর,
" যে অধরে সখা মম গমন সময়ে,
" পান করিলেন শুদ্ধ প্রেমসুধাচয়ে।
" নিমগ্ন সে পাপপঙ্কে বলো নারে তাঁরে
" ভাল বাসিতেন আর বাসেন যাহারে।

" হাসিছ কি হেতু ওরে শাস্তিদাতা জন,
" পোড়াতে আমার মুখ কর বুঝি মন॥
" কর যাহা ইচ্ছা হয় অধম পামর,
" বিফল হইবে সব নাহি করি ডর।
" আজিম বিশ্বাস নাহি করিবে কখন,
" লজ্জার আস্পদ এবে হয়েছে এজন।
"ধর্ম্মপরায়ণা বলি জানে সে আমারে।
"জগতের কিছু মোরে ভুলাতে না পারে।
"হায় রে দুখের কথা বলিব কেমনে,
"আছিল এরূপ ভাব আমারিত মনে।
"হইবার যাহা সব হইয়াছে শেষ।
"চিরকাল মনোসুখে থাকুন প্রাণেশ।

"কিন্তু এ সকলে আমি নাহি করি ভয়,
"না শুনিতে এবারতা সেই রসময়,
"পলাইব তমোময় দূর লোকালয়ে,
"না দেখিব জন্মে যথা সৌরকরচয়ে।
"না পুছিবে যথা কেহ পাপিনীর কথা,
"নির্ণাম হইয়া পরলোক পাব যথা।
"আর তুই! নর কি পিশাচ পাপময়,
"যা হোস তা হোস আমি না জানি নিশ্চয়,
কি হেতু জ্বালিলি মম হৃদে এ অনল,
"যে অনল ক্ষণ মাত্রে হইয়া প্রবল,
"ভৌতিক মায়ার বলে ভীম ভাব ধরি,
"মন ও শরীরে মম সর্ব্বত্র প্রসরি,
"করিল আমারে এই ঘৃণার আলয়,
"ধূমকেতু সম পাপ অগ্নি পুঞ্জময়,
"যদি আমি পলাইলে—

"জেলেখারে না দেখিয়া মহা কোপভরে
"কহিলা মোকানা ঋষি ভয়ঙ্কর স্বরে।
"থাম রে নির্ভয় চিত্ত অজ্ঞান অন্তর,
"মরিবি হইলে মম কোপ ভয়ঙ্কর।

"শুদ্ধান্তের শুদ্ধতমা অধীশ্বরী হয়ে,
"পলাইবা কোন রাগে কিম্বা কোন ভয়ে?
"যে শুদ্ধান্ত মাঝে তুমি থাকহ সতত,
ক্ষণে প্রেমে ক্ষণে ব্রহ্মে হয়ে সুখে রত।
"পলাইতে চাহ তুমি ত্যজিয়া আমায়!
"মহোরগ মুখ হতে ভেক যথা চায়;
"বৃথা এ সকল চিন্তা জানিহ নিশ্চয়,
"ভাল মন্দ যাহা হোক ভাগ্যেতে উদয়,
"এ জন্মের মত তুমি হয়েছ আমার,
"মরণ অবধি পত্নী রবে মোকাবার।
"অনুমান করি বুঝি আজি লো এক্ষণে,
"ভুলিয়া গিয়াছ সেই শপথ ভীষনে।
এই ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া শ্রবণে,
বিবর্ণা হইয়া ধনী কাঁপিলা সঘনে।
যদিও ঋষির শুনি রূঢ় উপহাস,
ইতিপূর্ব্বে হইলেন নিতান্ত হতাশ,
ক্রোধের অনলে জ্বালি নির্ভয় হৃদয়ে,
ভর্ৎসনা করিলা সেই দুষ্ট দুরাশয়ে।

"ওলো পরিণীতা! যাক অন্য যত জন,
"নিকুঞ্জে খুজিতে সুখে বিবাহভবন।
"আমাদের তাহে বল কিবা প্রয়োজন,
"সমাধি ভবনে বিবাহিত এদুজন।
"কুঙ্কুম কস্তুরী আর মৃগমদ স্থানে,
"উঠিল শবের গন্ধ দোঁহা বিদ্যমানে।
"শোভিল সমাধি দীপ উজ্জ্বল কিরণে,
"হইনু শপথে বদ্ধ যবে দুই জনে।
"কি হবে আত্মীয় বন্ধু সহচর জালে?
"বিবাহিত দুই জনে হইনু যে কালে।
"দুই পার্শ্বে সব শ্রেণী কবর হইতে,
"আমাদের পরিণয় উঠিল দেখিতে।
যে দিব্য করিলা তাহা শুনিলা শ্রবণে,
উচ্চারিত শত সব মুখেতে তৎক্ষণে॥

আর পানপাত্রপূর্ণ চারু মদ্য যাহা,
খাইলা সে কালে মিষ্ট লাগিল কি তাহা?
কি হইবে বল আর কাঁপিলে সঘনে?
সে মদ্য বেঁধেছে দোঁহে বিবাহবন্ধনে।
আমার অধীন তাহা করেছে তোমারে,
শারীরিক মানসিক সর্ব্বতোপ্রকারে।
অছেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েছ এখন,
সুখে কিবা দুখে থাক না হবে মোচন।
সেহেতু লো বামা যাও শুদ্ধান্ত ভবনে,
আনন্দের ভাব ধরি ওচারু আননে
কিম্বা ধরি সে ভাব যা ইচ্ছা তব হয়,
করোনা মুখানি মাত্র শোকের আলয়।
বিলম্ব করহ ক্ষণমাত্র সুলোচনে;
আজি রজনীতে সর্ব্ব শুনেছ শ্রবণে,
পূর্ণ রূপে চারুশীলা জেনেছ এখন,
যে সকল ভাব মনে ধরে এই জন।
ভাবিতে পূর্ব্বেতে আমি স্নেহ করি নরে,
স্নেহ করি বটে যথা ভেকে অজগরে।
গরুড় ভুজঙ্গ প্রতি যত স্নেহ ধরে,
আমার স্নেহের ভাব তত জান নরে।
অন্তরের জ্যোতিঃ মম দেখেছ এখন,
মুখের খুলিতে যোগ্য এবে আবরণ।
"এই মুখ মম দেবজ্যোতির আধার,
"দেখাও তোমারে আজি প্রেয়সি আমার।
"রজত অবগুণ্ঠনে সদা আবরিত,
"এ উজ্জ্বল আঁখি যার শক্তি অপ্রমিত।
"নমাইত মম অগ্রে যত নরগণে,
"সভয়ে কম্পিত দেহ ভক্তিময় মনে।
"অনাবৃত সে নয়ন দেখ লো এখন,
"দেবদত্ত ছটা তার ফিরায়ে বদন।
"দেখিলে এ মুখছবি বুঝিবে তখন,
"কিহেতু হয়েছে মম আচার এমন।
"কিহেতু বিধিরে আমি ঘৃণা করি মনে,

"যে জন পাঠালে মোরে এভব ভবনে।
"যে করিল মোর এই জঘন্য আকার,
"এই সব করি আমি প্রতিহিংসা তার।
"যদিও মনুষ্যদল বানর সমান,
"তথাপি আমার কাছে হয় দেবজ্ঞান।
"দেখ চেয়ে কি জঘন্য ঘৃণার আলয়,
"নরক অপেক্ষা মুখ কদাকারময়।
এত বলি ঋষিরাজ খুলিল তখন,
রজত-রচিত সেই মুখ আবরণ।
ফিরে দেখি মুখ তার জেলেখ সুন্দরী,
অজ্ঞানে পড়িলা ভূমে আর্ত্তনাদ করি।

এই পর্য্যন্ত হইলেই বন্ধ হইল। পরে পরদিন দিবাভাগে পথ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার সময়ে যে স্থানে তাম্বু সন্নিবেশিত হইয়াছিল তথায় রাজকন্যার চিত্ত বিনোদনার্থ পূর্ব্বেই একজন চীনদেশীয় কারুকর প্রেরিত হয় এবং সে নানাবিধ তোরণ, কুম্ভ, স্তম্ভাদি বংশ দ্বারা নির্ম্মাণ করত তাহাতে নানা বর্ণের বিচিত্র কৌশেয় বস্ত্র দ্বারা ধ্বজপতাকাদি সন্নিবেশিত করিয়াছিল। আর নিকুঞ্জ পাদপাদির দেহে এরূপ দ্বীপাবলী জ্বালাইয়াছিল যে তদ্দ্বারা সহকায় দ্রুম সকল অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট হইয়াছিল। এবং পতাকাদি সমীর সংযোগে দোদুল্যমান থাকাতে অপূর্ব্ব শোভাময় অমরধামস্থ নন্দন কানন জ্ঞান হইতেছিল। কিন্তু হতভাগিনী জেলেখার প্রণয় ও তাহার দুখে পদ্মমুখীর মন এত নিমগ্ন ছিল যে, তিনি ঐ দ্বীপাবলীর কারুকার্য্য সমস্তের দিকে বারেক দৃষ্টিপাত না করিয়া দ্রুতপদে নিজ শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে তাঁহার মনে জেলেখা ও তদ্বিবরণ বর্ণনকারী ফিরামোরজের ভাব ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, সুতরাং কারুকরের কার্য্যকৌশলের সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। কারুকরেরা ইহাতেই যথেষ্ট মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহাতে পুনঃ ফদলুদ্দিন মদগর্ব্বে চীনদেশীয় দ্বীপাবলী রচনার প্রথার আদি বিষয়ে অশ্রদ্ধা সহকারে শিবির প্রবেশ করাতে কারুকরগণ একেবারে হতোদ্যম হইল। অবিলম্বে পদ্মমুখীর শিবিরে ফিরামোরজ আহূত হইলেন এবং তথায় উপবেশন করিলে ফদলুদ্দীন তাঁহার ধর্ম্ম জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছিলেন। কিন্তু পদ্মমুখী করতালী দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া গানারম্ভের অনুমতি দিলেন। ফিরামোরজ আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ বীণার তন্ত্রযোগ করত গানারম্ভ করিলেন।

সাবধানে রহ ওহে আজিম সুজন,
গিরিশে সমরে যেবা করিলা গমন।
যদিও পরাস্ত তথা বহুবীরবলে,
করিলা যে বীরকার্য্য বিদিত ভূতলে।
অগ্নির বর্ত্তুলে আর শেল ভয়ঙ্করে,
গিরিশের সৈন্যদল খ্যাত চরাচরে।
তাসবার সমুখেতে নির্ভয় হৃদয়ে,
প্রকাশিলা বীরকীর্ত্তি সংগ্রাম সময়ে।
কিন্তু এসবার হতে রিপু ভয়ঙ্কর,
সাজে পরাজিতে তব আজি হে অন্তর।
সাজিতেছে বামাদল অমরবাঞ্ছিত,
দেশদেশান্তর হতে যতনে সঞ্চিত।
লাবণ্য দর্পণ তারা দেহে সবে ধরে;
লৌহে অয়স্কান্ত সম আকর্ষে অন্তরে।

আকর্ণ ভ্রূযুগতলে কটাক্ষের ছটা,
বীর শরাসনে জিনে শায়কের ঘটা।
সুরভি নিশ্বাস মন্দ অভিরামতর,
ভীষণ অনল অস্ত্র রণে ভয়ঙ্কর।
ওষ্ঠাধর মাঝে মন্দ হাস্য প্রকাশিত,
আছে খরধার অসি অর্দ্ধ নিষ্কোশিত।
ললিত লাবণ্যময় চারু বাহুদ্বয়,
পাশরূপে ধরে সেই বীরাঙ্গনাচয়।
হাব ভাব আদি নানা বিলাস বিভ্রম,
যুদ্ধের কৌশল সব অতি অনুপম।
বল্লকী স্বরূপ রণবাদ্য মিষ্টতর,
গীতের নিশ্বন হুহুঙ্কার ভয়ঙ্কর।
এই রূপে সুসজ্জিত সে নবাঙ্গীচয়,
আপনি মন্মথ কেতুধর মধুময়।
আসিছে আজিম তব বিপক্ষ হইয়া,
সাবধানে থাক হৃদে স্থিরতা ধরিয়া।
বীরদের রণস্থলে সমর্জ্জিত জয়,
তাহার সহিত তুলে কি সামান্য হয়,
যাহার অন্তর স্থির দৃঢ়তারে ধরি,
বামাদের ভাবভঙ্গি দরশন করি,
কিছুমাত্র না হইয়া ব্যাকুল হৃদয়,
কামিনীকুহকদলে করে পরাজয়।

দেখহ কি ভাব ধরে শুদ্ধান্ত এখন,
দীপ হস্তে ভ্রমিতেছে সহচরীগণ।
ব্যস্তভাব তথাকার হতেছে প্রকাশ,
বেশ রচনায় পূর্ণ শুদ্ধান্ত আবাস।
গৃহ হতে গৃহান্তরে ভ্রমে দাসীদল,
বিভ্রম মণ্ডন কার্য্যে প্রবীণা সকল।
বাঁধিতে উষ্ণীষ কেহ পারে রম্যতর ;
কেহ পারে সাজাইতে অলকা সুন্দর।
ভাবিনী কামিনী মুখে চারু আবরণ,
এরূপ শিথিল ভাবে দেয় কোন জন,
একটি নয়ন যেন রঙ্গে শোভা পায়।
ভবানী ভ্রূকুটি সম ভবেরে ভুলায়!
অঙ্গুলির অগ্রভাগ কেহ রঙ্গ ভরে,
বিমর্দ্দিত মেদপত্রে রাগযুক্ত করে।
দর্পণে সে করশাখা কিবা শোভা পায়,
নির্ম্মল সলিলে যথা প্রবালে দেখায়।
কেহ বা প্রস্তুত করে নয়নরঞ্জন,
নিবিড় অসিতবর্ণ সুচারু অঞ্জন।
যে অঞ্জনে সর্কেশীয় বরাঙ্গনাদল,
আয়ত করিয়া টানি চারু ভ্রূযুগল,
ধরে হে অপূর্ব্ব শোভা ভুবন ভিতরে,
রাজা রাজচক্রবর্ত্তিগণে মুগ্ধ করে।
এরূপে নিযুক্ত সবে সে পুরি ভিতরে,
মণি মুক্তা ছটা যার সর্ব্বত্রে নিকরে।
কুরঙ্গনয়নী দেখ কত সহচরী,
শুদ্ধান্ত কাননে গেছে ডালা হস্তে করি।
তুলিছে তথায় গন্ধপুষ্প মনোরঙ্গে,
সাজাইতে নিজ নিজ দেবীবর অঙ্গে।
হায় রে দুঃখের কথা বলিব কেমনে,
কামিনী ভামিনী ভাব যা দেখি নয়নে।
প্রত্যেকের সে তরুর ফুল মনোনীত,
যাহাতে পূর্ব্বের ভাব করে হে উদিত।
দেখিয়া প্রসুনমালা যার মনে হয়,
নিজ নিজ নিষ্কলঙ্ক শৈশব সময়।
মৃগাক্ষী ভারত ভূমে জনম যাহার,
সাদরে ধরিয়া স্বর্ণচম্পাকের হার,
ভাবিছে সুন্দর সেই সুখদ সময়ে,
ভ্রমিত জাহ্নবীতীরে যবে ফুল্ল হয়ে!
অবগাহি পূত জলে বসিলে যখন,
মনের আহ্লাদ ভরে যত সঙ্গিগণ,
কুসুম তুলিয়া নানামত রম্যতর,
সাজাইত ঘনাকার চিকুর সুন্দর।
যুবতী আরববালা প্রফুল্ল অন্তর,

দেশীয় পর্ব্বতপুষ্প দেখি মনোহর।
মধুর সুগন্ধ তার মন্ত্র তুল্য হয়ে,
আনে হে তাহার মনে পূর্ব্ব ভাবচয়ে।
ভাবেতে ললনা দেখে সম্মুখে উদয়,
বস্ত্রগৃহময় তার পিতার আলয়।
দেখে ধনী সদেশীয় সুগভীর কূপ,
দেখে উষ্ট্র ভ্রম্যমান প্রত্যক্ষ স্বরূপ।
দুঃখের নিশ্বাস ছাড়ি চাহে পুনর্ব্বার,
সে স্থান যদিও তাহা দুঃখের আধার॥

সুবাসিত হর্ম্ম্যদল দেখিতে সুন্দর,
সাজে আজি দীপরাজি তাহাতে ভাস্বর।
নিঃশব্দ আলোকময় সে সব আবাসে,
সূর্য্যকান্ত জলযন্ত্র কি শোভা প্রকাশে।
সুগন্ধ সলিল তার নিরমলতর,
মধুস্বরে তথা মাত্র ঝরে ঝরঝর।
এ হেন সুখের স্থানে আজিম এখন,
ভ্রমিছে দেখহ হয়ে ভ্রমমুগ্ধমন।
না পারে বুঝিতে দীপমালা কি কারণ ;
কেন বা সে হর্ম্ম্যরাজি এরূপ বিজন ?
চলেছে আজিম বীর যেই পথ দিয়া,
বর্ণন তাহার কিছু করি বিশেষিয়া।
সুদীর্ঘ বারাণ্ডা বাহি চলে বীরবর,
বিচিত্র বিচিত্র মেজে যাহার সুন্দর।
কোন স্থানে পাতা তা রজতি মনোহর,
কেইরোর মন্দোদরী খ্যাত চরাচর।
রজত কটাহে যথা সারি সারি জলে,
অগুরুচন্দন আদি গন্ধদ্রব্যদলে।
বিচিত্র আধারোপরে জলে ধূপচয়,
সুগন্ধে যাহার চারি দিক্ ব্যাপ্ত হয়।
যাইতে যাইতে বীর করে নিরীক্ষণ,
সম্মুখে উদয় এক সমাজ ভবন।
অপূর্ব্ব রচনা তার বিস্তার অশেষ,
প্রভায় সমান সহ মধ্যাহ্ন দিনেশ।
মধ্যস্থলে জলযন্ত্র কিবা শোভা ধরে,
সুগন্ধ সলিল যাহে বার বার ঝরে।
সে নির্ম্মল জলে আলোকের প্রতিভায়,
শক্রধনু সম কত ধনু দেখা যায়।
পতিত জলের নীচে দেখিতে সুন্দর,
বিচিত্র গঠন মেজে নানা বর্ণধর।
রক্তনদ তীরে যথা জলযুক্ত হয়ে,
প্রকাশে বিবিধবর্ণ সৌক্তিক নিচয়ে।

স্থানের দেখিয়া ভাব বুঝিলেন মনে,
সময়ে সময়ে আসে তথা বামাগণে।
স্থলচর জলচর নানাবর্ণধর,
সৌন্দর্য্যের হেতু বদ্ধ তথা নিরন্তর।
কামিনী কলাপ আসি তথা কুতূহলে,
দেখিত বিচিত্র সেই বদ্ধ জীবজলে।
সে সবার সমবদ্ধ শুদ্ধান্ত পিঞ্জরে,
আপনারা আছে কভু না হতো অন্তরে।
স্ফাটিকনিস্প্রভ নীর স্ফাটিক আধারে ;
প্রকাশিত প্রতিভায় দেখ একধারে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীন তাহে খেলিয়া বেড়ায়,
আকর হইতে আনা স্বর্ণখণ্ড প্রায়।
সুগন্ধ কাষ্ঠের কিবা বাগুরা রচিত,
অপর পার্শ্বেতে হর্ম্ম্য তাহে সুসজ্জিত।
বিচিত্র বিহগ যত বায়ুপথে চলে,
বিরাজিত তার মাঝে দেখহ সকলে।
অপূর্ব্ব উজ্জ্বল পক্ষ শুক নানা মত,
প্রবাল পাদপে রাঙ্গা পুষ্প মাঝে যত,
ভারত সমুদ্র হ্রদে উষ্ণ দ্বীপদলে,
রত্নময় হয়ে জ্বলে রবিকরবলে।
মক্কার কপোত পূত নীলপক্ষ যার,
ভারতের মধুস্বর ভরত সুধার।
মন্দিরের চূড়া হতে মধুস্বর যার,

বহে অবিরত স্রোতে উদয়ে সন্ধ্যার।
সুচারু সুবর্ণ পক্ষ বিহঙ্গের দল,
ফলিলে জয়িত্রী গাছে নব জায়ফল,
সুগন্ধ পাইয়া তার প্রমুগ্ধ অন্তরে,
নিদাঘ সমুদ্র পারে আসে হে সত্বরে ;
আসিয়া মাদকরস খাইয়া সে ফলে,
জীবনবিহীন হয়ে পড়ে কুঞ্জতলে।
আরবীয় সমুজ্জ্বল দিনকরকরে,
দারুচিনি বৃক্ষে যে বিহঙ্গ নীড় করে।
বাহুল্যে নিষেধ করি সংক্ষেপ বর্ণন,
বিমানে বিহরে ভবে যত পক্ষিগণ,
আলোক পূরিত সেই সুচারু ভবনে,
নির্ব্বিরোধে ছিল তথা সুখের শয়নে।
যথা হে পবিত্রতর মানসরোবরে,
সুবর্ণ মরালকুল সানন্দ অন্তরে॥

কল্পনা অতীত দৃশ্য শোভাকর যত,
অপূর্ব্ব ভবন মাঝে ছিল সে তাবত।
যেন সেই সাদাদের বিহারের স্থান,
দুরাচার পাপময় যেই ভ্রমাজ্ঞান,
যাইতে বিহার ক্ষেত্রে সম্মুখ তোরণে,
ত্যজিল জীবন ভীম অশনি পতনে।
মনে নাহি হয় ইহা ঋষির ভবন,
ভক্তিরসে ভরা ভবে মুক্তির কারণ।
নিরখিয়া চতুর্দ্দিক্ আজিম এস্থানে,
ভ্রমণে নিযুক্ত ছিলা রহস্য সন্ধানে।
ঘটাহীন পরিচ্ছদ সামান্য দর্শন,
সমরীয় পাদুকার শব্দ ক্ষণ ক্ষণ,
সে সুচারু আভাময় আনন্দ ভবনে,
অযোগ্য ব্যতীত যোগ্য হইবে কেমনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই পুরুষরতন,
ভাবিলেন এই কি সে পবিত্র ভবন,
জগতের লোক সব আসিয়া যথায়,
সংসার আলস্য হতে মুক্তিলাভ পায়।
শিক্ষা করে অন্য সুখে দিতে বিসর্জন,
ধর্ম্মজাত সুখে মাত্র হয় এক মন!
বাঞ্ছয়ে লভিতে অন্তে শুদ্ধ যশোরাশি,
রাখিতে সুখ্যাতি শৃঙ্গে চিহ্ন অবিনাশি।

এরূপে ভাবিয়া মনে যুবক সুজন,
অবজ্ঞিতে চারুদৃশ্যে করিল যতন।
কিন্তু সে সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল,
মোহনীয় শক্তি সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপিল।
সুগন্ধ পবনে ব্যাপ্ত তথা দিক্‌দশ,
ক্ষণেকে প্রেমিক মনে করে হে অবশ।
মধুর নিনাদে জল জলযন্ত্রে ঝরে,
ঊষা আগমনে যথা মধুপ গুঞ্জরে।
গন্ধময় সেফালিকা সুন্দর কাননে,
পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমে যবে মধুর কারণে।
যন্ত্রের সুস্বর-লীলা অতি প্রিয়তর,
সর্ব্বাপেক্ষা মোহে যাহা সুরজ্ঞ অন্তর,
দূর হতে মন্দ মন্দ আজিম শ্রবণে,
আসিতে লাগিল এবে সুমধুর স্বনে।
স্বপ্নযোগে যথা মন্দ যন্ত্রের সুস্বর,
বিমোহিত করে সুপ্ত জনের অন্তর।
দেখি ভাব পূর্ব্বে যাহা না দেখে কখন,
মোহিত হইল পরে সমাগত জন।
মুগ্ধ হয়ে পালঙ্কেতে করিয়া শয়ন,
মধুময় ভাব দলে নিবেশিল মন।
ফুরালে পবনবেগ যেমতি সাগরে,
সলিল হিল্লোলচলে উপরে উপরে।
মজিয়া সে জন তবে প্রণয় প্রভাবে,
ভুলিল প্রাণের প্রিয়া জেলেখার ভাবে।
ভাবিতে লাগিল তবে সে সুখ সময়ে,
পরম প্রণয়ভরে বসিয়া উভয়ে,
পরস্পর মুখচন্দ্রে রাখিয়া নয়ন,

নীরবে মনের সুখে থাকিত যখন।
না করিলা বিধি যেন তাদের কারণে,
দুর্শনীয় দ্রব্য আর এভবভবনে।

"ওলো প্রাণপ্রিয়ে তব প্রণয়ের পাশে,
অদ্যাবধি জড়িত রেখেছে এই দাসে।
যেখানে সেখানে আমি করি লো গমন,
জানিহ নিশ্চয় তাহা তোমারি কারণ।
জানিহ প্রেয়সি মাত্র তোমারি কারণে,
যশঃপথে পান্থ হতে চাহি অনুক্ষণে।
প্রিয়ে তব চারুগণ্ডে দেখিতে নয়ন,
সন্তোষের রাগযোগ চাহে সর্ব্বক্ষণ।
আয়তনয়নে তব কটাক্ষ লীলায়,
প্রশংসা করিতে মন সদাকাল চায়।
সকল শ্রমের ফল প্রাপ্ত বোধ করি,
বারেক আমার প্রতি যবে লো সুন্দরি,
সুচারু নয়নে চাহি অনুরাগভরে,
প্রকাশ মধুর হাস্য সালক্ত অধরে।
অধীশ্বরীরূপে যেবা হৃদয়কাননে,
রাখিয়াছে সদা সেই এক মাত্র জনে।
হায় রে কেমনে আমি আনন্দের ভার,
বহিব মিলন হলে সহিত তাহার।
বহুদিন প্রেয়সীর সে চারু অধরে,
না করেছি সুধাপান প্রেমানন্দ ভরে।
চুম্বিয়া মুছিব যবে সে চারু অধরে,
নেত্রনীর-বিন্দু যাহা আনন্দেতে ঝরে।
বিদায় গ্রহণ কালে প্রিয়ার নয়নে,
বহিল যে ধারা তাহা জাগে সদা মনে।
অদ্যাবধি বিরাজিছে অন্তরে আমার,
সে বিদায় গ্রহণের চুম্বন সুধার।
ওলো প্রাণেশ্বরি বল কিসের লাগিয়া,
এত দিন আছ বল অধীনে ভুলিয়া।

পলেক বিচ্ছেদ তব নাহি সহে যার,
এবিরহ সহি প্রাণ রহে কি লো তার।

এরূপ ভাবেতে মগ্ন আজিমের মন,
ক্রমেতে অদূর হতে যন্ত্রের সুস্বন,
পবনবাহনে হয়ে স্বপন সমান,
আসিতে লাগিল সেই জন বিদ্যমান।
প্রতি মধুস্বরে তার মোহিত হইয়া,
শব্দের দিকেতে বীর দেখিল চাহিয়া।
দূরেতে কানন পথ অতি রম্যতর,
দুই পার্শ্বে তরুরাজি দেখিতে সুন্দর।
শত শত দীপ তথা চারু শোভা ধরে,
মরুতের মন্দ বেগে যেন নৃত্য করে।
দেখিল আসিছে তাহে বামা একদল,
নৃত্য গীত রঙ্গ রসে প্রমুগ্ধ সকল!
কুসুমমালায় বদ্ধ হয়ে কত জনে,
চক্রে চক্রে নাচিতেছে আনন্দিত মনে,
দেখিয়া তাদের ভাব মনে বোধ হয়,
বনদেববন্দী সেই কামিনী নিচয়।
কুসুমের পাশ মুক্ত সাধীন হইয়া,
আসিতেছে কত জন নাচিয়া নাচিয়া।
যেন ফুলমালা বদ্ধ সঙ্গিনী নিকরে,
ব্যঙ্গ করি আসে তারা নৃত্য রঙ্গ ভরে।
চরণে রাখিলা তাল অন্য যত জন,
ভঙ্গি ভরে আসে যন্ত্র করি আলাপন।
কেহ বা করিছে গান সুধাময় স্বরে,
কেহ বা বাজায়ে বীণা মন মুগ্ধ করে।
বাঁশরী বাজায় কেহ তাহাদের সঙ্গে,
সুরঙ্গে মাধুরী কেহ প্রকাশিছে রঙ্গে।
ক্রমে ক্রমে বামাদল নিকটে আসিল,
তাঁহার সম্মুখ দিয়া নাচিয়া চলিল।
ললিত লাবণ্যময় সে সব গঠন,
কেমনে অধম আমি করিব বর্ণন।

বুঝিবা প্রকৃতি ধনী অনেক যতনে,
কল্পনারে পরাভব করিবারমনে।
তার শ্রেষ্ঠ চিত্র হতে করি রম্যতর,
রচিলা এ বামাদের চারুকলেবর।
ক্ষণমাত্র নৃত্য করি সমুখে তাঁহার,
দলভঙ্গ করি যায় যথা ইচ্ছা যার।
পশ্চিমাচলেতে গেলে দিবার রাজন,
সরাগ বারিদ যাহা ব্যাপে হে গগন;
পবনের মন্দ মন্দ হিল্লোলের বলে,
ছিন্ন হয়ে সেই মেঘদল যথা চলে।
সে সুন্দর গৃহের বিবিধ দ্বার দিয়া,
একে একে ক্রমে সবে যাইল চলিয়া।
কেহ বা পশিল গিয়া নিকুঞ্জকাননে,
কেহ যায় চন্দ্রালোকে প্রান্তর ভ্রমণে।
রম্য হর্ম্ম্য পৃষ্ঠে কেহ করিল গমন,
প্রস্তর নিবদ্ধ তরুমূলে কোন জন।
দূর হতে তাহাদের হাস্যের লহরী,
আনিতে লাগিল বায়ু যত্নে শিরে ধরি।
রহিল তথায় গেলে যুবতী নিচয়ে,
নবীনা নাগরী এক কম্পিতা সভয়ে।
সঙ্গিনী সকলে ধনী ফিরিয়া আসিতে,
অনর্থক পুনঃ পুনঃ কহিলা ভঙ্গিতে।
অসংখ্য আলোক পূর্ণ সে চারু ভবনে,
পড়িলা একাকী বালা আজিম সদনে।
না ছিল অবগুণ্ঠন মুখ পদ্মবরে,
অধিক শোভিল তাহা বীড়া রঙ্গভরে।
নিবিড় চিকুর জালে জড়িত তাহার,
ছিল এক মনোহর সুবর্ণের হার।
সে চারু হারের দুই পার্শ্বে লম্বমান,
দুইটি কবজ ছিল বিচিত্র নির্ম্মাণ।
আরব্য ভাষায় লেখা প্রত্যেকেতে তার,
কোরাণের শ্লোক এক এক চমৎকার।
চন্দন কাষ্ঠেতে গড়া অতি মনোহর,
সুবর্ণজড়িত তাহে দেখিতে সুন্দর,
বাম করে মধুস্বর বল্লকী ধরিয়া,
বিষণ্ণ ভাবেতে ধনী ছিলা দাঁড়াইয়া।
ব্যস্ত ভাবে সূত্রে যার দুই তিনবার,
চেষ্টিলা করিতে ধনী অঙ্গুলি সঞ্চার।
ভয়েতে সে চেষ্টা গেল বিফল হইয়া,
সত্বরে লইলা পুনঃ হাত গুড়াইয়া।
পরিশেষে আজিমের দিকেতে যখন,
সভয় অন্তরে ধনী করি নিরীক্ষণ।
ভাবেতে বুঝিলা তাঁর নির্ম্মল অন্তর,
মধুর স্থিরতা গুণে আছে পূর্ণতর।
সাহসে নির্ভর করি তবে চারুশলা,
সভয়েতে ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিলা।
সুন্দর নয়ন বন কুরঙ্গ যেমন,
নিকটেতে আসে কিন্তু সচকিত মন।
আসিয়া তথায় এক সুচারু আসনে,
বসিয়া ক্রমেতে ধনী ভয়হীন মনে।
গাইতে লাগিলা অতি সুমধুর স্বরে,
করুণা রসেতে পূর্ণ এ গীত সুন্দরে।

রাগিণী গৌঁড়মোল্লার।

তাল ঢিমে তেতালা।

বিস্তারি মিরেরি তটে আছেরে সুখকানন,
দিবানিশি গায় যথা বুলবুল অগণন।
বাল্যের সুখসময়ে, বেষ্টিত কুসুমচয়ে,
বসিয়া শুনি সে গীত, ভাবিতুঁ যেন স্বপন,
গীত ও সে কুঞ্জবন, না ভুলি আমি কখন,
কুসুমে সাজিয়া এলে, বসন্ত ঋতুরাজন।
মনে করি মধুরব, করে কি সে পাখি সব,
ফোটে কি সে নদীতীরে, সুগন্ধ কুসুমগণ?
পুন বলি নারে মন, ক্ষণিক গোলাপগণ,
সপ্রভ থাকিতে যাহা, মানবে করি চয়ন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

অশ্লীল গ্রন্থাদি প্রচার নিবারিণী সভা।

সম্প্রতি কয়েক জন অশ্লীল বিদ্বেশী মহাপুরুষ সম্মিলিত হইয়া অশ্লীল গ্রন্থাদির প্রচার নিবারণার্থ একটী সভা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদিগের সহায়তা করণার্থ অনুরোধ করিতেছেন। আমরা এসভাটীর কর্ম্মবিশেষ বুঝিতে পারিতেছি না। অশ্লীল গ্রন্থাদি প্রচার নিশেধার্থতো আইনই করা আছে, আর নূতন প্রকাশিত গ্রন্থাদির গুণাগুণ বিচারের জন্য ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে তথাপি এ সভা করার ফল কি। শুনিয়াছি যে এ সভার সভ্য অনেক গুলি পাদরী হইয়াছেন (ব্রাহ্মই হউক বা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি হউক) আর দুই এক জন নাম কিনিবার লোকও দিয়েছেন। যাহাই হউক এই সভার স্থাপনা সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানা রূপ কথার আন্দোলন করিতেছেন. কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিতে পারিতেছেন না। কেহ বলেন যে বিদ্যাসুন্দরাদির ন্যায় অশ্লীল গ্রন্থের প্রকাশ নিবারণ করাই এ সভার উদ্দেশ্য এবং আমরাও এ কথাকে অযথার্থ বোধ করিতে পারি না, যেহেতু লোকে কথায় বলিয়া থাকে "কাজির কাছে হিন্দুর পরব নাই" তা পাদরী বহুল সভার নিকট রসের কথা দূরে থাকুক, যীশুখ্রীষ্ট বা পরব্রহ্মের কথা ছাড়া সকলই অশ্লীল হইবে তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু এসভাটি হইবাতে আমরা বড় ভীত হইয়াছি ও বোধ হয় অপরাপর বাঙ্গলা সম্পাদকগণও হইয়াছেন, যেহেতু পাঠকগণের চিত্তবিনোদ ব্যতিত সম্পাদকগণ পত্রাদি চালাইতে পারেন না, পাঠকগণের সকলেই যে পাদরী হইবে এরূপ সম্ভাবনা কোথা? সুতরাং আমরা ভয় না করিয়া করি কি—কবে "পীনপয়োধর" "বিম্বোষ্ঠী" 'নিতম্বিনী" প্রভৃতি পদাদির প্রয়োগ জন্য ফাঁসি যাইতে হবে কে বলিতে পারে।

একবার বেথুন সাহেবের আমোলে অশ্লীলতার মহা আন্দোলন হইবাতে কতকগুলি সাহেব সন্তোষকারী মহাপুরুষ ক্ষেপিয়াছিলেন। ঐ হেঁপাতে চালু নি... পর্য্যন্ত মাতিয়া ছুঁচের পশ্চাৎ ভাগ... ছিদ্রের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া... লেন। যে বিদ্যাসাগর "বেতাল পঞ্চবিংশতি" নামে নেড়ির দলের গা... যোগ্য খেঁউড় গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পা... পুস্তক করাইয়াছিলেন, তিনিও মত্ত হই... কালিদাসের গ্রন্থের স্থানে স্থানে অশ্লীলতা নিবারণার্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অপরাপর সাহেবের তুষ্টি সাধকগণ বাঙ্গলা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদিকে "ভলগার২" (অশ্লীল) বলিয়া একেবারে তৎসমস্তকে পোড়াইবার যোগ্য করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে সে ঢেউ বহুকাল ও বহুদূর ব্যাপি হয় নাই, অল্প সময়ে অল্প লোক তাহাতে অঙ্গ ভাষাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই দুই চারি জন মাঝে মাঝে অশ্লীল বলিয়া দুই চারটী ডাক দিতেন কিন্তু চক্ষে অঙ্গুলী পড়িলেই নি-

নাও
দখি-
তিনি
তথাচ
যাছে
যাতে

ব্রত্ত হইতেন। এবার তাঁহাদের কাহাকেও দেখা যায় না, কতকগুলি মিসনরী ও তাঁহাদিগের ধামা ধরারাই উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। এবারের ঢেউ অতি ভয়ঙ্কর হইবে—সাঁড়াসিঁড়ির কোটাল বা কোথা লাগে। বাঙ্গলা ভাষার মা বাপ নাই বলিয়াই সকলে তাঁহাকে যথা ইচ্ছা তথা ব্যবহার করিতেছে, যদি ইহার কেহ থাকিত তবে কি আর রোমান অক্ষরে ইহা লেখা প্রচলিত করনের, ভাষা সংশোধনী সভায় ইংরাজ সভ্য লইতে, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নিরূপক সভায় বার আনা ইংরাজ নিরূপণের ও অশ্লীল গ্রন্থ প্রচার নিবারিণী সমাজের প্রস্তাব বা ঘটনা রমত। সহায় বিহিনা অবলা ভাষার প্রস্তুত এত অত্যাচার করায় কি পুরুষার্থ দূরাশ হয়? গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অশ্লীল আস্থাদির প্রচার নিষেধ করণার্থ যে সকল রক্লিম বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তদ্দ্বারাই নবী চলিতে পারে তবে পাদরিগণ এত সমিল কেন করিতেছেন? যীশুখ্রীষ্টের কথা না থাকিলে গ্রন্থাদিকে যদি অশ্লীল বলা উদ্দেশ্য হয় তবে সে উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইবে না। তাঁহারা যতই কেন যত্ন করুণ না ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠে বঙ্গবাসীকে বিরত করিতে কখনই পারিবেন না। জাতীয় কবি প্রধানের কাব্য অপাঠ্য করা সহজ ব্যাপার নহে। ইংলণ্ডের রাজবিপ্লবের সময়ে ক্রমোয়েলের দলস্থগণ সক্ষপিরের নাটকাবলির পাঠ নিবারণার্থ কত যত্ন করিয়াছিলেন ও কত গ্রন্থ ছিঁড়িয়াছিলেন তথাপি সক্ষপীর গ্রন্থ অদ্যাবধি দেশবিদেশে সাদরে পঠিত হইতেছে। আমাদিগের কালিদাস, জয়দেবাদি "নিতম্বদেশশ্চ স হেমমেখলা" ও "পীনপয়োধর পরিসর মর্দ্দন চঞ্চলকর যুগশালী" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ জন্য অশ্লীল রচনাপরাধে ফাঁসি যাইবার উদ্‌যোগে পড়িয়াছেন কেন? তাঁহাদিগের কি ভারতবর্ষে জন্ম বলিয়াই এ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে? হোমর, ওভিড, সক্ষপীর প্রভৃতি অপ্রাচী অঞ্চলের কবিগণের গ্রন্থ সমস্তের টীকার উপর টীকা, অনুবাদের উপর অনুবাদ কেন হহতেছে? সমস্ত ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে কি সভ্যতা ও সুরুচি কোন ব্যক্তিরই নাই?—না ঐ কবি ঋষিরা মধ্যে পরিগণিত ও তাঁহাদিগের গ্রন্থে ধর্ম্মজ্ঞানের উপদেশ মাত্র লিখিত আছে? লোকে কথায় বলে "বাঁসের চেয়ে কঞ্চি টনক" আমরা তাহার প্রাত্যক্ষ এই স্থানে দেখিতেছি। যে ইংরাজগণের মাতৃভূমিতে অদ্যাবধি ওভিডের গ্রন্থাদি পঠিত [illegible]তেছে ও সক্ষপীর কবির স্মরণার্থ বাৎসরিক উৎসব হইতেছে সেই ইংরাজগণের কি বিদেশে আসিয়া বাঙ্গালিগণের বহু স্নেহাস্পদ জাতীয় কবিকুলের গ্রন্থ লোপ করণে চেষ্টা কি সম্ভব? তাহা কখনই হইতে প্যারে না, এবম্প্রকার প্রস্তাব কখনই ইংলণ্ডস্থ মহানুভবগণের অনুমোদিত নহে। ইহা কেবল কতকগুলি দেশবহির্গত নির্লজ্জ সার্থপর ও পরানিষ্টকর দুর্ব্বৃত্তের তমোময় হৃদয়কন্দর সম্ভূত সন্দেহ নাই। এই সমস্ত দুরাত্মা যদি স্বদেশে সৎকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া উদরপুর্ত্তি করিতে পারিত তাহা হইলে সাতসমুদ্র তের নদী পারে

আসিয়া ছেলে ভুলাইয়া খাইত না। ইহাঁরা "ভাল করিতে পারি না পারি মন্দ করিতে পারির" দল ভুক্ত, ইহাঁদিগের কুহকে যে সকল বঙ্গবাসী ভুলিতেছেন তাঁহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ অথবা নিতান্ত স্বার্থপর। লোকে মনে করিতে পারেন যে আমাদিগের এই সমস্ত বাক্য "অশ্লীল গ্রন্থাদি প্রচার নিবারিণী সভার" সভ্যগণের প্রতিই ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে, আমরা ইহাঁদিগকে এত দুষিনা ও তাঁহাদিগের উপরেও আমাদিগের আন্তরিক কোপ নহে। এ সভা কেবল আকার ভেদ বলিলেও বলা যায়, কেন না যে মূল দুষ্ট বুদ্ধিগণের দ্বারা রোমান অক্ষরে বাঙ্গলা লেখার প্রস্তাব হইয়াছিল, এবং নিরবচ্ছিন্ন দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের গোলযোগ তোলা হইয়াছিল এসভা সংস্থাপনেরও মূল সেই সকল দুষ্টবুদ্ধি এবং আমরা তাহাদিগের জন্যই এই সমস্ত লিখিলাম।

পলায়িত উষ্ট্রবিষয়ক উপন্যাস।

একদা এক জন দরবেশ মরুভূমির উপর দিয়া গমন করিতেছিল এমত সময় দুই জন বণিকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বোধ হয় তোমাদিগের একটি উষ্ট্র হারাইয়াছে।" এতৎশ্রবণে বণিকদ্বয় বলিল "হাঁ কল্য রজনীতে একটি উষ্ট্র পলায়ন করিয়াছে।" তৎপরে দরবেশ বলিল "বোধ হয় ঐ উষ্ট্রটির বামপ্রদ একটু নেঙড়া ছিল।" সওদাগরদ্বয় বলিল "হাঁ" এতচ্ছ্রবণে দরবেশ বলিল "বোধ হয় ঐ উষ্ট্রঠির একটি দাঁত ও একটি চক্ষু নাই এবং উহার একদিকে মধু এবং অপরদিকে গম বোঝাই করা ছিল।" তদুত্তরে বণিকদ্বয় বলিল "হাঁ ছিল।"

অবশেষে সেই উষ্ট্রকে তিনি কোথায় দেখিয়াছেন ইহা জিজ্ঞাসা করাতে দরবেশ বলিল আমি পুর্ব্বে কখন ইহার বিষয় শ্রবণও করি নাই অথবা কখন ইহাকে দেখি নাই। বণিকদ্বয় এতৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিচারকের নিকটে লইয়া গেলে দরবেশের কোনপ্রকার দোষ দৃষ্ট না হওয়ায় সকলে তাঁহাকে যাদুকর বলিতে লাগিল। দরবেশ ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে মরুভূমিতে আসিয়াও তিনি অবলোকনোপযোগি বিষয় দেখিয়াছেন। তিনি বলিলেন যদিচ তিনি উষ্ট্রকে স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই তথাচ যে স্থল দিয়া ঐ উষ্ট্রটি গমন করিয়াছে সেখানে মনুষ্য-পদচিহ্ন দর্শন না করাতে ঐ উষ্ট্রটি যে পলাইয়া গিয়াছে তাঁহার মনে এই বিশ্বাসটি জন্মাইয়াছিল। এবং তাহার ক্ষুরচিহ্নের সকল স্থলেই বামপদটির চিহ্ন স্পষ্টরূপে না পড়াতে বোধ হইয়াছিল যে উষ্ট্রটির ঐ পদটি নেঙড়া হইতে পারে। চক্ষু এবং দন্তসম্পর্কে বলিলেন যে, যে স্থল দিয়া উষ্ট্রটি গিয়াছে সেই স্থলের একদিককার তৃণ কেবল মুণ্ডিত রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক স্থলে একটি করিয়া গুচ্ছ অছিন্ন রহিয়াছে; এবং এক দিকে পিপীলিকা এবং অপরদিকে মধুমক্ষিকাগণ নিয়ত ব্যাপৃত থাকাতে বোধ

হইল যে উষ্ট্রের একদিকে মধু এবং অপর দিকে গম বোঝাই করা ছিল।

প্রণয়।

মনুষ্যমাত্রেই প্রণয়-পরতন্ত্র। এ জগতে এতাদৃশ কেহই নাই যাঁহার কিছুতেই অনুরাগ নাই। কেহ বা নিজ পরিজনকে এবং কেহ বা অপর কোন বান্ধবকে ভাল বাসিয়া থাকেন, এবং যাঁহার কেহ নাই তিনি হয় কোন পালিত পশুকে অথবা অন্য কোন রোপিত বৃক্ষাদিকে ভাল বাসিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণয় কখনও অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হওতঃ নানাবিধ দুঃখের কারণ হইয়া উঠে এবং কখনও বা সৎপাত্রে অর্পিত হওয়ায় পরম সুখকর হইয়া থাকে। বাস্তবিক বলিতে গেলে যদ্যপি কাহারও হৃদয়ে প্রণয় বিরাজ না করিত তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রেই উদাসী হইতেন। ভর্ত্তৃবিহীনা কামিনী যদ্যপি পৃথিবীস্থ কোন দ্রব্যকে ভাল না বাসিতেন তাহা হইলে কখন জীবন ধারণে সক্ষম হইতেন না। পুত্র কন্যাহীনা স্থবিরা যদিস্যাৎ কোন দ্রব্যেই অনুরাগি না হইতেন তাহা হইলে কোন ক্রমেই বাঁচিতে পারিতেন না। একদা কতিপয় যুবক এক জন প্রাচীনকে কতকগুলি বৃক্ষ রোপণ করিতে দেখিয়া পরিহাস করতঃ কহিয়াছিলেন "তুমি কি নিমিত্ত এই বৃক্ষগুলি রোপণ করিতেছ?" "জীবদ্দশায় তুমি কি উহাদিগের ফলভোগ করিতে পারিবে?" বৃদ্ধ তদুত্তরে কহিলেন যদিও আমি ইহার ফলভোগ করিতে না পারি আমার পুত্র পৌত্রাদি অথবা তোমরাও ইহার ফলভোগ করিতে পারিবে।

অতএব প্রণয় কোন না কোন প্রকারে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছে। কিন্তু পাত্রভেদে সুখকর অথবা দুঃখকর হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ মদ্যপ্রিয় দুরাচার লম্পট হৃদয়ে বিরাজ করতঃ প্রণয় সংসারের নানাবিধ দুঃখের কারণ হইয়াছে এবং দাম্পত্যস্নেহরূপে পরিণত হওতঃ আবার সমাজের সুখের আকর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সুহৃদ-স্নেহ এতদপেক্ষা সমধিক সুখকর। মনুষ্যকে জীবনাবধি ভালবাসিতে দেখা যায়। ভূমিষ্ট সময়ে স্বীয় জননীকে দেখিয়া তদুপরি প্রথমে স্নেহ রোপিত হয়। ক্রমশঃ ভ্রাতা, ভগিনী, এবং অন্যান্য সকলেই এই প্রণয়-বৃক্ষচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত হয়েন। মনুষ্য স্বভাবতঃ অপরকে কি জন্য ভাল বাসিয়া থাকেন? আমাদিগের পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ এতদসম্পর্কে বলিয়াছেন যে ভালবাসা অথবা "সৌখ্যং" একপ্রকার "তারামৈত্রিকং" অথবা "চক্ষুরাগঃ" কিন্তু যাহাই হউক অপরকে ভালবাসিতে মনুষ্যের একটি স্বাভাবিক স্পৃহা আছে। যদ্যপি এই স্পৃহাটিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে দেওয়া যায় তাহা হইলে মনুষ্য দানশীল এবং কোমল স্বভাবকরূপে পরিণত হয়েন। এই নিমিত্তই উদাসীনকে কখন কখন আমরা সমধিক বদান্য এবং সুকুমার স্বভাবসম্পন্ন হইতে দেখিয়া থাকি।

দীর্ঘসূত্রতা।

"কালবিলম্ব" ইহার অপর একটি অর্থ। আমাদিগের পূর্ব্বতন এক জন সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত লেখক বলিয়াছেন যে, যাঁহাদিগের সমৃদ্ধিলাভের বাশনা আছে তাঁহারা দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করিবেন। লঙ্কাধিপ দশানন মৃত্যুসময়ে রামচন্দ্রকে "দীর্ঘসূত্রতা" পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল স্থলেই এই উপদেশ প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না সেইটি নিরূপণ করাই আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে যেমন কখনও বা বিলম্ব করা শ্রেয়ঃ এবং কখন বা বিলম্ব করিলে হানি হইয়া থাকে, ভাগ্য সম্বন্ধেও অবিকল সেই রূপ। স্থলবিশেষে বিলম্ব করিলে বাজারদরের লাঘব হয় এবং কখনও বা দরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভাগ্যদেবীও কখন মনুষ্যকে স্বীয় কুন্তলসমবেত মস্তক ধারণ মানসে অর্পণ করিতেছেন কিন্তু মনুষ্য "কালবিলম্ব করা শ্রেয়ঃ" এই ভাবিয়া তদ্গ্রহণে বিরত হইতেছেন; এবং ক্ষণকাল পরেই স্বকীয় মুণ্ডিত মস্তক তদ্সমক্ষে নত করিতেছেন সুতরাং মনুষ্যের মস্তক ধারণ—প্রয়াস বৃথা হইতেছে। অতএব কখন কিরূপ করা শ্রেয়ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই সেইটি নিরূপণ করিয়া থাকেন। বিপদ একবার সহজ বোধ হইলে অপেক্ষাকৃত সহজ আর কখনই বোধ হয় না। অতএব বিপদ হইতে উদ্ধারের সুযোগ একবার পাইলে অধিকক্ষণ বিলম্ব করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর একজন সেনা রজনীযোগে শিবির সম্মুখে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া শত্রুর আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। উক্ত শত্রু তাহাকে না দেখিতে পাইয়া অকুতোভয়ে অসাবধানতার সহিত ক্রমে দুর্গের নিকট আসিতেছে। সুতরাং উপরোক্ত সেনা যদ্যপি সহসা তাহাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে অনায়াসেই শত্রুকে ধরিতে পারে। কিন্তু সেনা যদিস্যাৎ এই সুযোগ সত্ত্বেও যতক্ষণ শত্রু শিবিরের অতি সন্নিকটে না আইসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন আগমন চেষ্টা না করে তাহা হইলে শত্রু যখন শিবিরের অতি সন্নিকট স্থলে আসিবে তখন হয় ত ঐ সেনা নিদ্রাভিভূত হওতঃ স্বকার্য্যপালনে অক্ষম হইবে। অতএব ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে সকল স্থলে দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করা উচিত নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই ভূমণ্ডলে কেহই ইহার অনুসারে কার্য্য করেন না। কেহবা সকল স্থলেই দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং কেহবা সকল বিষয়েই তদ্বৈপরিত্যে কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সমস্ত কার্য্যেই এই নিয়মদ্বয় যুগপৎরূপে ব্যবহার করেন তাঁহারাই অত্যন্ত অপকৃষ্ট। তাঁহারা হটাৎ কোন এক বিষয়ের মীমাংসা করেন কিন্তু তাহার সমাধাবিষয়ে সর্ব্বদাই গৌণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা দুর্গ ভগ্ন করিবার নিমিত্তে হটাৎ পাতিত কামান সকলকে অনাবৃত করিয়া ফেলেন এবং তৎপরে তাহাদিগকে বারুদ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন; সঙ্ক্ষেপত তাঁহারা শস্য সকল অপক্কাবস্থায় কর্ত্তন

করত তৎপরে পক্ক হইবার নিমিত্ত স্থাপন করিয়া থাকেন।

বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রে অগ্রেই অবলম্বিত বিষয়ের পরিণত অথবা অপরিণত অবস্থা তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন! এই নিমিত্তই বোধ হয় গ্রীকেরা সকল কার্য্যের প্রারম্ভে আপনাদিগকে "আরগস্" দেবের কৃপায় সমর্পণ করিতেন এবং কর্ম্মের নিষ্পন্নতার নিমিত্ত "ব্রায়ারিয়াস্" দেবের কৃপা প্রার্থনা করিতেন। কথিত আছে যে "আরগস্" দেবের একশত চক্ষু ছিল সুতরাং সমস্ত কার্য্যের প্রারম্ভে অতি সূক্ষ্মরূপে তাহার পরিণামে যে ফল হইবে তাহা অবধারণ করিতে পারিতেন এবং "ব্রায়ারিয়াস্" নামক দেবের একশত হস্ত থাকাতে সকল কার্য্যই শীঘ্র সমাধা করিতে পারিতেন। শেষোক্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে গ্রীকেরা কোন এক কার্য্য করিতে হইলে প্রথমতঃ সূক্ষ্মরূপে তাহার কর্ত্তব্যতা এবং অকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিতেন এবং তৎপরে সত্বরে উক্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন।

উপসংহার স্থলে কোন কোন কার্য্যে ক্ষণবিলম্ব করা উচিত নহে; এবং কোন কোন কার্য্যে আবার দীর্ঘসূত্রতা বিধেয়। কিন্তু কার্য্যের পরিণত অথবা অপরিণত অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহারও তারতম্যতা করা উচিত; কেননা এমত অনেক কার্য্য আছে যে মনুষ্যজীবনের অনিত্যতার সহিত তুলনা করিলে তাহাদিগের পরিণতাবস্থা দর্শন করিতে গেলে সে কার্য্য মনুষ্যজীবনমধ্যে সম্পন্ন হইবে না।

জীবন-মরীচিকা।

নির্জ্জলদেশ ভ্রমণকালিন তৃষ্ণা-প্রপীড়িত পথিক মরীচিকাকর্ত্তৃক যে প্রকারে প্রলোভিত হয়েন এজীবনে মনুষ্যও প্রলোভ বশবর্ত্তী হইয়া সতত সেই রূপে প্রতারিত হইয়া থাকেন। সূর্য্যাংশুর বক্রত্ব নিবন্ধন উত্তপ্ত সিকতাময় প্রদেশে অবাস্তব জলাশয় দর্শন করিয়া পথিক যেমন প্রকৃত জলাধারকে পরিত্যাগ করতঃ তদনুসরণে প্রবৃত্ত হন, মনুষ্যও সেই রূপ ভূমণ্ডলপথ ভ্রমণকালিন পরমার্থিক পথ ত্যাগ করতঃ বিষম বিষয়পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কেহবা সুখ-মরীচিকা, কেহবা বহ্বাশা-মরীচিকা এবং কেহবা ধন-মরীচিকা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা প্রতারিত হয়েন। যেমন পথিক ভ্রামক জলাশয় প্রাপ্তি আশয়ে যতই তন্নিকটে আগমন করেন ততই জলাধার দূরবর্ত্তী বোধ হয়, মনুষ্যের আশাসম্বন্ধেও প্রায় তদনুরূপ ঘটিয়া থাকে। জলবুদ্বুদের ন্যায় একটি ডুবিলে অপরটি উত্থিত হয়! আজ একজনের উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ইচ্ছা হওয়াতে তিনি তদুপার্জ্জনে চেষ্টিত রহিয়াছেন মনে কর কাল তাঁর এই আশার উপশমতা হইল, অর্থাৎ একটি জলবিম্ব অদৃশ্য হইল, কিন্তু অবিলম্বেই অপর একটি জলবিম্ব উত্থিত হইল অর্থাৎ তাঁহার মনে নবাশা প্রবল হইল। এই রূপে হুতাশনে ঘৃতপ্রদান স্বরূপ একটি আশার সমতা হইলে অপরটি প্রবল হইয়া

থাকে। সুতরাং উপর্য্যুপরি আশাপরতন্ত্র হইয়া মনুষ্য ঐহিক কার্য্যেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন। ভবিষ্যৎ সুখ-রাজ্যের বিষয় একবারও মনোমধ্যে উদিত হয় না। ইন্দ্রিয় পরায়ন হইয়া সতত বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকেন। এই প্রকারে যাবজ্জীবন অতিত হইলে শেষদশা অতীব সন্তাপদায়ক হইয়া উঠে। তখন মুমূর্ষু-কৃত্য করণে চক্ষু উন্মিলীত হয়; এবং জীবনপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাঞ্ছা হইয়া থাকে।

অদূরদর্শী নামক একজন যুবা প্রভাতে গাত্রোত্থান করতঃ সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিব বলিয়া পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন। স্বভাবের মাধুরী দর্শনে মনঃ আনন্দসলিলে প্লাবিত হইল। হঠাৎ সম্মুখে একটি মনোহর নিকুঞ্জবন দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল তথায় চির-বসন্ত বিরাজ করিতেছে, সুতরাং তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাদপ-শাখাস্থ বিহগাবলীর মধুরাস্ফুট শব্দশ্রবণে তাঁহার কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল। সর্ব্বব্যাপি মরুৎ কুসুম-সর্ব্বস্ব হরণ করতঃ মৃদু মৃদু বহন করাতে তাঁহার দেহপ্রাণ শীতল হইতে লাগিল। তিনি এই নিকুঞ্জকে সর্ব্ব-সুখের আকর মনে করিয়া দ্রুতপদে তন্মধ্যদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবলম্বিত পথ ক্রমে অপ্রশস্ত হইতে লাগিল এবং সম্মুখে একটি মনোহর ভূধর দেখিতে পাইলেন। অতএব তিনি একবার দাঁড়াইলেন এবং প্রথমাবলম্বিত পথে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিবেন কি না? তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক্ষণে দিননাথ মস্তকোপরি অধিরোহণ করতঃ প্রখর কিরণ প্রদান করিতেছিলেন। সুতরাং যে পথে যাইতেছিলেন সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলা যাইবে।

অদূরদর্শী গমন করিতে লাগিলেন। শ্যাম, নীল, পীতাদি বর্ণে সুশোভিত বনরাজী-শোভা দর্শন করতঃ মনঃ আনন্দসলিলে প্লাবিত হইল; সর্ব্বব্যাপক মরুৎ শৈলজ ঘ্রাণ বিস্তার করাতে তাঁহার অতিশয় সুখসেব্য হইয়া উঠিল; মৃদুমন্দগামী তটিনীর কল কল শব্দ শ্রবণে তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। মুনিজন মনলোভা চারুস্বভাবশোভা দর্শনে বিমোহিত হওয়াতে সময় অজ্ঞাতরূপে অতিবাহিত হইল। কিন্তু নবপথাবলম্বন সময়ে তাঁহার মনে যে উদ্বেগ উদ্ভূত হইয়াছিল সময় সময় মনোমধ্যে তাহার আবির্ভাব হওয়াতে তাঁহার পর্য্যটন কিছু কষ্টকর হইয়াছিল। অবশেষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ম্লানবদনে ক্ষণকাল ভূতলন্যস্তদৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, পাছে নববর্ত্ম দিয়া গমন করিলে কোন ভীষণ কানন মধ্যে যাইয়া পড়েন এই ভয়, তাঁহার মনোমধ্যে স্থানলাভ করিল; কিন্তু বিবেক কালবিলম্ব হইতেছে বলিয়া সতত তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এমত সময় আকাশ নিবিড়মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল; এবং ভয়ানক প্রভঞ্জন উত্থিত হইল। তখন তুচ্ছশোভাদর্শননিমিত্ত তিনি যে সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছেন তজ্জন্য অতিশয় ক্ষোভিত হইলেন। ক্রমে আকাশে ঘনঘটা

হইল এবং ভয়ঙ্কর অশনি-নিনাদ তাঁহার অনুধাবন ভগ্ন করিল। তখন তিনি কাননমধ্য হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ভূতলে প্রণত হইয়া নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সেই অনাদিনাথকে ডাকিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে গাত্রোত্থান করতঃ প্রশান্তমনে তরবারি হস্তে লইয়া পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন। বনেচরদিগের ভীষণ নিনাদ, প্রভঞ্জনের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, এবং অশনি-নিনাদ তাঁহার ভীতি বিধান করিতে লাগিল।

প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে তিনি মৃত্যু-শঙ্কা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মনে গাঢ়তর ভয়ের সঞ্চার হওয়াতে তাঁহার নিশ্বাস অবরোধ হইতে লাগিল। জানুদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল; এবং হতাশ্বাস হইয়া করাল কবলে স্বীয় জীবন অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু অদূরস্থিত পর্ণকুটিরালোক তাঁর ভগ্নমনে আশারসঞ্চার করিয়া দিল। সুতরাং তিনি তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে একটি প্রব্রজ্যাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসি তাঁহাকে অতিশয় যত্নের সহিত নিজকুটির মধ্যে লইয়া গেলেন এবং ভক্ষণোপযোগি ফল মূলাদি দান করিলেন।

আহারাবসানে সন্ন্যাসি বলিলেন, "আমি বহুদিবস এই কান্তারে বাস করিতেছি কিন্তু কখন এ ভীষণ বনমধ্যে মনুষ্যকে আগমন করিতে দেখি নাই।" এতচ্ছ্রবণে অদূরদর্শী স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমস্ত তাঁহাকে বলিলেন।

সন্ন্যাসি বৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন "বৎস! মনুষ্যজীবন অবিকল তোমার পর্য্যটন-তুল্য। ইহার প্রাক্কালে মনুষ্য বিশ্রামভবনাভিমুখে গমন করিবার আশয়ে সাধুতা নামক সরল পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু অবিলম্বে এই পথকে কষ্টকর বলিয়া পরমারাধ্য জগদীশ্বরের নিয়মশৃঙ্খলা ভগ্নকরতঃ অল্পায়াসসাধ্য সুখসম্ভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে বাসনা হয় এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তি সমুদয় জড়ীভূত হইয়া যায়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভয়প্রদ শক্তি দেখিয়া ভীত হয়েন এবং প্রথমাবলম্বিত সরলপথে আসিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু লোভরিপু ক্রমশঃ প্রবল হওয়াতে এবং বাহ্য শোভায় মন আবদ্ধ বশতঃ ইচ্ছানুযায়িক কার্য্য করিতে অক্ষম হয়েন। অবশেষে সূর্য্যাস্তের ন্যায় বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হয় এবং প্রভঞ্জন ও অশনিনিনাদ তুল্য পূর্ব্বকৃত দুষ্ক্রিয়া সকল স্মরণপথে উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তখন "দিন যাইতেছে" বলিয়া বিবেক অবিরত তিরস্কার করিতে থাকে। কিন্তু তথাচ সকলে উচিতকার্য্যে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে পারেন না। যিনি বিবেকের পরামর্শ শ্রবণে পরমেশ্বরের প্রগাঢ় প্রেমে মগ্ন হয়েন এবং পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তিনিই বিশ্বনিয়ন্তার প্রণয়ের পাত্র হইয়া থাকেন। অতএব বৎস! প্রভাতাগমনে গৃহে গমন কর এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়াও ঐহিক সুখপরতন্ত্র না হইয়া সেই করুণানিধান জগৎপিতার নিয়ম রক্ষণে যত্নবান হও।

উন্নতি।

আজ কাল ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি পক্ষে সকলেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা যে সাধ্যায়সী একথা মুক্তকণ্ঠে কে না স্বীকার করিবেন? উন্নতি বলিলে বাহ্য ও অভ্যন্তরিক উভয় বিষই বুঝায়। এই উভয়বিধ উন্নতি মনুষ্যের দৈহিক ও মানসিক শক্তিসম্ভূত বলিয়া প্রতীতি হয়। সুতরাং আমরা (বঙ্গ বাসীরা) এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য বা অগ্রসর হইয়াছি, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ বিবেচনা করিতে হইবেক যে, মনুষ্যকে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি লাভের জন্য বুদ্ধি বৃত্তি সমূহের সমুচিত পরিচালনায় নিবিষ্ট হইতে হইবেক। আদৌ বুদ্ধিবৃত্তি সুন্দর রূপে পরিমার্জ্জিত ও সুবিশুদ্ধ না হইলে কোন বিষয়েই পদমাত্র অগ্রসর হওয়া যায় না। বুদ্ধিবৃত্তিই মনুষ্যের অতুলনীয় সহায়। সেই সহায় তরি দ্বারা আমরা নানাবিধ বিঘ্ন-সঙ্কুল-সংসার-সাগর পার হইব। এই বৃত্তিদ্বারা প্রতিপদে অজ্ঞানতার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আত্মার পুষ্টি সাধন করিব। ফলতঃ আমাদের যা কিছু লভ্য তৎসমুদায়ই এই বৃত্তির প্রগাঢ় পরিচালনার উপরি সম্যক নির্ভর করে। এতদ্বিষয়ে আমরা নিরন্তর অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা কতদূর সমূলক দিব্য চক্ষে পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য। প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয় অনেক সংখ্যায় জ্ঞানবান সন্তান প্রসব করিতেছে, এমন কি, এই সংখ্যা এতদূর উপচিত হইয়াছে যে, কোনপ্রকার জীবিকাই সুলভ হইতেছে না। উদরান্ন-সংস্থান-চিন্তা কৃতবিদ্য কুলকে সমাকুল করিয়া তুলিয়াছে অর্থকরী বৃত্তি আর কাহাকেও পরিতুষ্ট করিতে পারিতেছে না। স্বাধীন বাণিজ্য বিষয়ে আপাততঃ অসুবিধা থাকায় তদ্বিষয়ে কাহারই প্রবৃত্তি নাই। যদিও কাহারও থাকে অর্থের অসঙ্গতিই সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেয়। কিন্তু এই সকল দেখিলেই এরূপ সপ্রমাণ হইবেক না যে, ভারতবর্ষের উন্নতি হইতেছে না। এটী পুরাতন কথা, উন্নতি এমন পদার্থ নয় যে, কেহ তাহার গতিরোধ করে। পৃথিবীর প্রথমাবস্থার সহিত বর্ত্তমানাবস্থাকে তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলে নিশ্চয় প্রতীতি হইবেক, যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে, দিকে দিকে, পার্থিব উন্নতি পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, সংশয়াভাব এখন উন্নতির উপকরণ সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বীয় প্রার্থয়িতব্য বিষয় লাভ করিয়া মনুষ্যকে উন্নতির দিকে পরিচালিত করে। তবে অনুন্নতি কিসে? তত্রাচ, ধর্ম্ম ও বুদ্ধির যদি উন্নতি হইল, তবে আর অবশিষ্ট কি? তবেই ত আমরা সভ্য হইয়াছি। মনে কর যদি ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়, তবে ভীতচিত্তে অন্য জাতির দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ম্রিয়মাণ আছি কেন? স্বাধীনতা-প্রিয় আর্য্য জাতির বংশজ বলিয়া বৃথা গর্ব্ব করি কেন? তবে নিষ্কাম কর্ম্মের ফলের ন্যায় আমাদিগকে উদাসীন হইতে হয়। যাহা হউক, আমাদিগের উন্নতি হইতেছে সত্য, কিন্তু

তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রকৃত অভাব পূরণ হইতেছে না, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। তবে কি উপায়ে তাহার শমতা সম্ভব? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর দৈহিক বল। আমরা সে অংশে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য আছি। বুদ্ধিবৃত্তির অনেক উন্নতি হইয়াছে। যদিচ আমরা ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার, বেকন প্রভৃতির সদৃশ হইতে পারি নাই সত্য, তথাপি তৎপথের পথিক হইতে আমাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে। কেবল ইচ্ছা নয়, ইচ্ছানুরূপ উপকরণও অনেকাংশে সংগৃহীত হইয়াছে। এখন স্বয়ংউদ্যুক্ত হইয়া শিল্পযন্ত্র প্রস্তুত করিতে কিরূপে পারি, কিরূপে নবনব আবিষ্কার আমাদিগকে অধিক সুখী করিবে, এই চিন্তাই প্রধান হইয়াছে। এজন্য যে বিজ্ঞান পদার্থাদি বিদ্যাধ্যয়ন কর্ত্তব্য তাহাও অনেক হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ তৎসমুদায়ের প্রয়োগ কৌশল আমাদিগের অনায়ত্ত রহিয়াছে। সাহস, বিক্রম, সৌর্য্য, অনন্য সাধারণ অধ্যবসায় প্রভৃতি যে সকল বল সাপেক্ষ, তদ্বিষয়ে আমাদিগের আশু অনবধান জন্মিয়াছে। আমরা যত দিনে এই বিষয়ে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইতে না পারিতেছি, ততদিন আমরা উন্নতিশীল জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিতেছি না। কেবল মুখে অভিমান করিলে কোন কার্য্যই হয় না, কার্য্যে প্রকাশ করাই প্রকৃত কথা। যখন আমরা অন্য কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণের পূর্ব্বে, রাজবিধির অনুগামী হইবার পূর্ব্বে মুষ্টির প্রতিমুষ্টি বিধান করিতে সক্ষম হইব, তখনই প্রকৃত উন্নতির অভিমান সার্থক হইবেক। দৈহিক বল ব্যতিরেকে কখনই যথার্থ উন্নতি স্পৃহনীয় বলিয়া গণ্য হয়না। তবে অসভ্য জাতিরাও ত বিলক্ষণ বলশালী, তাহারা কি উন্নতিশীল সভ্যজাতি? তাহার কারণ ভিন্ন, তাহাদের কেবল পশু নির্ব্বিশেষ বল আছে মাত্র, কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষ বা বুদ্ধি চালনা জনিত জ্ঞান নাই। সুতরাং কেবল বলে কি হইবে? হিন্দুস্থানীদিগেরও ত যথেষ্ট বল আছে। বল উৎকৃষ্ট বুদ্ধি প্রযুক্ত হইলেই সার্থ বিষয়ে মহোপকারক হয়। এবিষয়ের প্রমাণ বর্ত্তমান ইংরেজজাতি ও জর্ম্মন, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি। এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য কিসে বল বৃদ্ধি হয়? আমরা উষ্ণ কটিবন্ধ বাসী আমাদিগের উগ্রতর আহার শরীরের পক্ষে কতদূর উপকারী হইবে দেখা উচিত, সামান্য অন্ন অদন যদিও পুষ্টিকর বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তো অভিলাষানুরূপ বলবৃদ্ধি সম্ভব নয়। ঘৃতাদি যদিও সারবৎ পদার্থ বটে, তথাপি এমন কোন আহার কর্ত্তব্য যাহাতে অনিষ্ট ব্যতিরেকে ইষ্ট ফল সাধিত হয়। সে কি? মাংস? বর্ত্তমান আহার প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমে২ বলবৃদ্ধির নিদানভূত মাংসাহার একান্ত কর্ত্তব্য। একবার অনেকে অনেক প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন বটে, কিন্তু বিতণ্ডাবাপিত না হইয়া তর্ক বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক বর্ত্তমান বলবিষয়ক অভাবের পরিপূরণ পক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে এযুক্তি অনাসঙ্গিক বা অকাল যোগ্য বলিয়া বিবেচনা হইবেক না। আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে

সকলকে অনুরোধ করি, তাঁহারা বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হউন, এবং আহার প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে নিবিষ্টমনা হউন। তদ্ভিন্ন সাহস বৃদ্ধি কোন মতেই হইবেক না। সাহস তেজঃ এই দুইটী বুদ্ধিমান্ জাতিকে সত্বর উন্নতিপথে উন্নীত করে। "শাকভুক বঙ্গদেশীয়দিগের বল আবার কি?" এই দুর্নাম আর অনপনেয় রাখা কর্ত্তব্য নয়। সাহস ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে সম্পন্ন হয় না। অতএব এবিষয়ে বোধ হয় যুক্তি বৈষম্য কোন মতেই শ্লাঘনীয় হইতে পারে না। আহার পরিবর্ত্তন ভিন্ন শারীরিক বলবৃদ্ধির অন্য উপায় বিরহ। হিন্দুস্থানীরা যদিও মাংসাহার করেনা বটে, কিন্তু এ সংখ্যা সামান্য। উন্নতিকাম হইলে অভাবের প্রতি অগ্রেই বিশেষ অবলোকন করিতে হয়। ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য স্থানে ২ ব্যায়াম শালা প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। পশ্চিমাঞ্চলে এ নিয়মটী আবহমান কাল প্রচলিত আছে। তথায় এক গ্রাম মধ্যে ৩।৪টী ব্যায়াম গৃহ আছে প্রাতঃকালে একবয়স্ক যুবাগণ যথানিয়মে ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকে। উড়িষ্যা অঞ্চলেও এবিষয়ের চর্চ্চা নাই, এমন নহে। তথাকার পুরুষেরা বিলক্ষণ বলশালী কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় তাহারা হীনাবস্থায় অবস্থিত আছে। উপসংহার কালে বক্তব্য এই, মাংসাশন করিতে হইল বলিয়া একবারে বিজাতীয় প্রথানুসারে মাংসাশী হওয়া উচিত নয়। আমাদিগের নিয়মাদির বিপরীতাচরণ বা চির প্রথার উল্লঙ্ঘন অকর্ত্তব্য। যাহা অনায়াসে সমাজে থাকিয়া করা যায়, তাহাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমাদিগের শরীরের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ করিয়া চলিতে হইবেক। বলবৃদ্ধি করিতে গিয়া শেষে যেন দুশ্চিকিৎস্য রোগে অভিভূত না হই, এবং শোণিতের অত্যুষ্ণতা নিবন্ধন যে সকল পীড়া অনিবার্য্য তাহার হস্তে পতিত হইতে না হয়। দেশ কাল পাত্র ভেদে যাহা অদনীয়, তাহাই অবলম্ব্য।

ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয় বিচার সভা।

আমাদের কি সুখের দিন, গভর্ণমেণ্ট পঞ্চজন বঙ্গবাসীকে মহামান্যের সহিত বিলাতে ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বুঝাইতে প্রেরণ করিতেছেন।

একবার মহারাজাধীরাজ বল্লাল সেনের রাজ্য কালীন দ্বিপ্রহর সময়ে রাজতোরণে সহসা খটপিস ২ করিয়া কএক জন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দ্বার রক্ষকেরা যে যার লোটা টুকুনী লইয়া জঠরাগল শীতল করণার্থ উদ্‌যোগ পাইতে ছিলেন, থালা লোটা ফেলিয়া অসিচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া হাঁ করিয়া দেখিয়াছিলেন।

আগন্তুকেরা কহিয়াছিলেন, "কান্য কুব্জ হইতে আমন্ত্রণানুযায়িক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, রাজাকে আবেদন কর।"

জমাদার মস্তক চুল্কাইতে২ মনে ভাবিলেন সর্ব্বনাশ! অসি চর্ম্ম বর্ম্ম কীরিট গদা ভল্লধারী এই কি কান্য কুব্জের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। "যস্মিন দেশে যদাচার" ভাবিতে২ ভোজাপাঁড়ে (সে সময়ে বঙ্গে ভোজপুরেরা গণনীয় দ্বারবান্ ছিল,) অন্দরে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন। "মহারাজ কান্যকুব্জ হইতে আমন্ত্রিত পঞ্চজন সেপাই এসেছেন!!"

বাঙ্গালিদের "সেপাইয়ের" নামে বড় ভয় হয়। বল্লাল সেন বাঙ্গালি সুতরাং মনে ভয় হইল, আহার করিতে বসিতে ছিলেন। "সেপাই!!" বলিয়া ত্রস্ত দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, দ্বার তো বন্ধ কোরেছ।' ভোজপাঁড়ে মস্তক নাড়িয়া মহাদাম্ভিক স্বরে কহিলেন। "আজ্ঞা তাহার কি এতক্ষণ সন্দেহ আছে, ভোজপুর রহনেওয়ালা।

এতৎ বাক্যে সেনজা কিঞ্চিৎ ভরসা পাইয়া "কৈ কোথায় দেখি" বলিয়া গুটি২ বহির্ব্বাটীর এক গবাক্ষ দিয়া উঁকি মারিলেন। সত্য সত্যই কএকজন অস্ত্রধারী সেপাই। মনে ভাবিলেন, কান্যকুব্জাধিপতি বোধ হয় বিদ্রূপ করিয়া থাকিবেন, তাহা না হইলে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণস্থলে কএকজন নামকাটা সেপাই পাঠাইয়াছেন!!

মনে কিঞ্চিৎ খুন্ন হইলেন, "অদ্য বেলা হইয়াছে আর দেখা হইবে না" এই কথা দ্বারিকে বলিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

"শুষ্ক কাষ্ঠে ব্রহ্ম শাপ হইল।"

কেহ কেহ কহেন শুষ্ককাষ্ঠ ধূ২ করিয়া জ্বলিয়া গেল, কেহ২ বলেন শুষ্ক কাষ্ঠ পুনঃশাখা প্রশাখা নির্গত করিয়া পল্লবিত হইয়াছিল।

সৌভাগ্য বশতঃ রাজবাটী প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল, অগ্নিতে কিছুই হইল না। কিন্তু যে কয়েকটি কাষ্ঠনির্ম্মিত দরজা জানলা ছিল, সে সকল শাখা প্রশাখা নির্গত করিয়া (আমরা শ্রুত আছি) গৌড় রাজ্যকে ক্রমে বিজনবন করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা শ্রুত আছি যে বিলাতের হর্ম্মচয় অধিকতর শুষ্ক কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত।

এই পঞ্চজনের সেই পঞ্চজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত বদলে সেপাইর মতন আশীর্ব্বাদে অগ্নি উৎপাদন হয় তাহা হইলে বিলাত পুনর্ব্বার পুড়িয়া ভস্মরাশি হইবেক, লঙ্কাদাহর পরিচয় দেবে, আর যদি শুষ্ককাষ্ঠচয় পল্লবিত হইয়া অরণ্য হইয়া পড়ে তাহা হইলে সুন্দর বনের পরিচয় হবে। এ সমস্ত জানিয়াও যে ইংরাজেরা এই পঞ্চজনকে পাঠাইতেছেন তাঁহাদের কি ভরসা! আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণে ইহার আদ্যন্ত পাওয়া ভার। "বিধির এ বিধি, বিধি কে বুঝিতে পারে কি বা নরে কি অমরে বোধাগম্য তুমি।"

আর একবার নবাব খাঞ্জা খাঁ বঙ্গ দেশের আয়ব্যয় বুঝাইবার জন্য দুইজন বাঙ্গালীকে মহা রাজধানী দিল্লিতে প্রেরণ করেন। তাহাদিগের কর্ম্মের নৈপুণ্য দর্শনে দিল্লীশ্বর মহা সন্তুষ্ট হইয়া ছয় আনা দশ আনা জমীদারির পুরস্কার দেন।

দুস্থের বিষয় এই যে ইংরাজদিগের হস্ত গ্রহণ বিষয়ে যেমত হইবে, দান বিষয়ে সেরূপ দরাজ নহে। ইহাদের কপালে দশ আনা ছয় আনা না হউক। টাকাটা সিকাটা না হয় দুখানি নিদেন গামছা খানা কেহ ছাড়াতে পারে না। এই তৃতীয় বার—হে বঙ্গবাসীচয়! মহাবীর হনূমান্ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া শীতা দেবীকে উদ্ধার করিয়া অদ্যাবধি মুখ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। এই পঞ্চজনও সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সেই প্রকার মুখ উজ্জ্বল করিবেন তাহার সন্দেহ কি। হে বঙ্গবাসীচয় ইহাদের জন্য কি কিছুই উদ্যোগ পাইতেছ না কোন মনোযোগ পাইতেছ না। লোকে বজ্রের ঘোর ইরম্মদ শ্রবণ করিলে মামা ভাগিনেকে এক গৃহে রাখে না। এই বঙ্গের পঞ্চ রত্নকে কি ভরসায় এক জাহাজে যে পাঠাইতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যে জাহাজে পাঠান হইতেছে সেকি "লয়ডের এ ১" তাহার কোন সংবাদ রাখ না।

হে বঙ্গবাসীচয়! সে দিবস বঙ্গ মাতা তাঁহার স্বীয় ভূষণ হারা হইয়া অদ্যাবধি তাঁহার চক্ষের জল নিবারণ হয় নাই, তাহার আবার এই পঞ্চ রত্নহারের নিমিত্ত কি উপায় দেখিতেছ।

আমরা শ্রুত আছি যে সমুদ্রে যত মাল যায় তাহা বিমা (Insure) করিলে আর ভাবনা থাকে না তবে এই পঞ্চ রত্নকে বিমা করা যাউক না কেন, কিঞ্চিৎ ক্ষতি এবং সম্পূর্ণ ক্ষতি (Partial loss and total loss) তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিবেক না, জলেই ডুবুগ কিম্বা আগুনেই পুড়ুগ কিম্বা দস্যু দ্বারা নষ্ট হউক আমাদিগের দুঃখিনী বঙ্গ মাতার গলার আর খালি হইবেক না।

হে বঙ্গবাসীচয়! আমার এই নিবেদন এক্ষণে যে যাহা এই বিষয়ের নিমিত্ত পাঠাইবেন সাদরে গৃহীত হইবেক "সুভস্য শীঘ্রং।

তেজ।

তেজ যে কি পদার্থ তদ্বিষয়ে মতের অনৈক্য আছে। কোন কোন পণ্ডিত কহেন, প্রত্যেক বস্তুতেই তেজ নামে অতিসূক্ষ্ম চক্ষুর অগোচর এক তরল বস্তু আছে; ইহা বর্ণাদির ন্যায় কেবল মাত্র বস্তুর গুণ নহে, কিন্তু যে বস্তুতে থাকে তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মতে, তেজ নামে স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। তাঁহারা বলেন জগতের সকল বস্তুই চঞ্চল, সেই চাঞ্চল্য বশতঃ বস্তু সকলের পরমাণু আন্দোলনে তেজ উৎপন্ন হয়। যাহা হউক তেজ সকলেরই অনুভব সিদ্ধ। অত্যুষ্ণতা, কদুষ্ণতা, শীতলতা, তেজের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র।

যদিও তেজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের এত পরিচিত, তথাপি কোন বস্তুতে কত পরিমাণে তেজ আছে, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। এক বস্তু এক সময়ে কাহারও পক্ষে উষ্ণ অন্যের পক্ষে শীতল বোধ হইতে পারে; এমন কি তাহা আমাদের একহস্তে উষ্ণ, অন্য হস্তে শীতল বোধ হয়। সুতরাং

কোন্ বস্তুতে কত পরিমাণে তেজ আছে জানিবার জন্য তাপমান নামে এক যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে।

সর্ব্বাগ্রে কি কি দ্রব্য হইতে তেজ উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ণন করিব। তেজ একত্র অধিক সঞ্চিত হইলেই অগ্নি হয়। তেজ উৎপত্তির কারণ নানা—

১ম। ঘর্ষণ ও মর্দ্দন। কোন ২ অসভ্য জাতি দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি করিয়া থাকে। বনমধ্যে কাষ্ঠ ঘর্ষণে দাবাগ্নির উৎপত্তি সকলেই শ্রুত আছেন। পুরাকালে ভারতবর্ষে আর্য্য ঋষিরা অরণি দ্বারা যাজ্ঞিক অগ্নি আহরণ করিতেন। চকমকি ও ইস্পাত দ্বারা অগ্নি সঞ্চয় সকলেরই বিদিত। কর্ম্মকারের হাতুড়ী দ্বারা মর্দ্দন করিয়া লৌহ পেরেক কে তপ্ত লোহিত করিতে পারে।

২য়। রাসায়নিক কার্য্য। চারিভাগ গন্ধক দ্রাবকে (৪গ অ ৩) এক ভাগ জল (উ অ) মিশ্রিত করিয়া কাঁচপাত্রে রাখিলে কয়েক সেকেণ্ড মধ্যে ইহা এত উত্তপ্ত হয় যে, হস্তে ধারণ করা যায় না। চূণ ব্যবসায়িরা দগ্ধ শম্বুকাদিতে (অঙ্গীঅ) জল মিশ্রিত করিয়া বুরো চূণ প্রস্তুত করে। তখন এত অধিক তেজ হয় যে, তাহাতে দাহ্য কাষ্ঠ সংলগ্ন করিলে জ্বলন্ত হয়। বাখারি চূণ পূর্ণ গাড়ি অকস্মাৎ বৃষ্টিপাত, এবং উক্ত বিধ জাহাজ দৈবাৎ তলস্ফোটে অগ্নিময় হইয়া গিয়াছে। ফস্‌ফরস্ নামে অস্থি সমুদ্ভূত একরূপ পদার্থ আছে, তাহার ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়। চিনের দেসলাইএর অগ্ন্যুৎপাদিকা শক্তি তৎসংসর্গে হইয়া থাকে। ফস্‌ফরস্ গরম হাওয়া স্পর্শে জ্বলিয়া উঠে, তাহাতেই আলেয়ার দৃষ্টি হয়। পোটাসিয়ম্ নামে এক প্রকার ক্ষার কাষ্ঠাঙ্গার হইতে প্রস্তুত হয়। তাহার এক খণ্ড জলে নিক্ষেপ করিলে আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে।

৩য়। তাড়িতপূর্ণ বস্তুর নিকট তাড়িত পরিচালক কোন দ্রব্য রাখিলে, স্ফুলিঙ্গাকারে শেষোক্ত দ্রব্যে তাড়িত চলিত হইতে দেখা যায়। বজ্রাগ্নি তাড়িতাগ্নির উদাহরণ স্থল। বারুদ তাড়িতভারস্পর্শে জ্বলন্ত হয়, এই নিয়মে মগ্ন জাহাজের দ্রব্যাদি উত্তোলিত হইয়া থাকে। অতি কঠিন ধাতু প্লাটিনম্ও তাড়িতাগ্নির দ্বারা গলিয়া যায়।

৪র্থ। সূর্য্য। সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত তেজ আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। সূর্য্যকান্তমণিতে সূর্য্যকিরণ ঘনীভূত করিলে অগ্নিপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

৫ম। পৃথিবী। নিজ পৃথিবী তেজের আধার। যদিও ইহার তলে আমরা তেজ প্রত্যক্ষ না করি, কিন্তু যতই আমরা পৃথিবীর নিম্নে গমন করিতে থাকি, তেজের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। এজন্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, পৃথিবীগর্ভে প্রচুর অগ্নি আছে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভেদে তেজ দ্বিবিধ। তেজ ইন্দ্রিয় (স্পর্শেন্দ্রিয়) দ্বারা প্রত্যক্ষ হইলে আদ্য, এবং ইন্দ্রিয় দ্বায়া প্রত্যক্ষ না হইয়া যথা করকাদিতে, তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরিজ্ঞাত হইলে দ্বিতীয়। শেষোক্ত প্রকারের কথা পরে বলা যাইবে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তেজ সম্বন্ধে

বস্তুর অবস্থাকে তাপ কহে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তেজের হ্রাস বৃদ্ধিতে তাপেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। তাপ পরিমাণার্থ যে যন্ত্রের ব্যবহার করা যায়, তাহাকে তাপমান কহে। প্রথমে তদ্বিষয়ে দুই চারিটী মূল কথা বলা আবশ্যক।

যখন দুই বস্তু, যথা জল ও তৈল, এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে, পরস্পরকে সংলগ্ন করিলে তেজ সম্বন্ধে কাহারও অবস্থা পরিবর্ত্ত না হয়, তখন তাহারা সমান তাপে আছে কহা যায়। এখন তৃতীয় বস্তু পারদ যদি তৈলের সহিত সমতাপ হয়, তাহা হইলে জলও পারদের সহিত সম তাপ হইবেক। এতদ্রূপ কতকগুলি বস্তু মিশ্রিত করিলে, তেজ বিষয়ে তাহাদের অবস্থা অপরিবর্ত্ত থাকিবে। এই সকল বস্তুকে সমতাপ কহে।

অপর, ঐ জল ও তৈলকে পরস্পর সংলগ্ন করিলে যদি জল তৈলের কতক তেজ হরণ করে, তাহা হইলে জল অপেক্ষা তৈলের তাপ বেসী বলিতে হইবে, এবং যদি তৈল জলের তেজ হরণ করে, জল অপেক্ষা তৈলের তাপ কম বলিতে হইবে। কিন্তু পরিশেষে উভয়ে একীভূত তাপ প্রাপ্ত হইবে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সুরা।

ধন্য গো বরুণ সুতা বারুণী সুন্দরী।
প্রণতি চরণে তব ওগো সুরেশ্বরী॥
বোতলবাসিনী সুরে! তরঙ্গ রূপিণী।
ভুবন মোহিনী, নরে আনন্দ দায়িনী॥
আসিয়ে ভবের মাঝে কি খেলা খেলিছ।
কি অজ্ঞ, কি বিজ্ঞ, জ্ঞানী সবে মজায়েছ॥
বিশেষ বঙ্গেতে এসে বেড়েছে গৌরব।
চতুর্দ্দিকে ছুটিয়াছে যশের সৌরভ॥
শনিবার বার তব, পূজে সেই দিনে।
যতেক নব্যের দল আনন্দিত মনে॥
গায়িছে তোমার গুণ ... ।
মেতেছে তোমার প্রেমে
ভুলেছে প্রেয়সী-প্রেমে, অ...
ভজেছে তোমারে, আর কিছু ন...
মাতা, পিতা, সুত, সুতা, আত্ম বন্ধু...।
ত্যজেছে সংসার, সার তোমার চরণ॥
তোমার তরল মূর্ত্তী হেরিলে নয়নে।
পৃথিবী অমরাবতী জ্ঞান করে মনে॥
তোমার আবাস স্থান যদি শূন্য হেরে।
ত্রিসংসার শূন্যময় নিরীক্ষণ করে॥
তৃষিত চাতক সম ভাবিয়ে বিকল।
আসিয়ে কখন তুমি বরষিবে জল॥
যখন আসিয়ে তুমি হও অধিষ্ঠান।
হেরিয়ে তোমারে সবে জুড়ায় পরাণ॥
তোমার আস্বাদ সুরে, যে জন পেয়েছে।
জনমে কখন নাহি ভুলিতে পেরেছে॥
তোমার বিপক্ষে যদি কেহ কহে কথা।
জনমে তাহার সঙ্গে বিষম শত্রুতা॥
তোমার প্রেমের পাত্র হইতে যে পারে।
তাহাকে পরম মিত্র মনে জ্ঞান করে॥
আশ্চর্য্য ক্ষমতা তব, অপার মহিমা।
তোমার গুণের সনে কি দিব উপমা॥
কি গুণে বেঁধেছ ভেবে স্থির নাই পাই।
বলিহারি যাই, ওগো বলিহারি যাই॥

পেতেছ মায়ার জাল সংসার কান্তারে।
মানব বিহঙ্গ তাহে, আনন্দে বিহরে॥
জানেনা পেতেছ তুমি মায়াময় ফাঁদ।
জানেনা ঘটিবে শেষে বিষম প্রমাদ॥
তোমার কুহক জালে হয়েছে জড়িত।
করিলে হিতের চেষ্টা, ভাবয়ে অহিত॥
যেমন বিড়াল এক খাদ্যের লোভেতে।
পতিত হইয়াছিল, ব্যাধের জালেতে॥
সখ্যিযন্ত্রাত তুই খণ্ড মূষিক সুধীর।
করিয়া থাকে। জাল, করিল বাহির॥
দাবাগ্নির উংচার পাপিষ্ঠ মার্জ্জার।
ছেন। প্রহারে শেষে করিল আহার॥
যিরা গ হিত চেষ্টা করে যেই জন।
রন্যত হয়েন, তারে করিতে নিধন॥
এখানে এসেছ সুরে, কি কার্য্য সাধিতে।
ছিন্ন ভিন্ন করিলে গো সোণার ভারতে॥
স্বস্থানে প্রস্থান কর, করি প্রণিপাত।
করিছে বঙ্গের নারী, সদা অশ্রুপাত॥
তোমার দৌরাত্ম্যে সুরে, দেখনা হেথায়।
করিছে ক্রন্দন, ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
মেতেছে উহার পতি তোমারে লইয়ে।
তাই গো কান্দিছে ধনী ধরাতে পড়িয়ে॥
কেঁদনা কেঁদনা সখি! কেন কাঁদ বৃথা।
জাননা কি তুমি? এবে দেশের সভ্যতা॥
তুলেছে নব্যের দল সভ্যতা নিশান!
লেখা তাতে, সবে মিলে কর সুরাপান॥
বিয়ার, স্যামপেন, সেরি, মদ্য কত শত।
ব্রাণ্ডি, পোর্ট, রম, পান কর অবিরত॥
পাইবে তাহাতে সবে প্রচুর আমোদ!
পান করে পান যেন অতুল সম্পদ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ ধরে তান।
কাহারো শয্যায় শুয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
বিকারের রোগী সম করে ছঠ ফঠ।
কেহ বা দৌড়ায় পথে করি ফঠ ফঠ॥
ছাড়েন ইংরাজী ড্যাম, ইষ্টুপিট, ফুল।
একেবারে পড়ে যায় মহা হুল স্থূল॥
কেহ বা ঘুরায় লাঠী মুখে মার মার।
হায়রে সভ্যতা, তোর পায়ে নমস্কার॥
করিয়া সুরারে পান পাইয়াছে বল।
এইবার বুঝি পৃথ্বী দেয় রসাতল॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লবে যমের যমত্ব।
সামাল সামাল সবে আপন রাজত্ব॥
একমাত্র বীরবাহু ছিলরে লঙ্কায়।
শত২ বীরবাহু জন্মেছে ধরায়॥
মদেতে গর্ব্বিত, দেখে ধরা সরাখান।
হায়রে, জানেনা শেষে হারাইবে প্রাণ॥
তোমারে করিয়ে পান কত অভাজন।
গমন করেছে হায়, শমন ভবন॥
শয়ন করেছে কেহ অনন্ত শয্যায়।
উঠিবেনা উঠিবেনা আর পুনরায়॥
কেহ বা দিয়াছে ঝাঁপ ভাগীরথী জলে।
কেটেছে ভার্য্যারে কেহ তীক্ষ্ণ তরবালে॥
কেহবা প্রাণের পুত্র করেছে নিধন।
কেহ পোড়ায়েছে গৃহ দিয়া হুতাশন॥
তথাপি তোমারে কেহ ছাড়িতে না চায়।
না জানি কি গুণ তব হায় হায় হায়॥
সবিনয়ে করযোড়ে করি নিবেদন।
সস্থানে প্রস্থান তুমি করগো এখন॥

শ্রীমতী + + দেবী।

আমরা এই প্রবন্ধটী কোন এক ভদ্র মহিলার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করিলাম। আশা করি সুরাপায়ী মহাত্মারা বিশেষতঃ প্রেরয়িত্রীর স্বামী বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিবেন।

সম্পাদক।

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ" ॥

মাসিক পত্রিকা।

১ পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৸৹ টাকা [৪র্থ খণ্ড।

আর্য্যেতিহাস।

২য় পরিচ্ছেদ।

বাণিজ্য।

"বাণিজ্যে বশগা লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" এই শীর্ষস্থ বাক্য আর্য্যদিগের বাণিজ্যবিধায়িনী বহুজ্ঞতার পরিচায়ক ফলস্বরূপ। বাল্মীকীয় রামায়ণের আদিকাণ্ডে নারদবাক্য সংগ্রহ "বণিগ্‌জনঃপণ্যফলত্বমীয়াৎ"বণিগ্‌জন রামায়ণ শ্রবণ করিলে পণ্যফল প্রাপ্ত হয়, ইহাও বাণিজ্য বিষয়ক আমোঘ বাক্য, উপরিস্থ উভয় বাক্যই বাণিজ্য বিষয়ক উন্নতির পরিচয় স্বরূপ, আর্য্যদিগের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ বাণিজ্য যে সবিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল, তাহাতে অনুমাত্র ভিন্নভাব জন্মেনা। তাঁহারা পূর্ব্বে পূর্ব্ব উপদ্বীপের অন্তর্গত প্রাগ্‌জ্যোতিষ (শ্যাম) প্রভৃতি দেশে এবং মলক্কা দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। রঘুবংশে দিগ্বিজয় বর্ণন স্থানে শ্যামদেশ জয় করণ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম, যখন ভারতবর্ষে আপন ক্ষমতা অপ্রতিহতরূপে চালনা করে,তখন বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তখন তক্ষশীলা হইতে তাম্রলিপ্তী পর্য্যন্ত বাণিজ্যশ্রী ভারতের গৌরবপতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্যের সগর্ব্ব বর্ণনা বোধ হয় অদ্যাপি সকল ভারতবাসীর হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক আছে। ভারতের গত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর মূলই বাণিজ্য। কেবল ইন্দ্রপ্রস্থ কেন, অমররা-

জের অমরাবতীও ধরণীধামস্থ নগররাজীকে উপহাস করিত। ভট্টিকাব্যকার অযোধ্যাবর্ণনে লিখিয়াছেন, যে কোশল রাজধানী ঊর্দ্ধস্ফুরিত রত্নাবলী দ্বারা ইন্দ্রের রাজধানীকে উপহাস করিয়া (ঊর্দ্ধ স্ফুরদ্রত্নমরীচিকাভিঃ স্থিতাবহস্যেব পুরং মঘোনঃ) আত্মগরিমা প্রকাশ করিত। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তখন ভারত রাজ্যস্থ নানাদেশীয় রাজন্যগণ কত প্রকার ভোগ্য ভোজ্য দ্রব্য উপহার দিয়াছিলেন। সেটিও বাণিজ্যের ফল, বিশেষতঃ অযোধ্যা ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি রাজধানী প্রধান প্রধান নদীতটে অবস্থিত ছিল, এবং আর্য্যদিগের বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় প্রত্যেক নগরের বাণিজ্য অতি সুসমৃদ্ধ ছিল। তাঁহারা নগর বর্ণনার প্রথমেই পণ্যবীথিকার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। সে সকলের বাহ্য সৌন্দর্য্যের অতি বর্ণন, তাঁহারা বিশদরূপে করিয়া গিয়াছেন। আর ঐ সকল রাজধানী চিরসমশ্রোতস্বিনী তটিনী তটে নির্ম্মিত থাকা বশতঃ বাণিজ্যশ্রী ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল ভিন্ন হীনপ্রভ হয় নাই। পূর্ব্বে এমন নগরী বা এমন রাজধানী ছিল না, যাহা কোন না কোন নদীতটে অবস্থিত ছিল না, মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরী গ্রন্থে যে বিদিশানাম্নী রাজধানীর মহতী বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাও শিপ্রাতটে অবস্থিত ছিল, এবং বণিগ্‌দিগের বিপণিসমূহে সুসজ্জিত পণনীয় দ্রব্যের মনোহর রচনা পাঠ করিলে তাৎকালিক বাণিজ্য বিষয়িণী ক্রমোন্নতি হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়া থাকে। কিরাজোপযুক্ত কি বিলাসিগণের বিলাসলালসোপযোগি সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই উপাদেয় ছিল। বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত এরূপ উত্তম দ্রব্যজাত অপ্রাপ্য ভিন্ন সুপ্রাপ্য হইত না। এটি কি আর্য্যগণের বাণিজ্যের অকৃত্রিম উদারতা মিশ্রিত বণিগ্‌ভাবের পরিচয় নয়? আজ কাল বাণিজ্যের মধ্যে যে রূপা কাপট্য অপলাপ প্রবেশ করিয়া ইহার উন্নতি বৃক্ষে ঘুণ ধরাইতেছে, পূর্ব্বে তদ্রূপ ছিল না। পূর্ব্বকার বাণিজ্য দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে অকৃত্রিম ছিল, এখন কৃত্রিমতার প্রাদুর্ভাব অধিক। এজন্য এখনও লোকে বলে যে, ভাল দ্রব্য পাওয়া যায় না অথচ টাকা যায়। লোক যত চাতুর্য্যশালী হইয়াছে, লাভপরায়ণ ব্যবসায়ীরাও তদ্রূপ প্রবঞ্চনা করিতেছে। বেদে অশ্বিনীকুমার ও মিত্রাবরুণের সৌন্দর্য্য এবং বিলাস বিজৃম্ভিত পরিচ্ছদ পারিপাট্যের যে বর্ণনা আছে, তন্মধ্যেও বাণিজ্য চিহ্ন দৃষ্ট হয়, বাণিজ্য বিলাসিদিগের একান্ত উপযোগী, বাণিজ্য ভিন্ন, নানা দেশাগত মনোহর দ্রব্য সকল কোথায় পাওয়া যাইত। পুরাণ ও কাব্যাদিতে রাজসভার বর্ণন পাঠ করিলে আনুসঙ্গিক পূর্ব্বতন বাণিজ্যকেও প্রশংসা করিতে হয়, নতুবা এক রাজার রাজত্বে কিছু নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায় না। যদি কেহ এরূপ বলেন যে তাহা আর্য্যগণের কল্পনাশক্তির ফল, অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রসাদে লোক মনোমোহক হইয়াছে, কিন্তু কল্পনা এমন কোন বিষয় আনিতে পারে নাই যাহা সর্ব্বতোভাবে অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টচর।

বিশ্বমধ্যে আগ্রহকর ভাব অধিষ্ঠান হইয়াছে, তৎপরে মনোবৃত্তি মধ্যে মেগভানু ভাবকতা বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। যে কখনও দীপালোক দর্শন করে নাই, সে কি রূপে দীপালোকের প্রকৃতি অবগত হইয়া তদ্বর্ণনা করিবে? আর অবচ্ছেদাবচ্ছেদে আর্য্যগণের কল্পনাশক্তি সর্ব্বত্র লব্ধ প্রবেশ হয় নাই। কল্পনার বিষয় অন্যবিধ। অপর বাণিজ্যবিষয়ে আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্যগণ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন, যথা সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহ, বা পোতবণিক্, ও স্থল বণিক্ মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, প্রতীহারী রাজামাত্যের নিকট হইতে একখানি পত্রিকা আনিয়া রাজা দুষ্মন্তকে দিলেন, তিনি দেখিলেন (অনুবাচ্য) "কথং সমুদ্রব্যবহারী সার্থবহো ধনমিত্রনামকো ব্যসনে বিপন্নঃ, অনপত্যশ্চ কিল তপস্বী। রাজগামী তস্যার্থ-সঞ্চয় ইত্যেতদমাত্যেন লিখিতং" ইহার অর্থ এই যে সমুদ্রবণিক ধনমিত্র নৌকা মজ্জনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে বেচারি অনপত্য সুতরাং তাহার অর্থ রাজকোষ ভুক্ত হইবেক, অমাত্য এই লিখিয়াছেন। এই উদ্ধৃত বাক্যে পোত বণিকের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শ্রেষ্ঠী বণিক্‌জাতি বিশেষ এই ব্যবসা করিতেন। কথাসরিৎসাগরে যে শ্রেষ্ঠীদিগের বর্ণন আছে, তাহাও এই বাক্যের প্রামাণ্য সংস্থাপন করে। বৃহৎ বৃহৎ জলযান সকল এই বিষয়ের উপযোগী ছিল, তদ্দ্বারাই সমুদ্রাদিতে গমনাগমন হইত, শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল গমন সকলেই জানেন, অনেক বণিকই সিংহলে ও মালক্কা উপকূলে বাণিজ্যার্থী হইয়া যাইত। এই বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পুরাণবিশেষে ভারতবর্ষীয় সমস্ত নদীর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, আবার অনেক নদীকে 'সুনাব্য' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যে নদীতে চিরকাল নৌকা গমনাগমন করিতে পারিত, তাহাই সুনাব্য, তদিতর নদী, সুনাব্য নহে। বাণিজ্য বিধায়িনী শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন নদীর এরূপ অবস্থা ব্যঞ্জক নামকরণ হওয়া সম্ভব পর নয়। মহাভারতে মহাত্মা ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে, 'মহারাজ! আপনি বণিকদিগকে স্বাধীন রূপে আপন রাজ্যেতে প্রবেশ করিতে দিয়া থাকেন? এই ব্যাসবাক্য কি পূর্ব্বতন বাণিজ্যের পরিচায়ক নয়? বৈদিক সংহিতায় পশুপালন রূপ বাণিজ্যের উল্লেখ আছে, সময়ে সময়ে বাণিজ্যের উন্নতি ভারতলক্ষ্মীকে অচলা রাখিয়াছিল, এই প্রবন্ধের শীর্ষস্থ বাক্য সামান্য কবিতা নয়, উহা বহু দর্শনজাত গাথা স্বরূপ, সাধারণের কণ্ঠে বিরাজমান হইয়া সকলকে বাণিজ্য বিষয়ে উত্তেজিত করিবে, ইহাই উহার তাৎপর্য্য, ভারত এমন বাণিজ্য জন্য অতিদূরদেশবাসীদিগের হস্তগত হইয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বতন বাণিজ্য কে স্মরণ করে?

কৃষি।

অমরকোষকার অমর সিংহ ভূমিবর্গে ভূমিপর্য্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "উর্ব্বরা

সর্ব্বশস্যাঢ্যা স্যাদুষঃ ক্ষারমৃত্তিমা" তিনি নিজে ভূমির অবস্থা দর্শন করিয়াই যে এরূপ লিখিয়াছিলেন এমন নয়, তিনি বিশ্বাদি সুবহু প্রাচীন কোষ সকল স্বয়ং উদ্ঘাটন করিয়া এবং বৈদিক সংহিতা ও বেদনির্ঘণ্ট প্রভৃতি অভিধান দর্শন করিয়াই, এরূপ শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বহুপূর্ব্বে যে ভারতে কৃষির উন্নতি হইয়াছিল, এরূপ ভাববোধক শব্দ তাহারই সমূলকতা প্রতিপাদন করিতেছে। কেবল অমরকোষের বয়স ধরিলেও প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঐ শব্দ রচিত হইয়াছিল, সুতরাং দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে কৃষি সম্বন্ধে কতদূর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহা উক্ত বাক্যই তার স্বরে বলিতেছে। ফলবতী কৃষি ভারতের মৃত্তিকা মধ্যে বিলক্ষণ অনুস্যূত রহিয়াছিল, এখনও রহিয়াছে। ভারতের এই গুণ থাকাতে ইহাকে নানাবিধ উৎপাতের হস্তে পতিত হইতে হইয়াছে, বৈদেশিক রাক্ষসগণ ভারতের শস্য শোণিত চোষণ করিতে কম করেন নাই। এই জন্য ভারতভূমি আপন আপন সন্তানদিগকে কত অসহ্য যন্ত্রণায় যন্ত্রিত করিয়াছে ও করিতেছে। কৃষির জন্য ভারত পৃথিবীর উপরি আত্মগরিমা প্রকাশে সমর্থ। ভারতে যাহা আছে যদি ভারতবাসীরা তাহাই আশানুরূপ ভোগ করিতে পায়, তবে অন্য দেশের নিকট ক্ষণৈক জন্যও প্রার্থনাপর হয় না। বরং অন্যদেশ অহরহ প্রার্থী হইতে পারে। এমন ভারত বৈদেশিক বণিগ্‌দিগের কোষ পরিপূরণে নিযুক্ত, সাধে কি নিযুক্ত বাধিত করিলে কেনা নিযুক্ত হয়? অমরকোষে ঈষা (লাঙ্গল- দণ্ড) ও সীতা (লাঙ্গলপদ্ধতি) এই দুইটী শব্দের অর্থ আছে, পূর্ব্বে আর্য্যগণ বর্ত্তমান হলযন্ত্র দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সেই হলযন্ত্র এখনও তদবস্থ আছে। তাহার রূপের ব্যত্যয় হয় নাই, (কে করে?) তাঁহারা কথায় কথায় ভৌমিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন। মহাকবি বাল্মীকী "সুনিষ্ফলং রাজমিবোপ্তমুষরে" এই বাক্য অনেকবার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উপ্ত বীজ যে রূপ ক্ষার মৃত্তিকাতে ফলপ্রসূ হয়না তদ্রূপ। তাঁহারা কৃষি ব্যাঘাতক, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সলভ, মূষিক, খগোৎপাত, ও প্রত্যাসন্ন নৃপতি এই গুলিকে 'ঈতি' শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে আর্য্যগণের কৃষিবিষয়ে জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল। কোন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা না জন্মিলে তদ্‌বিষয়ের দোষ গুণ প্রদর্শন করা যায় না। ইহাও তদ্রূপ, বর্ত্তমান হলযন্ত্র তাঁহারাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যন্ত্রের প্রকৃতি দর্শনে বোধ হয় অনধিক মৃত্তিকা খনিত হইলেই শস্যোৎপাদনোপযোগিনী হইত। বলদেবের পরম প্রিয় হলযন্ত্র সকলেই জানেন, সে কি সামান্য দিনের কথা, মহাকবি মাঘ, বলদেবের বীর্য্যবত্তার যাদৃশ বর্ণন করিয়াছেন, হলযন্ত্রেরও তাদৃশ বর্ণনা করিয়াছেন। এই হলযন্ত্র দ্বারা কৃষ্ণাগ্রজ যমুনাকে অনেকবার নিজ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। হলায়ুধের হলযন্ত্র বহু প্রাচীন বলিতে হইবেক। স্থানে স্থানে শস্য বিঘাতক অবগ্রাহর বর্ণন আছে। কৃষির জন্যই তাঁহারা নিরীহ, কৃষিকার্য্যোপযুক্ত গো-

জাতির এত মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই জন্য প্রাচীন ও আধুনিক স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ গোপগণের কঠিন নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, একেত গোজাতি সুধোপম পয়ঃপ্রসবিনী, তাহাতে কৃষিকার্য্য ইহাদিগের সাহায্য ভিন্ন হইবার নয়, এই ভাবিয়া গোপালন সম্বন্ধে যে সকল দুঃসাধ্য নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বহ্বায়াস স্বীকার করিলেও গৃহস্থের সহজানুষ্ঠেয় নয়, এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আর্য্যগণ উত্তমরূপে বুঝিতেন, যে জাতি আমাদিগের জীবনের গুরুতর ক্রিয়া সকল নিরন্তর অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে সবিশেষ পূজাই কর্ত্তব্য। এই জন্যই তাঁহারা গোজাতিকে নিতান্ত স্নেহস্থানীয় পুত্র কলত্রাদির তুল্য মনে করিতেন। এই জন্যই "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাস্তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ" এই রূপ স্বেচ্ছাচার বর্জ্জিত নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, নতুবা পদে পদে পশু নাশ হয়, সোদর পূরণই যদি পশুনাশের এক মাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে অল্পদিন মধ্যে পশুবংশ লোপ পাইবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ সামান্য স্থলে পশুবধ স্বেচ্ছাজনিত হইলে মহানিষ্ট উৎপন্ন হয়। গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন কৃষির জন্যই হইয়া থাকিবে, আশ্রমবাসী ঋষিকুলও গোজাতিকে সৎকার করিতেন। কৃষিবিষয়ে পূর্ব্বতন রাজগণ এত ব্যগ্র ছিলেন, যে মহারাজ রামচন্দ্র সর্ব্ব প্রথমে "ধান্যস্য কুশলং বদ" জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শত শত স্থানে পুরাণোপপুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে রাজ্যে অনাবৃষ্টি বশতঃ কৃষি না হওয়ায় রাজা নিতান্ত উন্মনা হইয়া পুরোহিত মন্ত্রী ও স্বরাজ্যবাসী মুনিকুলকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিতেন, কেহ কেহ বা বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, যজ্ঞীয় ধূমরাশি আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পর্জ্জন্য দিগকে তুষ্ট করিল, অমনি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে বিশেষ এই কার্য্যের জন্য ব্যাপৃত থাকিত। মহাত্মা মনু শূদ্রধর্ম্মের প্রকরণে কৃষি ও দ্বিজসেবাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষির অধিক আদর ছিল, এজন্য ধান্যও রত্ন মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, অদ্যাপি মাঙ্গলিক অধিবাস কার্য্যে ধান্যও গৃহীত হইয়া থাকে। (মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য) যে ধান্য বহু পরিশ্রমের ফল, তাহা দরিদ্রাবস্থ আর্য্যগণের রত্নতুল্য কেন না হইবে? পূর্ব্বে রীতি ছিল, প্রধান রাজগণ শুভদিনে শুভক্ষণে স্বয়ং লাঙ্গল ধারণ করিয়া কৃষিকার্য্যের সম্যক উৎসাহ প্রদান করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় পর্জ্জন্য রূপী ইন্দ্রের স্তোত্র আছে, তদ্দ্বারা প্রার্থনা করা হইয়াছে, "হে ইন্দ্র! তুমি বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীকে শস্যশালিনী কর।" ইন্দ্র উচ্চস্থান স্বর্গে থাকিতেন। বৃষ্টিও আকাশ হইতে পতিত হইত, দেখিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে মেঘবাহন বলিয়া জানিতেন। যাহা হউক সৌরকিরণে যে জলরাশি বাষ্পাকার ধারণ করিয়া মেঘরূপে পরিণত হইত, তাহা তাঁহারা জানিতেন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন, "সহস্রগুণমুৎসৃষ্টুমাদত্তে হি রসান্ রবিঃ" সূর্য্য সহস্রগুণে জলবর্ষণ করিবার

জন্যই রস আকর্ষণ করিয়া থাকেন ইতি।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

পুরাবৃত্ত।

(ভারতবর্ষ)

পাঠকগণ! আমরা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু নিরপেক্ষরূপে একখানি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস লেখা যে কতদূর দুষ্কর তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। আমাদিগের প্রাচীন পুরাবৃত্ত লেখকেরা কবি ছিলেন, সুতরাং প্রকৃত ঘটনার বিবরণ লেখা অপেক্ষা কবিত্বশক্তি প্রকাশ করাই তাঁহাদিগের প্রধান অভিপ্রায় ছিল; এমন কি, স্থলে স্থলে ঘটনা সকল এপ্রকার রূপকরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে প্রকৃত ঘটনা সকল নির্ণয় করা অতিশয় কষ্টকর, কিন্তু এতদপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাবধি কেহই স্বাধীনভাবে ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন নাই; এবং যে দুই এক জন ইতিহাস লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমাদিগের ইংরাজ পুরাবৃত্ত লেখকদিগকে অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বহু শ্রমসাধ্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া তন্মধ্য হইতে অপূর্ব্ব আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু তথাচ আমরা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য তত্ত্বানুসন্ধানে বিরত হইতেছি। এতদপেক্ষা সন্তাপদায়ক বস্তু কি আছে। অপক্ষপাত রূপে বিচার করিতে গেলে, আমাদিগের রামায়ণ এবং মহাভারতকে ইতিহাস বলা যাইতে পারে। এই পুস্তকদ্বয়ে যে সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই প্রকৃত, কিন্তু কেবল কবিদিগের বর্ণনা বলিয়া স্থলে স্থলে প্রকৃত ঘটনা সকল নিরূপণ করিয়া লওয়া দুষ্কর হইয়া থাকে। এবং পূর্ব্বে শব্দ সকলের যে অর্থ ছিল এক্ষণে তাহার বৈলক্ষণ্য হওন হেতু স্থল বিশেষে লেখকদিগের মর্ম্মানুধাবন করা অতীব দুষ্কর হইয়া উঠে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে "নাগ" শব্দের আমরা এক্ষণে যে অর্থ করি; বোধ হয় রামায়ণ কবি সে অর্থে "নাগপাশ" শব্দ ব্যবহার করেন নাই; এবং বোধ হয় নাগপুরবাসীরা একপ্রকার পাশ (রজ্জু নির্ম্মিত অস্ত্র) প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং তাহারই নাম "নাগপাশ" দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু "নাগ" শব্দের অর্থ 'সর্প' এই বলিয়া কবি "নাগপাশ" সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণেই সর্পের বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা স্বকীয় অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এবং মহাভারত প্রণেতাও ঐ রূপে "নাগ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং পরীক্ষিতের সর্পদংশন সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, তিনি যে "তক্ষক" কর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছিলেন তাহা একজন নাগপুরবাসীদিগের প্রধানতম বীরপুরুষের নাম মাত্র, কিন্তু কবি স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার নিমিত্ত "তক্ষক" শব্দ "নাগবিশেষ" অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু মাদৃশ লোকদিগের এপ্রকার দুর্ব্বিগাহ বিষয়ে অবগাহন চেষ্টা কেবল প্রাগল্‌ভ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং এক্ষণে বৃথা বাগাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

পাঠকগণ! আমরাও যে এই ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত নিরপেক্ষরূপে লিখিব তাহা নয়, তবে স্থলে স্থলে বর্ণিত আচার ব্যবহার সম্বন্ধে স্বমত প্রকাশ করিব, কিন্তু যদ্যপি কোন স্থলে আমাদিগের স্বমত প্রকাশে কিছু ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে গুণগ্রাহী পাঠকবৃন্দ দোষ পরিহার পূর্ব্বক তাহা কোনরূপে আমাদিগকে অবগত করাইলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব ও ভ্রমপ্রমাদ সকল সংশোধন করিয়া দিব।

অতি প্রাচীন কালাবধি আমাদিগের রত্নবতী ভারতভূমির নিমিত্ত সকলজাতিই লালসিক ছিলেন। পোর্টুগিজ্ প্রভৃতি ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষের রত্ন হরণে লোলুপ হইয়া বাণিজ্যছলে এখানে আসিয়াছিলেন। এবং ইহার আরো পূর্ব্বে মাসিডনাধিপতি আলেকজণ্ডর এই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু এই সমস্তের বিবরণ লেখার পূর্ব্বে আমরা ভারতবর্ষের স্বাভাবিক অবয়বাদির কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা করি।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

চারুক্ষ।

খ্রীষ্টাব্দের সপ্তদশ সতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডবাসিরা প্রথম এই বৃক্ষপত্র ইউরোপে লইয়া যান। তৎপূর্ব্বে ইউরোপবাসিরা এতৎ সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। কিন্তু এক্ষণে উক্ত মহাদ্বীপে ইহা সর্ব্ব সাধারণের পানীয় দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে। শতশত অর্ণব-পোত ইহার বাণিজ্য কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং বহুসংখ্যক রাজকর উক্ত দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে। এই বৃক্ষ প্রথম চীন এবং জাপান হইতে লইয়া যাওয়া হয় এবং ইহা উক্ত সাম্রাজ্যদ্বয়ের স্বভাবজাত। প্রাচীনকালাবধি উক্ত সাম্রাজ্যে ইহার চাষ হইয়া আসিতেছে। চীনেরা ইহাকে "চা" অথবা "খা" এই অভিধেয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহাকে "চা" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে এবং ইংরাজেরা ইহার নাম "টি" রাখিয়াছেন।

এই বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। চীনেরা ইহার বীজ সকলকে চার কিম্বা পাঁচ ফিট অন্তরে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক রোপণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক স্থলে ৭ কিম্বা ৮ টি করিয়া বীজ বপন করা হইয়া থাকে, কারণ ইহার সকল বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্ভব হয় না। এই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যভাগস্থ ভূমি পরিষ্কার রাখিতে হয় এবং বৃক্ষ সকলকে অধিক উচ্চ হইতে দেওয়া হয় না, কারণ তাহা হইলে পত্রসংগ্রহ সময়ে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিয়া উঠে। রোপণের তিন বৎসর পরে পত্র সকল সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং ছয় অথবা সাত বৎসরের পরে বৃক্ষ সকলের উৎপাদিকা শক্তি এত কম হইয়া আসে যে, উহাদিগকে কর্ত্তন করতঃ তৎস্থলে পুনরায় নূতন বীজ বপন করা হয়।

ইহার ফুলসকল শ্বেতবর্ণযুক্ত এবং প্রত্যেকের মধ্যে একটি অথবা দুইটি শুক্লবর্ণ বীচি দৃষ্ট হয়। এই গাছ সকল উচ্চ

অথবা নিম্ন উভয় স্থলেই বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু প্রস্তরময় ভূমিসকলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বৃক্ষ সকলের বয়ঃক্রমানুসারে প্রত্যেক বৎসরে একবার অথবা চার বার পত্র সকল সংগৃহীত হয়। সচরাচর প্রায় বৎসর মধ্যে তিন বার পত্র সকলকে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। বৈশাখের প্রারম্ভে যে সমস্ত পত্র সংগৃহীত হয় তাহাদিগের বর্ণ অত্যন্ত সুন্দর এবং গন্ধ অতিশয় মনোহর; আষাঢ় মাসে যে সকল পত্রকে একত্রিত করা হয় তাহাদিগের বর্ণ তাদৃশ সুন্দর নহে এবং পূর্ব্বোক্ত পত্র সকলের ন্যায় তাহাদিগের কোন বিশেষ গুণ লক্ষিত হয় না। আশ্বিন মাসে যে সকল পত্র সংগৃহীত হয়, তাহাদিগের বর্ণ ঘন নীলপীতমিশ্রিত, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পত্র সকলের ন্যায় কোন উৎকৃষ্ট গুণ নাই।

পত্র সকল সংগৃহীত হইলে তাহাদিগকে অগভীর ক্ষুদ্র করণ্ডিকায় স্থাপন করতঃ কিয়ৎক্ষণ বাতাসে অথবা সূর্য্যোত্তাপে রাখা হয়। তৎপরে তাহাদিগকে একটি লৌহ নির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন করতঃ অনলোপরি রাখিয়া মধ্যে মধ্যে পত্র সকলকে কুঁচির দ্বারা উত্তেজিত করা হইয়া থাকে। তদনন্তর পুনর্ব্বার তাহাদিগকে করণ্ডিকায় স্থাপন করা হয়। এই রূপ করা হইলে তাহাদিগকে হস্তোপরি স্থাপন করতঃ ভাঁজ করা হইয়া থাকে, এবং পুনর্ব্বার লৌহনির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন করিয়া অনলোত্তাপে ঈষৎ উত্তপ্ত করা হয়। পরিশেষে মেজের উপর রাখিয়া, দগ্ধ এবং কদর্য্য পত্র সকলকে নিক্ষেপণ করতঃ উৎকৃষ্ট পত্র সকলকে বাছিয়া লওয়া হইয়া থাকে। বিক্রয় সময়ে সওদাগরদিগকে নমুনার স্বরূপ এই সমস্ত পত্র প্রদান করা হয়।

রোপণের স্থানভেদে অথবা পত্রাহরণের সময়ভেদে এইপত্র সকলের বিশেষ বিশেষ নাম প্রদান করা হইয়াছে। অনেকে এপ্রকার অনুমান করিয়াছেন যে পত্রসকলকে তাম্রপাত্রোপরি রাখিয়া শুষ্ক করা হয় বলিয়া উহাদিগের নীল পীত বর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু এতাদৃশ অনুমান সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা ঐ সমস্ত পত্রে কোন তাম্রের নিষেক আছে কি না, এই দেখিবার নিমিত্ত অনেকবার পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা উপরি উক্ত অনুমানের অযৌক্তিকতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে।

নবপত্রের অধিক মাদকগুণ আছে বলিয়া চীনেরা একবৎসর গত না হইলে চার পত্র সকল ব্যবহার করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা সকল প্রকার খাদ্যের সহিত এই পত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু পানকালীন চিনি অথবা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করেন না। এণ্ড্যরসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইউরোপ বাসিরা চার পত্র সকল হইতে পানীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিলে পর চীনেরা ঐ সমস্ত ত্যক্ত-পত্র লইয়া পুনরায় উত্তপ্ত জলে প্রদান করতঃ একপ্রকার সরবৎ প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের মতে এই সরবতের আস্বাদন অত্যন্ত সুমিষ্ট।

পদ্মমুখী।

গত প্রকাশিতের পর।

বকযন্ত্রে গন্ধময়, করে সে সলিলচয়,
মধুর মধুর গন্ধ, দেয় যাহা সর্ব্বক্ষণ।
সুখময় ভাব যত, স্মৃতিপথে সে তাবত,
বিরাজ করেন সদা, করিলে তারা গমন।
প্রভাময় সে কারণ, দেখেরে মম নয়ন,
অভিনব প্রবাহিণী, আর সে নিকুঞ্জবন।

"ওলো সুবদনে" মনে আজিম ভাবিলা,
"দেখাইয়া হাবভাব কটাক্ষের লীলা,
"এসে যদি থাক মন ভুলাতে আমার,
"বিফল হইবে সব যতন তোমার।
"উঠাইতে অপবিত্র ভাব মম মনে,
"কেমনে পারিবে পটু নহ বরাননে!
"যদিও অধর তব কুসঙ্কল্প কহে,
"নির্ম্মল নয়ন তব বলে নহে নহে।
"কিন্তু ধনি শুনি তব সুমধুর গান,
"বিশুদ্ধা বলিয়া তোমা মনে হয় জ্ঞান।
"সুধার সঙ্গীত তব স্নেহ রস ভরে,
"নিষ্কল বাল্যের দিন যে মনে করে।
"যাহাতে লইয়া যায় অন্তরে তোমার।
"যদিও জন্মিয়া তাহে থাকেলো বিকাল,
"ধিরে ধিরে সেই সুখ প্রদদিন চয়ে,
"তির্ম্মল হৃদয়ে ধনি ছিলা যে সময়ে।
"কুলের পিঞ্জর হতে ওলে হেমাঙ্গিনী!
"তরুণ বয়সে পলাতক বিহঙ্গিনী,
"স্নেহের রসেতে যদি ফিরি পুনঃ যায়,
"যতনে ধরিয়া আমি রাখিলো তাহায়,
"না ভার এ হৃদি মম পাপ পথে রত।
"না ভুলিব সুপবিত্র ভাব আছে যত॥"

এভাব না হতে শেষ আজিমের মনে?
মন্দে মন্দে বাতায়নে নব বধুগণে,
নভ নিভ যবনিকা তুলিয়া তখন।
বায়ুময় বাতায়নে যাহা আবরণ,
কটাক্ষ সন্ধান যার দেব দল ত্রাস,
সে চারু নয়ন দলে করিল প্রকাশ।
নীল নভ দেশে যেন প্রদোষ সময়ে,
শোভিল তারকাদল দীপ্য মান হয়ে;
কিম্বা যথা কালিন্দীর কালিম হৃদয়ে,
ফুটিল কমল কুল শরদ উদয়ে।
বাতায়ন হতে সেই কামিনীর দল,
হাসিতে লাগিল কত করিয়া কৌশল।
যেন সেই দুই জনে ব্যঙ্গের কারণে।
উপবিষ্ট ছিল তথা তারা শূন্য মনে,
যবনিকা দুই চির হইল তখন,
বহিল সুগন্ধ ময় মলয় পবন।
বাহিরে থাকিয়া সেই নব নারিগণ,
যুথিকা কুসুম আরম্ভিল বরিষণ।
নাচিতে নাচিতে আসি প্রবেশিল ঘরে,
দুইটী নবিনা বালা রস রঙ্গ ভরে।
কিন্নর কুলের নারী হিমালয় শিরে,
নাচে যথা প্রফুল্লিতা বসন্ত সমিরে।
নাচিতে লাগিল তারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভাব ভরে অঙ্গ ভঙ্গী রঙ্গে প্রকাশিয়া।
আসনে বসিয়া যেই বামা চারুশিলা,
মধুর স্বরেতে গান পূর্ব্বেতে করিলা।
তাহাদের আগমনে সভয় অন্তরে,
উঠিয়া প্রস্থান ধনী করিলা সত্বরে।
প্রখর তপন গ্রীষ্ম হইলে উদয়,
সুগন্ধ গোলাপ যথা অন্তঃহৃত হয়।
সে চারু ললনা যবে করিলা গমন,
ছাড়িল নিশ্বাস এক আজিমের মন।
অকস্মাৎ দেখি যদি সঙ্ঘট্ট ভিতরে,
ক্ষণকাল জন্য এক দিব্য কলেবরে;
অদৃশ্য হইলে সেই শোভার আলয়,
বিশাদে নিশ্বাস যথা বহির্গত হয়॥

পরিয়াছিল হে সেই বামা দুই জন,
সুশ্বেত কণ্ঠেতে হার অপূর্ব্ব রচন।
জড়িত তাহায় বহু মূল্য রত্নগণ,
দীপ্যমান হয়ে যাহা বলিল নয়ন।
হিমালয় হৃদিমাঝে সৌরকর বলে,
তুষার কণিকা তার সম নাহি জলে।
আর সেই নৃত্য শীল কামিনী যুগলে,
কালিম বরণ চারু কুঞ্চিত কুন্তলে।
দোলাইয়া ছিল শত মধুর ঘুঙ্গুরে।
দোলায় কিন্নরী যথা বৈজয়ন্তপুরে।
প্রতি পদ ক্ষেপে যার রুণুরুণু স্বরে,
মদন মাধুরি সহ মন মোহ করে।
পরে নৃত্যে বামাদ্বয় বিরত হইয়া,
দাঁড়াইলা পরস্পার ভুজে জড়াইয়া।
সুগন্ধ মলয় মন্দ পবন তখন,
বাতায়নে বহিতে লাগিল ঘনঘন।
নিকুঞ্জ কুসুমোত্থিত সুগন্ধের সহ,
বহিল ললিত গীত ধ্বনি গন্ধবহ।
উথলিল যন্ত্র ধ্বনি মধুর শ্বননে,
শুনিলা এ গীত তবে আজিম শ্রবণে॥

গীত।

আছেরে দেবতা যার সুরভি নিশ্বাস।
বিরাজিছে ব্যাপি সদা অনিল আকাশ॥
গণ্ডে ব্রীড়া লীলা যথা,সেদেব নিকটে তথা
চুম্বিছে অধর যথা,-তথা তার বাস॥

কুসুমের গন্ধ সম নিশ্বাস যাহার;
হিল্লোল লীলায় রত নেত্র চমৎকার;
মলয়ার মন্দানিলে, সলিলেরে সঞ্চালিলে,
নাচেনিল সরসিজ যেমন সুকাশ॥

আইস আইস হেথা কুসুম সায়ক,
প্রণয়ের দেব সর্ব্ব, সুখ প্রদায়ক।
রজনী সচন্দ্র কর, তোমার হে পূততর,
না পাবে রজনী হেন, সুচারু প্রকাশ॥

নবীনা নাগরী পেয়ে নাগর মনের মত,
লাজ ভরে অবনত হয় হে ভুবনে যত;
সৌরকর সুবিমল, সহ যথা বীচি দল,
নিশিতে মিলিত হয়, অন্তরে উল্লাস॥

প্রেম অনুরাগ মনে হইলে প্রবল,
নয়নে ঝরে হে যত বিন্দু সুবিমল;
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি জল, পড়ে তত অবিরল,
উত্তাপে তাপিত হলে, যেমন আকাশ॥

যুবা জন মনে যত তরুণ বয়সে,
নবপ্রেম ভাব উঠে রসিত সুরসে,
প্রমি জন সুখকর, মিলন মধুরতর,
বিচ্ছেদ সংযোগি যাহা ভাবে সর্ব্বনাশ॥

সেই সমুদায় যাহা তুমি এই ভবে,
দিয়াছ হে দেব মৃত্যু অধিন মানবে!
হায় সে আনন্দ চয়, যদি চিরস্থায়ি হয়,
স্বর্গ সম হয় ধরা, সুখের আবাশ॥

উর এসবার দিব্য কুসুম সায়ক,
প্রণয়ের দেব সর্ব্ব সুখ প্রদায়ক!
রজনী সচন্দ্র কর, তোমার হে পূততর,
না পাবে রজনী হেন, সুচারু প্রকাশ॥

বিবিধ কুসুম রাজি প্রফুল্ল বদন,
নিশ্বাসে যাহার মন্দ সুরভি পবন,

মধুর সঙ্গীত আর বীণার শ্বনন,
যুবতী জনের হাস্য শোভার সদন,
ইত্যাদি সমস্ত যাহা নবীন সুজন,
মিলিলে সুচারু দৃশ্যে বিগলিত হন।
দেখিয়া সুনিয়া হয়ে চমকিত মন,
উঠিলা পল্যঙ্ক হতে আজিম তখন।
নৃত্য শীল বামাদ্বয় হইতে ফিরিয়া,
প্রাচির নিকটে বীর গেলেন চলিয়া।
ছিল তথা চিত্র পট দেখিতে সুন্দর,
লম্বমান চারি ধারে নানা চিত্রধর।
ক্রমে সেই চিত্র পট দলে পরে পরে,
দেখিতে লাগিলা তথা বীর ভাব ভরে।
দেখিয়া তথায় চিত্রে চিত্রিত সুন্দর,
দৈত্যপতি বকেশির প্রেম পূর্ব্বাপর।
কোথাও যুগল বাহু করিয়া বিস্তার,
ধরিবারে যাইতেছে যবন কুমার।
পরিহরি চার্ব্বঙ্গীর চারু কলেবর,
পলাতে পলাতে সেই নবীন নাগর।
ফিবিয়া চাহিয়া পুনঃ প্রভাবে মায়ার,
দেখি সেই কামিনীর রূপ চমৎকার।
ভাবে দিব্য ধাম আর কামিনী জনায়,
দুই বস্তু একবারে ভোগ করা যায়।
কোথাও বা মহম্মদ, যার ত্রিভুবনে,
জন্ম হলো ষঠতাও প্রমের কারণে,
প্রাণ প্রিয়া চন্দ্রাননী মেরী সঙ্গে লয়ে,
করিতেছে রঙ্গ রস প্রমুগ্ধ হৃদয়ে।
ইত্যাদি বিবিধ মত চিত্র চারুতর,
দেখিতে লাগিল সে আজিম বীরবর।
ধণ্য বির বিদ্যা তব অসীম শকতি,
ভ্রমে ভুলাইতে পার যোগী কুলপতি!
জীব শূন্য মুর্ত্তিতুমি সজীব দেখাও,
প্রণয়ের ভাব ভরে প্রমিকেভুলাও!
কিবা কোন ভাবে অতিদেখিতে সুন্দর,
দর্শিতে সে সবভাব তুমি পটুতর।
জানহে অবগুণ্ঠন রাখিলে কেমনে,
রম্যতম দেখাযায় কামিনী নয়নে।
জানহে শরদ শশি প্রফুল্ল বদন,
কিসে মেঘ পার্শ্বে হয় সোভারসদন।
হেন ভাব ময় চিত্র দেখিতে দেখিতে,
উঠিল মোহন ভাব আজিমের চিতে।

দেখিতে দেখিতে সেই চারু চিত্রদল,
উত্তরিলা বাতায়নে হইয়া চঞ্চল।
যথা ছিল সুবিমল শশিকরশোভা,
তরুণ বয়সে যুবাজন মনোলোভা।
দেখা যায় যথা হতে স্বভাব সুন্দরী,
কানন প্রান্তরে সুপ্তা স্থির বেশ ধরি।
দাঁড়াইয়া সেই স্থানে বীর ভাব ভরে,
দেখিতে লাগিলা সেই দৃশ্য মনোহরে।
দূর হতে বহি মন্দে যন্ত্রের নিশ্বন,
মোহিল মানস তাঁর মলয় পবন।
শুধাংশু কিরণে মিশি শব্দ সুধাময়,
নাশিল গীতের যেন মর্ত্ত্য ভাব চয়।
ভুলিয়া সুস্বর আর শ্বেত চন্দ্রমায়,
ভাবিতে লাগিলা বীর প্রাণের প্রিয়ায়।
ভাবরে অবোধ যুবা যে অবধি পার,
এইরে সুখের শেষ জীবনে তোমার।
করের সে প্রিয়জন ভাবময় দেহে,
আলিঙ্গন মুগ্ধ হয়ে প্রণয়ের স্নেহে।
ভাবরে তাহার হাস্য শেষ যাদেখেছ,
অতুল্য নির্ম্মল, রম্য তোমারি রেখেছ।
স্মরণ কররে তার নয়নের নীর,
যা দেখি বিদায় কালে হইলা অস্থির।
ভাবরে তোমার লাগি নিকুঞ্জ বিরলে,
অদ্যাবধি সেই ধনি যায় প্রম বলে।
ভাবরে অদ্যাপি সেই সুচারু হাশিনী,

আঁছয়ে তোমার প্রেম ভাবেতে ভাবিনী।
হায় সুখ স্বপ্ন ভোগ করি বহুকাল,
কে জানে ভাঙ্গিলে সুপ্তি ঘটয়ে জঞ্জাল।

শেষ হলো গীত আর যন্ত্রের শ্বনন,
পলায়েছে হাস্য শীল সুরঙ্গিনীগণ।
সুখের ভাবেতে ভুলি আজিম সেস্থলে,
দাঁড়াইয়া একামাত্র রহিলা বিরলে।
একা বা কেমনে বলি ভাবিতে ভাবিতে,
দুঃখের নিশ্বাস শুনি চমকিত চিতে।
চাহিয়া দেখিলা অতি সন্নিকটে তাঁর,
আছে এক স্তম্ভ দৃশ্যে অতি চমৎকার।
আবৃত অবগুণ্ঠনে নারি এক জন,
ভর দিয়া আছে তাহে হীন দরশন।
আশা লতাচ্ছেদে বামা যেন মনক্ষুণ্ণ,
গুরু নিতম্বের ভারে হয়েছে বিষণ্ণ।
নানামত আভরণ জড়িত প্রস্তরে,
নাছিল সে নবাঙ্গীর চারু কলেবরে।
মরিলে কি গেলে স্নেহ-জন অন্য দেশ,
বোখারার বধূ দল পরে যেই বেশ,
সেই গাঢ় নীল বর্ণ পরিচ্ছদ পরি,
দুঃখে দাঁড়াইয়াছিল তথা সে সুন্দরী।
প্রিয়সীর নেত্রনীর গণ্ডেতে মাখিয়া,
আসিল আজিম যবে বিদায় লইয়া,
ম্রিয়মান মন দুখে জেলেখা সুন্দরী,
ভেটিল পতিরে এই মত বেশপরি॥

দেখি সেই নম্র মুখি নারিরে নয়নে,
উঠিল অপূর্ব্ব ভাব আজিমের মনে।
নাজানিয়া ভাবভরে প্রমুগ্ধ হইয়া,
কামিনীর দিকে বাহু দিলা প্রসারিয়া।
অমনি রমনি নিজ যথা শক্তি মতে,
করিল অনেক চেষ্টা অগ্রসর হতে।
কিন্তু সে উদ্যম তার হইল বিফল,
না পাইল আজিমের ভুজ মধ্য স্থল।
হীন বল হলো দেহ জ্ঞান হলো হত,
পড়িল পৃথিবী পৃষ্ঠে শব দেহ মত।
ক্ষীণ জল মগ্ন নর তুলিয়া মস্তক,
অদূরে দেখিলে পরে কাষ্টের ফলক,
জীবনের শেষ চেষ্টা ধরিবারে করি,
অর্দ্ধ পথে যায় যথা ডুবি দুখে মরি।
খসিল অবগুণ্ঠন সেমুখ হইতে,
শশি হতে মেঘ মালা যেমতি নিশিতে।
মোহ গতা বালা কর যুগ ক্ষিণ বলে
পতনে আজিমে ধরে চরণ কমলে।
দেখিল আজিম চেয়ে চমকিত মনে,
এই সে জেলেখা ধনী পতিত চরণে।
হায় রে এখন ধনী কিদুখে দুখিত,
প্রফুল্ল সে মুখ পদ্ম কিহেতু মুদিত?
কেন সে সুবর্ণ বর্ণ চারু কলেবর,
নহেরে পূর্ব্বের মত নব শোভা ধর?
এরূপ লাবন্য হীন হলে পরে দেহ,
চিনিতে প্রণয়ী বিনে পারে কিহে কেহ?
অধিককি আজিম আপনি বীরবর,
দাঁড়াইলা ক্ষণ কাল সন্দিগ্ধ অন্তর।
সরায়ে অলকা বলি সে মুখ হইতে,
আয়ত নয়নোপরে লাগিলা দেখিতে।
করিয়া যে ভুরু ভঙ্গী কটাক্ষের লিলা,
প্রণয়ে প্রমদা বালা প্রাণেশে মোহিলা।
তবে কতক্ষণ পরে জানিলা নিশ্চয়,
এই সে প্রাণের সম প্রণয়িণী হয়।
সুখ ও দুখেতে রূপ এত দিন যায়,
হইত অন্তরে জ্ঞান অতি চমৎকার।
আর যেই জন হয়ে সচঞ্চল মন,
বিরহ সন্তাপ ভাবি সজল নয়ন।
অস্থির অন্তরে করি বিদায় গ্রহণ,

আজিম করিল যবে সংগ্রামে গমন।
কাঁদিলা যেজন সেই দুখের সময়ে,
কাঁদে যথা গন্ধ ময় মল্লিকা নিচয়ে,
দুখিনীর মত ধরি তমোময় বাশ,
ছাড়য়ে যামিনী যবে দুখের নিশ্বাস।

তুল তুল মুখ মম জেলেখা সুন্দরী,
উন্মিল নয়ন তব এ মিনতি করি।
প্রাণের পুতলী আমি জানিব তখন,
ও লাবণ্যময়ী দেহে আছে লো জীবন।
চাহলো প্রেয়সী তব আজিমের মুখে।
চাহলো পূর্ব্বের মত বিমোহিয়ে সুখে।
যে ঘটনা প্রিয়া তোমা আনিল হেতায়,
সুখ প্রদ বলি আমি মানিলো তাহায়।
স্ফুরিত প্রেয়সি তব চারু বিম্বা ধর,
আস্বাদিতে সুধাতার ব্যাকুল অন্তর।
আমারি হইল পুন আমার রতন,
প্রণয়ে করিব ভুজ পাশেতে বন্ধন।
এহেন সুখের কালে যদি মোর হয়,
এভব ভবন নানা বিধ রত্নময়,
তথাপি সে ধন পূর্ণ ভাণ্ডার হইতে,
বিমল প্রিয়ায় বাছি ইচ্ছিলো লইতে।
ইচ্ছিলো পাইতে প্রিয়ে তোমারেএস্থানে
ইচ্ছিলো তুষিতে ক্ষুধা প্রমরস পানে।
রাহু গ্রস্ত শশি সম আয়ত নয়নে,
আজিমের প্রিয়তর অধর মিলনে।
প্রবোধ পাইয়া ধনী শোভার সদন,
মিলিত করিলা ক্রমে সপ্রভ নয়ন।
অমর ইচ্ছিত সেই ঈক্ষণ সুন্দর,
নিবেশিল আজিমেয় নয়ন উপর।
পবন নিশ্বাস মন্দে মন্দে নিঃসরিত,
তুষার রাশিরে ক্রমে করিলে গলিত,
প্রমুক্ত কুসুম ফুল প্রফুল্ল বয়ান,
মধুর সৌরভ করে সমীরণে দান।
কিন্তু পূর্ব্ব শোভা সেই নয়নে কোথায়,
চাঞ্চল্য বিহীন কেন দুখিতের প্রায়?
যেন আজিমের হৃদি নিকটে থাকিয়া,
স্নিগ্ধ ছিল কিছুকাল সে বিকল হিয়া।
প্রবোধ পাইয়া ধনী প্রিয়জন করে,
সান্তিল অনেক তাপ সেতপ্ত অন্তরে।
কিন্তু যবে সে ললনা শুনিলা শ্রবণে,
"বিমল প্রিয়ার বাক্য আজিম বদনে,
বিষম দুখেতে বপু ব্যাকুল হইল,
কাতর অন্তর আর রহিতে নারিল।
সকম্পনে ভুজবন্ধ ছাড়াইয়া বলে,
ঢাকিল সে পাপ মুখ দুই করতলে।
দুখিত অন্তরে ধনি কহিলা অচিরে,
"হায়রে শুদ্ধতা কোথা এ পাপ শরীরে?
শুনিলে সে আত্মনাদ ঘোর দুখময়,
পাষাণে গঠিত হৃদি দুই চির হয়।

আত্মনাদ আর সেই নিষ্প্রভ নয়ন,
জগতে প্রকাশে যাহা পাপের লক্ষণ।
ফোটরে নিমগ্ন চক্ষু শবের সমান,
নৈরাশের ভাব তাহে সদা বিদ্যমান।
নবীন নাগর! হায় পূর্ব্বে যে নয়ন,
এইরূপে অকস্মাৎ হইলে মিলন,
আনন্দ আবেশে কত হাব ভাব ধরি,
চাহিতে তোমার পানে সংজ্ঞা শুন্যকরি।
আর এই অপবিত্র স্থান প্রভাময়,
হেরি যার চারু শোভা মন মুগ্ধ হয়;
আনন্দের বেশ পরি পাপ কুহকিনী,
বিরাজ করিছে যথা দিবস রজনী।
এই সব এককালে আজিমের মনে,
অবস করিল, যথা জীবন বিহনে।
দেখিলে এসব আর বলিতে কি হয়,

তাব দেখি অন্তরে বুঝিলা সমুদয়।
জানিলা সে ধনী আর না হবে তাঁহার,
পরলোকে অভাগীর গতি নাই আর।
হায় যত ক্লেশ উপজিল সে সময়,
সতবর্ষ দুক্ষতার তুল্য নাহি হয়।
স্নেহেতে রক্ষিত চারু তর আশা যত,
অকস্মাৎ দুখানলে সব হলো হত।
যতনে পালিত তরু হলে মুকুলিত,
ভীষণ অসনি পাতে যেন ভস্মীভূত।
আকাশের দিকে ধনী বাহু আস্ফালিয়া,
কহিল জেলেখা তবে কাতরে কাঁদিয়া।
নাহি দোষ প্রাণ সখা আজিম তোমার,
পতিত হয়েছি আর নাহিক নিস্তার।
কিন্তু নাথ পাপ জলে মগ্ন নহে মন,
প্রতারনা কোনরূপ নাজানি কখন।
দুঃখ অন্ধকারে জ্ঞানালোক হারাইয়া,
করেছি এ পাপমাত্র প্রমত্তা হইয়া।
যদিয়ো প্রণয় মম হইয়াছে শেষ,
না কর আমার প্রতি সন্দেহের লেশ।
জ্ঞানলেশ যদবধি হৃদে মম রবে,
তোমা ছাড়া এ অন্তর কখন না হবে।
মরেছে আজিম এই বলিয়া সকলে,
পোড়াইল কামিনীর হৃদয় কমলে।
হায় যদি উভয়ের হইত মরণ,
প্রথমে হইল যবে বিচ্ছেদ ঘটন,
তবে কি ঘটিত নাথ এ ঘটনা আর,
তবে কি জেলেখা কভু না হত তোমার?
মরমের দুখ মম মরমে রহিল,
জেলেখার দুখ তব নেত্র না দেখিল।
বিরহ সন্তাপ তাপে তাপিত অন্তরে,
নাজানি জেলেখা কত কাঁদিল কাতরে।
হে নাথ তোমার ভাব ভাবিয়া ভাবিয়া,
বৈরাগ্য ধরিল মন উন্মাদ হইয়া।
হায় নাথ যদিস্যাৎ জানিবারে পার,
গৃহেতে বিশন্নবেশে আশাতে তোমার।
আসিবার পথে তব সতৃষ্ণ নয়নে।
দুখিনি জেলেখা কত চাহিত সঘনে।
ভয় আর আশাবলে বিচলিত মন,
করিত জেলেখা যত রাত্র জাগরণ।
তব শুধাস্বর আর চরণের ধ্বনি,
জাগিত আমার কর্ণে তাবত রজনী।
হায় নাথ শুনিলে না হবে চমৎকার,
পরিশেষে দুঃখ দগ্ধ অন্তরে আমার,
অকস্মাৎ ছিল যত চারু আশা দল,
নৈরাশ তিমির আসি গ্রাসিল সকল।
শুনিলাম যেইক্ষণ চারিদিকে মম,
মরেছে আজিম এই বাক্য ভীমতম।
অবলা নারির নাথ দুর্ব্বল অন্তর,
অজ্ঞান হইল শুনি কথা ভয়ঙ্কর।
অধিক কি পাপ পথে যাইল সেমন,
তোমার প্রণয়ে পূর্ণ যাহা সর্ব্ব ক্ষণ।
জানি নাথ দয়ার্দ্র হইবে দুখে মম,
অভাগিনী ভব মাঝে নাহি মোর সম।
নিকটে আইস সখা কহিব তোমায়,
শুনিলে পাপাত্মা সেই মজাবে তোমায়,
যেই নরাধম মোরে আনিল হেথায়,
ভোলাইয়া ভয়ঙ্কর মোহিনী মায়ায়।
আমা হতে দৃঢ় মনে পবিত্র জনার,
ভুলাইতে পারে এই প্রেত কদাকার।
কহিল পিসাচ মোরে আসিলে এস্থানে,
পাইব পবিত্র পদ অন্তিমে বিমানে।
পাইব প্রাণের পতি আজিম তোমায়,
প্রণয় আনন্দে সুখে থাকিব তথায়।
বুঝ নাথ কত ক্ষুণ্ণ ছিল তার মন,
কত অসামান্য মোহে ছিল সে মগন।
পাইবারে স্বর্গ ধাম আর প্রাণপতি,

দিল যেই অভাগিনী পাপ পথে মতি।
কাঁদিছ হে নাথ তুমি আমারি কারণ,
চুম্বনে আইস মুছি আয়ত নয়ন।
হায় কলঙ্কিত দেব পাপিনী অধর,
কেমনে পর্শিবে তব পূত কলেবর।
এস নাথ বাহু পাশে বাঁধিয়া তোমায়,
ভুলিব ক্ষণেক আমি অন্তর জ্বালায়।
জনমের মত নাথে হৃদয়ে ধরিয়ে,
জুড়াব তাপিত তনু তোমারে ভাবিয়ে।
নারহ হে দেব এই পাপময় স্থানে,
পলাইয়া যাও যথা ইচ্ছা তব প্রাণে।
কত পাপে পূর্ণ ইহা শুনিলে শ্রবণে,
জ্ঞানের চাঞ্চল্য তব হইবে এক্ষণে।
শুন মাত্র এই স্থানে পাপ দেহ ধরি,
রাজত্ব করেছে সদা ভীম বেশ পরি।
বিমল অন্তর যুবা কুল বালা দলে,
পাপমগ্ন চিত্তভগ্ন করে মন্ত্র বলে।
আমাদের প্রমপাশ হইয়াছে ছিন্ন,
অনন্তকালের মত হইয়াছে ভিন্ন॥

দুঃখানল দাহে বীর হইয়া কাতর,
কহিলা করুণস্বরে প্রমুগ্ধ অন্তর।
"জেলেখা জেলেখা হায় জেলেখা আমার,
যদিও হয়েছো বহু পাপের আধার।
তবু স্তবে তুষ্ট যদি হন সনাতন,
প্রিয়সীলো মুক্তি তব সাধিবে এজন।
অগ্নিহোত্রী দ্বিজ যথা জ্বালি হুতাসন,
প্রজ্জ্বলিত রাখে তাহা যাবত জীবন।
পূর্ব্ব পূত প্রমানল প্রিয়া সেই মত,
এ অন্তরে জ্বালিয়াছি জীবনের মত।
তোমার অসীম পাপে নাশে না তাহায়,
নৈরাশতিমিরে মম নাহি ঢাকে তায়।
মোর দিব্য লাগে প্রিয়ে না থাক হেথায়,
রাখ এ যাচ্ঞা করি মিনতি তোমায়।
যদি তব থাকে প্রিয়ে শুদ্ধতার লেশ,
চলহ আমার সঙ্গে ছাড়িয়া এদেশ॥

শুনি এসুখের কথা তোমার বদনে,
ভুলিলাম যত দুঃখ পাইনু জীবনে।
যাহার পাশেতে হয়ে সুখের সময়ে,
ভ্রমিতাম নানা সুখে বিশুদ্ধ হৃদয়ে।
যদি নাথ পাপীয়সী পায় পুনর্ব্বার,
সর্ব্ব সুখপ্রদ সঙ্গ নাথ হে তোমার,
পথের সঙ্গিনী তব চির দিন হয়ে,
ভুলিহে যতেক জ্বালা আছে এহৃদয়ে।
শুনিব কর্ণেতে তব শুধার বচন,
দেখিব নিস্কল তব ও চারু নয়ন।
যখন পবিত্র তর পড়ি দৃষ্টি তার,
বিশুদ্ধ করিবে পাপ দেহেরে আমার।
কাপাশ নির্ম্মিত বস্ত্র শুভ্র দরশন,
সলিলে অঙ্কিত যদি হয় কদাচন।
বিশুদ্ধ ভাস্বর রবি কিরণ মিলনে,
পায় যথা বস্ত্র পুন আপন বরনে।
জানি নাথ অধিনীর মুক্তির কারণে
সেবিবে ঈশ্বরে প্রতি নিশি একমনে।
সজল নয়নে ঊর্দ্ধমুখে ভক্তিভরে।
ধ্যানেতে ভাবিবে নাথ পরম ঈশ্বরে।
ক্রমে তব পাপিনীর পাপপূর্ন মন,
সাহস করিবে হতে ধ্যানেতে মগন।
যদবধি দিব্য দূত হয়ে উপনীত,
এজনের মুক্তি বার্ত্তা না করে জানিত।
তোমা বিনা নাথ মম নাহি কোন জন,
পলাইব তব সঙ্গে নিশ্চয় এখন।

যেই মাত্র জেলেখার স্ফুরিত অধরে,
কহিল এবাক্য অতি সকরুণ স্বরে।

অদূরের বাতায়ন হতে এক জন,
গভীর জীমূত স্বনে কহিল তখন।
ছাড়িয়া শমন পুরী ভীম দরশন,
উঠিল পিশাচ যেন করিয়া গর্জ্জন।
নহিল সে ভয়ঙ্কর ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে,
"শপথের ভয় কিরে না রাখ অন্তরে।"
এই কথা যেই মাত্র জেলেখা শুনিল।
সভয়ে সে বর বপু বিবর্ণ হইল।
যদিও সে স্থানে কারো নাহি দরশন,
বাতায়ন জন শূন্য পূর্ব্বের মতন।
তথাপি হইয়া ব্যস্ত সকম্প অধরে,
"সেই দুষ্ট" কহে ধনী ক্ষীণ তমস্বরে।
আগত পাপাত্মা নাথ ছাড়ি এই স্থল,
পলাও সত্বরে নহে হবে অমঙ্গল।
পূর্ব্বের সে ভার মনে রাখ অকারণ,
করেছি তাহারে আমি পতিত্বে বরণ।
অন্যকার নহে আমি তার সমুদয়,
আছেহে শপথে বদ্ধ এপাপ হৃদয়!
মোকানার পত্নী আমি জনমের মত।
হায়রে অন্তিমে স্নেহ সব হলো হত।
পতিত্বে বরণ যবে করিনু তাহারে,
সব দল দাঁড়াইয়াছিল চারি ধারে।
যে কালে করিনু সে শপথ উচ্চারণ,
দেখিল সেসব চয় প্রমুক্ত নয়ন।
কৃষ্ণাধরে প্রতি ধ্বনি করে সবগণে।
অদ্যাবধি সেই ভীমস্বর এশ্রবণে,
পানপাত্র পূর্ণ মদ্য বরণ সময়,
খাইলাম যাহা তারে মদ্য কেবা কয়।
উত্তপ্ত শোণিত তাহা অন্য কিছু নহে,
বোধ হয় যেন হৃদে অদ্যাবধি দহে।
আবৃত অবগুণ্ঠনে সে বর আনন,
আজি রাত্রে দেখিয়াছে এপাপ নয়ন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ না দেখিল যাহা,
ভাগ্য বসে এপাপিনী দেখিয়াছে তাহা।
ও রে সেই ভয়ঙ্কর মুখচ্ছবি তার,
আমি ও নরক ভিন্ন কে দেখিবে আর।
চলিলাম আমি আর না রব এক্ষণে,
না হব তোমার আর স্থির জান মনে।
ছাড় ছাড় অকারণ করে কেন ধর,
যে পিশাচ করিয়াছে অন্তরে অন্তর।
ভাব কিসে কর ভিন্ন করিতে না পারে,
জনমের মত এবে বিদাহ আমারে।
প্রমত্তের বলে ধনি ইত্যাদি বলিয়া,
লইল আজিম হতে কর ছাড়াইয়া।
দুঃখময় স্বরে পরে আত্মনাদ করি,
সালোক পথেতে বেগে চলিলা সুন্দরী।
শুনিল যে স্বর আজি আজিম শ্রবণে,
বিস্মৃত না হবে তাহা যাবত জীবনে।
দৃষ্টি অগোচর ধনি হইল তখন,
গমনের বেগ তার কি করি বর্ণন।
সুবর্ণ বিহঙ্গী যেন পক্ষ রত্নময়,
চন্দ্রের মণ্ডলে রাত্রে বেগে পার হয়।

এই অবধি হইবাতেই অধিক রাত্র বলিয়া গীত বন্ধ হইল, এবং সকলে নিদ্রা গেলেন। পদ্মমুখী মনে আজিম ও জেলেখার দুঃখময় বৃত্তান্ত এত ক্লেশের উদ্দীপন করিয়াছিল যে, রজনীতে তাঁহার নিদ্রা ভাল হইল না, কেবল তাঁহাদিগের কথা মনে হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া যাত্রা করিলেন কিন্তু তাঁহার ম্রিয়মাণ বদনেই প্রকাশ পাইল যে, তিনি প্রফুল্লান্তরে নাই যেহেতু ফদলুদ্দীনের প্রতি তিনি যেরূপ চাহিতেছিলেন তদ্দ্বারা ব্যক্ত হইতেছিল যে তাঁহার মন অন্যত্রে আছে ও শরীর ক্লিষ্ট। কি কারণে তাহা বলা দুষ্কর কিন্তু পদ্ম আজিমকে ফিরামো-

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সমালোচনা।

আজকাল প্রায় সমস্ত পত্রিকাতেই মুদ্রিত গ্রন্থের সমালোচনা করা হইয়া থাকে। সমালোচনা ব্যতিরেকে ভাষার বিশুদ্ধতা এবং উৎকর্ষ কখনই সম্ভাবনীয় নহে, ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। গ্রন্থের দোষাদোষ বিবেচনা করাই সমালোচনকারিদিগের কার্য্য। সমালোচনা হইতেই ইংরাজি ভাষা সমীচীনতা লাভ করিয়াছে; গ্রীক এবং লাটিন ভাষার অতদূর উন্নতি হইয়াছিল। সমালোচনা হইতে বঙ্গভাষাও যে উত্তরোত্তর উন্নতি সোপানে অধিরোহণ করিবে এতাদৃশ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এক্ষণে মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের যেপ্রকার সমালোচনা করা হইয়া থাকে, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার অবনতি ব্যতিরেকে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের মাতৃভাষার এক্ষণে যেপ্রকার অবস্থা ইংরাজি ভাষার এতাদৃশ অবস্থায় যদ্যপি উক্ত ভাষার বঙ্গভাষার সমালোচনকারিদিগের ন্যায় সমালোচনকারি থাকিত তাহা হইলে কখনই উহার এতাদৃশ উন্নতি হইত না।

আমাদিগের বর্ত্তমান সমালোচনকারিদিগকে তিন সম্প্রদায়ে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম সম্প্রদায় পুস্তক সকল পাঠ না করিয়া তাহাদিগের সমালোচনা লিখিয়া থাকেন। পুস্তক পাইলেই "এই পুস্তক খানি উত্তম হইয়াছে" বা "নিতান্ত মন্দ হয় নাই" এই দুই কথার এক কথা বলিয়া সমালোচনা শেষ করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, তাঁহাদিগের নিকট হইতে বঙ্গভাষার উন্নতি বা অবনতি কিছুই সম্ভাবনা বা আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয় সম্প্রদায় গ্রন্থ বা পত্রিকাখানি ভাল কি মন্দ হইয়াছে কিছুই বলেন না। "আমরা অমুক নামধেয় একখানি পুস্তক বা পত্রিকা পাইয়াছি। পত্রিকা বা গ্রন্থখানির কলেবর এত পৃষ্ঠা, অমুক ইহার প্রণেতা বা সম্পাদক" এই বলিয়া সমালোচনা শেষ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের সম্পর্কেও কোন কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তৃতীয় সম্প্রদায় পুস্তক পাইলেই "এই খানি বটতলার পুস্তক" বা "পুস্তক খানি না ছাপাইলেই ভাল হইত" এই বলিয়া সমালোচনা করিয়া থাকেন। বলিতে কি, গ্রন্থকার মাত্রেরই দোষ দেখান তাঁহাদিগের সম্ভাষ ধর্ম্ম। যদ্যপি কোন মুদ্রিত পুস্তকে ভ্রম দৃষ্ট না হয়, তথাচ খোঁচাখুচি করিয়া তাঁহারা ভুল দেখাইয়া দেন। যদ্যপি কোন পুস্তকে লিখিত থাকে "ব্রহ্মহত্যাকারীর সহিত সহবাস করিলে পতিত হইতে হয়" তাঁহারা "ব্রহ্মহত্যাকারীর সহিত সহকারিতে হয়" এপ্রকারে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারকে অপদস্থ করিতে চাহেন। স্বকীয় সমালোচনায় অগণ্য ভ্রম সত্ত্বেও গ্রন্থকারের মুদ্রাঙ্কন কার্য্যবশতঃ বর্ণাশুদ্ধি দেখাইয়া "পাঠকগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন এই পুস্তক না স্পর্শ করেন" এই বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক গ্রন্থের দোষ দেখাইয়া ভবিষ্যতে গ্রন্থকার তদ্রূপ ভ্রমে যেন না

পতিত হয়েন এই প্রকার উপদেশ দেওয়াই সমালোচনকারিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা না করিলে কখনই ভাষার উন্নতি হইবে না, কিন্তু দোষ দেখান ব্যতীত গ্রন্থের উত্তমাংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রশংসা করা কি সমালোচনার একটি অঙ্গ নহে? তৃতীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত সমালোচনকারিরা বলেন "না তাহা করিব না; আমরা পুস্তক পাইলেই তাহার দোষ দেখাইয়া দিব, তাহা হইলেই আমাদিগের ভাষায় প্রত্যহ উত্তম উত্তম পুস্তক মুদ্রিত হইবে"। "গোড়া কেটে আগায় জল" দেওয়াই ইহাঁদিগের ইচ্ছা। মনে করুন একজন এক খানি পুস্তক লিখিলেন, তিনি আর কখন পুস্তক লেখেন নাই এই বার তাঁহার প্রথম উদ্যম। তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সমালোচনকারিদিগের হস্তে তাঁহার পুস্তক পড়িল; সুকোমল ব্রততী অজ্ঞান উদ্যান পালের হস্তে পতিত হইল। তাঁহারা বলিলেন "এই পুস্তক খানি কেহই স্পর্শ করিবেন না, পাপের উদ্দীপক এমন কথা বলিনা এখানি জুজু"। পাঠক! এবম্বিধ সমালোচনা দর্শন করিলে কে তাঁহার পুস্তক কিনিবে? তাতে আবার পুস্তক খানি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, গ্রন্থকারও বাঙ্গালী!!! কোন সাহেব লিখিলেও বা কেহ কেহ কিনিতেন। বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে কেহই ইচ্ছা করেন না। বাঙ্গালা খবরের কাগজ দেখিলেই "ড্যাম নেটিভ্ পেপার" বলিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকেন, বাস্তবিক যদ্যপি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আমাদিগের নব্যযুবক সম্প্রদায়ের তাদৃশ স্নেহ থাকিত তাহা হইলে এত দিন মাতৃভাষার দুরবস্থা দূর হইত এবং আমাদিগের সুবিখ্যাত নভেল লেখকের উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি ৩৫ টাকা কমিসনে বিক্রয় করিতে হইত না!!। যাহাই হউক আমাদিগের নব লেখকের গ্রন্থ বিক্রয় হইল না; তিনি ভবিষ্যতে আর গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করিলেন না। পাঠকগণ! এই প্রকারে কি ভাষার উৎকৃষ্টতা সাধন হয়? ইহাতে কি প্রত্যহই বঙ্গভাষার উন্নতি হইবে? এতদুত্তরে তৃতীয় সম্প্রদায় বলিবেন কেন ইংরাজি ভাষায় সুবিখ্যাত লেখক আলেক্জাণ্ডর পোপের লেখার উপরেওত নির্দ্দয়রূপে সমালোচনা করা হইয়াছিল, তাহাতে কি উক্ত লেখক নিরুৎসাহ হইয়াছিলেন? কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গালা ভাষার "পোপ" "মিল্টেন" কি অদ্যাবধি কেহ হইয়াছেন? যদ্যপি আমাদিগের মাতৃভাষার ঐরূপ সুবিখ্যাত লেখক কেহ হইতেন, কিম্বা মৃত কবি মাইকেলের মত দুই একজন গ্রন্থকার থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের লেখার উপর সমালোচনা করিলে বঙ্গভাষায় উত্তম উত্তম গ্রন্থ মুদ্রিত হওনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যতদিন বঙ্গদেশে এতাদৃশ সুলেখক না জন্মাইতেছেন ততদিন এপ্রকার সমালোচনা হইতে কি ফল লাভ হইতেপারে? যে দেশে স্যার ওয়াল্টর স্কটের "আইভ্যান হো" "ব্রাইড অফ্ ল্যামারমুর" এবং "কেনিল্ওয়ার্থ", প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নভেল আছে সে দেশে কি আমাদিগের দেশের ন্যায় "অদ্ভুত গল্প" "দুই পথিক" প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ নাই, না ওরূপ গ্রন্থ

দেখিলে পঠকমাত্রেই "জুজু" বলিয়া ক্রয় করে না? সেই দেশে বরং শত শত লোক শেষোক্ত প্রকার পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমাদিগের বঙ্গদেশে পুস্তক লিখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কাহাকেও দেখা যায় না? সমুদায় ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসিলেও পাওয়া যাইবে না। ইহাতে কেবল পাঠকের বাঙ্গালা ভাষায় রুচি নাই ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গলা পুস্তক কেহ পড়িতে চাহেন না, কিনিতে চাহেন না, স্পর্শ করিতে চাহেন না। যখন পড়িবার লোক নাই তখন ভাষার বিশুদ্ধতার জন্য অধিকতর চেষ্টা করায় কি ফল? তখন "জুজু" বলিয়া যে দুই এক জন পড়িতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে পুস্তক স্পর্শ করিতে না দেওয়ায় কি ফল? এক্ষণে কেবল যাহাতে বঙ্গভাষায় প্রত্যহ নূতন নূতন পুস্তক বাহির হয় তাহারই চেষ্টা করা বিধেয়। যাহাতে লেখকগণের লিখিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। যাহাতে তাঁহারা নিরুৎসাহ না হয়েন এবম্বিধ চেষ্টা করাই উচিত। গ্রন্থ সমালোচনার সময় মুদ্রিত গ্রন্থের দোষের সহিত গুণের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে গ্রন্থকার পুনরায় ভ্রমপ্রমাদে পতিত না হয়েন; তৎকার্য্যই বিধিপ্রতিপাদ্য। এসময় পাঠকগণকে কোন পুস্তকপাঠে বা ক্রয়ে বিরত করা কখনই উচিত নহে। তবে যাহাতে অশ্লীলতাপূর্ণ গ্রন্থ অধিক পরিমাণে না হইতে পারে তৎচেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা অদ্য এই স্থানেই নিরস্ত হইলাম।

এলিফ্যাণ্টাদ্বীপের বৃহৎ গহ্বর।

এই নামলব্ধ গহ্বর বোম্বাই সহর হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী এলিফ্যাণ্টা নামক দ্বীপে অবস্থিত। উক্তদ্বীপবাসীরা ইহাকে "গিরিপুর" দ্বীপ বলিয়া থাকেন। এই দ্বীপের পরিধি প্রায় ছয় মাইল হইবে। ইহাতে দুইটি দীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী আছে এবং এই শ্রেণীদ্বয় মধ্যে একটি অপ্রশস্ত উপত্যকা ভূমি থাকাতে উক্ত দ্বীপ সমধিক রমণীয় হইয়াছে।

কি কারণে ইহাকে "এলিফ্যাণ্টা" নামধেয় প্রদান করা হইয়াছে তন্নিরূপণ করা তাদৃশ দুরূহ নহে। ইহাতে একটি বৃহৎ খোদিত হস্তিমূর্ত্তি আছে এবং উহার উপরিভাগে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হস্তিমূর্ত্তি আছে। এই খোদিত মূর্ত্তিদ্বয় সাগরকূলের অতি সন্নিকট। সুতরাং অর্ণবপোত হইতে অবতরণ করিয়া উক্ত দ্বীপে যাইতে হইলে প্রথমতঃ এই প্রকাণ্ড হস্তিমূর্ত্তিদ্বয় লোকদিগের নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে এবং তন্নিমিত্তই বোধ হয় "এলিফ্যান্টা" সংজ্ঞা ইহাকে দেওয়া হইয়া থাকিবে। লাটিন ভাষায় "এলিফ্যাণ্টা" শব্দেও হস্তিশব্দের বহুবচনান্ত অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

যদ্যপি কোন পান্থ ভ্রমণ মানসে উপত্যকা ভূমির উপর দিয়া গমন করেন তাহা হইলে প্রথমতঃ তিনি পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয়ের সংযোগ স্থলে উপনীত

হইবেন। তৎপরে একটি অপ্রশস্ত বর্ত্মাবলম্বন করতঃ উক্ত পর্ব্বতোপরি উঠিলে সালসেটি দ্বীপের মনোহর শোভা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইবে। তন্মুখাভিমুখে কিয়ৎক্ষণ গমন করিলে তিনি একটি অতুলশোভান্বিত দেবালয়ের সম্মুখে আসিবেন। একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান দ্বারা ঐ দেবালয়ের মধ্যে গমন করা যায়। মন্দির মধ্যে তাদৃশ আলোক নাই, সুতরাং তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে মনোমধ্যে এক গম্ভীর ভাবের উদয় হয় এবং খোদিত বৃহৎ দেবমূর্ত্তি সকল সন্দর্শনে তত্ত্বানুসন্ধানচিকীর্ষা সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। সমুদায় গহ্বরটি তিনভাগে বিভক্ত। দুইপার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট মন্দির আছে এবং তন্মধ্যভাগে পূর্ব্বোক্ত দেবালয়টি রহিয়াছে। উত্তরবহির্দ্বার হইতে মন্দিরের প্রান্তপর্য্যন্ত প্রায় ৮৭ হস্ত হইবে এবং পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত ৮৮ হস্ত হইবে। ২৬টি বৃহৎ স্তম্ভোপরি মন্দিরের ছাদ অবস্থিত ছিল, তন্মধ্যে ৮টি এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে কতিপয় ক্ষুদ্রায়ত স্তম্ভ আছে। মন্দিরের অন্তরভাগ সকল স্থলে সমান নহে। মন্দিরের সকল প্রাচীরেই খোদিত মূর্ত্তি আছে এবং ঐ সমস্তই আমাদিগের দেবমূর্ত্তি। বোধ হয় মহাদেবকেই এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, কারণ অনেক স্থানে তাঁহারই মূর্ত্তি আকারভেদে খোদিত আছে।

এই প্রকার অনেক গহ্বর সালসেটি দ্বীপে আছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা হয়দরাবাদের ইলোরার মন্দির সকল উৎকৃষ্ট। এই মন্দির সকল অরঙ্গাবাদ হইতে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী এবং বোম্বাই সহর হইতে প্রায় ২৩৯ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে।

বিশ্বামিত্রের সহিত রামচন্দ্রের গমন।

শিরে পঞ্চজটি হস্তে ধনুঃশর
আয়ত নয়ন ভ্রূযুগ সুন্দর
চলিলেন রাম রঘুকুলেশ্বর
বিশ্বামিত্র সনে অযোধ্যা ত্যজি।
চলেন লক্ষ্মণ সুমিত্রাজীবন
রাঘবসহিত পুলকিত মন
কাঁদিতেছে শোকে অজের নন্দন
কৌশল্যা সুমিত্রা সহিতে আজি॥

বলিল রাজন গেলাম যখন
মৃগয়াকারণ, নিবিড় কানন
সারাদিন ভ্রমি মৃগের কারণ
কোথাও তবু না সন্ধান পাই।
কপালে লিখন কে করে খণ্ডন
সিন্ধুনামে এক মুনির নন্দন
করিতে আইল কলসি পূরণ
দূর হতে শব্দ শুনিতে পাই॥

বুক্ বুক্ ধ্বনি দূর হতে শুনি
মনে অনুমানি এসেছে হরিণী
শব্দভেদীবাণ লইয়ে অমনি
ছাড়িলাম আমি উদ্দেশে তার।
ধায় বেগে যথা দ্রুত ইরম্মদ,
গরজে গম্ভীর আনি নিনদ
বরিষা ঋতুতে অথবা নীরদ
নাদিল, ছুটিল শর আমার॥

নাদিল, ছুটিল সে শর আমার
ধাইলাম আমি পশ্চাতে তাহার
উথলিছে চিত্তে সুখ পারাবার
বোধেছি হরিণী ভাবিয়ে মনে।
কিন্তু দেখি পড়ি মুনির কুমার
বারিছে বদনে রুধিরের ধার
মুদেছে নয়ন চাহিবে না আর
চাবে নাহি আর ভুবন পানে॥

দেখি কার নাহি বারে অশ্রুজল
হইল আমারো নয়ন সজল
চারিদিকে শুধু নিরখি কেবল
ভীষণ দর্শন তাড়িছে মোরে।
ব্যোমে অস্তরবি অরুণ বরণ
জলে অস্তরবি ভীষণ দর্শন
পবনও তাড়িছে বহিয়া জোরে॥

ধরণি কাঁপিয়া উঠিল আবার
সহিতে অক্ষম মম পাপভার
তটিনী ক্রোধিতা তাই যে আবার
উঠিল, গর্জ্জিল তরঙ্গাকারে।
ভাবিলাম মনে বুঝিবা এবার
এপাপে আমার নাহিক নিস্তার
কেমনে হইবে উদ্ধার আমার
কে আছে এখানে রক্ষিতে মোরে॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মরীচ দ্বীপ।

আমাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই মরীচ দ্বীপের নাম শ্রুত আছেন এবং অনেক হিন্দু শ্রমজীবী সামান্য লোক মরীচে গমন করিয়া কিছু কাল তথায় বাসান্তে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু যদিও উক্ত দ্বীপের নাম প্রায় সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন তথাপি দুই চারী জন বাণিজ্য ব্যবসায়ী ব্যতিরেকে উহার বিষয়ে কেহই কিছু জানেন না। যে সামান্য দীন পরিশ্রমীগণ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহারা ত অত্যালৌকিক ও স্বাভাবিক বিষয়ের অনেক বর্ণন করিতে পারে, কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষের সহিত ঐ দ্বীপের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বলিতে পারে না। এই নিমিত্ত আমরা মরীচ দ্বীপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু বাণিজ্য সম্বন্ধেই আমাদিগের এই প্রস্তাব লিখিবার মূল উদ্দেশ্য।

মরীচ দ্বীপ ভারত সমুদ্র মধ্যে ২০ দক্ষিণ অক্ষবৃত্ত ও ৫৮ পূর্ব্বদ্রাঘিমার সংযোগ স্থানে আছে, অর্ণব পোত সকল কলিকাতা হইতে এক মাস দশ দ্বাদশ দিবসে পৌঁছে। পৃথিবীর মান চিত্রাবলোকন করিলে ভারতবর্ষের সহিত তুলনায় মরীচ দ্বীপের ক্ষুদ্রতা অনায়াসেই অনুভূত হইবে কিন্তু পাঠকগণ প্রাগুক্ত দ্বীপের ক্ষুদ্রতা দর্শনে অবজ্ঞা করিবেন না। ইতি পূর্ব্বে এই দ্বীপ অরণ্য পূর্ণছিল ইংরাজগণের দ্বারাই ইহাতে কৃষিকার্য্যের সংস্থাপনা ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে দীন পরিশ্রমী লইয়া তথায় কৃষিকার্য্য করা হয় এবং যদিও ঐ সকল শ্রমজীবীকে তথায় লইয়া যাওয়ায় বহু ব্যয় পড়ে তথাপি স্থানের উৎপাদিকা শক্তি ও ব্যবসায়ীগণের শ্রমবলে সে সকল ব্যয় দিয়াও কৃষিগণ পর্য্যাপ্ত লাভ

করেন। কুলি লইয়া যাইবার যে কি রূপ ব্যয় তাহা পাঠকবৃন্দের সহজত অনুভব হইতে পারে না, এই জন্যই আমরা এস্থান তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

পৃথিবীর মানচিত্রে মরীচ দ্বীপ একটী ক্ষুদ্র সর্শপের ন্যায় লিখিত আছে বলিয়া তাহা অবজ্ঞার বিষয় নহে। এই দ্বীপের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সমস্ত শ্রমজীবীদিগকে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদিগের আহারার্থ অন্যূন ২০০০০ মোণ তণ্ডুল, ২০০০০ মোণ গম ২০০০০ মোণ দাল প্রতি মাসে দেশ দেশান্তর হইতে তথায় নীত এতদ্ভিন্ন পশ্বাদির আহারের জন্য প্রায় ৪০০০০ মোণ ছোলা ও ১৫০০০ মোণ জৈ তথায় যায়। এই দ্বীপের সহিত খাদ্য শস্যসম্বন্ধীয় বাণিজ্যে অনেক দেশ নিযুক্ত আছে। বঙ্গ, ব্রহ্ম, মান্দ্রাজ, করিঙ্গ, পারস্য প্রভৃতি দেশই প্রধান। একা কলিকাতাই প্রতি মাসে অন্যূন ১৫০০০০ মোণ তণ্ডুল, ১২০০০ মোণ গম ৩০০০০ মোণ ছোলা ১২০০০ মোণ দাল ও ১২০০০ মোণ জৈ মরীচ দ্বীপে রপ্তানি করিয়া থাকে। তথায় যৎকালে বাজার অতি নরম থাকে তখনও ৪ টাকার কমে চাল, দাল, ছোলা প্রভৃতির মোণ পাওয়া যায় না এতদ্দ্বারাই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে এদেশ অপেক্ষা কত অধিক ব্যয়ে তথায় এক জন লোকের দিন পাত হয়। কেবল যে চাল দালই মহার্ঘ এরূপ নহে; ঘৃত, তৈল, সুস্ক মৎস্যাদিও তথায় দুর্ম্মূল্য। অধিক কি এস্থানে এক জন দিন পরিশ্রমী ২৷৷০ টাকাতেই এক মাস আহারাদি করিতে পারে কিন্তু মরীচ দ্বীপে ১০। ১২ টাকাতেও এক মাস কাটান দুষ্কর। যে সকল শ্রমজিবী মরীচে ১০। ১২ বৎসর থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহারা সমস্ত অসন বসনাদির ব্যয় দিয়াও ৩০০। ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত লইয়া আইসে। এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক জন শ্রমীর প্রতি কত হিসাবে ব্যয় পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এত অধিক ব্যয় দিয়াও তথাকার দুঃখী ব্যবসায়ীগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিতেছেন।

মরীচ দ্বীপে ইক্ষুর চাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান চাল দালের চাস মাত্রেই নাই, জনার প্রভৃতি যে কিছু অল্প পরিমাণে জন্মে তাহা দ্বারা তথাকার আহারের বিশেষ সাহায্য হয় না। দ্বীপটীর সকল স্থানই ইক্ষু ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এবং ঐ সকল ইক্ষু হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা অতি উত্তম এবং ঐ চিনিতেই ভারতের চিনির অনাদর ঘটাইয়াছে। বোম্বে, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপাদি স্থানের লোকেরা ঐ চিনি অত্যন্ত ভাল জ্ঞান করেন ও তাহা পাইলেই তৎসমস্ত দেশীয় লোকগণ ভারতীয় চিনি লইতে ইচ্ছা করেন না। এতৎ কারণ বশতই ভারত হইতে পূর্ব্বমত আর চিনি রপ্তানী হয় না। কি চমৎকার চতুর্গুণাপেক্ষা অধিক ব্যয় বহন করিয়াও মরীচ দ্বীপের কৃষি ব্যবসায়ীগণ ভারত চিনির রপ্তানী বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত ভারতবাসীগণের ইহাতেও চৈতন্য হয় নাই। ভারতবর্ষের উৎপাদিকা শক্তি মরীচদ্বীপের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন

বলা যায় না, তথাপি ভারতীয়গণকে চিনীর ব্যবসায়ে ক্ষুদ্রদ্বীপ মরীচ কেন পরাস্ত করিতেছে। ইহার কারণ অলসতা-ভিন্ন আর কিছুই নহে। সম্প্রতি ভারতের বঙ্গ ও বেহারখণ্ডে অজন্মা জন্য দুর্ভিক্ষোদয়ের সম্যক সম্ভাবনা ঘটিয়াছে কিন্তু বঙ্গখণ্ডে এরূপ অজন্মা হওয়া সহজত সম্ভব নহে। আমাদিগের এই বাক্য অনেকে অসঙ্গত বোধ করিতে পারেন কিন্তু স্থির বিচারকগণ কখনই সেরূপ ভাবিবেন না, বঙ্গদেশে সচরাচর বৎসরের মধ্যে ৮ মাস বর্ষা হয় ও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও মৃত্তিকা দশহস্ত পরিমাণে খনন করিলেই জল পাওয়া যায়, তথাপি বঙ্গদেশে জলাভাবে শস্য হানি ঘটে ও বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি জন্য মৃত্তিকা যে রূপ শুষ্ক হয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সহজতই সেইরূপ অবস্থা দেখা যায়। তথায় বৎসরের মধ্যে দুই মাস বৃষ্টি হয় এবং ৩০।৪০ হস্ত পরিমিত নিম্ন পর্য্যন্ত খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না, তথাপি তদ্দেশীয়গণ সকল ক্ষেত্র মধ্যে কূপ খনন করিয়া তাহার সলিল সিঞ্চনে শস্য বপন ও তাহা রক্ষা করে এবং সেই শ্রমকে ক্লেশকর বোধ করে না। আর আমাদিগের বঙ্গের কৃষকগণ বীজ বপন করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় ও যদি কিছুমাত্র বৃষ্টির অল্পতা দেখে তবেই হাত পা গুড়াইয়া হতাশ হইয়া বসে। ইহারা কি দায় অদায়ের জন্য ক্ষেত্র মধ্যে পুষ্করিণী বা কূপ খনন করিয়া রাখিতে পারে না? পশ্চিমের লোকেরা যদি আদ্যোপান্ত ছেচা জলে চাষ করিতে পারে, তবে ইহারা বিপদেও কি তাহা পারে না, এই জন্যই আমরা বলি যে আলস্যই এ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—এই অলসতার পরবশ হইয়াই কৃষিগণ চিনীর উৎকর্ষতা সম্পাদনে যত্ন করে না, সুতরাং মরীচদ্বীপ ক্ষুদ্রকায় হইয়াও তত্রত্য কৃষি ব্যবসায়ীদিগের যত্ন ও শ্রমবলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশ অনন্ত রত্ন প্রভব সাগরসদৃশ বলিয়াই এখনো ইহার সৌভাগ্যাভাব দেখা যায়না নচেৎ ইহার অলসতম কৃষিগণের দোষে এত দিন ইহার সৌভাগ্য লেশ মাত্রও থাকিত না। পূর্ব্বে বঙ্গের তণ্ডুলের ব্যবসা বহু পরিমাণে ছিল ও তাহা সর্ব্ব দেশেই নীত হইত সেই ব্যবসায় যত দিন অন্য দেশীয়গণ সংলিপ্ত হয় নাই বঙ্গবাসীগণ গৌরব করিত যে বাঙ্গলা জগতের শস্যকোষ কিন্তু যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশীয়েরা তণ্ডুল ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে সেই পর্য্যন্তই বঙ্গীয় তণ্ডুল ব্যবসা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। ইহার প্রমাণার্থ আমরা ভারত ও ব্রহ্মদেশের ইংলণ্ডে তণ্ডুল রপ্তানির একটী সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে দিতেছি। তণ্ডুল ও চিনির রপ্তানি অনেক পরিমাণে কমিয়াছে তথাপি বঙ্গবাসীগণের চিন্তা নাই; পাট ও তমাকের ব্যবসা যে রূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে তাহাতে ঐ দুই ব্যবসায়ের হ্রাসে কিছুই হানি হয় নাই। এইরূপ এখনও অনেক দ্রব্য আছে যাহা অনর্থক নষ্ট হইতেছে ও যাহার ব্যবসায় হইতে পর্য্যাপ্ত আয় হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গবাসীরা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না

কারণ ইহাদিগের অভাব নাই। মরীচ দ্বীপ অল্প কাল মধ্যেই চিনির ব্যবসায়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সম্প্রতি আলুই সূত্র বাহির করিয়া একটী ব্যবসা স্থাপন করিতে যত্ন করিতেছে। অল্পদিন মধ্যে মরীচ হইতে যে আলুই সূত্র বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার ১৬০ গাঁট ৩০০ হইতে ৪০০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইয়াছে। এই আলুই সূত্রের একটী ব্যবসা স্থাপনার্থ বোম্বাই প্রদেশে এক বার যত্ন করা হইয়াছিল কিন্তু তাহা নাম মাত্র। যথার্থরূপে চেষ্টা করিলে ভারতীয় অনেক স্থান হইতেই আলুই সূত্র নির্ম্মাণ হইতে পারে এবং ডণ্ডির বস্ত্রকারক ও অপরাপর স্থানের কাপড় নির্ম্মাতাদিগের নিকট তাহা মরীচদ্বীপের উক্ত সূত্রাপেক্ষাও অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কলিকাতা হইতে লণ্ডন ও লিভরপুলে মে, জুন, জুলাই তিন মাহায় ৩৫৫৭ টন ওমান্দ্রাজ হইতে ৩৯৮৬ টন তণ্ডুল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যায় এবং রেঙ্গুন ও আকাব হইতে তিন মাসে ১০৬১৬০ টন তণ্ডুল ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। আকাব ও রেঙ্গুন যে ব্রহ্মদেশান্তর্গত তাহা পাঠকগণেরা সকলেই জানেন।

আগত দুর্ভিক্ষ।

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এবৎসর কোন স্থানেই উত্তমরূপে ধান্য উৎপন্ন হওনের আশা নাই সুতরাং পাছে পুনরায় অকাল হয় এই ভয় অস্মদ্দেশস্থ প্রায় সকলকেই ব্যাকুলিত করিয়াছে। দিন দিন আবার মহাজনেরা যে প্রকার চাউলের দর বাড়াইতেছেন তাহাতে সে ভয়ের আরও বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে ৪ টাকা এবং ৩৷৷ টাকার কমে প্রায় চাউল পাওয়া যায় না সুতরাং ক্রমশঃ দরের বৃদ্ধি হওন সম্ভব। ধান্যের রিপোর্ট পাঠ করিলে যে পরে এই দর কমিতে পারে এপ্রকার আশা কোন মতেই করা যাইতে পারে না। বর্দ্ধমান ডিবিজন মধ্যে কোন স্থানেই বৃষ্টি হয় নাই; কেবল হাবড়া অঞ্চলে অত্যল্পমাত্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি উপকার হইতে পারে? বাঁকুড়া জেলায় বৃষ্টি হইয়াছে বটে কিন্তু ধান্যের পক্ষে উপকারী নহে। এখন ধান্যের পরিণতাবস্থা সুতরাং বৃষ্টি হইতে অল্পমাত্র উপকার সম্ভব। মেদিনীপুর অঞ্চলে অত্যল্প জল হওয়াতে চাষের কিছু উপকার সম্ভব, কিন্তু তথাচ দরের ন্যূনতা হইতেছে না। চব্বিশ পরগণার উচ্চ ভূমি রোপিত ধান্য সকল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমি সমূহে কিছু জন্মাইলে জন্মাইতে পারে যশোহর অঞ্চলের স্থলে স্থলে জল হইয়াছে কিন্তু দরের লাঘব হইতেছে না। নদীয়া অঞ্চলেও উত্তমরূপ ধান্য জন্মাইবার আশা নাই। চাউল তিন টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মালদহ ডিবিজনে দুই আনা হিসাবে ধান্য জন্মাইতে পারে। রাজসাহী ডিবিজনের অধিকাংশ স্থলের শস্যের অবস্থা শোচনীয় কিন্তু স্থলে স্থলে জল সেচন করিয়া দেওয়া হইতেছে সুতরাং কিছু জন্মাইতে পারে। কুচবেহারে আদৌ বৃষ্টি হয় নাই। দারজিলিং প্রদেশে নিম্ন ভূমি সকলে যে পরিমাণে ধান্য জন্মাইবার আশা আছে, তাহাতে বোধ হয় উক্ত প্রদেশে কোন আশঙ্কা নাই। ঢাকা ডিবিজনের মধ্যে বাখর গঞ্জের এবং মৈমন সিংহের স্থলে স্থলে প্রচুর পরীমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। ফরিদপুর পরগণায় বার আনা হিসাবে ধান্য জন্মাইতে পরে। চট্টগ্রামে ধান্য নিতান্ত মন্দ হয় নাই কিন্তু নোয়াখালি অঞ্চলের ধান্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়। লোকে কথায় বলে একে "মনসা তাতে ধুনার গন্ধ" নোয়াখালির সম্পর্কেও অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছে। একে বৃষ্টি হয় নাই তাতে আবার পোকার দৌরাত্ম্য; টিপারায় চাউলের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। পাঠ না ডিবিজনের কোন স্থলেই উত্তমরূপ ধান্য জন্মে নাই। যৎকিঞ্চিৎ জন্মাইয়াছিল তাহা পোকায় শেষ করিতেছে। সাহাবাদে ধান্য নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এবৎসর ধান্য উত্তমরূপে জন্মে নাই সুতরাং দুর্ভিক্ষ হওনের অত্যন্ত সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা দেখিয়াও আমাদিগের বড় কর্ত্তা এবং ছোট কর্ত্তা কোন উপায় স্থির করিতেছেন না কেন? তাঁহারা নিশ্চিন্ত নহেন তাহা আমরা জানি কিন্তু তাঁহাদের কোন সন্দেহ ভঞ্জক উদ্যোগও আমরা দেখিতেছি না। চাউল যদিচ এবৎসর অধিক পরিমাণে জন্মে নাই, তথাচ বোধ হয় এখান হইতে রপ্তানি বন্ধ করিলে তাদৃশ আকাল হইবে না। ইতিমধ্যে এক জনরব উঠিয়াছিল যে কেহই ২৷৷০ টাকার ঊর্দ্ধে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন না। বাস্তবিক কলিকাতা সহরে দিন দুই চাউলের দরের লাঘব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় আবার দরের বৃদ্ধি হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে আগত দুর্ভিক্ষ সম্ভাবনা বোধ করিয়া কতিপয় নধাঢ্য লোকে অধিক পরিমাণে চাউল ক্রয় করাই এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এক জনকে অধিক পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতে কিজন্য দেওয়া হইতেছে? যাহার যে পরিমাণে এক বৎসর কাল নিমিত্ত চাউলের প্রয়োজন তিনি তাহাই ক্রয় করুন, না হয় তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে ক্রয় করুন। কেননা তাহা না হইয়া যদ্যপি যাহার যত ইচ্ছা তাহাকে সেই পরিমাণে ক্রয় করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সমৃদ্ধিশালী লোকেরাই প্রায় সমস্ত চাউল কিনিয়া বসিবেন। মহাজনেরা ভয় পাইয়া ক্রমশঃ দরের বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। যাঁহাদিগের তাদৃশ সঙ্গতি নাই এবং যে সকল লোকেরা তাহাদিগের দৈনিক উপার্জ্জন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহাদিগকে অধিক মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে হইবে। এই শেষোক্ত লোকেরা কখনই অত অধিক দরে চাউল কিনিতে পারিবে না। সুতরাং চুরি ডাকাতি এবং হত্যাকাণ্ড ক্রমশঃ হইতে থাকিবে। সে বৎসরের আকালের বিষয় মনে আসিলে আমাদিগের অদ্যাবধি শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত শত পুত্রবৎসলা

জননী অন্নাভাবে স্বীয় স্নেহাস্পদ শিশুকে পথমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল; কতশত ভর্ত্তা স্বকীয় প্রণয়িনীকে অনাহারে ত্যাগ করিয়াছিল এবং কতশত লোক তাদৃশ দুর্ব্বৃত্ত না হইলেও অন্নাভাব নিবন্ধন চৌর্য্যকার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এবৎসরও যদ্যপি কোন উপায় অতিশীঘ্র অবলম্বন করা না হয় তাহা হইলেও সেই প্রকার ভয়ঙ্কর ঘটনা হওন সম্ভব। অতএব আমরা গবর্ণর জেনেরলকে এবং অমাদের ছোট কর্ত্তাকে অনুরোধ করি যেন তাঁহারা অবিলম্বে কোন উত্তম উপায় অবলম্বন করেন। এখান হইতে রপ্তানি বন্ধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন না করিলে তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ চেষ্টা ঘোরতর অমাবস্যা রজনীতে এক মাত্র প্রদীপ জ্বালিয়া অন্ধকার দূরী করণ চেষ্টা সদৃশ বিফল হইবে। মহাজনদিগকে অধিক মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। তাঁহারা তাঁহাদিগের ক্রীত মূল্যাপেক্ষা অধিক দরে (অর্থাৎ যে দরে বিক্রয় করিলে তাঁহাদিগের কোন হানি হইতে পারে না) বিক্রয় করুন। যখন প্রায় সময় সময় এই রূপ অনাবৃষ্টি হইতে লাগিল তখন ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ নিবারণ নিমিত্তও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। স্থানে স্থানে খাল কাটাইয়া দেওয়াই ইহার এক উত্তম উপায়। তাদৃশ বৃষ্টি না হইলেও জলসেবন দ্বারা শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সে বৎসর উড়িষ্যাঞ্চলে তাদৃশ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল বলিয়া উক্ত অঞ্চলের স্থলে স্থলে নালা খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক বিঘায় জল দেবার নিমিত্ত দুই টাকা খরচ করিতে হয়। বঙ্গবিভাগের সর্ব্বত্রও ঐ প্রকার খাল খনন করা উচিত। যে যে স্থলে শুষ্ক নদী সকল দৃষ্ট হয় তৎতৎস্থলের সেই সকল প্রবাহ রহিত নদী সকলকে ঝালাইয়া দেওয়া আবশ্যক এতৎ সম্বন্ধে আমরা গবর্ণমেণ্টকে একটি কথা বলিতে চাহি। কলিকাতার উত্তর পূর্ব্ব গৌরিপুর বারাসত প্রভৃতি দেশদিয়া যশোহর পর্য্যন্ত ঐ প্রকার প্রবাহ রহিত একটি নদী আছে। উক্ত নদী স্থলে স্থলে একবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন স্থান বর্ষাগমে জলপূর্ণ হইয়া থাকে। এই নদী পুর্ব্বাঞ্চল পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল, এপর্য্যন্ত তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গঙ্গার সহিত সংযোগ করত উহাকে ঝালাইয়াদিলে চাষ ও বাণিজ্যের অত্যন্ত উপকার সম্ভব। একবার এই নদীটি ঝালাইবার উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু সহসা সে চেষ্টা কেন রহিত হইল বলিতে পারা যায় না। বঙ্গবিভাগে অন্যান্য স্থলেও এই প্রকার প্রবাহ রহিত নদী আছে। এবং এসকল নদী খনন করাও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যায় সাধ্য। সুতরাং যে যে স্থলে ঐ প্রকার নদী দৃষ্ট হয়, সেই সেই স্থলে নূতন খাল না কাটাইয়া ঐ সমস্ত নদীকে ঝালাইয়া দিলেই চলিতে পারে। কিন্তু যে সকল দেশে ঐ প্রকার কোন নদী নাই সেসকল স্থলের চাষভুমিসন্নিকটে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর খাল কিম্বা নালা কাটাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তণ্ডুলের দরের তালিকা।

	শের	ছটাক	শের	ছটাক
বাঙ্গালার পশ্চিম।				
বর্দ্ধমান ..	১৫	॥০ ..	২৩	০
বাকুড়া ..	১৫	০ ..	১৭	ঃ০
বীরভূম ..	১৬	॥০ ..	১৯	॥০
মেদিনীপুর ..	২০	০ ..	২৪	০
হুগলি ..	১৩	॥৶০ ..	১৮	০
হাবড়া ..	১৪	০ ..	১৯	০
মধ্যদেশ।				
চব্বিশ পরগণা ..	১৩	৸৶০ ..	১৮	।০
নদীয়া ..	১৩	।/০ ..	১৭	।/০
যশোহর ..	২১	।/০ ..	২৬	॥৶০
মুরসিদাবাদ ..	১৩	॥০ ..	২০	০
দিনাজপুর ..	১৪	॥০ ..	২৮	০
মালদহ ..	১৩	০ ..	২২	০
রাজসাহি ..	১৩	॥০ ..	২২	॥০
রঙ্গপুর ..	১১	১) ..	২২	॥০
বগুড়া ..	১৫	০ ..	৩০	০
পাবনা ..	১৬	॥০ ..	২৭	॥০
দারজিলিং ..	১০	০ ..	১২	০
বাঙ্গলার পূর্ব্ব।				
ঢাকা ..	১৬	০ ..	২২	০
ফরিদপুর ..	১৬	॥০ ..	২১	০
বাখরগঞ্জ ..	১৯	০ ..	২৭	০
ময়মনসিং ..	১৭	০ ..	২৮	০
টিপিরা ..	২১-১	।৶০ ..	৩০	০
বেহার।				
পাটনা ..	১৩	০ ..	২১	০
গয়া ..	৯	॥০ ..	১৯	০
শাহাবাদ ..	১৪	০ ..	১৮	০
ত্রিহুত ..	১১	৸০ ..	১৫	॥০
শারণ ..	১০	০ ..	১৯	০
চম্পারণ ..	১৩	॥০ ..	২৭	০
মুঙ্গের ..	১২	।৶০ ..	১৭	॥০
ভাগলপুর ..	১৩	৸৶০ ..	১৬	।৶০
পূরনিয়া ..	১২	০ ..	২৫	০
শাঁওতাল				
পরগণা ..	১৩	০ ..	১৯	০
উড়িষ্যা।				
কটক ..	২৭	।০ ..	৩৮	/০
বালেশ্বর ..	২৭	০ ..	৩০	০
ছোটনাগপুর।				
দক্ষিণপশ্চিম দিক।				
হাজারিবাগ ..	১২	০ ..	১৭	০
লোহারডগা ..	১৬	০ ..	২১	০
মানভুম ..	১৭	০ ..	২০	০

বংশীরব।

শুন শুন ব্রজবাসি, যমুনা পুলিনে বসি,
বাজায় মোহন বাঁশী নিকুঞ্জবিহারী।
নব রসিকরঞ্জন, নবজলদগঞ্জন,
নহে জটাধর এবে শিখিপুচ্ছ ধারী॥
শুনিয়া মধুরধ্বনি, নীপডালে শিখণ্ডিনী,
নাচিছে সুন্দর দেখ চারু কুঞ্জবনে।
শুনি সুললিত তান, গাইছে ললিত গান,
ঐ শুন বনপ্রিয় মধুর ভাষণে॥
দূরহতে রব শুনি, ধাইছে গাভীর শ্রেণী,
নাচিছে গোবৎসগণ গর্জ্জি নটদলে।

হর্ষিত রাখালকুল, তুলি আনি বনফুল
সাজায় মুরলীধরে কত কুতূহলে॥
শুনিয়া মুরলী রব, ধায় ব্রজনারী সব,
দহিলে দহিলে বলি যমুনা পুলিনে।
হরিমনোবিলাসিনী, মধুস্বরসহাসিনী
চলে সবে, অলি যথা বিকচ নলিনে॥
চল সব গোপনারী, চল চল ত্বরাকরি
বাজিছে শ্যামের বীণা আয় আয় করি।
এমন সুন্দর রবে, পুনশ্চ নাহি বাজিবে
না ডাকিবে আর পুনঃ মধুস্বরে হরি॥

তেজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে মনে কর, তাপমান দ্বারা অধিক পরিমিত তরল বস্তুর তাপ নির্ণয় করিতে হইবে। ঠিক বলিতে গেলে, তাপমান ও তরল একত্র সংলগ্ন হইলে এক তাপ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যদি তাপমানের পিণ্ড অপেক্ষা জলের পিণ্ড অত্যধিক হয়, তবে তাপমান জলে নিমগ্ন করিলে, জলের তাপের স্পষ্ট পরিবর্ত্ত লক্ষিত হইবে না, এবং ঐ তাপমান দ্বারা জলের তাপ নির্দ্দিষ্ট হইবে; সুতরাং যন্ত্রটী অতি ক্ষুদ্র হওয়া চাই। আর জলনিমগ্নানন্তর তাপমান জলের তাপ সমাহরণ করিলেও যদি পাক দ্বারা ঐ জলের তাপ ক্রমাগত পূরিত হয়, তাহা হইলে তাপমান, যেরূপ দেহবিশিষ্ট হউক না কেন, পরিশেষে ঐ সিদ্ধ জলের তাপ প্রাপ্ত হইবেক। বৃহৎ তাপমান অপেক্ষা ক্ষুদ্র তাপমান শীঘ্রতর উক্ত তাপ প্রাপ্ত হয়।

তাপ পরিমাণার্থ তিন প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার হয়; বায়ব তাপমান, আসব তাপমান ও পারদ তাপমান। কিন্তু শেষোক্ত দুইটীরই ব্যবহার অধিক।

অধিক পরিমাণে তেজ হ্রাস হইলে পারদ জমিয়া যায়, এজন্য হ্রস্বতাপপরিমাণ নিমিত্ত পারদ তাপমান অপেক্ষা আসব তাপমান প্রয়োজনীয়। আসব সহজে ঘন হয় না। কিন্তু সাধারণ তাপ পরিজ্ঞান জন্য পারদ তাপমান অধিক গ্রাহ্য।

তাপমান উৎকৃষ্ট হইতে হইলে।

১ম। ইহার দেহ ক্ষুদ্র হওয়া আবশ্যক এবং ইহা অনাড় না হয়।

২য়। একরূপ তাপে ইহা একইরূপ চিহ্ন প্রকাশ করিবে; অর্থাৎ যে রূপ তাপে ইহা যে রূপ অঙ্ক দর্শায়, সেই তাপে সর্ব্বত্র সেরূপ অঙ্ক দর্শনই আবশ্যক? যে তাপে ইহা ৮০ অঙ্ক দেখায়, পুনরায় তদ্রূপ তাপে ঐ ৮০ অঙ্ক দেখা নই ইহার কর্ত্তব্য; ন্যূনাধিক না হয়। অথবা যদিই ন্যূনাধিক হয়, তাহা এরূপ হওয়া উচিত, যে অনায়াসে শোধন করা যায়।

৩য়। ইহার ছিদ্রের আয়তন সর্ব্বত্র সমান হইবে।

তাপমানে পারদ পূরণ প্রণালী। প্রথম উপায়। কৈশিক ছিদ্রযুক্ত কাচের নলের একপ্রান্তে ফুঁক দ্বারা কুণ্ড করিয়া ঐ কুণ্ডকে সুরাদীপে তপ্ত করিলে, এবং

যন্ত্র মধ্যস্থ বায়ু মুখদ্বারা বহির্গত হইলে, ঐ মুখটীকে বিশুদ্ধ পারদ পূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করা যায়। কুণ্ড যতই শীতল হইতে থাকে এবং অন্তঃস্থ বায়ুভার যতই হ্রাস পাইতে থাকে, কিয়দংশ পারদ কুণ্ডে প্রবেশকরে। পুনরায় ঐ পারদকে পাক করিলে তাহার বাষ্পদ্বারা যন্ত্রের নলে যৎকিঞ্চিৎ বায়ু আর্দ্র থাকে, সমুদয় নিঃশেষিত হয়। এক্ষণে, যন্ত্রটী তপ্ত ও পারদবাষ্পপূর্ণ থাকিতে থাকিতে, আর এক বার নলের মুখকে কটাহে মগ্ন করিতে হয়। উক্ত বাষ্প ঘন হইলে কুণ্ড ও নল পারদপূর্ণ হইবে। নল পারদপূর্ণ হইলে, যন্ত্রের মুখটীকে কোমল করিয়া একেবারে এরূপ ভাবে মুড়িয়া দিতে হয় যে, বায়ু তাহাতে না যাইতে পারে। যখন যন্ত্রটী উত্তম রূপ শীতল হইবে, তখন, পারদ কর্ত্তৃক কুণ্ড ও নলের কতকটা মাত্র ব্যাপ্ত থাকা আবশ্যক; অবশিষ্ট ভাগ শূন্য থাকিবে; অর্থাৎ পারদ ব্যাপ্ত ভাগ নলের উচ্চতার এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ ভাগ মাত্র অধিকার করিবে। এখন যন্ত্রের গাত্র ও পারদ উভয়েই তাপপ্রাপ্ত হইলে বিস্তৃত হইবেক; কিন্তু গাত্র অপেক্ষা পারদ অধিক বিস্তৃত হইয়া, নলের কৈশিক ছিদ্রে উত্থিত হইবে। ছিদ্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলে; পারদের সামান্য বিস্তৃতিতে উত্থান অধিক হইবেক।

দ্বিতীয় উপায়। কাঁচ নলের মুখে অর্থাৎ যেদিকে কুণ্ড না থাকে, সেদিকে কাগজের ঠোঙ্গা বসাইয়া তদ্দ্বারা পারদ ঢালিতে হয়। তাহার পর সুরাদীপে কুণ্ড তপ্ত করিলে কাঁচনলের কতকটা বায়ু বহির্গত হয়; এবং পারদ শীতল হইতে হইতে কুণ্ডে আসিতে থাকে। এইরূপ উপর্য্যুপরি উত্তাপ দিলে যখন বায়ু শূন্য হইয়া পারদ পূর্ণ থাকে এবং ঐ পারদ নলের মুখ দ্বারা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, তখন প্রাগুক্ত প্রকারে নলের মুখ মুড়িয়া বন্ধ করিতে হয়। পরে পারদ শীতল হইয়া সঙ্কুচিত ও অধঃপতিত হয়; নলের উপরিভাগ শূন্য থাকে।

তাপমানে অঙ্কনির্দ্দেশ। জল যত উত্তপ্ত হইলে বুদ্ বুদ্ হইতে থাকে, তাপমানে তাহাকে জলস্ফোট অঙ্ক, ও জলের তেজ যত হ্রাস হইলে জমিতে থাকে, তাহাকে বরফ অঙ্ক কহে। নিম্নলিখিত রূপে বরফ অঙ্ক স্থির করা যায়। একটী কাষ্ঠের বাক্সের তলায় কতকগুলি ছিদ্র করিয়া একটী গৃহে রাখা হয়। কিন্তু ঐ গৃহ যেন এত শীতল না হয়, যে তাহাতে জল জমিয়া যাইতে পারে। পরে বাক্সটীকে দ্রবীভবৎ বরফ খণ্ড দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেই বরফ খণ্ডের ভিতর তাপমানকে লম্ব ভাবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থাপিত করা হয়, যতক্ষণ না পারদ ক্রমাগত নামিয়া এক স্থানে স্থির থাকে, এরূপে ১৫ মিনিট কাল পারদ স্থির থাকিলে যে পর্য্যন্ত বরফ নামিয়াছে সেখানে একটী চিহ্ন দেওয়া হয়। ঐ চিহ্নটীকে বরফ অঙ্ক কহে; কারণ, জল জমিতে থাকা ও বরফ দ্রব হওয়া, উভয়েরই তাপ সমান।

জলস্ফোট অঙ্ক স্থির প্রণালী। যখন

বায়ুমান যন্ত্রে বায়ু ভার ৩০ ইঞ্চ তখন জলকে উষ্ণ করিয়া ফোটাইতে হয়, এবং সেই জলোপরি তাপমান বসাইতে হয়। যন্ত্রস্থ পারদ জলের উষ্ণতায় প্রথমতঃ দ্রুত উঠিয়া, পরিশেষে আর উত্থিত হয় না; এবং সেই উষ্ণজলে অধিক ক্ষণ থাকিলেও পারদ একস্থানে স্থির থাকে। তখন পারদ উত্থান সীমায় এক চিহ্ন দেওয়া যায়।

কিন্তু অনেক পণ্ডিতদিগের মতে এতদ্রূপ অঙ্কনির্দ্দেশ অশুদ্ধ। তাঁহারা কহেন, বায়ুভার এবম্বিধ থাকিলে ও পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে জলফুটিবার তাপ কিছু বিভক্ত হয়; কিন্তু পাত্র যেমন হউক না কেন, উষ্ণ জলোত্থিত বাষ্পের তাপ বিভিন্ন হয় না। অতএব জলস্ফোট অঙ্ক স্থির করিতে হইলে, জলে না করিয়া, বাষ্পে তাপমান নিমগ্ন করা উচিত। এতদর্থে একপ্রকার যন্ত্রের ব্যবহার হয়; তাহার নিম্নে জল উত্তপ্ত হইতেছে ও উপরে তাপমান স্থাপিত আছে। জলসমুত্থ বাষ্প তাপমানের কুণ্ডের গাত্রে লাগিয়া একটী ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হয়।

বরফ অঙ্ক ও জলস্ফোট অঙ্কের ব্যবহৃত স্থান কোন তাপমানে ১৮০ সমান ভাগে, কোন তাপমানে ১০০ সমান ভাগে ও কোন তাপমানে ৮০ সমান ভাগে বিভক্ত হয়। ঐ সমান ভাগকে অংশ কহে। ইংলণ্ড দেশে ফারেনহাইট্ তাপমান, ফ্রান্সে সেণ্টিগ্রেড্ ও জর্ম্মণি রুসিয়ায় রেয়মর তাপমান প্রচলিত। ফারেনহাইট্ তাপমানের বরফ অঙ্ক (৩২০) ৩২ অংশ ও জলস্ফোট অঙ্ক ২১২°; সেণ্টি গ্রেডের বরফ অঙ্ক ০° ও জলস্ফোট অঙ্ক ১০০°; রেয়মরের বরফ অঙ্ক ০° ও জলস্ফোট অঙ্ক ৮০°।

বরফ অঙ্ক ও জলস্ফোট অঙ্কের ব্যবহিত স্থানকে সমান অংশে ভাগ করিতে হইলে, সমস্ত স্থানকে মোম দ্বারা পাতলারূপে আবৃত করে; পরে সূচি দ্বারা বিভাজ্য স্থান সকল অঙ্কিত করিয়া, তত্তৎস্থানের মোমসকল তুলিয়া লয়; অন্যান্য সমস্তভাগে মোম থাকে। অনন্তর ঐ অঙ্কিত স্থান সকলে হাইড্রক্লুয়রিক অম্ল দিলে, কাঁচ ক্ষয় পাইয়া চিহ্ন ধারণ করে। অন্যান্য স্থান মোমসংলগ্ন থাকায় অক্ষয় থাকে।

ফারেনহাইট্ তাপমানে বরফ অঙ্ক ৩২ অংশে একটী শূন্য দেওয়া থাকে, তাহার অর্থ এই যে, সেখানকার তাপ কিছুই নয় অর্থাৎ শূন্য; এবং ক্রমাগত নিম্ন অংশ সকল ঋণচিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত হয়; যথা শূন্য অংশের নিম্ন ১০ অংশ,(—১০°)। পারদ —৪০° অংশে জমিয়া যায়; সুতরাং পারদ তাপমান—৪০° এর নিম্নে অঙ্কিত হইতে পারে না।

সেণ্টিগ্রেড্, ফারেনহাইট্ ও রেয়মর তাপমানের পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিতে হইবে।

মনে কর স, ফ, ও র, প্রত্যেক তাপমানের একবিধ তাপব্যঞ্জক চিহ্ন। যে হেতু বরফ অঙ্ক ও জলস্ফোট অঙ্কের ব্যবহিত স্থান প্রতেক স্থলে একই অনুপাতে বিভক্ত, অতএব———

স : ফ—৩২ : র :: ১০০ : ১৮০ : ৮০
:: ৫ : ৯ : ৪

$$\frac{স}{৫} = \frac{ফ-৩২}{৯} = \frac{র}{৪}$$

এই সমীকরণ হইতে স, ফ ও র প্রভৃতির মান স্থির করা যাইতে পারে।

তাপমান দ্বারা তেজ সম্বন্ধে কি জ্ঞান পাইতে পারি? বস্তুতে কত পরিমাণ তেজ আছে ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারি না; কারণ, কোন তাপমানকে একবার বৃহৎ জলকটাহে মগ্ন করিয়া, পুনরায় ক্ষুদ্র জলপাত্রে নিমগ্ন করিলে উভয়েই তাপমানের উচ্চতা এক থাকে; কিন্তু ক্ষুদ্র জলপাত্রের অপেক্ষা বৃহৎ জলপাত্রের জলে যে অধিক তেজ আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। তবে আমরা তাপমান দ্বারা কি জানিতে পারি? তাপমান আমাদিগকে তেজের আধিক্য মাত্র জানায়; সেই আধিক্য দ্বারা পারদের প্রসারণ হইয়া থাকে; এবং সেই প্রসারণকেই আমরা তাপসংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করি। অমুক বস্তুর তাপ ৬০°, বলিলে এই বুঝায় যে ঐ বস্তু তাপমানের পারদকে ৬০ অংশ প্রসারিত করে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র।

ভারতের ভাগ্য নিতান্ত মন্দ বলিতে হইবে, বিশেষতঃ ১২৮০ সাল যে তাঁহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারত মাতা কবিকুল চক্রবর্ত্তী মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু শোকে একে কাতরা তাহাতে আবার নাটক রচনাকারককুলশিরোভূষণ দীনবন্ধুর মরণের শোক তাঁহাকে বহন করিতে হইল। তাহাতে আবার দুর্ভিক্ষ রাহু কালের ন্যায় করালকবল বিস্তীর্ণ করিয়াছে দেখিয়া ভারত মাতা সন্তানগণের জন্য মহাচিন্তিতা হইয়াছেন।

৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র নদীয়া জিলার অন্তর্গত ঘোঁজা চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম কলিকাতা হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া তৎপরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমাদিগের অনারেবল দ্বারিকানাথ মিত্র, এবং সুযোগ্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এই মৃত মহাত্মার সমকালিক ছাত্র। দীনবন্ধু বাবুর মাতৃভাষার প্রতি সমধিক যত্ন ছিল। তাঁহার অধ্যয়ন সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় এক্ষণকার ন্যায় অধিক গ্রন্থাদি না থাকায় কি প্রকারে মাতৃভাষার উন্নতিসাধন হইবে এই চিন্তা তাঁহার মনে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার মানসমুকুলও অচিরে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। নীলদর্পণ, নবীনতপস্বিনী, বিয়েপাগলা বুড়া, লীলাবতী, কমলে কামিনী, সধবার একাদশী, সুরধুনী কাব্য এবং জামাই বারিক এই আটখানি গ্রন্থ এই মৃত-মহাত্মা-প্রণীত। এই কয়েক খানি পুস্তক সম্বন্ধে যাঁহার যে মত থাকুক না কেন, আমরা এস্থলে তদ্বিপরীতে কিম্বা স্বাপক্ষে কিছুই বলিতে চাহি না, কিন্তু এই মাত্র বলিতে পারি যে তাঁহার মৃত্যুতে সর্ব্ব সাধারণের ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার জীবদ্দশায় সকলের সহিত বাক্যালাপে তিনি যে প্রকার হাস্যবদন দেখাইতেন

তৎপ্রণীত অধিকাংশ নাটকাদিও সেই হাস্যরস প্রধান। যিনি একবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন তিনি জন্মাবধি তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। তিনি অত্যন্ত শিষ্টাচারী, মিষ্টভাষী এবং অমায়িক লোক ছিলেন। এমন কি বোধ হয় পৃথিবীতে তাঁহার কাহারও সহিত বিবাদ ছিল না।

কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট ইনি পদ্য লিখিতে শিখিয়াছিলেন। দীনবন্ধু বাবু বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কিছু দিন কলিকাতার হিন্দু কালেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকেন তথা হইতে ডাক বিভাগের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া প্রথমতঃ পোষ্টমাষ্টার ও পরে পরিদর্শক (ইনসপেক্‌টিং) পোষ্টমাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হয়েন। ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে যখন যে স্থানে যাইতে বলিয়াছেন তিনি স্থানাস্থান বিচার না করিয়া অবিলম্বে তথায় যাইতেন ও সশিরোন্যস্ত ভার সমস্ত সুচারুরূপে সমাধা করিয়া সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষ সাধন করিতেন। কখন তিনি কোন স্থানে যাইতে অস্বীকার পান নাই ও এপ্রকার কার্য্য কৌশল জানিতেন যে উপরিস্থ সকলেই তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতাস্থ পোষ্টমাষ্টার জেনরলের নিজ সহকারীত্ব পদ প্রদান করিয়াছিলেন। লুসায়া যুদ্ধ কালীন ডাক বন্দোবস্ত সুন্দররূপে স্থাপন করাতে তাঁহার বহু প্রশংসা হইয়াছিল, কিন্তু এসমস্ত গুণেও তাঁহাকে শেষ দশায় দলাদলীর হেঙ্গামে পড়িয়া পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের সহকারীত্ব ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পরিদর্শক পোষ্টমাষ্টার হইতে হইয়াছিল। এই অবনতি ও বিশ্রামের পর শ্রমাধিক্যই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ বলিতে হইবে। দীনবন্ধু বাবুর গুণে সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অকালমৃত্যু সংবাদে সকলেই দুঃখিত হইবেন।

দীনবন্ধু বাবু নাটক লেখার জন্যই বঙ্গীয় সাহিত্যপ্রিয়দিগের স্নেহাস্পদ হইয়াছিলেন এই জন্যই আমরা এস্থলে তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম। এক্ষণে আমাদিগের নাটক পাঠকারীগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে এক দল ঐ সকল নাটককে উত্তম বলেন যাহার রচনা বিশুদ্ধ সাধুভাষায় ও উপন্যাস ভাগ বিশেষ মনোরঞ্জনকর, এবং তাঁহারা উহার অভিনয় করণোপযোগিতা দেখেন না। অপর দল তাহার বিপরীতরুচিবিশিষ্ট হইয়া নাটকের ভাষা ও উপন্যাস ভাগের প্রতি তত দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল রঙ্গভূমের যোগ্যাযোগ্যতা বিচার করেন, অভিনয় কালে রসোদ্দীপনে সক্ষম হইলেই ইহাঁরা নাটক উত্তম বলেন। দীনবন্ধু বাবুর কৃত নাটকগুলিতে শেষোক্ত দলের অন্বেষিত গুণ যথেষ্ট আছে এবং তাঁহার নাটকের বারম্বার অভিনয়ই তাহার প্রমাণ। যে স্থানে তৎকৃত নাটকের অভিনয় হইয়াছে সেই স্থানেই দর্শকগণ সম্যক সন্তোষলাভ করিয়াছেন। সধবার একাদশী ও নবীনতপস্বিনী নাটক স্থানে, অন্যূন ৩০ বার করিয়া অভিনয় হইয়াছে।

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

মাসিক পত্রিকা।

১ম, পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা [৫ম, খণ্ড।

ধন-দেবতা।

যে মরুপ্রদেশ ভারতভূমির স্বর্ণময়ী নামের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়াও স্বভাব-সৌন্দর্য্যের বিভিন্নতা সম্পাদন দ্বারা চন্দ্রস্থ কলঙ্কের ন্যায় শ্রীসাধন করিতেছে; যে প্রদেশের বালুকাময় শস্যহীন বক্ষঃস্থলে বিকনীর জসলমীর প্রভৃতি স্থান সকল স্থির সাগরের শ্বেত সলিল-বেষ্টিত শ্যামদেহ দ্বীপ সদৃশ শোভা পাইতেছে; যাহার পশ্চিমে হিমাচল শিখরস্থ-তুষার-প্রোত-বাহিনী শতদ্রুনদী সিন্ধুনদের সহিত সম্মিলিতা হইয়া বিরাজমানা আছেন এবং যে প্রদেশের পূর্ব্বভাগে শ্বাপদালয় অরাবলী পর্ব্বতশ্রেণীর বিচিত্র শেখর সমস্ত বিশ্বনিয়ন্তার কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় গগন পথে মস্তকোত্থিত করিয়া আছে, সেই প্রদেশের উত্তর পূর্ব্ব খণ্ডই আমাদিগের কথার প্রথম রঙ্গ-ক্ষেত্র। এপ্রদেশ কাহারই অজ্ঞাত নহে। প্রাচীনতম ভারতবর্ষের প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক ত্রিকাল-ব্যাপী পুরাবৃত্তে মহামহা ঘটনার সহিত এপ্রদেশের ভূরি-ভূরি উল্লেখ আছে। এই মরুস্থান মধ্যেই সম্রাট হুমান বিপক্ষ দ্বারা পশ্চাত্তাড়িত হইয়া পলায়ন-কালে বহু কষ্ট পাইয়াছিলেন; এই প্রদেশেই তাঁহার অধিরোহিত অশ্ব দেহ ত্যাগ করাতে এক জন সামান্য সৈনিক নিজ-মাতাকে অবতরণ করাইয়া তাঁহাকে অশ্ব প্রদান করে, ইহাতেই তাঁহার সহচরগণ জলাভাবে বহুপর্য্যটনের পর এক কূপ পাইয়া রজ্জু যোগে ধাতুময় জলাধারে জল উত্তোলন করিলেই সকলে সেই জল পানার্থ ব্যগ্র হইয়া সলিল গ্রহণে উদ্যত

হইবাতে জল-পাত্র রজ্জু ছিন্ন হইয়া কূপে নিপতিত হয় ও অনেকে কূপ মধ্যে পতনে প্রাণত্যাগ করে এবং এই প্রদেশেই তাঁহার মহিষী সেই বিপদ্ সময়ে ভারতের ভাবী ইন্দ্রতুল্য সম্রাট আকবরকে প্রসব করিয়া বিপক্ষ হস্তে ফেলিয়া যান। যে সাগরকে নানা-রত্ন-পূর্ণত্ব হেতুক লোকে রত্নাকর বলিয়া থাকে, যাহাতে প্রবাল-পুঞ্জ এক এক স্থানে ক্রীড়া শৈলাকারে বিদ্যমান আছে, যাহাতে সুবর্ণ রেখা হিরণ্যবহাদির ন্যায় শত শত নদী স্বর্ণকণিকা বহন করে এবং যাহাতে সম্রাট শিরসোচিত বহু মূল্য মুক্তা শুক্তি মধ্যে নিহিত থাকে, সেই রত্নাকরের গর্ভে সৈবালেরও জন্ম হইয়া থাকে। অতএব পৌরাবৃত্তিকী মহামহতী ঘটনাবলীর রঙ্গ-ভূমি-স্বরূপ পূর্ব্ব-কথিত মরুক্ষেত্র আমাদিগের নবন্যাসের প্রসঙ্গোত্থাপন স্থান হইবার বৈচিত্র্য কি?।

স্থান সম্বন্ধে ইতি-পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, এক্ষণে সময় ব্যক্ত করিয়া কথারম্ভ করাই শ্রেয়ঃ। সময় শীতকাল, মাঘ মাস, বেলা প্রায় সার্দ্ধ এক প্রহর হইয়াছে, দিনকরের কর সকল প্রখর হইয়া প্রাতঃসমীরণের শীতলতা সংহরণ করিয়াছে, মরুভূমির শ্বেতবর্ণ বালুকাময় অপার দেহ নির্বাত নিষ্কম্প স্থির সাগর সদৃশ চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে; সৌরকর সন্দীপ্ত সৈকতাবলীর দেহ হইতে এক-প্রকার আভা নিষ্কাশিত হইবাতে সমস্ত মরু-স্থলকে রজত-রেণু-পূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; রবিকর-সংতপ্ত বালুকাবলী দেহ হইতে উত্তাপ বিকীরণ করাতে প্রান্তরোপরিস্থিত বায়ু এরূপ সুক্ষ্মতা প্রাপ্ত যে স্থানে স্থানে মৃগতৃষ্ণিকায় জল ভ্রম উদয় হইতেছে। বায়ু উত্তপ্ত হইয়া সুক্ষ্মতা বা অস্থূলতা জন্য অতীব মৃদুগমনে প্রবাহিত হইতেছে। মরুভূমির দেহের যতদূর দৃষ্টিগোচর, তন্মধ্যে তরু,লতা, নদ, নদী, পশু, পক্ষী কিছুই দেখা যাইতেছে না; কেবল উত্তর পূর্ব্ব খণ্ডের প্রান্তর মধ্যে এক দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কি চলিতেছিল এবং প্রান্ত-ভাগে একটী পর্ব্বত দূরস্থ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল, এতদ্ভিন্ন সমস্ত মরুস্থল নির্জন ও নিঃশব্দ।

এক্ষণে ঐ বিচরণকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজ্ঞাত বস্তু-গুলির নিকটেই পাঠক-বর্গ চলুন এবং দেখুন যে তৎসমস্ত যদিচ দূর হইতে ক্ষুদ্র বোধ হইতেছিল; ফলতঃ তাহা নহে; ঐ গুলি এক দল উষ্ট্র, সকলেরই পৃষ্ঠোপরে বৃহদাকার এক একটী বহু-মূল্য বস্ত্রাদি-পূর্ণ বোঝা আছে; ঐ বোঝা একত্র গ্রহণাভাবেই এক একটী বলা হইল; বস্তুতঃ প্রত্যেকের বোঝা দুই খণ্ডে বিভক্ত; এবং বৃষপৃষ্ঠের বোঝা যেরূপ দুই ভাগে লম্বমান থাকে, প্রায় সেই রূপে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আবদ্ধ; এবং ঐ উভয় খণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আসনোপরি যে এক এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন; তাঁহাদিগের পরিচ্ছদাদিতে বোধ হয় যে তাঁহারা ভদ্র লোক, বিচিত্র লোমজ বস্ত্রের অঙ্গরক্ষণ ইজের, কটিবন্ধও রজতকারুকার্য্য-বিশিষ্ট; উষ্ণীষ পরিধান, পৃষ্ঠে দীর্ঘনলা বন্দুক ও চর্ম্ম; কটিবন্ধে করবাল সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ সকল লোকই উষ্ট্র পৃষ্ঠস্থিত

বস্ত্রাদি পণ্য-দ্রব্যের অধিকারী। তাঁহাদিগের সম্মুখে এক এক জন উষ্ট্র-প্রেরক রজ্জু যোগে উষ্ট্র সকলকে চালাইতেছিল; এবং উষ্ট্রের পদপ্রক্ষেপ, তাহাদিগের টিট্‌কারধ্বনি ও উষ্ট্রদেহস্থ সজ্জাবলীতে সংলগ্ন ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমস্তের সুমধুর ঠন্ ঠন্ শব্দেই মরুস্থলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। প্রাগুক্ত উষ্ট্রারোহী শুভ-দর্শন ব্যক্তি-গুলি কে? তাঁহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী বণিক—পারস্য-সাগরাদি পথে প্রবাহিত যে বাণিজ্য স্রোতঃ সিন্ধু নদের সাগর সংগম স্থান দিয়া প্রদেশে সমাহৃত হইত; তল্লব্ধ পণ্য দ্রব্য সমূহ লইয়া তাঁহারা রাজ-পাট দিল্লীতে গমন করিতেছিলেন। স্থল পথের বাণিজ্যের নিয়মই এই, যে, কেহ একক কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে সাহস করেন না, যেহেতু পথের সকল স্থান সমান নহে; কোন স্থানে হিংস্র পশুর, কোথাও অসভ্য লোকের ও স্থান বিশেষে দস্যুর উপদ্রব থাকে; সুতরাং একক গমনে নানা বিঘ্ন ঘটে; এই নিমিত্ত ব্যবসায়ীগণ ১০।২০ জন নিজ নিজ দ্রব্যজাত লইয়া সম্মিলিত এবং সকলে একত্রে পথ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হয়েন। পূর্ব্ব-কথিত বণিক্‌গণও সেই নিয়মানুসরণ পূর্ব্বক হাইদ্রাবাদ হইতে একত্র দিল্লী নগরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের পর্য্যটন প্রায় শেষ হইয়াছিল; আর ৭।৮ হোরা পরিমিত কাল গমন করিতে পারিলেই তাঁহারা ঈপ্সিত স্থানে উপনীত হইতে পারিতেন; কিন্তু জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অপর রূপ ছিল,—বায়ু ক্রমশঃ মন্দ হইয়া ক্ষণমধ্যে মরুস্থলকে নির্বাত করিল ও উত্তাপের অসহনীয়তা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অল্প কাল মধ্যেই পবন দেব মহাপ্রলয় কালোদিত রুদ্রের নিশ্বাসের ন্যায় সংহার মূর্ত্তি ধরিলেন, উষ্ণতা বশতঃ বোধ হইতে লাগিল যেন বায়ু কোন অগ্নি কুণ্ড হইতে প্রবাহিত হইতেছে। বায়ুর বেগবৃদ্ধির সহিত অব্যবস্থিতি ভাবেরও আবির্ভাব হইল, কোথাও চক্রাবর্ত্তে, কোথাও তির্য্যগ্‌গমনে, কোথাও উন্মার্গে, কখন কি ভাব, স্থির হয় না; আকাশ নির্ম্মল নীলিমা-বিহীন হইয়া অগ্নির লোহিতত্ব ধারণ করিল; প্রশস্ত মরুক্ষেত্রে পূর্ব্বভাব আর কিছুই রহিল না, ইতি পূর্ব্বে যে বালুকাসকল স্থিরভাবে ছিল, এক্ষণে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহা সহস্র সহস্র হল যোগে কর্ষিত হইতেছে এবং বায়ু-বেগে তৎসমস্ত এরূপ সঞ্চালিত হইতে লাগিল যে তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ধরণী গ্রাসার্থ উচ্ছ্বসিত সাগর দেহ তরঙ্গায়িত হইতেছে। অল্প-কাল মধ্যেই মরুস্থলী অতীব ভীম ভাব ধারণ করিল।

ভ্রমণকারী বণিক্‌গণ ইতিপূর্ব্বেও দুই চারিবার মরুভূমির বাত্যামুখে পতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এ দুর্য্যোগের সদৃশ ভয়ানক ব্যাপার কখন দেখেন নাই। আর ৭।৮ হোরা কাল গমন করিলেই তাঁহারা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে আশা হৃদয়-কন্দর হইতে তিরোহিত হইল; সকলেই জীবনাশা পরিত্যক্ত হইয়া ভয়, চিন্তা, যাতনাদিতে কিংকর্ত্তব্যতা

বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অগ্নিতুল্য বালুকা-পূর্ণ বায়ুর তাড়নে দেহ দগ্ধ হইতে লাগিল, নিশ্বাস গ্রহণ দুরূহ হইয়া উঠিল, উত্তপ্ত সৈকতকণিকা সকল নাসারন্ধ্রে প্রবেশান্তে শ্বাসনালী পর্য্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিল, ওষ্ঠ ও জিহ্বা বিশুষ্ক হইয়া সকলে একপ্রকার জীবন্মৃতের ন্যায় হইলেন। উষ্ট্র সকল জানু পাতিয়া ভূমে বক্ষ রাখিয়া ও গ্রীবাদেশ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া শয়ন করিল। এই সময়ে বাত্যার বেগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর হইয়া অগ্নিরাশির ন্যায় বালুকারাশি উত্তোলন করিতেছিল, চারিদিক্ অন্ধকারময়, কেবল মধ্যে-মধ্যে গলিত লৌহের ন্যায় অগ্নিবর্ণ উত্থিত বালুকাস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল; নর ও উষ্ট্রাদির মৃত্যুকালীন নিঃসারিত আর্ত্তনাদ সকল বায়ুর ভীষণ সন্-সন্ ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া মরুস্থলী এরূপ ভয়াবহ শব্দে পূর্ণ করিল যে বোধ হইল, যেন, রুদ্র পিশাচ-কুল শমন সহচর সমভিব্যাহারে জগৎ সংহারে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছিল। অকস্মাৎ একটী বৃহদাকার অগ্নিমূর্ত্তি বালুকাস্তম্ভ আসিয়া বণিক্ দলের উপরি পতিত হইবাতে তাহাদিগের শেষ চীৎকারধ্বনিতে মরুপ্রদেশ ব্যাপ্ত হইল ও তাঁহারা সকলেই সৈকত সমাধিতে বিলীন হইলেন। কেবল ঐ দলের এক জন উষ্ট্র-চালক-মাত্র জীবিত ছিল; সেব্যক্তি সাক্ষাৎ কালান্তকালরূপী; বালুকাস্তম্ভটীকে আসিতে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কিছু দূরে পলাইয়াছিল; সুতরাং উহার গ্রাস হইতে মুক্তি পাইয়াছিল। সমভিব্যাহারীগণের মৃত্যুকালীন চীৎকার ধ্বনিতে তাহার হৃৎকম্প হইয়াছিল ও সে দেখিতেছিল যে উদ্ধারের উপায় আছে কি না, কিন্তু যখন দেখিল যে তাহার সঙ্গীদলের উপর একটী বালুকাময় পর্ব্বত হইয়াছে; তখন সে সন্দেহ একেবারে দূর হইল। এমত সময় আর একটী ঘোরতর ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ শ্রবণগোচর হইবাতে উষ্ট্রবাহক ফিরিয়া দেখিল যে সম্মুখস্থিত পর্ব্বতের নিকটে একদল অশ্বারোহির উপরে দ্বিতীয় একটী বালুকাস্তম্ভ পতিত হইতেছে,—দেখিয়া তাহার হৃদয় শুষ্ক হইল, ক্ষণমধ্যে অশ্বারোহীগণ সেই সৈকতস্তম্ভের নিম্নে সমাধি প্রাপ্ত হইল, তথায় বালুকা ভিন্ন আর কিছুই নাই, কেবল একটী হস্ত বালুকাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া বেগে আস্ফালিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে বালুকা-নিমগ্নস্থ দেহ তখনও জীবিত আছে; কিন্তু প্রাণ জন্য শেষ যত্নে প্রবৃত্ত। উষ্ট্রবাহক যদিও আপনি অত্যন্ত ভীত ও ক্লিষ্ট হইয়াছিল, তথাপি ঐ হস্তাস্ফালনকারীর উদ্ধারার্থ যত্নে বিরত হইতে পারিল না, বেগে নিকটে যাইয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক যথাসাধ্য বলের সহিত ব্যক্তিটীকে বালুকাভ্যন্তর হইতে নির্গত করিল এবং অনেকক্ষণ নানা যত্ন সহকারে উদ্ধৃত ব্যক্তির শুষ্কাধরে আপন পৃষ্ঠস্থিত চর্ম্মপাত্র হইতে জলসিঞ্চন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় করিল।

এদিকে বাত্যার বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল; উষ্ট্র-প্রেরকের দয়ার্দ্র-চিত্ততা দর্শনে পবনদেব যেন নিজ নৃশংসতাচার জন্য লজ্জিত হইলেন, মরুক্ষেত্র

পুনর্ব্বার স্থির-ভাব ধারণ করিল, বায়ুর শৈত্যগুণে দিনকরের উত্তাপ প্রশমিত হইল ও পুনর্ব্বার সৈকত সকল ভূপতিত হইয়া স্থির সাগরের সুপ্রশস্ত বক্ষের ন্যায় সৌরকর সংযোগে শোভা পাইতে লাগিল। মরুক্ষেত্রের মধ্যে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না: কেবল ঐ উষ্ট্রপ্রেরক ও তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত ব্যক্তি-মাত্র রহিল। এক্ষণে পাঠকগণকে উক্ত দুই জনের সহিত যথা-সম্ভবরূপে পরিচিত করান কর্ত্তব্য বোধে আমরা এস্থলে উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন উষ্ট্রপ্রেরক, তাহার নাম হাসান, দেখিতে সুন্দর-শ্রী, সুদীর্ঘ সবল বপুঃ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সুসংযোজিত ও সন্নত, অত্যুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং বদন তরুণ বয়সের চিহ্ন স্বরূপ; নবলোমরাজী-পরিশোভিত। হাসানের দেহে কোমলতা পরিদৃষ্ট হয় না; কারণ, যদিও তাহার দৈহিকগঠন এরূপ ছিল যে তাহা এক জন সংভোগী হইতে সৌন্দর্য্যে লোকমনোহরণ করিত; তথাপি তাহা তাহার দেহে বিশেষ দর্শনপ্রিয় হয় নাই। নিয়ত কায়িক শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাতে দেহে এক-প্রকার কাঠিন্য প্রতীয়মান হয়। তাহার পিতা ও পিতামহ পর্য্যন্ত উষ্ট্রপ্রেরক থাকাতে হাসানও সেই উষ্ট্রাধিকারী হইয়া তদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। এক্ষণে নাগরিক অশ্বপ্রেরকাদি যেরূপ বেতন লইয়া অপরের অশ্বাদি প্রেরণ করে, সকল স্থানে সেরূপ নিয়ম নহে। গ্রাম্য লোকেদের মধ্যে অনেকে উষ্ট্র, অশ্ব, খর, উক্ষাদি পালন করতঃ তদ্দ্বারা অপরের বাণিজ্যাদির দ্রব্য বহনে জীবনোপায় সংগ্রহ করে। হাসানও সেইরূপ এক জন;—সে পিতৃত্যক্ত কয়েকটী উষ্ট্র দ্বারা বণিকগণের দ্রব্যাদি বহনপূর্ব্বক যে অর্থসংগ্রহ করিত, তাহাতেই জীবনোপায় হইত। তাহার পরিচ্ছদ অতি-সামান্য—একটী ইজার, একটী কার্পাস-নির্ম্মিত আজানুলম্বিত অঙ্গরাখা, কটিতটে চর্ম্মময় কটিবন্ধ ও তাহাতে এক খানি ছুরিকা ও মুদ্রাধার সম্বদ্ধ, দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীতের ন্যায় দেহ বেষ্টন করিয়া একটী চর্ম্মপাশ, বাম কুক্ষির নিম্নে লম্বমান একটী ক্ষুদ্র থলিকা সংলগ্ন এবং শিরোভাগ নীলবর্ণ কার্পাস বস্ত্রের উষ্ণীষাবৃত। অপর ব্যক্তির আকারে বার্দ্ধক্য জন্য বল-বাহুল্য বা কাঠিন্যের কিছুই দেখা যায় না; তথাপি দর্শনমাত্র বোধ হয় যে তাঁহার দেহে যৌবন কালে বিশিষ্ট বল ও সুসন্নতিও ছিল। সুদীর্ঘাকৃতি, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, সুবহুশ্বেত শ্মশ্রু আদিতে আবৃত বিশাল বক্ষঃস্থল, সিংহগ্রীবা, গজস্কন্ধ, অবিস্তৃত কর্ণ, সতিল নাসিকা, আয়তলোচন, প্রশস্ত ললাট, ভ্রুযুগ পরস্পর মিলিত, মলিন গৌরবর্ণ এবং শিরোদেশ শুক্ল কেশপূর্ণ। ইহাঁর বেশ অতি সামান্য; পদে সবল চর্ম্মময় মৃগয়া-গমনোপযোগী পাদুকা, তদুপরে কটিদেশ পর্য্যন্ত মোগলদিগের ব্যবহারীয় স্ফীতকায় পদাবরণ (পাজামা) অঙ্গে প্রথমতঃ একটি কটিদেশের কিঞ্চিৎ নিম্নভাগ পর্য্যন্ত লম্বমান অঙ্গরাখা ও তদুপরে আগুল্ফ-লম্বিত একটি বহির-

কিন্তু যেমনি মাত্র তীর দৃষ্টিগত হয়, অমনি সমস্ত পীড়া আরোগ্য ও দেহ সবল হইয়া উঠে। পান্থ-দ্বয়েরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল; দূরস্থিত গ্রাম চিত্রপটের ন্যায় নয়ন গোচর হইবা-মাত্র তাঁহাদিগের মরুক্ষেত্র পরিভ্রমণের সমস্ত ক্লেশের তিরোধান, দেহে নব-বলের অবির্ভাব ও হৃদয়ে আনন্দ-রসের তরঙ্গ জন্মিয়াছিল। উভয়ের পদ পূর্ব্বাপেক্ষা সত্বরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; ও গ্রামটিও ক্রমশঃ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। এখন ভগবান মরীচি-মালী সূর্য্যদেব ময়ূখ-মালা সম্বরণ পূর্ব্বক রক্তবর্ণ মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবী সুন্দরীর শিরে সিন্দুর বিন্দু সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে সন্ধ্যার পথ-প্রদর্শক প্রিয়-সহচর গোধূলি ললাটদেশে শুক্লতারকাভরণ ধারণ করিয়া উদিত হইল; গৃহাভিমুখে ধাবমান গবীদলের পদোত্থিত ধূলি সকল আকাশ মার্গে উঠিল; গোগৃহের ধূমাবলী গ্রামটীর উপরিভাগে মন্দ-মেঘের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এমন সময়ে পথিক-দ্বয় গ্রাম-মধ্যে উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা অনতি-দূরস্থিত রাজপাট দিল্লী নগরীর প্রাসাদ প্রভৃতি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া ঐ নগরীর প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম ত্যাগ করিয়া সত্বরে তদভি-মুখে চলিলেন। নবোদিত জ্যোৎস্নাযোগে অক্লেশে পথ পর্য্যটন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই নগর-সন্মুখে উপনীত হইলেন; এবং আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। সাগর-সলিলে মগ্নী-কৃত নাবিক এতক্ষণে কুল পাইল! নগর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ এই হাসানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কি করিতে মনস্থ করিয়াছে এবং তদুত্তরে উষ্ট্রপ্রেরক কহিল "আমি আর কিছুই জানি না; আমার অভাব অতি সামান্য, মরুস্থলই আমার অবাস ও উষ্ট্রই আমার শিবির ছিল।" বৃদ্ধ কহিলেন "এক্ষণে তো তোমার উষ্ট্র সমস্ত সৈকত-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে; যত নিন পর্য্যন্ত তুমি পুনর্ব্বার তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিতেছ; তত দিন তোমার সেই আবাসে ও শিবিরে কিপ্রকারে যাইতে পার।" এতৎশ্রবণে হাসান উত্তর করিল "হাঁ, যে কথা বলিতেছেন, তাহা সত্য; কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহার্থ আমি ভাবি না; আমি বণিকদিগের ভার বহনাদি করিয়া দিনপাত করিব,—যে ব্যক্তি শুষ্করোটিকা ও জলপান করে, যাহার শয্যা বালুকারাশি এবং আকাশ যাহার গৃহছাদের কার্য্য করে; সে ব্যক্তি কি নিমিত্ত হতাশ হইবে?" বৃদ্ধ মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন, হাসান! তুমি একটী সুমিষ্ট দার্শনিক বটে; কিন্তু নগরপালগণ দর্শনতত্ত্বজ্ঞ নহেন; তাহারা তোমাকে নিঃস্ব দেখিলে দুর্জ্জন বোধে মন্দ ব্যবহার করিবেন; অতএব আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিতেছি। হাসান নিঃস্বার্থ পরোকারী; সুতরাং ঐ অর্থ লইতে কোন-মতেই সম্মত হইল না, বৃদ্ধ বার-বার যত্ন করিলেন; কিন্তু সে যত্ন সমস্তই বিফল হইল। এমন সময়ে নগর-দ্বার-রোধের প্রাক্কালীন মঙ্গল ধ্বনি হইতে শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ হাসানকে বলপূর্ব্বক নগর-তোরণে প্রবেশিত করিয়া তাহাকে শুক্র গ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং এরূপভাবে তোরণ-স্তম্ভ সন্নিকটে গেলেন যেন তাহাতে দেহ ভার রাখিয়া অবস্থিতি করিবেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

চীনসম্রাট্।

ভূতপূর্ব্ব চীনরাজ্যের সম্রাট্ হায়েন্ টাং ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাট্ হায়েন টাংএর মৃত্যু সময়ে বর্ত্তমান সম্রাট্ তাদৃশ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই সুতরাং সমুদয় রাজকার্য্যের ভার সভাসদগণের উপর পড়িয়াছিল। পারিষদবর্গ বর্ত্তমান সম্রাটের স্বীয় জননী এবং মৃত বাদশার পাট-রাণীকে রাজপ্রতিনিধিরূপে সিংহাসনে স্থাপন করতঃ রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গতবৎসর পর্য্যন্ত এই প্রকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গতবৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের ত্রয়বিংশ দিবস হইতে বর্ত্তমান সম্রাট্ রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চীনদেশের সম্রাট্গণ উক্ত দেশস্থ অন্যান্য লোকের ন্যায় সময় সময় নূতন নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। বহুমানাস্পদ বর্ত্তমান চীনসম্রাট্কেও প্রথমে চি সিয়াঙ উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াও তাঁহার এই নামে খ্যাত থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু এই উপাধি তাদৃশ সৌভাগ্যসূচক নহে বলিয়া তাঁহাকে টাং চি আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। রাজকার্য্যাদি সম্বন্ধীয় পত্রাদিতে এবং মুদ্রায় এক্ষণে এই শেষোক্ত উপাধিই লিখিত এবং অঙ্কিত হইয়া থাকে। টাং চি শব্দ "একতা নিয়ম এবং আইনের কারণ" এই অর্থব্যাপক। "ঈশ্বরের পুত্র" ইত্যাদি আত্মশ্লাঘাসূচক আরও অনেক নাম সর্ব্বদা চীনরাজ্যের সম্রাটেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান চীনসম্রাটেরও ঐ প্রকার আরও অনেক নাম আছে। কিন্তু হোয়াঙটি ইহাঁর মুখ্য নাম চীন ভাষায় ও এই শব্দ সম্রাটর্থ-বোধক।

গতবৎসর অক্টোবর মাসের ১৬ই তারিখে বর্ত্তমান সম্রাটের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সময় তিনি একবারে এক পাট-রাণী এবং আর চারিটী পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন। সেচ্ছানুসারে তিনি আর ও অনেক পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন। দক্ষিণক্রান্তির সময় তিনি উপবাস করতঃ ঈশ্বরের মন্দিরে প্রধান ধর্ম্মযাজক স্বরূপে ধূপ ধূনাদি সুগন্ধ দ্রব্য পোড়াইয়া বলিদান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তৎপরে জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ এবং দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া ফেব্রুয়ারি মাসের ত্রয়বিংশ দিবস অত্যন্ত মঙ্গলসূচক এই স্থির করিয়া শুভক্ষণে উক্ত দিবসে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ এবং ফরাসি সৈন্য একত্রিত হইয়া পিকিন্ নগরে প্রবেশ করতঃ "সমারপ্যালেস্" নষ্ট করিলে যে সন্ধিস্থাপন হয় তদ্দ্বারা ইংরাজ এবং ফরাসি প্রতিনিধিগণকে পিকিনে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া

হইয়াছিল। সন্ধিপত্রে ইহাও লিখিত ছিল যে উক্ত প্রতিনিধিগণ সময় সময় সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবেন এবং ইউরোপের রাজসভায় যে প্রকারে ভিন্ন দেশ হইতে প্রেরিত সচিবগণ সমাদরের সহিত গৃহীত হয়েন তাঁহাদিগকেও সেইরূপে অভ্যর্থনা করা হইবে; কিন্তু সাক্ষাৎ কালের কিছুমাত্র উল্লেখ ছিল না।

সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করাও দুষ্কর বিশেষতঃ ইউরোপবাসিদিগের পক্ষে সমধিক কষ্টকর। সাক্ষাৎ করিবার সময় হামাগুঁড়ি দিয়া তিনবার গমন করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বারে তিনবার করিয়া ভূতলে মস্তক সন্নিবেশ করিতে হইবে। উক্ত প্রতিনিধিগণ যদ্যপি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ কালিন ঐ রূপ নিয়মানুসরণ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করা হইবে নতুবা তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সম্রাট্ মনে করেন যে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এপৃথিবীতে আর কেহই নাই।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে চীনদেশের বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণ দেশের উন্নতির নিমিত্ত আদৌ চেষ্টা করেন না। যাঁহারা বাণিজ্যের নিমিত্ত উক্ত সাম্রাজ্যে বাস করিতেছেন তাঁহারা নূতন বন্দর স্থাপন করিতে অতিশয় সমুৎসুক। আমাদিগের নবসম্রাট্ এক্ষণে বিদেশীয় প্রতিনিধিগণকে সময় সময় সাদরে গ্রহণ করতঃ তাঁহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া থাকেন। বিগতবৎসর ২৯শে জুন তারিখে তিনি রুসিয়া, ইউনাইটেড্‌ষ্টেট গ্রেট্ ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং হলণ্ড প্রভৃতি রাজ্য হইতে প্রেরিত দূতগণকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। রুসিয়ার প্রতিনিধি সেনাপতি ল্যাংলি চীনসম্রাট্‌কে সম্বোধন করতঃ একটী দরখাস্ত পাঠ করিয়াছিলেন। এই দরখাস্ত হার্ চিস্‌মার্ক নামক একজন জর্মণদূত চীনভাষায় অনুবাদ করিয়া সভাস্ত সকলকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ইউরোপ হইতে প্রেরিত উক্ত দূতগণকে যদিচ অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় পূর্ব্বোল্লিখিত রীত্যানুযায়ি কার্য্য করিতে হয় নাই তথাচ বিদেশীয় প্রতিনিধিগণের প্রতি পূর্ব্বাপর অন্যান্য সম্রাট্‌গণ যে প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন তাহার ন্যূনতা হয় নাই। চীনের নবসম্রাট্ এক্ষণে ৩৬০,০০০,০০০ ব্যক্তির উপর আধিপত্য করিতেছেন। ইউনানদেশ ব্যতিরেকে চীনদেশের সকল স্থলেই এক্ষণে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

বাদশা আপনাকে এত পবিত্র মনে করেন যে যদ্যপি কেহ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আঁকিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে সে স্থল হইতে দূরীকৃত করা হইয়া থাকে।

মদ্যপায়ীর নিজ দোষ স্বীকার।

পাঠক! আমরা সভ্য হইয়াছি; আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সভ্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সুরম্য হর্ম্ম্যাদিতে বাস করিলেও ইউরোপবাসিদিগের সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হয়েন নাই, সুতরাং তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সভ্য ছিলেন না। তাঁহারা পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন বটে, কিন্তু পেণ্টুলেন দেখেন নাই, সুতরাং তাঁহারা সভ্য ছিলেন না। তাঁহারা মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রদীপালোকে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন, কাঁচনির্ম্মিত সেজ দেখেন নাই, অতএব তাঁহারা সভ্য ছিলেন না। তাঁহারা সুরাপান করিতেন না, সুতরাং সভ্যতার স্রোত তাঁহাদিগের হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করে নাই। আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা সভ্য হইয়াছি, আমরা সুরাপান করিতেছি। পাঠক! আমার যৌবনকালে সর্ব্বদা আমি এইরূপে মনে মনে তর্ক করিতাম, যে ব্যক্তি সুরাপান না করে সে লোক পশু মধ্যে পরিগণনীয়। সুরা অমৃত, সুরা সুধাভাণ্ড, সুরা না থাকিলে সংসার অসার হইত, মানব জীবন কষ্টকর হইয়া উঠিত। বলিতে কি আমার যৌবনকালে আমি সুরাদেবীর একজন প্রধান উপাসক ছিলাম। তাঁহার তরলরূপ মনে পড়িলে একবারে ভক্তিরস উথলিয়া পড়িত; দ্রুতবেগে তাঁহার নিকটে আসিতাম। বোতলবাসিনীর পদ্মরাগনিন্দিত বর্ণ দেখিয়া মন মোহিত হইয়া যাইত; তাঁহাকে কোথায় রাখিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতাম না অবশেষে অন্য কোন স্থানে রাখিলে পাছে তিনি অদৃশ্যা হয়েন এই ভয়ে তাঁহাকে স্বীয় উদরস্থ করিবার আশয়ে গলদেশে ঢালিয়া দিতাম। আমার ভক্তিপাশে বদ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার নানাবিধ মূর্ত্তি দেখাইতেন। আমি মনে করিতাম যে তাঁহাকে উদরস্থ করিয়াছি অতএব তিনি কখনও আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি যে বিশ্বব্যাপিনী এবং অনন্তরূপিণী। তাঁহাকে কেহই একস্থানে রাখিতে পারে না। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর তাঁহাকে স্বীয় উদরে দেখিতে পাইতাম না; আবার দ্রুতগমনে তিনি যেখানে প্রথমে ছিলেন সেই স্থানে যাইতাম দেখিতাম বোতলবাসিনী সেই পূর্ব্বমূর্ত্তিতেই সেই স্থলে অবস্থান করিতেছেন। মনে মনে ভাবিতাম যে উনিশ শতাব্দিতে কি মনোহর বিশ্বব্যাপিনী সর্ব্বদুঃখ সংহারিণী সর্ব্বকামপ্রদায়িনী, মোক্ষদায়িনী দেবীই আবির্ভূতা হইয়াছেন। যাঁহারা অদ্যাবধি ঘোরতর অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন আছেন তাঁহারাই ইহাঁকে চিনিতে পারেন নাই। পাঠক! আমার প্রৌঢ়াবস্থায় আমি এইরূপে সর্ব্বদা সেই বোতলবাসিনীর ধ্যান করিতাম। কিন্তু নিয়ত তাঁহাকে এই প্রকার ভক্তি সহকারে ধ্যান করিয়া কি ফল লাভ হইয়াছে? যাঁহাকে অগ্রে সর্ব্বকামফলপ্রদায়িনী বলিয়া স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে বিরত বাণপ্রস্থীর ন্যায় নিয়ত যাঁহার উপাসনা করিয়াছি তিনি আমাকে কি বর দান করিয়াছেন? ফল বিষময় বহু ভয়ঙ্কর, আমি অগ্রে সবলকায় এবং প্রবল তেজস্বী ছিলাম এক্ষণে অশক্ত, জীর্ণ এবং গতিশক্তি রহিত হইয়া শয্যাগত হইয়া রহি-

য়াছি। পূর্ব্বে মন সর্ব্বদা আনন্দসলিলে প্লাবিত হইয়া থাকিত, এক্ষণে সে আনন্দ নাই, মনের সে সচ্ছন্দতা নাই। সমস্তই দূর হইয়াছে। কুহকিনী পিশাচী সে সমস্তকে গ্রাস করিয়াছে এক্ষণে স্বীয় ভক্তের প্রাণ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভয়ঙ্করাকারে সর্ব্বদা গর্জন করিতেছে। পাঠক! সাবধান কখন যেন এমায়াবিনীর মায়ায় মোহিত হইও না, ইহার প্রবঞ্চিত বাক্যে বিশ্বাস করিও না। তরলরূপিণী ডাকিনী নিজ ভক্তের জ্ঞানবহ্নি ধনবহ্নি প্রভৃতি নষ্ট করিয়া সর্ব্বশেষে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত টানাটানি করিয়া থাকে। রাক্ষসি আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে। আবার ঐ দেখ ভর্ত্তৃহীনা অপ্রাপ্ত যৌবনা তরুণী পতিশোকে অহরহ ক্রন্দন করিতেছে। পিশাচী সুরাই উহার ক্রন্দনের কারণ। ঐ রাক্ষসিই উহার প্রাণসদৃশ ভর্ত্তার জীবনপ্রসূনকে কীটবৎ অচিরে ছেদন করিয়াছে। স্নেহময়ী জননী পুত্র,পুত্র,করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। রাক্ষসি সুরাই উহার বিলাপের কারণ। পাঠক! যে নিজ ভক্তের প্রাণ নষ্ট করে সে নিষ্ঠুরার উপাসনার ফল কি? যে সভ্যতায় সুরাপান নিবারণ করিতে পারে না সে সভ্যতায় লাভ কি?

এক জন মাতাল

কৃষিকার্য্য।

গত প্রকাশিতের পর।

আমাদিগের এই ভারতভূমির রত্নহরণে পূর্ব্বাবধি প্রায় সকল জাতিই লালসী ছিলেন। সুবিখ্যাত কলম্বস্ এই রত্নবতী ভারতবর্ষে গমনাগমনের সুগম পথ বাহির করিবেন বলিয়াই প্রথমে পশ্চিমমহাসাগরে অর্ণব পোত লইয়া যাত্রা করেন। তৎপরে আমেরিকা মহাদ্বীপ প্রকাশ করতঃ এজগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ আমাদিগের ভারতরাজ্য যে অসংখ্য রত্নের আকর বলিয়া অতি প্রাচীন কালাবধি বিখ্যাত আছে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র 'ইহার কোন স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য এবং কোন স্থানে হীরকাদি বহুমূল্য রত্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের এই বঙ্গপ্রদেশে ঐ প্রকার রত্নাদি উৎপন্ন হয় না; ইহা কেবল উদ্ভিদের আকর। এই দেশে দুই প্রকার বায়ু আছে; ছয়মাস অন্তর ইহাদিগের গতি পরিবর্ত্তন হয়। উপরিউক্ত বায়ুদ্বয় মধ্যে একটি উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে এবং অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ক্রমান্বয়ে ছয়মাস কাল বহিয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তরদিকে কোন সমুদ্রাদি না থাকায় উত্তর-পূর্ব্ব হইতে যে বায়ু বহিয়া থাকে তাহা বাষ্পভার বহন করতঃ আইসে না সুতরাং তদ্দ্বারা মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে সমুদ্র থাকায় দক্ষিণ পশ্চিম হইতে যে বায়ু বহিয়া থাকে তাহা জলকণা পূর্ণ হইয়া আইসে এবং অধিকতর শীতল বায়ুর সহিত মিলিত হওয়ায় উহার উষ্ণতার লাঘব হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উক্ত বায়ু জলকণা সকলের ভারবহনে অক্ষম

হওয়ায় কণাসকল পতিত হয় এবং এতৎ দ্বারা মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এদেশের কৃষিকার্য্যের অবস্থা দুই প্রকার ছিল নদীমাতৃক এবং দেবমাতৃক। এই অবস্থা দর্শনে পরাশর মুনি কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরাশর সংহিতাতে তাঁহার মত সুবিস্তারে লিখিত আছে। মৃত ৺ প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এই পুস্তক খানি মুদ্রিত করতঃ বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন বশতঃ মুনির ব্যবস্থা সর্ব্বদা সফল হয় না। পূর্ব্বে এতদ্দেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবল অবস্থায় ছিল সুতরাং বৃষ্টির জল উপযুক্ত পরিমাণে পতিত না হইলেও নদীর জল প্লাবিত হওয়ায় যে "পলি" পড়িত তাহাতেই স্বাভাবিক সারের গুণ প্রকাশ করিত এবং ধান্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে উক্ত নদী সমস্ত মজিয়া গিয়াছে। সুতরাং বৃষ্টি উপযুক্ত পরিমাণে পতিত না হইলে শস্য উত্তমরূপে জন্মাইতে পারে না। ফলতঃ এক্ষণকার সকলস্থলের কৃষিকার্য্য নদীমাতৃক নহে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিমাঞ্চলের দুই এক স্থলে কেবল পূর্ব্বকার ন্যায় নদী থাকায় ঐ রূপ পলি পড়িয়া থাকে। অন্যান্য স্থলের কৃষিকার্য্য কেবল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই সকল স্থলে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হইলে শস্য উত্তমরূপে জন্মে না এবং দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয় অতএব এক্ষণে কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত কিছু নূতন ব্যবস্থা করা অত্যন্ত আবশ্যক। পূর্ব্বকালে হিন্দু জাতির মধ্যে ৩৬ বর্ণ ছিল ইঁহাদিগের মধ্যে এক এক বর্ণের এক এক ব্যবসা ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের স্বকীয় ব্যবসা সত্ত্বেও কৃষিকার্য্য অনেকে করিতেন। অদ্যাবধি বিষ্ণুপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ব প্রথানুযায়িক চাস করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে সকলেই প্রায় ঐ রূপ চাষ করিতেন কেহই ইহাকে নীচ কর্ম্ম মনে করিতেন না। পুরাণে লিখিত আছে যে জনক রাজও স্বহস্তে লাঙ্গল লইয়া ভূমিকর্ষণ করিতেন। আমারা কোন ইংরাজি পুস্তকে পাঠকরিয়াছি যে চীন দেশের সম্রাট্ বৎসরান্তে এক দিবস স্বর্ণ নির্ম্মিত লাঙ্গল লইয়া সভাসদগণ সহিত মাঠে গিয়া ভূমিকর্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা এই বলিতে পারি যে এক্ষণকার অপেক্ষা পূর্ব্বে সকলেই কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত যত্নশীল ছিলেন। আমরা লিখিয়াছি যে স্বকীয় ব্যবসা সত্ত্বেও পূর্ব্বকালের লোকেরা চাস করিতেন। কৃষিকার্য্য দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইত তদ্দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত এবং নিজ ব্যবসা হইতে যাহা কিছু লাভ হইত তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং কিয়দংশ বা রাজকর স্বরূপ প্রদান করিতেন। এই জন্য তৎকালে প্রায় কাহারও দৈন্যদশা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং দুর্ভিক্ষ ও এক্ষণকার ন্যায় সর্ব্বদা হইত না। কিন্তু এক্ষণে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে আবার বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে

আমাদিগের দেশে যে সমস্ত চাউল উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশ প্রায় অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। অতএব যে দেশে অগ্রে এক সময় চারি পাঁচ মণ করিয়া চাউল প্রতি টাকায় পাওয়া যাইত সেই দেশে যে আবার দুর্ভিক্ষ হইবে তাহা কিছু বিচিত্র কথা নহে।

যাহাই হউক এক্ষণে কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত কোন নূতন ব্যবস্থা প্রকাশ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে স্থলে স্থলে "মডেল ফারম" স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বিশেষ কার্য্য অদ্যাবধি কোন স্থলেই আরম্ভ হয় নাই। তাঁহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিবেন আশা আমাদিগের মনে বদ্ধমূল। পরীক্ষা দ্বারা প্রচলিত নিয়ম সকলের দোষ দর্শন করিয়া তদুন্নতির নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত উত্তম নিয়মাদি স্থাপন করিতে তাঁহারাই সক্ষম। আমাদিগের দেশের জমীদার মহাশয়েরা কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত আদৌ কোন চেষ্টা করেন না। কি উপায় অবলম্বন করিলে উত্তমরূপ শস্য জন্মাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা দূরে থাকুক প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতেই তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত। আমাদিগের এই কলিকাতা মহানগরী মধ্যে একটী সুবিখ্যাত কৃষিসভা আছে। তাঁহাদিগকে কেবল শস্যাদির বীজ বিক্রয় করিতে দেখা যায় কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে ধান্য উত্তমরূপে জন্মে এপ্রকার কোন উদ্যোগ করিতে তাঁহাদিগকে আমরা অদ্যাবধি দেখি নাই। আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করি না কেবল যাহাতে তাঁহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত কোন বিশেষ চেষ্টা করেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করাই আমাদিগের একমাত্র অভিপ্রায়।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যদিচ বহুকালাবধি আমাদিগের দেশে কৃষিকার্য্য প্রচলিত ছিল তথাপি কৃষিবিদ্যা শিক্ষা কখনই দেওয়া হয় নাই। তাহার কারণ এই যে পূর্ব্বে স্বাভাবিক কৌশলেই কৃষিকার্য্য চলিত সুতরাং অন্যান্য কৌশলের তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। অভাবই আবিষ্ক্রিয়ার জননী অভাব না থাকিলে আবিষ্কারের প্রয়োজন হয় না। আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় নাই সুতরাং কোন নূতন প্রকার উপায়ের সৃষ্টি করা হয় নাই। এক্ষণে পূর্ব্বকার ন্যায় স্বাভাবিক কৌশলে কৃষিকার্য্য চলে না সুতরাং কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যকতা হইয়াছে। আমরা গতমাসের পত্রিকায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রবাহরহিত নদী সকল খালাইবার কথা উল্লেখ করিয়াছি সুতরাং তৎসম্বন্ধে এস্থলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কৃষিকার্য্যের উন্নতির সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

পুরাবৃত্ত।

গত প্রকাশিতের পর।

ভারতবর্ষ আসিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে স্বাভাবিক সীমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ইহার উত্তর সীমায় হিমালয় পর্ব্বত বহুদূর বিস্তৃত। এই পর্ব্বত পৃথিবীর অন্যান্য সমুদায় পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ এবং ইহার উপরিভাগ চিরকাল বরফে আবৃত থাকাতে দূরস্থিত দর্শকের বিপুল আনন্দের কারণ হইয়াছে। প্রাচীদিকে ব্রহ্মপুত্র এবং প্রতীচি- দিকে সিন্ধুনদ প্রবাহিত হইয়া এই দেশকে ব্রহ্মদেশ ও ক[illegible]গানিস্থান হইতে পৃথক করিয়াছে এবং ইহার দক্ষিণ ভাগ (যাহাকে দক্ষিণ উপদ্বীপ বলা হইয়াছে) সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তারা কাবুল এবং কান্দাহারকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা প্রকৃতি-সিদ্ধ নহে।

ভারতবর্ষকে সমুদায় পৃথিবীর একপ্রকার সারসংগ্রহ বলা যাইতে পারে। ইহার কোন স্থলে নানাবিধ শস্যপূর্ণ সমতল ক্ষেত্র সকল বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। এবং কোন প্রদেশে শীত গ্রীষ্মের সমভাবতা এবং কোথাও বা শীতের ভাগ অধিক কিম্বা গ্রীষ্মের ভাগ প্রবল হওয়ায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বৃক্ষাদি এই স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আফ্রিকা কিম্বা পৃথিবীর কেন্দ্রসন্নিকটস্থ দেশ সকলের ন্যায় স্বভাবসুন্দরী এখানে এক মাত্র ভূষণে ভূষিতা নহেন।

সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র নদীমাতৃক দেশ সকল অতিশয় উর্ব্বরা এমন কি হোয়াঙহো এবং ইয়াঙ্‌সিকিয়াং নামক নদীমাতৃক চীনদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উৎপাদিকা শক্তি সম্পন্না বলা যাইতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তর্গত অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশ অতিশয় উর্ব্বরা। এখানে একটিও শৈল নাই। গঙ্গানদীর উভয়পার্শ্বস্থিত দেশ সকল প্রাবৃষাগমে প্লাবিত হওতঃ অতিশয় উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্না হইয়া থাকে, বেহারপ্রদেশও প্রায় বঙ্গভূমির ন্যায় শস্যশালিনী কিন্তু বঙ্গপ্রদেশের ন্যায় সমতলক্ষেত্র এখানে দৃষ্ট হয় না।

ভারতবর্ষে প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই পরিদর্শনীয় ইহাতে সমতল শস্যভূমি, তরঙ্গাদির পার্ব্বত্য প্রান্তভূমি, অল্পকায় পর্ব্বত সংকীর্ণ প্রদেশ, পূর্ব্বাপর সমুদ্রাবগাহী অভ্রভেদী শৈলাকলি বহুদূর পতনধ্বনি বিস্তারী জলপ্রপাত, ভীষণ তরঙ্গববর্ত্তী কমলিনী, প্রশস্ত সলিলা নদী, সুবর্ণ কণিকাবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, সুগন্ধ নির্য্যাশনিঃসারী বিটপপূর্ণ মনোহর কানন, হিংস্রজন্তু সমাকুল ভীষণ অরণ্যানি প্রভৃতি সকল প্রকার স্বভাবের অবস্থারই সম্ভাব দেখা যায়। ভারতের ভূগর্ভও রত্নহীন নহে যে কয়লা ও লৌহখনি সকলকে বিলাতীয়গণ হীরক খনির অপেক্ষাও মূল্যবান জ্ঞান করেন তাহা এতদ্দেশে নানাস্থানে উত্থিত হইতেছে ও অদ্যাপি অনেক খনি অজানিত আছে। তাম্র রৌপ্য, সুবর্ণ,

হীরক প্রভৃতি সকল প্রকার বহুমূল্য ধাত্বাদির খনি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকগণ তৎসমস্ত উত্তোলনে সম্যক যত্নশীল নহে কেবল ভূমির উপরস্থিত শস্যেই তাহাদিগের এক প্রকার অনাটন দূর করে। যদি ভারতবর্ষে রীতিমত কৃষিকার্য্য করা হয় ও খনি-সকলের ঐশ্বর্য্য উত্তোলনারম্ভ হয় তবে ইহার বর্ত্তমান বার্ষিক উৎপন্ন হইতে সহস্রগুণ উৎপত্তি হইতে পারে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি হইতে যে আয় হইয়াছে তাতেই অনুভব করা যায়।

এক্ষণে ভারতবর্ষের ভূগোল বিবরণে কালক্ষেপ করা বিধেয় বোধ হইতেছে না। অতএব অবলম্বিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। মনুসংহিতা আমাদিগের অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং ইহার আরও পূর্ব্বে প্রায় ৩০০১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাসবেদ বেদসংগ্রহ করিয়াছিলেন। যখন বেদ সংগৃহীত হইয়াছিল বোধ হয় তাহার আরও অধিক পূর্ব্বে বেদোল্লিখিত অধিকাংশ শ্লোক সকল রচনা করা হইয়াছিল। কেননা অনেক স্থলে বেদের ভা[illegible] সকল [illegible] সুললিত সংস্কৃতে লিখিত নহে এবং ঐ সকল শ্লোকে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাদিগের অর্থ বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইতে অনেক বিভিন্ন। মনুসংহিতা প্রায় খ্রীষ্টীয় ৯৯০ অব্দে লিখিত হয়। ইহাতে তৎকালিক হিন্দু আচার ব্যবহারের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণিত আছে।

ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে তদানীন্তন সমাজভুত লোকেরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; এবং ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠবর্ণ ছিলেন। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে জাতিবিভাগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে এবং আমাদিগের অনেকে যেমন জাতি বিভাগ ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়াছে বলিয়া মনে করেন তাহা নহে, এবং বোধ হয় আমাদিগের প্রাচীন নিয়মকারিদিগের ও এবম্বিধ অনুমান ছিল না, বাস্তবিক যখন মনুসংহিতা লেখা হয় তখন হিন্দুসমাজের তরুণ অবস্থা। অতএব তৎকালে কতকগুলি লোকের যাজক পদে কতকগুলির যুদ্ধকর্ম্মে ও কৃষিকা[illegible] এবং কতকগুলির দাসকার্য্যে নি[illegible] হওয়া উচিত। আমাদিগের প্রাচীন নিয়মকারীরাও ঐ অনুসারে তদানীন্তন লোকদিগকে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। পারস্যের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে উক্ত সমাজের এবম্বিধাবস্থায় সমাজভুত লোকদিগকে চার ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

মনুসংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ব্রাহ্মণগণকে তখন দেবতুল্য মনে করা হইত। কিন্তু তাহা হইলেও তৎকালিক ব্রা[illegible]দিগের কার্য্যাদি অবলোকন করিলে ইহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ মনুসংহিতায় বিপ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তৎসময়ে ব্রাহ্মণগণের তত্তনুযায়িক আচার ব্যবহার থাকিলে তাঁহারা অত্যন্ত সম্মানভাজন ইহা মুক্তকণ্ঠে কে না স্বীকার করিবেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বারমিংহাম।

ইংলণ্ডের বারমিংহাম নামক খণ্ডে প্রধান নগর; বারমিংহাম জগতের লৌহকার্য্যালয় (কামারশাল) বলিয়া সর্ব্বলোকে জানিত। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে লিলণ্ড সাহেব তাহা দর্শনান্তে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে অনুবাদিত হইল। লিলণ্ড লিখিয়াছেন, যথা—"বারমিংহাম নগর বসতি-পূর্ণ এবং হাতুড়ির শব্দে প্রতিধ্বনিত, তাহার শেষভাগ সজল-মৃত্তিকা-বিশিষ্ট এবং উপরিভাগ শুষ্ক ও নানাবিধ হর্ম্ম্যাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

বারমিংহামের প্রাচীন নাম নানালোকে নানারূপে উচ্চারিত করেন এবং তাহার প্রাচীনত্ব সমন্ধেও অনেকরূপ অনুভব প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক সেই বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে পুরাবৃত্তের সহিত ঐক্য-যুক্ত যুক্তিপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; এজন্য নিম্ন নির্দ্দেশিতরূপে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে; প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ফিনিশিয়গণ ইংলণ্ডের কর্ণবাল প্রদেশের সহিত বাণিজ্য করিত; তাহারা পূর্ব্বরাজ্যাদির উৎপন্ন দ্রব্যাদি আনিয়া তদ্বিনিময়ে ধাতু লইয়া যাইত; সেই সমস্ত ধাতুর মধ্যে টিন একটী প্রধান ছিল। এতদ্দারা স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে যে তৎপূর্ব্বে বা তৎসমকালে খনি হইতে লৌহ উদ্ধৃত হইত, যেহেতু টিনকে খনি হইতে উত্তোলন, নির্ম্মল করণ, পিটন, ও কর্ত্তনাদি করণার্থ অন্য কোন কঠিন ধাতুর হাতুড়ি ও যন্ত্রাদির আবশ্যকতা হইত না; অতএব সেই সমস্ত যে লৌহ নির্ম্মিত ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। যৎকালে জুলিয় সসিজর ইংলণ্ডাক্রমণ করেন, তৎকালে ব্রিটনগণ ভল্ল, তরবার, ঢাল প্রভৃতি লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিত; এবং তাহাদিগের রথচক্রের সহিত দুই খানি সুদীর্ঘ কাস্তে সম্বদ্ধ থাকিত। এতদ্দারা প্রকাশ পাইতেছে যে তৎকালে লৌহের অপ্রতুল ছিল নাই, স্বদেশেই প্রাপ্য ছিল; যেহেতু ভিন্ন দেশ হইতে আনীত হইলে তাহা বহুমূল্য বস্তু বলিয়া কেবল অস্ত্রাদিতেই ব্যবহৃত হইত। আর, বারমিংহামের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমস্তের অরণ্য সকল যে পরিমাণে কয়লা করা হইয়াছে, তাহা যে শত পুরুষেরও অধিক কালের কার্য্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ীগণ লিখিয়াছেন যে রোমানদিগের ব্রিটনাক্রমণের পূর্ব্বেও বারমিংহামে একটী হাট বসিত। সাকসান রাজ্য মারশিয়ায় স্থাপয়িতা প্রথম রাজা কর্ত্তৃক তদ্রাজ্য মধ্যবর্ত্তী ঐ বারমিংহাম ভাগ তাঁহার সেনাপতি অলওয়াইনকে ৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দান করেন। সেই অলওয়াইনের বংশীয়গণের (যাহাদিগকেও তত্রত্য লোকে আলেন বলিত) হস্তেই বারমিংহাম নর্ম্মাণ উইলিয়ম-রাজের সময় পর্য্যন্ত ছিল; উলিয়ম ইহা বাজেয়াপ্ত করিয়া নিজ অনুচরউইলিয়ম ফিডজ্ অস্বানকে প্রদান করাতে তৎকালীন আলেনবংশীয় বারমিংহাম-অধিকারী অগত্যা অস্বানের অধীনে সেনা সরব-

রাহ করিতে স্বীকার পাইয়া উহার জমিদার হয়েন। এই বংশীয়েরা ক্রমান্বয়ে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার অধিকারী ছিলেন, পরিশেষে অষ্টম হেনিরীর রাজ্যকালে জনডড্‌লি লর্ডলসলি (যিনি পরে ডিউক অফ নরদম্বর লাণ্ড হয়েন) বারমিংহাম গ্রহণাভিলাষী হইয়া তৎকালীন অধিকারী এড়বার্ড ডি বারমিংহামকে মিথ্যা দোষারোপদ্বারা সর্ব্বস্বান্ত করত এই নগর আপন হস্তগত করেন। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহাপরাধে নর দম্বর লাণ্ডের মস্তকচ্ছেদ হইলে বারমিংহাম রাজহস্তে পতিত হইল এবং রাজ্ঞী আন লণ্ডের উহা অত্যাচরিত-পূর্ব্ব অধিকারীর বংশীয়গণকে না দিয়া ওয়ারবিক সায়ারস্থ মারোকে প্রদান করেন। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মারোবংশীয়েরা উহা লণ্ডনের বিসপ সারলককে বিক্রয় করেন এবং সারলকের হস্ত হইতে টমাস আরবর লয়েন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আনড্রু আরচর তিন কন্যা রাখিয়া দেহ ত্যাগ করেন এবং ক্রিষ্টয়ার মসগ্রেভ এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া বারমিংহাম অধিকারী হয়েন। প্রায় চত্বারিংশৎবর্ষ হইল, তত্রত্য রাজপথ সংপ্রান্ত আইন সম্বন্ধীয় সভা দ্বারা বারমিংহামের হাটের যে শুল্ক গ্রহণ ক্ষমতা ১২৫০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়, তাহার বর্ত্তমান মূল্য ২০০০০০ টাকারও অধিক। ইংলণ্ডের প্রথম চারল্‌স যখন প্রজাবর্গকে নানাবিধ করদ্বারা প্রপীড়িত করেন, তৎকালে তিনি বারমিংহাম হইতে শোত শুল্ক নামক কর গ্রহণে উদ্ধত হয়েন, কিন্তু ঐ নগরের লোক সমস্ত তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া তাঁহার বিপক্ষতা করে।

ইংলণ্ডের মধ্যভাগস্থিত নগর সমস্তের মধ্যে বারমিংহামকে শিল্প ও কারু কার্য্যবিষয়ে রাজধানী বলিলেও বলা যায় এবং তাহার তৎসম্বন্ধীয় ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম কাল দ্বিতীয় চারল্‌সের পুনরাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধরিতে হয়; যেহেতু ইতিপূর্ব্ব সমস্ত সময় বারমিংহামবাসীরা কেবল তাহাদিগের কারখানার কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিয়া ব্যাপারী সওদাগর ও রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি ক্রেতাগণকে শুদ্ধ চাষ, ছুতুরী, রন্ধন প্রভৃতি কার্য্যের প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিত; অর্থাৎ সামান্য জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য আবশ্যক অস্ত্রাদির নির্ম্মাণেই তৎস্থানবাসীগণ নিযুক্ত থাকিত। দ্বিতীয় চারল্‌সের রাজ্যপ্রাপ্তি কাল হইতেই দ্বিতীয় কালারম্ভ হয়; যেহেতু বহুদেশদর্শী রাজা ও তাঁহার ভোগ সুখানুরত সভাসদগণ দ্বারাই দেশে উত্তম, মূল্যবান ও সুদৃশ্য দ্রব্যাদির প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত হয় এবং সে সুযোগেও বারমিংহাম প্রাধান্য গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্রূপ দ্রব্যজাত নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার কার্য্যশালা সকল সংস্কৃত ও প্রশস্তীকৃত হয়। এক জুতার বক্‌লসই এই নগরে প্রতিবৎসর ২৫০০০০০ যোড়া প্রস্তুত হইত; প্রিন্স অফ অরেঞ্জ প্রথমে এই বক্‌লস ইংলণ্ডে পরিয়া আইসেন। তাহার আগে অল্পমাত্র ছিল; কিন্তু তৎপরে উহা ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত হইবাতে ক্রমশঃ

তাহার আকার পরিবর্ত্তিত ও নানা প্রকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। তৎপরে পরিত্যক্ত হয়; এই সকল বক্‌লস নির্ম্মাণে বারমিংহামের ৫০০০ লোক নিযুক্ত থাকিত। এই কালে কেবল জুতার বক্‌লস বলিয়াই নহে; সকল প্রকার ধাতময় কারুকার্য্যই বারমিংহামে অধিক পরিমাণে করা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বোতাম এই নগরে যে পরিমাণে নির্ম্মিত হইত, তাহা পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে টেলর নামক এক ব্যক্তি মূল্যবান ধাতর বোতামের কারখানার ধূলা প্রতিবৎসর ১০০০০ টাকায় বিক্রীত করিত। করবাল, বারমিংহামে ব্রিটনদিগের আমল পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইত; কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র সকল ততদিন অবধি নহে। রাজ্যবিপ্লব কাল পর্য্যন্ত লণ্ডনে আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত হইত; দ্বিতীয় চারল্‌সের সিংহাসনারোহণের অনতিকাল পরেই বারমিংহামে উহার নির্ম্মাণারম্ভ হয়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় বন্দুকাদি বহুমানিত ও উত্তম দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইত না; তৃতীয় উলিয়ম এক দরবার দিনে হলণ্ড হইতে আগ্নেয়াস্ত্রাদি আনয়নের ব্যয় বহুলতার কথা অসন্তোষের সহিত প্রকাশ করাতে সারউইলিয়ম নিডগ্রেড অবকাশ বুঝিয়া বলেন যে বারমিংহামের কারিকরদিগের দ্বারাই তদ্রূপ অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইতে পারে। উইলিয়ম, তৎশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া নিডগ্রেডকে কতকগুলি বন্দুক নির্ম্মাণ করাইবার আজ্ঞা দিয়া বারমিংহামে প্রেরণ করেন এবং তদবধিই তথায় আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণারম্ভ হয়। ১৮০৫ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বারমিংহাম নগরে ৩০৭৯১২০ টী আগ্নেয়াস্ত্রের নলী কেবল গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারার্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই নগরের আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানা ও নলী পরীক্ষালয়াদির বর্ণন করিতে হইলে প্রস্তাব অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে; এই জন্যই আমরা তাহা লিখিতে পারিলাম না। এতাবৎ কাল বারমিংহামের কারখানা সমস্তে জল-স্রোতঃ ও বায়ুস্রোতাদির সহায়তা লইয়াই কার্য্য চালান হইত; আমাদিগের এতদ্দেশে প্রচলিত ভস্ত্রা (জাঁতা) যোগেই আগ্নিকী ক্রিয়া সকল সফল করা হইত।

বাষ্পযন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়ার পরকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তকেই তৃতীয় কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যেহেতু বারমিংহামের কারখানাদিতে যন্ত্রচালনার্থ বাষ্প যন্ত্র প্রযুক্ত হইবাতে কার্য্যের ক্ষমতা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; সুতরাং কারখানা সমস্তকে নিষ্কর্ম্মাবস্থায় না রাখিয়া তত্রত্য লোকেরা কার্য্য সমূহ তদনুরূপ করিয়াছেন; তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উন্নতি লব্ধ হইয়াছে। এই নগরের উন্নতি যে নিয়মে হইয়াছে, তাহার নির্ণয়ার্থ আমরা কএক বৎসরের হিসাব দিতেছি, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর ও পার্শ্বস্থ স্থানের লোকসংখ্যা ৭৩৬৭০ ছিল; ১৮১১ তে ৮৫৭৫৩; ১৮২১ তে ১০৬৭২১; ১৮৩১ অব্দে ১৪২২৫১। যদিও এই নগরের লোক অধিকাংশই কারিগরী এবং নিয়ত শারীরিক শ্রমে ও বায়ুসহ উড্ডীন ধাতুরেণুর মধ্যে থাকাতে

মলিনচ্ছবি ও অকাল-বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত; তথাপি তাহাদিগের দীর্ঘায়ুষ্কতা অন্যান্য এবম্প্রকার নাগরিকদিগের অপেক্ষা অধিক। ১৮২১ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বারমিংহামে বৎসর ও তদূন বয়সের বালকের মধ্যে শতকরা গড় ৪৪ জন, লিভরপুলে ৪৬ জন, নটিংহামে ৪৮ জন, এবং লিড্‌সে ৪৯ জন মরে। এস্থলে আমরা প্রাগুক্ত দীর্ঘায়ুষ্কতার কারণ ধাতুসেবন বলিলে বোধ হয় পাঠকগণ অসঙ্গত বোধ করিবেন না; যেহেতু আমাদিগের বৈদ্যগণ দেহের পুষ্টি করণার্থ প্রায় ধাতুঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বারমিংহামে বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, চিকিৎসালয়, অনাথনিবাস, সাধারণ নাগরিকভরণাগার প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতিসূচক কীর্ত্তি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পাদি সমস্তই সম্যক উন্নতাবস্থা লাভ করিয়াছে। ঐ স্থানের ধনোন্নতি দ্বারাই শিল্পাদির উন্নতি অনুভূত হইয়া থাকে: এই জন্য আমরা বারমিংহাম নগরের ধনোন্নতির উদাহরণ দিতেছি,—১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হটন সাহেব গণনা দ্বারা নির্ণয় করেন যে তৎকালে এই নগরে প্রত্যেকে ৩ জন ১০ লক্ষপতি, ৭ জন ৫ লক্ষপতি, ৮ জন ৩ লক্ষপতি, ১৭ জন ২ লক্ষপতি ও ৮০ জন ১ লক্ষপতি ছিলেন এবং ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে জেমস লক সাহেব বৃত্তগণনায় স্থির করেন যে বারমিংহামে ১ জনের ৪০ লক্ষ, ২ জনের ৩০ লক্ষ, ৩ জনের ২০ লক্ষ, ৪ জনের ১৫ লক্ষ, ৫ জনের ১০ লক্ষ, ৬ জনের ৮ লক্ষ, ১০ জনের ৫ লক্ষ, ২০ জনের ৩ লক্ষ, ৩০ জনের ২ লক্ষ, ৫০ জনের ১৷৷০ লক্ষ, ও ৭০ জনের এক লক্ষ করিয়া টাকার বিভব ছিল। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আর কিছুই না লিখিয়া উপসংহার-কালে যে একটীমাত্র বিষয়ের কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, তদ্দ্বারা ইংলণ্ডেরও এই প্রকার গুণকীর্ত্তন হইবে; যেহেতু ঐ রূপ নিয়ম থাকাতেই তদ্দেশীয় শিল্পকর্ম্মের প্রভাব সমস্ত জগতের সকল স্থানেই আদরণীয় হইয়াছে এবং ইহা না থাকিলে আমাদিগের দেশের তুলার বর্ত্তমান অবস্থার ন্যায় শোচনীয় দশা ঘটিত। বারমিংহামে যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত হয়, তৎসমস্তই পরীক্ষীকৃত; বন্দুকের ও পিস্তলের নলী সকল এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত হয় যে সহজ ব্যবহারের দ্বিগুণ পরিমাণে বারুদ ও গুলি দিয়া ছোঁড়া যায় এবং তন্মধ্যে যে সকল নলীর উপরে সোরা কিছুমাত্র দৃষ্ট না হয়, সে সমুদায়কেও পরীক্ষোত্তীর্ণ বলিয়া মুদ্রা দেয়া হয়; অবশিষ্ট মন্দ নলী গুলিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলা যায়। পাছে ঐ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ নলী সকলও কারিগরদিগের দ্বারা উত্তমের ন্যায় মুদ্রা আদানে বিক্রীত হয়, এই আশঙ্কায় পরীক্ষাদি গুরুতর কার্য্যের ভার তত্রত্য গবর্ম্মেণ্ট-নিযুক্ত অরডি নামক সভার হস্তে ন্যস্ত আছে।

বিদ্যুৎ ও বজ্র।

মাধব ও গোপাল।

গোপাল। দাদা! আপনি যে সে

দিন বিদ্যুৎ ও বজ্রের বিষয় বুঝায়ে দিবেন, বলেছিলেন, তা দিবেন না?

মাধব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ মনে করে দিয়েছ, আজও ত মেঘ করেছে, বিদ্যুৎও হবে; আর, বোধ হয়, বজ্রও পড়বে। ঐ যে থেকে থেকে ঝক্‌মক্ করে উঠ্‌ছে, ও কি বলে তা জান?

গোপাল। ওকে বিদ্যুৎ বলে।

মাধব। বিদ্যুৎ নামটী শিখে রেখেছ, ওটী কি পদার্থ তা জান?

গোপাল। জানি বৈ কি; সে দিন ঠাকুর মাকে জিজ্ঞাসা কত্যে তিনি বলে দিলেন, উনি মা ভগবতী! কেনা কি কংস রাজা ছিলেন, তিনি কাছাড়ে মাত্যে যেতেই ভগবতী আকাশে উঠে গেলেন।

মাধব। তবে ত বেশ বলেছেন, আর, তুমিও বেশ বুঝেছ!

গোপাল। তবে কি গা দাদা?

মাধব। ও এক রকম আগুণের মত জিনিশ, দেখ্‌ছ না, আগুণের মত কেমন ঝক্‌মক্ করে উঠ্‌ছে?

গোপাল। হ্যাঁ, তা ত তেখ্‌ছি। ভাল, ওখানে আগুণ কি করে গেল? ওখানে কি লোকের ঘর আছে।

মাধব। তা নয়, দুটী জিনিশের ঘর্ষণে অথবা আঘাতে আগুণ বেরুচ্যে।

গোপাল। দুটী জিনিশের ঘর্ষণ কিছু বুঝ্‌তে পাল্যুম না।

মাধব। তবে শোন, তুমি দুটী হাত বেশ্‌ করে ঘস দেখি।

গোপাল। এই ত ঘস্‌ল্যুম।

মাধব। ঐ দুটী হাত তোমার গায়ে ঠেকাও দেখি।

গোপাল। গায়ে ছোঁয়াতে ত গরম বোধ হলো।

মাধব। আচ্ছা, আরও দেখ, এই দুটী বাঁশের চোঙা নিয়ে ঘস দেখি, তা হলে ওদুটও গরম হবে, অধিক জোরে ঘস্‌লে আগুণও বেরুতে পারে।

গোপাল। হ্যাঁ, ত, এ যে হাতের চেয়ে গরম হলো!

মাধব। বনে হঠাৎ আগুণ ধোরে সব পুড়ে যায়, তা শুনেছ? সেও এই রকমে; কাছাকাছি গাছে গাছে ঘর্ষণ হয়ে আগুণ ধরে, তাকে দাবানল বলে। এইরূপ মেঘের ঘর্ষণেও ও অগ্নি উৎপন্ন হয়, আর, ঐ হচ্যে।

গোপাল। ভাল, আমাকে আগুণ দেখাবার জন্যে যা কত্যে বল্যেন, তাতে ত গরম হলো। আগুণ ত দেখ্‌তে পেলুম না?

মাধব। তবে প্রত্যক্ষ আগুণ চাও। ঐ চক্‌মকী পাতর, আর, লোহাটা আন দেখি।

গোপাল। এই লেন।

মাধব। কেমন দেখ্‌ছ, এই ঠুক্‌ত্যে ঠুক্‌ত্যেই আগুণ বেরুচ্ছে, ঐ সোলাটায় আগুণ ধোরে গেল; ভাল, এ আগুণ কোথ্‌ থেকে এল?

গোপাল। দুটয় ঠুক্‌ত্যে ঠুক্‌ত্যে বেরুলো।

মাধব। ঐরূপ মেঘের ঘর্ষণেও ঐ বিদ্যুৎ হচ্যে।

গোপাল। ভাল, কখন কখন কাট চির্‌বের সময় ফিন্‌কি ফিন্‌কি আগুণ কুড়ুল থেকে বেরয়, সেও কি এই রকমে?

মাধব। তবে দেখ্‌ছ আর কি? সেও ঠিক এই রকম।

গোপাল। এই রকম কি মেঘেও হচ্যে? ওখানে কি মেঘে২ ঘর্ষণ হচ্যে?

মাধব। হ্যাঁ, দুটী মেঘে ঘর্ষণ হচ্যে; যখন বাতাস মেঘকে উড়্‌য়ে নিয়ে যায়, তখন মেঘে মেঘে লাগ্‌লেই ঐরূপ আগুণ উঠে ঝাক্‌মক্‌ করে; ওকেই বিদ্যুৎ বলে।

গোপাল। আচ্ছা, মেঘটা কি?

মাধব। বাষ্প জমে শক্ত হয়ে গেছে।

গোপাল। বাষ্প কি?

মাধব। জল থেকে এবং মাটি থেকে ধোঁয়ার মত উঠে দেখনি? তাই উপরে গিয়ে জমে যায়; আবার ঠাণ্ডা বাতাস পেলেই গলে গিয়ে বৃষ্টি পড়ে।

গোপাল। তবে আমাদের বলে যে মেঘের প্রাণ আছে, পর্ব্বতে শালপাতা খেতে যায়, আর, তার লালে অভ্র হয়, মালাকারেরা তাই নিয়ে ফুলের জিনিশ তয়ের করে। সে সব কি?

মাধব। ভাল, মেঘের যদি প্রাণ আছে, তবে তার হাত, পা, মাতা প্রভৃতিও ত আমরা দেখ্‌তে পেতুম?

গোপাল। হ্যাঁ, তা বটেত, তার ত কিছুই দেখ্‌ত্যে পাইনি, তবে আমাদের কেন অমন কথা বলে?

মাধব। যারা বলে, তারা কখন কিছু ত দেখেনি, আর, যা শোনে, তারও আর এক রূপ অর্থ কোরে। তুমিও যা শুনেছ ঠাকুর মার কাছে, তিনিই বা তা কোথা দেখ্‌ত্যে গেছেন? মেঘ অধিকাংশ পর্ব্বতে গিয়াই জমে, সুতরাং আমাদের বলে, মেঘ পর্ব্বতে শালপাতা খেতে যায়; পর্ব্বতে অনেক শালগাছও আছে বটে, মেয়েরা যখন ছোট ছোট ছেলেকে নিয়ে বাহিরে বেড়ান, তখন যদি মেঘ উড়ে যায়, তবে ছেলে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ গা মা! ও কি?

মা,—ও মেঘ।

ছে,—কোথা যাচ্যে?

মা,—ঘরে যাচ্যে।

ছে,—ওর ঘর কোথা?

মা,—পর্ব্বতে।

ছে,—পর্ব্বতে গিয়া কি খায়?

মা, তখন বিষম বিপদে পড়েন! আর কি করেন, শুনেছেন যে পাহাড়ে শাল গাছ হয়, তাই বল্যেন, শালপাতা খায়।

আর, বাস্তবিকই মেঘ উচ্চ উচ্চ গাছে লেগে থাকে, তাই কথাটাও উঠেছে; শালপাতা খায়।—তার লালে অভ্র হয়, ফলতঃ এটীও নিতান্ত মন্দ কথা নয়! অভ্র ঠিক লালের মতই দেখায়, আর, পর্ব্বতেই পাওয়া যায়, সুতরাং পর্ব্বতে আর এত লাল কিরূপে পাওয়া যাবে, সেখানে ত মানুষ নাই, অতএব কোন কারণ স্থির কত্যে না পেরে শেষে মেঘের লাল বোলেই মা স্থির হয়েছেন। কিন্তু অভ্র খনিজ পদার্থ, পাথুরে কয়লা যেমন খনি থেকে পাওয়া যায়, উহাও সেইরূপ পর্ব্বতে খনি থেকে পাওয়া যায়; তবে দেখ, যদি মেঘের প্রাণই রইল, বৃষ্টি হয় কোথা থেকে?

গোপাল। কেন? ইন্দ্র দেবতা জল দেন।

মাধব। ইন্দ্র দেবতা কি আপনি জল ঢেলে দেন?

গোপাল। ইন্দ্রের হাতী শুঁড়ে করে মেঘে জল ছড়িয়ে দেয়।

মাধব। তবে মেঘ না হলে জল হয় নি কেন? আর, জল হইলেই বা মেঘ থাকে না কেন?

গোপাল। হ্যাঁ, তা ঠিক বটে, বৃষ্টির পর আকাশটী বেশ পরিষ্কার দেখায়। বৃষ্টির সময় যে মেঘটীতে জল হয়, সেটী স্থির হয়েথাকে, আর, বৃষ্টি হইলে সেখানটী নির্ম্মল দেখা যায়; ভাল, তবে আমাদের যে এত গুলা কথা বলে, সে কি মিথ্যা?

মাধব। না, তার অনেক কারণ আছে, তারা যে-ভাবে বলে, বাস্তবিক তা নয়; অন্য ভাব আছে, সে সকল তোমাকে অন্য সময়ে বুঝায়ে দিব, এখন বল্‌তো গেলে আসল বিষয়টী ভুলে যাবে, অতএব আজ্‌ থাকুক।

তবে, মেঘের যে প্রাণ নাই, আর বাষ্প জমে মেঘ হয় তা বুঝেছ?

গোপাল। হ্যাঁ, তা বেশ বুঝেছি, ভাল, মেঘ তবে জল ত?

মাধব। হ্যাঁ, জল বৈ কি? জলই ত ধোঁয়ার মত হয়ে উঠে।

গোপাল। তবে জলে জলে ঘর্ষণ হয়ে কি কোরে আগুণ বেরয়?

মাধব। বাষ্প জমে পাতরের মত শক্ত হয়, শিল পড়ে দেখনি? তা কত শক্ত, সেও ত ঐ মেঘের অংশ, সুতরাং শক্ত বস্তুতে পরস্পর আঘাত জোরে লাগ্‌লে যে আগুণ হবে, তাতে আশ্চর্য্য কি? সমুদ্রের জলে আগুণ উৎপন্ন হয়। এমন কি? প্রবল বাতাস হলে ঢেউ উৎপন্ন হয়, ঢেউতে ঢেউতে জোরে লেগে অগ্নি উৎপন্ন হতে পারে, আমাদের তাকে (বাড়বানল) বলে। কিন্তু ক্বচিৎ হয়।

গোপাল। ভাল, তবে কি সকল বস্তুতেই আগুণ আছে?।

মাধব। হ্যাঁ, তা আছে বৈ কি?

গোপাল। ভাল, ও সকল আগুণ কোথ্‌ থেকে এল?

মাধব। ঈশ্বর সকল বস্তুতেই তেজঃ দিয়াছেন, এমন কোন বস্তুই নাই, যাতে তেজঃ নাই।

গোপাল। আমার তেজঃ কি?

মাধব। তেজই বল, (শরীর দেখাইয়া) আগুণই বল, অথবা তাড়িতই বল। তেজঃ অধিক পরিমাণে জমে আগুণ হয়।

গোপাল। তেজঃ না হয় পৃথিবীর সকল জিনিশেই রৈল, আকাশে ত কোন দ্রব্য নাই যে তাতে তেজঃ থাক্‌বে?

মাধব। নাই কেমন করে? মেঘ রয়েছে, বাতাস রয়েছে, এ সকলেও ত তেজঃ আছে।

গোপাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বটে।

মাধব। শোন, মেঘেতে কিরূপে তেজঃ যায়। প্রথমতঃ জল সূর্য্যের উত্তাপে হাল্‌কা হইয়া বাষ্পরূপে উপরে উঠে. তার সঙ্গে তেজঃ যায়, কারণ, জলে তেজঃ আছে। দ্বিতীয়তঃ বাতাসের ঘর্ষণ ও রাসায়নিক কার্য্য দ্বারাও তেজঃ উৎপন্ন হয়।

গোপাল। রাসায়নিক কার্য্য কিরূপ?

মাধব। সেটী এখন তুমি বুঝ্‌তে পারবে না, তবে সহজ কথায় বোলে দেই, কোন কোন বস্তু পরস্পর সংযুক্ত হইয়া

ভিন্ন গুণ ও ভিন্ন ভাব ধারণ করে। যেমন শামুক পোড়াইলে চূণ হয়, তাতে জল দিলে টক্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে; আর, ধোঁয়া উঠিতে থাকে, এমন কি, তার মধ্যে একটা কাট দিলে তাতেও আগুণ ধরিতে পারে। এরই নাম রাসায়নিক কার্য্য। চূণে ও হলিদ্রায় মিশ্রিত করিলে লাল হয়, এটীও রাসায়নিক কর্য্য; গন্ধকে আর পারায় মিশ্রিত করিলে হিঙ্গুল হয়, এও রাসায়নিক কার্য্য। মহাদ্রাবকে জল দিলে আগুণ হয়, সেটীও রাসায়নিক কার্য্য; এইরূপ ভিন্ন-প্রকার বাতাসের সংয়োগে রাসায়নিক কার্য্য হইয়া মেঘে তেজঃ জমে। কেমন? এখন বুঝেছ?

গোপাল। হ্যাঁ, বেশ বুঝেছি; ভাল বুঝেছি কি না, শুনুন দেখি, সাধারণতঃ পৃথিবী ও বাতাস প্রভৃতি হইতে তেজঃ উঠে, মেঘে জমে, পরে মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইয়া বিদ্যুৎ হয়। যেমন লোহা ও চক্‌মকিতে তেজঃ আছে কি না, প্রথমে দেখিতে পাই নাই, কিন্তু পরস্পর আঘাতে অগ্নি উৎপন্ন হয়।—কেমন?—এই ত?

মাধব! বাহা! বেশ মনে রেখেছ ত?

গোপাল। আচ্ছা, যে মেঘে ঐ বিদ্যুৎ হচ্চে, ও মেঘ কত দূরে আছে?

মাধব। এখান হইতে প্রায় ২ ক্রোশ অথবা ২॥ ক্রোশ দূরে আছে, কখন কখন আমাদের অতি নিকটবর্ত্তীও হয়।

গোপাল। ভাল, বিদ্যুৎ যে কখন কখন ছড়িয়ে পড়ে, দেখা যায়, কেন? ঠিক যেন ডাল পালা বেরয়।

মাধব। তুমি দেখ্‌ছি সব বুঝে নেবে? ভাল, তবে শুন, একটা আলো অথবা বাতীর নিকট যদি কিছু আড়াল দেওয়া যায়, তবে আলোটা চারিদিকে কেন ছড়িয়ে পড়ে? অথবা একটু জল উপর থেকে নীচে পড়্‌লে চারিদিকে ছিটিয়ে পড়ে কেন?

গোপাল। বাধা পায় বলে ওরূপ হয়।

মাধব। ওখানেও ঐরূপ বাধা পায়, তাই ঐরূপ দেখায়। যেখানে বিদ্যুৎ হয়, তথাকার নিকটবর্ত্তী পৃথিবীর কোন বস্তুতে বাধা পাইয়া ঐ রূপ দেখায়।

গোপাল। বিদ্যুৎ কখন কখন এঁকে বেঁকে যায় কেন?

মাধব। ভাল, একটা ভাঁটাকে যদি সিঁড়ির উপর থেকে গড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে সেটা একবারে নীচে না পড়ে একটা হতে আর একটা এইরূপে নীচে পড়ে, সেটী কেন হয়?

গোপাল। কারণ, সিঁড়িতে সিঁড়িতে বাধা পায়, তাই এক বারে নীচে না নেমে এঁকে বেঁকে পড়ে।

মাধব। ওখানেও ঐ রূপ বাধা পায়, অর্থাৎ বিদ্যুৎ আসিতে আসিতে তথাকার নীচের বাতসকে গাঢ় করিয়া ফেলে, সুতরাং যে দিকে হাল্‌কা পায়, সেই দিক দিয়াই যায়, তাতেই আঁকা বাঁকা দেখায়।

গোপাল। তবে বিদ্যুতের আভা কখন সোজা দেখায়?

মাধব। যখন মেঘ পৃথিবীর অতি নিকট থাকে; সুতরাং বিদ্যুতের সময় আর তথাকার বাতসকে যথেষ্ট গাঢ় করিতে না পারিয়া সরল ভাবে পড়ে।

গোপাল। কখন কখন বিদ্যুৎ, যে, সকল মেঘকে আলো করে, তার কারণ কি?

মাধব। বিদ্যুতের বালকুটা আমরা দেখ্‌তে না পেলেই সেই আলোটা সকল মেঘে ছড়িয়ে পড়ে।

গোপাল। বিদ্যুৎ কি আর কোন রকম আকার ধারণ করে?

মাধব। কেউ কেউ বলেন, বিদ্যুৎ গোল ভাব ধারণ করে, কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

গোপাল। ভাল, বিদ্যুৎ হলেই তার আভাটা দেখা যায় কেন?

মাধব। সেটী বাতাসের জন্যে; বাতাসের পরিচালকতা গুণ নাই।

গোপাল। পরিচালকতা গুণ আবার কি?

মাধব। একটী লোহার সিক্, আর, এক খানি কাঠকে আগুণে দিলে, লোহার সিক্‌টী সব গরম হয়, কিন্তু শীঘ্র লাল হয় না। আর, কাঠ খানির যে দিক্ আগুণে থাকে, সেই দিক্‌টীই গরম হয় এবং শীঘ্র লাল হয়ে জ্বল্‌ত্যে থাকে। কেন হয়, বল দেখি?

গোপাল। কেন হয় গা?

মাধব। লোহার পরিচালকতা গুণ আছে, কাঠের তাহা নাই। লোহা তাপটাকে তার চারিদিকে ছড়ায়ে দেয়, অর্থাৎ তার সকল অংশে আগুণের তাপটা চালিত হয়, কিন্তু কাঠের তাপ তার সকল অংশে চালিত না হইয়া এক স্থানেই থাকে, সুতরাং কাঠের তেজঃ শীঘ্র প্রকাশ পায়, কিন্তু লোহা ততশীঘ্র লাল হয় না। একেই বলে পরিচালকতা শক্তি। সেইরূপ বাতাসের এমন গুণ নাই, যে, ঐ আভাটীকে লইয়া সকল দিকে ছড়ায়ে দেয়, তা হলে আর আলো দেখ্‌ত্যে পাওয়া যেত না, সুতরাং তেজঃ এক স্থানে জড় হইলে আলো দেখায়।

গোপাল। ভাল, এখন ত বিদ্যুতের বিষয় বেশ বুঝ্‌ল্যুম, বজ্রাঘাত হয় কি রকমে?

মাধব। আজ্ বেলা গেল, আর না। আর এক দিন বুঝিয়ে দেব। বজ্রাঘাতের বিষয়, আর, সে সময়ে আমরা কি কি কল্যে রক্ষা পেতে পারি, এগুলি জানা বিশেষ আবশ্যক, কারণ, অনেকে নির্ব্বোধতা-প্রযুক্ত মারা পড়ে।

গোপাল। দাদা! বল না গা শুনি।

মাধব। না! না! এক দিনে সব কল্যে মনে করে রাখ্‌ত্যে পার্‌ব্যে না। আর এক দিন বল্‌বো।

উল্লিখিত প্রবন্ধটী কথোপকথন-চ্ছলে লিখিত হইল। আমাদের পাঠকগণের সন্তোষ ও উৎসাহ বুঝিতে পারিলে বারান্তরে ঐরূপ ভাবে লিখিবার নিমিত্ত যত্ন করা যাইবে।

রামায়ণ ও মহাভারত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষীয় সমস্ত পণ্ডিত বর্গে এক-বাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, যে, মহাভারতের বহুকাল পূর্ব্বে রামায়ণ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য-

বিদ্যালঙ্কৃত মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত-ব্যূহ যুক্তিবলে তাহার বিপরীত প্রমাণে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন, দেখিয়া, আমাদেরও মনোমধ্যে নানাবিধ সন্দেহের উদয় হইয়াছে। সন্দেহ তর্কের এবং তর্ক, একরূপ মীমাংসার কারণ। সুতরাং আমরাও সামান্য বুদ্ধিবলে যে একরূপ মীমাংসাতে উপনীত হইয়াছি, বলা বাহুল্য। এদিকে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও জ্ঞানালোক প্রজ্বলন সময়ে মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিবার উপযোগী নহে। এই হেতু আমাদের কৃত-মীমাংসা জনসমাজে সমাদৃত হউক বা না হউক, প্রকাশে যত্নবান হইলাম।

উপর্য্যুক্ত বিপরীত-বাদীরা যে সমস্ত যুক্তিবলে রামায়ণাপেক্ষা মহাভারতের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, প্রথমে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। পশ্চাৎ তৎসমূহের খণ্ডনে চেষ্টা করা যাইবেক। তাঁহারা বলেন, যে "১। মহাভারতের যুদ্ধ কেবল ভারত সমাগত আর্য্যগণের পরস্পর বিরোধ এবং তাঁহাদের সহিত অনার্য্য জাতির শত্রুতাচরণ এই মাত্র। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সমস্ত ভারতবর্ষের সহিত সংশ্রবের কোন স্পষ্ট প্রমাণ লক্ষিত হয় না। কিন্তু রামায়ণের ঘটনাবলী দাক্ষিণাত্য ও ভারত-প্রান্তস্থিত সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্তেরও ইতিহাস প্রদান করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা কেনই না এরূপ বিশ্বাস হইতে পারিবেক, যে, যৎকালে রামায়ণ সংরচিত হইয়াছিল, সেই সময় মহাভারত প্রকাশের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল।" তাঁহাদের দ্বিতীয় কারণ এই, যে, "মহাভারতোল্লিখিত বৃত্তান্ত পাঠে কেবল এইমাত্রই উপলব্ধি হয়, যে, গঙ্গা ও যমুনা প্রদেশেই আর্য্যবংশের নিবাস ছিল। কিন্তু যৎকালে রামায়ণ সংরচিত হয়, সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতবর্ষেও তাঁহাদের উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল।" তৃতীয়তঃ মহাভারতে মানব-চরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সমাজের প্রাথমিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে। পরিবারস্থ সমস্ত লোকের পিতার বা অপেক্ষাকৃত বয়ঃ জ্যেষ্ঠের শাসনে অবস্থান, সামান্য আহার্য্য জননী বা সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক প্রস্তুতীকরণ, এবং স্ত্রীজাতির পুরুষদিগের পরে আহারাদি।" তাঁহাদের বাক্যের প্রমাণ স্থলে আনীত হইয়া থাকে। তাহাদিগের চতুর্থ অথবা শেষ প্রবল কারণ এই, যে, "মহাভারত সংরচণ-কালীন একাধিক সহোদর গণের একপত্নী গ্রহণ সমাজের প্রাথমিকত্ব-পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সেই অসভ্য-কালোচিত প্রথা, রামায়ণের সময়ে একবারে তিরোহিত হইয়া এক ব্যক্তির বহুবার অথবা এক পত্নী গ্রহণ রূপ সুপ্রথার সমুদয় হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয়, যে, রামায়ণ যৎকালে প্রচারিত হয়, মহাভারত তাহার বহুকাল পূর্ব্বে সংরচিত হইয়াছিল। যেহেতু সুপ্রথা ও সুনীতি প্রচার জ্ঞানোন্নতির এবং জ্ঞানোন্নতি মনুষ্য-সমাজের বার্দ্ধক্যের অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা।"

উপরে যে সমস্ত যুক্তি-পরম্পরার

উল্লেখ হইল, এইক্ষণে দেখা আবশ্যক, যে, সেই সমস্ত কতদূর ন্যায়ানুগত। বিপরীত পক্ষীয়েরা প্রথম যে কারণ প্রদর্শন করেন, তদ্দ্বারা কখনই এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, যে, রামায়ণ মহাভারতের অনন্তব-কাল-বিরচিত। মহাভারতোক্ত কুরু ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ কেবল ভ্রাতৃ বিরোধের পরিণাম-মাত্র। সেই যুদ্ধ-কালে উভয় পক্ষে সৈন্য বল সংগ্রহে এতাদৃশ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, যে, তদপেক্ষা অধিক সৈন্য সংগ্রহের আবশ্যকতাই ছিল নাই এবং তাহাদের ভ্রাতৃবিরোধ স্বরাজ্য মধ্যেই একরূপ মীমাংসিত হইতে পারিবে, ভাবিয়া, তদ্বহির্ভাগে গমন করা তাঁহাদের অনিচ্ছাই ছিল। তথাপি ইহা দেখা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত দ্বারকা ও সিন্ধুপ্রদেশ হইতে বঙ্গোপসাগর-তীরস্থ তাম্র-লিপ্তী ও তৎপূর্ব্বদিকস্থ মণিপুর, আসাম প্রভৃতি প্রদেশ হইতেও তাঁহাদের সৈন্যাদি-সংগৃহীত ও দিগ্বিজয়াদি দ্বারা বিপুল অর্থলাভ হইয়াছিল। অভিনিবেশ পূর্ব্বক মহাভারত পাঠ করিলে এ বিষয়ের যাথার্থ্য অনায়াসেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এদিকে, রামায়ণোল্লিখিত বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায়, যে, রামচন্দ্র পিত্রাজ্ঞা পালনে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের সীমান্ত দেশে উত্তীর্ণ হইয়াই চণ্ডাল-রাজ গুহক ও বানর (অসভ্য, অনার্য্য) দিগের সহিত মৈত্রী সংস্থাপনাদি করিয়াছিলেন। স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে ঐ সমস্ত কার্য্য যতদূর জ্ঞান-গর্ব্ব হউক না কেন, এই কার্য্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণে আর্য্যবংশের উপনিবেশ সংস্থাপিত হয় নাই। অধিকন্তু যখন রামচন্দ্রকে স্বীয় অপহৃতা সীতার পুনরুদ্ধার মানসে ঐ সমস্ত অসভ্য বর্ব্বর জাতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে হইয়াছিল, তখন প্রোক্ত মীমাংসার উপর কুত্রাপি সন্দেহের উদয় হইতে পারে না। অসীম-বীর্য্যসম্পন্ন আর্য্যবংশোদ্ভব রামচন্দ্র পুরুষ পরম্পরাচরিত গর্ব্ব ভাব ও বৈর পরিত্যাগ করিয়া সহজেই যে সেই অসভ্য দিগের সহিত এরূপ সরল ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে? যুক্তি তদ্বিরুদ্ধে ইহাই উপদেশ দেয়, যে, তৎপ্রদেশে আর্য্যবংশের অনুপস্থিতিই তাঁহার তৎকার্য্যে প্রবর্ত্তনার একমাত্র হেতু ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। ইহাও সত্য বটে, যে, মহাভারতোক্ত যুদ্ধ-ঘটনাবলীর অধিকাংশেরই রাক্ষসাদি নিপাতন উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত যুদ্ধ ঘটনা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার প্রচ্ছন্নবেশে বনভ্রমণ কালেই সংঘটিত হয়। যেস্থলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও অবশ্য ও পর্ব্বতবাসী অসভ্য জাতির সহিত সুসভ্য ইংরাজ রাজপুরুষগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বিগ্রহ সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতেছে, সেস্থলে সেই প্রাচীন কালে অরণ্যবাস সময়ে পাণ্ডবদিগের সহিত তাহারা বৈরনির্য্যাতন মানসে শত্রুতাচরণ করিয়া থাকিবেক, তাহাতে

আশ্চর্য্য কি? যদি এইরূপ কারণ দেখিয়াই মহাভারতের প্রাচীনত্ব নিরূপিত হয়, তবে যখন দেখা যায়, যে, রামায়ণোল্লিখিত ঋষিগণকে আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যেই আশ্রম বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত, তখন কিরূপ মীমাংসা করিতে হইবেক?—বিশ্বামিত্রের রামচন্দ্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ সম্পন্ন করা কি এতদ্বাক্যের প্রমাণ নহে? প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিতে হইলে, এতদ্দ্বারা রামায়ণের প্রাচীনত্বই স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা বিপরীত মতাবলম্বীদিগের দ্বিতীয় যুক্তিটীও খণ্ডিত হইল। মহাভারতের সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের গঙ্গা ও যমুনা প্রদেশেই যে কেবল আর্য্যনিবাস ছিল, এরূপ বাক্যের অলীকত্ব প্রমাণে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইবেক না। যেহেতু দেখা যাইতেছে, যে, যুধিষ্ঠিরের অনুজেরা দিগ্বিজয়োদ্দেশে বঙ্গদেশের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ পর্ব্বতাধিপতি ও সমুদ্রতীরস্থ তাম্রলিপ্তী রাজাকেও সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন; ওদিকে দ্বারকা পর্য্যন্তও আর্য্যাধিবাস বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু রামায়ণের ইতিহাস মধ্যে ঐ সমস্ত প্রদেশের কিছুমাত্র উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যে যে স্থলে রামচন্দ্রের পরিভ্রমণ ও যুদ্ধাদি ঘটিয়াছিল, সেই সেই স্থল বরং আর্য্যনিবাস-শূন্য ও অনার্য্য-জাতির অধিকৃত ছিল।

তৃতীয় যুক্তির খণ্ডনস্থলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবেক, যে, যিনি মনুর সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত হিন্দু (আর্য্য) সমাজের অবস্থার বিষয় অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন, পরিবার বর্গের "পিতা বা অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠের শাসনাধীনে অবস্থান, পুরাঙ্গনাদিগের গৃহকার্য্যে আনুরক্তি ও পুরুষদিগের ভোজনান্তে আহার গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্যাবলী ভারত-সমাজের মজ্জাস্থি-বিশেষ। এই সমস্ত আচার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত একভাবে অপরিবর্ত্তনীয়রূপে চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুদেহে যতকাল আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইবেক, এই সমস্ত আচার ব্যবহার যে ততকালই নিঃসংশয়ে ভারতক্ষেত্রে প্রচলিত থাকিবেক, ইহা একরূপ সাহস সহকারে বলিতে পারা যায়।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-ভ্রাতার দ্রুপদরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ সাধারণতঃ দূষণীয় বটে। কিন্তু কেবল একমাত্র তাঁহাদের কার্য্য দৃষ্টেই তদানীন্তন সমগ্র ভারত-সমাজের মধ্যে ঐরূপ রীতি প্রচলিত থাকার অনুমান, নিতান্ত যুক্তি বিগর্হিত; যদি ঐ নিয়মের একাধিক দৃষ্টান্তের সদ্ভাব থাকিত, তাহা হইলেও কথা ছিল। পিতা মাতার আজ্ঞা, বেদশাস্ত্র ও যুক্তির অনুমোদনীয় না হইলেও সন্তানবর্গের অবশ্য প্রতিপাল্য, এই উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া মহাভারত-রচয়িতা যেরূপ আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছিলেন, এক্ষণকার তার্কিক পণ্ডিত-ব্যূহ তাহার

এইরূপ বিপরীত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন, জানিতে পারিলে গ্রন্থকর্ত্তা বোধ হয় বিভিন্নাকারে তাহার সংরচণ করিতেন, সন্দেহ নাই। ভাল, পাঠকবৃন্দকে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা করিতে আমি অনুরোধ করিতেছি—যে, দশানন বিনাশ করিয়া রামচন্দ্র মন্দোদরীকে বিভীষণের সহিত দাম্পত্য শৃঙ্খলে যে পুনরায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই কি সভ্য-কালোচিত হইয়াছিল? যে যুক্তি দ্বারা মহাভারতের প্রাচীনত্ব-বাদীরা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া সেই যুক্তিবলে কি আমরাও রামায়ণের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে কৃতসাহস হইতে পারি না?

পরন্তু ইহাও দেখা আবশ্যক, যে, যে কোন গ্রন্থ, অন্য গ্রন্থ প্রণীত বিস্তৃত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে, তাহা নিঃসন্দেহই অনন্তর-কাল-সংরচিত, পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাসে ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনের রথধ্বজে থাকিয়া হনূমানের সাহায্য দান, গড়ুরের নীলপদ্ম আনয়ন কালে হনূমান কর্ত্তৃক অপদস্থ হওয়া, অর্জ্জুনের অনন্যসাধারণ বীরদর্পচূর্ণ করণোদ্দেশে কৃষ্ণের বৃহৎ সরসী দেখাইয়া কুম্ভকর্ণের আকার বর্ণন, মহাভারতের স্থলবিশেষে নীতিশিক্ষা দানচ্ছলে রামের ও সীতার চরিত্র বর্ণন ইত্যাদি মহাভারতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে রামায়ণের কোন স্থলেই এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না, যাহা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এরূপ স্থলে কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রাচীনত্ব চিন্তন-রূপ সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতে পারে, বলিতে পারি না।

সুবিজ্ঞ বিপক্ষীয়েরা এস্থলে ইহাও বলিতে পারেন, যে, মহাভারতের যে যে স্থলে রামায়ণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই স্থল হয় ত পণ্ডিতেরা বহুকাল পরে মহাভারত মধ্যে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। এরূপ যুক্তি নিতান্তই কুতর্কের ফল। যে স্থলে আমাদের দেশ, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, আমাদের সমাজ-প্রচলিত চিরপ্রবাদ, এই সমস্তই উচ্চৈঃস্বরে মহাভারতের অপেক্ষা রামায়ণের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করিতেছে; সেস্থলে ওরূপ কুতর্কোত্থিত অন্তঃসার-শূন্য যুক্তিপরম্পরা যে তাহার বিলোপ করিতে সমর্থ হইবে, কি রূপে সম্ভব হইবেক?

উপসংহার-কালে ইহাও বক্তব্য যে বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী একবার রামায়ণ ও মহাভারত এই উভয় গ্রন্থের ভাষা বিষয়ে একটু প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। রামায়ণ আমূলাগ্র প্রায়ই অনুষ্টুপ্ ছন্দে সংরচিত। কিন্তু মহাভারত নানাবিধ সুরস ছন্দঃ ও পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক বাক্য-বিন্যাসে পরিপূর্ণ। ভাষার প্রথমাবস্থায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন হইয়া থাকে, তৎসমুদায় স্বতই শব্দাড়ম্বর পরিশূন্য ও কোমল ছন্দে বিরচিত হইয়া থাকে। ভাষার দিন দিন যতই উন্নতি সাধন এবং লোকে ক্রমশঃ যতই জ্ঞানপথে অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকেন, শব্দাড়ম্বরতা, বিবিধ

ছন্দের আবির্ভাব এবং রাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, পদার্থ ও দর্শনাদি বিজ্ঞান গ্রন্থাদিতে ততই সমধিক ভাবে সম্বন্ধ হইতে থাকে। যদি এই চিরপ্রসিদ্ধ সত্যের কথনই অপলাপ সম্ভাবনীয় না হয়, তবে রামায়ণাপেক্ষা মহাভারতের প্রাচীনত্ব কদাচই সম্ভব-পর হইতে পারে না।

শ্রীউমাচরণ অধিকারী

স্রোতস্বিনী।

১

বিদারি পর্ব্বত শৃঙ্গ জলদ-দুহিতা,
ঝর্ ঝরি বন মাঝে হয় প্রবাহিতা;
রজত সূত্রের প্রায়
অনুপম শোভা পায়,
বোধ হয় জগতের হিতের লাগিয়া
বিভুর আদেশে নদী যাইছে বাহিয়া।

২

নয়ন প্রফুল্লকর সুশোভন বাসে
সাজিয়া প্রকৃতি সতী, নিরন্তর হাসে;
তরুশ্রেণী দুই কূলে
পরিপূর্ণ ফলে ফুলে;
শাখিচয় প্রসারিয়া রহে অনুক্ষণ;
তটিনীর নিবারিতে তপন তাড়ন।

৩

গভীর নির্জ্জন বনে, শান্তি নিকেতন!
নিস্তব্ধতা বিরাজিত যথা অনুক্ষণ;
মধুকণ্ঠ পাখী সব
বর্ষে কর্ণে সুধা-রব,
এমন সুখের স্থান দেখি নাই আর
বৃথা গর্ব্বে ভরা নাগরিক দুরাচার।

৪

বন, পাখী, উপত্যকা হিতের লাগিয়া
ভেব না কেবল নদী যাইছে বাহিয়া;
দুই কূলে যত দূর
জল যায় সুপ্রচুর
না ভাবি প্রভেদ কিবা পশু, পক্ষি, নর,
সকলের উপকার সাধে নিরন্তর।

৫

যত দিন না ঢালিছে আপনার দেহ
অনন্ত কাল সাগরে, জীবন প্রবাহ;
বাঞ্ছে মন সে প্রকার
জগতের উপকার
সাধে তাহা যথা ইচ্ছা করে বিচরণ,
বিভুর আদেশবর্ত্তী থাকি অনুক্ষণ।

শ্রীউমাচরণ অধিকারী

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। শব্দকল্পদ্রুম। শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বিশেষ সাহায্যে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্র।

আমরা ইহার ১ম, সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। বহু দিবস পূর্ব্বে ভুবনবিখ্যাত স্বর্গীয় মহাত্মা স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বহু যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে ইহা সংগ্রহ করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, সকলেই জানেন। ক্রমে ক্রমে ইহার লোপ হইতেছিল।

এক্ষণে প্রকাশকগণ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিয়া আমাদের একটী মহান্ অভাব দূর করিলেন। এজন্য তাঁহারা সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র, সন্দেহ নাই। ইহা যেরূপ উপকারী ও উপাদেয় বস্তু, তাহাতে প্রত্যেক বাটীতেই এক এক-খানি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। আশা করি, সাধারণে ইহার এক এক খানি ক্রয় করিয়া আপনাপন উপকারের সহিত প্রকাশকগণকে উৎসাহিত করিবেন।

২। অবকাশ-তোষিণী। মাসিকপত্র ও সমালোচন। কলিকাতা নিউ স্কুলবুক্ প্রেসে মুদ্রিত;—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি. যে, অবকাশ-তোষিণীর ১ম, ২য়, ৩য়, সংখ্যা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে অনেকগুলি পাঠ্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। এখানি চিরস্থায়িনী হইলে বঙ্গভাষার একখানি ভাল পত্রিকা হইবার সম্ভাবনা।

৩। পল্লীপরিদর্শন। মাসিকপত্র। পাবনা চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত।

প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। লেখকগণের বরাবর উৎসাহ থাকিলে ভবিষ্যতে ভাল হইবার সম্ভাবনা।

৪। জ্ঞানাঙ্কুর। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাস-কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমাধব বসু দ্বারা মুদ্রিত।

আমরা ইহার ২য়, খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। আহ্লাদের প্রথম কারণ এই, যে, ইহার মুদ্রাকার্য্য ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব উত্তম হইয়াছে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, যে, এখানি উৎকৃষ্ট।

১ম, সংখ্যায় আর্য্যজাতি, সূর্য্যঘড়ী, ভাষা, সভ্যতার ইতিহাস, চাঁদ কবির খেদ, বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন এবংদ্বিতীয় সংখ্যায় মহম্মদের জীবন-বৃত্তান্ত, ভাষা, মৃত কবি দীনবন্ধু মিত্র, বিবাহ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়, প্রিয়তমার প্রতি, অধুনাতন বঙ্গসাহিত্য এবং প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা ইহার যখন যে বিষয়টী পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই লেখকের লিপি-শক্তি, পাণ্ডিত্য ও ধীর-প্রকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞানাঙ্কুর-সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, ইহা রাজধানীর সমস্ত সাময়িক পত্রের উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে এবং এইরূপ পত্রিকাই বঙ্গভাষার কণ্ঠহার হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৫। হেমলতা। পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা সম্পাদিত। আমরা ইহার ২য়, ৩য়, সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সম্পাদক এক জন কৃতবিদ্য এবং দেশ-হিতৈষী। পত্রিকার লেখা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আশা করি, মহেন্দ্র বাবু ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

৬। Harish chandra's magazine. হিন্দী ও ইংরেজী ভাষার মাসিক পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বেনারস মেডিকেল হল প্রেসে মুদ্রিত।

আমরা ইহার ১ম, খণ্ডের ২য়, সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বাবু হরিশ্চন্দ্র বেনারসের এক জন বিখ্যাত ও কৃতবিদ্য মনুষ্য। তাঁহার ম্যাগ্‌জিন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানিও চিরস্থায়ী হইলে ভবিষ্যতে হিন্দীভাষার একখানি উপকারী ও উপাদেয় বস্তু হইতে পারিবে।

৭। মধ্যস্থ। মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট; মধ্যস্থ যন্ত্র।

আমরা ইহার অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যা পাঠ করিয়া সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। এইরূপ পত্রিকার বাহুল্যেই বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা।

৮। শিশুবোধ। ১ম, ও ২য়,ভাগ, সুবোধ রঞ্জন। শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত। আমরা ইহার এক এক খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বালকদিগের প্রথম বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে উক্ত পুস্তকগুলি যেরূপ উপকারী, এরূপ আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থকার ইহাতে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে পত্রিকায় স্থান হওয়া সুকঠিন। আমরা আশা করি, বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ-গণ বালকগণের প্রথম বিদ্যা-শিক্ষার এরূপ সহজোপায় পরিত্যাগ করিবেন না।

৯। নীতিগর্ভ; প্রসূতি-প্রসঙ্গ। এখানিও শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহার বিষয়ে অনেকবার অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার না থাকিলেও দুই একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এই পুস্তকখানিতে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভধারণ হইতে সন্তানের লালন পালন পর্য্যন্ত যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কাহার না মাতৃভক্তি প্রবল হইয়া উঠে? গ্রন্থকার যে এক জন কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁহার লেখা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানিও বালক-বালিকার পক্ষে যে মহোপকারী পাঠ্য পুস্তক, তদ্বিষয়ে সন্দেহাভাব। আমরা অনুরোধ করি, বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ-গণ আপনাপন বিদ্যালয়ে এই সকল উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি প্রচলিত করিয়া ছাত্রগণের সহজোপায়ের সহিত গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিবেন।

সংবাদ।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে, এবৎসর তমোলুক-ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে চারি জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়া, একজন প্রথম-শ্রেণীতে ও আর এক জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল যেরূপ অপ্রীতিকর, তাহাতে তমোলুকের মত মফঃসল স্কুল হইতে তাহার অর্দ্ধেক পূরণ হওয়া যে বিশেষ আহ্লাদের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

মাসিক পত্রিকা।

১ম, পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা [৬ষ্ঠ, খণ্ড।

সিল মৎস্য।

সিলের বহিরাকৃতি প্রায় সর্ব্বাংশে সাধারণ মৎস্যের সদৃশ। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ সকল চর্ম্মের দ্বারা আবৃত থাকায় ডানার কার্য্য সম্পন্ন করে; সিলের পায়ের নখ সকল চর্ম্মের দ্বারা সংযোজিত; ইহার সম্মুখের এবং পশ্চাতের পা এত ক্ষুদ্র, যে, পা আছে বলিয়াই বোধ হয় না; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ভূমির উপর গমন করিতে দেখিলে বোধ হয়, যে, অতি কষ্টেই চলিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের আকার দেখিলে যেরূপ বোধ হয়, তাহারা তদপেক্ষা অধিক শীঘ্র গমন করিতে পারে। ইহারা জলে সচ্ছন্দে লড়িয়া বেড়ায়। সিলেরা সম্মুখের পা দিয়া অনায়াসে অতিশয় পিচ্ছিল বরফের উপর চলিতে পারে। ইহাদের লাঙ্গল ক্ষুদ্র, চক্ষু বৃহৎ ও উন্নত, ওষ্ঠ শ্মশ্রু-যুক্ত এবং প্রায় সর্ব্ব শরীর লোমাবৃত হয়। কতকপ্রকার জাতীয় সিলের কর্ণ শরীর হইতেও উন্নত; কিন্তু তন্মধ্যে কোন কোন জাতীয়ের কাণ একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র মাত্রে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাদিগের আভ্যন্তরিক গঠন সকল চতুষ্পাদ স্থলচর জন্তুর ন্যায়; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে প্রশ্বাস-ক্রিয়ার সময় জলের উপরি স্থিত বায়ু গ্রহণ করিতে হয়। সিলেরা স্বেচ্ছাক্রমে নাসারন্ধ্র খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে। কিন্তু আবশ্যক না হইলে ইহা প্রায়ই বন্ধ থাকে। চিবুক ও দন্তের আকার দ্বারা ইহাদিগকে মাংসাশী বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সিলেরা প্রায়ই মৎস্য, কাঁকড়া ও জলচর পক্ষী ভক্ষণ করিয়া থাকে। ভক্ষ্য বস্তু আস্ত গিলিয়া ফেলে।

কিন্তু কখন কখন খণ্ড খণ্ড করিয়াও খায়। ইহারা শীত কালে দুই তিনটী করিয়া শিশু প্রসব করে এবং প্রায় এক পক্ষ কাল তাহাদিগকে স্তন্য পান করায়। শিশুগুলি সবল হইলেই মাতা তাহাদিগকে জলে লইয়া গিয়া সন্তরণ এবং আহার অন্বেষণ করিতে শিখায়, কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ-পণে চেষ্টা করে এবং স্বয়ং আঘাত প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে মুখে করিয়া অধিক জলে পলাইয়া যায়। পুংজাতীয় সিলেরা সন্তানদিগের প্রতি প্রায় তদীয় মাতার সদৃশ স্নেহ করে। এই জাতি অনেক বয়সে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং প্রায়ই এক শত বৎসরের অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে।

প্রায় সকল-জাতীয় সিলেরাই দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রের তীরে বাস করে। আর, তীরে ও ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরে রৌদ্র পোয়াইতে এবং নিদ্রা যাইতে ভাল বাসে। কোন প্রকার বিপদ্ পাতের সম্ভাবনা দেখিলে আপনাদের মধ্যে এক জনকে প্রহরী রাখিয়া নিদ্রা যায়। সিল মৎস্যের নানাপ্রার জাতি আছে। কোন কোন সময়ে ভিন্নজাতীয়ের সঙ্গে কলহ উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহারা প্রায়ই শান্ত-স্বভাব; সুতরাং সেই কলহ তাদৃশ ভীষণতা পায় না। সাধারণ চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা সিলের মস্তক অতিশয় সুখ-প্রবণ; তথায় অল্প আঘাত করিলেই তাহাদের প্রাণ-বিয়োগ হয়; ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সিলের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। "বটল নোস্" জাতীয় সিল দীর্ঘে ১১ হইতে ২২ ফুট এবং পরিধিতে ৭ হইতে ১১ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

"সর্প"-জাতীয় সিল দীর্ঘে ১৫ হইতে ১৮ ফুট পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং সচরাচর লক্ষিত সিল সকল ৪ হইতে ৬ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় সিলের মাংস অতিশয় আদরের সহিত ভুঞ্জিত হইয়া থাকে।

চতুষ্পদ পশুদিগের মধ্যে অতি অল্প পশুই সিলের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়। সিলেরা শীত-প্রধান দেশে থাকিতে অধিক ভাল বাসে, কিন্তু প্রায় সকল সমুদ্রেরই তীরে তাহারা বাস করিয়া থাকে। যদিও ইহারা সমুদ্র-জন্তু; তথাপি তাহাদিগকে বৈকাল, ওনিগা, আরল্ প্রভৃতি জলপূর্ণ হ্রদেও দেখিতে পাওয়া যায়। হ্রদ-বাসী সিলেরা অতিশয় ক্ষুদ্র-কায় হইয়া থাকে। ইহারা সচরাচর অতিশয় স্থূলকায়। ইহাদিগের তৈল সর্ব্ব-প্রকার তিমি মৎস্যের তৈলের কার্য্য করে। ইহাদিগের চর্ম্ম তোরঙ্গ, জিন, টুপি প্রভৃতি বস্তু নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরোপ এবং ইউনাইটেট্ ষ্টেট্ হইতে সিল ধরিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করা হয়। আমেরিকানেরাও কখন কখন সিল ধরিবার নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে তিন চারি বৎসর দক্ষিণ সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এলুসিয়ানেরা ইহার চর্ম্মে অঙ্গাবরণ, রজ্জু, জুতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করে। তাহারা ইহার মাংস ভক্ষণ করে, তৈল জ্বালায় এবং অন্ত্র-নালী দ্বারা পাজামা ও বুট নির্ম্মাণ করে। তাহারা সিলের নাড়ী সার্শির পরিবর্ত্তে এবং ওষ্ঠের স্থূল লোম মস্তকের আভরণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি মনুষ্য কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সিল শীকার করা হয়। কামস্কাট্কাবাসিরা সিল শীকার অতি প্রশংসনীয় এবং বীরের কার্য্য বলিলা গণনা করে; তাহারা একটা সিল শীকার করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে আপনাকে বিপদ্গ্রস্ত করিয়া থাকে।

চীন।

পাঠকগণের মধ্যে সকলেই প্রায় ইতিহাস ও ভূগোলাদিতে চীনদেশীয় বিবরণ পাঠ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বোধ হয়, কেহই তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অবগত নহেন। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার মানসে চীনের সবিশেষ বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমে ইহার নগর সকলের বিষয় বর্ণনা করা যাইবে।

চীনের নগর সকল নানা-শ্রেণীতে বিভক্ত; তাহার প্রত্যেকের নামের শেষে ২।১টী করিয়া বর্ণযোগ থাকাতে তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি এবং শাসনগত বিভিন্নিতা বুঝা গিয়া থাকে। ফো, "চিউ, হেন্" প্রভৃতি শব্দই ঐসকল নামের শেষে ব্যবহৃত হয়। ফো-আদ্য প্রথম শ্রেণীর নগর বুঝায়; অর্থাৎ তন্নিম্নস্থ দুই শ্রেণীর কতকগুলি নগর ইহার শাসনাধীন আছে, এই বুঝায়। চিউ—দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ নগর ও ফোয়ের শাসনাধীন এবং হেন্—তৃতীয় শ্রেণীর নগর, চিউয়ের অধীন ও ফোয়ের শাসনাধীন। যদি সকল দেশের নগরের শেষে এরূপ বিশেষ অর্থ-বোধক শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে ভূগোল পাঠ যে কতদূর সুগম হইত, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

এক সময়ে চীন দেশে ১৬০ প্রথম শ্রেণীর, ২৭০ দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ২০০ তৃতীয় শ্রেণীর নগর ছিল। তদ্ব্যতীত প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরও অনেক ছিল।

চীনের নগর সকলের পরস্পর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং প্রধান প্রধান দুই একটীর বিষয় বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথমে তাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য বর্ণনা করা যাইতেছে। এখানকার নগর সকল প্রায় একরূপ অর্থাৎ স্থান ও অবস্থা ভেদে চতুষ্কোণ ভিন্ন অন্য কোন আকারের নহে। নগর সকল উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তোরণ দ্বারা নগরে প্রবেশ করিতে হয়। এ সকল তোরণ অতিশয় দৃঢ়; কিন্তু দেখিতে তদ্রূপ সুশ্রী নহে। নগরের মধ্যে অতি উচ্চ, গোলাকৃতি এবং ষট্কোণ ও অষ্টকোণ বিশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সমদূরে স্থাপিত আছে। কোন স্থলে ঐসকল অট্টালিকা জলপূর্ণ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার প্রধান বর্ত্ম সকল সরল ও অন্যূন ৩০ ত্রিশ ফুট প্রশস্ত; কিন্তু তথাচ লোক জনের সমাগম-কালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাহাদের পার্শ্বস্থ বাটী

সকল অধিকাংশই একতালা, একারণ, ঐ পথ দ্বারা নগরের ততদূর শোভা হয় না। বিপণি সকল রেসম, চীনাবাসন ও জাপান দেশীয় বাসনে শোভিত এবং ক্রেতাদিগের মনঃ আকৃষ্ট করণার্থ সমধিক চাক্‌চক্যশালী; বাসন সকল দোকানের দ্বার দেশের উপরিভাগে টাঙ্গাইয়া রাখে; সুতরাং ক্রেতাগণের একত্র সংযোগ হওয়াতে পথের এক প্রকার অপূর্ব্ব শোভা হয়।

ফিন্‌সাই;—ইহা চীনের একটী নগর। মার্ক পোলো নামক ভিনিস দেশীয় ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন, যে "ফিন্‌সাই অর্থে স্বর্গীয় নগর বুঝায়" ইহার অর্থ এই, যে, ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য বিষয়ে ইহা পৃথিবীর আর আর দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নয়ন ও মনস্তৃপ্তিকর পদার্থ এখানে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে আছে, তদ্রূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সংক্ষেপতঃ এস্থানে বাস করিলে স্বর্গের সুখানুভব হইতেছে, বোধ হয়। কথিত আছে, এই বহুজনসমাকীর্ণ নগরের ৬৩২০০ গজ পরিধি ছিল; ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ প্রশস্ত পথ এবং সম-চতুষ্কোণ ভূমি ও বহুদূরব্যাপী বাজার ছিল। ইহার একদিকে সুমিষ্ট স্বচ্ছ জল পূর্ণ হ্রদ ও অপর দিকে সুবিস্তীর্ণ নদী, মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল প্রবাহিত; এই সকল খাল দিয়া নগরের সমুদায় ময়লা হ্রদে আসিয়া পড়ে এবং অবশেষে ঐ হ্রদ হইতে যথাস্থান খালে চলিয়া যায়। গমনাগমনের সুবিধার জন্য এই সকল খালের উপর বহুসংখ্যক সেতু ছিল। যে সকল সেতু বড় বড় খালের উপর নির্ম্মিত এবং যাহাদের সহিত প্রধান প্রধান বর্ত্মের সংযোগ আছে, তাহাদের খিলান এরূপ সুনির্ম্মিত এবং উচ্চ, যে, ঘোড়া ও শকটাদি তাহাদের উপর দিয়া গমন করে এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণব যান সকল মাস্তুল সহ তাহাদের নিম্ন ভাগ দিয়া চলিয়া যায়; তথাচ সেতুর খিনাল স্পর্শ করে না।

দ্বিতীয় নগরের নাম "পিকিন"। ইহা সমচতুষ্কোণ; প্রত্যেক দিক্ দীর্ঘে ৬ মাইল; চারিদিক্ মাপিলে ঠিক ২৪ মাইল হয়। চীন দেশের আর আর নগর সকল যেরূপ প্রাচীর-বেষ্টিত, ইহারও তদ্রূপ; এখানকার বর্ত্ম সকল এরূপ সরল, যে, কোন ব্যক্তি যদি তোরণ উপর প্রাচীরে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখভাগে দৃষ্টি করে; তাহা হইলে অনায়াসে ৬ মাইল দূরে সেই দিকের অপর তোরণ দেখিতে পায়। এখানকার ভূমি বিভাগও সম-চতুষ্কোণ ও সরল-রৈখিক। প্রত্যেক বাড়ীর কর্ত্তার একএক খণ্ড ভূমি আছে। এখানকার ভূমিবিভাগ ঠিক সতরঞ্চ ঘরের ন্যায় এবং সম্পূর্ণ সমদূরবর্ত্তী হওয়াতে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। এই নগরের প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া তোরণ আছে। প্রত্যেক তোরণে ১০০০ লোক পাহারা আছে। মধ্যস্থলে একটী উচ্চ ঘর; ঐ ঘরে একটী ঘণ্টা ঘর আছে। রাত্রিতে ঐ ঘণ্টার তৃতীয় আওয়াজের পর বিশেষ কারণ ভিন্ন কাহাকেও প্রকাশ্য পথে স্বাধীন-ভাবে বেড়াইতে দেখা যায় না।

যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় অথবা যদি কোন ব্যক্তি পীড়িত হয়, আর, তাহাদিগকে উদ্ধার করণার্থ মনুষ্যের সাহায্য আবশ্যক হয়, তবে অবশ্যই এরূপ সময়ে বাহিরে যাইতে পারে। কিন্তু তবুও আলোক ব্যতীত কখনই যাইতে অনুমত হয় না। গেলেও পাহারাওয়ালাদের হাত এড়াইতে পারে না। বহুসংখ্যক পাহারাওয়ালা সমস্ত রাত্রি রোঁদে ফিরিয়া থাকে। ঘণ্টার তৃতীয় আওয়াজের পরে আলো ও বিশেষ কারণ ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি বাহিরে ভ্রমণ করে, তাহারা ধৃত হইলে পর দিন প্রাতে বিচারাধ্যক্ষের সম্মুখে আনীত হয় এবং দোষের অবস্থাগত তারতম্যানুসারে অধিক বা অল্প শাস্তি পাইয়া থাকে। নগরের বহিস্থ সহর-তলী, বিস্তার ও লোক-সংখ্যায় নগরেরই সমতুল্য। এই সকল সহর-তলীতে অনেক সরাই আছে। দূর দেশীয় বণিক্‌গণ আসিয়া ঐ সকল স্থানে অবস্থিতি করে এবং কখন এক স্থানের লোক অন্য দেশীয় লোকের সহিত মিলিত হয় না। প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন সারাই আছে।

চীনের প্রধান সহর, যাহা এক সময়ে ইহার রাজধানী ছিল, তাহা এক্ষণে অত্যন্ত হীনাবস্থ হইয়াছে। তাহার নামও পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

দ্বিতীয়ের নাম "হাংচিউকিউ"। ইহা বহুদূর বিস্তীর্ণ ও বহুজনাকীর্ণ; ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক খাল আছে। এখানকার বর্ত্ম সকল যদিও অন্যান্য দেশীয় বর্ত্ম অপেক্ষা অল্প পরিসর-বিশিষ্ট; কিন্তু সর্ব্বত্রই পাকা। এখানে গৃহের উপরে এবং বাঁধ ও উচ্চ সেতুর উপরে রাত্রিতে পূর্ব্বোক্তের ন্যায় পাহারা থাকে। যে স্থানে সমুদায় গৃহ কাষ্ঠময় এবং যেখানে গৃহে অগ্নি লাগে, পাহারাওয়ালারা সেই সকল স্থান ও গৃহাদি রক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান। এখানকার একটী প্রথা অতি উত্তম;—"প্রত্যেক বাটীতে স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্ব-সমেত যত গুলি লোক আছে, তাহাদের সকলের নাম একখানি কাগজ বা চর্ম্ম খণ্ডের উপরি লিখিয়া বাটীর বাহিরের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হয়। যখন কেহ মরিয়া যায় বা পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার নাম ঐ কাগজ হইতে পুছিয়া দেওয়া হয় এবং কেহ জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম উহাতে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়"। এই প্রথা থাকাতে তত্রত্য শাসন কর্ত্তারা অতি সহজে লোকসংখ্যা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন। তজ্জন্য বহু অর্থ ও অন্ন ব্যয় করিতে হয় না। কিন্তু পাঠক! আমাদের ইংরাজ রাজত্বে এপ্রকার প্রথা নাই। গত বৎসর এ দেশের লোক-সংখ্যা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেন; কিন্তু ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হইল। যদি তাঁহারা চীন-দেশের ন্যায় কোন আইন এখানে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে এতৎ সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হয় এবং প্রজাদিগের দত্ত কর অপব্যয় দ্বারা স্থূলোদর সাহেবদিগের নবাবী বৃদ্ধি হয় না। লোক-সংখ্যা নিরূপণের এই উপায় এবং অগ্নি দাহ রক্ষার্থ পুলিশ চীনের প্রধান নগর মাত্রেই আছে।

যে সকল মহাত্মারা এই দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে কহিয়া থাকেন; যে, যে হ্রদের উপরে "হাংচিউ কিউ" স্থাপিত আছে, তাহা অতি সুন্দর ও স্বচ্ছ এবং তন্নিকটস্থ স্থান অতি রমণীয়।

এই হ্রদের একদিকে ধ্বংসাবশেষ একটী দেবালয় আছে, ইহাও দেখিতে অতি মনোহর। অষ্টভুজ ও উচ্চে প্রায় চারি তালার সমান, লোহিত ও হরিদ্বর্ণ প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ধ্বংসাবশিষ্ট দেবালয়ের ফার্ণিশের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নূতন সময়ে ইহা ২০,৭ ফিট উচ্চ ছিল। ২৫০০ বৎসর অতীত হইল, এই দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে।

"পিকিন"—ইহার পরিমাণ দ্বাদশ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে ইহাতে দ্বাদশটি তোরণ ছিল। কিন্তু আপাততঃ নয়টি আছে। মার্কোপোলো "নামক ভিনিস দেশীয় ভ্রমণকারী যখন ইহা দর্শন করিয়াছিলেন, তখন ইহার সহরতলী বহুদূর বিস্তীর্ণ ছিল, কিন্তু গত দুই শতাব্দীর মধ্যে ইহা ক্রমশঃ হীনদশাপন্ন হইয়াছে। যে সকল আধুনিক মিশনরি এদেশ দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কহেন, যে, উহার সহরতলী বহুদূর ব্যাপিণী। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে জেনেরেল নামক একজন পরিব্রাজক লিখিয়াছেন, যে, ঐ দেশের সহরতলী অত্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ষ্টল্টন্ নামক একজন লেখেন, যে, ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি ধীরে২ পদ বিক্ষেপ করিয়াও ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে এ সহরতলীর উপর দিয়া পিকিন প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ২০ মিনিট লাগিয়াছিল; অতএব উহা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল না।

"পিকিন" এক্ষণে দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগ চীনের ও অপর ভাগ তাতারের অধীন। এখানকার প্রাচীর সূর্য্যপক্ক ইষ্টক-নির্ম্মিত; উর্দ্ধে প্রায় ৩০ ফিট ও প্রস্থে ২০ ফিট। কিন্তু ঐ প্রাচীরের আকৃতিগত দৃশ্য তত মনোহর নহে। আমাদের দেশে মনুমেণ্ট, গির্জ্জার চূড়া এবং বুরুজ প্রভৃতির উচ্চভাগ সকল বসত্ বাটী অপেক্ষা অনেক উচ্চ। কিন্তু পিকিন তদ্রূপ নহে। এখানকার সকল গৃহই সমোচ্চ এবং এক তালার অপেক্ষা অধিক উচ্চ বোধ হয় না; এমন কি, রন্ধনশালার ধূমনির্গমের একটী নলীও বাটীর ছাদ অপেক্ষা উচ্চ দেখা যায় না। যদি এখানকার বর্ত্ম সকল সম্পূর্ণ সরল না হইত ও গৃহের ছাদ লোহিত ও নীলবর্ণের না হইয়া শুভ্রবর্ণের হইত, তাহা হইলে সহরটিকে বহুসংখ্যক শিবির একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হইত, সন্দেহ নাই। পিকিন চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত ময়দান উপরি স্থাপিত এবং দূর হইতে অতি চমৎকার ও মনোরঞ্জক দেখায়।

যে পথ দিয়া পিকিনের প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়, তাহা ১৬ ফিট দীর্ঘ ও তদনুরূপ পরিসর বিশিষ্ট গ্রেনিট প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল বৃহৎ প্রস্তর ৬০ মাইল দূরস্থিত চীন ও

তাতারের মধ্যস্থিত পাতরের আকর হইতে অনীত। কিন্তু ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, যে, লর্ড মেকার্টিন কহেন যে, যখন তিনি পিচিলি (যাহার উপর পিকিন স্থাপিত) নামক দেশের ভিতর দিয়া গমন করিয়াছিলেন, তখন এমন এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর প্রাপ্ত হয়েন, যদ্দ্বারা নাম মুদ্রিত করিবার শিল প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহাতে ৮টী ফটক আছে। চারি মাইল দীর্ঘে ও ১২০ ফিট প্রস্থে ২টী সরল বর্ত্ম সমান্তরাল-ভাবে দক্ষিণদিকের দুই ফটক হইতে উত্তর দিকের দুই ফটকে মিলিত হইয়াছে। এইরূপ আর দুইটী পথ পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত আছে। এই সকল রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্য ও বাসন পরিপূর্ণ বিপণি-শ্রেণী। এই সকল বিপণির মনোহর শোভা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কোন্ দোকানে কি প্রকার দ্রব্য কত মূল্যে পাওয়া যায়, তাহার সমুদায় বিবরণ দোকানের সম্মুখস্থ সাইন বোর্ডে চিত্রিত আছে এবং নিম্ন ভাগ হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত নানাবিধ রঙ্গের ফিতা, পালক প্রভৃতি দ্রব্যাদির দ্বারা সুশোভিত। দোকানে বিক্রয়ার্থ যত দ্রব্য বাহিরে থাকে, তন্মধ্যে শব প্রোথিত করণের সিন্দূক দেখিতে যেমন বাহ্য আড়ম্বর-বিশিষ্ট, এরূপ আর কিছুই নহে। এই সকল পথে সারাদিন বহু লোকের জনতা। কিন্তু সকলেই যদৃচ্ছা ক্রমে গমনাগমন করিতে পারে না। চীন দেশের ম্যাজিষ্ট্রেট ও ওমরাগণ পথের মধ্য ভাগ দিয়া অশ্ব বা অন্য যানোপরি গমনাগমন করেন, তাঁহাদিগের অনুচরগণ আজ্ঞাপত্র, নিশান, রঞ্জিত লণ্ঠন এবং আর আর মর্য্যাদাসূচক দ্রব্যাদি বহন করিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে; তাতার দেশীয় সেই সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পার্শ্বে অশ্বোপরি থাকিয়া জনতা নিবারণ ও পথ পরিষ্কার করণার্থ লোকের উপর কষাঘাত করিতে থাকে; তাতার দেশ হইতে পাতরিয়া কয়লা, বহুসংখ্যক উষ্ট্র, নানাদেশীয় উদ্ভিজ্জ পূর্ণ গোশকট, হাতগাড়ী, বোঁচা পালকীর উপর সুন্দরী স্ত্রী, বৈবাহিক ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় যাত্রী ইত্যাদি ঐ সকল পথ বাহিয়া আইসে, ঐ সকল পথ দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর।

পথের পার্শ্বদ্বয় ক্রেতা, বিক্রেতা ও বিনিময়-কারীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ। তাহারা ক্রয় বিক্রয়াদির সময়ে যেরূপ হর্ষ প্রকাশ ও গোল মাল করে, সেরূপ আর কোন সময়েই দৃষ্ট হয় না। বিক্রেতাগণ দ্রব্যের নাম লইয়া ঘোষণা করে, ক্রেতাগণ ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য অবধারণার্থ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পরস্পর চীৎকার করে, ক্ষৌরকার সোর্ণা উত্তোলন করত উহার অগ্র ভাগ দ্বারা পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া ক্ষৌরকরণার্থে লোকদিগকে আহ্বান করিতেছে, সংকরণীয় ব্যক্তিগণ, হাতড়িয়া চিকিৎসক ও প্রতারকগণ গায়ক ও বাদকগণ, মোট সহ ফড়িয়াগণ, বাজীকরগণ, দৈবজ্ঞগণ, ও জাদুগীরগণ ঐ পথের পার্শ্বে এরূপে যাতায়াত করে, যে, সূচ্যগ্রমাত্র স্থানও অনধিকৃত দেখা

যায় না। এই প্রকার জনতা ও গোলমাল প্রত্যহই হইয়া থাকে। এই কথার যাথার্থ্য প্রমাণার্থ মেং বেরো কহিয়াছেন, যে, তিনি সপ্তাহ মধ্যে দুই বা ততোধিক বার অতি প্রত্যূষে ঐ পথ দিয়া গমন করিয়াছেন; কিন্তু সে সময়েও ২।৩ জন সিপাহী চাবুক প্রহার করিয়া তাঁহার গমনার্থ পথ পরিষ্কার করিতে সক্ষম হয় নাই। পথে যাহারা গমনাগমন করে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কোন ক্রমেই পুরুষের সমতুল্য নহে। চীনের রাজধানীতে স্ত্রীলোকেরা যেরূপ গৃহে আবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ এখানকার আর কোন স্থানেই নহে। ছোট ছোট বালিকা বিজন গলিমধ্যে নিজ নিজ বাটীর দ্বারদেশে তামাকু সেবন করিতেছে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পুরুষের আগমন হইলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাতারীয় স্ত্রী ব্যতীত প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য পথে অন্যান্য স্ত্রীলোক দৃষ্ট হয় না। তাহারা পুরুষের ন্যায় কদাচ পদব্রজে ও অশ্বারোহণে সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকে। যখন সহরের মধ্যে থাকে, তখন অতি বৃহৎ রেসমী বস্ত্র পরিধান করে এবং পাদদ্বয় পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত রাখে।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

প্রথম অধ্যায়।

আমরা এই পুরাবৃত্তের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছি, যে, আমাদিগের ভারতবর্ষের কোন স্বতন্ত্র প্রাক্তন ইতিহাস নাই। বেদ এবং পুরাণাদি গবেষণ করিয়া যে যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যায়, তাহাও সম্যক্ তুষ্টিজনক নহে। কারণ, যে সমস্ত বিবরণ সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্য হইতে আহরণ করা যায়, তাহার অধিকাংশই নিতান্ত অসংলগ্ন এবং দেশ-কাল-সমন্বয়-শূন্য। কিন্তু তাহা বলিয়া অস্মদ্দেশের আদিম ইতিহাস অবহেলন-যোগ্য নহে। পূর্ব্বকালের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধীয় বিবরণ ও ঘটনা বর্ণন করাই যথার্থ ইতিহাস লেখকের কার্য্য। পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া যে কেবল বৎসর সংখ্যা ও যুদ্ধাদির বিবরণ স্মরণ করিয়া রাখিতে হয়, এমত নহে; কোন্ সময় কি প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, কিম্বা নীতিশাস্ত্রকারগণ দেশের প্রচলিত দোষ নিরাকরণার্থ কোন্ সময়ে কি-প্রকার দণ্ডবিধি স্থির করিয়াছিলেন; এই সমস্ত বিষয়ের অনুধাবন করাই যথার্থ ইতিহাসপাঠের ফল। আমাদিগের বৈদিক এবং পৌরাণিক গ্রন্থেও এই সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে বর্ণিত অছে; সুতরাং ঐ সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের আদিম ইতিহাস লেখা নিতান্ত অসম্ভব।

বেদ চারি প্রকার—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ব বেদ। ঋগ্বেদে ভারতবর্ষের আদিম জাতি সমস্ত দস্যু, রাক্ষস এবং পিশাচ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। লিখিত আছে, যে,তাহারা কৃষ্ণবর্ণ এবং অতিশয় পরাক্রান্ত ছিল। সম্বর নামক তাহাদিগের এক জন প্রধান সেনাপতি ৪০ বৎসর কাল পর্ব্বতোপরি বাস করিয়াছিলেন এবং এক শত পরিখা-

বেষ্টিত নগরের অধিকারী ছিলেন। তৎপরে যখন আর্য্যজাতিরা আসিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসী হয়েন, সেই সময়ে ঐ সমস্ত আদিম নিবাসী হওত দুর্গম পর্ব্বতাবলীতে এবং ভীষণ কাননাদিতে আশ্রয় লইয়াছিল। ইদানী ইহাদিগেরই সন্ততি জঙ্গলা-জাতি নামে পরিচিত।

অদ্যাবধি ভারতবর্ষের বিজন অরণ্যে এবং কষ্টগম্য শৈলসমূহে যে সমস্ত অসভ্য জাতি দৃষ্ট হয়, তাহারাই ভারতবর্ষের অদিম নিবাসী। তন্মধ্যে বাদো এবং বিমান (কেহ কেহ বলেন গারো এবং কচারি নামক জাতিদ্বয় ইহাদিগেরই অন্তর্গত) নামক অসভ্য জাতিদিগকে বঙ্গপ্রদেশের উত্তর পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ ব্যতিরেকে লেপ্‌চা নামক অসভ্য জাতি সিকিমে, লহপাশী নামক জাতি ভূটানে এবং কিরাণ্টি প্রভৃতি নামক কতিপয় জাতি নেপালে বাস করে। ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে উড়িষ্যা হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত এবং খাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীদ্বয়েও ঐ রূপ অনেক আদিম অসভ্য জাতি আছে। উড়িষ্যাঞ্চলে খণ্ড নামক যে জাতি দৃষ্ট হয়, সাগর এবং নর্ম্মদাতীর-বাসী গণ্ড্ নামক জাতির সহিত তাহাদিগের অনেক সাদৃশ্য আছে। ছোট নাগপুরে কোলস্ নামক যে জাতি বাস করে, বঙ্গ এবং বেহার প্রদেশ বাসী সাঁওতাল এবং ভূমিজ্ নামক জাতি সমস্ত তাহাদিগেরই অপর শাখা। কোলস্ নামক অপর এক জাতি গুজুরাটে এবং ভিলস্ নামক জাতি মারওয়ার প্রদেশে বাস করে। এতদ্ব্যতিরেকে ভারস্ এবং চিরস্ প্রভৃতি জাতি এই স্থলে দৃষ্ট হয়।

ভারতের দক্ষিণ প্রদেশেও অনেক জঙ্গলা জাতি আছে। টুডা নামক এক জাতি নীলগিরি পর্ব্বতে এবং কোটা ও কুরাম্বা প্রভৃতি কতিপয় জাতি এই স্থলে লক্ষিত হয়।

আমরা যে সকল জাতির উল্লেখ করিলাম, তাহারাই ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী। এক সময়ে ভারতবর্ষে ঐ সমস্ত জাতিই আধিপত্য করিত; তৎপরে যখন আর্য্যজাতিরা আসিয়া তাঁহাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করেন, সেই সময়ে ঐ সমুদয় অসভ্য জাতি দুর্গম পর্ব্বতে এবং ভীষণ অরণ্যাদি আশ্রয় লইয়াছিল। আর্য্যজাতিরা প্রথমে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আগমন করেন এবং বাহুবলে সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী ভূমিসমূহ অধিকার করত তথায় বসতি করেন। ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে বোধ হয় তাঁহারা মধ্য আসিয়ায় অক্‌সস্ নদীর তীরবর্ত্তী জনপদে বাস করিতেন। অনেকে আর্য্যজাতির মধ্যে গ্রীস্, রোম এবং পারস্য নিবাসী প্রাচীন জাতিদিগকে ও বর্ত্তমান ইংরাজ, ফরাসি এবং জর্ম্মেণ জাতিদিগকেও গণ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এই সমস্ত জাতি পূর্ব্বে মধ্য আসিয়ায় একত্রে বাস করিত। তন্মধ্যে কতিপয় লোক অতি প্রাচীন সময়ে ঐ স্থল ত্যাগ করত ইউরোপে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। পারস্য এবং হিন্দু আর্য্যজাতিরা তৎপরে কিছুকাল একত্রে বাস করিয়াছিলেন, অগত্যা তাঁহারাও পর-

স্পরে বিভিন্ন হইলেন এবং হিন্দু আর্য্য-জাতিরা হিন্দুকুষ পর্ব্বত পরিক্রমণ করত হিমালয় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া ভারত-বর্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। সরস্বতী নামক নদী তীরে তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। উক্ত নদী যমুনা এবং সত্‌লজ্‌ (সতদ্রু) নামক নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ ভূমি দিয়া প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইহাঁরা যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তাঁহারা সভ্যতা সোপানে অধিরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দ্বিতল ত্রিতল গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন এবং কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যাদিতে অনিপুণ ছিলেন না। ক্রমশঃ এই আর্য্য-জাতিরা সরস্বতী নদী পার হইয়া হিন্দু স্থানের অন্যান্য অংশ পরাজয় করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহারা সরস্বতী নদীতীর হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ পরাজয় করেন। মনু-সংহিতাতে এই প্রদেশ ব্রহ্মর্ষি দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে তাঁহারা মধ্য দেশ পরাভূত করেন। এই প্রদেশ গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গম স্থল হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং উত্তর হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অবশেষ তাঁহারা পশ্চিম আরব্যসাগর হইতে পূর্ব্ব বায়ব্যাপসাগর পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ অধিকার করেন এবং ঐ সমস্ত দেশের আর্য্যাবর্ত্ত আখ্যা প্রদান করেন।

বোধ হয়, আর্য্যজাতিরা যে সময়ে সরস্বতী নদী পার হইয়া গঙ্গা এবং যমুনার তীরস্থ প্রদেশ সমুদয় অধিকার করেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগের সমাজ বন্ধন, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মশাস্ত্র ও উপাসনা পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগের এক এক বংশের লোক একত্রে থাকিতেন এবং একত্র বসতিকারী সমস্ত লোককে এক গোষ্ঠী বলা হইত। কোন এক গোষ্ঠীর পৌরহিত্য কার্য্য সেই বংশের কর্ত্তার দ্বারা সম্পাদিত হইত; কিন্তু ক্রমশঃ যত তাঁহাদিগের অধিকার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, প্রত্যেক গোষ্ঠীর কর্ত্তা রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং যাজকতা কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে যাঁহারা উক্ত সময়ে যাজকত্ব পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাঁহারাই ঐ পদের স্বত্ব অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণকার ব্রাহ্মণগণ যে প্রকার সর্ব্বোপরি আধিপত্য করিয়া থাকেন, তৎসময়ে তাঁহাদিগের সে রূপ ক্ষমতা ছিল নাই। ক্ষত্রিয়েরাই অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিল; কিন্তু ক্রমে যখন যুদ্ধাদি শেষ হইল এবং কুশলতা লক্ষ্মী সর্ব্বত্র বিরাজ করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণেরা সুযোগ পাইয়া স্বকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন; ক্ষত্রিয়েরা কুপিত হইয়া একবারে ভৃগুবংশ সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে, যে, পরশুরাম এই কার্য্যের প্রতিশোধের নিমিত্ত এক বিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। রামায়ণ-প্রণেতা যদিও এটী কিছু বাহুল্য সহকারে লিখিয়াছেন,

তথাচ ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে, যে সকল ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞা অবহেলন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বিনষ্ট এবং দেশ হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্যাম দেশীয় স্ত্রীলোক এবং বালকের বিবরণ।

দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শ্যাম দেশীয় বালক এবং বালিকারা পরবের দিন ব্যতীত প্রায়ই কোন প্রকার সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করে না। কখন কখন বহু-মূল্য বস্ত্র দ্বারা ছোট ছোট বালকদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের পুত্র এবং কন্যারা বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাঁচ ছয় গাছী মধ্যস্থলে মাদুলি দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্বর্ণহার পরিয়া থাকে। ইহারা মস্তকের সম্মুখভাগে দীর্ঘ কেশ রাখে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত সমস্ত কেশ কর্ত্তন করিয়া ফেলে। এই দীর্ঘ কেশ সকলকে বিনাইয়া একটি খোঁপা বাঁধা হয় এবং ঐ খোঁপার চারিধারে শুভ্র রেসমী পুষ্পের মালা জড়ান থাকে। শ্যাম দেশের বালক বালিকারা ঠিক এক প্রকারের পোষাক পরে। বার বৎসর বয়ঃক্রম কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল চুলের বুরুসের ন্যায় একটী চামড়া রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত লম্বা গুচ্ছ কাটিয়া ফেলা হয়। পুরুষেরা ঐই চামড়ার চুল উপর দিকে তুলিয়া আঁচড়ায় এবং স্ত্রীলোকের চামড়ার চুল অপেক্ষা বড় রাখে। স্ত্রীলোকেরা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ গুচ্ছটী তৈল ও আটা মৃক্ষিত করিয়া এরূপে আঁচড়ায়, যাহাতে তৎসমস্ত ঠিক সোজা হইয়া থাকে। শ্যায়ামিস্ স্ত্রীদিগের কেশ সুশৃঙ্খল বলিয়া গণ্য করা হয়। কখন তাহারা নদীতে উপর্য্যুপরি ডুব দিলেও এই গুচ্ছের সরল ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না।

বিবাহের পর শ্যাম দেশীয় বালিকারা সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলে এবং এই সকল অলঙ্কার তাহাদের সন্তানের ব্যবহারের নিমিত্ত তুলিয়া রাখা হয়। বালকেরা আপনাদিগকে পুরোহিতের দাসত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পড়িতে শিখে। শ্যাম দেশীয় বালিকাদিগের বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত স্কুল কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি আছে কি না? তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু তথাচ লিখিতে এবং পড়িতে সক্ষম অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশের স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। তাহারা প্রায় সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের তত্ত্বাবধান করে। শ্যামের স্ত্রীলোকে প্রায়ই অতিশয় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্না এবং উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীদিগের স্বভাব অতিশয় নম্র ও সন্তোষ-কর হইয়া থাকে। শ্যাম দেশের স্ত্রী পুরুষেরা অতিশয় পান চর্ব্বণ করে এবং তন্নিমিত্ত তাহাদিগের মুখাকৃতি অত্যন্ত কদর্য্য হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সকল সময়েই পান চর্ব্বণ করিতে দেখা যায় এবং এই নিমিত্ত তাহারা কথা কহিলেই বোধ হয়, যেন, তাহাদিগের মুখে একটী

বড় লুড়ী রহিয়াছে। সর্ব্বদা পান খাওয়াতে তাহাদিগের জিহ্বা অতিশয় স্থূল এবং অতি গাঢ় লোহিত বর্ণের হইয়া থাকে।

শ্যায়ামিস্‌রা বলে, যে, পান অত্যন্ত উত্তেজনা-কর ঔষধের কার্য্য করে এবং ইহা ব্যতীত তাহারা বাঁচিতে পারে না। ইহারা অতিশয় তামাকু-প্রিয়। স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সকলেই কলাপাতে তামাকুর পাতা জড়াইয়া ধূম পান করিয়া থাকে। এক্ষণকার কেরাণীরা যেরূপ কাণে কলম গুঁজিয়া বেড়ান, অত্যন্ত তামাকু-প্রিয় শ্যায়ামিস্‌রাও সেইরূপ সর্ব্বদা কাণে চুরট গুঁজিয়া রাখে।

বঙ্গ-মহিলাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তমোলুক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিদেশীয়-মাত্রে বঙ্গ-রমণীগণের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া আমাদিগের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন; মহিলাগণও আপনাদিগের অবস্থায় পরিতৃপ্ত হন না। মানসিক উন্নতি ও সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধির বিষয়ে কোন বুদ্ধিমতী রমণী জিজ্ঞাজিত হইলে কহিয়া থাকেন, তাঁহাদের আবার উন্নতি বা সুখ কি? যাঁহারা পুরুষের নিকটে কখন আদরিতা না হন,—পিতা, স্বামী ও পুত্রের চিরাধীনা, তাঁহাদের আবার কিসের সুখ? যাঁহারা স্ব-ইচ্ছা সাধনে অক্ষম ও ধন, মান রক্ষা করিতে দুর্ব্বল, তাঁহাদের আবার উন্নতি কোথায়? আমাদের যে অখ্যাতি আছে, বঙ্গীয় হিন্দু-মহিলাগণ যে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার সদসদ্ আলোচনা করিতে ইচ্ছা আছে; বোধ হয়, উপস্থিত সভ্য মহাশয়গণ এতৎসম্বন্ধে সহস্র সহস্র বক্তৃতা শ্রবণ, পুস্তক পাঠ এবং সর্ব্বদা আন্দোলন করিয়াও বিরত না হইতে পারেন। যে রমণীকে রাজকার্য্যে বিশেষ ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত সভ্যতম আমেরিকাবাসী, সর্ব্বদা ব্যগ্র, ইংরাজেরা যাঁহাকে মহাসভার সভ্য করিতে ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আয়াস পাইতেছেন, যাঁহার অকপট বাক্যালাপে অসভ্য পার্ব্বতীয়েরাও পরিতৃপ্ত, যাঁহার পূজা গৃহে গৃহে, আন্দোলন পথে পথে, যিনি মাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যারূপে স্বতন্ত্র অবস্থাতে স্বতন্ত্র প্রকারে আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিকারিণী হইয়াও আপনার সুখ স্বীকার করেন না; তাঁহার সম্বন্ধে সাধ্যমত যে কিছু আন্দোলন করা যায়, সভ্যগণ! নিতান্ত অক্ষম না হইলে অবশ্যই তাহা আপনাদিগের মনঃ কিছুকালের নিমিত্ত আকর্ষণ করিবে।

নানা কারণে ভারতবাসীদিগের স্বাধীনবৃত্তি সমূহের অনেক লোপাপত্তি হইয়াছে; পরাধীনতা আমাদের একই প্রকার অহঙ্কার-দ্রব্য,—যিনি বিশিষ্টরূপে পরহস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারি গৌরব; যিনি দ্বাদশঘণ্টা পরপরিচর্য্যায় পারদর্শী, তাঁহারই পদ বৃদ্ধি, তিনিই বড় লোক। যে ধন-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আপনাদিগের সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়াদিতে ন্যস্ত করিলে আপনাদিগের সঙ্গে২ দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেও পারিতেন, তাঁহারাও গৃহের অর্থ দিয়া মুচ্ছুদ্দী রূপে দাসত্ব ক্রয় কারণ তাঁহাদের পরাধীন লালসাকে অস্বীকার করিতে পারেন। যথায় সহস্র সহস্র বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন যুবা পুরুষ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া চাকরী চাকরী শব্দে হিমাচল হইতে সাগরতট পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, সে দেশ একান্ত পরাধীনতা-প্রিয়। যে বিদ্যা অর্থোপার্য্যনে অক্ষম, সে বিদ্যা বিদ্যাই নয়, যে আত্মীয় অর্থ সাহায্যে বিমুখ, সে আত্মীয় আত্মীয়ই নহে, এই জ্ঞান যথায় প্রবল; সে দেশ-বাসীদিগের স্বাধীনতার আস্বাদ অবশ্য বিকৃত। অতএব স্বদেশের লোক যে বালিকাগণের প্রতি আস্থা-শূন্য হইবেন, তাহাতে সংশয় কি? অধিকাংশ লোক কন্যার প্রতি বড়ই অযত্নশীল; পুত্রের জন্মে পরিবার মধ্যে যে আনন্দ-সূচক কার্য্য সমূহ দৃষ্ট হয়, কন্যার জন্মে সেরূপ প্রায় লক্ষিত হয় না; আজ পুত্রের জন্ম, আজ ষষ্ঠীপূজা, আজ সূতিকা পূজা, আজ অন্নপ্রাশন, আজ উপনয়ন, আজ বিবাহ এই সকল উপলক্ষ করিয়া কতই আহ্লাদ! সেই আনন্দস্রোতঃ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, দাস দাসী, অনুচর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়; বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের কল্যাণে সুখে কাটাইবেন, বড় ইচ্ছা; সুতরাং আপনার আহার বিহার সুখ সচ্ছন্দ পরিত্যাগ করিয়াও কেনই না পুত্রের লালন পালন ও বিদ্যাদান করিবেন। পুত্র উপার্জ্জন-ক্ষম হইলে আর দুঃখ

থাকিবে না। কন্যা পরের নিমিত্ত প্রতিপালন করা, চিরকাল লইবার পাত্রী; কি প্রলোভনে তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন বা অর্থ ব্যয় করিবেন? মনুষ্য স্বাভাবিক অর্থলোলুপ; অর্থ নিমিত্ত ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতা-পুত্রে, আত্মীয়ে আত্মীয়ে বিবাদ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহে ব্যয়াধিক্য হেতু কন্যা জন্মিবা মাত্র হত্যার এবং স্নেহময়ী জননী সেই হত্যার পোষকতা কারণ সেই বালিকা হত্যা মহাপাপস্রোতঃ নিবারণ নিমিত্ত রাজনিয়ম প্রয়োজন হয়; ইহা অপেক্ষা অর্থলোভে আর কি নৃশংস ব্যবহার হইতে পারে? কিসে এই নশ্বর চিহ্ন ভারত ললাট হইতে অদৃশ্য হইবে! বঙ্গবাসী কেবল অনাদর করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন; এই বালিকাগণের পরকাল লাভ করিতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে আশ্বাসিত হওয়া যায়; যে, এব্যবহার অগ্রসার না হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই কি প্রকৃত কারণ? এই কারণে কি হিন্দু-সমাজের অর্দ্ধভাগ এত ক্লেশ পাইতেছেন? অর্থ কি জনক জননীর স্নেহকে পরাস্ত করিয়াছে? ধন-সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণও এরূপ কেন করেন? যাঁহারা কুকুর বিড়ালের বিবাহেও লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, উহারাও কন্যার প্রতি অনাদর করেন কেন? সামাজিক ব্যসন অপেক্ষা কঠোর ব্যসন আর নাই। ধনবান হইলেও সমাজের দীন ব্রাহ্মণ সমাজের ভূপতি; স্বয়ং ভিক্ষুক হইলেও তাঁহার প্রভুত্ব প্রতাপ; তিনি নিঃস্ব হইলেও হীন-জাতীয়ের পতি

নত-মস্তকে তাঁহার আদেশ পালনে সযত্ন; ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে রত থাকিয়া সংসারে অনুসার বিহীন। ভারতবাসী ইহকাল অপেক্ষা পরকালের সুখ অত্যন্ত ভাল বাসেন। পরকালে এক গণ্ডূষ জল পাইবেন, এই নিমিত্ত পুত্রের কামনা। এই পরকালের আশা কেনই না তাহাকে যত্ন সহকারে বিদ্যা ও ধর্ম্মে উপদেশ-ভূষিত করিবে? কন্যার যজ্ঞে অধিকার নাই; সুতরাং বিদ্যা অভ্যাসে প্রয়োজন বিবেচনা হইত না; বৈদিক কার্য্যে স্ত্রী সকলের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ছিল এবং সাংসারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কার্য্যকলাপে অধিকার, বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় অনেক পাওয়া যায়; কিন্তু যে দিবস মনু লিপি বদ্ধ করিতেছেন, স্বামির উদ্দেশে ব্রত অথবা স্বামির সেবা শুশ্রূষা-ভিন্ন নারীগণের স্বতন্ত্র কোন ব্রত, পূজা বা উপবাস প্রয়োজন নাই, যে দিবস লিপিবদ্ধ হইল, যে, সপ্তম বৎসর অতীত হইলে বালিকার বিবাহ দিবে; সেই দিন ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। সমাজের যে অবস্থায় মনু ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; যে সময়ে স্ত্রীগণের স্বাধীনতা হরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে সময়ে সীতা সাবিত্রীর স্বদেশী হইয়াও স্ত্রী-স্বভাবের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, তৎকালের সমাজতত্ত্বকারী ইতিহাসবেত্তা বা পৌরাণিক আমাদিগকে বিশেষ কিছু অবগত করেন না; কিন্তু এক্ষণে তাহা বুদ্ধি বৈপরীত্য; সুতরাং কঠোর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; বোধ হয়, মনুর অদৃষ্টে রমণীরত্ন সংঘটন হয় নাই। সমস্ত দিবস পরিশ্রমান্তে পরভাষিণী বনিতার মধুরালাপে শ্রম সার্থক করিতে পারেন নাই; জ্ঞান লাভান্তে, বোধ হয়, জননীর স্নেহ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই; নচেৎ মনু তন্যায় বিচক্ষণ ব্যবস্থাকারক, রমণীর প্রতি নির্দ্দয় হইলেন কেন? এক্ষণে পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া এই চিন্তা আমাদের মনে উদয় হয় না, স্ত্রীপুরুষে স্বাভাবিক কিছু বৈষম্য আছে; স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘনে পুরুষের যে সকল রোগ হয়, তদপেক্ষা কএকটী অতিরিক্ত রমণী পক্ষে; স্ত্রীগণের বাহ্যিক ও আন্তরিক গঠন দর্শনে প্রীতয়মান হয়, পুরুষ হইতে স্ত্রী-প্রবৃত্তি কোমল। এই স্বাভাবিক বৈষম্য, সামাজিক অনৈক্যের কারণ; কিন্তু ভারতের হিন্দুদিগের যে কলঙ্ক আছে, কোন দেশে কোন সম্প্রদায় সে কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি পাবে না। মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকলে মহিলাগণকে ন্যূনাধিক্য হতাদর করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা রমণীকে সুখসেব্য দ্রব্যমধ্যে গণ্য করেন। তাঁহাদিগকে বিশেষ কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই। বলেন, তুমি স্বামির অনুবর্ত্তিনী হইবে, তোমার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আধিপত্য। খ্রীষ্টান মাত্রে অবগত আছেন, ঈশ্বর প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি, পরে তাঁহারই দেহ হইতে সহকারিণী রূপে রমণীয় সৃষ্টি করেন।

(ক্রমশঃ)

তেজঃ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাপমানের যে স্থানে শূন্য অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট থাকে, কালে তাহার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ যন্ত্রের কুণ্ড পারদ পূর্ণ হইবার পরেই যদি অঙ্কনির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে এরূপ পরিবর্ত্তনের অধিক সম্ভাবনা। অঙ্ক নির্দ্দেশ হইবার অব্যবহিত পরেই, তাপমানের ৩২০, দ্রবীভবৎ বরফের তাপ প্রকাশ করে বটে, কিন্তু কতক দিন পরে তাপমান দ্রবীভবৎ বরফে পুনরায় নিমগ্ন হইলে, আর সেই স্থানে ঠিক নির্দ্দেশ করে না; তখন পারদ উত্থান সীমা ৩২,৪কিম্বা ৩২,৫ হয়। যন্ত্রের কুণ্ড পারদ পূর্ণ হইবার কিছু পরেই যদি অঙ্কনির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ স্থান পরিবর্ত্তন বহুবর্ষে ফারেন্ হাইট তাপমানে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ২০ অংশ পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। কিন্তু অঙ্ক নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে, কুণ্ডস্থ পারদকে সম্পূর্ণরূপ শীতল হইতে দিলে, স্থান পরিবর্ত্তন অনেক কম হয়। তথাপি কিন্তু কালবৃদ্ধি সহকারে উহা ½ অংশ বিভিন্ন হয়। এতদ্রূপ স্থান পরিবর্ত্ত কাল সহকারে ক্রমে ক্রমে হয়। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার ক্ষণিক পরিবর্ত্তন আছে; তাহা যন্ত্রকে হঠাৎ তপ্ত করা ও হঠাৎ শীতল করা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনে কর, দ্রবীভবৎ বরফখণ্ডে তাপমানের বরফাঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়া, পরক্ষণেই যদি তাহাকে বাষ্পায়মান উষ্ণজলে নিমগ্ন করা যায়, এবং হঠাৎ উত্তোলন করিয়া, শেষে পুনরায় বরফে নিমগ্ন করা যায়, তাহা হইলে, বরফাঙ্ক পরিবর্ত্ত হইয়াছে, দৃষ্ট হইবে; এবং তখন যন্ত্রে ৩১.৮ অঙ্ক লক্ষিত হইবে; দশ পনর দিন অতীত না হইলে এই বৈপরীত্যের সংশোধন হইবে না। যন্ত্রে প্রথমতঃ বরফাঙ্ক নির্দ্দেশের কারণই এই।

যন্ত্রের শূন্য অঙ্কের পরিবর্ত্ত সংশোধন করিতে হইলে, সময়ে সময়ে ইহাকে দ্রবীভবৎ বরফে নিমগ্ন করা এবং প্রত্যেক বারের অঙ্কস্থান লিখিয়া রাখা উচিত। এতদ্রূপে, কি পরিমাণে পরিবর্ত্ত হইতেছে জানা থাকিলে, উপর্য্যুক্ত সংশোধন স্থির করা সহজ।

পুনশ্চ, তাপমানের যে ভাবে অঙ্ক নির্দ্দেশ হইয়াছে, সেই ভাবেই তাহাকে ব্যবহার করা উচিত, যদি লম্বভাবে হইয়া থাকে, যন্ত্রকে লম্বভাবে, কিম্বা যদি সামতলিক অবস্থায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সামতলিক অবস্থায় উহাকে ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার কারণ এই যে, যন্ত্রটিকে লম্ব অবস্থায় রাখিলে যে তাপে পারদ যতদূর উঠে, সামতলিক অবস্থায় সেই তাপে পারদ অধিক দূর উত্থিত হইবে; যেহেতু লম্ব অবস্থায় তরলনিষ্ঠ ভারযুক্ত, পারদ অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তনে অবস্থান করে, এবং কুণ্ডে অধিক পারদ থাকিতে পারে।

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান। দিবা রাত্রি তাপের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে প্রাগুক্ত তাপমান সকলের পারদ নামিতে ও উঠিতে থাকে; কোন স্থানে স্থির থাকে

না। সুতরাং দিবাভাগের গরিষ্ঠ ও রাত্রি কালের লঘিষ্ঠ তাপ জানিতে হইলে, একজনকে ক্রমাগত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। কিন্তু তাহা না হইয়া গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ নামে দুই প্রকার তাপ-মানের ব্যবহার হয়। গরিষ্ঠ তাপ-মানের পারদ দিবা ভাগের ঊর্দ্ধতন তাপ এবং লঘিষ্ঠ তাপমানের পারদ রাত্রি কালের অধস্তন তাপ প্রকাশ ক-রিয়া স্থির থাকে। উল্কাতত্ত্ববিৎ পণ্ডি-তেরা দিবসের গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপ লিখিয়া রাখেন।

রথার্ফোর্ডের গরিষ্ঠ তাপমানে যন্ত্রটী সামতলিক অবস্থায় থাকে। নলের ছিদ্র মধ্যে একটী আয়সী সূচী আছে। তাপ বৃদ্ধিতে পারদ প্রসৃত হইতে হইতে সূচীটীকে ঠেলিয়া লইয়া যায়; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে ফেলিয়া আইসে। এতদ্রূপে, যেখানে সূচীটী পড়িয়া থাকে, সেই স্থানটী তাপের গরিষ্ঠ অঙ্ক বুঝিতে হইবে। গরিষ্ঠ অঙ্ক লিখিয়া রাখা হইলে যন্ত্রটীকে লড়িয়া সূচীটীকে স্বস্থানে নামাইয়া আনিতে হয়।

রথার্ফোর্ডের লঘিষ্ঠ তাপমানে পার-দের পরিবর্ত্তে সুরা ব্যবহৃত হয়। এই সুরাতে কাচের একটী ক্ষুদ্র সূচী নিমগ্ন থাকে। যন্ত্র প্রয়োগ সময়ে এই সূচীটী সুরাস্তম্ভের শেষ ভাগে সামতলিক অব-স্থায় থাকে। তাপবৃদ্ধি হইলে, সূচী অতিক্রম করিয়া সুরা প্রসৃত হইতে থাকে, কিন্তু যখন সুরা তাপ হ্রাসে সঙ্কুচিত হয়, সূচীটীকে সঙ্গে লইয়া আইসে। এতদ্রূপে লঘিষ্ঠ তাপ স্থির হয়। রথা-র্ফোর্ডের ভিন্ন আরও দুই তিন প্রকার গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান আছে। বর্ণনা করিতে হইলে তাহাদের প্রতিকৃতি দেওয়া আবশ্যক করে। কিন্তু এ ক্ষুদ্র পত্রিকায় তাহার স্থান হইবে না।

ক্ষিতি প্রসরণ। স্থিরতা, গুরুত্ব, কাঠিন্য, সংঘাত প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট পদার্থ ক্ষিতিশব্দে উল্লিখিত হইল। অধি-কাংশ পদার্থ, কি ক্ষিতি, কি তরল, কি বাষ্প, যদি অগ্নি সংযোগে তৎক্ষণাৎ ভস্ম না হয়, তাহা হইলে তাহারা এতৎ-সংযোগে প্রসৃত হয়, অর্থাৎ শীতলাব-স্থায় যত টুকু স্থান অধিকার করিয়াছিল, তপ্ত হইলে অপেক্ষা-কৃত অধিক স্থান অধিকার করে। তপ্ত হইলে ক্ষিতির প্রসরণ সামান্য, বাষ্পের অধিক এবং তরলের মধ্যবিধ।

সাক্ষ ও অনক্ষ ক্ষিতি ভেদে প্রসরণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে।

অনক্ষ ক্ষিতি প্রসরণ। একখণ্ড লৌহ শীতলাবস্থায় যত দীর্ঘ থাকে, ও যে ছি-দ্রের মধ্যদিয়া যাইতে পারে; উহা তপ্ত লোহিত হইলে, অধিক দীর্ঘ হইবেক এবং আয়তন বৃদ্ধি হইয়া আর পূর্ব্ব ছিদ্র দ্বারা যাইতে পারিবে না; প্রথম প্রকার প্রসরণকে রৈখিক প্রসরণ ও দ্বিতীয় প্রকার প্রসরণকে আয়তনিক প্রসরণ বা স্ফীতি কহে।

অধিক তাপে বস্তুর রৈখিক প্রসরণ পরিমাণ জন্য ডেনিয়েন সাহেব এক প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার করেন। মনে কর, দণ্ডাকৃতি কোন বস্তুর প্রসরণ পরিমাণ করিতে হইবে, তাহাকে একটী নলের

তলা পর্য্যন্ত প্রবেশ করান হয়; প্রসরণ-পরিমাপক একটী সূচী ঐ দণ্ডকে স্পর্শ করিয়া থাকে। হেলিয়া দুলিয়া না পড়ে এজন্য নলের উপরি ভাগে বন্ধনী দ্বারা সূচীটী এরূপ ভাবে আঁটা আছে যে তাহা সহসা অধঃস্খলিত হইয়াও পড়িবে না অথচ একটু বল প্রকাশে উহা ঊর্দ্ধাধঃ সরিতে পারিবে, তখন সূচীস্পৃষ্ট দণ্ডটী তাপে প্রসৃত হইয়া সূচীটীকে ঠেলিয়া তুলিবে, কিন্তু তাপহ্রাসে দণ্ডটী যখন সঙ্কুচিত হইবে, সূচীটী আর নামিয়া আসিবে না; যেখানে উঠিয়াছিল, সেই খানেই থাকিবে। সুতরাং সূচী ও দণ্ডের ব্যবহিত স্থান শূন্য থাকে। এতদ্রূপে দণ্ডটীর প্রসরণ স্থির করা যা-ইতে পারে। এস্থলে, ইহাও বুঝিতে হই-বেক যে, নল ও দণ্ড উভয়েই তাপ দ্বারা প্রসৃত হয়; অতএব এই দুই প্রসরণের অন্তর অর্থাৎ বিয়োগ ফল যত, সূচী ও দণ্ডের ব্যবহিত শূন্যস্থানেরও পরিমাণ তত। কারণ, মনে কর যে, অধিক তাপে সূচী ও দণ্ড পরস্পর সংস্পৃষ্ট আছে। এখন, তাপহ্রাসে দণ্ড সঙ্কুচিত হইলেই সুতরাং সূচী ও দণ্ড তফাৎ তফাৎ থাকিবেক, কিন্তু এদিকে আবার, সমস্ত নলটী সঙ্কুচিত হইয়া সূচী ও দণ্ডের নৈকট্য বিধান করিবে। তাহা হইলেই, যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, নল ও দণ্ডের প্রসরণের অন্তরানুসারে শূন্য স্থানের পরিমাণ হইবে। এখানে মনে রাখা উচিত যে, দণ্ড ও নল একবিধ দ্রব্য নির্ম্মিত হইলে, সূচী ও দণ্ড পরস্পর তফাৎ থাকিবে না।

ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র লইয়া ক্ষিতি প্রসরণের যেরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন; এই প্রস্তাবের নিম্নে তাহার নির্ঘট দেওয়া গেল।

উল্লিখিত তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, বস্তু একবিধ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদিগের, এমন কি, এক পণ্ডিতেরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পরীক্ষাফল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হই-য়াছে। এরূপ প্রভেদ হইবার দুইটী কারণ আছে; প্রথম, বস্তু একবিধ হইলেও তাহার ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার রাসায়ণিক সংযোগ ঠিক সমান নয়। কাচ তাহার এক প্রধান উদাহরণ। যে পণ্ডিত যেরূপ কাচ পাইয়াছেন, তিনি তাহাতেই পরীক্ষা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত, আমরা তালিকাতে দেখিতে পাই যে, কাচের প্রসরণ, পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষায় ০০০৩৯১৮ ও ০০০০৭৭৬ এর মধ্যে হইয়াছে। ইস্পাত ও লৌহেরও ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের রাসায়ণিক সংযোগ পৃথক্ পৃথক্। এতদ্ভিন্ন, বাণিজ্য ব্যব-হৃত ঐ সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে অপরিষ্কৃত; সুতরাং তাহাদের রাসায়ণিক সংযোগ পরস্পর বিভিন্ন। দ্বিতীয়, দুই ক্ষিতির রাসায়ণিক সংযোগ এক হইলেও প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে তাহাদের অনুসম্বন্ধিনী অবস্থা বিভিন্ন হইতে পারে। যে ইস্পাতকে তপ্ত করিয়া সহসা শীতল করা যায়, তাহার আগের অবস্থা অন্যবিধ ইস্পাতের হইতে ভিন্ন। কাচ সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

ক্ষিতির রৈখিক প্রসরণ তালিকা।

বস্তুর নাম	৩২° তাপে যে দণ্ডের দৈর্ঘ্য ১.০০০০০০, তাহার ২১২° তাপে দৈর্ঘ্য	পরীক্ষক
কাচনল [সীসাহীন]	১.০০০৯১৮	লেবৈসায়ার ও লাপ্লাস
,, ,,	১.০০০৮৭৬	,, ,,
কাচনল[সীসাসহিত]	১.০০০৭৭৬	রয় ও রামসদন
কাচ বাট	১.০০০৮০৮	,, ,,
,, ,,	১.০০০৮৬১	ডুলং ও পেটিট্
তাম্রবাট	১.০০১৭২২	লেবৈসায়ার ও লাপ্লাস
,, ,,	১.০০১৭১২	,, ,,
,, ,,	১.০০১৭১৬	ডেনিয়েল
লৌহবাট	১.০০১১৮২	ডুলং ও পেটিট্
ইস্পাত (অপুষ্ট)	১.০০১০৭৯	লেবৈসায়ার ও লাপ্লাস
,, ,,	১.০০১০৮০	,, ,,
ইস্পাত(পীতপুষ্ট)	১.০০১২৪০	,, ,,
রৌপ্য	১.০০১৯০৯	,, ,,
,, ,,	১.০০১৯৫১	ডেনিয়েল
স্বর্ণ	১.০০১২৩০	ডেনিয়েল
,,	১,০০১৫১৪	লেবৈসায়ার ও লাপ্লাস
সীসা	১.০০২৮৪৮	,, ,,
,,	১.০০২৭৮৮	ডেনিয়েল
দস্তা	১.০০২৯৭৬	,,

প্রভুত্ব।

"একৈক মপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্।"

প্রভুত্ব, অতিভীষণ পদার্থ! এই আধেয় পদার্থ আধারগুণে সময়ে সময়ে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ্য হইয়া উঠে যে শত শত খাণ্ডব প্রস্থ প্রভুত্ব রূপ অনলে নিমিষ মধ্যে ভস্মীভূত হয়। ইহারই যথা সঞ্চালন-গুণে দেশ বিশেষ, চিরকাল সৌভাগ্য সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিতে বিদ্যোতিত হয়; আবার ইহারই অযথা সঞ্চালন গুণে দেশ বিশেষ, চিরকাল যন্ত্রণা দাবানলে পরিদগ্ধ হয়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ ইহার অবিরল দৃষ্টান্ত স্থল। এই দেশ বহুকাল প্রভুত্বরূপ শাণিত অস্ত্র দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, এমন কি, কতবার ভারতের প্রলয় দশা ঘটিয়াছিল। প্রভুত্ব রাহু করাল মুখ ব্যাদান করিয়া ভারতকে অনল্প যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; ইতিবৃত্ত ও চিরন্তনী গাথা এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ। প্রভুত্ব ও বারুদ এই উভয় পদার্থই তুল্য বিস্তৃতি শীল, অত্যল্প সময়ের মধ্যে বহু দূর প্রসারণ করে, দগ্ধ করে, লক্ষ্য বস্তুকে পাতিত করে। কিরূপ আধারে এই পদার্থ সহিষ্ণু হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে; গভীর জ্ঞান প্রসিদ্ধ রাজ-নীতি-বিশারদ নিতান্ত স্থির-প্রতিজ্ঞ ধৈর্য্যশীল সাধু ব্যক্তিই ইহার আস্পদ, যেরূপ জ্বলদগ্নি শিখা, দুঃসহ প্রভাবতী বিদ্যুৎ, স্নিগ্ধ বারিগর্ভ জলদাবলীই ধারণে সমর্থ, যেরূপ লেলিহান-জিহ্ব বাড়বানলকে নীল ফেনিল সমুদ্র কুক্ষিতে ধারণ করিতে পারে, তদ্রূপ জ্ঞানরাশি-স্বরূপ স্থিরধী মনুষ্যই নির্ব্বিরোধরূপে প্রভুত্ব ধারণ করিতে সমর্থ হন। প্লেটো, পিথা গোরস, শঙ্করাচার্য্য যদি এই প্রভুত্ব মদে পতিত হইতেন, তবে তাঁহারা স্বাভাবিক জ্ঞানকে অপ্রতিহত রাখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ! নৈসর্গিক গাম্ভীর্য্য উন্মত্ততা পরিশূন্য হইত কি না? সংশয় স্থল! উপরিভাগে যে সংক্ষিপ্ত শ্লোকার্দ্ধ লিখিত হইয়াছে, উহা নিতান্ত সংক্ষেপ সংগৃহীত; উহার রচয়িতা বহুবিস্তৃত মনের ভাব যে কত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা কষ্ট-জনক। আমরা এই প্রভুত্ব শক্তির ক্রীড়নক-স্থানীয়। এই শক্তি দ্বারা আমরা সময়ে সময়ে নিপীড়িত, নিষ্পেষিত হই, নিতান্ত অসহ্য হইলে প্রকাশ করি; যাহা হউক, প্রভুত্বের প্রকৃতি কি, দেখা যাউক। প্রভুত্ব মানবকে আত্মবিস্মৃতি সলিলে নিঃক্ষেপ করে। যখন দুর্দ্ধর্ষ্য প্রভুত্ব মদ মনুষ্যের হৃদয় অধিকার করে, তখন মানুষ আপন গুরুতা সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত হয়। যদিও ২।১ সাধু-হৃদয় ব্যক্তি প্রভুত্ব জনিত অনিষ্ট জানিতে পারিয়া সময়ে সাবধান হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের দৃষ্টি সে সময় অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া উঠে। সূক্ষ্মবোধ, সূক্ষ্ম দর্শন, প্রভুত্ব প্রলয় সলিলে প্রক্ষালিত হয়। দুর্দ্দম আজ্ঞা প্রচার রূপ বাটিকা কার্য্যক্ষেত্রে কতই করকাপাত করিয়া থাকে। তখন প্রভুত্বশালী, ব্যক্তির উত্তরঙ্গিত কর্ত্তব্য সাগর উদ্বেল হইয়া শত শত ব্যক্তির জীবন, পদ, গৌরব, কুল-মর্য্যাদা বিপদাপন্ন করে। কত প্রকার স্বাধীন বৃত্তি, কত নিরীহ প্রজা ঐ দুরোদর প্রভুত্ব সাগরের বিশাল কুক্ষিতে চিরবিলীন হয়। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল, যে, রাত্রির গাঢ় অন্ধকার চন্দ্র কিরণে, দীপালোকে বিনষ্ট হয়, পর্ব্বত গহ্বরের পুঞ্জীকৃত তমোরাশি সৌরকর জাল স্পর্শে নিরাকৃত হয়, কিন্তু প্রভুত্ব সম্ভূত তমঃ দীপপ্রভা, চন্দ্র কিরণ বা দিবাকর কিরণে অপনীত হয় না। সে অন্ধকার শরীরাভ্যন্তর-বর্ত্তিনী মনোবৃত্তি সমূহকে কলুষিত করিয়া সুখে রাজত্ব করে। দুর্য্যোধন এই প্রভুত্ব যজ্ঞের আহার্ত্তা; তিনি বিপুল বিভব শালী ভারতীয় রাজন্যগণ সহ আত্ম অতুল ঐশ্বর্য্য, স্ববংশ এই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তদীয় এই অনিন্দ্য কীর্ত্তি অধুনা ভারতের আবাল বৃদ্ধ সকলের কণ্ঠে নিরন্তর গীত হইতেছে, উচ্চরিত হইতেছে—কথাচ্ছলে, উপদেশ স্বরূপে পরিগৃহীত হইতেছে। অধুনাতন সময়ে অনেক দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হঁহারা কিছু

সাবধান, আত্মবংশ, আত্মধন বিনাশ করেন না; পরের মুণ্ডপাত করিয়া আত্মশক্তির পরিচয় ও সার্থকতা সম্পাদন করেন; এইসকল নরাকৃতি রাক্ষসের সংখ্যা ভারতের বর্ত্তমান সৌভাগ্যের গুণে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। এই নরক্রধির-মাংস লোলুপ রাক্ষসদিগের জীবিকাই প্রভুত্ব দর্শন। দুঃসহ-জ্বালা ভাস্বর প্রভুত্বানল কত শত সজন কোলাহলপূর্ণ জনপদ ধন মানের সহিত ধ্বংস করিয়াছে। আমরাও এক সময়ে ভস্মসাৎ হইব, বিচিত্র কি? পরিবর্ত্ত-শীল জগতে বিচিত্র কিছুই নাই, যাহা এক স্থানে বিচিত্র,তাহা স্থানান্তরে হেয় হয়,এইরূপে সমাজ ভেদে, সমাজের দেহ রচনা ঘটিত তারতম্য ভেদে, বৈচিত্র আর লেখককে মুগ্ধ করিতে পারে না। সকল দুঃখেরই পরিণাম উপশম হয়, কিন্তু দারুণ প্রভুত্ব মদের পরিণামে উপশম নাই। প্রভুত্ব দ্বারা বিনা মেদবৃদ্ধিতে শরীর স্থূল হয়; স্থির বিচার, ধৈর্য্যবিমিশ্রিত হিতাহিত বিবেচনা দূরে অধঃকৃত হয়। যে অব্যাহত আজ্ঞা প্রচার ক্ষণেকের অননুষ্ঠিত থাকিলে প্রভুত্বশালী ব্যক্তি একবারে অধীর হইয়া উঠেন; শক্তি থাকিলে জগতের প্রলয় সাধন করিতে পারেন, কিন্তু সেই আজ্ঞাই আবার তাহাঁর চালক। মানবজীবন আকাঙ্ক্ষার দাস; আজ্ঞা সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের উপায়। "আমার আজ্ঞা" এই দুইটী শব্দ সামান্য অক্ষরে প্রকাশিত হয়, কিন্তু গুরুত্বে ধরণীভারও সময়ে সময়ে তুচ্ছীকৃত করে। পৃথিবী সর্ব্বংসহা; মানবও সর্ব্বংসহ। ধন্য বসুমতি! তুমি সর্ব্বংসহা বলিয়া তোমার কক্ষবাসী মানবও সর্ব্বংসহ; নতুবা তাহারা প্রভুত্ব ঝটিকাতে উড্ডীন হইয়া নক্ষত্রমণ্ডল স্পর্শ করিত। গভীর সাগরের মধ্যদেশে অবস্থান করিত!!!

মহাকবি বাণভট্ট।

মহাকবি বাণভট্টের নাম বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত কাদম্বরী গ্রন্থ যাহাঁরা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন। ঐ কবিকল্পিত উপাখ্যান-ভাগ যাহাঁরা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় তদানীন্তন সময়ে কাদম্বরীর ভাষা সাহিত্য ভাণ্ডারের বহু মূল্য রত্ন ছিল, এখন সেরূপ রত্নের আর তত মূল্য বা গরিমা নাই; এখন সাহিত্যস্পৃহা অন্যরূপ রুচির অনুবর্ত্তিনী হইয়াছে। কাদম্বরী যাদৃশ রুচির অনুসারিণী হইয়া গঠিত হইয়াছে, তাহাতে ওরূপ ভাষা ওরূপ বিষয়েরই সম্যক্ উপযোগিনী বোধ হয়, সাহিত্যের ভাষা অনুবাদও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার রীতির অনুসারে এখন নানাবিধরূপে দৃষ্ট হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় গৌড়ী, বৈদর্ভী এই উভয়বিধ রীতি আছে, এমন সাহিত্য নাই, যাহা এই উভয়বিধ রীতির অন্যতরের মধ্যে পরিগণিত না হয়। তদ্রূপ, বাঙ্গলা ভাষায় এখন নূতন রীতি গঠিত, সুতরাং অন্য অন্য লেখক কর্ত্তৃক অনুসৃত হইতেছে। সময়ে আবার কত মহাত্মাই

নূতন রীতির আবিষ্কার করিবেন। ফলতঃ এইরূপে বাঙ্গলা ভাষা পরিপুষ্ট হইয়া নানাবিধ বসন ভূষণ ধারণ করিয়া নানা রূপে বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন, রক্ত শোধণ,শ্রবণে অমৃত নিষেক করিবে! কালের ও রুচির গতিতে ভাষা কোথায় বক্র, কোথায় সরল, কোথায় অর্দ্ধ বক্র, কোথায় অর্দ্ধ সরল হইবেক। কখনওবা অষ্টাবক্র ভাব প্রকাশ করিয়া সমাজ জয় করিবে!! বাঙ্গলা ভাষা যে সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহা সূক্ষ্ম চক্ষে দর্শন করিয়া বিচার করিলে কতকগুলি বহুমূল্য মনোজ্ঞ অলঙ্কার সংস্কৃত ভাষা প্রদান করিয়াছে, কতকগুলি ইউরোপীয় ভাষা প্রদান করিয়াছে, এইরূপে পর-প্রদত্ত বা পর-সমাহৃত বিবিধ চাকচক্যশালী ভূষণ সমূহ দ্বারা বাঙ্গলা ভাষা সময়ে সময়ে আমাদিগকে অনেক অলৌকিক রূপ লাবণ্য দেখাইবেন ও দেখাইয়াছেন। আমরা নিতান্ত সহিষ্ণু ও পটু পর্য্যবেক্ষক, এজন্য সে গুলি দর্শন করিয়া কখনও হাস্য করি; কখন ও বা উপহাস-রসিকতা প্রকাশ করি; কখনও বা হিম-গিরির ন্যায় অচল ও গম্ভীর হইয়া "নূতন সমালোচন" প্রদর্শন করি!! কোন প্রকারে সাধারণের চক্ষে ধূলিকণা নিঃক্ষেপ করিয়া খ্যাতি লাভ করি। আমরা এক পক্ষে এ বিষয়ে ঐন্দ্রজালিকতা করিতেছি, বাঙ্গলা ভাষা আমাদিগের উপজীব্য ইন্দ্রজাল বিদ্যা স্থানীয়। কখনও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে পদ্মাসন পরিচ্যুত করিয়া পঞ্চাননকে দিতেছি, কখনও বা স্বর্গীয় মন্দার কুসুম বহু কষ্টে সমাহরণ করিয়া বন্য উপদেবতার অর্চ্চনা করিতেছি, কখনও বা সুতীব্র সমালোচনারূপ বিদ্যুদগ্নি দ্বারা বদরিকাশ্রমের পর্ণকুটীর ভস্মাবশেষিত করিতেছি। রত্নাবলীর ঐন্দ্রজালিক হইতেও অধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকি। যাহা হউক, প্রক্রান্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অধিক দূরে আসিয়াছি, কিন্তু বৃথা আসি নাই; এই অসিবারও কারণ আছে, সময় অধিক থাকিলে আরও কিছু অতিরিক্ত বলা অযথাভূত হইত না; তবে পাছে সহৃদয় পাঠকবর্গ বিরক্ত হন, এই জন্য নীবর হইতে হইল।

মহাকবি বাণভট্ট সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় গদ্য-লেখক অথচ অতি প্রধান কবি, তাঁহার কৃত কাদম্বরী আদ্যোপান্ত সমগ্র পাঠ করিলে স্বতন্ত্ররূপে অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয় না। তিনি কি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না; তদীয় রচনার মাধুর্য্য, চিত্ত-চমৎকারক মনোহারিত্ব অন্যান্য কবি সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, বলা যাইতে পারে; তিনি কিরূপ কবি, তাহা তদ্রচিত কাদম্বরী গ্রন্থের প্রারম্ভ-সূচিত শিষ্টাচার সম্মত মঙ্গলাচরণ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। সেই প্রারম্ভ লিখিত কয়েকটী কবিতাই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের প্রমাণ পক্ষে প্রচুর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তদীয় বংশাবলীর যে বর্ণনা তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনুমান হয়, মহাকবি বাণভট্টের পূর্ব্বপুরুষগণ অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন; যদিও ঐ সকল স্ববংশ-

খ্যাতি প্রখ্যাপক কবিতায় অতি বর্ণন আছে বটে, কিন্তু ঐ অতিরেক বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতভাব ধরিলেও তদীয় বংশ উন্নত জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত ছিল। মহাকবি বাণভট্টের লেখনী কল্পনার প্রসূতি ও কবি সর্ব্বস্ব প্রতিভার আধার। বাণ রচিত কাদম্বরীর সর্ব্বত্র প্রতিভাশক্তি বিশদরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। মালোপমা, পূর্ণোপমা, রূপক, স্বভাবোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারে কাদম্বরীর অলোক সামান্য সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। তিনি প্রথমে খলচরিত বর্ণনা করিয়া, ভীত হইয়াছেন। আমরা নিম্নে সেই কয়েকটী কবিতার বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিতেছি। যথা "যে সকল অসজ্জন (খল) বিনা কারণে দারুণ বৈরভাব আবিষ্কৃত করে, এরূপ লোক হইতে কাহার না ভয় জন্মে? মহাসর্পের মুখস্থিত বিষ সদৃশ দুর্ব্বাক্য যাহার মুখ বিবরে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। খল ব্যক্তি কটু কথা বলিয়া পরের উপরি পাপাভিযোগ অর্পণ করে এবং বন্ধন শৃঙ্খলের ন্যায় সকলকে নিপীড়িত করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি মণিময় নূপুর শব্দিতের ন্যায় সকলের চিত্ত হরণ করেন" ইত্যাদি। কিন্তু কাদম্বরীর বাণ ভাগ অতিশয় অপূর্ব্ব পদার্থ, সহৃদয় সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক, সকল অবস্থায় তাহা হইতে অপূর্ব্ব সুখ লাভ করিতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ এই বিষয়ে আরও একটুকু অধিক বলিতে হইল, পণ্ডিত ৺ তারাশঙ্কর কাদম্বরীর গদ্যানুবাদ করিয়া সংস্কৃত কাদম্বরী যে অলৌলিক পদার্থ, তাহা সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ মহাশয়দিগকে আংশিকরূপে জানাইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে,যথার্থ অনুবাদ করিলে কাদম্বরী বাঙ্গালা ভাষার এক সুবৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। সংস্কৃতের সর্ব্বাঙ্গীন মাধুর্য্য বাঙ্গালা ভাষায় পরিরক্ষিত হইতে পারে কি না, সন্দেহ। বোধ হয়, তাহা হওয়াই কঠিন, উদাহরণ স্বরূপে অবিকল কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। মহাশ্বেতার সহচরীকে এক জন ঋষিকুমার জিজ্ঞাসা করিতেছেন "সখি! কেয়ং কন্যকা? কস্য বা-পত্যা? কিমভিধানা? ক্ব সা গচ্ছতীতি। ময়োক্তং এষা খলু শ্বেতভানোরংশভূতায়া মপ্সরসি গৌর্য্যাং সমুৎপন্না, দেবস্য সকল গন্ধর্ব্বকুলমণিশলাকা-শিখরোল্লেখমস্থণিত-চরণ-নখচক্রস্য প্রণয়-প্রসুপ্ত-গন্দর্ব্ব-কামিনীকপোলপত্র–লতা-লাঞ্ছিত-ভুজতরু-শিখরস্য পাদপীঠীকৃত-লক্ষ্মী-কর-কমলস্য গন্ধর্ব্বাধিপতে র্হংসস্য দুহিতা মহাশ্বেতা নাম হেমকূট মচলবর মভিপ্রাস্থিতেতি"। সহজ কথা দ্বারা এই বলা যায়, শ্বেতভানুর অংশভূতা গৌরী নাম্নী অপ্সরা হইতে সমুৎপন্না গন্ধর্ব্বাধিপতি হংসের দুহিতা মহাশ্বেতা, হেমকূট পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার যে কয়েকটী অপূর্ব্ব বিশেষণে উক্ত গন্ধর্ব্বরাজ বিশেষিত হইয়াছেন, তাহার মাধুরী বাঙ্গালা ভাষায় মনঃ পুতরূপে অনুবাদিত হয় না। যে ভাষা জন্মাবধি যেরূপ উপকরণে পঠিত হইয়াছে, তাহার ব্যত্যয় করিয়া রূপান্তরিত করিলে ভা-

যাতে সৌন্দর্য্য কখনই থাকে না। যদিও অনেক কষ্টে রক্ষা করা যায়, কিন্তু তাহাতে মূল গ্রন্থের অলঙ্কারগত, ভাষার রীতিগত বৈচিত্র পরিপালিত হয় না। অলঙ্কার কি স্বাভাবিক রূপশালিনীর রূপ বৃদ্ধি করে? না, রাশীকৃত ভূষণাবলী কুরূপার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে? মহাকবি বাণভট্ট প্রায় অধিকাংশ স্থলে যে সকল মহার্হ রত্নাবলী সমাবেশিত করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়, তাঁহার সুদীর্ঘ সমাস সংযোজিত পদাবলী এত মধুর, এত চিত্ত প্রসাদকর মনোমোহক যে অনায়াসে আবৃত্তি করিলে কণ্ঠ পরিচ্যুত হয় না। তিনি কি নদী, কি পর্ব্বত, কি সরোবর, কি সমুদ্র, কিম্বা, কি শরৎ, কি বসন্ত, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য যে বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই মনোমধ্যে প্রত্যেক বর্ণিতব্য বিষয়ের চিত্র সমুদ্ভাসিত হয়, বোধ হয়, যেন কবি তৎ সমুদায়ের মনোহর কথা বিন্যস্ত চিত্রপট সম্মুখ ভাগে প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাশক্তি, যেন তাঁহাকে প্রতিপদে সমধিক শোভিত করিয়াছে। তিনি মন্ত্রী শুক-নাশের মুখে চন্দ্রাপীড়ের যৌবরাজ্যে অভিষেকের পূর্ব্বে যে উপাদানের অবতারণা করিয়াছেন,তাহা এত সারগর্ভ, এত সংক্ষিপ্ত, এত প্রগাঢ়, এত হিতোপদেশপূর্ণ, যে, স্বতন্ত্ররূপে তাহা পাঠ করিয়া অন্য নীতিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয় না, ইচ্ছা হয়, স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া কণ্ঠভূষা করি, তিনি যে স্থানে শিপ্রা-সলিল-শীতল বিদিশা রাজধানীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তো অতীত ঘটনা! কিন্তু কবির কল্পনা, কল্পনার উপকরণ এমন পরিচ্ছন্ন, এমন স্বচ্ছ, যে পাঠ করিলে বিদিশার বিপুল বিভবের আকর্ষণী শক্তি আত্মাকে জড়ীভূত করে। কবি সরোবরকে ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর কমনীয় মূর্ত্তি যুক্ত বদনের 'দর্পণ স্বরূপ করিয়া কি অপূর্ব্ব ভাব মাধুরী কল্পিত করিয়াছেন! !! তাঁহার বিশ্ব বিজয়শালিনী লেখনী প্রভাবে কাদম্বরী স্বর্গীয় মন্দার কুসুম হইতেও আদরণীয় হইয়াছে। তিনি কাদম্বরী, সংস্কৃত ভাষার যে রীতি অনুসারে রচনা করিয়াছেন, উহা ঐ ভাষার নূতন ভূষণ সমাবেশ পক্ষে সৌন্দর্য্যাধিক্য সম্পাদন করিয়াছে। যদিচ কাদম্বরী বহুল সমাস সংযোজিত সুদীর্ঘ পদাবলী পরিশোভিত হওয়ায় কিছু দুর্ব্বোধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ও রূপ গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত রচনা কাদম্বরীর সর্ব্বথা উপযুক্ত হইয়াছে; ফলতঃ কবিসৃষ্টি নব-রস প্রচুর, কাব্য-হৃদয় নবরসের আধারভূত করিয়া এই অপূর্ব্ব সুধাধার নূতন মানসী সৃষ্টি সাহিত্য সমাজে অর্পণ করিয়া মনুষ্যকে নূতন সৃষ্টি কৌশল দেখাইলেন, মোহিত করিলেন; মোহিত করিবার প্রচুর কারণ কাব্য পাঠের উদ্দেশ্য; জগতে এই সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, যাহার তাহার নাই, এই শক্তি বিরল, কিন্তু যাঁহাকে আশ্রয় করে, তিনি পরম সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষ। এখন বাণ কবি, যে, নায়ক ও নায়কিকে অবলম্বন করিয়া এই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিত্র কি রূপ

গঠন করিয়াছেন, দেখা আবশ্যক। চন্দ্রাপীড় নায়ক, কাদম্বরী নায়িকা, মহাশ্বেতা প্রতি নায়িকা। অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে নাটক বা তদুপযুক্ত বর্ণিত বিষয়, উপযুক্ত নায়ক বা নায়িকার গুণানুসারে ও নামানুসারে নাটকাদিতে প্রতিভাষিত হইয়া থাকে, নায়িকা বিশুদ্ধগুণশালিনী, পাতিব্রত্য-ধর্ম্মানুরাগিণী, এমন স্বর্গীয় দেবী তুল্য চরিত্রশালিনী,এই জন্য এই কাব্যের নাম কাদম্বরী হইয়াছে। নায়ক অমিতগুণশালী মহারাজ তারাপীড়ের পুত্র, চন্দ্রাপীড় সাক্ষাৎ চন্দ্রাবতার; মনোরমা স্বপ্নে পূর্ণ চন্দ্রকে মুখমণ্ডলে প্রবেশকরিতে দেখিয়া চন্দ্রাপীড়কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ নায়ক চন্দ্রাপীড়,সৌম্যমূর্ত্তি সকল কলাভিজ্ঞ সৌম্যদর্শন গাম্ভীর্য্যে বারিধিতুল্য, এরূপ অনন্য সুলভ গুণরাশির একত্র সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না; চন্দ্রাপীড় বীরপুরুষ, তাঁহার পিতা কবির প্রতিভাশক্তি গুণে জগতের দুর্লভ রত্ন স্বরূপ হইয়াছেন, এই নায়কের কার্য্যাবলী পাঠ করিলে ইহাঁকে ভূতল সমুদিত নিষ্কলঙ্ক রোহিণীনাথ বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে; যাহা হউক, শেষাংশ মহাকবি বাণভট্ট স্বয়ং লিখিয়া যাইতে পারেন নাই; তদীয় অমৃতনিঃস্যন্দিনী লেখনী কবির দেহাবসানের সহিত কাদম্বরী কথা প্রবন্ধ অবসান করিয়াছিল; অনন্তর বাণতনয় তাহা সংযোজিত করিয়াছেন। উভয়ের মানস-সৃষ্টি ভিন্ন রূপ হওয়ায় কাদম্বরী ভিন্নরূপ হইয়াছে; তদীয় পুত্র, সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারও রচনা উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু উপসংহারটী গোলযোগের হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই, এই জন্য অবিসংবাদিতরূপে কাদম্বরীর উপাখ্যান ভাগ সৃষ্ট হয় নাই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আর্য্যেতিহাস।

৩য়, পরিচ্ছেদ।

সামাজিক নিয়ম।

প্রাচীনতম কালে আর্য্যজাতি যদিও পশুপালন করিতেন; যদিও পূর্ণ সভ্যতা তাঁহাদিগের হস্তস্পৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু অধুনাতন কালের বর্ব্বরজাতির সহিত সেই উদারমনাঃ মহাপুরুষদিগের তুলনা হয় না। তাঁহারা যদিও সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্ট সভ্যতা লাভ করেন নাই বটে, তথাপি তদানীন্তনকালে তাঁহাদিগের আচরণের যে সকল প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়, তদ্দৃষ্টে তাঁহাদিগকে 'সভ্য' শব্দে অভিহিত করা কোনমতেই অন্যায় বোধ হয় না। তাঁহারা বিচারপতি হইয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; পান্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া পথশ্রান্ত পথিকদিগের ক্লেশ নিরসন করিতেন। অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া সমুদ্রে বাণিজ্য করিতেন; সূক্ত রচনা করিয়া দেবতা স্তুতি করিতেন। আদিম কালে তাঁহারা যে সকল শুভাবহ কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, অধুনা সভ্যতার প্রভাবে সেই সকলকে কতদূর উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়? এখনও বর্ব্বর-

জাতির মধ্যে দলবদ্ধ ও গ্রাম-বদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রথা আছে। কিয়ৎকাল এক স্থানে পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস হইল, আবার অন্যত্র গমন করিবার আবশ্যকতা হওয়ায় কুটীরে অনল প্রদান পূর্ব্বক মনোনীত বাসস্থলী অন্যত্র প্রস্তুত করা হইল। এইরূপ প্রথা অনেক অসভ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। তাঁহারা (আর্য্যেরা) স্থান বিশেষের মমতায় আকৃষ্ট হইতেন না। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ তত মায়িক ছিল না। যদি তাঁহারা অধিক মায়াবী হইতেন, তবে তাঁহারা নানাদেশ-বাসী হইতে পারিতেন না এবং তাঁহাদিগের সন্ততি-বর্গও নানা স্থানী হইতেন না। তাঁহাদিগের পর্য্যটনগুণে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনগুণে, আদিম সময়ের মন্দীভূত উন্নতি এত উন্নমিত হইয়াছে। তাঁহারা নিজ শরীরে যে লৌকিক উন্নতি-বীজ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কালে শাখা পল্লবিত হইয়া আমাদিগকে অমৃতময় ফল প্রদানে পরম সুখী করিতেছে। তাঁহারা যে যে সুনিয়ম সৃজন করিয়াছেন, আবহমান কাল তৎসমুদায় অপরিবর্ত্তনীয় রূপে পালন করিতেন না, এক সময়ে এক প্রকার নিয়ম একদেশে সুখকর হইল, আবার ভিন্ন দেশে গমন করায় নূতন নিয়মের সৃষ্টি করিতে হইল, যদি এখনও হিন্দুর রাজ্য থাকিত, হিন্দু রাজা থাকিতেন, তবে যে সকল নিয়ম আমরা এখন ক্লেশ-কর বিবেচনা করি, তাঁহারাও তাহা ক্লেশকর বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা প্রথমে পুণ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্তে "আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্য-ভূমি র্মধ্যং বিন্ধ্য-হিমাশয়োঃ" বাস করিয়াছিলেন, সেই আর্য্যাবর্ত্ত পার্ব্বতীয় স্থল বশতঃ নিতান্ত শীতপ্রধান হিমাচল, হিমানী জাল ধারণ করিয়া শীতের বৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে; দক্ষিণে বিন্ধ্য মহীধর শীত বায়ুকে চিরাশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে, এজন্য তাঁহারা শরীর রক্ষার নিমিত্ত গোমাংস ভক্ষণ করিবার ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তীব্রগন্ধ সোমরস পান করিতেন; নিরন্তর হোম করিবারও কারণ এই অনুমিত হয়; অগ্নিহোত্রীদিগের চিরজীবন, অগ্নি সমভিব্যাহারে রাখিবারও হেতু এই; কারণ উপস্থিত থাকিলে কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। আবার, যখন অপেক্ষাকৃত অনুষ্ণ দাক্ষিণাত্যে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন উষ্ণদেশে শীতপ্রধান দেশের প্রচলিত দ্রব্যের ব্যবহার অপকারক জানিয়া সঙ্গে সঙ্গে তৎসমস্তের প্রতিষেধ-বিধি প্রচার করিলেন। তাঁহারা জ্ঞাননেত্রে যে সকল অনিষ্ট দর্শন করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি-বিধান করিতেন। অনিষ্টের প্রতি-বিধিৎসা তাঁহাদিগের নিয়ম প্রচারের মুখ্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ফলতঃ অধুনাতন কালের মানবদিগের ন্যায় অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া সুখানুভব করিতেন না। এখন সুরাপায়ী সম্প্রদায় সুরার মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া উদাহরণচ্ছলে বলিয়া থাকেন,যে, পূর্ব্বে আর্য্যগণ সুরাপান করিতেন, আমরা করিব না কেন? তাঁহারা হিম-প্রধান আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী হইয়া, দৈহিক উষ্ণতা

রক্ষার্থ অগত্যা, উষ্ণতাকর পেয়-বিশেষ পান করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু আমরা অতি তাপ সঞ্চয়ের জন্য তীব্রতর বিষ সুরাকে উদরস্থ করিয়া নিজবংশের অবনতিসাধন করিতেছি, মাত্র। যাহা হউক, আর্য্যদিগের সামাজিক নিয়ম প্রচারের উদ্দেশ্য ও সেই সকল নিয়ম উপকারক ছিল কি না, অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অগ্রে সমাজ রচনা না হইলে, সামাজিক নিয়মের আবশ্যকতা হয় না। সমাজ কি? কি রূপে আদিমাবস্থা হইতে সমাজের দেহ রচনা হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে পারিলেই এবিষয়ের মীমাংসা হইবে। একটী গৃহীর গৃহের সহিত একটী বিপুল সমাজের তুলনা করা যাইতে পারে। গৃহী যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী পুত্রকলত্রাদির সহিত আবশ্যকমত সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া গার্হস্থ্য ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করেন, তদ্রূপ সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সাধারণে গৃহীভূত সমাজের সুশৃঙ্খল নিয়মাবলী রচনা করিয়া সমাজের দেহ সৌন্দর্য্য পরিণাম শুভকর করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রাচীনতম সূক্ত সমূহে সমাজ শব্দ প্রযুক্ত আছে এবং সামাজিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ গোধন হল-যন্ত্রাদি সঙ্গে করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ রচনা পূর্ব্বক বাস করিতেন এবং শিষ্টাচারানুমোদিত পরস্পরের শান্তি রক্ষা করিতেন। তাঁহারা শান্তিকে সুখকরী মনে করিয়া যাহাতে শান্তি সম্প্রবাহবতী থাকে, তজ্জন্য সামাজিক নিয়ম পরীক্ষা করিতেন। যদি চ পূর্ব্বাচার্য্যগণের কৃত "সামাজিক নিয়ম" নামক স্বতন্ত্র পুস্তক বা সংহিতা নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন সংহিতা বিশেষে ঐ সকল সামাজিক নিয়মের ভূয়োদর্শন-জাত উপদেশ আছে, তদ্দ্বারাই ঐ সকল নিয়মের সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাঁহারা স্বভাবের গতি, সমাজের প্রকৃতি সুন্দররূপে অবগত ছিলেন। যদি চ তাঁহারা বহুবিধ বিঘ্ন-সঙ্কুল জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিজনারণ্যে বাস স্বীকার করিতেন, কিন্তু সে স্থানেও সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। "নৈমিষারণ্য" "দণ্ডকারণ্য" "বদরিকাশ্রম" প্রভৃতি স্থান নির্জন অরণ্য হইয়াও আর্য্যকুলের দ্বারা প্রথম অধ্যুষিত হইয়াছিল। এই জন্য "দণ্ডকারণ্যের" অপর নাম "জনস্থান"। পূর্ব্বে উহা অসূর্য্যম্পাশ্য নিবিড় অরণ্য ছিল, ক্রমশঃ মুনিগণ ঐ স্থানে বাস করায় তাহা জনস্থান রূপে অভিখ্যাত হইল। তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বাস করিতে ভাল বাসিতেন, এই জন্য মহাত্মা মনু পূর্ব্বাচার্য্যদিগের নিয়মাবলী হইতে সঙ্কলন করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন; এই জন্যই মনু প্রণীত "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥" এই বচন অনুশাসন বাক্য রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। সামাজিক নিয়ম অপালিত হইলে, স্বেচ্ছাচার বিদূষিত হইলে অনিষ্ট হইবে, সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে, এই জন্য তাঁহারা অবশ্যানুষ্ঠেয় ধর্ম্মের সহিত ঐ সকল নিয়মের সংযোগ বিধান করিয়াছিলেন;

এই জন্য তাঁহারা সকল নিয়ামক শাস্ত্র "শিষ্যতে অনেনেতি শাস্ত্রম্" এই শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন। যাহা দ্বারা লোকমণ্ডলী শাসিত হয়, তাহাই শাস্ত্র। প্রথমে আর্য্যেরা সামাজিক নিয়ম প্রচার করেন, অনন্তর উহা উপকারক হওয়ায়, ক্রমে-ক্রমে সকল মনুষ্যের হৃদয়-গ্রাহী হওয়ায় সাধারণ্যে অনুসৃত হইয়াছে, বলিতে হইবেক। আর্য্যদিগের সামাজিক নিয়ম এত উৎকৃষ্ট, এত মহোপকারক ছিল, যে, স্বতন্ত্র রাজ-শাসন আবশ্যক হইত না। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারকে একজন দণ্ডী সগর্ব্বে কহিয়াছিলেন, যে "আমাদিগের সামাজিক নিয়ম এত সুন্দর, তদ্দ্বারাই আমরা এত নির্ব্বিঘ্নে সমাজে বাস করি, যে, তোমাদিগের মত আমাদিগকে কঠিন কঠিন বিধি প্রণয়ন করিয়া লোক মণ্ডলীকে জ্বালাতন করিতে হয় না। যাহা হউক, এখন কয়েকটী সামাজিক নিয়মের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে, "অহিংসা সত্য বচনং সর্ব্বভূতানুকম্পনং। সম্প্রদানং যথা শক্তি গার্হস্থ্যো ধর্ম্ম উচ্যতে॥ পরদারেষু সংসক্তোন্যাস-স্ত্রীপরিরক্ষণং। অদত্তাদান বিরমো মধুম-াংসস্য বর্জ্জনং॥" অহিংসা, সত্য বচন, সর্ব্ব প্রাণিতে দয়া, শম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় বশীকরণ, যথা শক্তি দান, এই সকল গৃহস্থদিগের প্রধান ধর্ম্ম, পরদার বিরাম, ন্যস্তা স্ত্রীর সর্ব্বথা পরিরক্ষণ, অদত্ত বস্তুর গ্রহণে অনভিলাষ, সুরা ও মাংস ত্যাগ এই গুলি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। যদি গৃহীদিগের সমবেত গৃহ সমূহের নাম সমাজ হয়, তবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-জনিত নিয়মই সামাজিক ধর্ম্ম বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইবেক। এইরূপ আরও কয়েকটী নিয়মের উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা "পারুষ্য মনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ। অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥" অপ্রিয় বাক্য, মিথ্যা-বাক্য, পর-দোষাবিষ্কার, অসম্বদ্ধ প্রলাপ এই প্রকার বাচনিক চতুর্ব্বিধ কার্য্য অশুভ ফলোৎপাদক। যদি প্রত্যেক মানবেরই এই নিয়ম অনুষ্ঠেয় হইল, তবে প্রত্যেক সমাজেরই অনুষ্ঠেয় বলিতে হইবে এবং এই সকল নিয়মকে সমাজ রক্ষার নিয়ম না বলিয়া কাহাকেই বা বলা যাইবেক? আর্য্যদিগের ক্ষমা ও দয়ার লক্ষণও সমাজের সর্ব্বথা শান্তি-রক্ষার সবিশেষ পরিচয় স্বরূপ, যথা "পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা। আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যংহি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥" পরে, বন্ধুবর্গে, মিত্রে, শত্রুতে সর্ব্বদা আত্মবৎ ব্যবহার করার নামই দয়া; "বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিকে ক্বচিৎ। ন কুর্ব্বন্তি ন চাহন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা॥" বাহ্য, আধ্যাত্মিক, ঔৎপাদিক দুঃখ উপস্থিত হইলে যে বৃত্তি কুপিত হয় না, অনিষ্ট করে না, সেই ক্ষমা। "অহিংসা সত্য বচন মনৃশংস্য মথার্জ্জবং। আগ্রহা নভিমানশ্চ হ্রীতিতিক্ষা দমঃ শমঃ॥ ধীমন্তো ধৃতিমন্তশ্চ ভূতানা মনুকম্পাকাঃ। অকামাদ্বেষ সংযুক্ত স্তে সন্তো লোক সাক্ষিণঃ॥ সর্ব্বত্র চ দয়াবন্তঃ শান্তঃ করুণ বেদিনঃ॥ গচ্ছন্তীহ সুসন্তুষ্টা ধর্ম্ম-পন্থান মুত্তমং॥ শিষ্টাচারা মহাত্মানো" যাঁহারা

অহিংসা-পরায়ণ, সত্যবাদী, অনৃশংস, ঋজু, আগ্রহী, অনভিমানী, হ্রীমান, তিতিক্ষু, ধৃতিমান, সর্ব্ব ভূতে দয়াবান, কামদ্বেষ বর্জ্জিত, তাঁহারাই সাধু, লোক-সাক্ষী, সুনিশ্চিত ধর্ম্মী, শিষ্টাচার সম্পন্ন, সেই সকল মহাত্মা সর্ব্বত্র দয়াবান। "আচারাল্লভতেচায়ু রাচারাল্লভতে শ্রিয়ং। আচারাল্লভতে কীর্ত্তিং পুরুষঃ প্রেত্য-চেহচ॥" সদাচরণ হইতে ইহকালে ও পরকালে দীর্ঘ জীবন, মঙ্গল ও কীর্ত্তি লাভ হয়; "প্রসাধনঞ্চ কেশানা মঞ্জনং দন্ত-ধাবনং। পূর্ব্বাহ্ন এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ পূজনং॥" কেশ ও দন্ত সংস্কার এবং দেবতা-পূজা প্রাতঃকালেই করিবেক; "দূরেতিথি-প্রবাসশ্চ মূত্রং পাদোপসেচনং। উচ্ছি-ষ্টোৎ সর্জ্জনং চৈব দূরে কার্য্যং হিতৈ-বিণা॥" অতিথিশালা নির্ম্মাণ, মূত্রাদি ত্যাগ, পাদ ধৌত করণ, উচ্ছিষ্ট বস্তু নি-ক্ষেপ, এসকল কার্য্য বাস গৃহ হইতে দূরেই করিবেক। "নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠী বনং বা সমুৎ সৃজেৎ। অমেধ-যুক্ত মন্যদ্বা শোণিতং বা বিষাণি বা॥" জলেতে প্রস্তা-ব, বিষ্ঠা, মূত্র, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেক না; মাংসযুক্ত রক্ত কিম্বা রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ করিবেক না। "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থা বভিচিন্তয়েৎ। উত্থায়াচম্যতিষ্ঠেত" ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবেক, উত্থিত হইয়া মুখ প্রক্ষা-লন পূর্ব্বক বসিবেক। এই সকল নিয়মা-বলীর উল্লেখ বাহুল্যরূপে করিতে হইলে নিতান্ত প্রস্তাবাধিক্য হইয়া উঠে, এই জন্য অগ্রোল্লিখিত নিয়ম গুলিরই উ-ল্লেখ করা গেল। ঐ সকল নিয়মের সুস্পষ্টতা বৈশদ্য, হৃদয়গ্রাহিতা, ব্যাপ-কতা, সারার্থকতা, সহজেই বোধ হয়। এইরূপ পরম মঙ্গলাকর নিয়ম প্রতি পালনের গুণেই পূর্ব্বে আমাদিগের মহামনাঃ আর্য্যবংশীয়দিগের সমাজ, নিরুপদ্রব, নিষ্কলঙ্ক, অবাত বিক্ষোভিত সরসীর ন্যায় স্থির ছিল, এখনও এই সকল নিয়মাবলীর যথা পালনে সমাজ সুখাকর ভিন্ন উপদ্রব সঙ্কুল হয় না। যাঁহারা এই নিয়ম সমূহের আহর্ত্তা ও রচয়িতা, তাঁহারা সুদৃঢ় জ্ঞান-সম্পন্ন।

স্বাস্থ্য বা শারীরিক নিয়ম।

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।"

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দৈনিক কার্য্য করা আর্য্যজাতির ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাঁহারা প্রাণাত্যয়েও এই পরম হিতকর নিয়মের অন্যথা করিতেন না। শারীরিক নিয়ম পালন গুণে তাঁহারা দীর্ঘজীবী, নিরাময়, প্রফুল্ল-চিত্ত, অধ্য-বসায় শালী, দৃঢ় উদ্যোগ-পটু ছি-লেন। সার্ব্বকালিক প্রফুল্ল-চিত্ততা তাঁহাদিগের প্রকৃতি পটে চির-বিরাজ-মান ছিল, মহাত্মা মনু, শৌচ পরিত্যা-গের যে সকল মঙ্গল-প্রদ নিয়ম সংস্থা-পন করিয়া গিয়াছেন, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতমকালে সাদরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া এক হস্তে জল পাত্র ও অন্য হস্তে ধনুঃ-শর গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রামের প্রান্তস্থিত

প্রান্তরে যাইয়া তীর নিক্ষেপ করিবেক, ঐ প্রক্ষিপ্ত তীর যেখানে পতিত হইবেক, তথায় একটী গর্ত্ত খনন করিয়া শৌচ ত্যাগ করিবেক। অনন্তর উৎখাত মৃত্তিকা দ্বারা ঐ খনিত গর্ত্ত পরিপূরণ করিবেক। ইহাতে গ্রাম মধ্যে কোন প্রকার পৌতি-গন্ধিক পীড়ার আদৌ আবির্ভাব হই-বেক না, অথচ প্রাতর্ভ্রমণ দ্বারা শরী-রের নিশাসঞ্চিত মলরাশি, পবিত্র সমী-রণ সেবনে বিদূরিত হইবেক এবং স্বাস্থ্যও অব্যাহত থাকিবেক। আর্য্যকুল দেবসেবার্থ পুষ্পচয়ন করিতেন। অতি প্রত্যূষে উহা অনুষ্ঠিত হইত, এজন্য বিভাত পর্য্যটন সহজেই হইয়া উঠিত।

মনু বলিয়াছেন, শত বৎসরান্তে গ্রামত্যাগ করিবেক। কারণ, শত বর্ষাত্মক কাল নিরন্তর এক গ্রামে বাস করিলে উহা নানা কারণে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে। এই জন্যই তাঁহারা গ্রামের মমতা ত্যাগার্থ "আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ" এই গুরুতর দুরনুষ্ঠেয় নিয়মের সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ ভোজন, যেরূপ পরিশ্রম করিতেন; এখন, তাহা স্বপ্ন জল্পিত উপন্যাসের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এবি-ষয়ের দৃষ্টান্তের জন্য অধিক দূরে গমন করিতে হয় না, আপনাদিগের পিতা-মহের আহার ব্যবহারাদির বিষয় শ্রবণ করিলেই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহাদিগকে তখন দেবলোকবাসী বলিয়া বোধ হয়। এক জন অধ্যাপক অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া শত শত ছাত্রদিগকে নানাবিধ শাস্ত্রের উপদেশ দিতেন; নিজে নিজে দুরূহ গ্রন্থ নিবহের রচনা করিতেন; সংসার প্রতিপালন করিতেন; অথচ কেহ শত বর্ষের মধ্যে দেহের বিলয় দর্শন করেন নাই; অব্যাহত স্বাস্থ্য, তাঁহাদিগকে সমভাবে প্রফুল্লতা প্রদান করিত। কেহ কেহ প্রতিদিন ১০।১২ ক্রোশ ভ্রমণ করি-য়াও ক্লিষ্ট হইতেন না। এতদপেক্ষা বিদেশ গমন করিলে আমাদিগকে প্রতি-পদে সাশ্চর্য্য হইতে হয়। ভীমার্জ্জুন, জরাসন্ধ, শাল্য প্রভৃতির দৈহিক বল, এত অধিক ছিল, যে, কবিগণ, ইতিবৃত্ত-লেখকগণ, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের মায়া ত্যাগ করিয়া, ঐ সকল অতিবল-সম্পন্ন মহাপুরুষদিগের বর্ণনা করিতে পারিতেন। ক্ষত্রিয়দিগের বল, বীর্য্য অতি বিশ্রুতই আছে, ক্ষত্রিয় বলিলেই যেন এক ভীষণমূর্ত্তি অমিতবলশালী শ্রেণী-বিশেষ বুঝায়। তখন কেবল ক্ষত্রি-য়েরাই এই সকল বল প্রদর্শক কার্য্য করি-তেন, এমন নয়, দ্বিজাতি বর্গও ঐ সকল বিষয়ের আচার্য্য ছিলেন। মহর্ষি জম-দগ্নিতনয় পরশুরামের অস্ত্রবলে ক্ষত্রিয়-কুল, একবিংশতিবার, শমন ভবনে আ-তিথ্য স্বীকার করিয়াছিল। দ্রোণ, অশ্ব-থামা, ক্ষত্রিয়দিগের শস্ত্র বিদ্যার গুরু ছিলেন, বর্ত্তমান শীক জাতির প্রবল বল-বীর্য্যতার বিষয় কাহার অবিদিত আছে? যদি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষবর্গের ঐরূপ অসাধারণ বল বিক্রম না থাকিত, তবে অনন্তর বংশজেরা কোথা হইতে রণ-ক্ষেত্রে অদ্ভুত অনল ক্রীড়া প্রদর্শন ক-রিত। আর্য্যবংশীয়েরা শয্যাপাতন ও শয্যোত্থাপনের যে নিয়ম করিয়া গিয়া-

ছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে তাঁহারা স্বাস্থ্য ও শারীরিক নিয়ম সুন্দররূপে জানিতেন। "সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ শয্যোত্তোলনীয়া" "গতে সূর্য্যে শয্যা পাতনীয়া" সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা উঠাইবে, সূর্য্য অস্ত গমন করিলে শয্যা পাতিত করিবেক। সামবেদীয় সন্ধ্যা পদ্ধতিতে বিধি আছে "মা দিবা স্বাপ্সীঃ" দিবাভাগে নিদ্রা নিষেধ, এইরূপে শপথ করিতে হয়; এই গুলি কি দেহ রক্ষার শুভজনক নিয়ম নয়? মহাত্মা মনু দিবা নিদ্রাকে ব্যসন মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, (মৃগয়াখ্যো দিবাস্বপ্নঃ) দিবা নিদ্রা যে সকল প্রকার দৈহিক অনর্থের মূল,ইহা তাঁহারা নির্ম্মলরূপে জানিতেন। তাঁহাদিগের "উদিতে জগতীনাথে ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্,, এই নিয়ম কি প্রত্যূষে উত্থানের পরিচায়ক নয়? তাঁহাদের মতে "ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষণা মারোগ্যং মূল মুত্তমং। রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্যচ॥" ধর্ম্ম,অর্থ, কামনা ও মৌক্ষের পক্ষে স্বাস্থ্যই মূল; রোগই মনুষ্যের সেই স্বাস্থ্য, মঙ্গল ও জীবিত নষ্ট করে। "অনারোগ্য মনায়ুষ্য মশৌচঞ্চাতি ভোজনং। অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" অতিশয় ভোজন করিলে শরীর রোগে আক্রান্ত হয়, পরমায়ু হ্রাস হয় এবং তাহা অপুণ্য ও লোক-বিদ্বিষ্ট কার্য্য, অতএব অতি ভোজন পরিত্যাগ করিবেক। "সায়ম্প্রাত র্মনুষ্যানা মশনং দেবনির্ম্মিতং। অন্তরা ভোজনং দুষ্ট মুপবাসী তথা ভবেৎ॥" সায়ং কাল ও প্রাতঃ কাল এই দুই কালই মনুষ্যদিগের ভোজনের প্রকৃত সময় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন করিলে উপবাসের ফল লাভ হয়, "আহার নিয়মশ্চৈব দেশে কালেচ সাত্ত্বিকঃ। তং পরীক্ষ্যানুবর্ত্তেত তৎপ্রবৃত্ত্যানুপূর্ব্বিকং॥" দেশ ও কাল বিবেচনা পূর্ব্বক সাত্ত্বিক আহারের নিয়ম পালন কর্ত্তব্য "যচ্ছক্যং গ্রসিতুং লোকে পরিপাচ্যং হি সর্ব্বথা। গ্রসেৎ শুভকরং দ্রব্যং তদাদ্যং ভূতি মিচ্ছতা॥" যাহা ভোজন করিবার উপযুক্ত, যাহা ভোজন করিলে পরিপাক হইতে পারে এবং যাহা পরিপাকাবস্থায় হিতকর হয়, তাহাই ভোজন করিবেক। "শরীরাজ্জায়তে ব্যাধি র্মানসো নাত্র সংশয়ঃ। মানসাজ্জায়তে সৌখ্যং শরীর ইতি নিশ্চিতঃ॥" শরীর অসুস্থ হইলে মনঃ অসুস্থ হয়, মনঃ অসুস্থ হইলে শরীর অসুস্থ হয়, ইহা নিশ্চয়। "শীতোষ্ণঞ্চৈব বায়ুশ্চ এবং শরীরজা গুণাঃ। তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বাস্থ্য লক্ষণং॥" কফ, পিত্ত, বায়ু এই তিনটী শারীরিক গুণ, যাহাদিগের এই তিন গুণ সমভাবে থাকে, তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়। 'তেষামন্যতমা দ্রোগ বিধান মুপদিশ্যতে। উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণং প্রবাধ্যতে॥' যখন এই তিনের অন্যতম গুণ প্রবাহের প্রাবল্য হয়, তখন তাহার প্রতিবিধান করিবার ব্যবস্থা আছে, উষ্ণ দ্রব্যের দ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্যের দ্বারা পিত্তের নিবারণ হয়। অমাবাস্যাতে নিশাপালন ও একাদশীর উপবাস এই গুলি যদিও ধর্ম্ম সংসৃষ্ট-

বোধে অনেকে অবশ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ঐ অবশ্যানুষ্ঠানের উপযোগিতা আছে; চন্দ্র কিরণে সমুদ্র-বারি স্ফীত হয়, চান্দ্র করে সমুদ্র-জলের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত আমাদিগের শারীরিক রস বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়; এই জন্য পূর্ণ-সামুদ্রিক-জলস্ফীতি একাদশী ও অমাতিথিতে সংযম করিবার নিয়ম করা হইয়াছে, শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষণ পক্ষে ইহা পরম শুভকর। তিথি বিশেষে জলকর অলাবু আদি ভক্ষণের প্রতি নিষেধ আছে, তাহারও তাৎপর্য্য শারীরিক রস সঞ্চার নিবারণ। বাস্তু ভূমির নিকট উদ্বাস্তু রাখিবার ও তাহা পরিচ্ছন্ন করিবার নিয়মও স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বলিতে হইবেক। তাঁহারা স্রোতস্বতীর জলে শরীর অবগাহিত করিয়া স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিতেন। স্রোতোজল, শরীরের স্বাস্থ্য পালনের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রদ, এইজন্য তাঁহারা নদীমাত্রকেই পূত-সলিলা বলিয়া আদর করিতেন। এই জন্যই "আপো নারায়ণঃ স্বয়ং" বলিয়া জলীয় গৌরব রক্ষা করিতেন। জল ব্যতিরেকে দেহ শুদ্ধি হয় না, এই কারণ বশতঃ জল ও বায়ুকে পবন বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ বায়ু ও জল উভয়ই মানব জীবনের উপাদেয় উপকরণ। পূর্ব্বে আর্য্যেরা মল্লযুদ্ধ, বাহুস্ফোট, মুদ্গারসঞ্চালন প্রভৃতি দৈহিক দৃঢ়তাকর ব্যায়াম করিতেন, ব্যায়াম করিবার জন্য ভারতবর্ষ সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, মহাভারতে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে ব্যায়াম করিবার প্রণালী বর্ণিত আছে, এবিষয়ে পূর্ব্বতম আর্য্যগণে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন; এখনও পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকদিগের ব্যায়াম-ভূমি ও ব্যায়াম ক্রীড়া সকল প্রীতি বর্দ্ধনের সহিত শারীরিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

প্রেমিকের মৃত্যু।

১

কোথা প্রিয়ে! প্রিয়তমে! রহিলে এখন?
বিদেশে বিধির বশে,
জীবতারা বুঝি খসে,
হৃদয় গগন তব করিয়া আঁধার!
দেখাতে আলোক,মরি! কেহ নাহি আর!
আকাশে অসংখ্য তারা,
নিত্য নিজ স্থান হারা;
কে লয় সন্ধান তার কে করে গণন?
যার মর্ম্ম বিধে মাত্র জানে সেই জন!

২

অনন্ত শয়নে আমা দেখ এক বার,
বসি মম শিরো-দেশে,
মৃদুভাষে মৃদু হেসে,
বরষি সুধার ধারা তোষ মম মন,
এজীবনে আর নাহি পাবে দরশন!
দুরাচার যমরাজ,
সাজিয়া চোরের সাজ,
প্রবেশি নিভৃত তব হৃদয় আগার!
একই রতন, হায়! হরে এই বার!

৩

আর কি দেখিতে পাব তোমার বদন?
প্রণয়ের মূর্ত্তি যায়
নিশীথিনী কি দিবায়,

সমুজ্জ্বল ভাবে কি বা খেলিত সতত,
অধুনা মাখিবে মসী জনমের মত!
যবে দিবাকর কর,
ভূষে অস্ত গিরিবর,
স্ফটিক কি স্ফুটে আর বিশদ কিরণ!
কারণ অনুগ কার্য্য শাসন লিখন।

৪

হেরিতাম তায় কিবা শোভা অভিরাম!
কিছু যার তুলনায়
নাহি মিলে এ ধরায়—
রাখি দেহ গোলাপের ভাতি আবরণে
নলিনী মিলিতা যেন বিধুর কিরণে!
তাহাতে নয়ন দুটী,
মরি কিবা পরিপাটী,
ইন্দীবর যুগ যেন শোভার সুধাম!
ভাবিয়া অবশ এবে তার পরিণাম।

৫

কে বলে বিষমতম মরণ যাতনা!
প্রিয়ার বিরহ ভাবী,
যখন হৃদয়ে ভাবি,
সবে করি পরাভব উন্নত আসন
অধিকার করি লয় "বিরহ বেদন"!
পুন যবে মনে হয়,
প্রাণান্তে অন্যথা নয়,
ইহার অসহ্য ভোগ; মিলন বাসনা
অনুমানি কভু আর সফল হবে না।

৬

তাহাতেই সহ মৃতি রীতির সৃজন!
এখন সে প্রথা নাই,
তাই মনে ভয় পাই,
প্রিয়ার বিরহ পাছে ক্ষণেকেরো তরে
প্রণয়-প্রবণ হৃদি অধিকার করে!
অতএব দয়াধার!
যাচি বর এই বার—
এতনু পঞ্চতা-গত হইবে যখন,
নিজ নিজ ভাগে যেন বিশে ভূতগণ!—

৭

প্রিয়ার শরীর রাগ হরে যেই সর,
তাহাতে আমার "জল"
মিশে যেন অবিকল;
অঙ্গন আকাশে তার 'আকাশ' আমার;
"মৃত্তিকা"—যথায় শোভে চরণ প্রিয়ার;
"জ্যোতি"—মম সে মুকুরে,
প্রিয়া যাহে মুখ হেরে;
"সমীরণ"—যে ব্যজনে শোভে প্রিয়াকর,
শীতল করুক তথা থাকি নিরন্তর।

শ্রীগ—

কাঁদিছে; নিশীথে, অই, কে, বল? রমণী।

১

কাঁদিছে, নিশীথে, অই, কে, বল? রমণী।
নিঃশব্দ, জগৎ, তবু, কাঁদে একাকিনী।
শুনিলে করুণ স্বর, হৃদয়েতে আসে জ্বর।
শিথিল হইয়া পড়ে, দেহ যন্ত্র-খানি!

২

এ ঘোর অমানিশায়, অন্ধকার চাপ প্রায়।
নিস্তব্ধ, পেচক ভয়ে, নাহি শুনি ধ্বনি।
ডুবেছে, সুধাংশু দেহ তিমির সলিলে।
অনুসঙ্গী তারাগণ সহ কুতূহলে।

৩

প্রাসাদ, রাজভবন, সৌধমালা অগণন।
করিত, যা নগরীর শোভা সম্পাদন।
শোভারাশি নগরীর বিভব এখন।
ডুবেছে ঘোর তমসে অদৃশ্য যেমন।

(ক্রমশঃ)

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

মাসিক পত্রিকা।

১ম, পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা [৭ম, খণ্ড।

আমরা কি সত্য সত্যই সভ্য হইয়াছি?

প্রাচীনকালে কোন নরপতির প্রমোদকর পশ্বালয়ে নানা জাতি পশু পক্ষী যত্নে প্রতিপালিত হইত। তন্মধ্যে দুইটী সুন্দর মর্কট মিথুন ছিল। নরপতি আমোদ করিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণ ও রজত বিনির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কার বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে নৃত্য ক্রীড়াদি প্রদর্শনে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মর্কট মিথুন এইরূপ যত্ন পালিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমাগত দর্শক মণ্ডলীর চিত্তরঞ্জন করিত, এবং তাঁহারাও ইহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রতিগমন করিতেন।

একদা রজনী যোগে ঐ দুইটী জন্তু বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময়ে একটী অপরটীকে বলিল, দেখ, নরকুলের স্ত্রীজাতির ন্যায় আমাদের শরীর অলঙ্কারে ভূষিত ও তাহাদিগের ন্যায় আমরাও নানাবিধ ক্রীড়া প্রদর্শনে নিপুণ হইয়াছি। তবে, আমরা কি সত্য সত্যই মানুষ হইয়াছি?

পাঠকগণ! আমাদের বঙ্গদেশ অনধিক সপ্তশত বর্ষ দুরাত্মা মহম্মদীয়দিগের শাসনাধীনে থাকায় আমাদের পূর্ব্ব কালের সভ্যতা, জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদি সকল বহুমূল্য পদার্থই বিলোপ হইয়াছিল; এক্ষণে সুসভ্য বৃটীস জাতির সুশাসনে আমরা উত্তম আহার, উৎকৃষ্ট পরিধেয়, সুদৃশ্য গৃহসামগ্রী ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদি প্রাপ্তে পরমসুখী হইয়াছি। আমাদের কিয়ৎকাল পূর্ব্বের

কথার সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে বোধ হয়, যেন আমরা সে বঙ্গ-দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন জনপদে আসিয়া বাস করিতেছি। এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া দেখিলে আমাদেরও মনে মনে উপর্য্যুক্ত মর্কট মিথুনের ন্যায় এই জিজ্ঞাস্যের উদয় হইয়া থাকে যে, আমরা কি সত্য সত্যই সভ্য হইয়াছি?

চিন্তাশীল ও বহুদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই অনুধাবন করিলে এই প্রশ্নের উত্তর আপনারাই প্রদান করিতে পারিবেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, রসনা তৃপ্তিকর আহার সামগ্রী, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাসাধক পরিচ্ছদ, সুদৃশ্য অট্টালিকা ও মনোহর যানাদি পদার্থ মাত্রেই সভ্যতার অনুগামী। যে দেশে, যে সময়ে সভ্যতার জ্যোতিঃ প্রথমে বিকীর্ণ হইতে থাকে, সেই দেশে সেই সময়ে উপর্য্যুক্ত বিবিধ প্রকার পরিবর্ত্তন তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু কেবল মাত্র উক্ত প্রকার বাহ্যিক পদার্থ সকল অবলোকন করিয়া দেশের সভ্যতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করা, রোগের সম্যক পরীক্ষা না করিয়া নীরোগিতা মনে করার ন্যায় নিতান্ত বিস্ময়কর। ক্রমশঃ দেহের বলাধান যেরূপ পীড়া শান্তির পরিণাম, জ্ঞানোন্নতি সমাজের সভ্যতার পক্ষেও তদনুরূপ। মানবমণ্ডলী যতই সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবেন, জ্ঞান-পথ তাঁহাদের পক্ষে ততই সুপরিষ্কৃত ও সন্নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবেক। অধিক কথা না বলিয়া এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবেক যে, সভ্যতা ও জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পুরস্কারের ন্যায় পরস্পর সাপেক্ষ।

যদি এরূপ নিশ্চয় হয় যে, জ্ঞান বৃদ্ধিই সমাজের সভ্যতার পরিচায়ক, তখন আমাদের বঙ্গীয় সমাজ তৎপথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা অনুচিত হইতেছে না। সত্য বটে আমাদের উদার রাজানুগ্রহে স্থলে স্থলে অনেক গুলিন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনেক লোককে কৃতবিদ্য করিয়া তুলিতেছে, সত্য বটে অনেকে রাজভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রধান প্রধান রাজপদ অধিকার করত অর্থ ও খ্যাতি লাভে সফল মানস হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা সমুদয় প্রজা সমষ্ঠির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে অতি অল্পই প্রতীয়মান হইবে না? যদিও দেখা যায় প্রধান প্রধান রাজ কার্য্যালয় স্বাধীন ব্যবসায়ী ব্যবহারাজীবে পরিপূর্ণ হইতেছে, যদিও দেখা যায় কোন কোন মহাত্মা রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া পরতত্ত্ব বিষয়িনী বক্তৃতা পাঠ করিতে করিতে বিশীর্ণ বদন হইতেছেন, যদিও কতকগুলিন কৃতবিদ্যের সমবেত চেষ্টায় সংবাদপত্র ও কতকগুলিন সাময়িক পত্র প্রচারিত হইতেছে এবং যদিও কতিপয় গ্রন্থাবলী পুস্তক বিক্রেতার বিপনীতে বা মুদ্রাযন্ত্রে গচ্ছিত বা কীট বিধ্বংশিত হইতেছে; কিন্তু এই সমস্ত কার্য্য দ্বারাই কি এরূপ নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, আমাদের বঙ্গীয় সমাজ জ্ঞানপথের অনেকদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন?

সমাজ বলিলে তাহার অর্থ কিরূপ বুঝাইবে? কোন দেশের কি সধন, কি নির্ধন, কি প্রধান, কি নিকৃষ্ট, কি উচ্চ, কি নীচ সকল শ্রেণীর লোকই বুঝাইয়া থাকে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সমূহে যে সমস্ত লোকে এতদিন জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই জমীদার বা কতকগুলিন মধ্যবিত্তের সন্তান মাত্র। আমাদের সমাজ রূপ বৃহদট্টালিকার ভিত্তি-স্বরূপ দরিদ্র শ্রেণীর বালক কতগুলিন এত দিনে কৃতবিদ্য ও জ্ঞানবান হইয়াছেন, কেহ বলিতে পারেন? ইহার উত্তর প্রদান করিতে সকলকেই যে অধোনেত্র হইতে হইবেক, বিচিত্র কি? কপটতাকে মন হইতে দূরে রাখিয়া ইহার উত্তর করিতে হইলে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের দেশ জ্ঞান ও সভ্যতার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের বাক্যের যাথার্থ প্রতিপাদনে অনেক রূপ যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন, কিন্তু তন্মধ্যে সমাজ প্রচলিত ভাষাতে সদুপদেশ পূর্ণ ও সদ্‌জ্ঞান বিবর্দ্ধক গ্রন্থের অসদ্ভাব ও অধ্যয়ন প্রণালীর দোষকে প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিবেন, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ মানব সমাজের শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ উপযোগিতা ধারণ করে, এমন আর কিছুতেই নয়। বক্তৃতা কার্য্য বিশেষে যতই উপাদেয় হউক না কেন, তাহা কতকগুলিন সমুপাগত শ্রোতৃবর্গের কর্ণেই প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র। এবং তাহা মানব হৃদয়ে চিরস্থায়িত্ব লাভে সমর্থ হয় না। তজ্জনিত হৃদয়ভাব বেলাকূলাঙ্কিত রেখানুপাতের ন্যায় অচিরস্থায়ী। পরবর্ত্তী জলোচ্ছ্বাসের অনাগমন কাল পর্য্যন্তই তাহার পরমায়ু। কিন্তু পুস্তক দ্বারা সেই হৃদয়ভাব উভয় দূরবিস্তৃতি ও চিরস্থায়িত্ব লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যে বক্তৃতা কেবল সমাগত শত বা সহস্র সংখ্যক শ্রোতৃবর্গের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে তাহাই পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট নীত হইয়া থাকে। বক্তা জীবিত কাল পর্য্যন্তই সমাজের উপকার সাধনে সমর্থ, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াও সমাজ মধ্যে জীবিতের ন্যায় চিরসঞ্চরণ করিতে থাকেন।

গ্রন্থ পাঠক মণ্ডলীর মধ্যে যে মহান ভাবের উদয় করিয়া থাকে, তাহাও কোন মতে সামান্য নহে। কোন বিদেশীয় পণ্ডিত, পরে লোকগত বিজ্ঞজনের সহবাস লাভে সমর্থ হইবেন ভাবিয়াই উপস্থিত মৃত্যু যন্ত্রণাকে সুখকর বোধ করিয়াছিলেন। এবং আমাদের দেশেও মহীপতি বলি, পণ্ডিত সহবাসে চিরজীবন পাতালে (অসভ্যজন পদে) অবস্থান করাকেও মঙ্গলকর জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে, উপাদেয় গ্রন্থ হস্তে থাকিলে আমাদের পরলোকে অথবা দূরদেশে গমনের প্রয়োজন থাকে না। গ্রন্থকার দূরে অথবা পরলোকে, যেখানে অবস্থান করুণ না কেন, যতক্ষণ আমাদের হস্তে তাঁহার রচিত গ্রন্থ রহিয়াছে আমরা ততক্ষণ অবচ্ছেদাবচ্ছেদে তাঁহার সহবাসে সুখ বোধ করিয়া থাকি। আমরা পুস্তকাধার সহিত গৃহ কুট্টীমে বসিয়া দেখিতে পাই যে,

সকল দেশের সকল সময়ের পণ্ডিতগণ আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তথায় আমরা আরও দেখিতে পাই, পূজ্যপাদ কবিকুল আমাদের জন্য কবিতা সংরচন, বিজ্ঞ ইতিহাস বেত্তারা ইতিহাস প্রনয়ণ, শ্রদ্ধেয় বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান, মাননীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা জ্যোতিঃ পদার্থের সমালোচন, সমাজ বান্ধব বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞান তত্ত্বের আবিষ্করণ ও অলোক সামান্য বুদ্ধি বিশিষ্ট পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞেরা দর্শন বিদ্যার চিন্তন দ্বারা আমাদের উপকার সাধনে নিরন্তর শ্রমক্লান্ত হইতেছেন। অধিকন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে যে, গ্রন্থাদি আমাদিগকে এক প্রকার সর্ব্বত্র গমন শীল করিয়া তুলে। পুস্তক হস্তে থাকিলে, কখনও আমরা সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার বক্ষোপরি ভাসমান, কখনও হিমাচলের সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে উত্থিত; কখনও নির্ব্বাত, নিরম্বু, মরীচিকাপূর্ণ বালুকারণ্যে ক্লিষ্ট, কখনও বা নানাবিধ ফল পুষ্প পরিপূর্ণ ও হংসমালা বিরাজিত কমল দল পরিশোভিত সরোবর বিশিষ্ট মনোরম উদ্যানের শোভা দেখিয়া হর্ষে গদ্গাদ হইয়া থাকি।

কিন্তু কি অপরিসীম সন্তাপ ও ক্ষোভের বিষয় যে, আমাদের মাতৃভাষায় এখন পর্য্যন্তও সর্ব্ববিধ বিষয় পূর্ণ গ্রন্থাবলী বহুলরূপে প্রচারিত হইতেছে না। আমাদের ভাষায় কয়খান বিজ্ঞান বা জ্যোতিঃ শাস্ত্রের পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়? কয়খান ইতিহাস পাঠ করিয়া দেশের লোকের জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহার চরিতার্থতা হইতে পারে? বলিতে কি, আমাদের বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা এখনও তত দূর উৎকর্ষতা লাভ হয় নাই, যদ্দারা বঙ্গীয় সমাজের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতা বৃদ্ধির সম্যক্ সম্ভাবনার কল্পনা করা যাইতে পারে। সত্য বটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ছাত্রেরা বিদেশীয় ভাষাধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদের আশার কতকাংশ সাফল্য করিয়া তুলিয়াছেন ও তুলিতেছেন, কিন্তু তদ্বারা আমাদের সমাজের কি উপকার দর্শিত হইতেছে? যত দিন নিঃস্ব ও দূর দেশবাসী জনগণ স্বল্পায়াসে ও অল্প ব্যয়ে পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে সক্ষম না হইতেছেন, যত দিন আমরা এরূপ দেখিতে না পাইতেছি যে, গোধন চরাইতে চরাইতে ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া সাহিত্য বিজ্ঞানাদি পুস্তক পাঠে মনোভিনিবেশ না করিতেছে এবং যতদিন আমরা কৃতবিদ্য কৃষককে হলস্কন্ধে পরিশ্রম পর না দেখিতেছি, তত দিন বঙ্গীয় সমাজের সভ্যতা ও জ্ঞানোন্নতি যে নাম মাত্রে উচ্চারিত হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। সত্য বটে কতকগুলিন শুভ্রকেশ মহাত্মা ও পরলোকগত গ্রন্থকর্ত্তা বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডার সুশোভিত করণে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কতকটা সুসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন; কিন্তু সেই মহাত্মাগণের পথে আর কয়জন নব্য কৃতবিদ্যদিগকে পাদবিক্ষেপ করিতে দেখা গিয়া থাকে? এই বিষয়ের একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত মহাত্মাকে অধোমস্তক হইতে হইবেক। যে কতিপয় মহাত্মা এরূপ স্বভাবের লোক নহেন, অবশ্য তাঁহারা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যাও যে অনধিক, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে। এমন কি ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় শীতল হইয়া উঠে যে, কোথায় এই সমস্ত মহাত্মা মাতৃভাষাকে শ্রীসম্পন্না ও সালঙ্কারা করিয়া তুলিবেন, না তদ্রচিত পুস্তক ও সম্বাদপত্রাদিকে সাদরে হস্তে স্থান দান করেন কি না সন্দেহ।

ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় এখনও সদ্জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ পুস্তক ও লিপি চাতুরি ততদূর বাহুল্য হয় নাই যে বহুমূল্য সময় নষ্ট ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া তৎপাঠে অনুরাগী হইব। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কিন্তু তাঁহাদের ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমাদের মাতৃ ভাষা এক্ষণে পতিহীনা, বিদেশীয় পতির অঙ্কশায়িণী হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারাই তাঁহার প্রিয় সন্তান। যাহাতে তাঁহার শোকবিশীর্ণ দেহে বলাধান ও পুষ্টিসাধন হয়, তদ্ভার তাঁহাদের স্কন্ধেই স্থাপিত আছে। যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহারা সেই মাতৃভাষার পুনর্জীবন সংস্করণে সযত্ন হইবেন, না সেই অনাথিনীর শোকানলে আরও ফুৎকার প্রদান করিবেন? যদি তাঁহাদের পুরে সকলেই এবং তাঁহাদের অনন্তরজাত বংশ্যেরাও ঐরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে মাতৃভাষার যে কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতে পারে, তাঁহারাই ভাবিয়া দেখিবেন। যদি বর্ত্তমান কয়েকজন মাত্র বঙ্গ বিদ্যানুরাগী মহাশয়েরা কালপ্রাপ্তে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষা তাঁহাদের অনুগামিনী হইবেন না, এ কথা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? যাহা হউক কৃতবিদ্যমণ্ডলীর বাঙ্গলা ভাষার প্রতি অনাদর সেই ভাষার গ্রন্থ প্রচারণ পক্ষে প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতদিন ইহাঁদের এই স্বভাবের তিরোধান না হইতেছে, ততদিন নানা বিষয় পূর্ণ গ্রন্থাবলী বাঙ্গলাভাষায় কোন রূপেই প্রচারিত হইবেক না। সুতরাং অজ্ঞানতার সহিত অসভ্যতাও অন্ততঃ অনেক স্থলেই স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে পরাঙ্মুখ হইবেক না। যদি সমাজ ক্রমান্বয়ে এই রূপ গতিতেই চলিতে থাকে, তাহা হইলে আমরা কখনই এরূপ গৌরব করিতে পারিব না যে, আমাদের দেশ সভ্যতা সোপানের উচ্চদেশে উত্থিত হইয়াছে। এবং ততদিন সকলকেই মনে মনে অনেক সময়ে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক যে, আমরা কি সত্য সত্যই সভ্য হইয়াছি?

ক্রমশঃ

পল্লীগ্রাম। (১)

(গত প্রকাশিতের পর।)

পাঠকগণ! পল্লীগ্রামের সহিত আপনাদের দ্বিতীয় খণ্ডে সাক্ষাৎ হইয়া-

(১) দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত 'পল্লীগ্রাম, লিখা দৃষ্টে দুই এক জন সহরবাসী সম্পাদকের অন্তরে বড় ব্যথা লাগিয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিয়া আপনাপন

ছিল, আর সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই। কোন বিশেষ কার্য্যনিবন্ধন ব্যস্ত ছিলাম, তজ্জন্য লিখিতে পারি নাই; অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। অদ্য কয়েকটী বিষয় আপনাদের গোচর করিতেছি।

নগরের উৎপত্তি স্থান কি? সে কোথা হইতে এত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইল? নাগরিক লোকেরা গ্রামবাসীদের অপেক্ষা আপনাদিগকে যে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, সে প্রাধান্য তাঁহারা কোথা হইতে লাভ করিলেন? এই সিদ্ধান্ত গুলির মীমাংসা করিতে গেলে পল্লীগ্রামের প্রতিই অগ্রে দৃষ্টি পতিত হয়।

আদৌ কোন স্থানে নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইলে পল্লীস্থ ব্যক্তিরা ক্রমশঃ তথায় যাইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন, বিবিধ দ্রব্যজাত তথায় লইয়া যান, সুরম্য পণ্য বীথিকা সকল নির্ম্মাণ করিয়া পরম রমণীয় পণ্যে বিভূষিত করেন। অনেকে রাজকার্য্যানুষ্ঠানে তথায় উপস্থিত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন, পরে স্ব স্ব পরিবার বর্গকে তথায় লইয়া যাইয়া নাগরিক বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। আর পল্লী-গ্রামের কথা মুখেও আনেন না। পল্লীস্থ ভ্রাতৃগণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, এমন কি, 'পাড়াগেঁয়েভূত' ভিন্ন আর কোন সম্বোধন করেন না। তাঁহাদের অপরাধের মধ্যে এই যে, তাঁহারা নাগরিক সভ্যতা জানেন না, অর্থাৎ 'সরস্বতি কুণ্ডের' বারি পানে একান্ত অনিচ্ছুক, শাস্ত্রোচিত ক্রিয়া কলাপে সদত অনুরাগী; বিজাতীয় আহার, ব্যবহার, রীতি নীতি, বেশ ভূষা ও সামাজিকতার সম্পূর্ণ বিদ্বেষী; এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রিয় নহেন।

সহরবাসী ভ্রাতৃগণকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমরা না হয় 'পাড়াগেঁয়েভূত' হইলাম, ভাল আপনারা কি সৃষ্টির আদিম কালাবধি নগরে বসতি করিতেছেন? দুই দিন সহরে বাস করিয়া কি পল্লীর প্রতি এত অশ্রদ্ধা জন্মিল? আপনারা পল্লীবাসীদের অপেক্ষা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ইহা সত্য, কিন্তু আপনাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি সুফল প্রসূ নহে, বরং বিবিধ মন্দের উত্তেজ বলিলে চলে। আপনাদের বিদ্যা ও প্রাখর্য্যহেতু পল্লীবাসীদের নিকট বহু সম্মান ও মর্য্যাদাই হন, কিন্তু যতই সেই সকল কার্য্যে পরিগত না হয়, ততই আপনাদের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হয়। 'বিদ্বান ও জ্ঞানীদের অনুবর্ত্তী হইবে' এই নীতিগর্ভ বাক্যটী পল্লীবাসীরা বড় ভালবাসেন, সুতরাং বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তির নাম শ্রবণে তাঁহাদিগকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ও তাঁহাদের সহিত সহবাসে আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু

পত্রিকা পূরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহারা যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে গেলে বিবাদ চলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু কাহারও সঙ্গে আমাদের বিবাদ করিবার ইচ্ছা না থাকায় তদ্বিষয়ের উল্লেখে বিরত রহিলাম। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহারা আমাদের দোষ দেখাইতে গিয়া তাঁহারা নিজে সেইরূপ দোষের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। শ্রী—

যখন তাঁহারা সুগন্ধ-চন্দন-লেপিত পুরীষ-পরিপূরিত-কুম্ভবৎ প্রতীয়মান হন, তখনই পল্লীবাসীদের চৈতন্য উদয় হইয়া হৃদ্ভক্তি উড়িয়া যায়।

হে সহরবাসী ভ্রাতৃগণ! আপনাদের যেরূপ বিদ্যা ও প্রখর বুদ্ধি, তাহার পরিচালনা দেখিলে পল্লীবাসীরা তোমাদের নিকট চির-বদ্ধ-কর থাকেন, কারণ তোমরা পল্লীগ্রামের শ্রেষ্ঠ তনয় বলিয়া পরিগণিত। আপনারা যদিও স্ব স্ব পদ মর্য্যাদা রক্ষা হেতু তাঁহাকে জননী বলিতে সলজ্জিত হও, কিন্তু তিনি প্রকৃতি-সিদ্ধ স্বার্থ শূন্য পবিত্র-অপত্য-স্নেহ-নির্ব্বিশেষে আপনাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। যদিও আপনারা নগরীর আশ্রয় গ্রহণে আপনাদিগকে উন্নত করিতেছেন, কিন্তু আপনাদের জীবন রক্ষয়িত্রী কে? সেই দুঃখিনী জননী পল্লী। তব সদৃশ দিগ্‌দিগন্তর-ব্যাপিনী-ব্রততি প্রসবনে তিনি বিবিধ নগর্যুদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। কোন স্থানে তোমরা লতামণ্ডপ হইয়া ধার্ম্মিকদের আশ্রয় স্থান হইয়াছ; কোন স্থানে নিকুঞ্জ কানন বেশে রাজতেজঃকে প্রবেশ করিতে দিতেছ না, সময়ে সময়ে প্রতিঘাত করিতেছ; কোন স্থানে আপনাদের প্রাকৃতিক শোভা বর্দ্ধন দ্বারা কাব্যরসকে পরিপুষ্ট করিতেছ। কিন্তু তোমরা একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি যে, তোমাদের মূল কোথায়, এবং কে তোমাদের শরীরের পুষ্টি সাধনার্থ রস প্রদান করিতেছে? জননী পল্লীই স্বীয় শরীর রসে তোমাদের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। আমাদের অপেক্ষা তোমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ অধিক, কারণ তোমরা তাঁহার স্নেহময় ক্রোড় শূন্য করিয়া দূরদেশে অবস্থিতি করিতেছ; আমরা তাঁহার ক্রোড়ে সুখে অবস্থিতি করিতেছি, সুতরাং আমাদের নিমিত্ত তাঁহার কোন চিন্তা নাই। জননী সদাই দূরস্থ সন্তানগণের নিমিত্ত চিন্তিত থাকেন, তোমাদের একটুকু ক্লেশ শ্রবণ করিলে তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় হন, যতদিন না তোমাদের ক্লেশের অবসান হয়, ততদিন আহার, নিদ্রা বিবর্জ্জিত হন। দেখ, আমরা তাঁহার সুখময় ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়াও অনেক সময় অনশনে থাকি, কিন্তু তোমরা দূরদেশে থাকিয়াও প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য পাইতেছে। জননী আমাদের নিমিত্ত কিছুই সঞ্চয় না রাখিয়া স্নেহবশতঃ সকলই তোমাদের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেছেন। ইহা দ্বারা নগরীরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কোন সময় অজন্মা হইলেই নগরী শস্যের ভাণ্ডার স্বরূপ হয়, কিন্তু সেই শস্যের প্রসবিত্রী পল্লীগ্রামে তাহার কণামাত্রও সঞ্চিত থাকে না। ভ্রাতৃগণ! তোমরা মনে কর যে, তোমাদের আশ্রয় দায়িনী নগরী বিবিধ জীবনোপযোগী সামগ্রী সকল প্রদান করিতেছেন, কিন্তু তাহা ভ্রম, দুঃখিনী পল্লীই তাহার প্রদায়িতা। নগরী তোমাদিগকে এক প্রকার পৌষ্যপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের প্রসবিত্রী পল্লী অপেক্ষা তাহার স্নেহ যে সহস্রাংশে ন্যূন, তাহা বলা বাহুল্য। নগরী তোমা-

দিগকে বহু অর্থ প্রদান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে অর্থ কাহার নিকট হইতে পাইতেছেন? তোমাদিগকে অগ্রে কে প্রতিপালন করিয়াছিল, এক্ষণেও বা কে করিতেছে এবং ভবিষ্যতে বা কে করিবে? যিনি পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার কি প্রকৃত অপত্যস্নেহ আছে? নগরী তোমাদের দুঃখে এক সময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে না পারেন, কিন্তু দয়াময়ী পল্লী মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত ও ধৈর্য্য হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

নগরীকে এত পদ মর্য্যাদা কে প্রদান করিল? পল্লীই তাহার মূলীভূত কারণ। নগরী তাঁহার ক্রোড় হইতে সন্তান গুলিকে লইয়া আপনার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার গৌরব বৃথা, পল্লীই সেই গৌরবের যথার্থ অধিকারিণী।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে শ্রেষ্ঠত্ব কোথা হইতে লাভ করিতেছ? পল্লীই তাহার প্রদায়িতা। আমাদের অপেক্ষা তোমাদের প্রতি স্নেহের আধিক্য হেতু তিনি তোমাদের উন্নতির পক্ষে বিশেষ যত্নবান, সুতরাং তোমরা যে উন্নতি-সোপানের অধিক দূরে অবস্থিতি করিবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এটী যেন স্মরণ থাকে যে, আমরা সকলই পল্লীনন্দন, এক গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব পরস্পর ভ্রাতৃস্নেহ বদ্ধ থাকিয়া ঘৃণা, দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইব, তাহা হইলে সকলের যে উন্নতি হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তোমরা যতই পল্লীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ কর না কেন, তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ তোমাদের প্রতি চির বিরাজিত থাকিবে, কুপুত্র হইলে কুমাতা কখন হয় না। অতএব আইস আমরা সকল ভাই মিলিয়া মাতৃভূমির উৎকর্ষ সাধন করি। তোমরা আমাদের আনুকূল্য কর, আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতে থাক, তোমাদের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা কার্য্য করি। তোমরা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায়, তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি আমাদের অপেক্ষা সহস্রাংশে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সুতরাং তোমরা যাহা আদেশ করিবে, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া মানিব। কিন্তু দেখিও যেন কুপথে লইয়া যাইও না। মাতৃ ভূমির কি দুরবস্থা দেখিতেছ না? আমাদের ন্যায় সন্তান প্রসব করিয়া কি তাঁহার শেষে এত দূরবস্থা হইল? এস সকলে ঐক্যমতে কার্য্য করি। মাতৃভূমি আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন না। ভারতের সুনিয়ম সকল আবার কবে পুনরুদ্দীপিত হইবে? ভারত মাতা কবে পূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবেন? হে ভারত ভ্রাতৃগণ! একটি বিষয় আপনাদের গোচর করিতেছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি প্রায়ই ইউরোপ ও অপরাপর দেশের ইতিবৃত্ত ও সামাজিক সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া থাকি, সেই সেই বিষয় লইয়া মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্কও করি। এক দিবস রজনীতে একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি; তাহা আমার মনে চির অঙ্কিত থাকিবে। আপনারাও বোধ হয় তাহা শ্রবণে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারেন। তজ্জন্য সেটী নিম্নে বিবৃত হইল; পাঠ

করিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইতে পারেন।

স্বপ্ন।

আমি যেন একদা ইউরোপের ইতিবৃত্ত পাঠ করিতেছি, এমন সময় মলিন পরিচ্ছদধারিণী ভিখারিণী বেশে একটী বৃদ্ধা আমার নিকট আসিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন; ওখানি কি পুস্তক? কোন সংস্কৃত পুস্তক কি? আমি সামান্যা স্ত্রীলোক বোধে প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করি নাই, পরে তাঁহার বদন নিঃসৃত সুমধুর সংস্কৃত শব্দটী আমার শ্রবণ-বিবরে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে আমি বিস্ময়চিত্তে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বলিলাম, এখানি ইংরেজী পুস্তক। আমার বাক্য শ্রবণে প্রাচীনা যেন লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন এবং এরূপ এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন যে, তাহা গাত্রস্পর্শ করাতে দেহকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু বিগলিত হইল। ভ্রাতৃগণ! তখন আমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, আপনারা তাহা অনুভব করুন। তাঁহার এবম্বিধ ভাবদর্শনে আমি পুস্তক খানি ত্যাগ করিলাম, এবং তাঁহাকে অসামান্য স্ত্রীলোক, এমন কি কোন ত্রিদেববাসিনী দেবী বোধে জিজ্ঞাসা করিলাম; মাতঃ! আপনার এবম্বিধ ভাব প্রকাশের কারণ কি? আপনি কে? আপনার ঈদৃশ ভাব দর্শনে আমি বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়াছি। আমার বাক্য শেষ না হইতে হইতেই তাঁহার শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির সঞ্চার হইয়া চারি দিক আলোকিত করিল, আর কিছু নয়নগোচর হয় না, দেখিতে দেখিতে আমার শরীর অবসন্ন হইল, এবং ভূমিতলে মূর্চ্ছাপন্ন হইলাম।

কে আমার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিল, তাহা জানি নাই; উঠিয়া দেখি যে, সেই বৃদ্ধা আমার নিকট বসিয়া আছেন। যথায় বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম তথায় যেন আর নাই একটী সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম; তরুলতাদি কিছুই নয়নগোচর হয় না, প্রকৃতি দেবী যেন দিগম্বরী বেশে তথায় সুসজ্জিত রহিয়াছেন; সুনির্ম্মল নভোমণ্ডল যেন নীল চন্দ্রাতপ সদৃশ প্রান্তরোপরি শোভমান হইতেছে, এবং তথা হইতে সমীরণের গতিরোধার্থ প্রান্তরের চতুঃপার্শ্বে যেন বৃতি স্বরূপ বেষ্টন করিয়াছে। সেই জীব-শূন্য প্রান্তরে আমি ও ঐ প্রাচীনামাত্র রহিয়াছি। ইহাতে মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হওয়াতে আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। শাস্ত্রকারদিগের দেব দেবীর বর্ণনা সত্য বলিয়া অনুমিত হইল; নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম যে, ইনি কোন দেবী হইবেন, নচেৎ স্বল্পক্ষণ মধ্যেই এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার কি রূপে ঘটিতে পারে। ক্ষণকাল পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম এক্ষণেই বা কোথায়? আমি ক্রন্দন করিতে লাগিলাম, মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসরণ হয় না। প্রাচীনা আমার মুখ পানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন আবার নিমেষ মধ্যে সেই হাস্য বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার মুখকান্তি মলিন

করিল। তাঁহার হৃদয় প্রবাহী নয়নাশ্রুতে ভূমিতল আর্দ্রীকৃত করিল। ক্রন্দন সম্বরণান্তে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে আমাকে নিঃশঙ্ক চিত্ত করিলেন, এবং আমার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার সুকোমল ক্রোড়ে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, বাছা! তোমার ভয় নাই, আমি অন্য কেহ নই, তোমাদের দুঃখিনী জননী, আমার দুঃখের কথা দুই একটী শ্রবণ কর। তাঁহার ঈদৃশ আশ্বাস বাক্যে আমার সকল আশঙ্কা তিরোহিত হইল, এবং মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব প্রগাঢ় ভক্তিরসের উদয় হইল, কিন্তু বিস্ময় ক্রমশঃ মনোমন্দিরকে আচ্ছন্ন করিল। আমি বিনীত ভাবে মাতৃ সম্বোধনে বলিলাম, আপনি নিশ্চয় মানবী নহেন, কোন ত্রিদেব বাসিনী হইবেন। পূর্ব্ব জন্মাকৃত বহু পুণ্যফলে আপনার ক্রোড়ে স্থান পাইলাম। এক্ষণে কি আদেশ করেন করুন।

বাছা! তোমাদের বদন সুধাকর মলিন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। আমি তোমাদের জননী! তোমাদের দুঃখ কি আমার প্রাণে সহ্য হয়? আমি অনাথিনী হইয়াছি, আমার প্রতি সকলেই ঘৃণা ও বল প্রকাশ করিয়া থাকে, দুর্ব্বৃত্ত ম্লেচ্ছগণ ইচ্ছামত আমার উপর আধিপত্য স্থাপন, এবং উত্তরোত্তর আমাকে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভাগিনী করিতেছে। আমি বহু দিবস হইতে নাথ-হীনা হইয়াছি সত্য, কিন্তু যখন আমার অসংখ্য জগদ্বিখ্যাত তনয়েরা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন আমি রাজমাতা বলিয়া পরিগণিত হইব, ইহাই মনে করিয়াছিলাম। সে আশা ম্লেচ্ছ জাতিরা সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছে। আমার রাজমাতা হওয়া দূরে থাকুক, ভিখারিণী বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইতেছে। তোমাদের নিকট কত আশাই করিয়াছিলাম। তোমরা রাজপাটে বসিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিবে, পিতৃ পুরুষের ন্যায় রাজকার্য্য সমাধা করিবে, তাঁহাদের সুনীতি সকল পালন দ্বারা আর্য্যবংশের যশোকীর্ত্তি জগদ্বিস্তৃত করিবে। কিন্তু সে সকল কোথায়? তোমরা এক্ষণে নীচকুলোদ্ভূত কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান করিতেছ। তোমরা কোন্ বংশসম্ভূত তাহা কি বিস্মৃত হইলে? তোমাদের পিতৃ পুরুষের জীবন চরিত কি পাঠ কর নাই? এই ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যতিত আর্য্য ভাষাতে (সংস্কৃত) কি কোন পাঠ্য পুস্তক নাই? বিজাতীয় ভাষা পাঠে কি মাতৃভাষার প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা ও অনাদর জন্মিয়াছে? আমি কি তোমাদের এত অশ্রদ্ধার ভাজন হইলাম? হাধিক্! তোমাদিগকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়া আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইল?

বাছা! তুমি বালক, তোমাদের পিতৃপুরুষের ইতিহাস কিছুই অবগত নহ, আর্য্যেতিহাস পাঠ করিলে সকল বুঝিতে পারিবে। তোমরা সামান্য বংশে জন্ম গ্রহণ কর নাই, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বংশসম্ভূত। সেই নিমিত্ত তোমরা অনন্তকাল হইতে আর্য্য সন্তান নামে জগতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছ? জগতের অতি

প্রাচীন কালাবধি তোমাদের সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে। তোমাদের বীর্য্য, তোমাদের শৌর্য্য, তোমাদের মান, তোমাদের ধন, তোমাদের কুল, তোমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি জগদ্ব্যাপী। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি রূপ বল বিক্রম, কি রূপ পিতৃ মাতৃ ভক্তি, কি রূপ ভ্রাতৃস্নেহ, কি রূপ ধার্ম্মিকতা, কি রূপ বুদ্ধি মত্তা, কি রূপ বদান্যতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? যে বংশে বীর শ্রেষ্ঠ পরশুরাম, যে বংশে পিতৃপরায়ণ রামচন্দ্র, যে বংশে ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক মহাবীর লক্ষণ, যে বংশে বদান্যবর দাতাকর্ণ, যে বংশে মাতৃপরায়ণ ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠির, যে বংশে মহাবীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিজ্ঞবর ভীষ্ম, যে বংশে জগদ্বিখ্যাত বেদ ব্যাস ও বাল্মিকী প্রভৃতি অমরনাম ধেয় কবিগণ, যে বংশে কার্ত্তবির্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি মহাবীরগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল (ভারতের কেন, জগতের মুখোজ্জ্বল) করিয়াছিলেন, তোমরাও সেই আর্য্যবংশ সম্ভূত, তোমাদের সহিত তাঁহাদের কিছুই প্রভেদ নাই। কিন্তু তোমাদের ক্রিয়া কলাপ দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে, তোমরা যেন অন্য কোন বংশ সম্ভূত আর্য্যবংশে তোমাদের ন্যায় কুলাঙ্গার পুত্রগণ কখন জন্মগ্রহণ করে নাই। বাছা! দুঃখিত হইও না, আমার যন্ত্রণার উত্তরোত্তর উর্দ্ধগতি দেখিয়া তোমাদের প্রতি এরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলাম। দেখ, দুর্ব্বৃত্ত ম্লেচ্ছ জাতি আমার কি না দুর্দ্দশা করিতেছে? তোমরা আমার সন্তান হইয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া সহ্য করিতেছ। তাহারা আমাকে অনাথিনী করিল, আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিল, অবশেষে আমার নির্ব্বীর্য্য নির্ব্বোধ সন্তানগণকে কুহকমন্ত্রে বিমোহিত করিয়া স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছে, ও আমাকেও তৎপথগামী করণে উদ্যুক্ত রহিয়াছে। হায়! এ সকল কি আর সহ্য হয়! আমি কে? আমার ভাগ্য শেষে এই হইল। আমি বীর প্রসবিণী বলিয়া জগদ্বিখ্যাতা; আমার সে পুত্রগণ এক্ষণ কোথায়? তাহাদের পরলোকান্তে কি শেষে আমার এই দুর্দ্দশা হইল! ম্লেচ্ছগণের হস্তে পড়িলাম! এই বলিতে২ তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবিগলিত হইল। আমি তাঁহার শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়োদ্ভূত-বিলাপরাশি শ্রবণে আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ক্ষণেক বিলম্বে শোকসম্বরণ করিয়া বলিলেন; বাছা! তুমি কি নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছ? আমার ক্রন্দন দেখিয়া কি তুমি ক্রন্দন করিতেছ? আমার মনোবেদনা তোমার অন্তরকে অধিকার করে নাই। যাহা হউক, তোমাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

ভাল বাছা! তোমাদের বিজাতীয় ভাষার প্রতি এত অনুরাগ কেন? তোমাদের মাতৃভাষায় (সংস্কৃত) কি কিছুই নাই? যে ভাষা হইতে বিদেশীয় মহামহোপাধ্যায়েরা অমূল্য রত্ন সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কি তোমাদের চক্ষে সামান্য বোধ হইল? তাহাতে কি নাই? যাহা চাও তাহাই আছে। পদার্থবিদ্যা, দর্শন,

কাব্য, গণিত প্রভৃতি যাহা অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে বিজাতীয় ভাষায় যে সকল দর্শন, গণিত পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি পাঠ করিতেছ, তাহা তোমাদের মাতৃভাষা হইতে সংগৃহিত; প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহা বিজাতীয় বর্ণে লিখিত হইয়াছে। অপরাপর সভ্যজাতি তোমাদের মাতৃভাষাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাহার উৎকর্ষসাধনে যত্নবান হইয়াছেন, ও তাহা হইতে কতই মহামূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু তোমরা তাহাতে কিছুই নাই বলিয়া মাতৃভাষা সময়ে উচ্চারণ করিতেও সলজ্জিত হও! উত্তরোত্তর আর্য্যভাষা বিলুপ্ত প্রায়; বিজাতীয় ভাষা তোমাদের মাতৃভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবে, আর আর্য্যভাষা অন্যজাতির গৌরববর্দ্ধন করিতে চলিল। হা ধিক্! যে ভাষা আর্য্যগণের নিকট দেব-ভাষা বলিয়া উচ্চাসন লাভ করিয়াছিল, তাহা তোমাদের নিকট পদতলে দলিত হইল। কালের কি বিপর্য্যয়!!

তোমরা বিজাতীয় বেশভূষার এত অনুরাগী কেন? আমার ভাণ্ডারে কি পরম রমণীয় বেশ ভূষাদি নাই? আমি ভিখারিণী বেশে ভ্রমণ করিতেছি বলিয়া কি নিঃস্ব হইয়াছি? এমন মনে করিও না। দুর্বৃত্ত ম্লেচ্ছগণ যতই রত্ন হরণ করুক না কেন, কিছুতেই আমার ভাণ্ডার শূন্য করিতে পারিবে না। যত দিন ভারত অতল-অননুসন্ধেয়-রত্নাকর গর্ভে নিমজ্জন না করেন, ততদিন ভারতভাণ্ডার রত্নপূর্ণ থাকিবে। আমার ভাণ্ডারে কি মূল্যবান ও সুখকর বস্ত্রাদি নাই? রেসমি বস্ত্র, শাল প্রভৃতি হইতে কি পাঠ ও ঊর্ণা নির্ম্মিত বস্ত্রাদি বহু মূল্যবান ও সুখপ্রদায়ক বোধ হয়? হীরা, মণি, মাণিক্য অপেক্ষা কি কাঁচ বহু শোভার আধার? তোমরা কি ভ্রমে পড়িয়াছ!

তোমরা কি কারণ বিজাতীয় আচার, ব্যবহার ও সামাজিকতার অনুকরণ করিতেছ? অন্য জাতির আচার ব্যবহার অপেক্ষা তোমাদের কি নিকৃষ্ট? পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিভাজন জনক, জননী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতির চরণবন্দন ও তাঁহাদের পদরেণু মস্তকে গ্রহণ কি দূষণীয়? তাহা কি তোমাদের হিতাহিত জ্ঞানের অনুমোদিত নহে? বন্ধুগণকে করপ্রসারণ দ্বারা সম্ভাষণ অপেক্ষা আলিঙ্গনে কি অধিক আনন্দ প্রকাশ হয় না? হ্যাট, কোট্, পেণ্টুলুন অপেক্ষা কি ধুতি চাদরে সুন্দর দেখায় না? প্রতিবাক্যে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার না করিলে কি মাতৃভাষার লালিত্য সম্পাদন হয় না? ম্লেচ্ছ কামিনীগণ যাহা করিবে, আমার কন্যাগণ তাহার-অনুকরণ করিলে কি তোমাদের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে? ম্লেচ্ছ কামিনীগণ জাতি ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারে, স্বাভিমতে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে, সুতরাং পাতিব্রত্য তাহাদের অন্তরে স্বপ্নেও স্থান পায় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যাবতী সত্য, কিন্তু সে বিদ্যায় শেষে অবিদ্যা করিয়া তুলে! তাহারা স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে পারে এবং স্বাভিমতে

অন্যের সহিত সহবাস করিতে পারে। স্বামিরা তাহাদের পদানত, অনেক সময় পত্নীর চরণ সেবা করিয়া থাকেন। আমার কন্যাগণের ঐরূপ স্বভাব হইলে নিশ্চয়ই আমাকে ভারত-সাগরে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমরাও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া শেষে মাতৃ গর্ভে প্রবেশ করিবে। তোমাদের প্রকৃতি এক্ষণে যেরূপ কলুষিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে, অচিরেই আমার পবিত্রা সুশীলা কন্যাগণেরও প্রকৃতি ঐরূপ দূষিত হইবে। তাহাদিগকে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিনী কর, তাহা উত্তম; সৎস্বভাবা করিবার নিমিত্ত সদুপদেশ প্রদান কর, তাহাও উত্তম; কিন্তু তাহাদিগকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত যে ইচ্ছা করিতেছ, তাহাতে তোমরা আপনাদের পদে আপনারাই কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছ। অগ্রে তোমরা স্বাধীন হও! পরে তাহাদিগকে স্বাধীন করিতে যত্নবান হইবে। তোমরা স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে তাহারা স্বাধীনভাব ধারণ করিলে তোমাদিগকে দাসবৎ হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং এক্ষণে যেরূপ প্রভুত্ব প্রকাশ কর তাহার পথরুদ্ধ হইবে। যদি বল, আমাদের পিতৃ পুরুষেরা ত অবলাকুলকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। হাঁ, তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং স্বাধীন ছিলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল, তোমাদের ন্যায় দাসত্ব স্বীকার করেন না। পূর্ব্বে অবলাগণ যদিও স্বাধীন থাকিত, তাহা বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত, পরিণিতা হইলে পরমোপাস্য পতির অধীনে থাকিয়া তাঁহার চরণ সেবায় কালাতিপাত করিত। পতিসেবাই স্ত্রী জীবনের সার ধর্ম্ম। তাহারা যদি ম্লেচ্ছ রমণীগণের ন্যায় তোমাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, তবে তোমরা কি সুখী হও? তাহাদের দাস হইয়া থাকিতে কি ইচ্ছা কর? হা ধিক্! তোমরা এরূপ নির্ব্বীর্য্য হইলে।

তোমাদের বিজাতীয় ধর্ম্মে এত আস্থা কেন? নির্ম্মল বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা কি তাহা উৎকৃষ্ট? বেদের মত অপেক্ষা কি উৎকৃষ্টতর মত আছে? এক্ষণ কত বিজাতীয় ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করত বৈদিক মত নির্ম্মল জ্ঞানে তাহা অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু তোমাদের নিকট তাহা হেয় হইয়াছে। হা ধিক্! তোমরা আর্য্য সন্তান হইয়া অনুচিত ক্রিয়া কলাপে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বংশে কলঙ্ক প্রদান করিতেছ। তোমরা কি আর্য্য সন্তান? তাহার ত কিছুই লক্ষণ দেখিতেছি না! তোমাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না, তবে পুত্রের প্রতি জননীর প্রকৃতি সিদ্ধ স্নেহ নিবন্ধই তোমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া বসাই। তোমরা আমাকে বিবিধ যন্ত্রণা দিলেও আমি তোমাদের প্রতি স্নেহশূন্য হইতে পারিব না। চিরকালই ক্রোড়ে স্থান ও মুখচুম্বন করিতে থাকিব। যতই তিরস্কার, যতই ক্রোধ প্রকাশ করি না কেন, তোমাদের প্রতি সাজে বলিয়াই করি। কিন্তু তোমরা কি নিষ্ঠুর! অভাগিনী মায়ের প্রতি অণুমাত্রও যত্ন কর নাই। আমি দিবা নিশী রোদনে কালাতিপাত করিতেছি। শেষে একটী কথা

বলিয়া যাই যে, ম্লেচ্ছদের কূহকজালে পড়িও না, তোমাদের বধোপায়ই তাহাদের কূহক বিস্তারের চরম ফল। সাবধান! তোমাদের পিতৃ পুরুষের কার্য্যের অণুকরণ করিতে থাক, সকল বিপদ হইতেই মুক্তি লাভ করিবে, সকল দুঃখই নিরাকৃত হইবে। আমি এক্ষণ চলিলাম, তোমার এই পুস্তকখানি লও। আশীর্ব্বাদ করি পরম কারুণিক জগতপাতা তোমাদের প্রতি সদয় হইয়া তোমাদিগকে বিক্রমশালী ও আর্য্যোচিত বিবিধ গুণালঙ্কৃত করুন। এই বলিতে বলিতে আমাকে ক্রোড় হইতে নিম্নে রাখিয়া আমার মুখচুম্বন করত দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু নয়ন ফিরাইয়া পশ্চাদ্ভাগে দেখি, কেহই নাই। দণ্ডায়মান হইয়া সচকিতে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলাম। নিকটে কেহই নাই, অসীম বিজন প্রান্তর মধ্যে একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছি। অকস্মাৎ পূর্ব্ববৎ চারিদিক অপূর্ব্ব আলোকময় হইল। নিমেষ মধ্যে শূন্যবাণি হইল "বাছা! ভীত হইও না, আমি তোমাদের দুঃখিনী ভারত জননী, আমার আর ক্লেশ সহ্য হয় না।" ঊর্দ্ধ দৃষ্টিমাত্রে এক অনুপম প্রতিমূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। কিন্তু অকস্মাৎ এইরূপ ব্যাপারে আমার মনোমধ্যে পূর্ব্ববৎ ভয়ের সঞ্চার হইয়া শরীরকে অবসন্ন করিল, ভূমিতলে মূর্চ্ছিত প্রায়, এমন সময়ে যেন একটী কথা অর্দ্ধস্ফুট রূপে শ্রবণগোচর হইল, যে, "বাছা! বিনা অ——" আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না।

ক্ষণেক পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখি যে প্রাতঃকাল হইয়াছে। শয্যার পার্শ্বে আমার অধ্যয়নের পুস্তক খানি পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়াছে।

পাঠকগণ! সে দিবস স্বপ্ন চিন্তাতেই কালাতিপাত করিয়াছি। কিন্তু স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা কি সত্য হয়? পাঠকগণই বুঝিবেন।

ভ্রাতৃগণ! এতক্ষণ ত স্বপ্নবর্ণনে আপনাদিগকে ক্ষণেককাল বিরক্ত করিলাম। মনসার ভাসানের সময় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণন হইল। যাহা হউক আপনারা অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। অদ্য স্বপ্নটীর বিষয় একবার স্থির ভাবে চিন্তা করুন। পল্লীগ্রাম বর্ণনে অদ্য বিরত হইলাম।

ক্রমশঃ।

বজ্র।

গোপাল। সে দিন ত বজ্রের বিষয় বলেন না, আজ বলুন।

মাধব। তবে শোন।

বিদ্যুৎ অধঃপতনের সময় তথাকার বায়ু ভেদ করিয়া পড়ে, পরে বায়ুর পুনঃ সংযোগে ভীষণ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই বজ্র বলে।

গোপাল। বিদ্যুৎ পড়ে কেন?

মাধব। তাহার কারণ এই যে, তাড়িৎ দ্বিবিধ। ইহারা স্বাভাবিক সমভাবে থাকিতে ইচ্ছা করে। মনে কর, যদি একটী মেঘে কম পরিমাণে এক প্রকার তাড়িৎ থাকে, আর অন্য মেঘে অন্য প্রকার

অধিক পরিমাণ থাকে, তবে অধিকটী অন্যের সহিত সংযোগ হইয়া তাহাতে তাড়িৎ বর্ষণ করিতে থাকে, অবশেষে দুইটীই সম পরিমাণ তাড়িৎ ধারণ করে। ঐ রূপ পৃথিবীর কোন প্রকার তাড়িতের সহিত মেঘের তাড়িৎ সংযোগ হয় সেই সময়ই বজ্র হয়।

গোপাল। বজ্র পতনের সময় এক প্রকার 'গড়াস্' করিয়া শব্দ হয় কেন?

মাধব। যখন তাড়িৎ পূর্ণ মেঘ অতি নিকটে থাকে, তখন বিদ্যুৎ অল্প দূরত্ব বশতঃ স্বল্প পরিমাণ বায়ু ভেদ করিয়া আইসে, সুতরাং বাতাসের পরস্পর সংযোগে যে শব্দ হয়, তাহা এক বারেই কর্ণে লাগে।

গোপাল। কখন কখন চড় চড় শব্দ করে কেন?

মাধব। যখন তাড়িৎ পূর্ণ মেঘ অনেক দূরে থাকে, তখন অধিক দূর হইতে বায়ু ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ পড়ে সেই জন্য শব্দটী ক্রমে ক্রমে শোনা যায়।

গোপাল। আপনাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, শব্দের উৎপত্তি স্থান কি?

মাধব। বাতাসেই শব্দ উৎপন্ন হয়। আমরা যে কথা কই, তাহা বায়ু দ্বারা শোনা যায়, অর্থাৎ আমাদের কথা অগ্রে বাতাসে লাগিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, সেই বাতাসের সংযোগ হইলে কথা গুলি আমাদের কর্ণে লাগে। বন্দুকের শব্দ হয় কি করে? তাহাও ঐরূপ। কোন বস্তু পড়িয়া গেলে শব্দ হয়, তাহাও ঐরূপ। তবে যে, শব্দের কম বেশী হয় তাহা বস্তুর গতি অনুসারে হয়, অর্থাৎ কোন বস্তু অধিক তেজে পড়িলে অধিক শব্দ হয়, যেমন বজ্র, উহা এরূপ সতেজে পড়ে যে, তথাকার বায়ুরাশিকে প্রবল বেগে বিচ্ছিন্ন করে। সুতরাং তাহারাও প্রচণ্ডবেগে পুনঃ সংযোগ হয়। তোমাকে একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দেইঃ—মনে কর একখানি রজার মেকারের ছুরি প্রথম খুলিবার সময় অধিক বল চাই, তাহাকে যখন মুড়িতে হয়, তখন সেই পরিমাণ তেজে গিয়া পড়ে। খুলিবার সময় ও যে পরিমাণ কট্ করিয়া শব্দ হয়, পড়িবার সময়ও ঠিক সেই পরিমাণ শব্দ হয়।

গোপাল। এত বুঝালুম; বজ্রের যে চড়্চড়্ শব্দ হয়, তাহা কোথা থেকে আরম্ভ হয়? যেখান হতো বিদ্যুৎপড়ে সেখান হতো ত বায়ুর সংযোগ শব্দটী শোনা যায়।

মাধব। তুমি ত বেস্ প্রশ্ন করেছ? ইহার মীমাংসা বড় সহজ নয়।

বিদ্যুৎ যে স্থান হইতে পড়ে অগ্রে তথাকার বাতাসই ভেদ করিয়া আইসে, সুতরাং অগ্রে সেই স্থানের বায়ুর শব্দই শোনা যাইবে। কিন্তু তাহা নয়। সর্ব্ব নিম্নের বায়ুর কম্পনের শব্দ প্রথম কর্ণ গোচর হইবে।

গোপাল। এ আবার কি রকম?

মাধব। বিদ্যুৎ উপর হইতে এত তেজে ও শীঘ্র পড়ে যে, উপরের ভেদিত বায়ু পুনঃ সংযোগ হইবার পূর্ব্বেই উহা নিম্ন ভাগে উপস্থিত হইয়া তথাকার

বায়ুকে কম্পিত করত শব্দ উৎপাদন করে এবং উপরের শব্দ কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই নিম্নের শব্দ অগ্রে শোনা যায়, ক্রমে ক্রমে উপরের শব্দ কাণে বাজিতে থাকে, তাতেই চড়্ চড়্ শব্দ হয়। শব্দের গতি অপেক্ষা বিদ্যুতের গতি অনেক প্রবল। শব্দ এক মিনিটে ১৩ মাইল যাইতে পারে, কিন্তু বিদ্যুৎ ঐ সময়ে ৪৮০ বার পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে। শব্দের গতি ১ সেকেণ্ড ৩৮০ গজ, অতএব একটী বিদ্যুৎ ১৯০০ গজ হইতে পড়িলে উপরের শব্দ ৫ সেকেণ্ডে (১৯০০ ÷ ৩৮০) আমাদের কর্ণগোচর হইবে। বিদ্যুৎ যে সময় উপরের বায়ু ভেদ করিয়াছে, প্রায়ই সেই সময় নিম্নের বায়ুও ভেদ করিয়াছে, সুতরাং অগ্রে নিকটের শব্দ শোনা যাইবে। পরে পূর্ব্বের হিসাব অনুসারে ক্রম উপরি ভাগের শব্দ আমাদের কর্ণে বাজিতে থাকিবে, সর্ব্বোচ্চো ভাগের শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা বিলম্বে আসিবে।

গোপাল। বজ্র কখন কখন গুম্‌গুম্ বোধ হয় কেন?

মাধব। তখন তাড়িৎ পূর্ণ মেঘ অধিক দূর দেশ হইতে তাড়িৎ বর্ষণ করিতে থাকে, সেই জন্য শব্দটী অস্পষ্ট বোধ হয়।

গোপাল। বজ্র পতনের সঙ্গে কখন কখন ঢালা বৃষ্টি হয় কেন?

মাধব। বিদ্যুৎ পতনের সময় তথাকার বায়ুর প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, বায়ুর বারিধারনাশক্তি আর থাকে না, সেই জন্য ঢালা বৃষ্টি হয়।

গোপাল। বারিধারণাশক্তি কিরূপ?

মাধব। বায়ু জলকণা সকলকে সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে। এ বিষয় অন্য সময়ে বিশেষ করিয়া বলিব।

গোপাল। বজ্রপতনের পর কখন২ ঝট্‌কা বাতাস হয় কেন?

মাধব। বিদ্যুৎ পতনের সময় বায়ুর প্রাকৃতিক অবস্থা অর্থাৎ তাহার স্থিরভাব থাকে না, সুতরাং ঝটিকার ন্যায় হয়।

গোপাল। গ্রীষ্মকালে বজ্রপতন হয় না কেন?

মাধব। হয় না এমন নয়, তবে তাড়িৎ পূর্ণ মেঘ এতদূরে অবস্থিতি করে যে বজ্রের শব্দ কর্ণ গোচর হয় না।

গোপাল। বজ্রের অগ্রে ঝলক্‌টা দেখা যায়, ক্ষণেক বিলম্বে শব্দ শোনা যায় কেন?

মাধব। তোমাকে ত এখনই বুঝায়ে দিলুম যে, বিদ্যুতের আভাটা শব্দ শুনিবার পূর্ব্বে অগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ বিদ্যুতের গতি শব্দ অপেক্ষা প্রবলতর।

গোপাল। হ্যাঁ হ্যাঁ পূর্ব্বে বলে দিয়েছেন। ভাল, এখন জিজ্ঞাসা করি, বৃষ্টি ও বিদ্যুতের সময় কোন্ কোন্ স্থানে থাকা অবিধেয়?

মাধব। বৃক্ষের নিকটে, উচ্চ অট্টালিকাও নদীতে অথবা কোন স্রোতের নিকটে থাকিবে না।

গোপাল। কেন? গাছে কি উচ্চ বাড়িতে কি করে?

মাধব। কারণ উর্চ্চ বস্তুতে সর্ব্বদা

বিদ্যুৎপড়ে; সুতরাং তাহার নিকটে থাকিলে উহা হইতে আমাদের উপর পড়িয়া শরীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে।

গোপাল। উচ্চ বস্তুতে কেন বিদ্যুৎ পড়ে?

মাধব। তাড়িত পতনের সময় উচ্চ বস্তু তাহার দূরত্বের হ্রাস করে, সেই জন্য অগ্রে দূর স্থানে না পড়িয়া নিকটবর্ত্তী বস্তুতেই পড়ে। মনে কর, কোন স্থান হইতে তাড়িত-পূর্ণ মেঘ সহস্র হস্ত দূরে আছে, তথা হইতে তাড়িত বর্ষণের সময় তাহার নিম্নে যদি একটী বৃক্ষ পঞ্চাশ হাত উচ্চ থাকে, তবে অগ্রে বৃক্ষে পড়িয়া পরে নীচে আসিতে পারে, কারণ, বৃক্ষটী তাহার দূরত্বের হ্রাস করিল।

গোপাল। বৃক্ষাদিতে পড়িয়া তাহার নিম্নে মানুষ থাকিলে তাহার উপর পড়ে কেন?

মাধব। তাড়িত স্বাভাবিকই উত্তম পরিচালক বস্তু দিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। সুতরাং বৃক্ষ ও গৃহাদি অপেক্ষা মনুষ্য দেহ উত্তম পরিচালক বলিয়া তাহা শীঘ্র স্পর্শ করে। কিন্তু ঐ বাড়ী প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত হইলে মানুষের শরীর স্পর্শ করিবে না, কারণ, মনুষ্যদের অপেক্ষা ধাতু উত্তম পরিচালক।

গোপাল। তাড়িত গাছের ভিতর দিয়া, না উপর দিয়া পরিচালিত হয়?

মাধব। গাছের ছাল এবং কাষ্ঠ এই দুয়ের মধ্য দিয়া যায়, কারণ, ঐ স্থানে রসপূর্ণ থাকে, তাড়িত উত্তম পরিচালকের সহিত শীঘ্র সংযোগ হইয়া চালিত হয়, সুতরাং বৃক্ষের ঐ স্থান উত্তম পরিচালক।

গোপাল। ভাল, মানুষের উপর দিয়া, না ভিতর দিয়া যায়?

মাধব। মানুষের শরীরের ভিতর দিয়া পরিচালিত হয়। কারণ, চামড়া অপেক্ষা রক্ত ও শরীরের অপরাপর তরল পদার্থ উত্তম পরিচালক, সেই নিমিত্ত চামড়ার নীচে দিয়া না যাইয়া রক্ত দিয়া পরিচালিত হয়।

গোপাল। অদ্য এই খানেই থাক। আর এক দিন শুনিব।

ক্রমশঃ।

আর্য্যেতিহাস।

চতুর্থ—পরিচ্ছেদ।

রাজনৈতিক নিয়ম।

"সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচি র্নরঃ। দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে॥"

রাজধর্ম্ম মনু।

নিতান্ত প্রাচীনতম কালেও আর্য্যজাতির স্পষ্ট 'রাজা' এই শব্দটী কেবল কর্ণ পরম্পরায় প্রচলিত ছিল, এমত নয়। তখনও রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিবার প্রচুর প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রাচীনতমসূক্ত-বিশেষে "রাজা" ও "রাষ্ট্র" এই দুই শব্দ প্রচলিত দৃষ্ট হয়। অমরাবতীনাথ সুরপতির রাজত্ব পদ কল্পনা-রচিত বোধ হয় না। তিনি সুসভ্য সুরগণের উপরি আত্মাধি-

পত্য বিস্তার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বপদের গৌরব রক্ষা করিতেন। সময়ে সময়ে অসুরকুল কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। কৌশল (সাম, দান, ভেদ, দণ্ড) অবলম্বন করিয়া অত্যাচারী অসুর বংশকে বিপর্য্যস্ত করিতেন। ভারতের অতি প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের বিবরণ অবগত হইলে বিশদরূপে জানিতে পারা যায় যে, রাজপদ, আর্য্যজাতির কোনমতেই অজ্ঞাত বা অপরিচিত ছিল না। মহামেধাবী, অতুল-বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন বৃহস্পতি অমর-রাজের সচিবত্ব কার্য্য করিতেন। তদানীন্তন সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন যোগ্যতার বিচার করিলে বৃহস্পতিই ঐ দুরবগাহ রাজনৈতিক কার্য্যের উপযুক্ত সহায় বলিয়াই বোধ হয়। ইন্দ্রের রাজত্ব যদিও সময়ে সময়ে সুর-বিরোধী দৈত্যগণকর্ত্তৃক বিঘ্নসঙ্কুল ও ভয়াবহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে সময়ে ইন্দ্র বিঘ্ন-বিপত্তি পরিশূন্য হইয়া রাজ্য চিন্তা করিতেন, প্রজা প্রতিপালন করিতেন, রাজনৈতিক নিয়ম সমুদায় আবিষ্কার করিতেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে অননুভূত সুখ, মানস অধিকার করিয়া থাকে। কালের তরঙ্গে, সৌভাগ্যের অস্থায়িত্বে তাহা এখন আমাদিগের কল্পিত উপাখ্যানের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। হা, স্বাধীনতা! তুমি বহুকাল নির্ব্বিরোধে, আর্য্যজাতির অঙ্কশায়িনী থাকিয়া নির্ম্মল শান্তি-সুখ অনুভব করিয়াছিলে; এখন তাহাদিগের অনন্তর বংশজেরা একবারে স্বাধীনতা পরিচ্যুত হইয়াছে। সৌভাগ্য! তোমার চাঞ্চল্যই কি ইহার কারণ নয়? হিন্দু সূর্য্য, যবন উৎপীড়নে দীর্ঘকালের জন্য অদৃশ্য অস্তগিরির তমোময় গুহায় লুক্কায়িত হইয়াছে, আমরা বিজিত জাতি, এসকল কঠিনতত্ত্বের সমধিক আলোচনায় আমাদিগের অধিকার নাই; আমরা পরমুখাপেক্ষী হইয়া সর্ব্ব প্রকার সুখানুভব করিব, এই রূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া আত্মজীবনকে শ্লাঘনীয় মনে করিব। এখন আমাদিগের মাতৃভূমিতে আর উত্তম উত্তম কবির আবির্ভাব দেখি না কেন? এখন আমাদিগের রসনা নিত্য নব নব কাব্যামৃত পানে পরিতৃপ্ত হয় নাই কেন? পূর্ব্বে স্বাধীনতা দেবীর প্রসাদে যে সকল আর্য্যসন্তান অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই প্রসাদে আমরা কবিত্ব কি পদার্থ, তাহা জানিতে পারিতেছি মাত্র, আর কেন বাণ-ভট্টতনয়ের তুল্য কবি দেখিতে পাই নাই? ইহার একমাত্র কারণ কি অস্বাধীনতা নয়? হৃদয়-বিশিষ্টলোক মাত্রেই এই সদুত্তর প্রদান করিবেন। যাহা হউক, এখন এই সকল স্বপ্ন-জল্পিত কল্পনার পর্য্যাবসান হওয়াই ভাল।

কি কারণে রাজার প্রয়োজন? দণ্ডই বা কি? এবং দণ্ডের আবশ্যকতাই বা কি? দেখা উচিত; যদি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তবে সমাজবদ্ধ না হইলে জীবন রক্ষার উপায় নাই, সমাজবদ্ধ হইলে নানাবিধ অলক্ষিত ও অপরিহার্য্য কারণে পরস্পরের বিবাদ হইতে পারে, ইহা সম্ভাব্য স্বীকার করিতে হইবেক।

সুতরাং যে শান্তি মনুষ্যকে মনুষ্য করিয়া তুলে, তাহারও হানি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই জন্য ক্ষুদ্র সামন্ত সৃষ্টির প্রয়োজন। যাঁহারা ক্ষুদ্র সমাজের বিবদমান বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। আবার ঐ সকল সামন্ত যদি স্বার্থপরতা, ঈর্ষ্যা, হিংসাদির বশীভূত হইয়া ঐ সকল সমাজের বিচার করে, তবে প্রকৃত উদ্দেশ্য বহুপরিমাণে নিন্দিত হয়, বিচারকে অবিচার বলিয়া পরিবোধ করিতে হয়। এই জন্য সর্ব্বোপরি অপ্রতিহত প্রাধান্যযুক্ত সর্ব্বগুণাকর, লোকের প্রয়োজন, এই কারণেই সাধারণের শান্তির বিধাতা ও সুখ দুঃখের অচ্ছেদ্য প্রতিবিধানকর্ত্তা, ইহাকেই 'রাজা' শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। মহাকবি কালিদাস রাজকর্ত্তব্য বর্ণনচ্ছলে লিখিয়াছেন, যে "প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাৎ ভরণাদপি, স, পিতা, পিতরস্তাসাং কেবলং জন্ম-হেতবঃ" প্রজাদিগের বিনয়াধান, রক্ষণ ও ভরণ এই কয়েক কার্য্যের জন্য রাজা তাহাদিগের যথার্থ পিতৃস্থানীয়। তবে তাহাদিগের (প্রজাদিগের) পিতা কেবল জন্মহেতু। অন্য এক স্থানে লিখিয়াছেন, যে "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ" প্রজাদিগের যিনি রঞ্জনকারক, তিনিই রাজা, বস্তুতঃ সংস্কৃতভাষায় রঞ্জ্ ধাতুর অর্থই তাহাই। এখন রাজা কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে প্রকৃত রাজশব্দের বাচ্য হইবেন, তাহাও দেখা উচিত। মহাত্মা মনু স্বপ্রণীত রাজধর্ম্মে বলিয়াছেন যে "স রাজা, পুরুষোদণ্ডঃ স নেতা শাসিতাচ সঃ, চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ" দণ্ডই রাজা, দণ্ডই পুরুষ, দণ্ডই নেতা, দণ্ডই শাসিতা, রাজাই চতুরাশ্রমের দণ্ডের প্রতিভূস্বরূপ। তৎপরে বলিয়াছেন "তমাহুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্। সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্মকামার্থকোবিদম্॥" উক্তবিধ দণ্ডের প্রবর্ত্তয়িতা রাজা সত্যবাদী হইবেন, অগ্রে পশ্চাৎ (পরিণাম ও বর্ত্তমান) বিবেচনা করিবেন, সুবুদ্ধি হইবেন এবং ধর্ম্ম ও কামের জ্ঞাতা হইবেন। যদি রাজা পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন না হন, তবে অনিষ্টের সীমা থাকিবে না। কি রূপ অনিষ্ট সম্ভাবনীয়, তাহাও মহাশয় মনু অনির্দ্দেশিত রাখেন নাই, যথা—"যদি ন স্যান্নরপতিঃ সম্যগ্ নেতা ততঃ প্রজা। অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লুবিতাহি নৌরিব॥" সম্যক্ প্রকারে শাসনকার্য্য-পটু এরূপ নৃপতি যদি দুর্লভ হয়, তবে সমুদ্রেতে নাবিক বিরহিতা কর্ণ-বিহীনা নৌকা যেমন মগ্ন হয়, তদ্রূপ প্রজা বিপ্লব অনিবারণীয় হইয়া উঠে। রাজা কিরূপ নিয়মানুসারে চলিলে তাঁহার মঙ্গলের সহিত প্রজাকুলের মঙ্গল বিবর্দ্ধিত হয়, তাহাও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, যথা "সমীক্ষ্য সংবৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ, অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ" সম্যক্ বিবেচনা করিয়া প্রজাদিগের দেহ, ধনাদি বিষয়ে শাসন ব্যবস্থাপিত করিলে সমুদায় প্রজা, রাজাতে বিশেষ অনুরক্ত হইবেক, বিবেচনা পরিশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে তাহার সর্ব্বতোভাবে বিনাশ হয়। রাজা প্রজাদি-

গের অন্তঃশত্রু নিম্নলিখিত লোক হইতে প্রজার রক্ষা বিধান করিবেন, নতুবা প্রকৃতি সমূহের দুঃখের অবধি থাকিবে না, সুতরাং রাজাও তখন নামতঃ রাজা হইবেন মাত্র। রাজকর্ত্তব্যের অন্যথাভাবে প্রজাদিগের রাজার প্রতি আন্তরিক আস্থা থাকিবে না ও যদিও ভীতি বশতঃ অল্পক্ষণ থাকে, কিন্তু তাহা শারদ অভ্র-রেখার ন্যায় নিতান্ত স্বল্পস্থায়িনী "তস্করেভ্যো নিযুক্তেভ্যঃ শত্রুভ্যো নৃপ-বল্লভাৎ। নৃপতি র্নিজলোভাচ্চ প্রজা-রক্ষেৎ পিতেব হি" ॥ তস্কর, রাজনিয়োজিত পুরুষ, শত্রু, রাজার প্রিয় লোক ও রাজার নিজের লোভ হইতে রাজা পিতার ন্যায় প্রজা সকলকে রক্ষা করিবেক। কিরূপে কর গ্রহণ করিলে রাজা ও প্রজা এই উভয়ের অনিষ্ট হইবেক নাই অথচ উভয়ের আন্তরিক প্রীতি চিরকাল বিবর্দ্ধনশীল হইবেক, সর্ব্ব-বৃত্তান্তদর্শী অদ্বিতীয় রাজনীতিবিশারদ মনু তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন "সাম্বৎসরিক মাদৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েৎ বলিং স্যাচ্চান্যায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু" রাজা প্রজাদিগের নিকট হইতে সম্বৎসরিক কর গ্রহণ করিবেক, প্রজাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেক। তৎপরে কিরূপ কর গ্রহণ করিলে প্রজার কষ্ট হইবেক নাই, অথচ তাহারা সুখে বাস করিবেক, তাহাও উল্লিখিত হইতেছে, যথা "পুষ্পং পুষ্পং বিচিনোতি মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ, মালাকার ইবারামে ন যথাঙ্গারকারকঃ" উদ্যানে মালাকারের ন্যায় প্রত্যেক বৃক্ষ হইতেই পুষ্পচয়ন করিবেক, কিন্তু অঙ্গার-কারের ন্যায় বৃক্ষের একবারে মূলচ্ছেদ করিবে না। আহা! মহাত্মা মনু, কি নিঃস্বার্থ নিয়মই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রজার কষ্টের প্রতি তাঁহার বিশাল রাজনীতিপূর্ণ হৃদয় কত সদয়, কত মমতা-যুক্ত, তিনি রাজনীতি রূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া যে মহারত্ন হার নিজকণ্ঠে ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্যই নাই, তাহার গুণাবলী বর্ণন করা আধুনিক লেখনীর অসাধ্য, তিনি অতি প্রাচীন-তমকালে দুরবগাহ রাজনীতি শাস্ত্রের যেরূপ তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যেরূপ সদর্থ করিয়াছিলেন, যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা অধুনা-তন কালের সুসভ্য রাজাদিগের সর্ব্ব-তোভাবে আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেণ মনুর নিয়ম এত পরিচ্ছন্ন, এত সহজ, এত অস্বার্থ-পূর্ণ, যে, সবিশেষ পর্য্যালো-চনা করিলে রাজনীতির পরম আশ্চর্য্য বলিয়া শ্রদ্ধা করা যায়। এখন পীড়নের বিষয় লিখিত হইতেছে, "নোচ্ছিন্দ্যা-দাত্মনা মূলং পরেষাঞ্চাতি তৃষ্ণয়া। উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনা মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥" রাজা প্রাপ্য করাদি ত্যাগ করিয়া আত্মমূলোচ্ছেদ করিবে না। অধিক লোভ বশতঃ অধিক কর গ্রহণ করিবে না। অধিক লোভ বশতঃ অধিক কর গ্রহণ করি-লে পরের মূলোচ্ছেদ করা হয়, এই উভয় কার্য্যেই আপনাকে ও পরকে পীড়া দে-ওয়া হয়। কখন রাজার ধনাভাব হইলে নব নব করের সৃষ্টি করিয়া আত্মকোষ, আত্ম-জাতিদের উদরপূরণ করিবেক না, তাহা

হইলে প্রজাদিগকে সর্ব্বথা নিপীড়িত করা হয় এবং স্বেচ্ছাচার-জনিত ব্যবহারে প্রজাদিগেরও রাজার প্রতি অভক্তি জন্মে, রাজার নিজের অপরিমিত-ব্যয়িতা দোষে, অপরিণাম-দর্শিতা দোষে, অবি-বেচনা দোষে, অনর্থ বহুসংখ্য সৈন্য প্রতিপালন দোষে, অযথা ব্যবহার দ্বারা রাজকোষ পরিশূন্য হইলে জটিল রাজ-নীতি অবলম্বন করিয়া, রাজনীতির সাম-য়িক ব্যাখ্যা করিয়া, প্রজার ক্রন্দনের প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া, নূতন কর গ্রহণ করিবে, নচেৎ সর্ব্বস্বরিত্রয় দ্বারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবেক, এরূপ স্বার্থান্ধতা বিদূষিত রাজনীতি মহাত্মা মনু আদৌ স্বীকার করেন নাই, বরং স্পষ্টাক্ষরে বহুধা নিন্দা করিয়া গিয়া-ছেন, যথা "অনাদেয়ং নাদদীত পরি-ক্ষীণোঽপি পার্থিবঃ। নচাদেয়ং সমৃদ্ধো-ঽপি সূক্ষ্মমপ্যর্থমুৎসৃজেৎ॥" রাজা ক্ষীণ-ধন হইলেও যাহা লইবার নয়, প্রজা হইতে তাহা লইবে না এবং অতিশয় ধনাঢ্য হইলেও প্রাপ্য অল্প পরিত্যাগ করিবে না, রাজা অসহায়ের সহায়, তিনি নিরুপায় ব্যক্তিদিগের ধন গচ্ছিত রাখি-বেন, যথা "বৃদ্ধবালধনং রক্ষ্য মন্ধস্য—" বৃদ্ধ, বালক, অন্ধ, দীন ইহাদিগের ধন রাজা রক্ষা করিবেন। এখন চৌরাপহৃত ধন কি করিবেক, তদ্বিষয়ে রাজাকে উপ-দেশ প্রদত্ত হইতেছে। রাজা চৌরাপহৃত ধন এইরূপ বিধানে প্রদান করিবেন, যথা "দাতব্যং সর্ব্ববর্ণেভ্যো রাজ্ঞা চৌরৈর্হৃতং ধনং। রাজা তদুপযুঞ্জান শ্চৌরস্যাপ্নোতি কিল্বিষং ॥" প্রজাদিগের যে ধন চৌর, অপহরণ করে, তাহা চৌরের নিকট হ-ইতে লইয়া যাহার ধন তাহাকে দিবেন, যদি চৌরাপহৃত ধন রাজা আত্মসাৎ করেন, তবে আপনি চোরের পাপ-ভাগী হইবেন। কখন রাজা বা রাজ-নিয়োজিত প্রধান পুরুষ কোন মতে বৃথা শান্তি নষ্ট করিবে না। যদি শান্তি দেশ মধ্যে বিরাজমান থাকে, প্রজা-গণ নির্ব্বিপদ্ থাকে, তবে অনর্থ বিবাদ ঘটাইয়া দিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করিবে না। যাহা এখন কোন বিভাগীয় মহা-পুরুষদিগের নিত্যব্রত, তাহা মহাত্মা মনু নিতান্ত ঘৃণার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করি-য়াছেন, যথা "মোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্য পুরুষঃ। নচপ্রাপিতমন্যেন গ্রসেদর্থং কথঞ্চন॥" রাজা বা রাজনিয়ো-জিত ব্যক্তি লোভপরবশ হইয়া যাহারা বিবাদার্থী নহে, তাহাদিগের মধ্যে বি-পদ্ উত্থাপন করাইবেক না এবং অর্থী ও প্রত্যর্থীর আবেদিত বিষয় উপেক্ষা ক-রিয়া আপনি ধনলাভের চেষ্টা করিবে না। যদি কোন রাজা ধনান্ধতা ও লোভ বশতঃ কেবল প্রজাপীড়ন করিয়া ধন গ্রহণ করে, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রষ্টশ্রী হন, যথা "মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া। সোঽচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাৎ জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ ॥" যে রাজা কিছু বিবেচনা না করিয়া অনুচিত ধন গ্রহণ ও মারণাদি কষ্ট দ্বারা প্রজাবর্গকে পীড়া দেয়, সে, রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট ও স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত প্রাণে বিনষ্ট হয়। রাজা সর্ব্বদা ব্যসন-পরায়ণ হইবেক নাই, নিরন্তর ব্যসনী হইলে রাজ্য নষ্ট হইয়া

থাকে, রাজা যাহাতে সুনিয়মে রাজ্য পালন করেন,তাহারও উল্লেখ করা যাইতেছে "যথৈনং নাভিসন্দধ্যু র্মিত্রোদাসীন শত্রবঃ। তথা সর্ব্বং বিদধ্যাত্তু দেষঃ সামাজিকো নরঃ॥" মিত্র, উদাসীন ও শত্রুরা যাহাতে পীড়া দিতে না পারে, রাজা নিজ রাজ্যে এমন উপায় সকল করিবেন, সংক্ষেপে এই নীতি বলা হইল। "ধর্ম্মেণ রাজ্যং বিন্দেত ধর্ম্মেণ পরিপালয়েৎ। ধর্ম্মমূলাং শ্রিয়ং প্রাপ্য ন জহাতি ন হীয়তে॥" ধর্ম্মানুসারে রাজ্য লাভ ও ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিবেক। ধর্ম্মানুগতা রাজশ্রী কখন হীন ও ক্ষীণ হয় না। রাজা যদি সামান্য কারণে ক্রোধ-পরায়ণ হন, তবে সুবিচার, ধৈর্য্য পর্ব্বতগুহায় বাস করে, সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ নরপতি এককালে প্রজার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন, ভীষণ রাবিধি যদি প্রবল বায়ুবশে বিচলিত হয়, তবে বেলা কূল, কতক্ষণ সে মহাবেগ ধারণ করে? এজন্য রাজার ক্রোধ অযথারূপে প্রদীপ্ত না হওয়াই উচিত, এই জন্য "কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ দম্ভং দর্পঞ্চ ভূমিপঃ। সম্যগ্বিজেতুং যো বেদ স মহী মভিজায়তে॥" যে রাজা কাম, ক্রোধ, লোভ,দম্ভ, দর্প প্রভৃতি রিপুসকলকে বিশেষরূপে জয় করিতে জানেন,তিনিই পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। আর,রাজা যদি নিরন্তর আত্মসুখে নির্ব্বৃত থাকেন, তবে তাদৃশ রাজা হইতে প্রজার অণুমাত্র মঙ্গল নাই, বরং এতদ্দ্বারা অন্যোন্যের অনিষ্ট অবশ্যই সম্ভাব্য, তজ্জন্য মানব রাজনীতি গ্রন্থে তাহার সুন্দর অনুশাসন দৃষ্ট হয়, যথা "য আত্মনঃপ্রিয়সুখে হিত্বা মৃগয়তে শ্রিয়ং অমাত্যানামতিহর্ষ মাদধাত্যচিরেণ সঃ" যে রাজা আপনার প্রিয় ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত চেষ্টা করেন, তিনি অমাত্যদিগের অতি হর্ষ উৎপাদনে অবশ্যই অধিকারী হইবেন। অতঃপর রাজার মিতব্যয়িতা (পলিটীকেল ইকোনমি) বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইতেছে।

যথা "অতি ব্যয়েহ্যপেক্ষাচ তথার্জ্জনমধর্ম্মতঃ। পোষণং দূরসংস্থানাং কোষব্যসন মুচ্যতে॥" ধনাদির অতিরিক্ত ব্যয়তত্ত্বাবধান না করা, অধর্ম্ম বিষয় দ্বারা ধনতৃষ্ণা নিবারণ, অতি দূর সম্পর্কীয় লোকের পোষণ এই সকলকে কোষ ব্যসন বলা যায়, রাজকোষ এই সকল ও অন্যবিধ দোষে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। মহাত্মা মনু ইউরোপীয় ম্যান থসের পূর্ব্বে এবিষয়ে রাজাদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া গিয়াছেন, কেবল রাজাদিগকে নয়, অতি দূরস্থ ব্যক্তিদিগকে পোষণও তাঁহার (মনুর) মতে অনাবশ্যক, সুতরাং একান্নবর্ত্তিতা বিষয়ে মনুর মত নিতান্ত বিশুদ্ধ ছিল, তিনি যখন অতি দূরস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি পোষণকে রাজ ধনাগারের ব্যসন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে একান্নবর্ত্তিতা সংক্রান্ত কষ্ট-কর গার্হস্থ্য প্রথা অনুমোদিত নয়, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। একজন বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজাও যদি অতি দূরস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন দ্বারা হীনধন হন, তবে সামান্যাবস্থ কৃষক

হইতে মধ্যবিত্ত পর্য্যন্ত লোক কেন না কষ্ট ভোগ করিবে? একান্নবর্ত্তিতা বিষয়ে মনুর অভিপ্রায় হৃদয়-গ্রাহী বলিতে হইবেক। অতঃপর রাজা কি রূপ গুণযুক্ত মন্ত্রী বিনিযোগ করিলে রাজ্য সুশৃঙ্খলে চলিবেক, তদ্বিষয়ের নিয়মাবলী প্রদর্শিত হইতেছে, যথা "নাপরীক্ষ্য মহীপালঃ কুর্য্যাৎ সচিব আত্মনঃ। অমাত্যে অর্থলিপ্সা চ মন্ত্ররক্ষণমেব চ॥" মহীপতি বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিবে না। কারণ, অমাত্যগণের উপরিই অর্থ লিপ্সা ও মন্ত্র রক্ষণ নির্ভর করে। যদি মন্ত্রীর নব নব উন্মেষিত রাজনীতি দ্বারা প্রজার উপকার সাধিত হয়, তাদৃশ উন্নতমনাঃ গভীর রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রীর পুরস্কার কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে যুক্তিগর্ভ কথা অনুকীর্ত্তিত হইতেছে, যথা "যে যেন প্রতিবুদ্ধঃ স্যাৎ সহতেনোদয়ী ব্যয়ী। সুবিশ্বস্তো নিযোক্তব্যঃ প্রাণেষুচ ধনেষুচ॥" যে রাজা যে মন্ত্রী হইতে বর্দ্ধিত হন, তিনি সেই মন্ত্রীকে বাড়াইবেন ও উপযুক্ত ধন অর্থাৎ পুরস্কার প্রদান করিবেন, লোকের প্রাণ, ধন,অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্রকে নিয়োগ করিবেন। মন্ত্রী দোষেই রাজার রাজ্য বিপদাপন্ন ও শেষে নষ্ট হয়, রাজা সম্মন্ত্রিপ্রযোজিত না হইলে জটিল রাজ্য তন্ত্রভার একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে, এই জন্য কোন মহাকবি বলিয়াছেন যে "সদোষঃ সচিবশ্চৈব সদসৎ কুরুতে নৃপে। যাতি যন্তুঃ প্রমাদেন অশ্বো কাণত্ব বাচ্যতাং॥" সদোষ সচিবেরাই রাজার ভাল মন্দ যাহা করেন, কারণ, যন্তার প্রমাদ বশতঃ অশ্ব বিপথে পদার্পণ করিয়া থাকে। এখন মন্ত্রি-কর্ত্তব্য উল্লিখিত হইতেছে "প্রাপ্তার্থগ্রহণং দ্রব্য-পরিবর্ত্তানুরোধনং। উপেক্ষা বুদ্ধিহীনত্বং ভোগোহমাত্যস্য দূষণং॥" রাজ্য সম্বন্ধে প্রাপ্ত ধন, আত্ম সাৎ করা, পরিবর্ত্তন করা, রাজাকে অনুরোধ করা বা,উপেক্ষা করা,বুদ্ধিহীনত্ব ভোগাসক্তি, এই সকল অমাত্য দূষণ বলা যায়। রাজা কি রূপ দূত নিযুক্ত করিবেন, তাহা বলা হইতেছে, মনূক্ত দূত এত প্রশংসনীয় যে সুসভ্য ইংরাজজাতিও সেই দূতকে আদরণীয় মনে করিয়া থাকেন, দূত নিয়োগ, দূতের স্বকর্ত্তব্য পালন ও কি রূপ লক্ষণাক্রান্ত দূত প্রশংসা ভাজন হয়, তাহার প্রণালী অতি উত্তম রূপেই বর্ণিত হইয়াছে, "দূতঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদং, ইঙ্গিতাকার-চেষ্টাজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্ভবং॥" সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ, ইঙ্গিত ও মুখের ভাব প্রভৃতি দ্বারা মনোভাব জ্ঞান সমর্থ, বিশুদ্ধ স্বভাব, কার্য্যদক্ষ, মহদ্বংশ জাত এই রূপ ব্যক্তিকেই দূত করিবেক। এবঞ্চ "অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান দেশকালবিদ্ বপুষ্মান্ বীতভী র্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশংস্যতে" রাজ্যের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, বিশুদ্ধ স্বভাব, কার্য্যদক্ষ, স্মরণ শক্তি সম্পন্ন, দেশ কালজ্ঞ, উন্নত শরীর, নির্ভীক, বাগ্মী এতাদৃশ দূত প্রশংসনীয়। দূত যথার্থ বাদী হইবেক,দূতের যথার্থ বাদিতার অসদ্ভাব হইলে বিশেষ অনিষ্ট, সে দূত দূতই নয়, যে, অন্য রাজার যথার্থ মনোভাব অকপটে নির্ভয়ে বলিতে সক্ষম

না হয়। এই জন্য দূতের যথার্থ-বাদিতা-সংজাত রুক্ষ ভাষণ শুনিয়াও রাজা তাঁহাকে কোন প্রকার দণ্ড বিধান করিবেন না, যথা "নতু হন্যাৎ নৃপো জাতু দূতং কমপ্যনাপদি। স দূত-হন্তা নিরয়মাবিশেৎ সচিবৈঃ সহ॥" কোন কারণেই দূতের বধ কর্ত্তব্য নয়, যে রাজা দূতের প্রাণ নষ্ট করে, সে মন্ত্রীগণ সহ নরকে গমন করে। রাজা কি রূপে গূঢ়ানুসন্ধান করিয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, তাহার সাঙ্কেতিক উপায় প্রদর্শন পক্ষে মহাশয় মনু উপযুক্ত রূপ সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যথা "যথা নয়ত্যস্কৃ পাতৈঃ মৃগস্য মৃগয়ী পদং। নয়েত্তথানুমানেন ধর্ম্মস্য নৃপতিঃ পদং॥" যে রূপ ব্যাধ বাণ-বিদ্ধ পলায়িত মৃগের স্থান শোণিত চিহ্ন দ্বারা অবগত হয়, তদ্রূপ অনুমান ও প্রমাণ প্রভৃতির দ্বারা রাজা, যথার্থ বিষয় নির্ণয় করিবেন। অর্থাৎ বিশেষ সাবধানে গুপ্ত প্রণিধি দ্বারা নৃপতি প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদাস্পীভূত ব্যবহারের যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয়ে সর্ব্বদা চেষ্টাবান্ থাকিবেন। নতুবা অসত্য বিষয় সত্যাবরণ রূপ কঞ্চুকে আচ্ছাদিত থাকিবে। আর, অসত্য বিষয়, সত্যের গৌরব নষ্ট করিবে। এখন বিচারকর্ত্তা রাজা অতি সাবধানে নিজে বা নিযোজিত প্রাড়্বিবাকদ্বারা বিচারার্থীদিগের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এই প্রাড়্বিবাকের অর্থ মনুসংহিতায় সুন্দর রূপে দৃষ্ট হয়, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে "অর্থিপ্রত্যর্থিনৌ পৃচ্ছতীতি প্রাট্ তয়োর্মতং বিরুদ্ধ মবিরুদ্ধঞ্চ সভ্যৈঃ সহ বিবিনক্তি ইতি বিবাকঃ স চাসৌ স চেতি প্রাড়্বিবাকঃ" বাদী প্রতিবাদীকে যিনি জিজ্ঞাসা করেন এবং বিবদমান উভয়ের মত বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ইহা যিনি সভ্যদিগের সহিত বিবেচনা করেন, তিনি প্রাড়্বিবাক শব্দের অভিধেয়। মহারাজ শূদ্রক স্বপ্রণীত "মৃচ্ছকটিক" নাটকে এবিষয়ের বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, অধুনাতন কালে প্রথমেই যেমন এজাহার গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ দণ্ড-সম্বন্ধীয় ব্যবহারে, বিচারপতিও প্রথমে ব্যবহারের (মোকর্দ্দমার) প্রথমপাদ স্বরূপ (এজাহার) অভিযোগ গ্রহণ করিবেন ও তাহা ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ের প্রথমে (নথি) লিখিয়া রাখিবেন। আজ কাল অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে ও সাক্ষীদিগের ঘৃণ্য চরিত্র বশতঃ অনেকেই প্রকৃত সাক্ষী হইয়াও বিচারালয় স্পর্শ করা আপনার অপবিত্রতা মনে করেন। কিন্তু পূর্ব্বে তাহা ছিল না, কিরূপ সাক্ষী গ্রহণীয়, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন, যথা "গৃহিণঃ পুত্রিণো মৌলাঃ ক্ষত্রবিট্ শূদ্র যোনয়ঃ। অর্থ্যুক্তাঃ সাক্ষ্য মর্হন্তি যেচ কেচিদনাপদি॥" অর্থী কর্ত্তৃক মানিত হইলে, গৃহস্থ, পুত্রবান্ তদ্দেশ-বাসী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি ব্যক্তি সাক্ষী দানে যোগ্য হয়। আপদে অন্য সাক্ষীও লওয়া যাইতে পারে। সাক্ষী শব্দের অর্থ কি, তাহা লিখিত হইতেছে, যথা "সমক্ষ-দর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিদ্ধ্যতি। তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে॥" চক্ষু গ্রাহ্য ব্যাপারের সাক্ষাৎ দর্শনে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়, শ্রবণ যোগ্য

ব্যাপারের শ্রবণে সিদ্ধ হয়, অতএব সত্যবাদী, সত্যশ্রাবী, সত্যদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানে ধর্ম্ম ও অর্থ নষ্ট হয় না। দণ্ডও দেশ কাল পাত্রভেদে প্রযোজ্য, যথা "অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌচ তত্ত্বতঃ। সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥" অপরাধের অনুবন্ধ, দেশ, কাল, ইচ্ছাধীনতা প্রভৃতি যথার্থ বিবেচনা করিয়া যে যেমন দণ্ড-যোগ্য, তাহাকে তদ্রূপ দণ্ড প্রদান করিবেক। যদি বাদী প্রতিবাদী দণ্ড দ্বারা উত্ত্যক্ত হইয়া রাজার নিন্দা করে, তবে তাহা শ্রবণ করিয়া রাজার ক্রোধপর হওয়া অনুচিত, কারণ, মানুষ দণ্ডিত হইলেই অধিক দুঃখানুভব করে, সেজন্য, তাহাদিগের দুঃখ প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, মনুষ্যের স্বাভাবিক স্বাধীনতা নষ্ট করা কাহারই সাধ্য নয়, এবিষয়ে রাজাই হউন, অথবা সম্রাটই হউন, অতুল ক্ষমতা এই মানবীয় নৈসর্গিকী স্বাধীনতা কোন ক্রমেই নষ্ট করিতে পারে নাই, যথা "ক্ষন্তব্যং প্রভুনা নিত্যং ক্ষিপতাং কর্ষিণাং নৃণাং। বাল-বৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ কুর্ব্বতা হিতমাত্মনঃ॥" যদি বাদী প্রতিবাদীরা স্বকার্য্যে দুঃখিত হইয়া নৃপতির নামে আক্ষেপ করে, তবে রাজার তাহা ক্ষমা করা উচিত। পরিশেষ চরম রাজ কর্ত্তব্য বর্ণন করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে, রাজার কর্ত্তব্য অতিবিস্তীর্ণ বিষয়, দুই কথায় বা দুইটী প্রস্তাবে বা দুই চারি খানি পুস্তকে তাহার ইয়ত্তা পরিচ্ছেদ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য; অতএব অতি সংক্ষেপে মনু যাহা অবতারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই নির্দ্দেশিত হইতেছে, যথা "যথা সর্ব্বাণি ভূতানি ধরা ধারয়তে সমং। তথা সর্ব্বাণি ভূতানি বিভ্রতঃ পার্থিবব্রতং॥" যেমন ধরণী স্থাবর জঙ্গম উচ্চাবচ সকল পদার্থ সমান রূপে ধারণ করেন, তদ্রূপ বিদ্বান, ধনী, গুণবান্ নির্গুণ, দীন, অনাথ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রাণীকে পালন করা রাজার ধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

ভারত ভূমি।

(১)

ধরায় ভারত ভূমি গৌরবের ধন।
ইহার সমান দেশ না হেরি কখন।
ভারত ভবনে কত, ধর্ম্মপুত্র শত শত
যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র হরিশরণ
জনমিয়া শুভক্ষণে
সাধে ধর্ম্ম কায় মনে
আমরি লক্ষণ কিবা! যাঁহার মতন
না পায় খুঁজিয়া কেহ দেবর সুজন।

(২)

ধরায় ভারত ভূমি গৌরবের ধন।
ইহার সমান দেশ না হেরি কখন।
কিবা শাস্ত্র আলাপনে, কিবা গ্রন্থবিরচনে,
কিছুতে নহেক ন্যূন ভারতের জন
হের সাংখ্য পাতঞ্জল
রয়েছে দৃষ্টান্ত স্থল
ভবভূতি কালিদাস বাণীর নন্দন
আমরি ত্রিদিব ধামে ভারত ভবন।

(৩)

ধরায় ভারত ভূমি আদরের ধন।
ইহার সমান দেশ না হেরি কখন।
সঙ্গীত লহরী মরি, উঠেছে গগন পরি,
ভাসায়েছে সুখ-স্রোতে মানবের মন।
নারদের বীণা যন্ত্র
জানিত কি তন্ত্র মন্ত্র
পঞ্চমুখে মহাদেব গায়িত যখন
আমরি কি ভাব হোত ভারতে তখন।

(৪)

ধরায় ভারত ভূমি সুখ্যাতির ধন।
ইহার সমান দেশ না হেরি কখন।
সমর তুলনা তার,কোথাও মিলে না আর,
তূরী ভেরী ভীম নাদে কাঁপিত গগন।
কোদণ্ড টঙ্কারে তার
ত্রিভুবন হত আর
থর থর কলেবর বিস্ময়ে মগন।
ছায়িত কলঙ্ক কুলে গগন প্রাঙ্গন।

(৫)

ধরায় ভারত ভূমি স্মরণের ধন।
ইহার সমান দেশ না হেরি কখন।
কিবা শিল্পগুণ তার, এক মুখে বলা ভার,
ঢাকার কাপড়ে মরি কর বিলোকন।
দ্বিরদ রদের কাজে,
ধরামাঝে নাহি সাজে
পারস ভারত কাছে অতি পুরাতন
আমরি এহেন স্থান কোথায় এখন ?

(৬)

ধরায় ভারত ভূমি গুমরের ধন।
ইহার সমান দেশ না হেরি কখন।
প্রসিদ্ধ কাশ্মীরি শাল,আছে দেখ বহুকাল
রজত কাঞ্চন কাজ সুচারু কেমন !
" মিশর গ্রীসের প্রায়
নাহি কেহ তুলনায় "
বলে যারা—আঁখি মেলি দেখুক এখন
রাজপুতনায় কিবা মন্দির রতন।

(৭)

ধরায় ভারত ভূমি সুখের ভবন।
ইহার সমান দেশ না হেরি কখন।
সুন্দর গোলাব মরি,গাজীপুর আলো করি,
সলিলে পশিয়া করে গন্ধ বিতরণ
কোথায় বিলাতী জল
নাহি তায় পরিমল
কিসে ইস্তাম্বুল তবে আদরের ধন ?
হইল ফরাসী গর্ব্ব চরণে দলন।

(৮)

ধরায় ভারত ভূমি রতন ভাণ্ডার।
ইহার সুসমা কভু না ধরে সংসার।
কালুর সম্বল পুরে, হীরা জন্মে সুপ্রচুরে,
গোলকুণ্ডা চির খ্যাত বুন্দেলেতে আর
সূর্য্য চন্দ্র অয়স্কান্ত
পদ্মরাগ সুসম্ভ্রান্ত
উজলে ভারত খনি দূরিয়া আঁধার
আমরি এমন দেশ কোথায় আবার।

(৯)

সোণার ভারত লোকে বলে সাধারণ।
তাহার অন্যথা সত্য না হয় কখন।
বেহারে শোনের তলে, স্বর্ণ রেণু জলে জ্বলে,
ভৈরবী, কাকুই, জাজে, আর অনুক্ষণ
মহীশূর কুমায়ুনে
আকরে বিপুল গুণে
জনমে দেখ না কত বিমল কাঞ্চন
আমরি এমন দেশ কোথায় এখন ?

(১০)

ধরাধামে পুণ্য ভূমি ভারত ভবন।
সুন্দরী প্রকৃতি দেবী করে বিরাজন।
শাখী পরে শুকশারী, শ্যামাপাখী সারি সারি
কোকিল কোকিলা মরি জুড়ায় শ্রবণ
পাপিয়া ময়না স্বরে
কিবা মন মুগ্ধ করে
ময়ুর ময়ুরী সুখে করিছে নর্ত্তন
আমরি এহেন স্থান কোথায় এখন ?

(১১)

জগতে ভারত ভূমি গৌরবের ধন।
ইহার সমান দেশ না হেরি কখন।
ফল মূলে সুশোভিত, মুনিগণ মনোনীত,
ফুল্লমুখে হাসে মরি কুসুম রতন।
হরিণ হরিণীচয়
হেরে আঁখি তৃপ্ত হয়
শশক সজারু সুখে করিছে ভ্রমণ
আমরি এরূপ কোথা স্বভাব ভূষণ।

ক্রমশঃ

বঙ্গমহিলাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।

গত প্রকাশিতের পর।

চীন দেশীয়েরা রমণীর প্রতি কি ব্যবহার করেন,কাহার অবিদিত নাই; অতএব বঙ্গে কোন নূতন নিয়ম সংস্থাপিত হয় নাই; ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সংসারের মঙ্গল নিমিত্ত যাঁহারা এত ক্লেশ সহ্য করেন,তাঁহারা অবশ্য দয়ার পাত্র, অশ্রদ্ধেয় নহেন। ইউরোপীয়েরা অন্য অভাব সত্ত্বেও নারীগণকে সমাদর করিয়া থাকেন, বঙ্গে সেইটীর অভাব ; যে সময়ে ভারতের সামাজিক নিয়ম প্রথা সংস্থাপিত হয়, অনেক দেশের সমাজ সৃষ্টি তখন হয় নাই। নূতন বিধি এককালে দোষ শূন্য হওন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না, পাশ্চাত্যেরা ক্রমে ক্রমে তাহার উৎকর্ষ সাধনান্তে সভ্যতার উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও এককালে নির্দ্দোষ না হইতে পারে। মানবের রুচি ও সমাজের অবস্থানুসারে নূতন নূতন নিয়ম হইতেছে এবং কে বলিতে পারে, সভ্যাভিমানী ইউরোপীয়দিগের বর্ত্তমান নিয়ম সমূহ সময়ে অব্যবহার্য্য হইবে না, আমেরিকার নবপ্রবাসীগণ ইউরোপীয় পৈতৃক আচার ব্যবহার বিদ্যা বুদ্ধির কিঞ্চিৎ উন্নতি করিয়া সভ্যতার উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশ কাল ভেদে মনুষ্যের আচার ব্যবহারের ভিন্নতা হয়। আরব, পারস্য,তুরস্ক দেশীয় মুসলমানদিগের আচার ব্যবহারের সহিত পল্লীগ্রাম বাসী কৃষিজীবী মুসলমানদিগের প্রকৃতির তারতম্য দেখিলে বিশেষ লক্ষিত হইবে, এবং ইংরাজেরা যদি হিন্দু, মুসলমানদিগের সহিত বিশিষ্টরূপে মিলিত হয়েন, তাহা হইলে পরিণামে যে অনেকে ইজার, চাপকান, ধুতি, চাদর পরিধান করিয়া মহরম, কালীপূজা দিতে উৎসাহ প্রদান করিবেন, সে আশাও আমাদের আছে। আমরা দেখিয়াছি, অনেক ইংরাজ মহরম করিয়া থাকেন, দুই একটী শৈবও আছেন। আমরা নিয়মের দাস, বিবেকের স্বতন্ত্রতা নাই ; মুনি ঋষিগণ যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাই চিরকাল মান্য করি-

তেছি। মনুর পর আর কোন বিচক্ষণ সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ জন্ম গ্রহণ করিয়া নূতন নিয়ম সংস্থাপিত করেন নাই, সার্দ্ধদ্বি-সহস্র বৎসর যখন মনু অবিচ্ছেদে একাধিপত্য করিতেছেন, তখন তাঁহার বিধি সকল বদ্ধ-সংস্কার না হইবে কেন? অজ্ঞ রমণী ও শাস্ত্রজ্ঞ আদিশূর আনিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশাবলী এক্ষণে বঙ্গের ভূষণ, ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজানুগৃহীত বলিয়া যে প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে মেধা ও অধ্যবসায় গুণে কি সেই প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিতেছেন? আচার ব্যবহার ও রুচির বিপুল ব্যত্যয় হইয়াছে। পিতৃ-ভূমির কোন লক্ষণ এক্ষণে বঙ্গ-বাসীতে লক্ষিত হয় না। মুসলমান রাজ্যকালে যবন, ইংরাজ রাজ্যে ইউরোপীয় ব্যবহার অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ব্যবস্থাপকের বিধি সকল খণ্ডন করিয়া সমাজ সংস্করণ করিতে পারেন নাই "খ্রীষ্টান হইয়াছেন বলিয়া দেবতা ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না" বিধবা বিবাহ অনেকে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন, কিন্তু আপনার বিধবা বালিকা বা ভগিনীর বিবাহ দিতে কেহ সাহস করেন না। এই সময় মধ্যে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যায় সমাজের উপকার হয় নাই, চিরকাল বিদ্যা উপার্জ্জনে জীবন বাহিত করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণ সহজে আপনাদিগের প্রতিপত্তি বিনাশ করিতে দেন নাই; সুতরাং সমাজের ও বালিকাগণের প্রতি ব্যবহার প্রায় একরূপ রহিয়াছে। কিন্তু ইংরাজ সভ্যতা বা সময় গুণে এক্ষণে স্নেহের অপেক্ষাকৃত আধিক্য আমরা দেখিতে পাই। আমাদের কোন বন্ধু কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাওন কালীন আপনার শিশু কন্যার নিমিত্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে, কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া জননী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে এবং অল্প বয়স্কা বিধবা কন্যা একাদশীর দিবস উপবাস করিবে বলিয়া অনেক জননী উপবাস করিতে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি।

অল্প বয়সে, স্বীয় গৃহে যাইতে হইবে, এই নিমিত্ত প্রচলিত ব্রতাদি দ্বারা ভাবি স্বামির ও তাঁহার পরিজন গণের মঙ্গল, স্বামির অবিচ্ছেদ প্রণয় সম্ভোগ, দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে আপনার নির্ম্মলতা ও স্বামী পুত্র লইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ প্রার্থিত হইয়া থাকে। বাল্য ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য কার্য্য শিক্ষা পাতিব্রত্য গুণের অঙ্কুর হয়। যে গুণে রমণী-রত্ন প্রার্থনীয়, তাহা বাল্য হইতে অভ্যাস করা, অতীব প্রয়োজনীয়, কিন্তু এক্ষণে বালিকাকে বিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত বঙ্গবাসী যত্নবান হইলেও ব্রতাদি ও অবস্থা-মত গৃহ কর্ম্ম সাধনে অনেক সময় অপব্যয়িতও হইতে দেওয়া হয়; বিদ্যাভ্যাসের উপযুক্ত সময় হইতে বিবাহ কাল পর্য্যন্ত অতি অল্প সময়, তাহাতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব; তাহার কিছু অপব্যয় না হয়, এতৎ সম্বন্ধে পিতা মাতা কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখেন; তাঁহাদের প্রদর্শিত স্নেহ ও বাৎসল্য যথেষ্ট শিক্ষা প্রদান করিয়া জগতের

আদর্শ স্বরূপ হইবে এবং বালিকাগণের দুঃখ প্রকাশের কারণ থাকিবে না।

পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার নাম হইলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে খড়্গ-হস্ত হইতেন; ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Juvinile Society নামক সভা দ্বারা প্রথমে স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তিনটী বিদ্যালয়ে ১৮০ হইতে ২১০ জন দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের রমণীগণ শিক্ষা লাভ করিতেন। কএক বৎসর পরে উক্ত সভা কার্য্য বিস্তার অভিলাষে ইংলণ্ড হইতে শিক্ষয়িত্রী আনয়ন করত Ladies Society for native female education in Calcutta and its vinnity নামে কএক বৎসর পরিশ্রম করত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন; ৩০ বিদ্যালয়ে ৬০০ ছাত্রী বিদ্যাভ্যাস করিত। * এই সময়ে অনেকেই আপন আপন ভগিনী ও কন্যাদিগকে লিখন পঠন শিখাইতেন বটে, কিন্তু জাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের বন্ধন যাঁহারা ছেদন করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন, তাহারাই বিশেষ যত্নশীল ছিলেন, শুভক্ষণে বেথুন সাহেব বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন; তাঁহার যত্নে ও অধ্যবসায়ে হিন্দুগণ স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারেন, উদার-স্বভাব বেথুন সাহেব প্রতিবন্ধকতার উন্মোচন করিয়া যে স্রোত চালাইয়াছেন, তাহা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওত ক্ষুদ্র বাধা সমূহকে বিনষ্ট করিতেছে।

এক্ষণে বঙ্গে ৩৪৪ বালিকা † বিদ্যালয়ে ৯৫১৮ টী ছাত্রী বিদ্যা লাভ করিতেছে, এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসিনী খ্রীষ্টান-মহিলাগণ ও এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টান মহিলাগণের সাহায্যে অন্তঃপুর-বাসিনী বয়স্থা রমণীগণ পাঠ ও শিল্প কার্য্য শিখিতেছেন। কলিকাতায় ১৪ ও পল্লীগ্রামে ৩৫ মধ্যে এক জন রমণী লিখিতে পড়িতে পারেন ‡ কলিকাতায় ইউরোপীয় ও খ্রীষ্টান সংখ্যাধিক্য হেতু শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা অধিক; কিন্তু উক্ত দুই তালিকা এক কালে দোষ শূন্য বোধ হয় না, কারণ, বঙ্গীয় রমণীগণ বিদ্যাভিলাষী নন, যাহা হউক, অনুমানে বোধ হয়, এক্ষণে এক চতুর্থাংশ রমণী বিদ্যালাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, এরূপ শিক্ষাধিক্য যত হইবে, ততই মনুষ্য হৃদয়ে ঘৃণা ও সমাদর পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান সঞ্চয় হইবে। মান্দ্রাজে এক্ষণে ৫১১২ টী বালিকা বিদ্যালাভ করিতেছে; বোম্বেও তাহার একাষ্টমাংশ, বঙ্গ ও মান্দ্রাজ স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে একাবস্থ। বোম্বে অন্যান্য বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন করিয়াও হীন বলিতে হইবে। মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষায় আস্থা আমরা জ্ঞাত নহি, তাহাদিগের স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয় আমাদিগের দৃষ্টি পথে পতিত হয় না!

আমাদের বালিকাগণের অবিবা-

* Adam's Report on the state of Education in Bengal.

† Directors education Report for 1871 & 1872, Page. 56

‡ Census Report of 1872.

হিতা যাহা অতি অল্প, সুতরাং কুমারী-দিগের বিষয়ে আর অধিক বলিবার কিছু নাই, কন্যা জন্মিবামাত্র আত্মীয়েরা অবস্থা মত বিবাহ ব্যয় সংগ্রহ করিতে উপদেশ প্রদান করেন, আমরাও সাধ্য মত আয়োজন করিয়া বালিকার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত।

গত প্রকাশিতের পর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রামায়ণ এবং মহাভারত আমাদিগের অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাব্য। সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে দুই অতি প্রসিদ্ধ রাজবংশের বিবরণ এই কাব্যদ্বয়ে সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত কাব্যের প্রণেতা বাল্মীকি এবং দ্বিতীয় কাব্যের প্রণেতা ব্যাস। বৈবস্বত মনু উভয় চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত। তাঁহার ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্র ও ইলা নাম্নী এক দুহিতা ছিল, মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তির কথা লিখিত হইয়াছে; ঐ বংশোদ্ভূত রামচন্দ্রই ইহার প্রধান নায়ক। ব্যাসলিখিত মহাভারতে চন্দ্রবংশের সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। ব্যাসদেব ধীবর-কন্যা সত্যবতীর গর্ভসম্ভূত। এক্ষণে এই কাব্যদ্বয় মধ্যে কোন্ খানির উল্লিখিত ঘটনা সকল প্রথম ঘটিয়াছিল, তন্নিরূপণ করা আবশ্যক। বাল্মীকিই প্রথম—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতীসমা। যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতম্॥

এই প্রকার নূতন ছন্দোবন্ধ করেন। তৎ পূর্ব্বে এপ্রকার ছন্দের প্রয়োগ কেহই করেন নাই। সুতরাং মহাভারতের পূর্ব্বে রামায়ণ লেখা অবশ্যই হইয়াছিল। কিন্তু উল্লেখিত ঘটনা সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ। কেহ বলেন যে মহাভারতোল্লিখিত ঘটনা সমস্তই প্রথম ঘটিয়াছিল। মহাভারতে দাক্ষিণাত্যের বিবরণ কিছুমাত্র পাওয়া যায় না, কিন্তু রামায়ণে ঐ প্রদেশের বিবরণ সবিস্তরে লিখিত হইয়াছে; এই হেতু অনেকে উপরি উক্ত প্রকার অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যখন মহাভারতের ঘটনা সকল ঘটিয়াছিল, তখন দাক্ষিণাত্যে আর্য্য অর্থাৎ হিন্দুদিগের বসতি হয় নাই। কিন্তু যখন ইহা লিখিত হইয়াছে যে বৈবস্বত মনু উভয় বংশেরই আদিপুরুষ, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে দুই বংশের নৃপতিগণ প্রায় এক সময় রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারতে যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে, রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধও সেই রূপে লিখিত আছে। এক্ষণে মীমাংসা করা উচিত যে এই দুই যুদ্ধের মধ্যে কোন্‌টি প্রথম ঘটিয়াছিল। ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে রাজা ইক্ষ্বাকুর ইলা নাম্নী এক ভগিনী ছিলেন। চন্দ্রতনয় বুধের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইলা ও বুধ হইতেই চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। এক্ষণে সংস্কৃত গ্রন্থ

হইতে ইহা অবগত হওয়া যায় যে ইক্ষাকুর লোকান্তর গমনের পর একান্বয়ে ৬২ জন রাজা অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর লঙ্কা-বিজয়ী রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়েন। ইলা ও বুধ হইতে কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ৫০ জন চন্দ্রবংশীয় ভূপতির রাজত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং সূর্য্য ও চন্দ্র উভয় বংশীয় এক এক রাজার রাজত্ব সময় গড়ে সমান ধরিলেও ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক সেই যুদ্ধ রামচন্দ্রের বহুকাল পরে ঘটিয়াছিল। কেন না মহাভারতে যবনদিগের কথা উল্লেখিত আছে এবং যদ্যপি ঐ যবন শব্দ দ্বারা গ্রীস দেশস্থ লোকদিগকে বুঝায়, তাহা হইলে মহাভারতেব কতকগুলি ঘটনা খ্রীষ্টীয় চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া মানিতে হইবে। অনেকে আবার পুরোচনকে গ্রীসদেশবাসী বলিয়া থাকেন। কিন্তু যে সময় সূর্য্যবংশে ৬২ জন রাজা, সেই সময় চন্দ্রবংশে ৫০ জন মাত্র রাজা ছিল, এ দুই বিষয় পরস্পর অসংগত হইয়া উঠে; অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে হয় চন্দ্রবংশীয় কতিপয় রাজা গণনায় পরিত্যক্ত হইয়াছেন, কিম্বা তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ছিলেন। নতুবা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে রামায়ণের যুদ্ধের অগ্রে বলিতে হইবে। আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে রামচন্দ্র সূর্য্যবংশ সম্ভূত এবং ইক্ষ্বাকু নামক নৃপতি ইহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। ইক্ষ্বাকুর পর ক্রমান্বয়ে ৫৩ জন রাজা রাজত্ব করিলে অজপুত্র দশরথ অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। দশরথের কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ী নাম্নী তিন প্রধান মহিষী ছিল। রামায়ণ-প্রণেতা বহুবিবাহের দোষ সম্যক্‌রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণিত নায়ক কৌশল্যা গর্ভসম্ভূত ছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক সুমিত্রা গর্ভজাত এবং ভরত নামক কৈকেয়ী গর্ভ সম্ভূত দশরথের আর তিন পুত্র ছিল। রামচন্দ্র মিথিলাধিপতি জনক নামক রাজর্ষির ধনুর্ভঙ্গ করিয়া তাঁহার সীতা নাম্নী তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃপতি দশরথ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের সমর নৈপুণ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করিলেন। তৎশ্রবণে কৈকেয়ীর ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল এবং তিনি এই কার্য্যের প্রতিবন্ধকতার নিমিত্ত নিবিষ্টমনা হইলেন। ইতি পূর্ব্বে কোন কার্য্যের নিমিত্ত সন্তুষ্ট হইয়া দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, দুষ্টমতি কৈকেয়ী এক্ষণে নৃপতির নিকট সেই দুই বর প্রার্থনা করিলেন এবং রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া স্বীয় তনয় ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অনুরোধ করিলেন। পিতৃবৎসল রামচন্দ্র পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত স্বীয় পত্নী এবং ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের সহিত বনে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। বাল্মীকি

সবিশেষরূপে ইহাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তিনি প্রথমে ঘর্ঘরা নদীতীর হইতে গোমতী তীরে গমন করেন। তথা হইতে প্রয়াগ সন্নিকটস্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া তৎপরে বুন্দেলখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় ভ্রাতৃবৎসল ভরত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করত দশরথের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করেন। ভরত যদিও রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার রাজ্যে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, তথাচ তিনি স্বীকৃত হইলেন না। ভগ্নমনোরথ হইয়া ভরত অযোধ্যায় ফিরিয়া আইলে পর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সীতার সহিত দশ বৎসর কাল দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করেন। বোধ হয়, এই মহাবন ভারতবর্ষের মধ্য স্থলে ছিল। অবশেষে ঋষি অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় রামচন্দ্র তন্নিকটে অনেক সমর-কৌশল শিক্ষা করেন এবং উক্ত ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি ধনুর্ব্বাণ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র উক্ত ঋষির সহিত গোদাবরী তীরস্থ তদাশ্রমে গমন করত কিছুকাল বাস করিলেন। এই প্রদেশের নাম জনস্থান। ঐ সময়ে এখানে অনেক রাক্ষস এবং মর্কটদিগের বাস ছিল। ইহারাই বোধ হয় ঐ স্থলের আদিম নিবাসী। সূর্পণখা নাম্নী লঙ্কাধিপ রাবণ-ভগ্নী রামচন্দ্রের রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বরণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করায় উক্ত যোদ্ধা তাঁহাকে অনেক তিরস্কার এবং অবমাননা করিয়াছিলেন। এই রূপে তিরস্কৃতা হইয়া উক্ত রাক্ষসী স্বীয় ভ্রাতা লঙ্কার অধীশ্বর রাবণকে প্রতি শোধের নিমিত্ত অনুরোধ করায় রাক্ষসাধিপ রামচন্দ্র-পত্নীকে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়াতে এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করত ঋক্ষ, মর্কটাদির সহায়ে লঙ্কায় আগমন করেন। এই সময় বিভীষণ ভ্রাতা রাবণ কর্ত্তৃক সভামধ্যে অপমানিত হইয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এইরূপে সাহায্য পাইয়া রামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ করিলেন। তৎপরে বিভীষণকে লঙ্কায় অধিপতিরূপে স্থাপন করিয়া অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা স্বীয় পত্নীর সতীত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

রামচন্দ্রের পর ষষ্টিসংখ্যক রাজা ক্রমান্বয়ে তদীয় সিংহাসনে রাজত্ব করেন। তৎপরে অযোধ্যায় সূর্য্যবংশের বিলোপ হয়। কিন্তু যদিও অযোধ্যাতে সূর্য্যবংশের বিলোপ হইয়াছে বটে, তথাচ স্থানান্তরে অদ্যাপি তদ্বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেছেন। উদয়পুরের রাণাগণ তদ্বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে রামচন্দ্রের লোহ (লব) ও কুশ নামক দুই পুত্র ছিল। লোহ, লোহকোট (এক্ষণে যাহাকে লাহোর বলা যায়) রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তর পর ৫৫ পুরুষ পরে সুমিত্র নামে এক রাজা উক্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রাজা বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী, উদয়পুরের রাণাগণ এই সুমিত্র রাজার সন্তান। সুতরাং তাঁহারা সূর্য্যবংশজাত বলিয়া পরিচয় দেন।

ক্রমশঃ।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম যে, ১৪ই ফাল্গুন বুধবার শ্রীযুক্ত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমা-

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

মাসিক পত্রিকা।

১ম, পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা [৮ম, খণ্ড।

আর্য্যেতিহাস।

৫ ম, পরিচ্ছেদ।

স্বাধীনতা।

"অসেবিতেশ্বর দ্বারমদৃষ্ট বিরহ ব্যথং।
অনুক্তক্লীববচনং ধন্যং কস্যাপি জীবনম্"

হিতোপদেশকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু শর্ম্মা, এই শীর্ষস্থ কবিতার রচয়িতা। তিনি সংক্ষেপে মনুষ্যদিগের স্বাধীনতার পরিচায়ক স্বরূপ, এই কবিতামাত্র রচনা করিয়া নীরব হন নাই। পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতির মধ্যে স্বাধীনতা দেদীপ্যমান ছিল। আর্য্যজাতি চিরকালই স্বাধীন, তাঁহারা কোন কালেই পরাধীনতা দ্বারা নিপীড়িত হন নাই, তাহাদিগের মন, মনোবৃত্তি আবহমানকাল স্বাধীন ছিল। তাঁহারা জেতা, ভারতের আদিম বাসীরা সকলেই তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। কোনও কালের কোনও রাজা তাঁহাদিগের নায়ক ছিলনা, বরং সকলেই তাঁহাদিগের দ্বারা নীত হইতেন। মহাকবি কালিদাস স্বপ্রণীত "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটকে কণ্ব শিষ্যের প্রথম সমাগমে অর্ঘপ্রদান পূর্ব্বক অসময় জিজ্ঞাসাব্যপ-দেশে বলিতেছেন, যে "স্বাধীন কুশলাঃ খলু সিদ্ধিমন্তঃ" অর্থাৎ ঋষিগণ স্বাধীন কুশল, সুতরাং সিদ্ধিযুক্ত মনুষ্য স্বাধীন না হইলে কুশলও স্বাধীন হয় না। স্বাধীনতা সর্ব্বাঙ্গীন সৌভাগ্যের প্রসূতি, স্বাধীন না হইলে কোন জাতিই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না, অন্তঃকরণ স্বাধীনতাযুক্ত হইলে দুরারোহ বিষয়ও অনায়াস সাধ্য হইয়া উঠে, জাতিগত গৌরবের মূলই স্বাধীনতা। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ স্বাধীন না হইলে কখনই আমরা সংস্কৃত ভাষার এত উৎ-

কৃষ্ট কাব্য, নাটক, জ্যোতিষ, বিজ্ঞানাদি বিষয় দেখিতে পাইতাম নাই। কাশীধামে মহারাজ মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত মান মন্দিরস্থ জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষক যন্ত্রাদি ও দৃষ্ট হইত না। ভারত যদি স্বাধীনতা ক্রোড়ে দীর্ঘকাল বসতি নাকরিত, তবে আর্য্যভট্ট, বরাহ মিহিরের সদৃশ অসাধারণ জ্যোতিষিকাদিগের উদয় দর্শন এককালেই আশার বহির্ভূত হইত। ভারত যদি অস্বাধীনাবস্থায় থাকিত, তবে পাশ্চাত্য সভ্যতা কোথা হইতে এত উন্নত হইত? জ্যোতিষ, বীজগণিত, ত্রিকোণ মিতি, পাটীগণিত, প্রভৃতির মূল সূত্র পরশ্ব দিন মাত্র যুরুপাখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিক্রমাদিত্য মহীপতির সময় ধরিলেও প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কিরূপ চিরস্মরণীয় উন্নতি হইয়াছিল? আমরা আমাদিগের জন্ম ভূমি ভারত প্রসূত সাহিত্যাদির জন্য চিরকালই গর্ব্ব করিব, জাতীয় গর্ব্ব কোনকালেই বিলুপ্ত হইবার নয়। যতদিন অবনীমণ্ডলে সদ্গুণের গৌরব থাকিবে, ততদিন ভারতের অধিনশ্বর যশঃ শত শত প্রলয়েও বিলীন হইবার নয়। যাহা হউক, স্বাধীনতার, যশো গান করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু 'স্বাধীনতা' এই কথাটী লিখিতে গেলেই সহসা পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম অনিবার্য্য বেসে মানস অধিকার করিয়া থাকে। আহা! কালের কি বিচিত্র গতি? সময়-প্রবাহের স্রোতঃ কি চঞ্চল! এই আবহমান বলবৎ স্রোতে উত্তর কোশলা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থ ও তদন্তর উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে, কোন চিহ্ন নাই বলিলেই হয়। হা ভারত রাজলক্ষ্মী! তুমি বিশাল বারিধির উত্তাল তরঙ্গ মালার ভয়াবহ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াও বৃটনীয় রাজপুরুষদিগের শিরোদেশে বরণীয় মাল্য অর্পণ করিয়া দুরাচার যবনদিগের হস্ত হইতে স্বপুত্রদিগকে উদ্ধার করিয়াছ, তোমার তনয়গণ সেই শ্বেতকায় জাতির প্রসাদে এখন নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন করিয়া মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। মহাত্মা অমর সিংহ স্বপ্রণীত অমরকোষে "চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌমো ভূপোঽন্যো মণ্ডলেশ্বরঃ" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরত্ব যদিও আর্য্যজাতির হস্তগত ছিলনা বটে, কিন্তু অবলার অনুকৃতি (নমুনা) স্বরূপ ভারত ভূমি তাঁহাদিগের আয়ত্ত ছিল, তাঁহারা প্রথম যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন ভারত আদিমবাসীদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল মাত্র, তখন ভারতের সৌভাগ্য-চিহ্ন অনাগত কাল গর্ভে নিলীন ছিল, তখনও ভারত রাজ্যকে ভারতবর্ষ বলিবার উপায় ছিল নাই, তৎপরে যখন পূজ্যপাদ পূর্ব্ব পুরুষগণ হলযন্ত্র সহ গোধন সমভিব্যাহার করিয়া প্রথমে ভারতে পদার্পণ করেন, তখনই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বীজ ভারতক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। সেই দিনেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইন্দ্রপ্রস্থ পত্তনের অঙ্কুর শাখা প্লাবিত হইয়া বৃক্ষশ্রেণী রূপে অবভাসিত হয়, সেই শুভক্ষণেই বাল্মীকি, কালিদাস, মাঘ প্রভৃতির কবি-

কুলের প্রতিভা শক্তির বীজ অবরোপীত হয়, সেই সন্তোষ কর সময়েই বদরিকাশ্রম, নৈমিষারণ্যবাসী আর্য্যপ্রবর ঋষিকুলের নিদান অনুস্মৃত হয়।

ফলতঃ মনুষ্য স্বাধীন দেশে স্বাধীনাবস্থায় বাসনা করিলে কখনই উত্তম বিজ্ঞানবিৎ বা জ্যোতিষিক বা কবি হইতে পারে না। মনের দ্বারে অর্গল থাকিলে প্রতিভা বা অনুসন্ধিৎসা কখনই মনোমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না; স্বাধীনতাই সর্ব্বপ্রকার মহোন্নতির একমাত্র কারণ। যদিচ পূর্ব্বে দুই এক করিয়া কবি হইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কষ্টকবি। তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি সমূহের যথাসম্ভব পরিচালনা হয় নাই, বুদ্ধিবৃত্তি উন্মোচিত হয় নাই। সুতরাং তেজস্বিতাও আশানুরূপ প্রকাশ পায় নাই। স্বাধীনতা না থাকিলে তেজস্বিতা থাকে না। এই উভয়ই নিতান্ত নৈকট্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ। একের অভাবে অন্যের অভাব হয়, মহাকবি বাল্মীকি স্বরচিত রামায়ণে বলিয়াছেন যে, "স্বাধীনতাচ্যুত জাতির মুখ যেরূপ বিষণ্ণ, তদ্রূপ—"তবে আদি কবি, মহাযশা বাল্মীক স্বাধীনতার যথার্থ অর্থ অবগত ছিলেন, তাহা ঐ মহাত্মার কাব্যের স্থানে স্থানে সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। যখন রামচন্দ্রের পিত্রাজ্ঞা পরিপালন স্থির জানিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধ দর্পিতভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন যে "বিদ্যুৎ তুল্য তেজোবিশিষ্ট তীক্ষ্ণধার অসিগ্রহণ করিলে আমি অন্য কি সাক্ষাৎ অমর রাজকেও গণ্য করি নাই, আমি অসিদ্বারা হস্ত্যশ্বরথি পদাতির বাহুরুপাদ চ্ছেদ করিয়া অযোধ্যাকে দুশ্চরা ও সহনা করিব, আমি কখনই মৃদু হইব নাই, কারণ মৃদু ব্যক্তিই সর্ব্বত্র পরিভূত হয়" এই উদ্দীপনা পূর্ণ মহার্হ বাক্য কি অস্বাধীন জাতির মুখ হইতে আশা করা যায়? পৌরুষ যে জাতির একমাত্র শরণ, সে জাতি স্বাধীন ভিন্ন জীবিকা লাভ করিতে পারে না। যেরূপ হুতাশন প্রভঞ্জন বলেই সমধিক দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে, তদ্রূপ স্বাধীনতা, পৌরুষ তেজস্বিতা প্রভৃতিকে অজেয় করিয়া তুলে। জাতীয় গৌরব, মানরক্ষার মূলই স্বাধীনতা, মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন, যে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্য স্বাধীনতা পরিচ্যুত না হয় সেই পর্য্যন্তই মনুষ্যের মনেও যশঃ স্থির অধিক, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মানুষ মানুষ বলিয়া গণ্য হয়, যে পর্য্যন্ত স্বাধীনতাযুক্ত মান হইতে হীন না হয়। আর্য্যজাতির স্বাধীনতার বিশদ দৃষ্টান্ত ইহা হইতে আর কি হইতে পারে? কবিগণ আর্য্যদিগের মুখ স্বরূপ ছিলেন, পূর্ব্বতন ব্যবহার তাঁহারা কবি মুখদ্বারাই অবতারিত করিতেন। স্ববৃত্তি তাঁহাদিগের অজ্ঞাত পূর্ব্ব ছিল; অরণ্যবাসী হইয়াও স্বাধীনতার সুখ তাঁহারা ভোগ করিতে বিরত ছিলেন না। দীনতা আর্য্যদিগের অতি দূরে বাস করিত। মিথ্যাকথনাদি দোষ সমাজ স্থিতি ভঙ্গের প্রধান সাধন তাঁহারা তাহা প্রাণাত্যয়ও করিতেন না; স্বাধীন অন্তঃকরণ বশতঃ উচিত কথা ইন্দ্র প্রভু হইলেও বলিতেন, রঘুবংশে আছে, "ন কৃপণা প্রভবত্যপি বাসবে নবিতথা পরিহাস কথাস্বপি নসপত্ন-

জনেধ্বপি তেন বা সপরুষা পরুষাক্ষর মীরিতা" সাক্ষাৎ ইন্দ্র প্রভু হইলেও দীন বাক্য বলিতেন না, উচিত বক্তব্যই বলিতেন,পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা কহিতেন না, শত্রু কুলকেও কর্কশ বাক্য বলিয়া কষ্ট দিতেন না, এই সকল বাক্য কি তাঁহাদিগের স্বাধীনতা মিশ্রিত পৌরুষের পরিচায়ক নয়? স্বাধীনতার পরিচয় কত স্থানেই প্রকাশিত আছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্যের পরিচয় কোন বিষয়ের যত দূর অনুকূল প্রমাণ, এমন আর কিছুই নয়; সেই বিষয়েই আর্য্যেরা প্রবল সাহসী। শূরশ্রেষ্ঠ আর্য্যজাতি কাহারই পদানত ছিলেন না, তাঁহারা সকলকে পদাবনত করিয়াছিলেন। এই গৌরব আধুনিক কাব্যোপপুরণাদিতে কেবল অনুকীর্ত্তিত হয় নাই, সংহিতাকার মহাত্মাগণও এই বাক্যের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন।

আর্য্যজাতি যে সময়ে অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়, পৃথিবীর অবস্থা যদিচ অনুন্নত ছিল বটে, কিন্তু বিজিগীষু রাজগণ তখনও অনাগত কালগর্ভে লুক্কায়িত ছিলেন, পার্থিব উন্নতি কেবল আর্য্যজাতির হস্তে অতি অস্ফুটরূপে অমানিশার মধ্যে ক্ষুদ্র খদ্যোত দীপ্তির ন্যায় পরিপুষ্ট হইত। তাঁহারাই আবার সেই উন্নতিকে পুষ্টাঙ্গ করেন। স্বাধীনতা, তেজস্বিতা, পৌরুষ, নির্ভীকতা, রাজা, রাজত্ব; নীতি, রাজনীতি মন, মনোবৃত্তি, এই সকল শব্দ তখন সৃষ্ট হয় নাই, আমরা এখন চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছি মাত্র, কিন্তু অনুষ্ঠাতা আর্য্যগণ, তাঁহারা শব্দ-সালয় সৃজন করেন, শব্দের অভিধেয় বিষয় নিরূপণ করেন, দুরবগাহ ঐশতত্ত্ব প্রকাশ করেন। যাহা করিবার তাহা তাঁহারাই করিয়াছেন, আমরা সেই সকলের আলোচনা করিতেছি মাত্র, কোন কোন বিষয়ে যদিচ তাঁহাদিগের দৃষ্টিস্থল ছিল কিন্তু অনেক বিষয়ের উন্নতি তাঁহারা লাভ করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা কি? এইটী তাহার বিশদরূপে জানিতেন, কেবল জানিতেন নয়, তাহা অতি দীর্ঘকাল উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় একতা সংস্থাপন ও স্বাধীনতা তাঁহাদিগের চির সহচর ছিল, যে সকল আধুনিক লোকবিস্ময়কর তত্ত্ব, অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসাদে লোকের সুখকর হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বে সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন। অধিক কি অধুনাতন কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শব্দবিদ্যার অনুশীলন করিয়া আপনাদিগকে তাঁহাদিগের (আর্য্যদিগের) অনন্তর বংশ্য বলিয়া পরিচয় প্রদানে উদ্যত, কেবল উদ্যত নয়, শব্দবিদ্যা সম্ভূত অখণ্ডনীয় প্রমাণ সমূহও পদে পদে প্রদর্শন করিতেছেন, আমরা কালে পক্বজ্ঞান হইলে আর্য্যদিগের কত কত নূতন বিষয়ের সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি করিব। এই সময়েই কত দেখিলাম, কিন্তু দুরাচার যবন রাজগণ দীর্ঘকাল আমাদিগকে তৎ সমুদায় হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, যবনগণ হিতজনের উৎপাত ধূমকেতু স্বরূপ ছিলেন, তাহারা আমাদিগের সর্ব্বস্ব গ্রহণ, ভগ্নাংবশিষ্ট উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের নিকট উপকৃত না হইয়া বরং বহু অপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, মধ্যে মহা তেজস্বী আর্য্যবংশে ২।১ টী অপটু পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব তেজস্বীতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া স্বজাতিকে অকূল দুঃখসাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। এই সময় যবনগণ, অন্যদেশ পরাক্রান্ত ছিল। হিন্দুদিগের শেষ রাজাই এই পাপের ভাগী, তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পারমার্থিক তত্ত্বে নিরন্তর নিবিষ্ট হইয়া রাজনীতি বিষয়ক দুরূহ নিয়মাবলী অবলেহণ করিতেন, বিলাসিতাও ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করিয়াছিল, তিনি নানাবিধ অলক্ষিত বা লক্ষিত কারণে তেজোহীন হইয়া কেবল নাম মাত্র রাজত্ব করিতেন। এই দুর্নীতিপরায়ণ রাজা হইতেই হিন্দুসূর্য্য চিরকাল অস্তগিরিশিখরে লুক্কায়িত হইয়াছে। এই সময়ই আমাদিগের দুঃখের একশেষ সম্পাদন করে। এই সময় হইতেই আর্য্যজাতির স্বাধীনতা অকালে যবনগ্রাসে কবলিত হয়, রোমনগর যে কারণে অত্যন্ত উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে অবনত হয়, ভারতের শেষ অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল। সেই দিনেই, যুধিষ্ঠির হইতে বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্তের নাম বিলুপ্ত হয়, সেই দিনেই মহাকবি বাল্মীকির শেষোক্ত বাণী অন্বর্থ হয় "প্রমদা হত পুত্রেব বিচন্দ্রেবচশর্ব্বরী। ভাতীয়ং মে নিরানন্দা শ্মশানসদৃশী পুরী।"

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

মহাকবি বাণভট্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাণভট্ট-তনয় নিজে ও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, আমি কবিত্ব দর্পে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই, (প্রারব্ধ এষচ ময়া নকবিত্ব দর্পাৎ) অর্থাৎ পিতা মহাকবি বাণভট্ট স্বর্গ-গমন করায় তদীয় কথাপ্রবন্ধও তৎসহ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, পণ্ডিতমণ্ডলীর তদ্রচিত কথার অসমাপ্তি হেতু যে দুঃখ আছে, আমি সেই দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা করিতেছি মাত্র। মহাকবি বাণভট্ট যে নায়ক ও নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া এই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাদিগের চরিত্র আচরণ কাব্যের কতদূর উপযোগী হইয়াছে দেখিলেই নায়ক নায়িকাগত দোষ গুণ বিচার করা যাইতে পারে, মৃচ্ছটিক নাটকে রাজা শূদ্রক, বসন্তসেনাকে নায়িকা ও চারুদত্তকে নায়ক করিরাছেন। বসন্তসেনা, একটী বারবিলাসিনী, যদিচ বিবিধ গুণশালিনী বটে, কিন্তু মৃচ্ছটিকের তুল্য উৎকৃষ্ট রাজনীতি বিচারাদি নানাবিধ বিষয় পূর্ণ নাটকের নায়িকা বারস্ত্রী হওয়া কখনই উচিত হয় নাই, বিশুদ্ধ প্রণয়ের পাত্রী গণিকা কখনই হইতে পারে নাই। যাহার বৃত্তিই অভিসার সে গুণযুক্ত হইলেও ঘৃণা অনিবার হইয়া উঠে, বিশেষতঃ সকার, (রাজ শ্যালক) বসন্তসেনাকে উপলক্ষ করিয়া অনেক কথাই বলিয়াছে, চারুদত্ত বিপুল বিভবশালী ছিলেন, তিনি নায়ক শ্রেণীর মধ্যে প্রধান বটেন, তাঁহার

অনেক সদ্‌গুণ ছিল, কিন্তু পরিণীত পত্নী ও পুত্র বিদ্যমানে, বারবনিতার প্রেমাসক্তি দূষ্য ভিন্ন কি হইতে পারে? রাজা শূদ্রক অতি প্রধান কবি, তিনি এই নাটকে বিচার ধূর্ত্ততা, রাজপ্রিয় লোকের ক্ষমতা, প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, এ জন্য মৃচ্ছটিক ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু নায়িকাটী যদি ওরূপ না হইত তাহা হইলে এই নাটকের তুল্য উৎকৃষ্ট নাটক সংস্কৃত ভাষায় অতি ন্যূন ছিল বোধ হয়। এখন কাদম্বরীর নায়ক নায়িকার বিষয় দেখা আবশ্যক। কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড় অতি বিশুদ্ধ প্রণয়ের দৃষ্টান্ত স্থল, উভয়ের প্রণয় দাম্পত্য প্রীতির চরম দৃষ্টান্ত। সাবিত্রী যেরূপ সত্যবান্‌কে কৃতান্তের নিকট হইতে প্রতি গ্রহণ করিয়া নিজ অলোক সামান্য সতীত্ব, জগতীতলে চিরকাল দেদীপ্যমান করিয়া গিয়াছেন, যাহার সতীত্ব বিষয়ক আখ্যান, পতিপ্রিয়া ভামিনীদিগের নিকট সচ্চরিত্রের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ নায়িকা কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের জীবিতাপগমের পর মৃত দেহ পরিরক্ষা করিয়া বসন্ত সমাগমে সপ্রীতি ভরে পতিকে আলিঙ্গন করিবায় তিনি জীবিত হইয়া সহসা পত্নীর দুঃখের অবসান করিলেন, তিনি সমস্ত দুর্ব্বিসহ বর্ষযামিনী অতি কষ্টে বেদিকার মধ্যে বৃক্ষতলে অতিবাহিত করিয়াছেন, নৈসর্গিক কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই বোধ হইত না। এইরূপ পাতিব্রত্য ব্রত কয়জন অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? মহাত্মা চন্দ্রাপীড় কিন্নর যুগলয় অনুসরণ করিতে গিয়া ক্রমে ক্রমে নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হন, তথায় প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করিয়া মহাশ্বেতার আশ্রমে অতিথী হন। অনন্তর তথায় আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিয়া পরিচিত হইবার পর উভয়েই কাদম্বরী দর্শনে গমন করেন, তথায় রাজতনয় চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর পাণি পীড়নের সূচনা প্রকাশ করেন, উভয়ের সন্দর্শন জনিত প্রাথমিক দৃষ্টি উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করিল। ফলতঃ বিশুদ্ধ প্রণয়ের দৃষ্টান্ত এইরূপই হইয়া থাকে। বাণভট্ট এইরূপ নায়িকা ও নায়কের সৃষ্টি করিয়া অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রচনা বিষয়ে বাণভট্টের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, যদিও দশকুমার চরিত এই রূপ সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ বটে, কিন্তু উপাখ্যান ভাগ তাদৃশ মনোমোহক নহে, উৎকৃষ্ট রচনা উৎকৃষ্ট প্রতিভাশক্তি, উৎকৃষ্ট কল্পনা, একত্র সমাবেশ হওয়া অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নয়, এই জন্যই ভারতবর্ষীয় লোকে এরূপ অসামান্য গুণশালী ব্যক্তিদিগকে সরস্বতীর বর পুত্র বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ পৃথিবীমণ্ডলে এরূপ দুষ্প্রাপ্য পদবী নিতান্ত দুর্লভ, আমরা বাণভট্টের রচনা পাঠ করিয়া এই স্থির করিতে পারি যে, ইনি কোন বিষয়েই কালিদাসের কনিষ্ট নন, প্রসাদ গুণও কাদম্বরীর অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়, উপমার বিষয় প্রায়ই নির্ব্বিরোধ। বিরোধ-অলঙ্কার দ্বারা শ্রীহর্ষ যেরূপ নৈষধ চরিতকে দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন বাণভট্ট তদ্রূপ করেন নাই, অতি মানুষিক বর্ণন স্থান বিশেষে ভাল, কিন্তু সর্ব্বকালে আদৃত হয় না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সময়।

"কালোৎ সর্ব্বভূতানাং
কালোয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ"।

কাল কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিতগণ এবিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ে কত দূর সমর্থ হইয়াছেন, দেখা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন কাল, শব্দ এসকল প্রাকৃতিক কার্য্যমাত্র। বস্তুতঃ কাল কোন পদার্থ মধ্যে গণ্য নয়। যে ঐশীশক্তি সূর্য্য, চন্দ্র প্রসব করিয়া দিবারাত্র বিধান করিয়াছেন, সেই ঐশীশক্তিই কালের সৃজন করিয়াছেন। নতুবা কালের স্বরূপ নিরূপণ মনুষ্য বুদ্ধির অসাধ্য কেন? বিজ্ঞান গবেষণা দুঃসাধ্য কেন? বিজ্ঞানের ক্ষমতা এখনও এতদূর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই যে, সমস্ত ঐশ তত্ত্ব বিষয়ক দুরূহ জ্ঞাতব্য বিষয় নিরূপণ করেন। মনুষ্য বুদ্ধি যতই উন্নতি লাভ করুক, কোন কালেই নিসর্গস্থ সমস্ত ব্যাপারের কার্য্য কারণ ব্যক্ত করিতে পারিবে না। অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক বিষয়ে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত কার্য্য কারণ ভাব এখনও বহুদূরে অবস্থিত আছে, ফলতঃ কালের প্রকৃতি নির্ণয় বড় সহজ নহে। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ শব্দকে ব্রহ্মস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন, শব্দ কি? তাহা তাঁহারা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যদি শব্দ ব্রহ্ম হয়, তবে ব্রহ্মের একত্ব রক্ষা অসাধ্য হইয়া উঠে, ব্রহ্ম এক ভিন্ন কি দুই? তাহা হইলে ব্রহ্মত্বাপত্তি হইয়া উঠে। ফলতঃ তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ হইলে কল্পনা মাত্র শেষ হয়। কল্পিত বিষয় সত্য হইতে অনেক দূরে অবস্থান করে, এজন্য স্বরূপ নির্ণয় বৈজ্ঞানিক ভিন্ন কবিগণ করিতে পারেন না, যাহা হউক কাল অনন্ত, মানবীর বুদ্ধিও অনন্ত অনন্তে অনন্ত কি মিশাইবে? বোধ হয় নয়, মানুষ আত্মস্বার্থ প্রতি পালনের জন্য না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। অনন্ত কাল, অনন্ত মহাসাগর ও মানবের বুদ্ধিদ্বারা প্রথমতঃ সামান্যভগ্নাংশে তদনন্তর পৌনঃপুনিক ভগ্নাংশে বিভাজিত হইয়াছে, শতাব্দী, সম্বৎ, বর্ষ, ঋতু, এসকল সামান্য ভাগ, ব্রাহ্মযুগ, ব্রাহ্ম দিন অনন্ত কালের অনন্ত সংখ্যা। কে সেই অনন্ত কালের সংখ্যা করিতে পারে? যদি মানুষ অনন্ত সংখ্যা প্রকাশ করিবার রীতি আবিষ্কৃত করিতে পারে, তবে অবশ্যই সংখ্যাবধারণ সম্ভব। অনেকে বলেন কাল নিত্য; কিন্তু ইহার নিত্যানিত্য নিরূপণ বুদ্ধির অসাধ্য। যদি কখনও কোন বিস্ময়কর কারণে সূর্য্যক্ষয় প্রাপ্ত হয়, জগত অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হয়, তথাপি কি কাল থাকিবে না? মহাপ্রলয়ে কি কালের বিনাশ হয়? বিচিত্র, বিশ্বের অন্যথাভাব হইলেও কি কালের কোনরূপ অন্যভাব হইবে? শঙ্করাচার্য্যের নিত্যানিত্য বিবেক কি কালের বিচিত্রগতির মর্ম্ম বুঝিয়াছিল? উপরি ভাগে যে সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত শ্লোক লিখিত হইয়াছে তাহা

কি ? উহাতে লিখিত আছে, কাল সর্ব্ব-ভূতের সংখ্যা করিয়া থাকে ; কল ধাতুর অর্থ সংখ্যা করা। তাহাহইতেই কাল শব্দ সাধিত হইয়াছে, অতএব কাল যদি নিত্য শরীরী হইত,তবে জিজ্ঞাসা করিলে অনেক ইতিহাস বেত্তার, অনেক পৌরাণিকের ভ্রম সংশোধন হইত। কিন্তু তাহা কৈ ? কাল নিত্যও নহে অনিত্যও নহে। যাহা প্রাকৃতিক কার্য্য, তাহা আবার কিরূপে দেহী হইবে ? অনন্ত খমণ্ডলের কি পরিমাণ আছে ? সৌরজগৎ কি একটী? এই বিশাল বিশ্বের আয়তনের তুলনায় সৌরজগৎ নদী পুলিনের বালুকারেণু হইতেও ন্যূন ; অনন্ত আকাশমণ্ডল অসীম কালের সহিত চিরমিত্রতা সম্বন্ধে বদ্ধ, কোথা হইতে এই যমজ সহোদর উৎপন্ন হইয়াছিল ? প্রশ্নের উত্তর সর্ব্ব ব্যাপী মহাশক্তি বিশিষ্ট যদি কোন পুরুষ থাকেন, তবে তিনিই বলিতে পারেন, নতুবা অন্যের অসাধ্য, মানবদেহের রচনা হইলে আকাশ তন্মধ্যে অবশ্যই থাকে। তদ্রূপ যে অসীমজ্ঞান মহাপুরুষ এই সুবিশাল বিশ্বের রচনা করিয়াছেন, তিনিও প্রকৃতিকে তদ্রূপ প্রাকৃতিক কার্য্যরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহার গূঢ়তত্ত্ব তিনিই উদ্ভেদ করিতে পারেন, অন্যের বুদ্ধির অগম্য। যে বিশ্ব-রচক বুদ্ধিকে সৃজন করিয়াছেন, মানবকে সৃজন করিয়াছেন, মানব কি সেই পুরুষের তত্ত্বোদ্ভেদে সমর্থ হইবে ? কোন মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত কহিয়াছেন, যে "যে সমর্থা জগত্যস্মিন সৃষ্টি সংহার কারণঃ। তেঽপি কালে নিলীয়ন্তে কালোহি দুরতিক্রমঃ" যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন করিতে পারেন, তাঁহারাও কালে লয় প্রাপ্ত হন, তবে ঈশ্বরের সকল পদার্থই কালগর্ভে উৎপন্ন ও নিয়ত প্রাপ্ত হয়। সামান্য মানব কি করিতে পারে ? ত্রিগুণাধার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও কালের বিস্তীর্ণ উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

ক্রিয়া সময় সাধ্য যে কোন কার্য্য হউক কিয়ৎক্ষণ ব্যাপিয়া হইয়া থাকে তাহাই দর্শন করিয়া কি স্থির করা যাইতে পারে, যে কালই সকল করিতেছে ? যাহার কোন শক্তিই নাই সে কি প্রকারে অন্যকে সৃজন করিবে ? সেখানে স্রষ্টৃ সৃষ্ট ভাবই নাই, এই কাল পৃথিবীর আদিম অবস্থা দেখিয়াছিল, আবার এই কালই শেষ অবস্থা দেখিবে। একবার নয় শত সহস্রবার পরিবর্ত্তন নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে, কাল তাহার সাক্ষী। যে কাল, আমেরিকদিগকে প্রথমে অসভ্য দেখিয়াছিল, সেই কালই আবার তাহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতারূঢ় দেখিল। যে কাল নেপোলিয়ন বংশকে অখণ্ড প্রতাপান্বিত দেখিয়াছিল, সেই কালই আবার তদ্বংশের পতন দর্শন করিল। যে কাল, অসভ্য সলজাতি দ্বারা পরাজিত ব্রিটিস্ জাতিকে বনচরের সহচর হইতে দেখিয়াছিল, সেইকালই আবার সেই শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষদিগকে সভ্যতমাবস্থায় আরূঢ় দেখিল, আরও কত দেখিবে। সেই কালেই না মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান হিমালয় পর্ব্বতের নৌবন্ধন শৃঙ্গ দর্শন করিয়াছিল,

আবার তথা হইতে সহস্র ক্রোশ দূরে সমুদ্রের অবস্থান দর্শন করিতেছে, সকলই কালে ঘটিয়া থাকে। এজন্য অনেক অজ্ঞ পণ্ডিত, কালকে সর্ব্বংহর বলিয়া থাকেন, মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় যখন ধৃতরাষ্ট্রকে শতপুত্র নাশ শোকে বিহ্বল হইতে দৃষ্টি করেন, তখন কাল বিষয়ক অনিত্যতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন, যথা—"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ। অতীতানাগতাভাবা যে চ বর্ত্তন্তি সাম্প্রতং তান্‌কাল নির্ম্মিতান্ বুধ্বা ন সংজ্ঞাংহাতু মর্হসি" কাল প্রাণিসকলকে সৃজন করিয়া থাকে, আবার কালই সংহার করিয়া থাকে, মনুষ্য সুপ্ত হইলে কাল সুপ্ত না হইয়া জাগরিত থাকে। ভূত,ভবিষ্য, বর্ত্তমান, এই ত্রিবিধ ভাবই কাল দ্বারা হইয়া থাকে, অতএব আপনি চেতনা পরিত্যাগ করিবেন না। বোধ হয় সঞ্জয় কালবাদী ছিলেন ; তিনি কালকে সকল শক্তিই প্রদান করিয়াছিলেন। কালেরবশে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এজন্য বলিতে সাহস হইয়া থাকে। এখন কালের উপসংহার করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নয়, সুবৃহৎ কাল-সমুদ্রের তুলনায় মনুষ্য-জীবন অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ মাত্র। প্রতি নিমেষে কত তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে পড়িতেছে, কে তাহার নির্ণয় করিতে পারে ? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে কাল-সমুদ্রের এক তরঙ্গে কত লক্ষ মনুষ্য-জীবন নিয়তি বশ প্রাপ্ত হইতেছে, কে তাহা বলিতে পারে ? এই সকল ভাব আলোচনা করিলে বাহ্য সম্পৎ তুচ্ছ বোধ হয়। বুদ্বুদ্ তুল্য জীবন যে মানবের সম্বল, তাহার জন্য স্থায়ী ধন বিসর্জ্জন দিয়া মোহপরায়ণ হওয়া কাপুরুষতা ভিন্ন আর কি ? পরিণাম দর্শীরা এই জন্য কালের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সকল বিষয়কে বিনশ্বর শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ক্রীড়াশীল কালের ক্রীড়নক মাত্র, পৃথিবীও অনন্ত বিশ্বকালের ক্রীড়াভূমি। কখনও বা ক্রীড়া পরায়ণ কাল, বিশ্রাম সুখ লাভ করিতেছে, কখনও বা নানাবিধ ভূতগ্রাম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, আবার ক্রীড়াভূমি ক্রীড়নক ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার গঠন করিতেছে। কালের কার্য্যই এই আমাদিগের অত্যল্প আয়ু যাইতেছে কিন্তু কাল ক্রীড়া করিতেছে, হাস্য করিতেছে, জীবদিগের লীলাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, কে সেই গতি রোধ করিয়া থাকে ? প্রশান্ত মহাসাগর কি কালের কুক্ষিতে পর্য্যবসিত হয় ? না বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কালের লীলাস্থলী হইতে পরিচ্যুত হয় ? অহোরাত্র, মাস, ঋতু, উত্তরায়ণ; দক্ষিণায়ণ, বর্ষ এ সকল স্থূলভাগ ; নিমেষ পল, অনুপল প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভাগ। স্থূলকালকে সূক্ষ্মমাংশে মানববুদ্ধি বিভাজিত করিয়াছে, হস্ত পদ, মস্তক উদর এ সকল অনন্ত কালের উপকরণ মাত্র। বার, তিথি, যোগ, করণ, অঙ্গুলি মাত্র, সকলই নিজ দোষে ঘটিয়া থাকে, তবে মানুষ ভ্রান্তবুদ্ধির অনুগামী হইয়া, কালগত শুভাশুভ বিচার করিয়া থাকে মাত্র। যাহার কোনপ্রকার শক্তির সত্তা;

বিদ্যমান নাই, সে কি ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভ বিধান করিতে পারে? অশিক্ষিত অন্তঃকরণ ঐ ভয়ে ভীত হইয়া থাকে, নতুবা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি উহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মাত্র।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত।

গত প্রকাশিতের পর।

রামচন্দ্রের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইউরোপীয় পুরাবিদদিগের মতে এই যুদ্ধ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, ইলা ও বুধ হইতেই চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। বুধের প্রপৌত্র রাজা যযাতির পাঁচ পুত্র ছিল, তন্মধ্যে পুরুই তাঁহার প্রণয় ভাজন ছিলেন এবং পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরুর সন্ততিদিগের মধ্যে হস্তিনামা একজন হস্তিনাপুর স্থাপন করেন। এই নগর বর্ত্তমান দিল্লীর সন্নিকটস্থ গঙ্গাতটে অবস্থিত ছিল। তৎপূর্ব্বে প্রয়াগ চন্দ্রবংশের আদিম রাজধানী ছিল। পাণ্ডবেরা ও সুবিখ্যাত মগধাধিপতি জরাসন্ধ উভয়ই পুরুবংশ সম্ভূত। রাজা যযাতির যদু নামক অপর পুত্র যদুবংশের আদিস্থাপক। কৃষ্ণ ও বলরাম এই বংশ জাত ইহাঁরা উভয়ই অতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। লিখিত আছে যে, জরাসন্ধের জামাতা মথুরাধিপতি কংস অতিশয় প্রবল ও পরাক্রান্ত হইয়া এই সময় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। যদু বংশোদ্ভূত কৃষ্ণ অবশেষ কংসের প্রাণবধ করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা জরাসন্ধ এতচ্ছ্রবণে অতিশয় কুপিত হইয়া সসৈন্যে আসিয়া মথুরা আক্রমণ করাতে অগত্যা কৃষ্ণ স্ববর্গ সহিত ঐ নগর ত্যাগ করিয়া গুজ্‌রাটে গমন করত দ্বারকা নগর স্থাপন করেন। চন্দ্রবংশে কুরু নামে অপর এক রাজা ছিলেন, তাঁহার বংশেই শান্তনুরাজার জন্ম হয়। শান্তনুর গঙ্গা ও সত্যবতী নাম্নী দুই মহিষী ছিল। এই দুই পত্নীর গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং বিচিত্র বীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ মহিষী সত্যবতীর গর্ভজাত। তন্মধ্যে চিত্রাঙ্গদ অতি অল্পবয়সেই করাল কালে পতিত হয়েন। বিচিত্রবীর্য্য অম্বা ও অম্বালিকা নাম্নী কাশীরাজ তনয়াদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বিবাদের পর অত্যন্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া যক্ষ্মাকাশে আক্রান্ত হওতঃ অল্প কালে লোকান্তর গমন করিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের জননী সত্যবতীর দ্বৈপায়ন নামে পরাশরের ঔরসজাত এক কানীন পুত্র ছিল। সত্যবতী বিচিত্রবীর্য্যের পরলোক গমনের পর তাঁহার এই কানীন পুত্র ব্যাসকে অম্বা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন তদনুসারে অম্বার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র জন্মাবধি অন্ধ ছিলেন, তাঁহার দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মে। পাণ্ডু, কৃষ্ণ বলরামের পিতৃভগিনী কুন্তীর ও মদ্রের ঈশ্বর শল্যের ভগিনী মাদ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অর্জ্জুন ও মাদ্রীর গর্ভে নকুল এবং সহদেব এই পঞ্চপুত্রের জন্ম হয়। এই প্রকার ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কৌরব ও পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব নামে খ্যাত হইয়াছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে ইহাঁরা সকলেই এক কুরু কুলজাত।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতা দোষে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হয়েন এবং শাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুই হস্তিনাপুরের সিংহাসন আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ধর্ম্মশীল ও দয়াবান ছিলেন। দুরাচার দুর্যোধন যদিও বয়ঃকনিষ্ঠতা হেতু রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই তথাচ নিয়ত পাণ্ডবগণের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যদিও প্রথমতঃ পুত্রের এই কার্য্যকে অনুমোদন করেন নাই, তথাচ অগত্যা সম্মত হইলেন। দুর্যোধন বারণাবত নামক রম্য স্থানে এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং পাণ্ডবগণ যাহাতে তথায় যাইয়া অবস্থান করেন তন্নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রকে অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং তিনি যে তাঁহাদিগের কোন হিংসার চেষ্টা করিবেন ইহা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। অতএব তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া হস্তিনাপুর ত্যাগ করত কিয়ৎকালের নিমিত্ত বারণাবতে বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রূরমতি দুর্য্যোধন আপন বিশ্বস্ত মন্ত্রি পুরোচন নামক যবনকে (ইনিই জতুগৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং অনেকে ইহাঁকে গ্রীসদেশ বাসী বলিয়া সন্দেহ করেন) ঐ জতুগৃহে পাণ্ডবগণ যাইয়া অবস্থিতি করিলে অগ্নিসংযোগ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নি প্রদানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা এই দুরভিসন্ধির সংবাদ পাইয়া তথা হইতে বহির্গত হওতঃ ছদ্মবেশ অবলম্বন করত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে পঞ্চালাধিপ দ্রুপদ রাজার দুহিতা দ্রৌপদীর বিবাহ উপস্থিত হইল। এই বিবাহের এক পণ ছিল যে, যিনি শর দ্বারা ঊর্দ্ধস্থিত এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন তাঁহার সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়া হইবে। তদনুসারে এই স্বয়ম্বরোপলক্ষে প্রায় এক লক্ষ বীরপুরুষ উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে বিবাহ সভায় উপস্থিত এক জন দ্বিজ ঐ লক্ষ্য ভেদ করিলেন। এই দ্বিজ ছদ্মবেশ ধারী কুন্তী পুত্র অর্জ্জুন। অর্জ্জুন এই প্রকারে লক্ষ্য ভেদ করিলে দ্রৌপদীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইল। কথিত আছে অর্জ্জুন এইরূপে দ্রৌপদীকে পরিণয় করিয়া ভ্রাতৃগণ সহিত গৃহে গমন করত মাতৃ আজ্ঞানুসারে পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিয়া ঐ দ্রৌপদীকে বিবাহ

করেন। অদ্যাবধি তিব্বত দেশীয় লোক দিগের মধ্যে এই প্রকার বিবাহ প্রণালী প্রচলিত আছে।

অর্জ্জুনের এই প্রকার অসামান্য সমর নৈপুণ্য দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহার পরিচয় পাইবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন এবং অগত্যা ইহা প্রকাশ পাইল যে, অর্জ্জুন তাঁহার চারিভ্রাতার সহিত জীবিত আছেন। ধৃতরাষ্ট্র এতচ্ছ্রবণে তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে আহ্বান করত সমুদায় রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে ও অপরার্দ্ধ ভাগ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন। সুতরাং দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন এবং যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে (এক্ষণে যাহা দিল্লী নাম খ্যাত) রাজধানী স্থাপন করিলেন। যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা প্রজাবর্গের হিত চেষ্টা করিতেন, এবং তাহারাও তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া নিয়ত তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিত। এইরূপে দিন দিন যুধিষ্ঠিরের যশোরাশি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি রাজসূয় নামক এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্রানুসারে যিনি সকল নৃপতিকে পরাজয় করিতে পারিতেন তাঁহারই এই যজ্ঞে সত্ব ছিল। অতএব তিনি সর্ব্বত্র আপনাকে সার্ব্বভৌম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার করিতে সাহস করিল না। সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে এবং সমারোহের সহিত রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইল।

যুধিষ্ঠিরের বিপুল খ্যাতি প্রতিপত্তি শ্রবণে দুর্য্যোধনের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তিনি কেবল তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হইলেন। যুধিষ্ঠির অতিশয় অক্ষক্রীড়াশক্ত ছিলেন। এই হেতু দুর্য্যোধন সহজেই তাঁহাকে পাশাক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করাইলেন। উভয়েই পণ করিয়া খেলিতে আরম্ভ করিলেন এবং যদিও যুধিষ্ঠির প্রতি নিক্ষেপেই হারিতে লাগিলেন তথাচ এই বার জিতিব এই আশয়ে ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। অবশেষে সমস্ত রাজ্য পর্য্যন্ত হারিয়া চারিভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগ করত হীন বেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল। তৎপরে এক বৎসরকাল অজ্ঞাত বাসের পণ ছিল। সুতরাং তাঁহারা আপনাদের প্রকৃত নাম সংগোপনে রাখিয়া অপর নাম ধারণ করত বিরাট রাজ্যে অজ্ঞাতরূপে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদের রাজ্যের নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। দুর্য্যোধন বলিয়া পাঠাইলেন যে, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও তিনি পাণ্ডবগণকে দিবেন না। এই কারণ বশতই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কুরুক্ষেত্র বর্ত্তমান থানেশ্বর নগরের অতি সন্নিকট ছিল। এই যুদ্ধে সমুদায় চন্দ্রবংশীয় রাজগণ এক পক্ষে অথবা আর পক্ষের সহায়তা করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর কুরুপতি দুর্য্যোধন হত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরের জয় সর্ব্বত্র প্রচা-

রিত হইল। কিন্তু যখন যুধিষ্ঠির রণক্ষেত্রে কেবল অসংখ্য জ্ঞাতিবর্গের পতিত মৃতদেহ দেখিলেন, তখন তাঁহার জয়োল্লাস বিষাদে পূর্ণিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদিগের প্রেতকৃত্য সমাপনান্তর হস্তিনায় প্রতি গমন করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

যদুবংশ সম্ভূত কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের অত্যন্ত সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রথিত আছে যে, তাঁহার বুদ্ধি কৌশলই পাণ্ডবদিগের জয়ের প্রধান কারণ। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে তিনি দ্বারকা নগরে গমন করিলেন। তদনন্তর কিছু কাল পরে দ্বারকানগরে বিবিধ উৎপাত হওয়ায় তৎসমুদায়ের নিরাকরণ নিমিত্ত তিনি সমস্ত যাদবমণ্ডলী লইয়া প্রভাস নামক তীর্থে গমন করিলেন। লিখিত আছে যে, সকলেই স্নানাদির পর বারুণি পান করত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং কথায় কথায় কলহ ও ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইহাতে প্রায় অধিকাংশই নিহত হইলেন। প্রথিত আছে যে কৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রভাস তীরস্থ এক বৃক্ষোপরি উপবেশন করত এই চিন্তায় মগ্ন ছিলেন এমন সময়ে এক ব্যাধ কুরঙ্গ ভ্রমে তাঁহাকে নিধন করিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হইতেই যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে পরম সুহৃদ কৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করত সেই ঔদাস্য ভাবের আরো বৃদ্ধি হইল। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপন করত চারিভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত হিমালয়ের পরপারে প্রস্থান করিলেন।

পরীক্ষিতের পর এই রাজবংশের কোন স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ বলেন যে, তৎপরে ২৯ জন রাজা ক্রমান্বয়ে ঐ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন এবং কেহ আবার ৬৪ জন পর্য্যন্ত রাজার গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহাই হউক ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরীক্ষিতের সন্তানেরাই এই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে মগধাধিপতি জরাসন্ধের মৃত্যুর পর সহদেব তদীয় পিতার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

সহদেবের পর ক্রমান্বয়ে ৩৪ জন রাজা মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদনন্তর অজাত শত্রু ঐ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ইঁহারই রাজত্ব কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি স্থাপক সুবিখ্যাত গৌতম (কেহ কেহ ইঁহাকে শাক্য মুনি কহিয়া থাকেন কিন্তু পরে ইনি বুদ্ধ নামে পরিচিত হয়েন) জন্ম পরিগ্রহ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সকল জাতিই বলেন যে, গোরকপুর নিকটস্থ কপিল গ্রামবাসি শাক্যমুনি (গৌতম) এই ধর্ম্মের স্থাপন কর্ত্তা। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি একজন ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং কেহবা ইঁহাকে সূর্য্যবংশ সম্ভূত কোন ভূপতির পুত্র বলিয়া থাকেন। তিনি কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন

এবিষয়ে অনেকের মতান্তর আছে। কিন্তু নানা প্রকারে সপ্রমাণ হইয়াছে যে,তিনি এই মগধাধিপ অজাত শত্রুর সমকালীন এবং খৃষ্টের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। অজাত শত্রুর পর ক্রমশঃ চারি জন রাজা বিগত হইলে সুবিখ্যাত নন্দ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আমরা এক্ষণে অন্যান্য মগধাধিপতি দিগের বিবরণ না লিখিয়া মহাভারত এবং রামায়ণে বর্ণিত বিষয় গুলির পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

রামায়ণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, রামচন্দ্র যে সকল রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহারা দক্ষিণ দেশের এবং সিংহল দ্বীপের আদিম নিবাসী। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ঋগ্বেদে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসিরা পিশাচ, রাক্ষস এবং দস্যু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারতে বর্ণিত নায়কদিগের যে প্রকার আচার ব্যবহার দৃষ্ট হয় তাহা আর্য্য জাতীয়গণের প্রথমাবস্থার আচার ব্যবহারাদির সদৃশ। যাঁহারা রাজা এবং মহারাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন তাঁহারাও অনেক সামান্য কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। রামায়ণে লিখিত হইয়াছে যে জনকরাজা স্বহস্তে লাঙ্গুল লইয়া ভূমি কর্ষণ করিতেন। মহাভারত নায়কদিগেরও গবীদল বিচরণ ও রক্ষণাদি প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বিরাট রাজার কুরুসৈন্যের সহিত গোধন লইয়া যে যুদ্ধ হয় তাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, গবীদল তৎকালীন ধনমধ্যে পরিগণিত হইত। মদিরা পান এবং মাংস ভক্ষণ দোষ মধ্যে গণনা করা হইত না। কিন্তু যখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে' শিষ্যেরা মদ্যের সহিত মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করাইয়াছিল; তৎসময়াবধি মদ্য হইতে অত্যন্ত জঘন্য ও ঘৃণিত কার্য্যের উদ্ভব হয় বলিয়া মদ্যপান ধর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। সুরা যে বিবিধ অনিষ্ঠের হেতু তাহা মহাভারতে উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুরাপান করিয়া মত্ত হইয়া সমুদায় যদুবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল। মহাভারতে যে প্রকার বিবাহের বিষয় লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যিনি উত্তমরূপ সমর নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন তাঁহাকেই পুরস্কার স্বরূপ কন্যা দান করা হইত। এক্ষণে তির্ব্বত বাসীদিগের মধ্যে যে প্রকার এক সহোদরের বিবাহিতা পত্নী সকলের স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে,আমাদিগের ভারতবর্ষেও ঐপ্রকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। দ্রৌপদীর যুধিষ্ঠির, নকুল, অর্জ্জুন, সহদেব এবং ভীম এই পঞ্চ স্বামী ছিল। কিন্তু রামায়ণে এই প্রকার বিবাহের উল্লেখ নাই। এবং ইহার বর্ণিত নায়কদিগের আচার ব্যবহার দর্শনে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্য জাতিরা ক্রমশঃ সভ্যতা সোপানে উত্থিত হইতেছিলেন। কিন্তু বহুবিবাহ ক্রমশঃ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। রামায়ণে এই বহুবিবাহের দোষ উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

স্বয়ম্বরাও এই সময়ে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ কাহারও কন্যার বিবাহ দিতে হইলে তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে আনিতেন এবং ঐ সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি সমর নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন, তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া হইত। অর্জ্জুন এই প্রকারে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনও এইরূপে ভানুমতিকে পরিণয় করেন। নলদময়ন্তীর বিবাহও এইরূপে সম্পন্ন হয়। মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে। এই যজ্ঞে নানা দেশস্থ ভূপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত। তৎপরে পশ্বাদির মাংস ও নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করান হইত। প্রতাপান্বিত এবং সার্ব্বভৌম নৃপতি ভিন্ন কেহই এপ্রকার যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিতেন না।

রামায়ণে অশ্বমেধ নামক আর এক যজ্ঞের বিবরণ লিখিত আছে। সার্ব্বভৌম ভিন্ন সামান্য নরপতির এই যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকার ছিল না। সুতরাং যিনি ইহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন তিনি প্রথমত আপনাকে অন্যান্য রাজা দিগের অপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিতেন। চন্দ্রনিভ শ্বেত অশ্ব লইয়া, উহার কপালে জয়পত্র বন্ধন করত সৈন্য সামন্তের সহিত ঐ অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া এক বৎসরকাল তাহার সহিত ভ্রমণ করিতে হইত এবং যদ্যপি কোন রাজা আপনাকে অপেক্ষাকৃত বলবান মনে করিয়া ঐ যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইত। এই প্রকারে সমস্ত ভূপতিকে জয় করিতে পারিলে উপরি উক্ত অশ্ব লইয়া রাজা স্বীয় রাজ্য আগমন করত সমুদায় পরাজিত নৃপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন এবং তৎপরে ঐ অশ্ব মাংস তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করান হইত। এইরূপে যিনি এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিতেন তিনি সার্ব্বভৌমত্বের অভিমান করিতে পারিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

আমরা ইতি পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে যখন আর্য্যজাতিরা ভারতবর্ষে আগমন করত বাহুবলে সমুদায় দেশ অধিকার করিলেন তখন হইতে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ব বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগের এক্ষণকার ন্যায় জাতীয় উৎকর্ষ ছিল না। মহাভারতের এক স্থলে লিখিত আছে—

"ন বিশেষোস্তি বর্ণনাং
সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি
কর্ম্মভির্বর্ণতাং গত॥

এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্ব্বে বর্ণভেদ ছিল না কিন্তু কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ হইল। আর্য্য যোদ্ধারা যখন ক্রমশঃ সমুদায় দেশের আধিপত্য লাভ করত রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে লাগিলেন তখন ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে ব্রহ্মাত্মভূ বলিয়া বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্ব্বেদ প্রাচীন দিগের অতি পূজ্য ছিল। ইহার ছন্দোবন্ধ

অতি শ্রুতিসুখকর এবং মধুর ছিল বলিয়া শ্রোতামাত্রেরই মন ভক্তিরসে মোহিত এবং পুলকিত হইত। সুতরাং মন্ত্রের উপর সকলেরই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এবং যাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও অধ্যয়ন শক্তি ছিল, সকলেই তাঁহাদের বাক্য শ্রদ্ধা সহকারে মান্য করিত। পণ্ডিতেরাও এই সুযোগ পাইয়া আপনারা ব্রাহ্মণাখ্যা গ্রহণ করিলেন এবং জাতীয় উৎকর্ষ বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাহাদের এতাদৃশ ক্ষমতা হইয়া উঠিল যে রাজন্যবর্গকেও তৃণজ্ঞান করিতেন। মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু এবং বিবাহের উপরও তাহাদিগের আধিপত্য হইয়া উঠিল। এইরূপে তাঁহাদিগের যে ক্রমশঃ সাতিশয় গরিমা ও প্রভুত্ব হইয়াছিল, মনুপ্রণীত মানবধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

কিন্তু অচিরাৎ বুদ্ধদেব (শাক্যমুনি) জন্মপরিগ্রহ করিলেন এবং দেশীয় ধর্ম্ম শোধনার্থ উদ্যম করিতে লাগিলেন। অনেকে বলেন যে, ইনি গোরক্‌পুরের অন্তর্গত কপিলবাস্তু নামক দেশের অধিপতির পুত্র। তিনি বাল্যকালে অতিশয় প্রিয়দর্শন এবং অনীষাসম্পন্ন ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি সংসার মায়ামরীচি সদৃশ এবং ইহাতে জন্মপরিগ্রহ করা সর্ব্বদুঃখের মূল এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি একদা তাঁহার পিতার রাজধানীতে শকটে উপবেশন করতঃ বেড়াইতেছিলেন, এমত সময় এক জন ভিক্ষুককে দেখিতে পাইয়া তাঁহার জীবনের সহিত স্বীয় জীবনের তারতম্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সংসারে বিরত হইয়া রাজপদ ও প্রভুত্ব ত্যাগ করত প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ নিমিত্ত দুই জন ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, কিন্তু অবিলম্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অলীকতা এবং অসার্থকতা প্রদর্শন করিয়া দেশীয় ধর্ম্মশোধনার্থ উদ্যত হয়েন। অবশেষ বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপন করত তিনি বুদ্ধ সংজ্ঞতাতে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। বিপ্রগণের জাত্যভিমান এবং বর্ণভেদ অলীক এবং অহঙ্কারমুলক বলিয়া উপদেশ দিয়া তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্য লোকদিগকে স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি হিন্দুধর্ম্মের পরমশত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন; এবং এই নিমিত্তই হিন্দুরা ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহাকে নাস্তিক ও ধর্ম্ম বিলোপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তিনি প্রথমতঃ বারাণসী অঞ্চলে গমন করত অনেককে স্বীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইলেন। তৎপরে মগধাধীপ বিম্বিসার তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ সাম্রাজ্যে লইয়া গেলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া উক্ত ধর্ম্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে অজাতশত্রু তাঁহার পিতা বিম্বিসারকে হত করিয়া, পিতার সিংহাসনে আরোহণ করায়; বুদ্ধ ভয়ে কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তিনগরে গমন করত তথাকার রাজাকে স্বীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। কিন্তু তাঁহার শত্রু অজাতশত্রুও অগত্যা ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অজাতশত্রুকে দীক্ষাদান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি কুসিনগরের প্রান্তস্থিত অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত বনস্থ একটী শালবৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন এমন নময় তাঁহার নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইল!

মিল্‌টনের জীবন চরিত্র।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল সুবিখ্যাত কবি মিল্টন ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এক অতি প্রাচীন রোমান্ ক্যাথলিক বংশজাত ছিলেন। কিন্তু অভিনব প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে তাঁহাকে পৈতৃক বিষয়ের অনধিকারি করা হয় এবং তন্নিমিত্ত তিনি স্বীয় ভরণ পোষণের জন্য আইন সম্বন্ধীয় দলীল সমূহের নকলকারির হীনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়েন। মিল্টন বাল্যকালে অতিশয় যত্নে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিদ্যালয় হইতে অতি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এই সময়ে মিল্টন সেণ্টপল নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং দুই বৎসর পরে ক্যাম্‌ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রচুর আগ্রহের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পদিন মধ্যে প্রাচীন ভাষায় বুৎপত্তি ও ল্যাটিন ভাষায় রচনা চাতুর্য্যের নিমিত্ত উচ্চ খ্যাতি প্রাপ্ত হয়েন। মিল্টন যৌবনকালে অক্ষান্ত আগ্রহের সহিত বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বাল্যকাল হইতে প্রভূত আগ্রহের সহিত বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে ভবিষ্যতে কিরূপ ফল দর্শাইতে পারে, মিল্টন তাহার এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ স্থল। তিনি বাল্যকাল হইতেই অতি উত্তম লেখক ছিলেন। মিল্টন পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দুইটী ধর্ম্ম গীত পদ্যে অনুবাদ করেন, যাহা পরে মুদ্রিত হয় এবং অত্যন্ত প্রশংসিত হইয়াছিল। তিনি সাত বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া ক্যাম্‌ব্রিজের চতুষ্পাটী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মিল্টনের পিতা তাঁহাকে ধর্ম্ম ব্যবসায়ীর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহার বিপরীত মতাবলম্বী হওয়ায় ইহাতে সম্মত না হইয়া বিদ্যানুশীলনে কালাতিপাত করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। নানা কারণ বশতঃ তিনি উকীলের ব্যবসা অবলম্বন করিতে অসম্মত হয়েন। একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে (যখন তিনি ক্যাম্‌ব্রিজে অধ্যয়ন করিতেন) মিল্টন "হিম টু দি নেটিভিটি" নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহার "উত্তম ক্ষমতাপন্ন কবি" ইতিখ্যাতি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মিল্টন ক্যাম্‌ব্রিজে এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পিতার সহিত বকিংহ্যাম জেলার অন্তর্গত হরটন নগরে বাস করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল পৈতৃক গৃহে বাস করেন এবং এই সময়ের মধ্যে দৃঢ় যত্নের সহিত ল্যাটিন ও গ্রীক অভ্যাস করিয়াছিলেন ও "কোমস্" "লিসিডাস্" "লেলেগ্‌রো" এবং "ইল পেন্‌সোরসো" ইত্যাক্ষ্য পুস্তকগুলি লিখিয়াছিলেন। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে মিল্টনের মাতার মৃত্যু হইলে তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ মাস ফ্রান্সে ও ইটালির ভিন্ন ভিন্ন স্থান দর্শন

করেন এবং জেনোয়া ও প্যারিস হইয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। মিল্টন ইটালিতে সুবিখ্যাত বিজ্ঞান শাস্ত্রবেত্তা গ্যালিলিওর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তথাকার বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে মিল্টন সর্ব্বদা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বিতর্ক করিতেন এবং কখন কখন তর্কের মুখে সহিষ্ণুতার বহির্গমন করাতে তাঁহার বিপরীত মতাবলম্বীদিগের সহিত বিষম বিবাদ উপস্থিত হইত। ইটালিতে অবস্থান কালে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উন্নত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষ সমর্থন করাতে এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি সাতিশয় অনাস্থা প্রদর্শন করাতে তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার আচরণে অত্যন্ত দোষ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার ফল স্বরূপ তাঁহাকে কতকগুলি মান্য সূচক উপাধি প্রাপ্তি বিষয়ে বঞ্চিত করা হয়, যে সকল উপাধি এরূপ আচরণ না করিলে তাহাকে তৎকালের বিখ্যাত লোকেরা অর্পণ করিতেন। মিল্টন ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সিসিলি এবং গ্রীস দর্শন করিতে মনস্থ করেন কিন্তু তৎকালে তাঁহার স্বদেশে রাজত্ব সম্বন্ধীয় মহা গোলোযোগ উপস্থিত হওয়াতে তিনি ইটালি হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়েন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাধারণ তন্ত্রের পক্ষে এবং রাজতন্ত্রের বিপক্ষে অনেক গুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

মিল্টন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বকীয় পরিশ্রম দ্বারা আপনার ভরণ পোষণের সংস্থান করিতে মনস্থ করিয়া একটী ল্যাটিন এবং গ্রীক্ শিক্ষা দিবার স্কুল খুলিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান বিলক্ষণ লাভের হওয়াতে তিনি কিছু দিন স্কুলের শিক্ষকের কার্য্য করিয়া ছিলেন।

১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মিল্টন পিউরিট্যান ধর্ম্মযাজকদিগের সাপেক্ষ এক খানি বিতর্ক পূর্ণগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অক্ষুণ্ণ আগ্রহের সহিত কিছু দিন এই বিষয়ে প্রিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি অল্পদিন মধ্যে এক এক খানি করিয়া অনেক গুলি চটি পুস্তক প্রকাশ করাতে তাঁহার বিপক্ষীয় দলেরাও তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক গুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরে পঞ্চত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি রিচার্ড পাউএলের জ্যেষ্ঠ কন্যা মেরিকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের এক মাস পরে তাঁহার বণিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। মিল্টন অনেক বিনয় ও ভর্ৎসনা করিলেও তাঁহার স্ত্রী স্বীয় বন্ধুদিগের সহিত বাস করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন এবং তন্নিমিত্ত মিল্টন তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন। তিনি স্বীয় আচরণের সাধুত্ব দেখাইবার অভিপ্রায়ে স্ত্রী ও স্বামীর পৃথক হওন সম্বন্ধে চারখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মিল্টন "এরিওপ্যাজিটিকা" নামক এক খানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক গদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে

তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত স্বীয় অন্যায় আচরণে দুঃখিত হইয়া হঠাৎ একদিন তাঁহার নিকট আগমন করিয়া অতিশয় বিনয়ের সহিত ক্ষমা এবং পুনর্ম্মিলন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মিল্টন এবম্প্রকার বিনয় ও অনুতাপে সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইতে এবং তাঁহাকে স্নেহের সহিত পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন। "এরিওপ্যাজিটিকা" আক্ষ্য পুস্তক প্রকাশের এক বৎসর পরে তিনি স্বকৃত ল্যাটিন এবং ইংরাজি পদ্য সকল একত্রে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মিল্টনের পিতার মৃত্যু হয়। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লসের প্রাণসংহারের পর তিনি "টেনিওর অফ কিংস্ এণ্ড মাজিষ্ট্রেটস্" ইত্যাক্ষ্য এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি একখানি ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন কিন্তু এই পুস্তকের চার অধ্যায় সমাপ্ত হইলে ওলিভর ক্রমওয়েল তাঁহাকে স্বীয় এবং পার্লিমেণ্টের ল্যাটিন সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং মিল্টন দ্বিতীয় চার্লসের পুনঃ সিংহাসনারোহণ আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত এই পদে ছিলেন। তিনি এই সময়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক পূর্ণ রাজ্যসম্বন্ধীয় অনেক গুলি চটি পুস্তক লেখেন। এই সকল পুস্তকে তিনি স্বীয় ক্ষমতার উত্তম প্রমাণ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে মিল্টনের স্ত্রী তিনটি কন্যা রাখিয়া পরলোকে যাত্রা করেন।

এই সাংসারিক দুর্ঘটনার পরে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়াছিলেন। "স্যামসন্ এগনিষ্ট" এবং "প্যারেডাইস্ লষ্ট" ইত্যাক্ষ্য পুস্তক দুইখানির স্থলে২ তাঁহাকে অন্ধকরণরূপ ঈশ্বরের কার্য্য সম্বন্ধীয় অনেক গুলি করুণারসোদ্দীপক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর মিল্টন দ্বিতীয় চার্লসের পুনঃ সিংহাসনারোহণে সাপেক্ষসাধারণমতের বিপক্ষে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনর্ব্বার রাজ প্রভুত্ব স্থাপানে সাধারণের মত এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে তিনি চার্লসের পুনঃ সিংহাসনারোহণের পর প্রচ্ছন্ন ভাবে একটী বন্ধুর ভবনে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে পর্য্যন্ত সাধারণ মাপ কৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করা না হইয়াছিল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ অপরাধ মার্জ্জনা সম্বন্ধীয় আইন প্রচার হইলে মিল্টন গুপ্তভাবেবাসের স্থান হইতে নির্গত হয়েন। এই সময়ে তিনি তৃতীয় পক্ষের সংসার গ্রহণ করেন। কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাসের কিয়দংশ ও এক খানি ল্যাটিন অভিধান লিখিতে এবং "প্যারেডাইস লষ্ট" শেষ করিতে সময় পাইয়াছিলেন।

১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে মিল্টন ইংলণ্ডের ইতিহাসের ছয় অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ইহার পর "স্যামসন

এগনিষ্ট ও প্যারেডাইস রিগেন" নামক দুই খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া ছিল। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি ন্যায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বহুদিবস হইতে মিল্টন বাত গ্রস্ত ছিলেন এবং অবশেষে এই ব্যাধির অতিশয় বৃদ্ধি হইলে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের অষ্টম দিবসে ষট্‌ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মিল্টন দেখিতে অতিশয় সুশ্রী ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি উত্তম ছিল। তিনি প্রকৃত সরল চিত্ত এবং মিষ্টভাষী ছিলেন।

আমরা কি সত্য সত্যই সভ্য হইয়াছি।

গত প্রকাশিতের পর।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে একরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভাষার ন্যায় আমাদের ভাষা উপাদেয় গ্রন্থ সম্বন্ধে অতীব দীনা ও অসম্পূর্ণা। অন্যান্য দেশের সাহিত্যাকাশে যে অসংখ্য কবিপুঞ্জ নির্ম্মল জ্যোঃতি বিস্তার করিয়া মানব-হৃদয়তমঃ অপসারিত করিতেছেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের সাহিত্য গগন নিরবচ্ছিন্ন অভ্রমালায় সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, প্রতীয়মান হইবে। কেবল মাত্র কতিপয় ক্ষুদ্রায়তন নক্ষত্রাবলী মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ, মলিন জ্যোঃতি প্রোদ্ভাসিত করিয়া উপহাসিত হইতেছেন, দেখা যায়। সুবিজ্ঞ ইতিহাসজ্ঞ, সুপণ্ডিত দার্শনিক, সুদক্ষ বক্তা, মনোরঞ্জক উপন্যাস-লেখক ও পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য প্রদাতা বৈজ্ঞানিক, এরূপ মহাত্মার দর্শন লাভ একরূপ আশা পথের অতীত বলিলে, অত্যুক্তি দোষ সম্ভবে না। দূরবীক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিলে কোথাও কোথাও দুই একটী দৃষ্ট হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু সংখ্যায় এত ন্যূন যে তাঁহাদের অস্তিত্ব একবারে অস্বীকার করিলেও বোধ করি কোন প্রশস্ত হৃদয় সিদ্ধান্তকারের মস্তকে অন্যায়বাদিতা দোষ প্রক্ষেপে অগ্রসর হইবেন না।

এক্ষণে ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, আমাদের বঙ্গভাষার অসম্পূর্ণতার কারণ কি? এবং কি রূপেই বা সেই অসম্পূর্ণতা বিধ্বংশিত হইয়া ইহা একটী সম্পূর্ণ ভাষা হইতে পারে?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি, যদিচ সকলের নহে, অন্ততঃ অনেক কৃতবিদ্য মণ্ডলীর অনাস্থাই সেই অসম্পূর্ণতার কারণ। এবং সেই কারণ সম্পূর্ণরূপ বিপর্য্যস্ত হইলেই ক্রমে ক্রমে ভাষা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্না হইয়া উঠিবেন।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যভাষার যেরূপ আলোচনা হইয়া আসিতেছিল, এপর্য্যন্ত সেই রূপ থাকিলে যে সেই ভাষার আরও উন্নতি সাধিত হইত, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই স্থলটী পাঠ করিয়া অনেক সংস্কৃতানুরাগীর হৃদয়-শোণিত দ্রুত সঞ্চালিত হইতে পারে সত্য; কিন্তু তাঁহারা এবাক্যের যাথার্থ

স্বীকারে যদি কুণ্ঠিত না হন যে, আর্য্যজাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় পার্থিব শুভসাধনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন বলিয়াই পার্থিব পদার্থ নিবহের জ্ঞানার্জ্জনে ততদূর কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইতে পারেন নাই; এবং সেই কারণেই তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রণয়নে সচেষ্ট হইয়াও বিশুদ্ধ, অভ্রান্তমত প্রকাশে সম্পূর্ণ অকৃতমনোরথ হইয়া গিয়াছেন; তখন তাঁহাদের সেই হৃদয়বেগ যে শান্তি ভাব ধারণ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব যখন আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের আর্য্যভাষা বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিতাদি বিবিধ জ্ঞানে অসম্পূর্ণা রহিয়াছেন, এবং রাজকার্য্য পরিচালনার্থ আমাদিগকে যে ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভার্থ একান্ত বাধ্য ও অনুরাগী করিয়া তুলিতেছে, সেই রাজভাষাও সেই সেই বিষয় সমস্তে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন, তখনই সেই বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা নিতান্ত অবিবেকিতারকার্য্য হইতেছে বলিয়া যে অনেকে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন, তাহাতে সহৃদয় ব্যক্তি কদাচই অনুমোদন করিতে পারেন না। বরঞ্চ সেই ভাষা শিক্ষাতে আমাদের বঙ্গভাষার সুশ্রীকতা সম্পাদনে অধিকতর উপযোগিতার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। সংস্কৃতে সন্নিবদ্ধ বিষয় সমস্তও আমাদের আয়ত্ত্বেই রহিয়াছে। রাজ ভাষানুশীলনেও আমরা যে সমস্ত বহুমূল্য বিষয়-জ্ঞান লাভে অধিকারী হইতেছি, তৎসমস্তও মাতৃভাষায় নিবদ্ধ করিলে যার পর নাই আনন্দের হয় না? এইরূপ উভয় বিধ সুবিধা মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় ব্যতীত আর কিছুতেই সম্ভবনীয় নহে। একদিকে আর্য্য সাহিত্য, দর্শনাদি উপাদেয় গ্রন্থাবলী, অপরদিকে বিশুদ্ধ জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, শিল্প বিদ্যা ইতিহাসাদি প্রপূরিত ইউরোপীয় ভাষা উপস্থিত রহিয়াছেন। ঐ উভয় ভাষার আরাধনা দ্বারা যে অত্যুপাদেয় ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহাই আমাদের প্রচলিত বঙ্গভাষায় সংরক্ষিত করিতে পারিলে ইহা একটী অত্যুন্নত ভাষা হইয়া জগতে চির বিরাজ করিতে থাকিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাতে যাহাতে ভাষার তদ্রূপ সুদিন উপস্থিত হয়, এপর্য্যন্ত তাহার কোনও বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতেছে না। এবং ইহারও কারণ কেবল মাত্র দেশীয় কৃতবিদ্য মণ্ডলীর জড়তা এবং তাঁহাদের একাগ্রতার অভাব।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গভাষা বিদ্বেষী সংস্কৃতানুরাগী, নিরুদ্যমশীল ও বঙ্গ বিদ্যানুরাগী এই চারিটী বিভাগ আছে। পিতা, মাতা বা নিকটাত্মীয়ের ধনশালিতা প্রযুক্ত যাঁহারা বাল্যাবধি উচ্চদরের ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; বন্ধু সহবাসে, পরিবার মধ্যে ও বিদ্যালয়ে সর্ব্বদাই সেই ভাষায় কথোপকথন ও জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন; এবং অবশেষে সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওত সর্ব্বদা ইংরাজিরই আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূত। এরূপ ব্যক্তির মাতৃভাষার উন্নতি বা অবনতি হইল তাহার

দিকে দৃষ্টিপাত হয় না। এবাক্যের ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্য নহে। দুঃখের কথা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ, বদন বিশীর্ণ হইয়া উঠে যে প্রোক্ত মহাত্মারা যাহাতে কিছুমাত্র উপকারের প্রত্যাশা নাই এরূপ ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদে অবকাশ কাল কাটাইতে বরং কুণ্ঠিত হয়েন না; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত পুস্তক বা সম্বাদ পত্রাদি পাঠে সময়ক্ষেপ নিতান্ত ব্যর্থ করিয়া থাকেন। লেখক বহু চিন্তা ও পরিশ্রম স্বীকার করিলে যদি তাহাদের মধ্যে ইংরাজির সামান্যমাত্র আঘ্রান থাকে, অমনি কৃত বিদ্য পাঠক মণ্ডলীর অরুচির উদর হইবে। চক্ষু নিমীলিত হইবে ও রচনা দূরে প্রক্ষিপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার বা প্রবন্ধ লেখকও তাঁহাদের বিদ্রূপ এবং কটাক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবেন না। ইহাও সামান্য দুঃখের বিষয় নয় যে তাঁহারা যে ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার অবয়ব সংরচণার ইতিহাসজ্ঞ হইয়াও তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার প্রতি এতাদৃশ অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইংরাজির অধিকাংশ গ্রন্থকর্ত্তাই কি লাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও আরবী হইতে বহুলাংশ অনুবাদ করিয়া লয়েন নাই? এবং এক্ষণেই কি তাঁহারা সংস্কৃত ইত্যাদি উৎকৃষ্টতর ভাষা হইতে সার সঙ্কলনে নিরস্ত রহিয়াছেন? যদি এরূপ কার্য্যে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাব্যতীত অযশের ভাগি হইতে হইল না, তবে বাঙ্গলা সমাজের শিরোভূষণ কৃতবিদ্য-মণ্ডলীর নিকট বাঙ্গলা গ্রন্থকারগণের এরূপ দুর্দ্দশার পরিচয় সাধু হৃদয়ে কিজন্য বিষম ব্যথা প্রদান করিতেছে, তাহার কারণ নিতান্ত অনুমানের গর্ত্তস্থ। কেহ কেহবা বাঙ্গলা লেখকগণে রচণাদি কেবলমাত্র "অধীত বিদ্যার পরিচয়" "নবীনত্ব পরিশূন্য" অথবা "সামান্য কর-সঞ্চালিত-লেখনী প্রসূতা" ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া আপনাপন মতসংস্থাপনে যত্নবান্ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের সেই সমস্ত যুক্তির অন্তঃসার শূন্যতা ও ক্ষুদ্রতার বিষয় প্রমাণ করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে হইবেক না। দলাদলি, ক্ষুদ্রদৃষ্টি আত্মাভিমান প্রভৃতি যে কয়েকটি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি মানব-হৃদয়কে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, বিজ্ঞতা, সদ্বিচার ও ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা তাহাদের শাসনাধীনে রাখিলে, সেই হৃদয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে; ভাষা সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে একটী সুদীর্ঘ সময় রেখানুপাত দর্শন করা যায় তাহার পরিমান করা মানব বুদ্ধির পক্ষে সহজ নহে। যৎকালীন সমাজ এক একটী অভিনব বস্তু দর্শন করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থানুসারে নামকরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় কি এখন আমাদের স্মরণ হয়? পুষ্পবিশেষ সূর্য্যোদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার গত্যনুসারে দামচয় সেই দিকেই ফিরিয়া থাকে দেখিয়া যে মহাকবি সেই পুষ্প বিশেষকে "সূর্য্যমুখী" সম্বোধনে অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রশংসনীয় ভাব-গ্রাহকতা ও চূড়ান্ত রসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়ে

ছেন, তাঁহার নাম এক্ষণে কি কাহারও চিত্রপটে অঙ্কিত আছে? লতা বিশেষ, পুংকরসংস্পৃষ্ট লজ্জাবনত কুলবধূর ন্যায় লোকের স্পর্শানুভব করিলে মুদিত হয় দেখিয়া যে কবিশ্রেষ্ঠ তাহাকে 'লজ্জাবতী' ইত্যভিধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন, মানব-স্মৃতি কি এখন তাঁহার নামোল্লেখে সমর্থ? অথবা জগতের আদিভূত পঞ্চ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশের ক্রম জড়তা ও নির্গুণতার পরিচয় প্রাপ্তে যে মহাত্মা ঈশ্বরের নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করিয়া অচিন্তনীয় বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, কোন প্রাচীন ইতিহাসেও কি তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে? তথাচ দেখা যাইতেছে সেই দূরতম কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কত শত প্রগাঢ় পণ্ডিত ও কবিবরেরা সেই সেই পুরাতন বাক্যের ব্যবহার করিয়াই জগতে অতুল কীর্ত্তি ও যশোলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এক্ষণকার কৃতবিদ্যমণ্ডলীর মতে কি সেই সমস্ত পণ্ডিতের লেখাই 'অধীত বিদ্যার' পরিচায়ক? তাঁহাদের লেখার 'নবীনত্ব' কি একবারেই নাই? অধিকন্তু বিষয় কথনই পুরাতন হইবার নহে। বিবিধ রত্ন, মণি, ঔষধাদি প্রপূরিত পর্ব্বতমালার চির-তুষারমণ্ডিত শিখরদেশ; যে সাগর-বাহিনী কল্লোলিনী; সুমন্দ, মলয়পবন; ইত্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থ নিচয় তপোবন মধ্যস্থিত তালপত্রাচ্ছাদিত কুটীর নিবাসী কবিগুরু বাল্মীকি ও বদরিকাশ্রম বাসী সত্যবতী তনয় কবিবরের লেখনীর উদ্দেশ্য ছিল, তৎসমুদায়ই, অর্থাৎ সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ, নির্ঝরিণী, মলয়ানিল আদি পদার্থচয়ই সুরম্য প্রাসাদোপরি উজ্জয়িনী-কবির লেখনীকে তুলটে চালিত করিয়াছিল, এবং সেই সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনোদ্দেশেই আধুনিক সুসভ্য, সুবিজ্ঞ, নানাভাষাধ্যায়ী কৃতবিদ্যগণ উত্তম মেজ ও উৎকৃষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিয়া লেখনীর ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছেন। লিপিচাতুরি, মনোহর বর্ণনাশক্তি সময়ে সময়ে দেশে দেশে বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদের তত্তদ্বিষয় শিক্ষার মূল গ্রন্থ স্বভাব একই অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে পুরুষ পরম্পরানুক্রমে উত্তরাধিকৃত হইয়া আসিতেছে। সুবিমল জ্ঞান লাভের উপায় যেমন স্বভাব এমন আর কিছুই নাই। কিন্তু সেই স্বাভাবিক জ্ঞানই বহুকাল পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্যগণের দ্বারা উত্তমরূপে অধীত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যে কেহ তদ্বিষয়ের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি পাঠিত বিষয় পুনরালোচনা না করিয়া আর কি করিতে পারেন? এরূপ চর্ব্বিত চর্ব্বনের ক্লেশ স্বীকার বর্ত্তমান মানবজাতির সাধারণ ভাগ্য। ইহাতে যদি অসন্তুষ্ট হইতে হয়, তবে লেখনী, মসিহারী ও পত্রিকা সংস্পর্শে শপথ না করিলে আর চলে না। এস্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কয় জন বিজ্ঞ পাঠক আমাদিগকে ঐ রূপ করিতে উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন? পরন্তু "সামান্য কর-সঞ্চালিত-লেখনী প্রসূতা" রচনা তাঁহারা অবশ্যই অধিকতর ক্ষমতাশালী পাঠের অযৌক্তিকতা যাঁহারা প্রদর্শন

করেন ও বিজ্ঞ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বাক্যের খণ্ডনে কোন প্রসিদ্ধ লেখক কোন বিগত সংখ্যক জ্ঞানাঙ্কুরে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট হইতে পারে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজনাভাব। তথাচ আর একটী কথা এস্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতে হইল। আলেকজান্দর একদা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "পিতা সমস্ত রাজ্যই অধিকার করিয়া গেলেন, এমন কিছু রাখিয়া গেলেন না যাহার অধিকার গ্রহণে আপন ভুজবল প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব।" এই বাক্যটী তাঁহার সদৃশ বীরপুরুষেরই উপযুক্ত হইয়াছিল; নচেৎ পারস্যাধিপ কাপুরুষ দেরায়ুসের মুখে কদাচই এরূপ বাক্যের শোভা পাইত না। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, যত দিন কৃতবিদ্য মণ্ডলীর এইরূপ নানাবিধ কুসংস্কার ও ভ্রমচয় অপনয়ন না হইতেছে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষার যে সম্যক সৌন্দর্য্যশালিতা ও সপূর্ণতা সাধিত হইতেছে না, ইহা একরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় বলিয়া বোধ হয়!

কতকগুলিন লোকে একবারে ইংরাজী বিদ্যার রসাস্বাদন না করিয়া অথবা সেই ভাষায় সামান্য অধিকার লাভ করিয়া সংস্কৃতের একান্ত পক্ষপাতী। ইহাঁরাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। ইহাঁরা সর্ব্বদাই প্রকাশ করেন যে, আমাদের আর্য্যভাষার পদযুগলে ভক্তি চন্দন অর্পণ কর, সকলই সুসিদ্ধ হইবে। অন্য কোনও ভাষার আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজন রাখে না। ইহাঁরাও বাঙ্গালাভাষার অনুন্নতির একরূপ প্রার্থী বলিলে দোষ নাই। কেবল মাত্র সংস্কৃত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালাভাষার অবয়ব গঠনেচ্ছা কোন রূপেই শুভদ নহে। ইহাঁরা তাহা ভাবিয়া দেখেন না, এরূপ অনুমান হয়। যদি বাঙ্গালা কেবল সংস্কৃতেরই ছায়া মাত্র হয়, তবে তাহাতে বিশেষ কি ফলোপধায়িতা থাকিবেক? বরং ছায়ার আশ্রয় গ্রহণাপেক্ষা মূল বৃক্ষের আশ্রয় লাভই বিজ্ঞতানুমোদিত। স্পষ্ট বলিতে বাধা কি? যদি বাঙ্গালাভাষা সংস্কৃতের ছায়ামাত্র রূপিণী হইয়া পড়েন, তবে সেরূপ ভাষায় আমাদের প্রয়োজন রাখে না।

যে সমস্ত লোকে বিদ্যারণ্যের সামান্যাংশমাত্র পরিভ্রমণ করিয়া শ্রমক্লান্ত হইয়াছেন, এরূপ লোকেই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত এবং সমাজ মধ্যে ইহাঁদেরই সংখ্যা অধিক। ইহারা বাল্যে যতটুকু জ্ঞানার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সেই মূলধনের বিনিময়েই জীবিকার্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। মানুষ অবস্থার দাস; সুতরাং তাহার প্রবর্ত্তনানুসারে যে তাহাকে চলিতে হইবেক, আশ্চর্য্য কি? এরূপ লোকের প্রশংসা বা অপ্রশংসার বিষয় বলিবার কিছুই নাই। যেহেতু সাহিত্য চিন্তায় কালক্ষেপ করিতে সময় ইহাঁদের অদৃষ্টে ঘুটিয়া উঠা ভার। কিন্তু তাহা বলিয়াই ইহাঁদের সম্পূর্ণরূপ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা যাইতে পারে না। ইচ্ছা থাকিলেই কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধা আপনা হইতেই সমুপাগত হইয়া থাকে; তজ্জন্য উপাসনা করিতে হয় না। এই মহার্ঘ্য জ্ঞানরত্নের অর্থ পাশ্চাত্যদেশবাশী দরিদ্র লোকে যেরূপ হৃদ্গত করিতে পারিয়াছেন আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায় সেইরূপ বুঝিতে পারিতেন, তবে আমাদের দেশেও এতদিনে অসংখ্য "মিল, নিউটন, হার্ষেল, হিউম, গ্যালিলিওর উদ্ভব হইত, এবং আমাদের ভাষা পৃথিবীর সকল দেশের ভাষার সহিত সমকক্ষতা লাভ করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ অবস্থায় সমুদয় হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অগ্রে কৃতবিদ্য মণ্ডলীর ভাষা সংগঠনে রুচির উদয় হউক; তাঁহারা সকলে ভাষা শিক্ষার উৎসাহ প্রদান করুন; দেখিবেন জ্ঞানচর্চ্চা বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় সমাজের সেইরূপ উন্নতি তড়িদ্গতিতে সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

শেষোক্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ বঙ্গবিদ্যানুরাগিদিগের মধ্যে যাঁহারা পরিগণিত তাঁহারা নিষ্কর্ম্মা লোক। অর্থাৎ অনেকেই শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী। এই সকল ব্যক্তি নিয়মিতকাল কর্ত্তব্য কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া সচরাচর অনেক সময় অবকাশ লাভ করিয়া থাকেন। সেই অবকাশ কালের কিয়দংশ (অবশ্য রুচিভেদে অনেকে একার্য্য করিতে ঘৃণা করেন) প্রধানবর্গের প্রীতি বিবর্দ্ধনে অতিবাহিত করিয়া অবশিষ্টকাল বিদ্যালোচনাতেই অতিবাহিত করেন। ভূদেব বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, ইহাঁদের আমড়াভাতে খাইয়াই এই দুরূহ কার্য্য করিবার অধিকার স্বভাব সিদ্ধ।" সেই স্বভাব সিদ্ধ গুণের বশীভূত হইয়া তাঁহারা নিরন্তর সাহিত্য সিন্ধু মথনে তৎপর রহিয়াছেন। তবে যে কতিপয় মহদাশয় বিভাগান্তরীয় উচ্চাসনে আসীন হইয়াও তাঁহাদের ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছেন সে কেবল তাঁহাদের সাধুতা মাত্র। যদি তাঁহারা পৃষ্টপর না থাকিতেন, তাহা হইলে কি শিক্ষা বিভাগীয় মহাপুরুষদের দুর্দ্দশার ইয়ত্ত্বা থাকিত? না তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহ এতদিন ধূলাবশেষিত হইতে বাকি থাকিত? বাঙ্গালাভাষার যাহা কিছু উন্নতি এই সম্পাদায়ের যত্নই তাহার কারণ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কৃতবিদ্য মণ্ডলী যে কয়েকটী অংশে বিভক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের ঐকান্তিক যত্ন ও অনুরাগ না হইলে ভাষার সম্যক শ্রীবৃদ্ধির কল্পনা আকাশ কুসুমবৎ। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে কৃতবিদ্যদিগেরই সম্পূর্ণ প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার। নানা ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের হইতে বহুমূল্যরত্ন আহরণ করতঃ মাতৃভাষাকে সুসজ্জিত করা আর কাহার কার্য্য? অকৃতী সন্তান কি কখন মায়ের অভাবমোচনে ক্ষমবাণ হইয়া থাকে? অতএব কৃতবিদ্যগণ আলস্য ত্যাগ করুন, এই সুকীর্ত্তি ও পুণ্যদ ব্রতে কায়মনে অনুরক্ত হউন, দেখিবেন অনধিক কাল মধ্যেই বঙ্গভাষা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া দেশীয় প্রকৃতি পুঞ্জের অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত করিবে; ভারতের সুখদ্বার

পুনরুদ্ঘাটিত হইবে, এবং সভ্যতা দেবী অবতীর্ণা হইয়া ভারতের বিলুপ্ত গৌরব প্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া দিবেন।

ইহাও দেখা যাইতেছে যে, আমাদের মাতৃভাষায় উপাদেয় ও হিতকর গ্রন্থের এইরূপ অসদ্ভাব সত্বেও নিষ্প্রয়োজনীয় এত গুলিন পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তির সেই সমুদায় গুলিন পাঠ করিয়া উঠা দুঃসাধ্য এবং তাহা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইলেও কদাচ সদুপদেশ জনক নহে। রাশি রাশি লোমজ আচ্ছাদনে শরীরকে আবৃত রাখা অপেক্ষা নিরাবৃত শরীর সঞ্চালনে যেরূপ দেহের উষ্ণতা সম্বিধান করিয়া থাকে, অনধিক কাল মধ্যে অধিক সংখ্যক গ্রন্থ পাঠাপেক্ষা মনোনীত উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী অল্পসংখ্যায় পাঠ করিলেও মনোবৃত্তির সেইরূপে উৎকর্ষ সংশাধিত হইয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশও এরূপ দূষিত যে, তাহাদের পাঠে স্বভাব ও ধর্ম্মনীতি একবারে বিদূষিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এবং এরূপ পুস্তক ওঅনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে বহুমূল্য উৎকৃষ্টতম চিন্তা শক্তি পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে দূষ্ট পদার্থ এরূপ সুকৌশলে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে যে, তাহাদের অধ্যয়নে শুভফলের আশাও যত, অনিষ্টের আশঙ্কাও তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। রত্নাকর গর্ভে যে মহামূল্য রত্নাবলী সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা উত্তোলন করিতে জীবন রত্নের যদিস্যাৎ সামান্য অনিষ্টেরও আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে সেই অকিঞ্চিৎকর রত্নকে নমস্কার করিয়া বাহুর দ্রুত সঞ্চালনে বারিরাশী পৃথক করতঃ তীরে উত্তীর্ণ হইতে বিজ্ঞতা উচ্চৈস্বরে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব পুস্তক পাঠে যদি উপকার লাভের বাসনা থাকে তাহা হইলে আমাদের উত্তমোত্তম পুস্তক মনোনীত করিয়া তাহাদেরই উপযুক্তমত অধ্যয়ণ করা আবশ্যক। একই প্রফুল্লিত পুষ্পদানে প্রজাপতি নিরন্তর বসিতেছে উড়িতেছে, কিন্তু যেমন তাহার সারসংগ্রহে চির রক্ষিত থাকে; উর্ণনাভও কঠোর পরিশ্রম করিয়া যেমন তাহা হইতে জীবন সংহারক হলাহল মাত্রই সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় এবং বিজ্ঞতা নিপুণ মধুকর তাহাতে বসিয়াই যেরূপ বিদূষিত পদার্থের পরিবর্ত্তে মধুসংগ্রহ করিয়া থাকে; সেইরূপ পাঠকগণের অভিপ্রায় ও রুচির তারতম্যানুসারে একই গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে। অর্থাৎ পুস্তক পাঠ করিয়া কাহারও বা সদ্জ্ঞান লাভ, কাহারও বা ইন্দ্রিয় সুখ লালসার চরিতার্থতা এবং কাহারও বা কেবলমাত্র কৌতূহল বৃত্তির চরিতার্থতা সাধিত হয় মাত্র।

উপসংহার স্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যতদিন বঙ্গীয় কৃতবিদ্য মণ্ডলী এক মতাবলম্বনে মাতৃভাষার উন্নতি সাধন সংকল্পে দৃঢ়ব্রতী না হইতেছেন, যতদিন বঙ্গভাষার সর্ব্বজ্ঞান প্রসূ গ্রন্থাবলী না হইতেছে এবং যতদিন সধন নির্দ্ধন, ও বিদ্বজ্জনের সাদর ও স্নেহ দৃষ্টি বাঙ্গালা গ্রন্থের বা তৎপ্রচারিত সংবাদপত্রের উপর নিপতিত না হইতেছে, ততদিন আমাদের সমাজ

দুরারোহ জ্ঞানগিরির শিখর দেশে কদাচই আরোহণে সমর্থ হইতেছেন না। চিরকাল বিদেশীয় ভাষার পক্ষপাতী হইয়া থাকার ন্যায় বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। উক্তোপায়লব্ধ জ্ঞান 'গিল্‌টি' করা অলঙ্কারের ন্যায় প্রতিভাত হয় মাত্র। ইহাতে শিল্পীর যতই প্রসংশার ভাগ থাকুক না কেন, পদার্থগত কোন গুণই লক্ষিত হয় না। যে কামিনীকুলের কমনীয় কর পল্লবে তাহাদের সাদরে অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, কালক্রমে তাহাদের কৃত্রিমতা প্রকাশিত হইলে সেই সুশীতল কর স্পর্শের অনুপযোগী হইয়া দূরে—বিঘূর্ণ্য রূপে—পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে আমাদের সমাজের এরূপ পরিনাম দর্শন করিতে না হয়, তাহার উপায় স্বরূপ বাঙ্গালাভাষার উন্নতি ও শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে সকলেরই অন্তরের সহিত সযত্ন হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়াছে। যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন সমাজের জ্ঞানোন্নতি সম্ভব পর হইতেছে না; এবং হৃদয়শীল ভাবুকদিগকেও সময়ে মনেমনে মতিমান এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, "আমরা কি সত্য সত্যই সভ্য হইয়াছি?"

বঙ্গমহিলা।

গত প্রকাশিতের পর।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল ভারত সংস্কার সভা বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম স্থির করিবার নিমিত্ত কএকটী প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পরমর্শ জিজ্ঞাসা করেন তাঁহারা প্রায়, এক মত হইয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, ত্রয়োদশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া যুক্তিসংগত নহে এবং দুই একটী বিবাহ এই প্রণালিতে আজ কাল হইতে দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ প্রচলিত রীতি আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য, সুতরাং উক্ত বিচক্ষণ চিকিৎসকদিগের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পুত্র পৌত্রদিগের পালন নিমিত্ত রাখিতে হইবে।

সপ্তম হইতে দ্বাদশ বর্ষ অবধি কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। কখন কখন অধিক বয়সে বিবাহ হইতে দেখা যায় কিন্তু তাহা বৈধ বলিয়া সমাজে গৃহীত নহে, বংশগত কৌলিন্য ভ্রম প্রচলিত থাকিয়া বঙ্গের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে এবং নিয়ত প্রায় রমণীগণ তাহার ফলভোগী, কাহার অতি বালিকা কাহার কাহার ও চত্বারিংশৎ অতীত হইলে বিবাহ হইতেছে। কাহার শতাধিক সপত্নী যন্ত্রণা সম্ভোগ কাহার বা কুমারী অবস্থায় লোকান্তরিত হইতে হইতেছে। গত ১৮৭২ সালের লোক সংখ্যায় জানা যায় যে বঙ্গে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক সেই অল্প সংখ্যা রমণীর মধ্যে অনেক বিধবা আছেন, এবং বহু বিবাহ প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত অনেকে একাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন, এই হেতু কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ সুকঠিন হইয়াছে শূদ্র কন্যাগণ অনেক সময় ব্রাহ্মণী হইতেছেন এবং কন্যাক্রয় বিক্রয় ও হইয়া থাকে সুতরাং প্রজাপতি কোন কোন রমণীর প্রতি বিমুখ হইলে আমরা

বিশেষ দোষারোপ করিতে পারি না। এক্ষণে বিদ্যানুশীলনাধিক্য হেতু বহুবিবাহের অনেক হ্রাস হইয়াছে বটে কিন্তু এককালে মায়া কাটাইতে পারেন নাই। অন্য অন্য প্রদেশীয় হিন্দুগণ কৌলিণ্য নিয়মাধিন না হইয়াও সময় বিশেষে একাধিক বিবাহ করিতে ত্রুটী করেন না। মনু হিন্দু মাত্রকে বহুবিবাহ করিতে আদেশ করিয়াছেন। স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইবার কারণ দেখিলেই মনুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে—কোরাণে চতুর্থ পর্য্যন্ত রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ আছে শুদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণ হতভাগিনী নহেন ইংরাজদিগের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে অলক্ষিত ভাবে এই দোষ প্রবেশ করিতেছে গত দুই তিন বৎসর মধ্যে স্ত্রী বর্ত্তমানে বিবাহ করিবেন বলিয়া অনেক গুলি ইংরাজ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। আমরা শ্রুত আছি ইংলণ্ডেও অনেক পুরুষ দণ্ড বিধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত নাম ও স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বহুবিবাহ করিয়া থাকেন। আমেরিকায় মর্‌মন নামে এক সম্প্রদায় আছে তাহাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। বঙ্গমহিলারা যে ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত অভিলাষী আমেরিকার এই প্রদেশের রমণীগণ তাহা প্রার্থনা করিতেছেন। এতদুল্লেখে আমরা বঙ্গীয় রমণীকে সান্ত্বনা করিতে চাইনা এই মাত্র আমাদের ব্যক্তব্য যে বিজ্ঞান, শিল্প এবং স্বভাব ও সমাজতত্ত্ব যতই আলোচনা করুন না কেন কোন সম্প্রদায় এক কালে অভ্রান্ত নহেন। মনু সমাজের মঙ্গল চিন্তায় বহুবিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাহার বাহুল্য করিয়াছেন এক্ষণে বঙ্গে স্ত্রীর সংখ্যা সল্পতা হেতু বহুবিবাহ কখনই প্রয়োজনীয় হইতে পারে না এবং স্বভাবের নিয়ম রক্ষা হয় না সুতরাং ক্লেশ কর হইয়া উঠিয়াছে।

সল্প সংখ্যা রমণীর অধিক বয়সে বিবাহ হয় এবং বহুবিবাহে সমাজিক অনিষ্টতা লক্ষিত হয় না। বাল্য বিবাহ আমাদের উন্নতি প্রতিরোধক হইয়াছে। ভারত ভিন্ন অতি অল্প দেশে এরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে—ইউরোপের কথা নাই অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে ও তাহা পরিত ও বরমাসার কেসিয়া প্রভৃতি স্থানেও অধিক বয়সে দম্পতির পরস্পর মনের মিল হইলে বিবাহ হইয়া থাকে। বাল্য বিবাহের অনিষ্ট কারিতা স্বপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতগণ অনেকবার লেখনী ধারণ করিয়াছেন এবং আমরা প্রত্যেকে ন্যূনাধিক তাহার ফলভোগী। বালিকাগণের সুতিকাগারে মৃত্যুকালিন কাতরোক্তি—চিররোগী সন্তানগণের উৎকট রোগের যন্ত্রণায় ক্রন্দন অশ্রুপাত—ও অকাল মৃত্যু, ভারতের পরাধীনতা এবং শান্তপ্রকৃতি ভারতবাসি দিগের প্রতি বিদেশীয়দিগের ভূয়োভূয়ঃ অত্যাচার তাহার স্বপ্রমাণ করিতেছে, সমাজ হইতে বালিকাকে স্বতন্ত্র দেখিলে তাহাদের দুঃখের কারণ অনুভূত হইবে। কন্যাভার গ্রস্ত হইলে হয় বালকের না

হয় বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিতেই হইবে নচেৎ মান হানি। পিতা ভাবি জামতার গুণাগুণানুসন্ধান করিলে বিবাহ হয় না। ক্রমে বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন পাত্রদিগের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে—বালক বা বৃদ্ধ ব্যয় সুলভ হইলেই কন্যাপ্রদান করেন। উভয়বিধ মিলন বালিকার পক্ষে ক্লেশ কর। উভয় স্থলে বিবাহিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রকৃতির বিশেষজ্ঞ নহেন এবং বিবাহের উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সাধিত হয় না। বালক বালিকা উভয়ে অনভিজ্ঞ এবং মনুষ্য প্রকৃতির পরিজ্ঞানে তাদৃশ স্বমতা জন্মেনা। সুতরাং ভিন্ন প্রকৃতির দম্পতি গণ উদার স্বভাব না হইলে প্রকৃত সংসার সুখ হইবার সম্ভাবনা অল্প। বাল্যক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামিকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু কি প্রকার কিরূপ কার্য্যে স্বামির মনস্তুষ্টি হয় তাহা জ্ঞাত নহেন। বালিকার পক্ষে এ অবস্থা অতীব ক্লেশকর। নূতন পরিবার মধ্যে চতুর্দ্দিকে ছলগ্রাহী পরিজনগণে বেষ্টিতা হইয়া দিন যাপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব সেই নিমিত্ত আমাদিগের বালিকাগণ স্বামী গৃহে গমনকালে ক্রন্দন করে—যদি ভর্ত্তার প্রতি অনুরাগ চিহ্ন প্রকাশ পায় অবিলম্বে "কলিকালের মেয়ে জন্মিবামাত্র স্বামী চিনিয়াছেন" বলিয়া কটুভাষিত হইবেন। ঔদাস্য প্রকাশ পাইলে স্বামী খড়্গ হস্ত শ্বশ্রু বিরক্ত তাহার পক্ষে উভয়শঙ্কট। এক্ষণে ইংরাজী বিদ্যা প্রভাবে প্রায় সকল বালক উন্নতভাব ধারণ করিয়াছে বালিকা সমতা রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু বালক বালিকার মিলন ক্লেশকর হইলেও বিশেষ অনিষ্টকর বোধ হয় না কারণ ক্রমে উভয়ে পরস্পরের চরিত্র অভ্যাস করতঃ সামঞ্জস্য করিতে পারেন।

ক্রমশ প্রকাশ্য।

—০:০—

দ্বারিকের মৃত্যুতে।

হায়! কেন আজি যত বঙ্গবাসিগণ,
ভাসিছে নয়ন নীরে?—বহি বক্ষঃস্থল
বারিতেছে, যথা চির মণ্ডিত তুষার,
হিমাদ্রী শিখরে—(উচ্চতমগিরি, আহা!
বিস্তারিয়া দ্বিশত যোজন শোভিতেছে,
উত্তরে প্রাবর সম ভারত আবাসে)।
বিনিঃসৃত খরতর তপন তাড়নে!
বুঝি কোন অমঙ্গল? অসম্ভব নয়!
অভাগী বঙ্গের—আহা! চির-অভাগিনী,
দুঃখিনী জনম তার শ্রেষ্ঠকুলে, পিতা
সিন্ধুরাজ—রত্নের আকর লোকে কয়,
তবে কেন তার এতই দুখিনী?
ভাগ্যদোষে! কিন্তু রাজপুত্রী বলিচিহ্ন,
ছিল শত শত,—বহুরত্নরাজি কণ্ঠে।
ছিল কটী অমূল্য রতন, যার কাছে
শত শত কহিনূর নিষ্প্রভ হইত উজলিত
চারিদিক, আহা কিবা শোভা!
শোভে যথা ইয়ম্মদ অম্বর প্রদেশে!
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নে—আহা! দ্বারিক সুজন,
(উজলিলে চারিদিক আপনার গুণে)।
হরিল পাষণ্ড চোরে—রে দুরন্ত কাল!
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর তুই; অকালে লইয়া,
তোর কিবা ফল হল? রে দুরন্ত!
তোর কেন এরূপ স্বভাব? তোর বুকে,
ভাল নাহি সয়? দস্যু বৃত্তি ধর্ম্মতোর।

ধর্ম্মরাজ কেন তোরে বলে ? রে দুর্জ্জন !
দুখিনী বঙ্গের প্রতি সাধিলি এবাদ
কেন ? হরেছিস রত্নহার কত, ছিল,
মাত্র বক্ষঃস্থলে শ্রেষ্ঠতম মণি ; বহু
পুণ্য ফলেলব্ধ—বহু তপস্যার ধন !
বঙ্গ আর বাঁচে কি লাগিয়া ? সর্ব্বশান্ত।
জীবনের মৃত্যু শ্রেয়স্কর, বেঁচে থাকা,
বিড়ম্বনা, যন্ত্রণার হবে এক শেষ।
আদর করিবে আর কেবা ? তারাপতি,
বিনা কেনা তারাগণে অনাদর করে।
হায় কোথা বঙ্গের রতন ! শ্রেষ্ঠতম,
যাহার প্রভায় প্রভাবিল চারি দিক।
কিবা বঙ্গে, কি ভারতে' কিবাসিন্ধুপারে,
দক্ষিণ, পশ্চিম আর প্রশান্ত-গভীর।
পারাবারে উজলিয়া নিষ্প্রভ করিত,
যত রত্ন রত্নাকরে, কিবা দেশ মাঝে।
তারাপীর যথা তারাগণে নভোস্থলে ;
শোভিত বঙ্গের গলে, কৌস্তভ রতন।
বসু দেবাত্মজ গলে যথা উজলয়।
কালান্তক কাল রাখিবি না বঙ্গে আর,
অমূল্য রতন ? অভাগিনী বঙ্গ ভূমি
কি দোষে হয়েছে দোষী ? ধিক্‌রে পামর,
চর্ব্বন করিলি যত বঙ্গের রতনে ;
সদা সশঙ্কিত তোর প্রচণ্ড প্রতাপে,
মৃগী যথা ব্যাধের তাড়নে রে দুর্জ্জন !
রক্ষিতে তোমার হাতে আপন সন্তানে
রাখে লুকাইয়া গুপ্ত স্থানে পাছে দেখ,
বিহগী যেমতি রক্ষে আপন শাবকে
বাজমুখে ; কিন্তু তোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেদি,
চারিদিক কি অরণ্য, কিবা গুহা, কিবা
শৈলোপরি, অতল জলধি তল যথা,
প্রভঞ্জন গতি অবরুদ্ধ (ঈশ্বরের
ভিন্ন সৃষ্টি বলি যারে কয়) কি আগুনে,
আক্রমিবে জীবকুলে নাশিতে পরাণে।
চল গো মা বঙ্গ ভূমি চল সিন্ধু তীরে
দিব বিসর্জ্জন, মহোৎসব ফুরাইল,
ভাসিতেছে বঙ্গবাসিগণে চক্ষুঃ নীরে
বিজয়ার দিনে যথা প্রতিমা ভাসনে।
চল ত্বরা করি দিয়া সব বিসর্জ্জন
কালের করাল মুখে কি চিন্ত মা বসি ?
সুখ সূর্য্য অস্তমিত—দ্বারিক মরণে।
এস বঙ্গবাসিগণ, এস বঙ্গবাসিগণ,
বঙ্গেরে লইয়া যাই দিতে বিসর্জ্জন
ভাই দিতে বিসর্জ্জন।
আর কেন বঙ্গ রয়, আর কেন রঙ্গ রয়,
বঙ্গের যন্ত্রণা আর প্রাণে নাহি শয়,
ভাই হৃদি বিদরয়।
হের বঙ্গোপসাগর, হের বঙ্গোপসাগর,
দুঃখে উচ্ছলিত যার স্বচ্ছ কলেবর
দেখ দয়ার সাগর।
চল বঙ্গবাসী ভাই, চল বঙ্গবাসী ভাই,
জননী সহিত সবে সিন্ধুরাজ্যে যাই,
আর কষ্ট কেন পাই ?

মৃত জজ দ্বারকানাথ মিত্র।

১

কেন আজি মঙ্গালয়ে রোদনের রোল—
ভেদিয়া গগণ ;
কেন আজি ঘরে২, সবে হাহাকার করে,
দ্বারকানাথের নাম করিয়া গ্রহণ।

২

অকালে দ্বারকানাথ কাঁদায়ে সকল
বঙ্গবাসী জনে।
শোকের লহরী তুলি,দয়া,মায়া,প্রেমভুলি,
চালিলে শরীর নিজ অনন্তশয়নে।

৩

বঙ্গীয়গগণে তুমি তারকা মাঝারে
পূর্ণশশধর।
বিতরি বিচার সুধা, অনাথ দীনের ক্ষুধা,
হরিতে লভিতে আর পরম আসর।

৪

কি দোষে নিশীতে আজি হত বিধিবশে
আঁধারি ভুবন।
চলিতেছে অস্তাচলে, হীনভাতি তারাদলে,
বিষাদে মলিন বাসে ঢাকিলো বদন।

৫

নহেত সুলভ কভু মরুভুমি মাঝে
দীর্ঘ সরোবর ;
যদি বা মিলিল হায়! (দুঃখে বুক ফেটেযায়)
তাহাতে সাধিল বাদ গ্রীষ্মদিবাকর।

৬

নিবিড় বিপীনে এক বিকচ কুসুম—
সৌরভ আধার ;
বঙ্গভুমি উজলিয়া, দশদিশি আমোদিয়া,
অকালে শুকাল করি কানন আঁধার।

৭

কিন্তু তাঁর পরিমল ভুবন বিদিত
রহিল ভুবনে।
নাসিকা মোদিত যায়,কভু কি তা ভুলাযায়,
যাবত জীবিত রব রহিবে স্মরণে।

৮

শেষ দেখা দেখিবারে নিজ জন্ম ভুমি
করিলে গমন ;
স্মরি দৃশ্য সমুদয়, চারু সরলতা ময়,
ব্যথিত শরীরে কত করিলে রোদন।

৯

তাহাদের মায়া বুঝি ভুলিতে না পারি,
ওহে গুণময় ?
আর না ফিরিলে এথা, চির দিন তরে তথা,
রহিলে হে দিয়ে ব্যথা বঙ্গদেশময়।

১০

অথবা দেশের কাজ সদা অকাতরে
করিয়া সাধন।
বিশ্রাম লভিবে বলে,শীতল জননী কোলে,
লুকাইলে একেবারে জনম মতন।

১১

মিত্র দ্বারা মিত্রবর ! বঙ্গবাসী চয়
হইল এখন।
তোমার মতন আর, ভারত রতন সার,
ভারতের ভাগ্যে কভু হবে না ঘটন !!

১২

স্বদেশী বিদেশী কিবা কে নয় কাতর ?
তোমার নিধনে।
তব সহযোগী গণ, করিতেছে অনুক্ষণ,
তোমার যশের গান সশোক বচনে।

১৩

লোষ্ট্রের পতনে আজ ভারত সাগর
নিরখি ক্ষুভিত ;
গোলাকার বীচিকুল, প্রহরিল প্রতিকুল,
অপর সাগর কুল তাহাতে ধ্বনিত।

১৪

অকালে নিয়তি তব কি পাপে বিধাতা
লিখিল কপালে।
তুমি হে অবিরত, ছিলে দেশ হিতে রত,
তবে কৈ অধিকারী হলে পুণ্য ফলে ?

১৫

অথবা বঙ্গের ভালে কেনবা সহিবে
হেন উচ্চাসন।
চন্দনের বিন্দু প্রায়, ক্ষণে শুখাইয়া যায়,
নতুবা দ্বারিক কেন হারায় জীবন।

১৬

যতবার বঙ্গমাতা পরিলে গো ফোঁটা
কিন্তু ভাগ্য ফলে,
একটী বলনা হায়, শ্রীরমাপ্রসাদ রায়,
শম্ভুনাথ অনুকূল মরিল সকলে।

১৭

হায়রে দারুণ কাল এই কি তোমার
ধরম বিচার।
সুদক্ষ চোরের মত, যত রত্ন মনোমত,
হরিলে ভারত খনি করিয়া বিদার।

১৮

যে হানি করিলে তুমি ওহে যম রাজ !
উপমা রহিত।
তাহার পূরণ আর, কভু নহে হইবার,
সকলের হৃদি শেল করিলে নিহিত।

১৯

অতঃপর নিবেদন ওহে বিশ্বাধার
করুণা নিলয়।
বঙ্গপুত্রে যে আসন, করেছিলে সমর্পণ,
তোমার সদনে তাহা যেন স্থির রয়।

শ্রীগঃ

কাঁদিছে; নিশীথে, অই, কে, বল ? রমণী।

(গত প্রকাশিতর পর)

সমান সকলে,এবে নাহি কা'রে অভিমান।
রূপরাশি কুরূপেতে, হয়েছে সমান জ্ঞান।
তিমির করিছে, সবে, এক রূপ এক মান !
যেন মহা-প্রলয়েতে, জীবগণ একাধন।

৪

কোথা গর্ব্ব? কোথা ধন? সকলি সমান এবে।
কোথা যান? কোথা মান ? কিছুই না
রবে ভবে।
কাল-অন্ধকার,যবে গ্রাসিবে দেহ-নিলয়।
জ্যোতি, রূপ, লাবণ্যাদি সকলি, পাইবে
লয়।

৫

তথাপি মানব মন, গর্ব্বতরি চড়ি সদা।
সংসার সাগর মধ্যে ঘুরিছে খেলিছে সদা।
অকুলে পাইবে কুল, আশা মাত্র কর্ণধার।
উৎসাহ ক্ষেপণীযোগে বহিতেছে অনিবার।

৬

আকাশ ধরণী যুড়ি অন্ধকার নরপতি।
বিরলে রাজত্ব করে কে রোধে সেমহাগতি।
নিশা-প্রিয় নিশাচর সেঘোর'তম'সাগরে
দেয় নাই সন্তরণ স্তব্ধ-ভাবে সদা ডরে।

৭

এমন সময়ে কেন রোদনের রব ঘোর।
হৃদয়ে প্রবেশে যেন হলাহল ভয়ঙ্কর॥
মুক্ত ছিল কারো বুঝি, হৃদয় প্রবেশ দ্বার,
পলায়ন করিয়াছে স্নেহ পুত্তলিকা তার॥

৮

অথবা আধারি কারো হৃদয় পূর্ণিমাতিথে,
চির অস্ত গেল বুঝি প্রণয় রোহিণীপতি।
কিম্বা শোক সিন্ধুনীরে ভাসাইয়া চিরদিন
মিশিল জীবন কারো, জীবনেতে চিরদিন॥

৯

অনাথিনী কোন বালা হারাইয়া পুত্র ধন।
করিছে ধরণী বক্ষে অশ্রুবারি বরিষণ॥
বুঝি ঘোর অন্ধকারে খুজিছে আত্মজমণি।
গলে কি কৃতান্ত মন, পরের রোদন শুনি॥

১০

পাবে কি সে ধন যাহা লয়েছে কৃতান্ত হরি
করুণ রোদনে কেন দহিছে মানবপুরী।
কেন বা তামসী নিশা নিঃশব্দে গভীর
ভবে।
শুনিছে তোমার দুঃখ যেনসদা একভাবে॥

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

মাসিক পত্রিকা

১ম, পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা [৯ম, খণ্ড।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

এই প্রকারে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ ভারতভূমিতে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ম্লেচ্ছ রাজারাও ভারতবর্ষের পশ্চিমখণ্ডে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। ডেরায়সের পূর্ব্বে কোন পারস্যরাজার ভারতবর্ষ আক্রমণের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। ডেরায়াস খ্রীষ্টাব্দের ৫১৮ বৎসর পূর্ব্বে পারস্যের রাজসিংহাসনে আরোহন করেন সুতরাং বুদ্ধের প্রায় সমকালিন। তিনি তাঁহার সেনানী স্কাইলাক্সনির্ম্মিত অর্ণবপোত করিয়া সিন্ধুনদী পার হওতঃ ভারতবর্ষের পশ্চিমখণ্ডের রাজাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের কতদূর পর্য্যন্ত তিনি জয় করিয়াছিলেন তাহা অবধারিত করা দুঃসাধ্য। লিখিত আছে যে তাঁহার রাজকরের তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইত।

ডেরায়সের আক্রমণের প্রায় দুই শত বৎসর পরে মাসিডনের সুবিখ্যাত মহীপাল শেকন্দর শাহ (আলেকজণ্ডর) পারস্যসাম্রাজ্য অধিকার করিলেন। তৎপরে উক্ত সাম্রাজ্যভুক্ত বেলুচিস্তান কাবুল এবং তুর্কিস্থানের অন্তর্গত প্রদেশ সমস্ত পরাজয় করতঃ খৃঃ পূ ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ বিজয় সঙ্কল্পে, পঞ্জাবের উত্তরস্থিত আটক্ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। সিন্দুনদী পার হইবার সময় কেহই তাঁহার গতি প্রতিরোধ করেন নাই। কিন্তু ইহার পরপারে আসিয়া উপস্থিত হইলে, টাক্‌সিলিস্ নামক

একজন প্রতাপান্বিত রাজা, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আলেক্‌জণ্ডর তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পুরুরবা নৃপতিকে আক্রমণ করিলেন। এই পুরুরবাকে গ্রীসদেশস্থ ইতিবৃত্ত লেখকেরা পোরস বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমতঃ বিলক্ষণ বীরতা সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার দুই পুত্র শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি শেকন্দরের প্রভুতা স্বীকার করিলেন। আলেক্‌জণ্ডর তাঁহার বীরত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, সমুদায় রাজ্য তাঁহাকে পুনরায় প্রদান করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে পঞ্জাব জয় করিয়া, তিনি পাটলিপুত্র নগরে আসিবার মানস করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ ক্রমাগত রণক্ষেত্রের ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার সহিত আসিতে অস্বীকার করিল। সুতরাং তিনি মহাক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিগমন করিলেন। প্রতিগমন সময়ে তিনি, বহুসঙ্খ্যক রণতরি লইয়া, নিয়র্কস নামক সেনানীকে শতদ্রু নদী হইতে, সিন্ধু নদীদিয়া সমুদ্রপথে গমনের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত স্বয়ং স্থলপথে বেলুচিস্থানের অভ্যন্তর দিয়া প্রস্থান করিলেন। এই স্থলপথে গমনকালিন তাঁহাকে নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। নিয়র্কস সিন্ধুর মোহনা হইতে সমুদ্রদিয়া ইউফ্রেটিস্ নদীর পতনমুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ বীর আলেক্‌জণ্ডর সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে খৃঃ পূ ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলন্ রাজ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আলেক্‌জণ্ডরের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতিরা তাঁহার বিপুল রাজ্য বিভক্ত করিয়া লইলে সেলুকস্ নামক একজন সেনাপতির অংশে ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ড এবং বাক্‌ট্রিয়া নামক প্রদেশ পতিত হইল। গ্রীক্‌ইতিবৃত্ত লেখকেরা লেখেন যে সাণ্ড্রাকোটাস্ এই সময় প্রাসি (পাঠলিপুত্র) রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ইনিই বোধ হয় মগধাধিপ মহানন্দের পুত্র রাজা চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত নাপিতানির গর্ভ সম্ভুত সুতরাং পিতার রাজ্যে তাঁহার অধিকার ছিল না। তিনি আপন ভ্রাতাদিগকে বিনাশ করিয়া সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন। সেলুকস ইহাঁর প্রতিকূলে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। যাহাই হউক লিখিত আছে যে সেই সেলুকস্ চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; এবং চন্দ্রগুপ্ত প্রতিবৎসর তাঁহাকে ৫০ টী করিয়া হস্তি রাজকরস্বরূপ প্রদান করিবেন এই করারে এক সন্ধিপত্র লেখা হইয়াছিল। এই সময় মেগাস্‌থেনিস্ নাম জনৈক গ্রীসদেশবাসী দূতস্বরূপ মগধরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূ ৩১৫ অব্দ হইতে খৃঃ

পূ ২৯১ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বিন্দুসার খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ২৯১ অব্দ হইতে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ২৬৩ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে, তাঁহার পুত্র অশোক খৃঃ পূ ২৬৩ অব্দে তদীয় সিংহাসনে অধিরোহন করিলেন। তিনি ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়া খৃঃ পূ ২২৩ অব্দে পর লোক যাত্রা করেন। তাঁহার আর একটী নাম প্রিয়দর্শী। অশোকের রাজত্বের অনেক বিশ্বাস যোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়, যে তাঁহার সময় মগধরাজ্যের সীমা পশ্চিমে পেশওয়ার ও কাবুল নদীতীর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে বঙ্গপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, উক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে স্থানে স্থানে আচার্য্যবর্গকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; সুতরাং কিয়ৎকালের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম তিরোহিত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমুন্নত হইতে লাগিল।

এক্ষণে খ্রীষ্টান্ মিসনরিদিগের যে প্রকার ধর্ম্ম প্রচারক দৃষ্ট হয়, বৌদ্ধদিগের ও ঐ রূপ ধর্ম্ম প্রচারক ছিল। ধর্ম্ম প্রচারকেরা এবং পুরোহিতেরা শিরোমুণ্ডন ও ত্রিদণ্ড ধারণ করিতেন, এবং চির কৌমার্য্যব্রতাবলম্বী ছিলেন। স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদিগের ন্যায় চিরকাল অবিবাহিতা থাকিতেন।

অশোকের সময় ভারতবর্ষের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বত্রে বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা, এবং চিকিৎসালয় সংস্থাপন ও জলাশয়, প্রস্তর নির্ম্মিত পথ সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রস্তরনির্ম্মিত সুদীর্ঘ স্তম্ভে অদ্যাবধি অশোকের আজ্ঞা খোদিত রহিয়াছে। অশোককে প্রজাগণ অত্যন্ত ভক্তি করিত এবং তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিতেন। অদ্যাবধি দিল্লী, প্রয়াগ, ধলি এবং কপর্দ্দগিরি প্রভৃতি স্থলে অশোকের খোদিত পালিভাষায় লিপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অশোকের মৃত্যুর পর ময়ূরীয় সপ্তজন ক্রমান্বয়ে মগধসিংহাসনে অধিরোহন করেন। ইহাঁরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অশোকের সময়েই সৈবিরিয়া চীন গ্রীক প্রভৃতি বিদেশীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল; সুতরাং ময়ূরীয় নৃপতিদিগের আনুকূল্যে উহা ভারতবর্ষের ও আসিয়ার অধিকাংশের প্রবল ধর্ম্ম হইয়া উঠিল।

ময়ূরীয় নৃপতিরা ক্রমশঃ হীনবল হইয়া আসিলে সঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ পাটলীপুত্রের সিংহাসনারূঢ় হইলেন। এই বংশীয় রাজা পুষ্পমিত্র ১৮৮ খৃঃ পূ একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধস্তুপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সঙ্গবংশীয় নৃপগণের অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে দৃষ্ট হয়। দেবাভূতি এই বংশের শেষ রাজা ৮৬ খৃঃ পূ তিনি পরলোক যাত্রা করেন।

সঙ্গবংশীয় রাজা দেবাভূতির মৃত্যুর পর, মগধসিংহাসনে কর্ণবংশীয় চারিজন ভূপতি ক্রমান্বয়ে ৩১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এই সময় হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রবল হওয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় বিলুপ্ত হইয়া উঠিল।

বঙ্গমহিলা।

(গত প্রকাশিতের পর)

কিন্তু বৃদ্ধ বালিকার মিলন অতীব অপকারক। স্বামির পরিপক্ক স্ত্রীর কোমল স্বভাব সাদৃশ্য হইবার নিমিত্ত একের কিঞ্চিৎ অগ্রসর অপরের পশ্চাদ্গামী হইতে হয় গৃহিণী "এঁচড়ে পাকা" কর্ত্তা সিংভাঙ্গা" বড় বিড়ম্বনা এবং স্বভাবের নিয়ম বিরুদ্ধ। তরুণ বয়স্ক যুবার বৃদ্ধা ভার্য্যা যেরূপ অনিষ্টকর বালিকার পক্ষে বৃদ্ধ স্বামী সেইরূপ। বিশেষ যথায় বিধবা বিবাহ নাই এরূপ পরিণয় সমাজের বড় অনিষ্টকারী। একটী নবমবর্ষীয়া বালিকা ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিলে জনক জননী কন্যার অহিতকারী ভিন্ন আর কি হইতে পারেন। যদি জামাতা দীর্ঘায়ু হয়েন তাহা হইলে কন্যা চতুর্ব্বিংশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে পূর্ণ যৌবনে বিধবা হইবেন তাহাতে সংশয় কি! কুল মর্য্যদা রক্ষার নিমিত্ত কন্যাকে আজন্ম দুঃখ প্রদান করা পিতার নিতান্ত নির্দ্দয় কার্য্য।

পৃথিবীতে দুই প্রকার বিবাহ প্রথা আছে প্রণয় হইতে বিবাহ এবং বিবাহ হইতে প্রণয়। এ উভয়ের কোনটী সুখ প্রদ তাহা মীমাংসা করিতে আমরা অক্ষম। স্ত্রীপুরুষে পরস্পর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিবাহের উদ্দেশ্য হইলে এককালে প্রস্তুত হইয়া সংসার প্রবেশ করা সুবিধার বিষয় বলিতে হইবে কিন্তু সে আশা সকল সময় পূর্ণ হয় কি না দেখা কর্ত্তব্য। অপরিণামদর্শী যুবক যুবতী দ্বারা প্রণয়ের প্রকৃত পাত্রাপাত্রী স্থিরীকৃত হওয়া অসম্ভব। প্রথম মিলনে মানবপ্রকৃতির যথার্থ মর্ম্মাবগত হওয়া দুরুহ। বাক্য, ধন, সৌন্দর্য্য এবং অনুরাগ অনেক সময় প্রতারণা করিয়া থাকে, এবং নূতনত্বের সহিত হৃদ্যতা বিনষ্ট হয়। তাহা না হইলে পরিমিত প্রণয়ে বিচ্ছেদ হয় কেন? ইউরোপীয় দাম্পত্য (Matrimonial Court) বিচারালয় তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। আবার সেই সকল দেশে বিবাহার্থিদিগের মনস্থ হইলেও জনকজননী অনেক সময় বিবাহে প্রতিবন্ধক হয়েন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা যাহাদের বিবাহ হয় তথায় প্রণয়ান্তে বিবাহ কেবল নাম মাত্র। ইউরোপে এই বিবাহ বিশেষ আদরণীয়। তথায় সাস্থ্য, নিয়ম, শৃঙ্খলারক্ষার্থে সমাজিক শাসন নাই, রাজশাসনের ভয়ে কেহ কাহার দোষ প্রকাশ করিতে পারেন না। প্রকাশ করিলে সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই। যে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সমক্ষে পাপাচরণ করে, যে ক্লেশের প্রতিকার উপায় নাই তাহা অবশ্য সহ্য করিতে হইবে; অসহ্য হয় সপ্রমাণ করিতে পার পরিত্যাগ করে আজন্ম ক্লেশ পাইতে হয় না। কিন্তু প্রকৃত প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অল্প। তুমি দাম্পত্য শয্যা কলঙ্কিত করিতেছ ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্রোধ উৎপাদন করিলেই পরিত্যাগ করিব। প্রমিকেরা কহেন বিচ্ছেদ প্রণয়ের সুখ সেই বিচ্ছেদ কিঞ্চিৎ গুরুতর হইলেই বিপদ; উগ্রস্বভাব স্বামী বা মুখরা স্ত্রী হইলেই প্রণয়ে অনেক সময় চিরবিচ্ছেদ সম্ভাবনা।

বঙ্গে বিবাহ হইতে প্রণয়; অতি বালিকাবস্থায় বিবাহ হয় এবং স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই সুতরাং "কর্ত্তার ইচ্ছাই কর্ম্ম" এই প্রথা ভারতে বহুদিবস চলিতেছে। মহাভারতে কলির দোষোল্লেখ স্থলে বর্ণিত হইয়াছে—কোন ব্যক্তি বিবাহার্থী হইয়া কন্যা প্রার্থনা করিবেন না এবং কেহ কন্যা দানও করিবেনা* যদি স্বপত্নী না থাকে এবং ভর্ত্তা সচ্চরিত্র হয়েন তাহা হইলে বালক বালিকার বিবাহে প্রায় প্রণয় হয় এবং ইদানিন্তন সেই প্রণয় উৎকর্ষিত হইতেছে, অনুরাগ চিহ্ন দেখিলে গৃহিণীরা কলিকালের মেয়ে বলিয়া নিন্দা করেন তাহাতেই অনুমেয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে প্রণয়াধিক্য হইয়াছে—প্রাচীনেরা সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। ভারত ইহ কালের সুখ প্রত্যাশী নহেন; বঙ্গীয় স্ত্রীগণ পরকালে পরম গতি পাইবেন সেই আশায় স্বামীর প্রতি অতি ভক্তি প্রদর্শন করেন অন্য কোন জাতীয় রমণী সেরূপ করিলে ভিন্নভাব প্রকাশ করিত। স্বামী চিররোগী হউন বাতুল হউন তথাচ তিনি স্বামী; তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখিলে তাঁহার সেবা করিলে অনন্তকাল তাঁহার সহবাসে সর্গের সুখ সম্ভোগ করিবেন। স্বামী অনাদর করুণ, প্রহার করুন তিনি তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার আহার অবশিষ্ট ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিবেন ও আপনাকে সুখি জ্ঞান করিবেন। স্বামী প্রহার করিলে রোদন, অনাদর করিলে অদৃষ্টকে নিন্দা, দরিদ্র হইলে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবেন। কখন স্বামিকে অবহেলা করিবেন না অতএব কে কবির সহিত না বলিবেন "বঙ্গকুল বালাবিনে মধু কোথা কুসমে" স্বইচ্ছায় বিবাহ না হইলেও বঙ্গে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অপ্রণয়ের অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয় নাই কিন্তু সেই ভাবি সুখাশা সন্তানগণের হইবাতে সমাজের অনিষ্ট করিতেছে—এই কালে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ক্রমে বয়সের সহিত জ্ঞান বৃদ্ধি এবং সুখ দুঃখানুভবের ক্ষমতা জন্মে। বিবাহ কালে প্রার্থনা করিয়াছিলেন আমার পতি আমাদের নিমিত্ত পথ প্রস্তুত করিয়া রাখুন যে পথে আমরা সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে পারি। এক্ষণে সেই পথে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন অতএব সেই পথে একবার দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। বালিকাগণ বাল্যস্বভাব প্রযুক্ত এবং অভিভাবকগণ অর্থাভাব নিবন্ধন যদি দেখিতে না পারেন ভগ্নিও কন্যাদিগের হিতার্থে সভ্য মহাশয়দিগের একবার দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

দুর্ব্বল হইলেও রমণীর শ্রেষ্টত্ব আছে তাহার প্রণয় পূর্ণ আলাপে মনুষ্যমাত্রে বস, তাহার তীক্ষ্ণ কটাক্ষে নরঘাতকের হৃদয়ও বিদীর্ণ হয় এবং অভিমানের ক্রন্দনে নির্দ্দয় ব্যক্তিও বিগলিত হয়। মিল লিখিয়াছে "স্ত্রীগণের এক নৈসর্গিক শাসন করিবার ক্ষমতা আছে" পুরুষ মাত্রেই সেই শাসনাধিন। পূর্ব্বে পরি-

* ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা অনুবাদিত মহাভারত বনপর্ব্ব।

চিত নব কিন্তু প্রথম আলাপে শুভদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আধিপত্য স্বামির হৃদয়ে বিস্তারিত হয়। গহনা ও আর আর ব্যবহার্য্য দ্রব্য নজর দিয়া সেই আধিপত্য স্বীকার করেন। সদুপদেশ ও উত্তম আদর্শ যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রণয় সহজে উৎপত্তি হয় এবং দম্পতিদিগের অনুরাগ সহজেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। কে বঙ্গীয় যুবাকে এ উপদেশ প্রদান করে, জনক জননীর নিকট শিক্ষাপান নাই; দেশাচার রমণীকে ঘৃণা করিতে শিখাইয়াছে। স্ত্রী পুরুষে আপনাদিগের শয্যাপবিত্র রাখিতে কিবল মাত্র আদিষ্ট হইলে না উভয়ে স্নেহ পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করিবেন, না স্ত্রীকে স্নেহ করিলে আপনাকে স্নেহ করা হয় জ্ঞান করিবেন। সন্তান ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইবে বলিয়া পিতা তাহাকে বাইবল পাঠ করিতে দেন নাই তবে নব্য বঙ্গবাসী কিরূপে এ দৈব বিদ্যা লাভ করিলেন। আমাদের মতে যিনি বঙ্গীয় বালিকারূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, স্বামী আমাদিগের পথ প্রস্তুত করুণ তিনিই গৃহ লক্ষ্মী হইয়া সেই কামনা পূর্ণ করেন। তিনিই সহচরী শিক্ষত্রী ও পরিচারিণী। তিনি ত্রিগুণধারিণী আপনি আজ্ঞাবহ হইয়া স্বামিকে বস করেন। স্বামী আহার না করিলে আহার করেন না, তাহাকে না দেখিলে সুখী হয়েন না, তাঁহার মৃত্যুতে সুখ সচ্ছন্দ আহার বিহার জন্মেরমত এক প্রকার পরিত্যাগ করেন এবং মৃত স্বামির চিতাগ্নিতে এক সময়ে তিনি অকুতোভয়ে আর্ত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। কোমল ও দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহার চরিত্র দর্শন করিয়া উপদেশ ভৎর্সনা অবশেষে অভিমান দ্বারা দোষ সংশোধন করিতে দক্ষ। পরিশ্রম করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত এই হেতু বলিতে হইবে তিনি আপনার পথ আপনি প্রস্তুত করেন। স্ত্রী বিহনে পুরুষ গৃহ শূন্য, সন্তান সন্ততিতে গৃহ পূর্ণ হইলেও পত্নী বিহনে গৃহ শূন্য। যাঁহার অভাবে গৃহীও উদাসীন, যাঁহার অভাবে ক্লেশ হয় তাঁহার অবশ্য কোন গুণ আছে।

উক্তরূপ গুণকীর্ত্তনে অনেকে আমাদিগকে পক্ষপাতী মনে করিবেন। ভিন্ন দেশীয় কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিলে আত্ম শ্লাঘা দোষারোপ করিবেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত সভ্য মহাশয়গণ সকলেই কৃতবিদ্য বঙ্গদেশীয় যুবা পুরুষ সকলেই রমণীর নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। যদি কেহ আমাদের প্রতি দোষারোপ করেন আমরাও দণ্ডপ্রিয় বঙ্গবাসী তাঁহাকে কৃতঘ্ন বলিব কেন না রমণীর নিকট উপকৃত হইয়া উপযুক্ত প্রত্যুপকার করেন এমন লোক অতি বিরল। রত্নের কৃত্রিম নাই একথা আমরা বলিতে পারি না তাহা হইলে রত্নের মহত্ব অনুভূত হইত না। স্ত্রীজাতীর দোষগুণ অবশ্যই আছে কিন্তু কাঞ্চনের কাঞ্চনত্ব কেহ বিনাশ করিতে পারেন না। নির্ম্মলাবস্থায় স্বর্ণমাত্রের এক মূল্য। কেবল খাদের ন্যূনাধিক এবং শিল্পীর কার্য্য কারিত্বের তারতম্যে মূল্যের ইতর বিশেষ। পিতা বাল্যে শিক্ষা প্রদান

করেন নাই সে সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ খাদ দিয়াছেন। স্বামী প্রবঞ্চক প্রতিজ্ঞা মত কার্য্য না করিয়া নির্দ্দয় ব্যবহার দ্বারা কিছু স্বর্ণ অপহরণ করতঃ খাদ দিলেন ক্রমে ক্রমে মূল্যের হ্রাস হইতে লাগিল। খাও পর সংসারিক কার্য্য কর ইত্যাদি। সাত গড়নে স্বর্ণ খাটি থাকিলেও মূল্য অধিক হয় না। স্বাধীন ইচ্ছা চরিতার্থরূপ খুট দিয়া বিদ্যা সদুপদেশ ও উদাহরণ রূপ সূক্ষ্ম কার্য্য করিয়া দয়া স্নেহও অনুরাগ রসায়নে বঞ্চিত করিলে কেনই বা মজুরি অধিক হইবে। পুরুষের দোষ ভিন্ন স্ত্রী স্বভাব দূষিত হইতে আমরা দেখি নাই। অতএব সভ্যগণ আমাদিগকে অত্যুক্তি দোষে দূষিত করিতে পারেন না। ভারতের ইতিহাস বেত্তা মিল বিদেশীয়দিগের নিন্দার পথরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "প্রণয় সম্বন্ধে ভারতের নগর সমূহ লণ্ডন বা পারিস হইতে শ্রেষ্ঠ, পল্লিগ্রামে দাম্পত্য প্রণয়াভাব প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

এক্ষণে বঙ্গবাসী সংশয় মার্গে নূতন নূতন কণ্টকরোপন করিতেছেন। তাহার একটী উত্তোলনে বঙ্গকুল লক্ষ্মী সক্ষম নহেন প্রাচীনেরা কহেন তাহার দৌরাত্মে লক্ষ্মী নিজে মনুষ্যকে পরিত্যাগ করেন। সেই কণ্টক সম্বন্ধে আবার পরস্পর বিরোধী দুই মত। তাহার সদসৎ বিবেচনায় আমাদের আবশ্যক নাই। এই বুঝিতে পারি যাহা সভ্য জাতিরা সযত্নে পরিত্যাগ করিতেছেন আমাদের তাহা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি। দেখিতেছি সেই কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কত ফলফুলে সুশোভিত সুবৃক্ষ সমূহ অকালে শুষ্ক হইয়া বঙ্গক্ষেত্রের শোভা বিনষ্ট করিতেছে।

বিভাগীয় কমিসনরদিগের সাম্বৎসরিক শাসন বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় বঙ্গে মদ্যপায়ীর সংখ্যা দিন২ বৃদ্ধি হইতেছে; পূর্ব্বে ইতর জাতীয় শ্রমজীবী ব্যক্তিগণ সুরাপান করিত, এক্ষণে তাহা ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এক্ষণে অনেক বিদ্যা বুদ্ধি শীল যুবক সুরায় বিদ্বেষী হইলেও সুরাপয়ীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে না। ধনী দরিদ্র বালক বৃদ্ধ উক্ত দোষে লিপ্ত হইয়া সংসারিক ক্লেশ বৃদ্ধি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রতিরোধ করিতেছে। সুরাপায়ীর অজ্ঞানতা বশতঃ অত্যাচার, বিষপানে আয়ুক্ষয় ও দরিদ্রতা নিবন্ধন ক্লেশ রমণীর দুর্দ্দশার বৃদ্ধি করে মাত্র। আবার দেশীয় প্রথানুসারে দিবসে স্বামির সহিত স্বচ্ছন্দে বাক্যালাপ হয় না, রজনীতে তিনি ভোলানাথ ধ্যান ভঙ্গ করিলেই বিপদ, পাছে ভস্ম করেন। দিবসে যিনি হীন বল বাঙ্গালী ছিলেন ট্রাউজর কোট হ্যাট পরিধায়ী ব্যক্তি মাত্রকে দেখিবামাত্র অসুর জ্ঞানে এক পার্শ্বে জড়সড় দণ্ডায়মান থাকেন রজনীতে তিনি সাটী পরিধায়ী স্ত্রীর নিকট সমর বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় বিক্রম শীল সুতরাং হীন বল অবলা তাঁহাকে দন্ত শৃঙ্গ ব্যবহারী জন্তুর মধ্যে পরিগণিত করিয়া পরিত্যাগ করিতে পথ পান না। অথবা যাঁহার সহ্য হইয়াছে তিনি বাক্য যন্ত্রণা তাঁহার একমাত্র অস্ত্র ব্যবহার করেন তাহাতে কর্ত্তার ভ্রুক্ষেপ নাই।

কিম্বা বোবার শত্রু নাই বোধে বিরলে বসিয়া রোদন করেন।

পতির ব্যভিচার দোষ পত্নির আর এক দুঃখের কারণ। যদি বঙ্গমহিলার সহিষ্ণুতার বিনাশ সম্ভব হয়, যদি তাঁহার অসীম স্নেহের হ্রাস করা যায়, যদি তাঁহার অতুল পতি ভক্তির লাঘব সম্ভব হয় এবং যদি তাঁহার কোমল প্রকৃতির ও মধুর বাক্যালাপের বিকৃতি হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে স্বামির ব্যভিচার দোষ তাহার এক মাত্র কারণ এবং প্রিয়ার পবিত্র প্রণয় হইতে সেই ব্যক্তি বঞ্চিত। যদি কেহ বলেন ব্যভিচার দোষ সত্বেও দাম্পত্য প্রণয়ের হ্রাস হয় না। যদি উদাহরণ বা কৌশলে স্বমতাবলম্বী করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও বাক্‌শক্তির নিকট আমরা পরাস্থ স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের উন্নতি ভয়ে আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই না। পতি পত্নির প্রণয় যখন জনকজননী ভাই ভগ্নী এবং পুত্র কন্যার নিকট প্রকাশ পাইবার উপায় নাই তখন কি রূপে তাঁহারা অপরের সুখ সচ্ছন্দ অনুভব করিবেন। যদি কোন ব্যভিচারির সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণ করিতে চাহেন তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্যনীয় নহে কারণ প্রণয় সম্বন্ধে তিনি যে সুখ সম্ভোগ করেন তাহাই দাম্পত্য প্রণয় ও সংসার সুখের চরম সীমা জ্ঞান করেন। সৎস্বভাব ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র সুখ আছে কি না তাহার আস্বাদে তিনি বঞ্চিত। একাধারে যদি বারি ও বায়ু স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করা সম্ভব হয় যদি এক, ব্যক্তি সাধু অসাধু দুই হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়। যদি বলেন ব্যভিচারিরা স্ত্রীর কখন অনাদর করেন না তখন সুখের অভাব কি? সত্য কথা কিন্তু তাহাতে বঙ্গমহিলার সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করে। যে ব্যক্তির চরিত্র যত দূষিত স্ত্রী স্বভাবের প্রতি তিনি তত সন্দিগ্ধ এবং রমণীর প্রতি তাহার অত্যাচারও অধিক। আমার সম্পত্তি আমার গৃহ, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্বামী, আমার স্ত্রী এই ইচ্ছা যতদিন সংসারে বলবতী থাকিবে, ও যতদিন আপন দ্রব্যে আদর থাকিবে ততদিন নর নারী মাত্রকেই তাহা বিনাশ বা ব্রত্যয় দুঃখানুভব করিতে হইবে। দুগ্ধপোষ্য শিশুও যখন অন্য বালককে জননীর ক্রোড়ে স্থান পাইতে দেখিলে ক্রন্দন করে তখন স্বামির প্রণয়ে অংশ অন্য রমণীকে অক্লেশে প্রদান করিতে সহজে বঙ্গ রমণী স্বক্ষম নহেন। বিশেষ যথায় পিতা মাতা ভাই ভগ্নি স্ত্রী পুরুষ সকলে সংসার বন্ধনে দৃঢ়তর আবদ্ধ, যথায় স্বামী ভিন্ন রমণীর উপায়ান্তর নাই একের অভাবে অপরের অবশ্যই মর্ম্মবেদনা পাইতে হইবে। সংসারিক সকল বন্ধন অপেক্ষা স্ত্রীপুরুষের প্রণয় দৃঢ়তম তাহা কিঞ্চিৎ শিথিল হইলে গার্হস্থ উল্লঙ্ঘিত হইল। স্বামির অবিচ্ছেদ প্রণয় সম্ভোগ মানসে তাহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন তিনি আংশিক প্রদান করিতে তদপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করিতে পারেন না। তিনি স্বামী শৈশবাবধি তাঁহাকে স্নেহ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন না হয় কিছু সুদ দিবেন, তাহা হইলে সে মিলনে সুখ কি? আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া পতি পুত্তলিকাবৎ ব্যবহার করিলে বিশ্বাসঘাতক ভিন্ন আর কি হইবেন। জগদীশ্বর নর নারীর হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি প্রণয় বীজ রোপণ করিয়াছেন, সে প্রণয় সাধারণ হইলে জগতে বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা অল্প; এই নিমিত্ত বিবাহ একটী সমাজিক বন্ধন মাত্র; সে নিয়ম ভগ্ন হইলে বিবাহের উদ্দেশ্য সাধন হয় না সুতরাং সমাজের নিয়ম ভগ্ন হয়। পতিব্রতার মনোরঞ্জন এবং উভয়ে মিলিত হইয়া পরিবারের মঙ্গল চিন্তায় যে সময় অতিবাহিত করিতেন তাহার কিয়দংশ আয়াস (লম্পটতা একমাত্র আহ্লাদ দ্রব্য বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে) করিতে হইবে। যে অর্থ পরিবারের মঙ্গল নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারিত তাহা পশুবৎ আচরণে নিয়োজিত করিতে হইবে। স্ত্রীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, প্রায় সমস্ত রাত্রি স্বামির উদ্দেশে জাগরিত থাকিতে হয়, তাহাতে ক্লেশ না হইবার কারণ দেখিতে পাইনা? বোধ হয় কোন স্বামী তাহার শতাংশের একাংশ উদাসীন ভার সহ্য করিতে পারেন না? স্বামির ক্রমাগত ঔদার্য্যে স্ত্রীর চরিত্র দূষিতা হইবার সম্ভাবনা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে উপপত্নী রক্ষা করা একটি চাল। এমন কি পত্নী উপপত্নী লইয়া এক স্থানে অবস্থিতি করেন, সুতরাং স্ত্রী-স্বভাব অনেক সময় দূষিত হওয়া দৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্যভিচারীদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন, যাহারা অর্থবান অথবা প্রলোভন দ্বারা কুলবতীদিগকে কুপথগামিনী করিতে চেষ্টা করেন। যে সময় সধবা বা বিধবা যুবতী পতির সেবায় জীবন সমর্পণ কিম্বা স্বামির উদ্দেশে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছেন তাহাই ঐ পাষণ্ডদিগের লক্ষ এবং তাঁহারাই স্বদল মধ্যে সুরসিক। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, ভাব, ভঙ্গি স্বতন্ত্র প্রকার। দেখিবা মাত্র তাহাদের স্বভাব অনুমান করা যায়; তাহারা শিকারী বিড়াল, তাহারা আপনাদিগের স্ত্রীগণকে ক্লেশ দিয়া ক্ষান্ত পান না। অপরের পরিবার মধ্যে দুঃখ বিস্তার করিতে যত্নের ত্রুটি করেন না। অশেষবিধ ক্লেশসত্ত্বেও বঙ্গরমণী সহজে কুপথগামিনী হয়েন না, কেবল সেই সকল দুরাচারদিগের প্রলোভনে সতীত্ব ধর্ম্মে বঞ্চিত হইতে হয়। বঙ্গদুহিতার দুরদৃষ্ট ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম সেই পাপের উৎসাহ দিতেছে, দেবতাদিগের অপ্সরা, শ্রীকৃষ্ণের গোপিনী এই দুরাচারীদিগের আদর্শ। পুরাণেও তাহাদের মত পোষক উদাহরণের অভাব নাই। হিন্দু ধর্ম্ম কল্পতরু; যে যাহা চায় তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। একস্থানে যাহা পরিত্যাজ্য, অপর স্থলে গ্রহিতব্য। সভ্য মহাশয়গণ! মনে করিবেন না, আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি; তবে রমণীগণ ক্লেশ আতিশয্যবশতঃ কিছু উল্লেখ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মঘ্ন বলিতে পারেন না, কারণ কোন ধর্ম্মযাজকের ব্যভিচার দোষে

কোন অল্প বয়স্কা ভগ্নির অকাল মৃত্যু হইলেও তাহার তীর্থে অনাদর নাই। সচরাচর সমস্ত ধর্ম্ম স্থানের দুরাচারী রক্ষকদিগের নিরাশ্রয়া কোমলস্বভাবা যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার শ্রবণ করিলেও তিনি তীর্থসেবায় বিরত হন না। তবে সুরাপায়ীর তান্ত্রিক প্রমত্তাবস্থা দর্শনে কে মাতাল বলিতে বিলম্ব করে?

(ক্রমশঃ)

পদ্য।

হায়রে অবলা, নাহি যায় বলা,
যে দশা দেখিতে পাই;
কহিব কাহায়, কেবা দিবে সায়,
দিবানিশি ভাবি তাই।
যদি কোন জন, শুনে দিয়া মন,
ভয়ে না প্রকাশ করে;
রাখে মনে মনে, পাছে অন্য জনে,
শুনিয়া মূষল ধরে।।
কি কহিব হায়, দেশাচার দায়,
পড়িয়া অবলাগণে;
কত যে যাতনা, না হয় গণনা,
সহিতেছে মনে মনে।
কোন মহাশয়, হইয়ে সদয়,
করেন যতন বটে;
কিন্তু ভাগ্য দোষে, সবে তাঁরে দোষে,
কুশল নাহিক ঘটে।
হেন শুভদিন, হবে কোন্ দিন,
নারী হবে বিদ্যাবতী;
অমলিন মনে, যত রামাগণে,
শুকাজে ফিরাবে মতি।
সযতনে সতী, সেবি নিজ পতি,
উভয়ে প্রফুল্ল রবে;
পিতামাতা প্রতি, করিয়া ভকতি,
সফল জীবন হবে।
পরিহরি দোষ, সদত সন্তোষ,
সকলের প্রতি রবে;
বিদ্যারসে মন, করিয়া মগন,
যশের ভাজন হবে।
বিধির গঠন, করি নিরীক্ষণ,
করেতে লেখনী লয়ে;
রচিবে অবলা, হইয়া সরলা,
ভাবেতে মোহিত হয়ে।
যা কিছু কৌশল, বর্ণি অবিকল,
তুষিবে সবার মন;
সুচিন্তাতে রত, থাকিয়া নিয়ত,
কাটাইবে অনুক্ষণ।
ওমা সরস্বতী, তনয়ার প্রতি,
কেনগো দেখবা চেয়ে?
তনয় তোমার, দয়ার আধার,
হের কি এত মা মেয়ে?
তোমারি ঘৃণায়, মরিমা ঘৃণায়,
অতি ঘৃণা করে সবে;
হেন ব্যবহার, আছে কোন মার,
কে কোথা দেখেছে কবে?
মায়ের আদরে, সকলে আদরে,
বিদিত জগতময়;
হয়ে অনুকূল, হের নারীকুল,
আর না যাতনা সয়।
করি কৃপাদান, কর পরিত্রাণ,
দুঃখ না হৃদয়ে ধরে;
আছে এই রীত, মায়ের উচিত,
কাঁদিলে শান্ত্বনা করে।
মাতার ভূষণ, করিতে ধারণ,
তনয়ার সাধ মনে;
দিয়া বর্ণহার, কণ্ঠে সবাকার,
সাজাও দুহিতাগণে!

শ্রীঠাকুরাণীদাসী দেব্যা।
শিবপুর।

মানব ধর্ম্ম।

(সকল কার্য্যই সুনিয়মে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য)

প্রথম অধ্যায়।

অন্যান্য সমুদায় সুনিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্থিব পদার্থের ন্যায় ধর্ম্মও নানা অংশে বিভক্ত। ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য ও সম্পূর্ণতা সম্পাদনে সেই সেই অংশ বিশেষের স্বতন্ত্ররূপ উপযোগিতা আছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পরম পাতা পরমেশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস ও অকৃত্রিম প্রেম, পাপাচরণ-জনিত হৃদয়ভেদী অনুতাপ, ও প্রতিবেশী মণ্ডলের প্রতি স্নেহ দয়াদি কতকগুলিন মনোভাব ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ, সুতরাং মনুষ্যের শিক্ষিতব্য; কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গুলিন মনোভাবের উৎকর্ষ সম্পাদনও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বোল্লিখিত মনোভাব গুলির সহিত ইহাদের তুলনায় যতই হীনতা থাকুক না কেন, তাহাদের সকল প্রকার উৎকর্ষ সম্পাদনে ইহাদের যে বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে পণ্ডিতেরা ইহাদিগকেও ধর্ম্মনীতি মধ্যে পরিগণিত করিয়া গিয়াছেন। সুনিয়ম অর্থাৎ সুপ্রণালীমতে সকল কার্য্য সম্পন্ন করায় অনুরাগ এই সমস্ত মনোভাবের মধ্যে প্রধান। এই গুণটী ধর্ম্মনীতি মধ্যে পরিগণিত হওয়ার পক্ষে ইহা বলিলেই প্রচুর হইবেক যে, কি সাংসারিক কি পারলৌকিক, সকল প্রকার কর্ত্তব্য প্রতিপালন পক্ষে ইহার যার পর নাই উপযোগিতা আছে।

সংসারে পাপাসক্ত জীবনকে বিপদাপন্ন দেখিলে যে সকলেই আনন্দানুভব করিয়া থাকেন, এতদ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সর্ব্ব-বিষয়িনী সুশৃঙ্খলা ধর্ম্মের জীবনীশক্তি। সেই সুনিয়ম পালনে অনবধানতা যেরূপ পাপ-প্রবর্দ্ধক, তৎপ্রতিপালন সেইরূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজক। সর্ব্ব শুভনিয়ামক জগন্নিয়ন্তা সাংসারিক সুখ সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত ইহাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, পরমার্থ জ্ঞান লাভ দ্বারা আত্মোন্নতি সাধনের সহিত ইহার আরও একটী ঘনীভূত সম্বন্ধ আছে। অসদনুষ্ঠান বা অনিয়ম জনিত সাংসারিক বিবিধ ক্লেশে মনুষ্যকে আক্রান্ত দেখিলে যেরূপ তাহার বিনাশের আসন্নবর্ত্তীতা অনুমিত হইয়া থাকে, তখন যদ্দ্বারা অচিরস্থায়ী সাংসারিক অমঙ্গলের উদয় হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা যে মনুষ্যের ধর্ম্মনীতি ও পরমার্থ সম্বন্ধেও বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইবে, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবেক। সুনিয়ম, সুশৃঙ্খলা জগতের সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান ও জগতপাতার একান্ত অভিপ্রেত। সাধারণ ব্যক্তিব্যূহ ইহার বিপর্য্যয়ে যেরূপ ঈশ্বরের হস্ত পরিচালনের অনুমান করিয়া

থাকুন, বস্তুতঃ সেরূপ নহে। পণ্ডিতেরা বরং সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলারূপ মঙ্গলকর নিয়ম লঙ্ঘনকেই তাহার মূলে অবস্থান করিতে দেখিয়া থাকেন। সাংসারিক সুখ সাচ্ছন্দ্যের বিবর্দ্ধন ও পারলৌকিক মঙ্গলের অনুষ্ঠান পক্ষে বিষয় কার্য্য পরিচালন, সময়ের সদ্ব্যবহার, আমোদ প্রমোদে আনুরক্তি ও সংসর্গ এই কয়েকটী বিষয়ের সুনিয়ম পালন বিশেষ উপযোগী। এবং তৎপ্রতিপালনে কি রূপ শুভ ও তদন্যথায় কি রূপ অনিষ্ট ফলের সম্ভাবনা আছে, তদ্বিষয়ের সমালোচনই এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রকার বিষয়কার্য্য পরিচালনে সুনিয়ম সংস্থাপন মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত থাকুন না কেন, তাঁহারা সকলেই যে পরিবার ও জগতের সহিত একটী গুরুতর সম্বন্ধে নিবদ্ধ আছেন, একথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সেই বন্ধন জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে মনোযোগী থাকিতে হয়। সেই সেই অবশ্য কর্ম্ম এরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া উচিত, যেন কোন একটী অন্যের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে। অর্থাৎ সাংসারিক কর্ত্তব্য জ্ঞান যেন পরমার্থ জ্ঞান সাধনের পথে সামান্য মাত্রও বাধা প্রদান না করে। সাংসারিক বিষয় কর্ম্ম বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ সুনিয়মের প্রতি অধিকতর তীব্রদৃষ্টি রাখাই উচিত। যাহার এতদ্বিষয়িনী অমনোযোগিতা প্রবলা তাহার ন্যায় অসুখী জীবন আর কাহারও হইতে পারে না। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে কেবল সাংসারিক বুদ্ধিতেই একথা বলা হইতেছে। ইহার আরও একটী গুরুতর মহান্ অর্থ আছে। সামান্য সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ প্রণালীতে সুনিয়ম ও সুব্যবহার প্রতি আনুরক্তির সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধ কর্ত্তব্য পরায়ণতারও নিগুঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। এবং তদ্বারা মনুষ্যকে ধর্ম্মধনের অধিকারী করিয়া থাকে।

একথাও বাস্তবিক বটে যে, অনেকে এই বাক্যের যাথার্থ স্বীকারে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। সকল কালেই মানব হৃদয়ে ধর্ম্মকে স্বার্থপরতা ও সাংসারিক লাভালাভের সহিত পৃথক রাখিবার বাসনা বলবতী। তাঁহারা পরমার্থ চিন্তন ও উপাসনার নিমিত্ত বিশেষ কাল নিরূপণের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন ও সংসারকে আপনাদের স্বাধীন অধীকার স্থল রূপে বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বরঞ্চ ইহাও মনে মনে স্থির ভাবিয়া থাকেন যে, সংসারে আপন ইচ্ছামত কার্য-করিবার এক প্রকার স্বাধীনতাই তাঁহাদিগকে অর্পিত হইয়াছে। সমাজ গৃহে বা উপাসনা মন্দিরে, সভামণ্ডপে বা রাজপথে তাঁহারা যেরূপ ভাবভঙ্গীর সহিত উপাসনা পাঠ ও সভক্তি বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া থাকেন, স্বালয়ে বা কার্য্যগৃহে যে তাঁহাদের সেইরূপ মনোভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবেক, ইহা তাঁহারা মনেও স্থানদান করেন না। কত অসংখ্য লোকে প্রত্যহ প্রাতে জাহ্নবী নীরে দেহ নিমজ্জন করতঃ "মাতঃ

শৈল সুতেত্যাদি" গঙ্গাস্তোত্র, গাল বাদ্য সহ "মহিম্নঃ পারন্তেত্যাদি "হর হর, ব্যোম" উচ্চারণ করিয়া পবিত্র স্নানে গৃহ প্রত্যাগত হইয়া থাকেন; কিন্তু তথায় সেই চরিত্র-নিকষ-প্রস্তরে তাঁহাদের কার্য্যাবলীর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনেক সময়ে যে হৃদয় পরিতপ্ত হয়, একথা কি কেহ অস্বীকার করিবেন? মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক মণ্ডলী যে সমস্ত মহাপাপের নিমিত্ত অন্যকে গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না, তাঁহাদেরই গৃহাভ্যন্তরে ঈষৎ কটাক্ষপাত করিলে, ভীষণ মূর্ত্তী পাপকে তাহারই মধ্যে সদর্পে বিরাজ করিতে দেখিয়া কি কাহারও হৃদয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হয় নাই? অনেক স্থলে গির্জা, মস্‌জিদাদি ভিন্ন জাতীয় উপাসনা গৃহ ও অস্মদ্দেশের ব্রাহ্মমন্দিরাদি যে অধিকাংশ কপট উপাসকে পরিপূরিত, ইহা কি একবারেই মিথ্যা? যে পরাস্বাপহরণ লোক মুখে প্রতি নিয়তই ঘৃণাসূচক বাগ্‌যন্ত্রণার ভাগী, যদি তাহাদেরই হৃদয় কবাট উন্মুক্ত করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে তন্মধ্যেই তাহার ভয়ানক আধিপত্য দেখিলে হৃদয় বিস্মিত হইয়া উঠে! যে পরনিন্দা, পরপরিবাদ সমাজের সুখ পথের কণ্টক, তাহাই আবার সমাজ ভূমিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া যে কি ক্লেশকর হইয়াছে, ভাবিলে অসুখের সীমা থাকে না। যে নরমাংস লোলুপ শার্দ্দূলোপম দ্বেষ সমাজের নিরতিশয় ভয়ের কারণ, তাহাই লোকের হৃদয় পিঞ্জরে কতযত্নে ও গুপ্তকৌশলে যে প্রতিপালিত হইতেছে, ভাবিলে হৃদয় শোণিত বিশুষ্ক হইয়া যায়। এবং যে ধর্ম্মাধিকরণ প্রকৃতি পুঞ্জের হিতের নিমিত্ত সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, মন্দস্বভাব, গর্ব্বান্ধ, অর্থ লোভী, পক্ষপাতানুরত বিচারকের দ্বারা সেই স্থল হইতে যে কত অবিচারের অগণিত স্রোতস্বতী উদ্ভূতা হইয়া সমাজ-ক্ষেত্র প্লাবিত করিতেছে, তাহার সীমা করা কাহার সাধ্য? এইরূপে দেখা যায়, জগতে ধর্ম্ম শব্দে যাহা উল্লেখিত হইয়া থাকে, তৎপ্রতি লোকের মনে কি ভয়ানক ভ্রমের উদয় হইয়াছে। এই সুবিশাল পৃথ্বী আমাদের কর্ম্মভূমি। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সকলকেই অহর্নিশ নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় এবং মানব সমাজের সহিত তাহারা অসংখ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রধান ও নিকৃষ্ট, শত্রু ও মিত্র এবং প্রতিবেশীমণ্ডল হইতে নিরন্তর নানাবিধ কার্য্য সমাধানের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই সমস্ত কর্ত্তব্য স্রোত সকল অবস্থাতেই প্রবাহিত হইতেছে। যেহেতুক পরমপাতার ইচ্ছানুসারে এই জগত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সমালোচনার স্থল রূপে সংসৃষ্ট হইয়াছে। তথায় অন্যের সহিত সরল ব্যবহার, সদ্বিচার, সত্য, বিশ্বাস, সকল কার্য্যে কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, বন্ধু বর্গের প্রতি স্নেহ, শত্রুর প্রতি ক্ষমা, দীনে দয়া এবং পরিবারবর্গের প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি সমুদায় কার্য্যই সুন্দররূপে সমাধা করিতে হয়। এই সমস্ত কার্য্য যথা নিয়মে

সুসম্পান্ন হইলেই ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং এই সকল কার্য্য দ্বারাই মনুষ্য ইহলোকে ধন্যবাদার্হ ও পরলোকে স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইতে পারেন। যে সমস্ত লোকে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার প্রতি অবহেলা করিয়া নিরন্তর শ্রমব্যাকুলতা ও চিত্তোদ্বেগ সম্ভোগ করেন, তাঁহাদের উক্ত বিবিধ কর্ত্তব্য সমাধানের ক্ষমতা আছে, কদাচই এরূপ বিশ্বাস মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। অবস্থা ও স্বভাবানুসারে কার্য্য করণ স্পৃহা তাঁহাদের মনে সময়ে২ উদয় হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কার্য্য বাহুল্য ও তজ্জনিত মনোদ্বেগ যখনই তাঁহাদের হৃদয়কে শান্তি শূন্য করে তখনই বাসনানুরূপ কার্য্য সমাধা তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। যথা কালে যাহা অবহেলিত হয়, পশ্চাৎ তাহাই কষ্ট কর ও অসাধ্য হইয়া উঠে। এইরূপে উপেক্ষিত কার্য্যাবলী ও অপরাপর নূতন নূতন কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত হইয়া মনকে এতাদৃশ নিরুৎসাহিত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলে যে, তদ্দ্বারা ক্রমে সকল গুলিই অননুষ্ঠিত রাখিতে অথবা কতক গুলিনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে নিতান্ত বাধ্য হইতে হয়।

উপর্য্যুক্ত কারণ পরম্পরা হইতে জগতে ভিন্ন প্রকার স্বভাবের মনুষ্য সুতরাং নীতি বিষয়ের নানা মত ভেদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মচেত পাত্রা পাত্র ভেদ শূন্য বদান্যতা, অনুপযুক্ত রূপে মানৈষনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা শূন্য অর্থোপার্জ্জন স্পৃহা, ও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ বাসনাশূন্য, ধন ও পদ গর্ব্বান্ধতার ঘৃণিত উপাসনার দৃষ্টান্ত জগতে নিতান্ত বিরল হইত। যে উন্নতচেতা মহাত্মা সকল কার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন করিতে পারেন, তিনিই প্রত্যেক কার্য্য যথা কালে অনুষ্ঠান ও সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে সক্ষম। অন্যে কদাচই সেরূপ করিতে পারেন না; যেহেতু তাঁহারা সেই সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও সংযোগ যথোচিত রূপে রক্ষা করিতে সক্ষম নহেন। যদি কখনও তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদয় হয় তাহা শারদীয় গগন তল বিরাজিত মেঘ মালার ন্যায় অনধিক কাল স্থায়ী, এবং সদসদ্বিবেচনা যদিও কখন তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশমান হয়, কিন্তু তাহার কার্য্যকারিতা শক্তির শীঘ্রই বিলোপ দশা উপস্থিত হইয়া পড়ে। বরঞ্চ সময়েসময়ে তাঁহাদের নীতিজ্ঞান ও সদসদ্বিবেচনা সাংসারিক কার্য্যানুরক্তির প্রবলতর বেগের নিকট হীন তেজ হইয়া পড়ে। এরূপ ব্যক্তির মনোমধ্যে ক্রোধ ও সর্ব্বদা আপন অধিকার স্থাপনে তৎপর। নানাকার্য্যে ব্যাপৃত ও তজ্জনিত মনশ্চাঞ্চল্য বশতঃ তাহাদের অন্তঃকরণ অনুক্ষণ ক্রোধাকুলিত থাকে। এরূপ লোকে অসংখ্য দুরূহ কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেও তাহাদের সম্পাদনে অকৃতকার্য্য হইয়া আপনাপন অসদাচরণ জন্য অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতে থাকেন, এবং এই সমস্ত হৃদয় ভাব প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিতেও লজ্জানুভব করিয়া থাকেন। প্রোক্ত দারুন

মনোকষ্টে যে কেবল হৃদয় শান্তির বিনাশ করিয়া থাকে, এরূপ নহে; বরং পরিণামে লোককে গুরুতর অনিষ্ট সাগরে ডুবাইয়া দেয়। যেহেতু তাহারা সেই সমস্ত যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ বাসনায় কখনও বা বীভৎস সুরা দেবীর ও কখনও তৎসহচর লাম্পট্যাদি বিবিধ হৃদিসঙ্কোচক আমোদ প্রমোদের একান্ত অনুগত হইয়া পড়েন। ইহাপেক্ষা বিষম পরিতাপের বিষয় আর কি আছে যে, লোকে এইরূপ আচরণে বিপদ ও বিনাশের পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াও সতর্কতা সহকারে আত্মরক্ষাতে সর্ব্বদাই নিরোৎসুক্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ। সময়ের সদ্ব্যয় পক্ষে মনোযোগিতা মানব মাত্রেরই আবশ্যক। পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের মঙ্গল ময় ইচ্ছায় এই বহুমূল্য সম্পত্তি মানব হস্তে বিন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং পরিণামে তৎসন্নিধানে আমাদিগকে তজ্জন্য যে দায়ী হইতে হইবেক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? সেই অনাদ্যনন্ত সময়ের যে সামান্য অংশ মাত্রে আমরা অধিকারী হইয়াছি, তাহাই আমাদিগকে দ্বিবিধ উদ্দেশে নিয়োজিত করিতে হইবেক। এক সাংসারিক চিন্তা, দ্বিতীয় পারমার্থিক ভাবনা। স্বাধিকৃত কালকে প্রোক্ত দ্বিবিধ ব্যাপারে এরূপ বিজ্ঞতা ও কৌশল সহকারে ব্যয়িত করা উচিত, যেন উভয়ের কোনটীরই অনিষ্ট সাধিত না হয়। অর্থাৎ সাংসারিক ভাবনা যেন পরমার্থ ভাবনার পক্ষে ব্যাঘাত অথবা তত্ত্ব চিন্তাতে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে না পারে। ঐ উভয় কার্য্যের নিমিত্ত যেন এক একটী সমুচিত কাল নিরূপিত থাকে। মনে কর যে কার্য্য আমাদের অদ্যই সম্পাদন করা উচিত, তাহা অদ্য সামাধা না করিয়া পরদিবসের নিমিত্ত স্থগিত রাখিলাম। এরূপ করিলে সেই পরাহ্নের জন্য এমন একটী গুরুতর ভার সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় যে, সেই ভার বহনে সময়চক্র অতিশয় মন্দ বেগ ধারণ করিয়া উঠে; সুতরাং তাহা কষ্টাতিশয়ে সঞ্চালিত হইবার সম্ভাবনা। যে বুদ্ধিমান প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার তদ্দিবসীয় অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সুব্যবস্থা করিয়া তদনুসারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন তিনিই জীবনের বক্র পথে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অবাধে পদ সঞ্চালনে সক্ষম। তিনি সময়ের ব্যয় পক্ষে যে সুব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার পক্ষে নিবীড় তিমিরাচ্ছন্ন অরণ্যানী প্রবিষ্ট সূর্য্যালোক সদৃশ। কিন্তু যিনি এই মহামূল্য ধনের নিত্য অযথা ব্যবহার করেন, তাঁহার পক্ষে সংসার ঘনতমসাবৃত বনের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, নিরন্তর এইরূপ বিষম চিন্তাতেই তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইতে থাকে। সুতরাং তিনি কোন রূপ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে সক্ষম হইতে পারেন না।

সময়ের বহুমূল্যতা বোধই ইহার সুব্যবস্থা ও সদ্ব্যবহার প্রবৃত্তি পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সময় স্রোত যে কিরূপ দ্রুত বেগে প্রবাহিত হইয়া যাই-

তেছে, এবং ইহার সদ্ব্যয়ে যে কত অসংখ্য শুভানুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে পারে, ইহা অধিকাংশ লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। সংসার বুদ্ধি প্রবল মানব হৃদয়ে ইহার প্রতি আশ্চর্য্য অনুরাগ ও ইহার দৈর্ঘের নিমিত্ত বলবতী বাসনার প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কদাচই এরূপ স্বভাববিরুদ্ধ অভিলাষের বশবর্ত্তী নহেন। অপিতু ইহাও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে জীবিতকালের স্বল্পতা হেতু সর্ব্বক্ষণ অনুতপ্ত হইয়াও তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ যাহাতে শীঘ্র অতিবাহিত হইয়া যায় এরূপ কামনার একান্ত বশীভূত। অন্যান্য সমস্ত বিধ্বংশশীল পদার্থ নিচয়ের অপব্যয়ে কুণ্ঠিত হইয়াও এই মহামূল্য রত্নের মিতব্যয়িতায় নিতান্ত ঔদাসিন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ লোকে সময়ের বিনিময়ে যাবতীয় সামান্য ও অলীক পদার্থ নিচয়ের সঞ্চয় জন্য সর্ব্বদা তৎপর। ইহারা যে সময়ের যথা ব্যবহার করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, সে আশা নিতান্ত আকাশকুসুমবৎ। সময়ের অযথা ব্যয়সাধন করিয়া মনোকোষে কত রাশি রাশি, আজীবন সম্ভোগ্য অনুতাপ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন, ইহা তাঁহারা ভুলেও মনে ভাবিয়া দেখেন কি না, সন্দেহ। যে সময়কে তাঁহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে অপব্যয়িত করিয়াযাইতেছেন, সহস্র প্রার্থনা সহস্র উপাসনা দ্বারাও তাহার গতিকে ফিরাইতে পারিবেন না। এবং যথা সময়ে যে যে কার্য্য অবহেলিত হইয়াছে, তৎসমস্ত পশ্চাৎ ভয়ানকরূপে চিত্তকে বিক্লিষ্ট করিতে থাকিবেক। বৃথা ধিগত বাল্য যৌবনকে হতাদর ও সেই যৌবনের অসদানুষ্ঠানাদি বার্দ্ধক্যকে অনুতাপানলে বিদগ্ধ করিতে থাকে। অধিকন্তু জীবনের শেষদশায় উপনীত মুমুর্ষু ব্যক্তি মৃত্যুর আসন্নবর্ত্তীতা দেখিয়া ও পরকালের নিমিত্ত কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় নাই ভাবিয়া বিষম আশঙ্কা ও দুঃখভারে আপনার জীবনকে মহান্ অসুখের জ্ঞান করিতে থাকেন।

যে সদ্বুদ্ধিশালী ব্যক্তি আপনার সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম তিনি উপরি উক্ত সমস্ত অমঙ্গল হইতে আপনাকে পৃথক রাখিয়া জীবনকাল অতিবাহিত করিতে পারেন। তিনি অনধিককাল জগতে অবস্থান করিয়াও অন্যাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে পারগতা প্রদর্শন করিতে পারেন। কেবল মাত্র সাংসারিক উন্নতি বা বহিঃ সৌভাগ্যই তাহার হৃদয়ের জপমালা নহে; কি রূপে ঈশ্বরপ্রেমে চিত্তের উন্নতি সাধিত হইবেক কিরূপে অনুক্ষণ তাঁহার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অবনীমণ্ডলের মহোপকার সাধন করিবেন এবং সকল দেশের লোকে জাত্যভিমান, পদমর্য্যাদা, ধর্ম্মান্ধতা, ধনমদ ও অসদনুষ্ঠানের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সকলে সৌভ্রাতৃশৃঙ্খলে আবদ্ধ ও পরস্পরের কল্যাণসাধনে অনুরক্ত হইবেন, এইরূপ সাধুচিন্তাতে নিমগ্ন থাকিয়া এই মর্ত্যলোকে অমর্ত্য লোক সম্ভোগ্য সুখসলিলে হৃদয় আপ্লুত করিতে থাকেন। জগতে এরূপ লোকেরই জীবন সার্থক, এবং এরূপ লোকই সমাজের প্রকৃত হিতকারী বন্ধু।

সকল দেশের সকল সমাজেই এরূপ পুণ্যবান মহাত্মার আবির্ভাব কখনই সম্ভবনীয় নহে। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যথায় এরূপ লোকের সদ্ভাব থাকে, সেই সমাজ অতীব সুখ ও আনন্দের স্থান। এই ভারতক্ষেত্রে প্রাচীন আর্য্যবংশে পুরাতন গ্রীস ও রোম রাজ্যে ও আধুনিক সুসভ্য ইংলণ্ডীয় জনপদের যে এতাদৃশ গৌরব, তাহার কারণ কি কেবলমাত্র উক্ত প্রকার বিবিধ গুণরাশি বিভূষিত মহাত্মাগণের আবির্ভাব নহে? আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজও কি কতকগুলিন মহদাশয় মহাত্মা সমুদয়ে গৌরবান্বিত হয় নাই? অবশ্য হইয়াছে সত্য; কিন্তু যখন আমরা বঙ্গীয় সমাজের অভ্যন্তরীন অবস্থার প্রতি নয়নপাত করি, তখনই আমাদিগকে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে চক্ষুমুদিত করিতে হয়। অনেক স্থলে দেখা যায় কতক গুলিন বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণ অপরিনত মতি অভিজ্ঞতাশূন্য ছাত্র অপেক্ষাকৃত সামান্যমাত্র উন্নতপদ অধিরোহণ করিয়া সমাজের শীর্ষদেশে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহারাই তত্তৎ সমাজের শিরোভূষণ, সুতরাং সমাজ পরিচালক হইয়া বসেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেককে গর্ব্বান্ধ, চাটুকারিতাপ্রিয়, ও অসদাচরণে অনুরক্ত দেখিলে সমাজ যে কিরূপ ভাবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন, স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সমাজ তাঁহাদিগকে কিম্ভূত কিমাকার জন্তু বিশেষ মনে করিয়া তাঁহাদের হইতে দূরে অবস্থান করেন ও সহজেই আপনার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্যানুরত হয়। এরূপ অবস্থায় সমাজের যে কিরূপ দুর্গতি তাহা নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় নহে। পাঠক বৃন্দের অনেকেরই বোধ হয় প্রোক্ত সমাজ চরিত্রজ্ঞান অভিজ্ঞতা আছে, সন্দেহ নাই। এবং তাঁহারাও বোধ করি সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিবেন যে "হে কল্যানময় জগদ্বিধাত! এরূপ সমাজ পরিচালক হইতে আমাদের হীনাবস্থ বঙ্গভূমীকে পরিত্রাণ কর।"

তৃতীয়তঃ। সকল মনুষ্যেরই অর্থ ব্যবহারে সুনিয়ম সংস্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল প্রকারেই তদ্ব্যয় পক্ষে মিতাচরণ ও সুধারার অনুবর্ত্তী হইয়া চলা আবশ্যক। সময়ে সময়ে আপনার অবস্থার সম্যগালোচনা ও অর্থাগমের ন্যূনাতিরেকের অনুপাতে ব্যয় পক্ষে সতর্কতাবলম্বন অতিব প্রয়োজনীয়। নিষ্প্রয়োজন বিলাষিতার চরিতার্থতা সাধনের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহাদের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ থাকা যায়, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সমাধানে উপেক্ষা করিয়া বদান্যতার যশোলাভ বাসনা কোনমতেই বৈধ নহে। সংক্ষেপতঃ সকল প্রকার সম্ভবাতিরিক্ত বাসনাকে নমস্কার করিয়া আপনার অবস্থানুরূপ ন্যায় পথে অবস্থানের অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর এ জগতে আর কিছুই নাই।

পৃথিবীর বর্ত্তমানকালে যে সময়ে

মানবজাতি অভিজ্ঞতা শূন্য অমিতব্যয়িতার নিমিত্ত চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে যে সময়ে সকল লোকেই অভেদে দাম্ভিকতা সহকারে উন্নত পদস্থ মানবের সহিত ধনশালিতা, সমকক্ষতা ও প্রতিযোগিতা প্রদর্শনে ব্যগ্র হইতেছে; এবং যে সময়ে তাহাদের উক্ত অযৌক্তিক আচরণের বৈধতা প্রতিপাদনে কালের গতি ও সকলেরই সমাধানে অবস্থানের ঔচিত্য রূপ যুক্তির অবতারণা হইয়া থাকে; পৃথিবীর এই শোচনীয় অবস্থার সময় এই নীতি বিষয়ক উপদেশটী যত দূর ফলোপধায়ী এমন আর কিছুই নয়। এইরূপ লোকে মিতব্যয়ী হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের অত্যুত্তম উপায়টীকে নিয়ত ঘৃণা দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকেন, ইহার প্রতি অনাস্থাবান হইয়া সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বন্ধন ও কর্ত্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন এবং পরিণামে নানাবিধ বিপর্জ্জালে জড়িত হইয়া থাকেন। ইহারা অনন্যগতি হইয়া এরূপ উপার্জ্জনের পথে পদার্পণ করেন, যাহাতে কোন কালেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না; এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বলবতী ধনাশার সহিত তাঁহাদের অমিতব্যয়িতাও উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার নানাবিধ বিশৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকিলে মনুষ্যের সৌভাগ্য—লক্ষ্মী কদাচই চিরস্থায়িনী হইতে পারেন না। কারণ এরূপ অবস্থাতে বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ ব্যাঘাত জন্মিলে ও অমিতব্যয়িতা ধনরাশী নিঃশেষিত করিতে আরম্ভ করিলে দরিদ্রতা স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, শুভ্রফেন-চক্র-প্রপূরিতা, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা বিক্ষিপ্তা, আরক্তিম প্রবাহিনী স্রোত কোনরূপে সেতু বিলোড়ন করিতে পারিলে, তাহার বেগ যেরূপ ভীষণ হইয়া থাকে, সম্মুখে যাহা পায় তাহাই ভাসাইয়া লইয়া যায়, এবং কূলে কূলে বহুল পরিমাণে ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে, দরিদ্রতাও একবার কোনরূপে মনুষ্যকে স্বীয় আয়ত্বে আনিতে পারিলে তাহার যন্ত্রণাও তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। দরিদ্র লোকে ইহার ভীষণ শক্তি দর্শনে কম্পিত কলেবর হইয়া থাকেন, কেবল তাহার অনিষ্টকারিতা শক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত রূপ সাহস হীনতা প্রযুক্ত কোনরূপ উপায়াবলম্বনে সক্ষম হইতে পারে না। তাহারা চিরদিন যে অবস্থায় কাল যাপন করিয়া আসিয়াছে, তৎপ্রতি একান্ত অনুরাগিতা প্রযুক্ত হস্ত, পদ চক্ষু আদির কার্য্য কারিতাশক্তি সত্বেও সেই প্রবল প্রবাহ দেহ সমর্পণ করিয়া থাকে। দরিদ্রতা মনুষ্যকে অধীনতা স্বীকারে প্রবৃত্ত এবং অধীনতা তাহাদিগকে অসদাচরণের পথে চালিত করিয়া থাকে। দরিদ্রতার অপরাভিধান অভাব। এই অভাব মনুষ্যকে প্রথমতঃ নীচ উপায়ে জীবিকার্জ্জনে ও পরিশেষে গুরুতর সামাজিক অপরাধে প্রবৃত্ত করে। এই রূপে দেখা যায় বিলাষিতা ও অমিত ব্যয়িতার উপাস্য হইয়া লোকে ক্রমে ক্রমে অযশঃ ও অপরাধ ভার মস্তকে করিয়া চিরজীবন দুঃখে অতিবাহিত

করে। সংসারিক বিষয় কার্য্যাদিতে অনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবশেষে যে কিরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এবং ইহা একরূপ নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, অপরিণামদর্শিতার এইরূপ নিয়তি অপরিহার্য্য। পৃথিবীর যে চিত্র সন্দর্শনে অহরহ লোকের বক্ষঃ নয়নাসারে অভিষিক্ত হইতেছে; কুবেরোপম ধনশালী গৃহস্থের যে হৃদয় বিদির্ণ কর আর্ত্তনাদ কর্ণবিবরকে নিরন্তর ক্লিষ্ট করিতেছে; এবং শোক বিশীর্ণবদনা বিধবা ও হতভাগ্য নিরাশ্রয় শিশু সন্তানের দল পুষ্টি দেখিয়া যে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় সমাকুলিত হইতেছে; এই সমুদায় ও অন্যান্য অপ্রীতিকর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ঘটণাবলীর হেতু স্বরূপ আর কাহাকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? প্রতারণাকে কৌশল বিশিষ্ট, চৌর্য্যকে বলশালী, অত্যাচারকে গৌরবান্বিত, পরদার বৃত্তিকে সুযোগ বিশিষ্টা ও হত্যাকে বলশালিনী করিবার উপযুক্ত অমোঘ অস্ত্র ইহা ব্যতীত জগতে আর কি আছে?

অতএব ইহা নিশ্চয় হইতেছে যে, সকল প্রকার বিষয় কার্য্যে সুনিয়ম সংস্থাপন, সময়ের সদ্ব্যবহার ও অর্থসম্বন্ধে পরিমিত ব্যয় সকল প্রকার ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। লোকে ইহাদের ততদূর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিলেও ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, ঐ সমস্ত কার্য্যই স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন ও সুখের ভিত্তি স্বরূপ। যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত নিয়মাবলীর প্রতি মনোযোগী থাকিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তিনি যে কোন অবস্থাতেই পতিত হউন না কেন, সুখে ও নিরুদ্বেগ চিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। মিথ্যা কথনরূপ পট প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহার হৃদয়ভাব গোপন রাখিতে বা নীচাশয়তা ও দুষ্কার্য্যের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনে তাঁহাকে অনুরক্ত হইতে হয় না। কিন্তু যাঁহার মন ঐ সমস্ত নিয়ম পালনে অনুরক্ত না হয়, তিনি নিয়তই সংসারের দাসত্বে আবদ্ধ থাকিয়া জীবন যাপন করেন, এবং ধর্ম্মানুরাগিতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিমল আনন্দের রসাস্বাদনে একবারে চিরবঞ্চিত থাকেন। যে মুহূর্ত্তেই তিনি ঐ সমস্ত নিয়মের অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই মুহূর্ত্তেই বিপদ রূপ তুহিন রাশি তাঁহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে সন্বেষ্টিত হইতে আরম্ভ হয়। পলাইবার পথমাত্র দেখিতেসমর্থ হয়েন না।

চতুর্থতঃ। আমোদ প্রবৃত্তির সমীকরণতা। আমাদের প্রকৃতির সহিত এই প্রবৃত্তির যতদূর সম্বন্ধ থাকুক না কেন, ইহা কোন ক্রমে আপন সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যেন সর্ব্বদা সতর্ক থাকি। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে, প্রকৃতি মানব স্বভাবকে এরূপ করিয়া নির্ম্মান করেন নাই, যদ্বারা এই সুখ ভোগ কামনার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতে পারে। সাংসারিক জটিল, মনোবৃত্তি নিস্তেজক বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহের মধ্যে মধ্যে আমোদ প্রবৃত্তির

চরিতার্থতা সম্পাদন আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। চিরদিন অনুক্ষণ একরূপে মনোবৃত্তির পরিচালনা কদাচই প্রীতিকর ও অভিলষণীয় নহে। কারণ তদ্দ্বারা আমাদের নিকৃষ্টতর মনোবৃত্তি সমূহ নিস্তেজ হইয়া একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে এরূপ না ঘটিতে পারে, মনোবৃত্তি নিচয় সর্ব্বদা কার্য্যক্ষম থাকে, তজ্জন্য উচিত মত আমোদ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন একবারে অযৌক্তিক হইতেছে না। অপিতু ইহাও স্মরণে রাখা উচিত যে, ইহার অনুচিত আতিশর্য্যতা সকল লোকের দারুণ শত্রু। কারণ তাহা হইলে এই প্রবৃত্তিটী নিয়ম প্রতিপালনে অনিচ্ছা বর্দ্ধিত করিয়া লোকের মনোমধ্যে আপন শরীর বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল প্রকার অবশ্য সম্পাদ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্থল অধিকার করিতে থাকে ও তৎপশ্চাৎ কার্য্যাবলীর স্বাভাবিক গতির প্রতিরোধ জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং তৎসমুদায় হয় একবারে অননুষ্ঠিত নতুবা আংশিক নির্ব্বাহিত হইয়া জগতের কোন মঙ্গলেই আইসে না।

আমোদ-প্রিয়তা বৃত্তি, যতই নির্দ্দোষ হউক না কেন, সর্ব্বদা আপনার অধীন ও নিয়মানুবর্ত্তী থাকাউচিত। কিন্তু ঘৃণ্য পাপপথে যে সমস্ত আমোদের সদ্ভাব দেখা যায়, তৎসমুদায় একবারে পরিত্যাগের যোগ্য। দ্যুতাশক্তি ও নিশীথিনী-সম্ভোগ্য পান, লাম্পট্যাদি-দোষজনিত আমোদপরতা মনুষ্যকে নানাবিধ বিপদ ও অসুখের তীব্রদৃষ্টির লক্ষে আনয়ন করিয়া থাকে। পারিবারিক সুশৃঙ্খলা বিচ্ছিন্ন ও বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহে নিয়মাদি বিকলাঙ্গ হইতে থাকিবেক। জীবনের অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপার সমস্তে তাঁহার অনাস্থা জন্মিবে এবং স্বভাব তাঁহার পক্ষে অনিয়মের স্থল রূপে পরিণত হইবেক। অর্থাৎ তাঁহার নিকট দিবস রজনী ও রজনী দিবস রূপে পর্য্যায় ক্রমে প্রকাশমান হইতে থাকিবেক। সৎস্বভাব, সম্মান ও সুখের মস্তকে নিরন্তর পদাঘাত করিতে থাকিবেন। এরূপ লোকের সর্ব্বনাশ একরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় অবশ্যম্ভাবী। ব্যাধি ব্যাঘ্রবৎভীমনাদে তাহাকে আক্রমণ করিবে এবং মৃত্যুও তাহার জীবনী শক্তি সংহরণে প্রতিক্ষণ তেজ প্রকাশ করিতে থাকিবে। যিনি এই দুষিত, সক্রামক অনিয়মিত আমোদ পরতা হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারেন, তিনিই যে অননুভবনীয় স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইবেন, সন্দেহ কি ?

পঞ্চমতঃ। সহবাস বিষয়ে সতর্কতা। ক্রমিক নানাবিধ চরিত্রের লোক সহবাস কোন রূপেই বিধেয় নহে। যে সকল ব্যক্তির সহিত একত্রে বাস করিতে হইবেক, বিজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়া লওয়া উচিত। দূষিত সহবাস অপেক্ষা নির্জ্জনতাও বহুগুণে শ্রেয়স্কর, এই মহাবাক্যটী সর্ব্বদা স্মরণে রাখা অতীব কর্ত্তব্য। আবও সজ্জন সহবাস ও নির্জ্জনতা পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ কিছু সময় নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া চিন্তাপর হইতে না

পারেন, তাঁহার পক্ষে সকল প্রকার নিয়ম প্রতিপালন নিতান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে। তিনি সাংসারিক বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহে সদ্ব্যবস্থা সম্পাদনে অথবা উপযুক্তরূপ পরমার্থতত্ত্ব চিন্তনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি নিষ্প্রয়োজনেই অবনীমণ্ডলে কলেবর ধারণ করিয়াছেন মাত্র। কি আপনার কি জগতের কোনরূপ হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিতে পারেন না। ক্রমাগত চিত্তের অস্থৈর্য্যতা বশতঃ তাঁহার মনোবৃত্তি সমূহ চঞ্চল ও চিন্তাশূন্য হইয়া পড়ে, এবং তিনি আপন অনিচ্ছাতেও নাশবিষয়িণী—বিশৃঙ্খলাতে জড়িত হইয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান ও কার্য্যকারিতা শক্তি পরিশূন্য হইয়া থাকেন।

জগতে উক্ত প্রকার অনিষ্টের পরাক্রম হইতে আত্মরক্ষার উপায় কেবল তৎসহবাস। ইহাকেই সাধু লোকে বিপদাকীর্ণ সংসার সাগরোত্তরনের তরণীস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অসৎ সহবাস লোককে কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও সততার পথ হইতে সুদূরে রাখিয়া থাকে, সুতরাং সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার বন্ধনকেও সঙ্গেসঙ্গে শিথিল করিতে থাকে। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ এবং সহবাসের আতিশয্যও একপ্রকার দোষাবহ। এবং যে সহবাসে কোনরূপ মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান না হইয়া থাকে, তাহাও দূষিত সহবাসের সমতুল। এক্ষণে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে দিবসের কতকাংশ আমাদের স্বালয়ে নির্জ্জনে অবস্থান করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সুনিয়ম পালনে মনুষ্যকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। কারণ সেই স্থলেই তাহাকে সামাজিক চরিত্র সংগঠনের কল্পনা স্থির করিতে হয়। যেহেতু গৃহ মানব চরিত্র শিক্ষার বিদ্যামন্দির। যে ব্যক্তি তথায় অবস্থানে সুখানুভব করিতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে তদ্বহির্ভাগে সামাজিকতা সুখভোগের আশা দুরাশামাত্র। তাঁহার চিন্তাশূন্য হৃদয়-সমাজ কিয়ৎকালের জন্য সুখ বোধ হইলেও তাহার সেই ভাব অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না? এবং তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেই গৃহের নির্জ্জনতা পুনরায় তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ ভাব হরণ করিয়া থাকে। তাঁহার তখন যে কি পর্য্যন্ত মনোকষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কি ইয়ত্বা আছে? কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজে ও গৃহে উভয় স্থলে অবস্থান করিয়া মনের আনন্দ যোগাইতে অভ্যাস করেন, তিনি যখন যে খানেই অবস্থান করুন না কেন, বিষাদ ও বিমর্ষ কোন মতেই তাঁহার সেই আনন্দের শরীরে সামান্য রূপেও আঘাত প্রদান করিতে সক্ষম হয় না।

মানব চরিত্রের যে সমস্ত সুনিয়ম সম্পাদনের উপযোগীতার বিষয় এতক্ষণ উল্লিখিত হইল, তাহাদের পুনরালোচনা স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে তাহাদের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষতা অত্যন্ত প্রবলা। ইহ জগতে যদি শুভফল লাভের প্রত্যাশা থাকে সেই সমস্ত সুনিয়মের প্রতি অর্থাৎ বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহে, ব্যয় পক্ষে, আমোদপরতা ও সহবাস মনোনীত করণে সমভাবে

সতর্কতাবলম্বন ও সুনিয়ম প্রতিপালন একান্ত প্রয়োজনীয়। উহাদের কোন একটীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হইলে ও কোনটী নিয়ম ভ্রষ্ট হইলে সকল গুলিনই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সময়ের সদ্ব্যবহার অমনোযোগিতা প্রদর্শিত হইলে বিষয় কার্য্য যথা নিয়মে সুসম্পাদিত হইতে পারে না; এবং আমোদপরতা ও সহবাস দূষিত হইলে মিতব্যয়িতার সম্মান কদাচই রক্ষা করা যাইতে পারে না। সকল বিষয়ে সমান রূপ নিয়ম প্রতিপালন প্রত্যেকের জীবনী শক্তি বিশেষ। অতএব যদি কোন একটীর সম্পূর্ণতা সম্পাদনে মানস থাকে, তবে অগ্রে সকল বিষয়ের প্রতিই মনোভিনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

কি গুরু, কি লঘু সকল প্রকার কার্য্যের সুনিয়ম সম্পাদনে সযত্ন হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। এবাক্যের এরূপ অর্থও অনেকে করিতে পারেন যে, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল চিত্তে যে সকস্ত অলীক ও চঞ্চল ভাবের উদয় হইয়া থাকে তৎসমস্তও ধর্ম্ম ও বিজ্ঞতানুমোদিত। কিন্তু উপরোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য সেরূপ নহে। অন্যান্য কুনীতি ও অধর্ম্মের ন্যায় অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলাও অতি সামান্য সামান্য কারণ পরম্পরা হইতে উদ্ভব হইয়া থাকে। অভ্যুদয় কালে তৎসমস্তের সংশোধনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে কালে অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্যেও তাহারা ক্ষমতা বিস্তার করিতে থাকিবেক। যাহাতে তদ্রূপ ঘটনার উপস্থিত হইতে না পারে তজ্জন্য উপযুক্ত সময়ে সতর্কতাবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। এবং এইরূপ অভ্যাস হইতেই সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার সম্পাদনে দ্রাঢ্যতা অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

এতক্ষণ যে সমস্ত সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার বিষয় উল্লেখ হইল, এক্ষণে উহাদের ধর্ম্ম ও নীতিতত্ত্বের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

সকল কার্য্যে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিলে লোকে কোন কার্য্যে উপেক্ষা প্রদান করিতে পারে না। এরূপ উপেক্ষা বশতঃ কেহ কতকগুলিন কর্ত্তব্য অসম্পাদিত রাখিয়া নূতন নূতন কার্য্যে এতাদৃশ ব্যগ্রতা সহ রত হইয়া থাকে যে, কোনটীই সর্ব্বাঙ্গীন রূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। কিন্তু নিয়মের প্রতি দ্রাঢ্যতা থাকিলে কদাচই তদ্রূপ হইতে পারে না। ইহাতে সকল কার্য্য যথাকালে অবিরোধে সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহার উন্নত ও সুমার্জ্জিত অন্তঃকরণে ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক, সাংসারিক ও পারলৌকিক সকল চিন্তাই পর্য্যায় ক্রমে সহজভাবে সমুদিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে হৃদয় সেই সুপরিষ্কৃত সাধুসমাদৃত সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে পদচালনা করেন, তাহা প্রতিনিয়ত রাশি রাশি বিঘ্ন, বাধা ও বিপদ অতিক্রম করিয়া বাসনার সুসিদ্ধি সাধনে ভগ্নোদ্যম হইয়া থাকে; এবং সেই হৃদয় অবশেষে গগনতল-বিহারী ইন্দ্রধনু প্রবঞ্চিত অপরিনত বুদ্ধি যুবকের ন্যায় নৈরাশ্যের দারুন যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। নিয়ম প্রতিপালন বিবিধ পাপ ও অনিষ্টের উৎস আলস্যের হস্ত হইতে মনুষ্যকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকে। এতদ্বারা সময় আনন্দে ও সুখ সচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়। কার্য্যবাহুল্য বা তদসদ্ভাব এই দুইটীর প্রত্যেকেই সংসারে অতীব ক্লেশকর। নিয়মের প্রতি যিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন তিনি ইহাদের মধ্যস্থলে অবস্থান করেন; সুতরাং তিনি কখনই ক্লেশের বা অসুখের লক্ষে পতিত হয়েন না। তিনি পরিশ্রমে অনুরক্ত থাকিয়া তজ্জন্য কাতর, অথবা কার্য্যাভাব প্রযুক্ত কদাচই অনুতাপিত হয়েন না। কিন্তু যাহারা নিয়ম পালনে পরাঙ্মুখ তাহারা হয়ত এক সময়ে কার্য্য-বহুলতায় বিব্রত অথবা অন্য সময়ে তদভাব বশতঃ আলস্যের পদানত হইয়া পড়েন। যখন তাহাদের আলস্যপ্রিয়তা এইরূপে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তখন তাঁহাদের যে কি রূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়, স্মরণ করিতেও ভীতির উদয় হইয়া থাকে। সকল প্রকার অনিষ্টকর ব্যসন ও অসদ্ব্যবহার অনুক্ষণ তাহাদের চিত্তকে আকর্ষিত করিতে থাকে, তাহারা মূর্ত্তিমান পাপস্বরূপ মানবসমাজের বিষম অনিষ্টকারক হইয়া উঠে।

অধিকন্তু নিয়ম প্রতিপালনে সযত্ন থাকিলে চিত্তের অস্থৈর্য্য ও চাপল্য দোষ কোনমতেই জন্মিতে পারে না। মানব হৃদয় স্বভাবতই চপলতাপ্রিয়। ইহা পরিবর্ত্তনের দিকে অনুক্ষণ ধাবিত ও ধর্ম্মাচরণে একেবারে অনিচ্ছু হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার অভ্যাস মনুষ্যের এতদূর প্রয়োজনীয়। যদিচও তৎপ্রতি প্রথমতঃ অভক্তি ও অনিচ্ছার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাহাতে অভ্যস্ত হইলে ও তজ্জনিত সুধাময় ফলাস্বাদ করিতে পারিলে, তাহা একরূপ স্বাভাবিক ও প্রীতিকর হইয়া উঠে। নিয়মোল্লঙ্ঘনকারী লোকের স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্য দোষ এতদ্দ্বারা সংশোধিত হইয়া থাকে এবং ইহাই চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্পাদনে বিশেষ উপযোগী। বিশেষতঃ যিনি সকল কার্য্যে সুনিয়মের অনুবর্ত্তী ও নীতিপালনে যত্নবান হইয়া চলিতে পারেন, যিনি আপন যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী না হইয়াও সর্ব্বদা বিশেষ উদ্দেশের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যানুরত থাকেন, লোকের বিশ্বাস সহজেই তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। কারণ এই সমস্তগুণই সরল বিশ্বাসের অয়স্কান্তমণি। সুনিয়ম রক্ষা করা চিত্তের সরলতা সম্পাদনে বিশেষ উপযোগী, সুতরাং সুখ সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়। অধিকন্তু যে সন্তোষ সাংসারিক সকল প্রকার সুখের শিরোমণি ইহা তাহারই অনন্তকাল স্থায়ী পবিত্র উৎস। পৃথিবীর যে অংশ দিয়া সেই উসোৎসারিত পবিত্র সলিল প্রবাহিত হইয়া থাকে সেই প্রদেশই বিমল সুখের প্রিয় নিবাস ভূমি। যেস্থানে তাহার একান্ত অসদ্ভাব তথায় সকলই বিশৃঙ্খলাময়, সুতরাং বিরক্তি ও অসুখের নিলয়। যিনি আপনার বিষয় কার্য্য অথবা নিজ স্বভাব অবিরক্ত ভাবে দর্শন করিতে না পারেন, যিনি উপে-

ক্ষিত কর্ত্তব্যের বিষয় স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে অকালে তৎপ্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্যতা লাভে ভগ্নমনোরথ হইয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে প্রোক্ত সন্তোষজাত পবিত্র সুখের মুখাবলোকন সম্ভবনীয় হইতে পারে? অতএব যাঁহারা নিয়ত নিয়মানুবর্ত্তী থাকিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে একপ্রকার স্বর্গীয় মহাপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের জীবন, নভোমণ্ডলস্থ অখণ্ডনীয় প্রাকৃতিক নিময় সূত্র গ্রথিত সৌরজগতের গতির ন্যায় নিয়ম বদ্ধ ও অনুপমের হিতকর এবং শব্দ কোলাহল পরিশূন্য। কিন্তু নিয়মোল্লঙ্ঘনকারীরা জীবন, পৃথিবীর শান্তি ও প্রাকৃতিক নিয়ম বিশ্লিষ্টকর ভীষণ ভৌতিক ব্যাপার ব্যূহের ন্যায় অনিষ্ট লালক। বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহে অপটুতা, অনুচিত ব্যয়শীলতা, কুসংসর্গ ও দূষণীয় আমোদ প্রিয়তা দ্বারা তাহারা প্রতিনিয়তই আপনাদের ও জগতের প্রপীড়ক হইয়া থাকে, এবং আমোদ ও সুখের আশায় বিপথে গমন করিয়া কেবল মাত্র দুঃখের ভাঁর বৃদ্ধি করিতে থাকে। বিশেষতঃ যাহারা সকল কার্য্যে সুনিয়মের মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া সদা মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সংসারারণ্যে যথেচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে থাকে তাহারা অনেক সময়ে অন্যের সুখসাচ্ছন্দ্যেরও বিঘ্নকর হইয়া থাকে। তাহাদিগের অনুষ্ঠিত অনিষ্টকারিতা খরগতি বিশিষ্টা নদী-বেগ-চক্রের ন্যায় সমীপস্থ প্রতিবেশী মণ্ডলীকেও সময়ে সময়ে গর্ত্তসাৎ করিতে চেষ্টার ত্রুটী করে না। সুতরাং এই সমস্ত লোককে জগতের শান্তিভঙ্গ, বিরোধ, অনৈক্য ও শত্রুতা চরণের একরূপ নিমিত্ত কারণ রূপে নির্দ্দেশিত করিলেও দোষস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সুনিয়ম সকল প্রকার ঐ কমত্য, শান্তি ও সখ্যতার নিদান। এতদ্দ্বারা প্রত্যেকে প্রতিবেশী মণ্ডলীর কোন অসুখের কারণ না হইয়া আপন বিষয় কার্য্য অবাধে নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এই অপ্রাকৃতির মহার্য্য নিয়ম শৃঙ্খলে হৃদয়কে আবদ্ধ করিতে পারিলে মানবসমাজের প্রতি শীরায়, প্রতি ধমনীতে অকৃত্রিম সখ্যভাব ও সন্তোষ স্রোত চির প্রবাহিত হইয়া জগতকে স্বর্গীয় ভাবে প্রকাশিত করিতে পারে।

পরন্তু এই মর্ত্যলোক বাসী যে মহাপুরুষ উপর্য্যুক্ত সমস্ত নিয়মের প্রতিপালনে দৃঢ় ব্রতী তিনি সকল প্রকার গুণে বিভূষিত এবং তিনিই যথার্থ ঈশ্বর প্রেমের প্রেমিক। তিনিই সর্ব্বক্ষণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরমেশ্বরের সহবাসে অবস্থান ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সমাধা করিয়া ভূমানন্দে চিত্তের সার্থক্য সম্পাদন করিতে পারেন। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম মাত্রেই, বিশেষতঃ বিশুদ্ধ সহজজ্ঞান লব্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মও অনুক্ষণ সুনিয়ম প্রতিপালনের সুধাময় ফলের বিদ্যোষণা করিয়া থাকেন। যথেচ্ছাচারিতা ও পাপাচরণ এই উভয় শব্দই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে একার্থ প্রতিপাদক। এতদ্দ্বারা হৃদয় কলুষিত, শান্তিশূন্য, ও সুখ বিরহিত হইয়া ভীষণ নরক রূপে প্রকাশমান হইয়া থাকে এবং সেই হৃদয় সাগরোপকুলস্থিত বিষম অরণ্যানী বিচরিত দুর্দ্দাণ্ড শাদ্দূলের অপেক্ষাও মানব সমাজের বিষম অনিষ্টকারী ও ভীতি জনক। যাহাতে জগতে সুখ সাচ্ছন্দ্য, শান্তি, ধর্ম্ম ও স্বর্গীয় পবিত্র ভাবের সমুন্নতি সাধিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্ববিষয়িণী নিয়ম পরায়ণতা শিক্ষা করিতে সচেষ্ট হওয়া মানব মাত্রেরই প্রধান ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

তেজ।

গত প্রকাশিতের পর।

ক্ষিতির আয়তনিক প্রসরণ স্থির করিতে হইলে, ইহাকে একটী কাচপাত্রের ভিতর রাখিয়া, পাত্রের অবশিষ্ট অংশকে পারদ বা জলদ্বারা পূর্ণকর। এই দুই তরলের মধ্যে একটীর প্রকৃত প্রসরণ জানা থাকিলে, কাচপাত্রের এবং অন্তস্থঃ ক্ষিতির ও প্রকৃত প্রসরণ স্থির করা যাইতে পারে। প্রসঙ্গস্থলে তরলের প্রকৃত প্রসরণ নির্ণয় প্রণালী লিখিত হইবে।

সংপ্রতি প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। প্রথমে মনেকর যে একটী বোতল সম্যকরূপে পারদ পূর্ণ আছে। পরীক্ষায় জানাগেল যে ফারেন হাইট° ৩২° তাপে, ঐ পাত্রে ১০১৬৯.৩ রতি পারদ আছে, কিন্তু ২১২° তাপে ১০০১১.৪ রতি মাত্র আছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ৩২° ও ২১২° তাপের মধ্যে পারদ প্রসরণ= .০১৮১৫৩ অর্থাৎ ৩২° তাপে উক্ত তরলের আয়তন এক (১) ধরিলে, ২১২° তাপে ইহার আয়তন=১.০১৮১৫৩। তাহাহইলে

৩২° তাপে স্ফীত পারদ ওজন ঃ ২১২° তাপে স্ফীত পারদ ওজন ঃ ঃ ১ঃ ১.০১৮১৫৩। এখন বোতলের প্রসরণ যদি না গণ্য করা যায়, তাহা হইলে ২১২° তাপে বোতল মধ্যস্থ পারদের ওজন

১০১৬৯.৩
১.০১৮১৫৩ = ৯৯৮৭.৯ রতি হইতে পারে। কিন্তু বোতলের প্রসরণ ধরিলে অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, তদনুসারে, বোতলে ১০০১১.৪ রতি পারদ আছে; অর্থাৎ প্রসরণ নাথাকিলে যত পারদ ধরিত, তদপেক্ষায় ২৩.৫ রতি বেসী পারদ আছে। অতএব

প্রস্থত বোতলের আয়তন সহিত ৩২° তাপ উক্ত বোতলের আয়তন সহিত যে অনুপাত, ১০০১১.ঃ৪. ৯৯৮৭.৯; কিম্বা ১.০০২৩৫ঃ১। তাহা হইলেই ৩২° ও ২১২° তাপের মধ্যে ঐ বোতলের প্রসরণ. ০০২৩৫। এক্ষণে মনেকর, ঐ বোতলের মধ্যে একটী লৌহদণ্ড আছে, যাহার ওজন ২০০০ রতি; এবং বোতলের অবশিষ্ট অংশ পারদ পূর্ণ, যাহার ওজন ৩২° তাপে ৬৭০৭.৮ রতি; কিন্তু ২১২° তাপে কেবল মাত্র ৬৫৯৯.৪ রতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই উভয় তাপ মধ্যে ১০৮.৪ রতি পারদের বিভিন্নতা হইতেছে। যদি বোতলের কিংবা লৌহদণ্ডের প্রসরণ গণ্য না করা যায়, তাহা হইলে, ২১২° তাপে ৬৭০৭.৮
১.০১৮১৫৩
=৬৫৮৮.২ রতি পারদ ঐ বোতলকে

পূর্ণ করে, এবং এমতে ২১২° তাপে ১১৯.৬ রতি পারদের বিভিন্নতা হয়।

কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রস্থত বোতল ২৩.৫ রতি অধিক পারদ ধারণ করিতে পারে। সুতরাং যদি লৌহখণ্ড প্রস্থত না হইয়া, কেবল বোতল প্রস্থত হইত, তাহা হইলে ১১৯.৬—২৩.৫ রতি=৯৬.১রতি পারদের বিভিন্নতা হইত। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে ৩২° ও ২১২° তাপ মধ্যে পারদের বিভিন্নতা (বিয়োগফল) ১০৮.৪ রতি। অতএব লৌহ প্রস্থত হওয়াতে অবশ্যই ১০৮.৪—৯৬.১.=১ ২.৩ রতির বিভিন্নতা হইয়াছে। তবে লৌহের প্রসরণ কত রতি? এই বিষয় স্থির করিতে হইলে বুঝা যাইবে যে, ২১২° তাপে ১২.৩ রতি পারদ যত আয়তন অধিকার করে ৩২° ও ২১২° তাপের মধ্যে ২০০০ রতি লৌহের তত আয়তন অবশ্য বাড়্তি হওয়া চাই। এখন যদি ২১২° তাপে পারদ ও লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৩.২৩৭.৮ ধরা যায় তাহা হইলে

১৩. ২ ঃ ৭. ৮ঃঃ ১২. ৩ঃ স

সুতরাং ৭.২৬ রতি লৌহ ঐ বাড়তী আয়তন অধিকার করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ২১২° তাপে ২০০০ রতি লৌহের মধ্যে ৭.২৬ রতি বাড়তি আয়তন অধিকার করিতেছে, আর ৩২° তাপে ২০০০ রতি লৌহ প্রথমে যত আয়তন অধিকার করিয়াছিল অবশিষ্ট ১৯ ৯২.৭৪ রতি (২০০০—৭.২৬) তত আয়তন অধিকার করিতেছে। তাহা হইলেই ৩২° ও ২১২° তাপ মধ্যে লৌহের আয়তনিক প্রসরণ

$$\frac{৭.২৬}{১৯৯২.৭৪} = ০০৩৬৪$$

সাক্ষ ক্ষিতি বা স্ফটিক তেজ সংযোগে সর্ব্বদিকে সমান প্রস্থত হয় না। তন্মধ্যে কোন কোন অষ্টতল স্ফটিকের প্রসরণ সর্ব্বদিকেই সমান। কিন্তু অন্যান্য আকারের স্ফটিকের প্রসরণ অনিয়মিত।

ক্ষিতি প্রসরণ সম্বন্ধে সামান্যতঃ এক প্রকার বলা হইল। বিভিন্ন তাপে ক্ষিতি প্রসরণ কত হয়, তাহা জানা, অনেকস্থলে বিশেষ কলপ্রস্তুত সময়ে বিশেষ উপকারী।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, কাচপত্র অগ্নিস্পর্শে ফাটিয়া যায়। এরূপ হইবার কারণ এই যে, অপরিচালক প্রযুক্ত কাচ একদিকে তপ্ত করিলে অন্য দিকে সহসা তপ্ত হইয়া উঠে না; এ নিমিত্ত অগ্নি সন্নিহিত কাচ অণু সকল তখনও পূর্ব্ব স্থানে থাকে। ঘনত্ব হ্রাস হওয়াতে সন্নিহিত অণু সকল প্রস্থত হইতে থাকিলে, কাজেই স্থির অণু সকলের সহিত টান পড়ে, এবং সেই টান পড়াতে কাচ ফাটিয়া যায়। কাচ যত পুরু হইবে, এরূপ ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা ততই বেশী থাকিবে; এবং যতই পাতলা হইবে অর্থাৎ যত শীঘ্র ইহা চারিদিকে তপ্ত হইতে পারিবে, অসমান প্রসরণের সম্ভাবনা তত কম হইয়া, ফাটিবার সম্ভাবনাও কম থাকিবে। অপরিচালক বস্তু মাত্রেরই অগ্নিসংযোগে ফাটিবার কারণ এই।

ক্ষিতির মধ্যে ধাতুর প্রসরণ অধিক; এবং ধাতুর মধ্যে দস্তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও প্লাটিনম সর্ব্বাপেক্ষা কমপ্রস্থত হয়; কাচ, ইট ও বিবিধ প্রস্তরের প্রসরণ সামান্য।

ক্ষিতিপ্রসরণ সম্বন্ধে আর দুই চারিটী কথা বলিয়া বিষয় শেষ করিব। ক্ষিতি সকল তাপদ্বারা প্রস্থত হয়, কিন্তু শীতল হইয়া পূর্ব্বতাপ পুনঃ প্রাপ্ত হইলে আকুঞ্চিত হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব আয়তনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। শেষোক্ত নিয়ম দুইটী সর্ব্বত্র ঠিক নহে। প্রথমতঃ আর্ম্মান ও কপসাহেব পরীক্ষা করিয়াছেন যে তেজদ্বারা ক্ষিতি প্রসরণের ঊর্দ্ধ সীমা আছে; সেই ঊর্দ্ধসীমা প্রাপ্ত হইলে বর্দ্ধিষ্ণু তাপ সত্বেও ক্ষিতি প্রস্থত না হইয়া বরং আকুঞ্চিত হইতে থাকে কপ সাহেব বলেন গন্ধকের ঐরূপ কোন ব্যাপার ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ। শীতল হইলে ক্ষিতি পূর্ব্ব তাপ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আকুঞ্চিত হয় বলিয়া যাহা বলা হইল, তাহাও সম্পূর্ণ রূপ ঠিক নহে। কোন তপ্তক্ষিতির তাপ সহসা শীতল করিয়া খর্ব্ব করিলে, অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তদ্রূপ ক্ষিতির অণু সকল খর্ব্বতাপের সমাবস্থায় আসিতে সময় পায় না; কাজেই তাহারা কিছুকাল নূতন অবস্থাতেই বদ্ধ থাকে। ইহাই বোধ হয় পারদ তাপমানের শূন্য অঙ্কের স্থান পরিবর্ত্তন করেন। কারণ, যন্ত্রের কুণ্ডের অণু সকল উষ্ণ হইবার পর ক্রমে ক্রমে শীতল হইতে পাইলে যেমন তাহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী থাকে, উষ্ণ হইয়া হঠাৎ শীতল হইলে সেরূপ হইতে সময় পায় না। অতএব কুণ্ড তখন পূর্ব্ব আকার হইতে পৃথক্ অবস্থায় থাকিয়া কিছু প্রস্থত থাকে। কালে সেই প্রস্থত অবস্থার আকুঞ্চন হইবার সময় নলের পারদ ঠেলা পাইয়া উত্থিত থাকে। কাজেই শূন্য অঙ্ক কিছু উত্থিত হইয়াছে দেখা যায়।

এতদ্রূপে বাষ্পায়মান জলে যন্ত্রটীকে রাখিয়া সহসা শীতল করিলে যন্ত্রের কুণ্ড তখনও কিঞ্চিৎ প্রস্থত থাকা প্রযুক্ত অধিক পারদ ধারণ করে; কাজেই শূন্য অঙ্কের পতন দৃষ্ট হয় এবং দশ পনর দিন অতীত না হইলে আর শূন্য অঙ্ক পূর্ব্বমত হয় না।

তেজ সংযোগে কোন্ ক্ষিতি কত প্রস্থত হয়; তপ্ত ক্ষিতি সহসা শীতল হইলে, বা ধীরে ধীরে শীতল হইলে ইহার কি ভাব হয় ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকা শিল্প বিদ্যায় মহোপকারী।

কাচ ও ধাতু কারিকরেরা বিলক্ষণ জানে যে, বস্তু সকলকে গলাইয়া বাসন নির্ম্মাণ করিলে, নির্ম্মিত বাসন সকলকে ধীরে ধীরে শীতল হইতে দেওয়া আবশ্যক; অন্যথা তাহারা ভঙ্গুর ও অপদার্থ হয়।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পোড় খাওয়াইতে জানিলে, ইস্পাতের ধার ভিন্ন ভিন্ন হয়। যে ইস্পাত হইতে ছুরী কাঁচি ক্ষুর ইত্যাদি প্রস্তুত হয়, ধাত রাখিতে পারিলে তাহাতেই আবার বংশকাষ্ঠাস্থি কর্ত্তনক্ষম দাত্র ও নির্ম্মিত হইতে পারে।

ইস্পাতকে তপ্ত লোহিত করিয়া সহসা শীতল কর, তাহার এক ধাত হইবে; আর ঐ ইস্পাতকে ক্রমে ক্রমে শীতলকর তাহার অন্য ধাত হইবে।

(ক্রমশঃ)

সূর্য্য-মুখী।

১

সোহাগী সুরষ মুখী
পতি সুখে হয়ে সুখী
বিকচ আননে কিবা নাচিতেছে ওই রে;
পরম সরমে মরি
সতিত্ব ভূষণ ধরি
নাথের বদন বই পরে চায় কই রে?

২

কানন কুসুম কুল
ধরে না তাহার মূল
অতুল রমণী হেন কই দেখা পাই রে;
পবন লাগিছে গায়
তবু নাহি পরে চায়
মরি মরি আহা মরি বলি হারি যাই রে!

৩

সরম বেদনে অতি
সমস্ত রজনী, সতী
দহিয়ে বিরহানলে বালাকণে পায় রে;
সুখের নাহিক কুল
উথলিছে হুল থুল
চাহিতে জীবন ধনে কেবা রোধে তায় রে?

৪

পতির প্রণয় বলে
সুবর্ণ লাবণ্য জলে
মগন হইয়া কিবা হাসিতেছে ওইরে!
প্রণয় পরশ মণি
পাইয়া কুসুম ধনী
কিবা রুচি ধরে মরি তুল তার কই রে?

৫

সরল সুন্দর মরি
আয়ত শরীর ধরি
পবন হিল্লোলে দুলে পল্লব নিকর রে;
যেন চারু কেশাবলি
আবরি তনুর স্থলী
সাজায়েছে অনুপমা কামিনী প্রবর রে।

৬

বিভাতে বিমান পথে
চাপিয়া সুন্দর রথে
নবীন ছটায় মরি নবীন তপন রে;
প্রাচী হতে যবে ধায়
সূর্য্য-মুখী চায় তায়
পূরব পশ্চিম হতে ফিরায় নয়ন রে।

৭

দেখিতে মানস হলে
কাল নিরুপণ কলে
দেখুক নয়ন মেলি ফুল বালা পানে রে;
সুন্দর সুঠিক কালে
দেখিবে তাহার ভালে
আহা মরি হেন ঘড়ি আছে কোনখানে রে।

৮

পতিরতা সতী যারা
শিখরে প্রণয় ধারা
স্বভাবে স্বভাব মরি সাজিল কেমন রে;
হেরে পতি হাসী মুখ
সূর্য্যমুখী পায় সুখ
পতির বিরহে হয় বিষাদে মগন রে।

৯

কি দেশী বিদেশী ফুল
নহে তার সম তুল
ভারতে সুরষ মুখী ফুল শির মণি রে;
হেরিতে সদাই তায়
মন মম খালি ধায়
সুন্দর পবিত্র হেন কোথা প্রেম খনি রে?

শ্রীভুঃ।

বজ্র।

(গত প্রকাশিতের পর)

মাধব। ভাই গোপাল! তাড়িত বর্ষণের সময় জলের ধারে থাকা উচিত নয়।

গোপাল। কেন?

মাধব। কারণ জল অপেক্ষা মনুষ্যের শরীরের পরিচালকতা গুণ অধিক, এবং তাড়িত উর্চ্চ বস্তুতেই অগ্রে পড়ে। জলের নিকট তাড়িতবর্ষণ হইলে তথায় কোন উচ্চ বস্তু না থাকে, এবং একটী মানুষ দণ্ডায়মান থাকে, তবে অগ্রে তাহার শরীর ভেদ করিয়াই জলে পতিত হয়।

গোপাল। ভাল আমাদের যে কখন কখন বলে যে, জলের সময় দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বস না।

মাধব। তার কারণ আছে বৈ কি। কখন কখন তাড়িত দেওয়াল ভেদ করিয়া যায়, সুতরাং সেই সময় ঠেস দিয়া থাকলে উত্তম পরিচালক মনুষ্য শরীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে, সেই জন্যেই নিষেধ করে।

গোপাল। তাড়িত বর্ষণের সময় বলে কেন, জানালা ধরে দাঁড়িও না?

মাধব। জানালায় যে লোহার গরাদে থাকে। তাহার পরিচালকতা গুণ অধিক, কাজেই তাতে হাত দিয়া রাখ্‌লে তাড়িত শরীরে প্রবেশ কত্যে পারে।

তাড়িত বর্ষণের সময় অধিক লোক একত্রে থাকা উচিত নয়।

গোপাল। কেন, তাতে কি হয়?

মাধব। তার দুটী কারণ আছে;—প্রথম কারণ, অধিক লোক থাকলে তথায় অধিক পরিমাণ তাড়িত বর্ষণ হইয়া সর্ব্ব শরীরে প্রবেশ করে; দ্বিতীয় কারণ,—তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা যে বাষ্প বিনির্গত হইয়া উপরে উঠে, তদ্দ্বারা উপরের বায়ুর পরিচালকতা শক্তি বৃদ্ধি করে, সুতরাং তাড়িত বর্ষণের সময় উত্থিত বাষ্পসংযোগে উহা মনুষ্য শরীরে নীত হয়। তার একটী দৃষ্টান্ত দেই;—যখন প্রদীপ জ্বলে, তখন আর একটী সলিতা জ্বালিয়া তাকে তৎক্ষণাৎ নিবাইয়া সেই জ্বলিত বাতির নীচে এরূপ ভাবে ধরিবে যেন উহার বাষ্প সেই আলোয় লাগে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ

নিম্নের সলিতাটী জ্বলিয়া উঠিবে। এরূপ কি কখন করে দেখনি ?

গোপাল। করেছি বৈ কি। সেটা আমরা খেলা বলে মনে করি, কেন যে ঐরূপ হয়, তা জানি না।

মাধব। তার কারণ এই যে বাষ্পের পরিচালকতা শক্তি আছে; সেই জন্য প্রদীপের তেজঃ বাষ্পের মধ্য দিয়া সলিতায় ধরে।

গোপাল। তবে ত তাড়িত বর্ষণের সময় যাত্রা স্থলে থাকা উচিত নয় ?

মাধব। যাত্রাস্থল কেন, গোরুর গোহালে অথবা ছাগল কি ভেড়ার খোঁয়াড়ে থাকাও উচিত নয়। ঐ রূপে অধিক বাষ্প উত্থিত হইয়া অধিক পরিমাণ তাড়িত বর্ষণ করিতে পারে।

গোপাল। ভাল, বৃষ্টি ও তাড়িত হচ্চে, এমন সময় যদি কোন মাঠে পড়ি যে সেখানে লোকের ঘর নাই, তবে কি কর্‌বো ? কোন গাছের তলায় কি দাঁড়াব ?

মাধব। পূর্ব্বের কথা কি সব ভুলে গিয়েছ ?

গোপাল। হ্যাঁ! হ্যাঁ! গাছে পড়ে শেষে যে মানুষের উপর পড়ে! পূর্ব্বে বলেছেন বটে। তবে কি কর্‌বো ?

মাধব। গাছের ১৬।১৭ হাত অন্তরে থাকা ভাল, স্রোতের নিকট হলে থাক্‌বে না, কারণ মানুষের শরীর ভেদ করিয়া পরে জলে পড়ে।

গোপাল। ১৬।১৭ হাত অন্তরে কেন থাক্‌বো ?

মাধব। বিদ্যুৎ উচ্চ বস্তুতে অগ্রে পড়ে এবং তাহার নীচে আমরা থাক্‌লে আমাদের শরীর ভেদ কর্ত্তে পারে, অতএব একটু অন্তরে থাক্‌লেই অনেক সুবিধা হতে পারে।

বৃষ্টির সময় গাড়িতে সাবধানে বসে থাকা উচিত।

গোপাল। সাবধানে বসা কি রকম ?

মাধব। সে সময় গাড়ীতে ঠেস দিয়া বসা উচিত নয়। তাড়িত যদি গাড়ীতে পড়ে, তবে পাশ দিয়া শরীরে প্রবেশ কর্ত্তে পারে।

গোপাল। পূর্ব্বে যেমন দেওয়ালের কথা বলে ছিলেন ?

মাধব। হাঁ ঠিক সেই রকম।

গোপাল। বৃষ্টির সময় ঘরের কোন স্থানে থাকা উচিত ?

মাধব। অন্যান্য অংশের অপেক্ষা মধ্যস্থল ভাল। এমন মনে কর না যে, ৬।৭ টা কুটরী আছে, তার মধ্যের টায় থাক্‌বে, তা নয়। যে কুটীরীতে থাক্‌বে, তার মধ্যস্থলে। কারণ যদি তাড়িতবর্ষণ হয়, তবে দেওয়াল অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থান দিয়া আসিতে পারে, আমরা দূরে রহিলাম।

গোপাল। বৃষ্টির সময় আমরা ঘরে যে বিছানা করে লেপ গায়ে শুয়ে থাকি, সে ভাল না মন্দ ?

মাধব। সে আরও উত্তম, কারণ ঐ সকল দ্রব্য অপরিচালক, তাড়িতবর্ষণ হইলে উহা নিকটে আইসে না।

গোপাল। পূর্ব্বে আপনি বলেছেন যে, জানালায় লোহার গরাদেতে হাত দিয়া রাখলে শরীরে তাড়িত প্রবেশ

কর্ত্তে পারে, তবে অনেক খালাসি ও ইংরেজ যে সে সময় লোহার খাটে শুয়ে থাকে, সে ত ভাল নয় ?

মাধব। না, তাতে কোন ক্ষতি হয় না, কারণ সে খাটের ধার কেবল লোহার, য়াতে শুয়ে থাকে সে কাপড়। যখনি লোহাতে তাড়িত স্পর্শ করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া ঘরের মেজেতে চালাইয়া দেয়, কারণ লোহার পরিচালকতা গুণ আছে। কিন্তু যদি তাড়িত পরিচালনের সময় তাতে শরীরের কোন অংশ লাগিয়া থাকে, তবে শরীরেই প্রবেশ করিবে।

গোপাল। ধাতুর মধ্যে লোহার কি পরিচালকতা গুণ আছে, আর কারও নাই ?

মাধব। সকল ধাতুরই আছে।

গোপাল। তবে মেয়েদের ত সে সময় গহনা পরা উচিত নয় ?

মাধব। নয় ইত, বিদ্যুৎ তাতে স্পর্শ করিয়া শরীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে। এমন কি সে সময় চাবিকাঠি পর্য্যন্ত ও রাখ্‌বে না। আজ আর না। এইখানে থাকুক। (ক্রমশঃ)

—০ঃ০—

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বসন্তক।

ইহা ইংরেজী পঞ্চের ন্যায় চিত্র সম্বলিত হাস্যরসোদ্দীপক মাসিক পত্র। আমরা ইহার দুইখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সমাজ সংস্কার পক্ষে এইরূপ পত্রিকা যেরূপ উপকারী, এমন আর নাই বলিলে অত্যুক্তি দোষে পড়িতে হয় না। ইহার লেখাও উত্তম হইতেছে। দুই খণ্ডে যে কয়েক খানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সকল গুলিই উত্তম। তন্মধ্যে ১ম খণ্ডের "ভুবনের দর্শন মন্দিরে স্থাপনার্থ বসন্তক রচিত ঘট" ও ২য় খণ্ডের "দুর্ভিক্ষ্য নিবারণের উপায়" চিত্রদ্বয় আরও উত্তম হইয়াছে। যাহাহউক আমরা আশাকরি ইংলণ্ডে পঞ্চ যেরূপ সমাজের উন্নতি সাধন করিতেছে, আমাদের প্রিয় বসন্তকও সেইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া দিনে দিনে উন্নতি লাভ করুক।

পদ্য সার।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ এই গ্রন্থের প্রণেতা, এবং ইহা প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

বালকগণ স্বাভাবিক যেরূপ পদ্য প্রিয়, তদপক্ষে এই পুস্তক খানি যেরূপ উপকারী, এরূপ অতি কম সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। লেখক গ্রন্থ খানি প্রণয়ণার্থ যে শ্রম ও যত্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। আমরা আশাকরি বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ গ্রন্থকারদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিবেন।

মৃদঙ্গমঞ্জরী, নৈষধ চরিত প্রভৃতি

কয়েক খানি পুস্তক আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। সমালোচন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দোষগুণ প্রকাশ করাই প্রকৃত সমালোচনা। কিন্তু

তাহা বিশেষ সময় সাপেক্ষ। সময়ও যে আমাদের নাই, এমন নহে। তবে আমার শারীরিক পীড়া সেই সময়ের বিশেষ প্রতিবন্ধক হওয়ায় সমালোচনা করিতে পারিতেছি না। তজ্জন্য গ্রন্থকারদিগের নিকট আমারা লজ্জিত আছি। তবে আশা আছে, যত শীঘ্র আরাম হইব, তত শীঘ্রই সমালোচনা করিব।

সংবাদ।

কলিকাতার ছোট আদালতের ৩য় বিচার পতির নিকটে যে একটী সামান্য মকদ্দমা হয় ও সেই সামান্য মকদ্দমার উপলক্ষে যে সকল গুরুতর ব্যাপার হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লেখা গেল। গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী নাইট সাহেবের নামে তাঁহার খানসামা কিয়দংশ বাকী বেতনের দাবীতে নালিস করে। তাহাতে প্রোক্ত সাহেব আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিচার পতির সমক্ষে কহেন যে, তিনি খানসামাকে অবাধ্যতা জন্য বেতন দেন নাই। কিন্তু খানসামা উক্ত সাহেবের স্বহস্তের লিখিত যে এক খানি সার্টফিকেট আদালতে দাখিল করে, তদ্দর্শনে বিচারপতি উক্ত সাহেবকে বলেন যে সার্টফিকেট ইহাকে দিয়াছ, তদ্দ্বারা ইহার চরিত্র সম্পূর্ণ উত্তম বোধ হইতেছে, তবে কি হেতু তুমি ইহাকে অবাধ্য বলিয়া বেতন দিতে চাহ না? তচ্ছ্রবণে উক্ত সাহেব সার্টফিকেট খানি একবার দেখিতে চান, কিন্তু বিচারপতি উহা তাঁহার হস্তে না দিয়া খানসামাকে ফিরাইয়া দেন। সার্টফিকেট খানি খানসামার হস্তগত হইবামাত্র নাইট সাহেব তাহা কাড়িয়া লইয়া আদালতের সমক্ষে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেন। কিন্তু বিচারপতি তাহাতে কিছুই বলেন নাই। এই ব্যাপার সংবাদ পত্রে লিখিত হইলে কথিত নিম্ন আদালতের প্রধান বিচারপতি ফেগান সাহেব ৩য় বিচার পতির নিকট হইতে এই কৈফৎ তলব করেন যে, এইরূপ ঘটনা তাঁহার এজলাসে ঘটিয়া ছিল কি না? যদি ঘটিয়া থাকে তবে তিনি এবিষয়ের যৎকর্ত্তব্য বিধান করেন নাই কেন? ৩য় বিচারপতি এতদুত্তরে যাহা লিখেন, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু এপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তাহাতে প্রধান বিচারপতি রাগান্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্ট সলিসিটরকে পুলিসে নাইট সাহেবের নামে অভিযোগ করিতে বলেন এবং তিনি তদনুসারে পুলিসে দরখাস্ত করেন কিন্তু তত্রত্য বিচারপতি মিলার সাহেব তাহা গ্রহণ না করিয়া বলেন, "যাঁহার এজলাসে এঘটনা হইয়াছিল, তাঁহারই ফরিয়াদী হওয়া উচিত। ফেগান সাহেব কি নিমিত্ত হইবেন?" পরদিন ফেগান সাহেব স্বয়ং পুলিসে উপস্থিত হইয়া বলেন যে, ছোট আদালতের তিনিই সর্ব্বপ্রধান, সুতরাং আদালতকে অবজ্ঞা করার জন্য অভিযোগ করিতে তাঁহারই অধিকার আছে। মিলার সাহেব এতচ্ছ্রবণে অভিযোগ গ্রহণ করেন এবং নাইট সাহেবের নামে শমন হয়। সেই শমনের আদেশানুসারে নাইট সাহেব গত ২৮ সে এপ্রেল তারিখে পুলিসে উপস্থিত হন কিন্তু ফরিয়াদী তরফের কেহ উপস্থিত না থাকাতে তিনি বিচারপতির নিকটে ফরিয়াদীর দ্বারা ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা করেন। মিলার সাহেব তদুত্তরে বলেন "এ আদালত হইতে ক্ষতি পূরণের বিচার হইলে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৫০ টাকা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। অতএব গুরুতর ক্ষতি পূরণের জন্য তোমার উচ্চ আদালতে অভিযোগ করা বিধেয়।" এই অবধিই হইয়াছে, ইহার পরের ঘটনা ভবিষ্যতের গর্ভে।

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

মাসিক পত্রিকা

১ম, পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা [১০ম, খণ্ড।

আর্য্যেতিহাস।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীধর্ম্ম।

অতি পূর্ব্বকালে রমণীকুল বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় আছে; কোন একটী ঋষিপত্নী কয়েকটী সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কালে অনেক মহর্ষিগণ স্ব স্ব পত্নীদিগকে কঠিন গার্হস্থ্য তত্ত্ব ও ঐশতত্ত্ব বলিতেন, তাঁহারাও সাবধানে ঐ সকল কঠিন বিষয় শ্রবণ করিয়া পতিদিগের সহ তর্ক বিতর্ক করিতেন। অনন্তর তাঁহারা অন্য ঋষিপত্নী সমাজে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন। এ সকল কথা শুনিতে সহজ বটে, কিন্তু উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে কত কঠিন বোধ হয়। মহর্ষি জাবালি পত্নীর তথা-বশিষ্ট কামিনী অরুন্ধতীর গভীর জ্ঞান-রত্ন কেনা বিদিত আছেন? ফলতঃ পূর্ব্বকাল ভারতবর্ষের যে কি রূপ সৌভাগ্য বিস্তার করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধিৎসু প্রাচীন রীতি, নীতি প্রিয় মহাশয়েরাই বলিতে পারেন। তৎপরে অপেক্ষাকৃত উন্নত সময়ে লীলাবতী কর্ণাট রাজমহিষী প্রভৃতি কি অত্যদ্ভুত বুদ্ধি চাতুর্য্যই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণ লীলাবতীকৃত বীজগণিতের সূত্র সকল ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। গণিত সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ বিষয়। যে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধি শক্তিশালী মনুষ্য প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না, সেই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় রমণী বিশেষ দিগন্ত খ্যাত

যশো লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহা কি প্রাচীনতম কালের গূঢ় সভ্যতার অল্প পরিচায়ক? নীতিবিদ্যায় ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ বিশেষ অভিনিবিষ্ট ছিল, সুনীতি পরিপালন বিষয়ে ভারতবর্ষীয় রমণী দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেই হয় এবঞ্চ স্বল্প সন্তোষে ইহারা বিশেষ সন্তুষ্ট। অধুনা আমরা নিজ দোষে কালের আপাত মনোরম উন্নতি স্রোতে পড়িয়া স্ত্রীগণের বিলাসিতা পূর্ব্ব হইতে বর্দ্ধিত করিতেছি মাত্র, বর্ত্তমানকালের সামাজিক প্রথা ও এই বিলাস বিজৃম্ভিত বিষয়ে সহায়তা করিতেছে; ইহাও আমাদিগের চঞ্চল প্রকৃতির গুণ বলিতে হইবেক। নিরীহতা, অতিথি প্রিয়তা, বাৎসল্য, পতিপরায়ণতা, প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের স্ত্রীগণের তুলনা নাই, ভারত বৃক্ষে পূর্ব্বে ও অধুনাতন কালে যে সকল সুরভি রমণী কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, যাহাদিগের স্বাভাবিক গন্ধে সমস্ত ভারতক্ষেত্র আমোদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সমস্ত ধরণীতলে অতুলনীয়। অধুনা প্রক্রান্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, মহাত্মা মনু বলিয়াছেন যে "শরীরার্দ্ধং স্মৃতাজায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা" জায়া শরীরের অর্দ্ধখণ্ড স্বরূপ, এবং পুণ্য ও অপুণ্য এই উভয় বিধ কার্য্যে সমানাংশ ভাগিনী। এতদ্বারা স্পষ্ট বলা হইতেছে যে, স্বামিকৃত দুষ্ক্রিয়ায় যেরূপ পত্নীর অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সেইরূপ পত্নীকৃত দুষ্কার্য্যে ও স্বামীর সমূহ অনিষ্ট উপজাত হইয়া থাকে। অতএব কেহই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না, উভয়ের অযথা ইন্দ্রিয় পরিচালন গুণে, কলহ প্রিয়তাগুণে বিদূষিত নিয়মানুগতাগুণে সন্তানগণ চিরকালের জন্য দুর্ম্মোচ্য পীড়া বন্ধনে বদ্ধ হয়। ক্ষয় কাশ, রাজযক্ষ্মা, উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতি যত গুলি সংক্রামক ও বংশ পরম্পরাগত ব্যামোহ আছে, তাহার প্রতিষেধ নিয়ম পালন যে দম্পতির নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা ঐ উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত মনুপ্রণীত অনুশাসন বাক্যে বিশদ রূপে ব্যক্ত হইতেছে। মনোধি জ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ কহেন, সন্তান উৎপাদনকালে পিতামাতার মনোবৃত্তি যে বিষয় অধিকার করিয়া থাকে, সংজাত সন্তানও তদ্রূপ মনোবৃত্তি অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করে। এই কঠিন, বহুচিন্তা শক্তি সম্ভূত মনোবিজ্ঞানের মূল নিয়ম ভারতবর্ষীয় বুধগণ অক্লেশে অবগত ছিলেন।

অনেকে বলেন যে ভারতবর্ষীয় কামিনী মণ্ডলী তাঁহাদিগের পতির নিকটে দাসীর ন্যায় ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ একথা অনেকাংশে অমূলক। প্রকৃত দাম্পত্য প্রীতি ভারতেই বিদ্যমান আছে, ও চিরকাল থাকিবেক একথা আমরা সগর্ব্বে চিরকাল সমভাবেই বলিব। পতি কি রূপে পত্নীর সন্তোষ বিধান করিবেন তাহা উক্ত হইতেছে ("ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃত ভাষণৈঃ। সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ") ধন, বস্ত্র, প্রণয়, শ্রদ্ধা, অমৃতভাষণ, এতদ্দ্বারা সর্ব্বদা পত্নীর সন্তোষ বিধান করিবেক, কদাচ অপ্রিয়াচরণ করিবেক নাই। যদি, পত্নী সামান্য দাসী তবে তাহার সন্তোষ

বিধানার্থ এরূপ প্রীতিও ধর্ম্মানুগত নিয়ম সৃজনের আবশ্যক কি? অধিক কি, এই পতি কর্ত্তব্য অতি দীন, দুর্ব্বল পতিরও পালন কর্ত্তব্য, নতুবা অধর্ম্ম হয়, যথা ("শাশ্বতোঽয়ং ধর্ম্মপথঃ সদ্ভিরাচরিতঃ সদা। যদ্ভার্য্যাং পরিরক্ষন্তি ভর্ত্তারোঽল্পবলা অপি") সাধু পুরুষেরা চির দিন এই ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন। ভর্ত্তা অল্পবল হইলেও স্ত্রীকে পরিরক্ষা করিবেক। তবে অবরোধ প্রথা যবন দিগের সময় হইতেই অধিক প্রবল হইয়াছে বলিতে হইবেক। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে "(উৎসবে লোক যাত্রায়াং তীর্থধন্য নিকেতনে। নপত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্য বিবর্জ্জিতাং)" প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিপুত্র বা সুবিশ্বস্ত অমাত্য প্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে নাদিয়া পত্নীকে উৎসবে, বহুলোক সমাগম স্থলে, তীর্থ সমূহে বা অন্যলোক ভবনে প্রেরণ করিবেন না। যে অনিবার কারণ পরম্পারা বিদ্যমানে এই সুনিয়ম সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বিবেচক লোকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এখন কি এই নিয়ম অনুষ্ঠিত হয়? স্ত্রী স্বাধীনতায় পক্ষপাতী মহাশয়েরা যতই কেন চেষ্টা করুন না, কিন্তু সুনীতি প্রতিপালন বড় কঠিন কর্ম্ম; যদি সুনীতি রক্ষিত হয়, সমাজের পাপপ্রবাহ অবরুদ্ধ হয়, তবে গৃহরোধও বরং ভাল, তথাপি যেন সমাজের শান্তি নষ্ট না হয়। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী স্বাধীনতা দ্বারা কি কিঞ্চিৎ উপায় হইতেছে? না বরং উত্তরোত্তর ক্রমশঃ বর্দ্ধমান মন্দ পদার্থ অলক্ষিতরূপে সমাজের অস্থিতে প্রবেশ লাভ করিতেছে। আমরা মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপরি কথিত নিয়মের একান্ত ভক্ত, ঈশ্বর করুন যেন আমাদিগের ঐ ভক্তিরজ্জু কখনও ছিন্ন না হয়। কার্য্যবশতঃ পৃথক দেশে থাকিলেও যাহাতে দাম্পত্য প্রীতির ব্যাঘাত না ঘটে, তাহাও কথিত হইতেছে। (যথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রী পুং সৌতু কৃতক্রিয়ৌ। যথা নাভি চরেতাং তৌ বিযুক্তা বিতরেতরম্) স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহারও প্রতি ব্যভিচার না করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা এরূপ যত্ন করিবেন। বিশেষতঃ পর স্ত্রীর প্রতি মাতৃবৎ চক্ষুতে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিবেক। (উপচার ক্রিয়া, কেলিঃ, স্পর্শো ভূষণ বাসসাং। সহখট্বা সনঞ্চৈব সর্ব্বং সংগ্রহণং স্মৃতং) মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্যোপহার, কৌতুক, পরিহাস অলঙ্কার বস্ত্রাদি ধারণ, এক শয্যায় উপবেশন পরস্ত্রীর সহিত এ সকল ব্যবহার করিলে, স্ত্রী সংগ্রহণ, রূপে গণ্য হয়। অতএব পরপত্নীর প্রতি নিতান্ত সাবধানে ব্যবহার করিবেক।

দাম্পত্য ধর্ম্ম।

অধুনা দাম্পত্য ধর্ম্ম অনুকীর্ত্তিত হইতেছে "(যথা পতিপ্রিয়-হিতে স্থিত্বা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া। ইহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্যচানুপমং সুখং)" যে ভার্য্যাপতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারাও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হন। আরও

পত্নী কর্ত্তব্য প্রসঙ্গতঃ লিখিত হইতেছে, পবিত্র দাম্পত্য প্রীতি ভারতের অক্ষয়রত্ন স্বরূপ। যথা "(সাভার্য্যা যাগৃহে দক্ষা, সা, ভার্য্যায়া প্রজাবতী। মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী)" সেই ভার্য্যা যে গৃহকার্য্য নিপুণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী, সেই ভার্য্যা যাহার মন, বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, এবং যিনি পতির আদেশানুবর্ত্তিনী। সন্তানবতী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষীয় মনুষ্যগণ পরত্র জলপিণ্ড দান নিতান্ত ভাগ্যের বিষয় মনে করিতেন, এজন্য তাঁহারা [পিণ্ডং দত্ত্বা ধনং হরেৎ] বলিতেন এবং এই কারণ বশতঃ (পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা, পূত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনং) পুত্রবতী নারী সর্ব্বপ্রকার দৈব ও পৈত্র কার্য্যে সর্ব্বদা অধিকারিণী। আহা! নিম্নে যে বচনটী সমুদ্ধৃত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় কন্দর প্রেম রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। পরম পবিত্র ঐশনিয়মানুগত দাম্পত্য প্রীতি প্রদর্শনার্থ কি ভারত মহিলাবর্গ অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল? যদি সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখী হইবার ইচ্ছা হয়, তবে নির্ম্মল দাম্পত্য প্রণয় কি তাহার পরিপূরক নয়? মহামনা মহর্ষিগণ এই নিয়মের যথার্থ মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছিলেন, বলা বাহুল্য মাত্র। পরস্পর কখনই বিয়োগজনিত দুঃখ ভোগ করিবেক না, এজন্য বলিতেছেন " (ছায়ে বানুগতা স্বচ্ছা, সখী রহিত কর্ম্মসু। দাসী বাদিষ্ট কার্য্যেষু ভার্য্যাভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ)" স্ত্রী নির্ম্মল চ্ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইবে। হিত কার্য্যে স্বামীর সখীর ন্যায় আচরণ করিবে। এবং দাসীর ন্যায় আদিষ্ট কার্য্য সমাধান করিবেক। (নেক্ষেৎ পতিং ক্রুর দৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ। নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেৎ পত্যুঃ পতি ব্রতা") পতি পরায়ণা কামিনী স্বপতিকে ক্রুর দৃষ্টিতে দর্শন করিবেক না, তাঁহাকে দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করাইবেক না, মনেতত্ত তাহাঁকে অপ্রিয় চিন্তা করিবেক না। নিম্নোক্ত বচনে স্ত্রীজাতিকে আরও সাবধান করা হইতেছে কদাচ তাঁহারা দুর্নীতির বশ হইবেন না। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির পরিচালন দ্বারা মনোমধ্যে যে সকল মন্দকার্য্য উদিত হয় কখনই তাহা করিবেক না। "(প্রমাদোন্মাদ রোধেষ্যা বঞ্চন গ্বাভিমানিতাং পৈশুন্য হিংসা বিদ্বেষমোহাহঙ্কার ধূর্ত্ততাঃ। নাস্তিক্য সাহসস্তেয় দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ)" প্রমাদ, উন্মত্ততা, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, খল স্বভাব, হিংসা, বিদ্বেষ, মোহ অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিকতা, অতিসাহস, চৌর্য, এবং দম্ভ সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সকল ত্যাগ করিবেক। "(পানং দুর্জ্জন সংসর্গঃ পত্যাচরিবহোটনং। স্বাপ্নাহন্য গেহ বাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্) মদ্যপান, অসাধু স্বভাব পুরুষের সহিত সংসর্গ, ভর্ত্তৃ বিরহ, ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ, অকালে শয়ন, পর গৃহে বাস, এই ছয়টী স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ দোষের কারণ। অপর স্বামী দ্বেষীদিগের কথা শ্রবণ করিলে কি জানি যদি স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা হয়, এজন্য তাদৃশ স্বামী নিন্দকদিগের নিকট হইতে দূরে

অবস্থান করিবেক। (যথা দ্বের্য্যেরপৈক্ষ্যৈরহিতৈশ্চ তস্য ভিদ্যস্য নিত্যং কুহকোদ্যতৈশ্চ) স্বামীর দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতাচারী, ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিবেক। স্বামী বিদেশ গমন করিলে আত্মপত্নীর ব্যয়োপযুক্ত বিধান করিয়া দেশান্তর গমন করিবেন, নতুবা তাঁহার বিশেষ অধর্ম্ম হইবেক। যথা "(বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ প্রবসেৎ কার্য্যবান্নরঃ অবৃত্তিকর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদূষ্যেৎ স্থিতি মত্যপি)" যদি পুরুষের দেশান্তর গমনের নিতান্ত আবশ্যকতা হয় তবে নিজ পত্নীর অন্নাচ্ছাদনোপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেশান্তর যাইবেক। পতিই স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গীন শরণ। পতি ভিন্ন পতিব্রতা কুলাঙ্গনার উপায়ান্তর নাই। এজন্য নিয়ম কর্ত্তা তারস্বরে বলিতেছেন যে "(ভর্ত্তাহি ভূষণং নার্য্যা ভূষণং ভূষণৈ র্ব্বিনা। এষা বিরহিতা তেন শোভনাপি ন শোভনা)।" নারীদিগের অলঙ্কার ব্যতিরেকেও পতিই তাহাদিগের কমণীয় ভূষণ স্বরূপ হন, যে স্ত্রী ভর্ত্তৃ বিরহিতা, সে শোভিতা হইলেও শোভিতা নয়। যাহা হউক যে গৃহস্থাশ্রমে নির্ব্বিবাদ রূপে স্ত্রী পুরুষ বাস করে সেই গৃহের তুলনা দুর্লভ। তিনিই পরম সৌভাগ্য শালী পুরুষ, যিনি বিনা বিশৃঙ্খলায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন জনিত সুখানুভব করিতেছেন। যথা("সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণ তত্রবৈ ধ্রুবং)" যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার সহিত এবং ভার্য্যা স্বামীর সহিত নিত্যই সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত। বস্তুতঃ পতিব্রতা পত্নী জগতে দুর্লভ পদার্থ মধ্যে পরিগণনীয়, ইহা কেনা স্বীকার করিবেন? সাবিত্রী, ইন্দুমতী, শান্তিলী, প্রভৃতির নাম কি কখনও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে? মহাভারতোক্ত শান্তিলী উপাখ্যান, যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন এবং সাধ্বী শান্তিলীর সহিত সুমনার যে পুণ্য বিষয়ক উক্তি প্রত্যুক্তি আছে, তাহা অপ্রমেয় পুণ্য কারক বিষয়। "পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং" এই মহার্হ বচন প্রথমতঃ যাঁহার বদন কমল হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল, তিনি কি সামান্য মহাপুরুষ। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এই খানেই উপসংহার করিতে হইল।

বাঙ্গলা সাহিত্য ও সাময়িক পত্র।

ইদানীং এপ্রদেশে বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে,একথায় অনেকে বলেন যে, প্রকৃত সুপাঠ্য, সদুপদেশ পূর্ণ উদ্দীপনাপূর্ণ রস ভাবযুক্ত সাহিত্য কয় খানি প্রস্তুত হইয়াছে? যে কয়েক খানি সাহিত্য বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় ও যাহা বিদ্যালয় সৃজনাবধি অধীত হইতেছে, তাহাও আবার এমন যে তদ্দ্বারা শিক্ষা কার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হয় না। বিশেষতঃ অনুবাদিত রাশীকৃত পুস্তকাবলী দ্বারা বঙ্গদেশের পুস্তকালয় পূর্ণ হইয়া গেল। এক নাটকই কত প্রকার যিনি যাহা মনে করিলেন

নিজের ক্ষমতার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত না করিয়া একবার একজন গ্রন্থকর্ত্তা হইবার আশায় অকূল যশঃ সাগরে ঝাঁপ দিলেন, যে কোন প্রকারেই হউক গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া নামটা রেজষ্টরি করিলেই চরিতার্থতালাভ হইল। বিশেষতঃ আজকাল যে কিরূপ প্রতিকূল বায়ু বহিতেছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কারণ সমালোচনা ও তদ্রূপ কোন ভাল সামগ্রী অবজ্ঞা কূপে নিক্ষিপ্ত হইল, আবার অপেক্ষাকৃত বাহ্য চাকচক্য শালী গ্রন্থ আদৃত হইয়া উঠিল। কারণ সমালোচনা উত্তম হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে কত প্রকার অভিনবই পরি দৃষ্ট হইতেছে। প্রকৃত অভাব মোচনের ইচ্ছা করিয়া কয়জন গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন? যাঁহাদিগের সে ক্ষমতা নাই, তাঁহাদিগের বিরাম—লাভই শ্রেয়স্কর, আর যাঁহাদিগের বাস্তবিক ক্ষমতা আছে তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নকরিতেছেন না। আমরা উৎকৃষ্ট বঙ্গভাষারচিত সাহিত্যাদির বিষয় চিন্তাকরিলে কেবল বাবু অক্ষয় কুমার, ও পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আসিয়া আমাদিগের সেই চিন্ত্যমান বিষয় শেষ করিয়া দেন। ইহাঁরা উভয়ে বঙ্গ সাহিত্য সমাজের যত দূর পুষ্টি লাভ প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ কয়জন করিয়াছেন বা করিতেছেন? যদিও ইহাদিগের গ্রন্থ, অনুবাদ মাত্র, তথাপি সেই অনুবাদিত গ্রন্থাবলী দ্বারা দেশের বিদ্যালয় সমূহের কত মহোপকার সাধিত হইয়াছে! মর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সুপাঠ্য পুস্তকাবলীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তক কয় খান আছে? যদ্দ্বারা বালকদিগের মনোবৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি কল্পনাশক্তি, প্রতিভাশক্তি উন্মেষিত করে? কয়েকখানি বৈজ্ঞানিক পুস্তকও বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে নানামুনির নানামত। আমাদিগের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যে, কোন অপর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলিয়াছিলেন, যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এস্থানে যে অনুবাদ হইয়াছে, তাহা গ্রন্থ কর্ত্তা নিজে ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারে না, আমি অবিকল ইংরাজীর অর্থ বাঙ্গলায় বলিয়া দিতেছি, তোমরা শুন। ওদিকে অক্ষয় বাবুর ও একখানি পদার্থ বিদ্যার বাঙ্গলানুবাদ আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও সহজ বোধ্য। বৈজ্ঞানিক অনুবাদ সমাজ থাকিলে আমাদিগের বঙ্গভাষায় অনেক ব্যবহার্য্য বিজ্ঞান শাস্ত্র অনুবাদিত হইত কিন্তু তাহা কৈ? অতঃপর সাহিত্য শাস্ত্র, অনেক গুলি সংস্কৃত সাহিত্য বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু কেবল সংস্কৃতের অনুবাদের উপরি নির্ভর করিলে বাঙ্গলা সাহিত্যশ্রীসংস্কৃতের রূপান্তর মাত্র পরিবর্ত্তিত হইবে। মনোবৃত্তি ও বুদ্ধি বৃত্তির উন্মেষক পুস্তকাবলীর একান্ত আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হইতেছে, বিশুদ্ধ জ্ঞান সহকারে যাহাতে চিন্তাশক্তি উদ্ভাবিনীশক্তি স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়, তাহাই প্রয়োজনীয়। এসকল না হইবার কারণ কি? অনধিক, চর্চ্চার

যাহার যেবিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার নাই, তিনি সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, এবং গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ও ভূমিকায় নিজ উদারতা প্রকাশ করিয়া আত্মগরিমা প্রচ্ছন্ন রূপে লুকায়িত রাখেন। কালিদাস মহাকবি, তিনিও রঘুবংশের প্রথমে বলিয়াছেন, আমি ভেলা দ্বারা দুস্তর সমুদ্র পারেচ্ছু হইয়া নিশ্চয়ই উপহাস্য হইব, সে একভিন্ন উদারতা, তাই বলিয়াই কি কালিদাস প্রকৃত কবি নন? না যিনি কালিদাসের ন্যায় উদারতা। দেখাইবেন লোকে তাঁহাকে ভাক্ত উদার ভিন্ন কি বলিবেক? ফলতঃ রুচির বিভিন্নতানুসারে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ আশানুরূপ পরিপুষ্ট না হইয়া কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য্য শালিতা লাভ করিতেছে মাত্র। অন্তরে অনেক অসার বস্তু থাকায় মূল্য ততদূর উৎকৃষ্ট হইতেছে না। সংবাদ পত্রের উপরি ভাষার উন্নতি অনেক নির্ভর করে কিন্তু এই ভার অধিকাংশ অর্দ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরিন্যস্ত হওয়ায় সমাজ হয়ত সময়ে ক্ষতিগ্রস্তই হয়। আজ কাল অধিকাংশ সম্পাদক কিসে পাঠক বর্গের মনোরঞ্জন করিবেন, তাহাই লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং পাঠকবর্গের রুচি তাঁহাদিগের নায়কতা করিতেছে। তাহাহইলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং অগৌরবই অধিকাংশরূপে সংঘটিত হইবেক। সাহিত্য সংসার অতি উৎকৃষ্ট না হইলে জগতের উন্নতি হয় না। একথা সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে। সাহিত্য স্পৃহা, বিশুদ্ধ রুচির একান্ত অনুবর্ত্তিনী। সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত স্পৃহা সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্ট না হইলে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকও অর্দ্ধ পুষ্টাবস্থায় চিরকাল অবস্থান করিবেক। কিন্তু আমাদিগের দেশে উৎসাহ দাতাভাব, উৎকৃষ্ট হইলে তদ্দ্বারা পুরস্কৃত হওয়া দূরে যাউক বরং পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় ভার নির্ব্বাহ হওয়াই সুকঠিন, ইংলণ্ডে সামান্য একখানি পুস্তক প্রচারিত হইলে সপ্তাহ কাল মধ্যে তাহার প্রায় সমুদায় ভাগ নিঃশেষিত হয়। সেই জন্য তথায় সর্ব্ব-বিষয়িনী উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব এবিষয়ে কয়জন ধনী উৎসাহ দিয়া থাকেন? যাঁহারা ধনী যাহাদিগের সাহায্য করিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সম্বাদপত্রে ও পুস্তকে দেশ উৎসন্ন যাইতে চলিল, আর গ্রহণ করা যায় না!!! অথচ সমস্ত বঙ্গদেশের তুলনায় বা জনসংখ্যায় সম্বাদপত্র বা পুস্তক অতি অধিক সংখ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতেই রুচি ক্রমশঃ পশ্চাদবর্ত্তিনী হইয়া পড়িতেছে। যাহা হউক সাময়িক পত্রিকা অধিক সংখ্যক হয় নাই। বর্ষাবধি মধ্যে কয়েকখানি দেখা দিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকেই উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়া উপকার করিতেছেন বটে, কিন্তু উৎসাহ দাতারা বিশেষ অনুগ্রহ না করিলে বিলয় দর্শন অসম্ভব নয়। আমরা সরল ভাবে উৎসাহ দাতা মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা স্বাভাবিক করুণার বশবর্ত্তী হইয়া দেশের হিত চিকীর্ষু হইয়া যে সকল পত্রিকা উৎকৃষ্ট বলিয়াসাধারণ্যে পরিগৃহীত ও আদৃত হইতেছে

তাহার প্রতি উৎসাহ জলবর্ষণ দ্বারা সফল কাম করেন। সাময়িক পত্রিকার বৃদ্ধিতে দেশের অনেক উপকার সম্ভব। কারণ সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিবিধ হিতকর বিষয় সাময়িক পত্রিকা দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেবল নীরস সম্বাদাবলী পরিপূর্ণ সংবাদপত্র বিশেষ উপকারক হয় না। সাহিত্যের রুচি সাময়িক সংবাদ পত্র দ্বারা অনেক পরিমাণে গঠিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের গৌরব এই সকল পত্রিকার দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, এরূপ আশাকরা দুরাশার বিষয় নয়। জ্ঞানই প্রকৃত বল। দৈহিক সমবেত বল; জ্ঞান-বলের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া গণিত হয়। যদি পৃথিবীর আদিমাবস্থা হইতে জ্ঞান বল উৎকর্ষ প্রাপ্ত না হইত, তবে পার্থিব উন্নতি অল্পমাত্র পরিদৃষ্ট হইত। মনুষ্যের ক্ষমতায় যে সকল অসাধ্য কার্য্য সাধ্যায়ত্ত হইয়া থাকে, তাহার মূল কারণ জ্ঞান। জ্ঞানজনিত দুর্দ্ধর্ষ তেজঃ। কোন বিষয়ের দ্বারা অভিভবনীয় হইবার নয়। অতএব জ্ঞান ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধক বিষয় যত অধিক পরিমাণে প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সভ্য দেশ সমূহ যে কারণ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নিদান কি জ্ঞান নয়? আমরা সে বিষয়ে এখনও অনেক পশ্চাদ্গতি আছি। তবে সময়ের দীর্ঘ সাহায্য দ্বারা সময়েই আবার অনেক দূরে গমন করিতে পারিব। যাহা হউক বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকার অবয়ব সংস্থান হইতে এখনও বিলম্ব আছে। সকল বিষয়ে আমরা ইংলণ্ডের অনুকারী হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু অনুকরণ ও আদর্শ একাবস্থ হইতে ২।৪ দিনে হয় না। অনেক সময়, অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক জ্ঞান আবশ্যক করে। স্থির অধ্যবসায় দ্বারা অবলম্বিত বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন না হইলে কোন কালেই কোন বিষয়ের সিদ্ধি লাভ হয় না; বরং অনেক ক্ষতিই আসিয়া নানাবিধ অতর্কিত রূপে বিঘ্ন সাধন করিয়া থাকে। ফলতঃ বঙ্গদেশের যাহা কিছু ভাল হইতেছে, তাহা যেন অকালে কালের স্রোতে ভাসিয়া না যায়। তাহা হইলে শত শত শতাব্দীতেও অভিলাষ পূর্ণ হইবেক না।

পল্লীগ্রাম।

পাঠকগণ! যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে পল্লীর এত আদর তদ্বিষয় বর্ণন করা আবশ্যক। সে কার্য্যটী কি? কৃষি। সৃষ্টির আদিম কালাবধি কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে; উহার উন্নতি অবনতির সহিত মানবজাতির অবস্থাও উৎকর্ষ অপকর্ষতা লাভ করিতেছে। যে সকল দেশে কৃষির উন্নতি হইয়াছে, তদ্দেশ বাসীরা বিপুল অর্থ সঞ্চয় দ্বারা আপনাদের অবস্থা কত উন্নতি করিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে আফ্রিকা মহাদ্বীপের প্রচণ্ড বেগবান নাইল নদের তীরস্থ জনপদবাসীরা স্ব স্ব ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদি দ্বারা দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করত বিপুল ধন সঞ্চয় করিতেন, ও তাহার প্রমাণ স্বরূপ কতশত অভ্রভেদী সুদীর্ঘ * স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ ও বৃহদ্ বৃহৎ তড়াগাদি খনন করিয়া আপনাদের ঐশ্বর্য্যের ও ক্ষমতার অক্ষয় কীর্ত্তি সমূহ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই সুবিস্তীর্ণ ভারত ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ইহার সর্ব্ব স্থানই কৃষির উপযোগী, সুতরাং অতি পূরাকাল হইতে ভারতবাসীরা কৃষিকার্য্যেই রত ছিলেন, এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি দেশান্তরে বাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কৃষির উন্নতির সহিত বাণিজ্যের ও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

ইদানীন্তন ভারতে কৃষির অবনতি হওয়াতে বাণিজ্যেরও অবনতি হইয়াছে, সুতরাং অর্থের অধিক অনাটন। কেবল অর্থের অপ্রতুল নয়, প্রচুর পরিমাণ শস্যাদি উৎপন্ন না হওয়াতে সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে কত শত প্রাণী চর্ব্বিত হইতেছে। কৃষির উন্নতি ব্যতিত বাণিজ্য হইতে পারে নাই; লোকে কৃষিজাত দ্রব্যাদি স্ব স্ব ব্যয়োপযোগী সঞ্চয় রাখিয়া অবশিষ্টাংশ বাণিজ্যে প্রয়োজিত করে। এক্ষণ আমাদের দেশে যে পরিমাণ শস্যোৎপন্ন হয়, তাহাতে আপন আপন ব্যয় সংকুলান হওয়াই দুরূহ, তাহার কতক অংশ বিক্রয় করিলে কাজেই অনশনে প্রাণনাশ হইবে। প্রাচীনকালে ভারতে কৃষিকার্য্যের এরূপ গৌরব ছিল যে, রাজ্যাধিপতিরাও এক এক দিবস স্বর্ণ লাঙ্গলে কৃষকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ মৃত্তিকা কর্ষণ করিতেন। মিথিলাধিপতি জনকরাজ, যদুবংশ সম্ভূত বলদেব প্রভৃতি কৃষিকার্য্যে বিশেষ অনুরক্ত থাকিতেন; বলদেব কৃষিকার্য্যে এরূপ প্রিয় ছিলেন যে, হল তাঁহার যুদ্ধাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইত, তজ্জন্য তাঁহার নামও হলায়ুধ হইয়াছে, এবং কেহ কেহ হলধরও বলেন।

অস্মদ্দেশে কৃষির দুরবস্থা হওয়াতে আমরা কিরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছি, তাহার অন্য কোন প্রমাণ আবশ্যক করে নাই, আসন্ন যমকিঙ্কর সদৃশ দুর্ভিক্ষই তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে। একে কৃষির দুরবস্থা তাহাতে প্রায় বৎসর বৎসর অজন্মা হইলে যে দুর্ভিক্ষ হইবে, আশ্চর্য্য কি? যে ভারত ভূমি কৃষির উন্নতাবস্থায় বিবিধ শস্যশালিনী ছিলেন যাঁহার ভাণ্ডার অপরিমেয় শস্য পরিপূর্ণ থাকিত, যাঁহার প্রচুর পরিমাণ শস্য বাণিজ্যার্থ প্রযোজিত হইয়া অন্যদেশের দুঃখ নিবারণ করিত; অদ্য সেই ভারত অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। অন্নাভাবে কতশত প্রাণাধিক সন্তানগণের মরণ স্বচক্ষে বেখিতেছেন। হা মাতঃ ভারত ভূমি! তোমার নির্ব্বোধ সন্তানগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া আপনার জন্ম স্থান ভারতার্ণবে সুখে যাত্রা করুন, সকল বিভীষিকাই অতিক্রম করিতে পারিবেন। তোমার সন্তানগণ বারম্বার বিষম বিপদাপন্ন হইয়াও তাহার নিরাকরণার্থ অণুমাত্র চেষ্টা করিতেছে না। দুই তিন বৎসরের পরে

* মিসর দেশে পিরামিড্। ‡ চাঁদ হ্রদ।

প্রায়ই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে, তথাপি তাহারা সামান্য শ্রম সুলভ কৃষিকার্য্যদ্বারা অপরিমেয় শস্যোৎপাদনে আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে। যাহা হউক, আর আক্ষেপে প্রয়োজন নাই।

ভারতবাসীরা অতি স্বল্পকালই কৃষি বিষয়ে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন কি কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর হইবে, অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের কিছু পূর্ব্ব হইতেই ঘটিয়াছে। মুসলমান রাজ্যের সময়ও ভারতে প্রচুর পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত। সায়েস্তা খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব ছিলেন, তখন বঙ্গদেশে টাকায় ৮/০ মন চাউল বিক্রয় হইয়াছে। সেই বা কতদিন (১৬৮৯) দুইশত বৎসরের ন্যূন হইবে। আজ টাকায় মণের চিহ্নটা সেরের পূর্ব্বে আসিয়াছে। সায়েস্তা খাঁ এই কীর্ত্তি অক্ষয় রাখিবার নিমিত্ত ঢাকা নগরে একটি তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এই খোদিত করিয়া যান, যে ইহা অপেক্ষা অর্থাৎ ৮/০ মণের অধিক টাকায় চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন, তিনিই এই তোরণ দ্বার মুক্ত করিবেন। পরে ১৭৭৩ খ্রীঅব্দে ঢাকার নবাবের দেওয়ান যশবন্ত রায় তদপেক্ষায় বেসি করিয়া উহা মুক্ত করেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, শ্বেতকায় মহাপুরুষদিগের আগমনে সকলই বিলোপ পাইয়া ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে প্রায় অর্দ্ধেক লোক কাল কবলে নিপতিত হয়। কিঞ্চিদূন চত্বারিংশৎ বৎসরের মধ্যেই ভারত এরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল—পাঠকগণ! ইহারই নাম শনির দৃষ্টি!! আবার দেখ, গত ১৮৬৭ অব্দে উৎকলে কিরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে বিনষ্ট করিল। সপ্তম অষ্টম বর্ষের মধ্যেই পুনরায় বঙ্গে পদার্পণ করিয়াছেন, এখন ভাগ্যে কি আছে, বলিতে পারি নাই। লেখকদের ত হাঁড়ি শুকনা। আমাদের পত্রিকা, খানিও অষ্টম গর্ব্ভা। যেরূপ দুর্ভিক্ষের গোল, আর চাউলের দর যেরূপ মহার্ঘ তাতে অন্নপ্রাশন হওয়াই কঠিন; তবে মেয়ে ছেলে, বিবাহ না হয় সমারোহে দেওয়া যাবে। ভাল এক্ষণ ছেলেটী বাঁচে কিসে? পাঠকগণ ত দুগ্ধের খরচ দিবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তবে এত বিলম্ব কেন? তাঁহাদের কৃপাতেই ইহার জীবন রক্ষা, হইবে ইহা যেন স্মরণ থাকে। পাঠকরাও যেরূপ দুর্ভিক্ষ পীড়িত, আমরা তদপেক্ষাও অধিক, আমাদের নিকট সর্ব্বদাই দুর্ভিক্ষ। পাঠকগণ তাহার মোচনকারী।

কৃষির এরূপ অবনতি হইবার কারণ কি? এ বিষয়ে অনুধাবন করা বড় সহজ নয়, তবে আমাদের মতে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

প্রথমতঃ ভারতবাসীদের রাজদ্বারে চাকরি স্বীকার। যদবধি চাকরি স্বীকার করিয়াছেন, তদবধিই কৃষিকার্য্যের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা জন্মিয়াছে। কারণ চাকরি পাইয়া পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইল, অনেককে শাসনে রাখিলেন, অনেকের উপর আধিপত্য চলিল, ও শাসন ও বিবিধ অত্যাচার

দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। আর কৃষিকার্য্য করিয়া কি হইবে? ভারতবাসীদের এ বৃত্তিটী ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভেই প্রবলতর হয়, কারণ যবনদিগের রাজত্বকালে প্রায়ই রাজদ্বারে চাকরি পাওয়া দুরূহ হইত, সুতরাং কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্, সকলই যে কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ও তাহাতে অনুরক্ত থাকিতেন তাহা বলা বাহুল্য। শ্বেতকায় পুরুষেরা চতুর ও বুদ্ধিমান্, তাহা না হইলে অতুল মহার্ণব পার হইয়া সুবিস্তীর্ণ ভারতে আধিপত্য স্থাপন কি রূপে করিবেন? তাঁহারা প্রথমতঃ ভারতবাসীদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার নিমিত্ত অধিক পরিমাণ বেতন দিয়া উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং মহৎ মহৎ কার্য্যের ভার দিলেন। আর্য্য সন্তানেরা সরল স্বভাব, শ্বেত পুরুষদের বাহ্যও আন্তরিক ভাব একই মনে করিয়া তাঁহাদের উপকারার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলেন, এবং দেশের বিবিধ গুহ্য বিষয়ও প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, তন্তুকীট সদৃশ স্বীয় শরীর নিঃসৃত তন্তুদ্বারা আপনাকেই চির আবদ্ধ করিতেছেন। অর্থলোভে অনেকেই দাসত্ব স্বীকার করিতে লাগিলেন, সুচতুর ইংরেজেরাও বিবিধ চাকরির অনুষ্ঠানে কি রাজা, কি জমিদার, কি ধনী, কি মধ্যবর্ত্তী, কি দরিদ্র সকলকেই উত্তরোত্তর নানাবিধ প্রলোভন দ্বারা তাহাতে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন, চাকরির নিমিত্ত সকলেই লালায়িত। শেষে চাকরি আর যোগাইতে না পারিয়া বিবিধ পরীক্ষার সৃষ্টি করিলেন, তাহাতেও অনেকে উত্তীর্ণ হইয়া চাকরি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সকল পরীক্ষায় যেরূপ শ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহার সহস্রাংশের একাংশও কৃষিকার্য্যে স্বীকার করিলে এরূপ দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না। চাকরির প্রতি আমাদের এরূপ আস্থা জন্মিয়াছে যে, উহাতে বিশেষ অপমানিত হইলেও লজ্জা বোধ করি না, রবং যাহারা চাকরি না করে, তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকি। কি আশ্চর্য্য! আমাদের দশা শেষে এই হইল? এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও আবার চাকরি পাওয়া দুর্ঘট। চাকরির কপালে ছাই!

এসহে ভারতবাসী মিলি সব ভাই
চাকরির মুখে ছাই দিয়ে সবে যাই!
সামান্য অর্থের লোভে দাসত্ব শৃঙ্খলে
বদ্ধ কেন? স্বাধীনতা লইগে সকলে।
ছাড় কোট, ছাড় হ্যাট, ছাড় প্যাণ্টেলুন
ছাড়হ আফিস্ তার গালে দিয়ে চুণ।
অস্পৃশ্য জাতির কেন পাদুকা বহনে
আর্য্যবংশ কলঙ্কিত হয় কি কারণে?
উহাদের প্রলোভনে কর'না বিশ্বাস,
এস ভাই, সবে যাই, করি গিয়ে চাস।
লভিব প্রচুর শস্য সামান্য আয়াসে,
স্বাধীন হইয়া সুখে রহিব আবাসে।
বাণিজ্যের উন্নতি হইবে দেশময়,
বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ, জানিবে নিশ্চয়
লভিয়া বিপুল অর্থ করিব সঞ্চয়.
ভারতের সুখ-রবি হউবে উদয়।

অর্থ হলে সকলের হইবে উন্নতি,
অর্থহীন ভারতের তাই সে দুর্গতি।
শিল্পের উন্নতি হয় অর্থের সহায়
কত শত রমণীয় হর্ম্ম্য শোভা পায়,
চারিদিক্ পথ ঘাটে হইবে শোভিত,
গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় হইবে স্থাপিত।
রাজার চাহিয়া মুখ রবনাক আর,
স্বাধীনবৃত্তির হবে মনেতে সঞ্চার।
ভারত যখন ছিল শস্যের আগার
অর্থ হেতু কেহ নাহি করে হাহা কার।
বাণিজ্যে ভারতবাসী লভি বহুধন
দেশের উন্নতি সবে করিত তখন,
রমণীয় হর্ম্ম্য, সেতু, কত দেবালয়,
সুবিস্তীর্ণ পথ, ঘাট, কত বিদ্যালয়,*
কতশত পান্থশালা, কত সরোবর,
সুগভীর কূপ, কত বাগ রম্যতর,
দুঃখীদের দুঃখ সব হবে নিবারণ
অন্নচ্ছত্র স্থানে স্থানে অন্ন বিতরণ,
শোভিছে ভারত ভূমে হইয়া অক্ষয়,
হের ভাই তাঁহাদের কীর্ত্তি সমুদয়।
চাকরির মুখে তাঁরা দিয়ে ছাই পাঁস
লভিতেন বহু অর্থ করি চাস বাস,
ইচ্ছামত বৃত্তি সব করিয়া চালন,
দেশ হিতে পরহিতে ছিলেন মগন;
(অকূল জলধি পারে ছিল যেই জাতি
কালক্রমে ভারতের হ'ল অধিপতি,
যাদের চরণে মোরা আছি অবনত,
যাদের পাদুকা ঘাত সহ্য করি কত,
যাদের নিকটে করি রহস্য প্রকাশ
ভারতের করিতেছি কত সর্ব্বনাশ,
যাহাদের প্রলোভনে পড়িয়া সবাই
দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ আছি সব ভাই,

তথাপি যাদের মনে দয়ার উদয়
হয় না হবে না কভু জানিবে নিশ্চয়,
ভারত ভাণ্ডার হতে শোষি যত ধন
যাদের লালসা তবু বাড়ে অনুক্ষণ;
অবশেষে আমাদের রক্তের শোষণ,
তথাপি লালসা তাতে না হয় বারণ
যাহাদের হস্তে সব করিয়া অর্পণ
ভিক্ষুকের মত সবে কাটাই জীবন, ,)—
তাহাদের ছায়াস্পর্শে মানিতেন পাপ
সাক্ষাতে পাইলে যথা বজ্র আর সাপ।
ভারত হইবে বলি ম্লেচ্ছ অধিকার—
একথা তাঁদের মনে হইলে সঞ্চার,
সেইকালে নাশিতেন ধৃষ্ট ম্লেচ্ছগণে
শোভিত ভারত ভূমি লোহিত বরণে
কৃষিযোগ্য ভূমি সব হইত উর্ব্বর,
শস্যপূর্ণ ভারত হইত সুখকর।
সেই আর্য্য বংশে জন্ম করিয়া গ্রহণ
ইংরেজ পাদুকা করি মস্তকে বহন!
সামান্য চাকরি হেতু এতেক যন্ত্রণা,
কত অপমান আর সহিবে বল না?
চাকরির কি দুর্দ্দশা করিব বর্ণন
কতশত এমে, বি, এ, করিছে ক্রন্দন—
হা চাকুরি! হা চাকুরি, কিতোর চাতুরি
ডিপ্লোমা ধারণ করা হয়েছে গুখুরি!
যে শ্রমে লভেছি উহা কি কব এখন,
হৃদয় বিদীর্ণ হয় করিতে বর্ণন।
ইংরেজের ইন্দ্রজাল বুঝিনা তখন,
এখন জেনেছি মাত্র বধিতে জীবন!
ডিপ্লোমা লভিতে যদি না করি মবন
করিতাম অর্থকরী বিদ্যা অধ্যয়ন,
কৃষি বিদ্যা অধ্যয়নে ছিল বহুফল,
তা হলে হ'ত না আজ চাকরি সম্বল।

* চতুষ্পাটী

ছাড় ছাড় ছাড় সবে ছাড়হ চাকরি,
চলরে মাঠের মাঝে বাজাইয়া তুরি;
লাঙ্গল ধরিব সবে ছাড়ি দেশাচার,
কৃষিকার্য্যে সদুদ্যম বাড়িবে আবার।
নূতন কৌশল কত হবে আবিষ্কার
ভারত হইবে পুনঃ শস্যের আগার।
স্বাধীন ভাবেতে সবে কর্ষি ক্ষেত্রচয়
গাইব সকলে মিলে ভারতের জয়
ভাই ভারতের জয়!
কবে ভাই ভারত নন্দন
গাইব ভারত সংকীর্ত্তন,
ভাসিব আনন্দনীরে, উঠিব সুখের তীরে,
কত দিনে হইবে মিলন!
ছাড় ভাই বৃথা অহঙ্কার
সভ্য বলে কর' না প্রচার,
স্বাধীন হইলে মন, হবে সব সম্পাদন,
সভ্যতার হয় না 'সকার'!
যেই দিন কর্ষি ক্ষেত্রচয়
ভারত হইবে শস্যময়,
সে দিন ভারত মাঝে, যা বলিবে তাই সাজে
আমাদের হইবেক জয়,
কবে সেই সুসময়?

দ্বিতীয়তঃ ভূমির অনুর্ব্বরত্ব। ভারত বর্ষে অধিকসংখ্য সুবিস্তীর্ণ নদ নদী ছিল তাহারা সতত ভূমি সকলকে আপ্লাবিত করাতে পলি দ্বারা উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতো, কালক্রমে সেই সকল নদ নদী সংকীর্ণ ও তাহাদের প্রবলবেগ স্তিমিত হওয়ায় ভূমি সকল উত্তরোত্তর তেজোহীন হইয়া পড়িতেছে। স্বভাবজাত সার প্রাপ্ত হওয়াতে অস্মদ্দেশে ভূমিতে সার দিবার প্রণালী সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়াছে, বিশেষতঃ নদীমাতৃক জনপদ বাসীরা তদ্বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। বহুকাল হইতে প্রকৃতিপ্রদত্ত সারের অভাবে ভূমি তেজোহীন হইয়া প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপাদনে অক্ষম হইয়াছে, সুতরাং দুই তিন বৎসর ব্যবধানে ভারত দুর্ভিক্ষের হস্তে জর্জ্জরিত হইতেছেন। আর বৎসর বৎসর যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার কিয়দংশ দেশের ব্যয় সংকুলনার্থ প্রযোজিত হইয়া অবশিষ্টাংশ বাণিজ্যে বিদেশে প্রেরিত হয়; অতএব অনাবৃষ্টি অথবা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে কোন বৎসর ধান্য না হইলে দেশে বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আজ কাল বহির্ব্বাণিজ্যের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইলে কত যে অর্থ সঞ্চয় হইত, তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয়তঃ ইংরেজী বিদ্যা সাধারণে প্রচার। তা বলিয়া আমরা বিদ্যার নিন্দা করিতেছি না, তবে ভারতে তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে। ইংরেজী বিদ্যা প্রচলনাবধি অস্মদ্দেশে যে কতই অনিষ্টের মূল রোপিত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতে গেলে স্বতন্ত্র এক খানি পুস্তক হইয়া উঠে। সংক্ষেপে কয়েকটী বিষয় বর্ণন করিতেছি। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফল, মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও অপরাপর পরিজন বর্গের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; দ্বিতীয়, ইংরেজী রীতি, নীতি, সামাজিকতা প্রভৃতির অনুকরণ; তৃতীয় মদ্যপানে অনুরাগী; চতুর্থ, স্বাধীন বৃত্তি পরিচালনে অনাস্থা প্রদর্শন; পঞ্চম চাকরির প্রতি লালসা; ষষ্ঠ, কৃষি কার্য্যে

লজ্জা বোধ। পাঠকগণ! আমরা ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা এই ষড়্‌গুণালঙ্কৃত হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতেছি, আর ইংরেজের পাদুকা লইয়া মস্তকে বহন করিতেছি—আমরা কেমন সভ্য হইয়াছি!! সভ্য বলিয়া আবার মধ্যে মধ্যে গর্ব্ব করি! ভারত এখনও আমাদিগকে কক্ষে ধারণ করিয়াছেন, এই ধন্য! ইংলণ্ড প্রভৃতি হইলে তাঁহাদের গর্ভে এত দিনে পুনঃ প্রবেশ করিতাম! প্রবেশ করাই উচিত,আর কেন? ষড়্‌গুণের মধ্যে শেষ গুণটী আমাদের অন্তরকে কতদূর অধিকার করিয়াছে শুনুন। কৃষিকার্য্য কৃষকেরা করে।আমরা উহা কিরূপে করি? কোদালি ধরিতে গেলে, লোকে চাসা বলিবে হাতে ফোস্কা হইবে! কোন সভ্য ভায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সেক্‌হেণ্ড করিলে পাছে শক্ত হাত বলিয়া বিদ্রূপ করেন, তা হলেই মাথা কাটা যাবে, কিন্তু এদিকে বাবুর হাঁড়ি শুকনা, কোদাল ধরিলে পাছে কৃষকেরা অগ্রাহ্য করে, এবং মানের লাঘব হয়। কোন ইংরেজী ওয়ালা বাবু বাটীতে আসিলে যদি বাটীর কর্ত্তৃপক্ষীয় বাবুকে আপনার মাঠের শস্যের অবস্থা দেখিয়া আসিতে বলেন, তবে তিনি অমনি চটিয়া খুন, হয়ত দুই একে তেড়া বোল্ বোড়ে দিলেন। মাঠে গেলে পাছে অন্য লোকে সামান্য লোক বলিয়া মনে করে, কারণ কৃষকেরাই মাঠে বেড়ায়। আমরা কেন বেড়াইব? ফিট্ ইস্ত্রি করা পিরান গায়ে ও বুট জুতা ষ্টকিং পায়ে দিয়া বৈঠকখানায় তাস পাশা খেলিব, এবং রংচঙ্গে দুই একখান মরক্কো বাইণ্ডিং পুস্তক টেবিলের উপর থাকিবে, থু থু ফেলিতেও যেন বাহিরে আসিতে না হয়, সম্মুখে একটা পিকদান থাকিবে, বাহিরে আসিলে পাছে বদ্ হাওয়া লাগে!? কৃষকেরা আসিয়া যদি বাবুকে শস্যাদির হিসাব প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করে, তবে লাল চোকে এমনি বুলি ঝাড়েন যে, তারা পালাইতে পথ পায় না; হয় ত দুই একজন ঠোঁট কাটা থাকুলে অমনি বলে—বাবু আপনি এ সকল খুচরা হিসাব জানেন না, এ সকল মেয়েলি হিসাব, আমরা মুখে মুখে করে দিতে পারি। বাস্তবিক তা মিথ্যা নয়। বাবুকে যদি জিজ্ঞাসা করে, যে টাকায় ৬৷৷০ পালি ধান্য হইলে ২৷৷০ পালির মূল্য? তিনি শ্রীরামপুরে সিটের এক সিট কাগজের ডুপিট ত্রৈরাশিক মতে কসিয়া এক ঘণ্টার পর কত কষ্টেউত্তর করিলে, তাতে হয়ত ই কিম্বা ঃ ভগ্নাংশ হইয়া পড়ে, চাষাকে ভগ্নাংশের কথা বলিলে, কিছুই বুঝিতে না পারিলে হাসিতে থাকে, সুতরাং বাবু ক্রোধভরে তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া প্রস্থান করেন। তিনি লম্বা চৌড়া ত্রৈরাশিকের নিয়ম, 'লগারিথম্‌সের টেবল, কণ্ঠস্থ করিতে পারেন, কিন্তু সামান্য শুভঙ্করের নিয়ম দুটা শিখ্‌তে কষ্ট বোধ হয়, শিখিলে যে কত ত্রৈরাশিক, কত সমীকরণ, কত জমির কালি নিমেষ মধ্যে সম্পন্ন হয় তাহা জানেন না। এ সকল সামান্য লোকে শিক্ষা করে; বাবু বড় লোক, সুতরাং বড়ই শিখিয়াছেন, যারা সামান্য নিয়ম শিখিয়াছে, তারা স্বল্পক্ষণেই করে, যারা বড় নিয়ম শিখিয়াছে, তাহারা ত অনেক বিলম্বেই করিবে! কৃষক যদি বাবুকে একবার আহ্লাদ করিয়া বলিল বাবু! আপনাদের জমির ধান্য কেমন হয়েছে দেখ্‌বেন চলুন না? বাবু অমনি উত্তর করিলেন, ধান্য দেখিয়া কি হইবে? ধান কিছু দেখি নি? পাঠকগণ! আমাদের কৃষিকার্য্যে কেমন উৎসাহ? তখন কৃষকের মনে কি রূপ ভাবের উদয় হইল? আমরা স্বয়ং না করি, কৃষি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করাও সর্ব্বতোভাবে উচিত।

চতুর্থতঃ গো জাতির হীনবীর্য্যতা ও গো মড়ক। এ বিষয় বারান্তরে প্রকাশ করিব।

ক্রমশঃ

বঙ্গমহিলা।

(গত প্রকাশিতের পর)

অনেকে বলিতে পারেন তাঁহাদিগের কিছু অভাব আছে যাহা স্ত্রীপূরণ করিতে অক্ষম। মনুষ্য স্বাভাবিক সংগীত প্রিয় হয়; নানা চিন্তা হইতে মনকে আকর্ষণ করিবার অদ্বিতীয় উপায় তাহা। আবার রামাগণের সুশাণিত কণ্ঠ স্বর হইলে অতিশয় মনোহারিণী হয়। নৃত্যদ্বারা কমনীয় অঙ্গসঞ্চালন দেখিতে অনেকে ইচ্ছা করেন বঙ্গ কুলবালা সে ইচ্ছা পূরণে অক্ষম। সুতরাং বাই ক্ষেম্‌টা বেশ্যার প্রয়োজন হয়, এই বিতর্কের যদি কোন অর্থ থাকে তাহা হইলে আমরা এই বলিতে পারি স্বামির তৃপ্তি কর কার্য্য করিতে বঙ্গমহিলা অক্ষম নহেন। বিদেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া অনেক মহিলা এক্ষণে সভাস্থলে যে স্বামিসহ গমন করেন। ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইলেও ভর্ত্তার আজ্ঞায় সাজিতে প্রস্তুত আছেন। দেশাচারানুরোধ যাহাতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছি স্থানান্তর হইতে গ্রহণ করত তাঁহার মর্ম্ম বেদনা প্রদান করা নিতান্ত অমনুষ্যত্ব। ধনবান্‌দিগের কথাই নাই, অশ্ব গজ অট্টালিকা উদ্যান সম বেশ্যা একটী সম্পত্তি বিশেষ, যাহার নাই তিনি ব্যয় কুণ্ঠ বলিয়া সমাজ প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হয়েন না।

বিবাহের অনতি বিলম্বে বালিকার প্রসূতিকাবস্থা; একাদশ বর্ষ মধ্যে সন্তানের জননী হয়েন। সম্প্রতি ডাক্তর মাক্‌নেমারা (Indian Me-dical Gazette) নামক প্রত্রিকায় লিখিয়াছেন কলিকাতায় কোন সভ্রান্ত পরিবারে সার্দ্ধদশবর্ষীয়া বালিকাকে সন্তান প্রসব করিতে এবং সেই বালিকা প্রসূতী আপন সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া প্রাজ্ঞবৎ স্তন্য পান করাইতে তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ইহা দৃষ্টে মহাত্মা মার্কণ্ডেয়ের ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত নিতান্ত অসংগত বলিয়া বোধ হয় না।" * কন্যাগণ পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষে সন্তান প্রসব করিবার ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইতেছে এ অবস্থায় জননী ও সন্তান উভয়েরি অনিষ্ট সম্ভাবনা। ইউরোপে যে সময়ে বিবাহের নাম মাত্র হয় না ৪।৫ সন্তান লইয়া বঙ্গ দুহিতা নিজের পরিবার সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব কেনই না তিনি "কুড়িতে বুড়ী"

* মহাভারত বনপর্ব্ব।

হইবেন যৌবনের প্রারম্ভে সকল সৌন্দর্য্য বিবর্জ্জিতা হইবেন। স্ত্রীজীবনের এক অবস্থা তাঁহার সম্ভোগ হয় না। যৌবন চিন্তাহীন সুখের সময় তাঁহার পক্ষে প্রবাদ বাক্য। প্রসব কাল রমণী জীবনে বিষম সময়, বিশেষ বঙ্গীয় বালিকা প্রভৃতির পক্ষে। আত্মীয়ে তাঁহার জীবনাশা এক প্রকার পরিত্যাগ করেন। প্রতিবেশিনী আত্মীয় এবং সমবয়স্কা রমণীগণে বেষ্টিতা হইয়া অবস্থামত উত্তম২ আহার ও পরিধেয় দ্রব্য দ্বারা জীবনের সাধপূরণ করাণ—সকলই দেশাচার জ্ঞানে এইরূপ করিয়া থাকে কিন্তু যেরূপ আহার বিহার তদবস্থায় প্রয়োজনীয় তাহার প্রায় সংঘটন হয়না। আহারের যদি বন্দবস্ত, পরিশ্রমের নাম নাই, অতি অস্বাস্থ্কর স্থান সূতিকালয়ে রমণীগণের অকাল মৃত্যু মৃতবৎস রোগ সন্তানগণের দুর্ব্বলতা ও অল্পায়ুর প্রধান কারণ। তাহাতে আবার সুশিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব। চিকিৎসকের মধ্যে প্রাচীনা গৃহিণী তাঁহার সাধ্যাতীত হইলে সন্তানের নিস্তার নাই। জননীর নিস্তার নাই—কলিকাতায় ইউরোপীয় চিকৎসক ও ধাত্রীর সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাতে উপকৃত হয়েন, পল্লিগ্রামবাসী দরিদ্র রমণী, দুঃখের অবধি নাই, তথায় যে ব্যক্তি মহদ্ব্যয় অতিক্রম করত পাঠ করিয়া দেহ তত্ত্ব শিক্ষা কালে মৃত দেহ দর্শন পলায়ন করিয়াছেন, যিনি কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ে কিছু দিন, ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন, যিনি কোন চিকিৎসকের গৃহে দুই দিবস পাত পাতিয়াছেন তাঁহারাই চিকিৎসক। যদি কোন উপাধিধারী চিকিৎসক থাকেন তাঁহারা কর্ণের ন্যায় শস্ত্রবিশারদ হতভাগিণী রমনীর অদৃষ্টে চিকিৎসাকালে বাল্যোপার্জিত বিদ্যা বিস্মরণ হয়েন, তাঁহাদের সংস্কার আছে বিপন্ন না হইলে কেহ তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করে না অন্তঃপুররমণী সহজেই পর পুরুষ দর্শনে কুণ্ঠিতা তাহাতে সেই যন্ত্রণায় অস্থির ত্রাসে লজ্জায় আরও বিকলাঙ্গ হয়েন এ অবস্থায় কি প্রকার চিকিৎসা হওয়া সম্ভব, তাহা সকলেরই অনুমেয়। যদিও চিরকাল স্বভাবের উপরে নির্ভর করিয়া চলিতেছে এক্ষণে তাহার অনিষ্টকারিতা যথেষ্ট লক্ষিত হয়। এবম্বিধ ক্লেশ হইতে যদি নিস্তার পায়েন অদ্য সন্তানের রোগ, অদ্য কোন অভাবের নিমিত্ত সন্তানের ক্রন্দন, এই সকল লইয়া বালিকা অবস্থা হইতে মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অপত্যস্নেহ বঙ্গরমণীতে যে প্রকার লক্ষিত হয় পৃথিবীর কোন স্থানে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। দুই চারিটী সন্তান লইয়া বিধবা হইলে তাহার দুঃখের অবধি থাকে না।

মহিলাদিগকে সাংসারিক হেয় কার্য্য ও অতীব পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় বলিয়া আমাদের এক অখ্যাতি আছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতেও পারি না। কিন্তু যদি পুরুষের অর্থ জন্য শ্রম সাধন কার্য্য করণে দোষ না থাকে স্ত্রীগণের গার্হস্থ কার্য্য কলাপ করিতে দোষ কিছু থাকিলেও যে অখ্যাতি আমাদিগের সহ্য করিতে হইবে না হইলে আমাদের সুখী

হইবার উপায় নাই। জাতীয় ধন শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে দৈহিক পরিশ্রমের লাঘব হইতে পারে যে উন্নতি না হইলে অবশ্যই স্ত্রীপুরুষ উভয়কে পরিশ্রম করিতে হইবে। সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ পত্নীকে সহজে পরিশ্রম করিতে দেননা। দাস দাসী রাখিবার ক্ষমতা হইলে, কোন ব্যক্তি পরিশ্রম হইতে বিরত রাখিয়া প্রণয়িনীর সহিত ইচ্ছামত প্রেমালাপ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে যদি পতিভক্তি অনুরোধে স্বইচ্ছায় কখন কখন পতিসেবা করেন তাহা হইলে তাঁহার জীবন ক্লেশকর অনুমেয় হইতে পারে না। দরিদ্র পক্ষে সে নিয়ম সম্ভবেনা। সমস্ত দিবস পরিশ্রমান্তে স্বামী গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার শুষ্কবদন, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, নিস্তেজ কণ্ঠস্বর, দর্শন ও শ্রবণে কোন মহিলা বীণা হস্তে লইয়া সঙ্গীত করিতে ইচ্ছা করেন। যিনি করিয়াছেন তিনি প্রণয়িনী শব্দে উক্ত হইতে পারেন না। পুরুষ, পরিবার ভরণপোষণোপযোগী অর্থোপার্জ্জনে রত এবং সাংসারিক কার্য্য করিলে পরিশ্রমের সামঞ্জস্য হইল অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে সংসারের মঙ্গল নিমিত্ত একলাই পরিশ্রম করিয়া অগ্রে স্ত্রীদুঃখ দূর করিবেন। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে যদি কৃষক বা ব্যবসায়ী হয়েন গৃহ কর্ম্ম দাস দাসী দ্বারা সম্পাদিত করিতে হইবে তাহারাও স্ত্রীপুরুষ, তাহাদের ও পরের সেবা নিমিত্ত ঘৃণিত কার্য্য সকল করিতে হইবে, আপনার বা হউক পরের হউক পরিশ্রম ভিন্ন যখন গতি নাই তখন কোন সমাজ এককালে এ দোষ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন না। কি বল পরের স্বাধীনতা হরণ করিয়া যে কএকজন ধনী ব্যক্তি গৃহিণীর অভিলাষ পূরক হয়েন তাঁহারাও নিন্দা করিতে পারেন না সময়ে কোন সমাজের এরূপ অবস্থা হয় যে দরিদ্রের নাম মাত্র থাকে তৎকালে উভয়ের সমান পরিশ্রম আবশ্যক। পুরুষ দেশহিত চর্চ্চা ও শিল্প বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গলসাধন ও আপন পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি করেন গৃহ কার্য্যকে করিবে। তোমার ধন আছে আমিও নির্দ্ধনী নহি। তোমার অশ্ব গজের সেবা আমি কেন করিব কেন আমার গৃহিণী তোমার সন্তান পালন ও পাচিকার কার্য্য করিবেন তাহা হইলে আমার দাসী আমার আরো বলিয়া ধনগৌরব করিতে পারিব না।

ধনী দরিদ্র এই শ্রেণীতে সমাজ গঠিত। তোমার উত্তম উত্তম যান আছে এবং তুমি দুই বৎসর রক্ষিত রন্ধন দ্রব্য আহার করিতে পার, তোমার সহধর্ম্মিণী সুচিক্কণ শকটারোহণে পণ্যশালা হইতে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিবেন। আমি দরিদ্র কিন্তু আমার মাতৃভূমি নিত্য নূতন নূতন আহার প্রদান করেন। আমি স্বমস্তকে ক্ষেত্র বা পণ্য হইতে ফলমূল শাক আনয়ন করিব, সহধর্ম্মিণী গৃহে থাকিয়া তাহা রন্ধন করিবেন। তুমি ধনবান্ তোমার প্রণয়িনী বহুমূল্য অলঙ্কার ওহিরক্ষ কাঞ্চনে ভূষিতা হইয়া পর্য্যাঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া নিষ্প্রোয়জনীয় শিল্পকার্য্য, বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিয়া এবং বন্ধুর গৃহে নৃত্য করিতে

গিয়া সময় কাটাইবেন। আমি দরিদ্র আমার চিরদুঃখি প্রণয়িনী, ক্ষেত্র উৎপন্ন ধান্য হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে ক্লেশ বোধ করিবেন না! পররুধিরে আপনাকে বলিষ্ঠ করিতে পারিলে করতল বিস্তার করিয়া সহধর্ম্মিণীকে চেরেট, বগি ব্রাউহম ফিটন হইতে নামাইতে সক্ষম হইব তিনি না চাহিলেও পত্নীভক্তি দেখাইবার নিমিত্ত হস্ত বিস্তার করিব।

দরিদ্র হইয়াও অনেকে পত্নীর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করেন। রত্নগর্ব্ভা বঙ্গমাতা নানারত্নে ভূষিতা। এমন লোক আমরা দেখিয়াছি অল্প বেতনভোগী হইয়া গৃহিণীর অলঙ্কার লালসা চরিতার্থ করিতে সদত ব্যগ্র। আপনার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাচ্ছাদনোপযোগী বস্ত্র নাই, সুখাদ্যে আপনাকে কখন পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই, অনাচ্ছাদিত মস্তকে রৌদ্রে সমস্ত দিবস ভ্রমণ করেন, কিন্তু রমণীর নিমিত্ত বিবিধ সুটের গহনা প্রস্তুত করিতে সাধ্য মত ত্রুটি করেন না। তাঁহাকে আমরা প্রকৃত প্রমিক বলিয়া সম্মান করি। তিনি প্রণয়ের বৈরাগী, প্রণয় নিমিত্ত তিনি অল্পাহারী প্রণয় নিমিত্ত কৌপিনধারী প্রণয় নিমিত্ত তিনি সর্ব্বত্যাগী। আমরা তাহাকে মান্য করিলে কি হইবে, দেশাচার তাঁহাকে বড় আদর করেনা,কিবল পতিকে ভৎর্সনা করিবার সময় স্ত্রীর নিকট তিনি নজির এবং কন্যাগণের বিবাহ কালে কুলবালারা এক একবার তাঁহাকে স্মরণ করেন।

আমরা বিজ্ঞ আমরা রমণীর প্রতি যে ব্যবহার করি তাহা অভ্রান্ত। এ শুনে আমাদিগের ব্যবহার করা ইচ্ছা নহে এবং করিলেও অসংগত হইবে, কারণ শৈশবাবধি তাঁহাকে অনাদর করিতে জনকজননীর নিকট অভ্যাস করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে প্রাচীনেরা কহেন "কলির মাহাত্ত্বে" সুশিক্ষিত সমুদায় বলেন "ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে" নব্য বঙ্গবাসী নানা অসুবিধা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত অল্প সাংসারিক কার্য্য করিতেছেন, কেননা এক্ষণে অনেক রমণী বিদেশীয় শিল্পকার্য্য করিয়া থাকেন। কার্য্য সমাধান্তে সাবকাশ না পাইলে তাহা সম্ভবেনা, সাংসারিক পরিশ্রমের অবশ্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রাচীনেরা কেহ কেহ দেশী শিল্প কার্য্য সকল করিতেন। এক্ষণে গৃহে গৃহে শিল্পী। বিদেশীয় কারুকার্য্য বিনা পরিশ্রমে হয় না। কিন্তু তাহাতে পরিশ্রমের লাঘব অথবা গৃহস্তের উপকার আমরা কিছু দেখিতে পাই না।

ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে রমণীগণের চিরবৈধব্য যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতে হয় না। প্রার্থিব সুখ সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ বলেন দয়াময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করেন নাই তাহা হইলে তাঁহার দয়াময় নামের লাঘব হয়। সুখ দুঃখ কেবল কল্পনা মাত্র। কেহ কেহ বলেন সংসার পরীক্ষার স্থান। কেহ কেহ বলেন সংসার নিয়মাধীন সেই নিয়ম পালনে সুখ অবহেলায় দুঃখ। আমরা যে সকল আমোদ প্রমোদে উৎসাহ প্রদান করি অন্য সমাজ তাহা ইতরত্তানে ঘৃণা করেন। কেহ অরণ্যে কেহ সংসারে

সুখী। কেহ ধন কেহ মান কেহ উত্তম২ আহার পরিচ্ছদ কেহ সঙ্গীত কেহ ব্যভিচার কেহ সুরা সেবন কেহ বা এই সকলের বা কএকটির সমষ্টি সুখকর জ্ঞান করেন। কিন্তু দাম্পত্য প্রণয় এক মাত্র সুখের দ্রব্য প্রায় জগৎ সুধ্য এক মত হইয়া প্রকাশ করেন। কেননা তাহা স্বতাবজাত তাহা ভিন্ন অল্প লোক থাকিতে পারেন। হিন্দুবিধবাগণ সে সুখে বঞ্চিতা অতএব তাঁহাদিগের অপেক্ষা দুঃখী জগতে কে আছে।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হেতু, কিয়দ্দিবস হিন্দুধর্ম্ম একবারে তিরোহিত প্রায় হইয়াছিল তথাপি উহার মূলচ্ছেদ হয় নাই। ময়ূরীয় বংশের বিলোপ হওনাবধি হিন্দুধর্ম্মের প্রবল জ্যোতিঃ দিন দিন বিকীর্ণ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে মলিন করিতে লাগিল। পুরাণে লিখিত আছে যে মহর্ষিরা বৈদিক ধর্ম্মের মহিমা একবারে অস্তমিত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তরোত্তর প্রাদুর্ভাব হইতেছে, দেখিয়া, ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়বংশের পুনরুৎপত্তি করিতে বলিলেন। তদনুসারে অগ্নিকুণ্ড পরিশুদ্ধ করা হইল এবং ঐ কুণ্ড হইতে শস্ত্রপাণি চারি জন মূর্ত্তিমান্ ক্ষত্রিয় সমুত্থিত হইল। এই চারিজন সমুদয় বৌদ্ধদিগকে ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়া ভারতরাজ্য রাক্ষসদিগের (বৌদ্ধদিগের) হস্ত হইতে উদ্ধার করিল।

অগ্নিবংশ চারিশাখায় বিভক্ত, প্রমারা, পরিহার, চালুক অথবা শোলাঙ্কী, এবং চোহান। এক্ষণকার অনেক রাজপুতগণ এই অগ্নিবংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে ৬০০ খৃঃঅব্দে আর এক ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ইহার নাম জৈনধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ। বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনেরাও হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু হিন্দুদিগের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যে জাতিপ্রভেদ প্রচলিত আছে। পারসনাথ জৈনদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। এই ধর্ম্ম ১০০০ খৃঃঅব্দে ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল কিন্তু ১২০০ খৃঃঅব্দে ইহার মহিমা একেবারে অস্তমিত হইল। গুজরাট ও রাজস্থানে জৈনধর্ম্মাবলম্বী অনেক লোক অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়।

অশোকের লোকান্তর গমন হইতে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অতিশয় অস্পষ্ট ও অপরিজ্ঞাত। অশোকের পরে কেহই ভারতবর্ষের একেশ্বর হইতে পারেন নাই। অনেক অনুসন্ধানদ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে অন্ধ্রবংশীয় রাজারাই এই সময় অত্যন্ত প্রবল হইয়া খৃঃপূ ৫৭ বৎসর হইতে ৪৩৬ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপের সহিত ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য এই বংশের অতি বিখ্যাত ছিলেন। ইনি

প্রমারাবংশ সম্ভূত। চলিতভাষায় এই বংশ পুয়ার বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা বিক্রমাদিত্যের উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। যাহাই হউক ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তিনি অতিশয় প্রবল প্রতাপ নরপতি ছিলেন এবং নিয়ত প্রজাবর্গের হিতকামনা করিতেন। তিনি বিদ্যার অতিশয় সমাদর করিতেন এবং তাঁহার সভ্য সমস্ত ভারতদ্বর্ষের কোবিবর্গের আরাম স্থল ছিল। তাঁহার রাজ্যকালে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক, প্রচারিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিয়াছে। ৭৮ খৃঃ পূ তিনি শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে এই শকদিগের বাসস্থানের নাম শাকদ্বীপ। গ্রীক ভাষায় ইহার নাম সিথিয়া। মহাত্মা লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল টড তাঁহার প্রণীত রাজস্থানের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন যে পুরাণের শাকদ্বীপের বর্ণনার সহিত গ্রীক গ্রন্থোল্লিখিত সিথিয়ার বর্ণনার অনেক সমতা আছে। তিনি বলেন যে শাকদ্বীপ বাসীরা সূর্য্য-উপাসক ছিলেন। প্রথমে ইহারা আরাক্সিস নদীর কূলে বাস করিতেন; তৎপরে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আগত হইয়াছিলেন। মিবারের রাণাগণ ও সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত টড সাহেব অনুমান করেন যে রাণাগণ বোধ হয় শাকদ্বীপ বাসীদিগের বংশসম্ভূত।

বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে সম্বৎ নামক শাকের গণনা হইয়া আসিতেছে। খৃষ্টের ছাপ্পান্ন বর্ষ পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রায় খ্রীষ্টীয় অব্দের ২০০ শত বৎসর পরে কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে কিছু কাল গুপ্তবংশীয় হিন্দু নৃপতিগণ আসীন ছিলেন। ৩১৮ খৃঃ অব্দে এই বংশীয় কোন নৃপতি সাধু নামক সৌরাষ্ট্রাধিপতিকে বিনাশ করত বল্লভীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

৪৭০ খৃঃ অব্দে "রাটর" নামক রাজপুতজাতি কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিল। একাদশ শত খৃঃ অব্দে অপর এক রাজপুত জাতি আসিয়া তাহাদিগকে বাহুবলে পরাজয় করত কান্যকুব্জ অধিকার করিল। রাটর নামক পূর্ব্বোক্ত রাজপুত জাতি এইরূপে পরাভূত হইয়া রাজস্থানের অন্তর্গত মারবার (যোধপুর) প্রদেশে গিয়া রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিল।

বল্লভীপুরে গুপ্তবংশীয় ছয় জন রাজা "মহারাজ অধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশও ইহাঁদিগের অধিকৃত ছিল। "মহারাজ অধিরাজ" সমুদ্র গুপ্ত এই বংশের একজন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি। তিনি স্বীয় ভুজবলে গুজরাট এবং সিংহলে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তোরমান এই বংশের শেষ নৃপতি। অনেকে বলেন যে পারস্যাধিপ নৌসেরোয়ার অনুমতিতে গুজরাট হইতে ইহাঁদিগকে দূরীকৃত করা হইয়াছিল। মিবারে অদ্যাবধি এই বংশ দৃষ্ট হয়।

চৌর নামক যেএক রাজপুত জাতি

গুজরাটে ৭৪৬ খৃঃ অব্দ হইতে ৯৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করে। বর্ত্তমান পাটান নগর তাহাদিগের রাজধানী ছিল। সোলাঙ্কি নামক রাজস্থানের আর এক পার্ব্বত্য জাতি, বৈবাহিক সূত্রে প্রথমোক্ত বংশের উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, গুজরাটে কিছুকাল রাজত্ব করিতেছিল, ১২৭৭ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দিন খিলিজি ইহাদিগকে পরাভূত করেন।

যখন প্রাচ্য ভারতবর্ষে উপরি উক্ত জাতি সকলেরা রাজত্ব করিতেছিল, অন্ধ্রেরা প্রবল প্রতাপের সহিত মানব এবং মগধে রাজছত্র ধারণ করিয়াছিলেন; কর্ণ নামক একজন এই বংশীয় প্রবল প্রতাপ নরপতির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একাদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ভোজ ভূপতি প্রাদুর্ভূত হন। বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে ধারানগরাধিপতি ভোজরাজের বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি বিদ্যার অতিশয় সমাদর করিতেন; "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। গুজরাটের সোলাঙ্কি নামক রাজপুতেরা ভোজরাজার পৌত্রকে পরাজয় করিয়াছিল। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরেই তদ্বংশীয় কোন রাজা স্বাধীনতা লক্ষ্মীকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। অবশেষ মুসলমানেরা ১২৩১ খৃঃ অব্দে ইহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাভারতের সময় হইতে মুসলমানাধিকার কাল ১২০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, বঙ্গ প্রদেশে চতুষ্টয় রাজবংশ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। পালবংশ ইহাদিগের তৃতীয় বংশ। এই বংশীয় নৃপতিগণ নবম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারা কালেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। দেবপাল নামক এই বংশীয় জনৈক রাজা নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। লিখিত হইয়াছে যে তিনি সমুদায় ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন। তিব্বত প্রদেশও তাঁহার দিগ্বিজয়ের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বোধ হয় এই বিবরণটী কিছু বাহুল্যতা সহকারে লিখিত হইয়াছে। "মহারাজ অধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করাই এবম্বিধ বাহুল্য বর্ণনার মূল। প্রথমে গৌর নগর এই বংশের রাজধানী ছিল। তৎপরে নদীয়ায় রাজধানী সংস্থাপন করা হইয়াছিল।

পালবংশের পর সেন বংশ বাঙ্গালার রাজছত্র ধারণ করেন। ৯০০ খৃঃ অব্দে এই বংশীয় আদিশূর নামক সুপ্রসিদ্ধ রাজা সিংহাসনারূঢ় হয়েন। তিনি কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন কায়স্থ দাসস্বরূপে আসিয়াছিল। ইহারাই এক্ষণকার ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বংশের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া উল্লেখিত হয়েন।

এই বংশের রাজা বল্লালসেন কুলীনত্বের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণসেন এই বংশের রাজা। মুসলমান সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজ কর্ত্তৃক ১২০৩ খৃঃ অব্দে তিনি পরাজিত হয়েন।

এতাবৎকাল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত ভূমি হইতে উৎপাটিত হইলেও নির্ম্মূল হয় নাই। অষ্টম কিম্বা নবম শতাব্দীতে হিন্দু ধর্ম্ম শোধক শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য হইতে উৎপাটিত হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্মের অগণ্য অঙ্কুর আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যেই অবশিষ্ট রহিল। আর্য্যাবর্ত্তের অনেক ভূপতিগণ ঐ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বারানসীতে একাদশ শতাব্দী, এবং গুজরাটে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে পালবংশীয় কতিপয় রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। গৌণর্দ্ধ এবং আদিত্য নামক দুইবংশ ৬২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রাজছত্র ধারণ করেন। তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর নামক প্রসিদ্ধ মন্দির এবং আর কতিপয় দেবগৃহ অদ্যাবধি তাঁহাদের কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কতিপয় চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ স্থানে পরিভ্রমণ করত বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে পরিব্রাজক ফাহিয়ান প্রথম মধ্য আসিয়ায় এবং ভারতবর্ষে ৩৯৯ খৃঃ অব্দ হইতে ৫১৪ বৎসর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি প্রথমতঃ পঞ্জাবস্থ তক্ষশিলা নামক স্থান হইতে কাণ্যকুব্জ এবং নৃপাদির বিবরণ লিখিয়াছেন। তৎপরে রাজগৃহ গয়া এবং বারাণসী প্রদেশ সমূহে ভ্রমণ করিয়া, তদনন্তর তাম্রলিপ্ত (তমোলুক) নগরে গমন করেন এবং তথা হইতে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত স্থলে ভ্রমণ করত চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তিনি জাভা দ্বীপে গমন করেন। জাভাবাসীরা এই সময় বৈদিকধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বিপ্রগণের মহিমা উত্তরোত্তর উক্ত দ্বীপে বৃদ্ধি হইতেছিল।

বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ ৬২৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতবর্ষের বিবরণ সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময় তক্‌শিলা কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, এবং শিলাদিত্য নামক জনৈক বৌদ্ধ ভূপতি কাণ্যকুব্জের সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। হিয়াঙ সিয়াঙ লিখিয়াছেন যে শিলাদিত্য মহারাষ্ট্রাধিপ ব্যতিরেকে অন্যান্য সমুদয় ভারতবর্ষের ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। প্রয়াগ এক্ষণে বিপ্রবর্গের শাসানাধীন ছিল। পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংশ হইলেও তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ম্মূল হয় নাই।

সভ্য পরতা।

এতদ্বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় অনেকানেক সুপণ্ডিতেরা সাধ্যানুসারে লিখিয়া গিয়াছেন। তথাপি ইহা চিরনবীন, কখনই প্রাচীন বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। যেহেতু এবিষয়টীর নিতান্তাবশ্যকীয়তা সর্ব্বকালেই সমভাবে অনুভূত হইয়া থাকে; এবং এবিষয়টী লিখিতে গেলে যত দূর লেখা আবশ্যক ততদূর লেখা, বোধ হয়, মনুষ্যের ক্ষমতাতীত

বলিলেও দোষ হয় না। প্রায় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীয় ও পরকীয় চিত্তাকর্ষণার্থ—এবং আশু প্রয়োজনীয়তা সাধনার্থ অমিশ্র সত্য কথা কহিতে সমর্থ নহে। কিন্তু অনভিজ্ঞ শিশুর মুখ হইতে এমন কথা কখনই নিঃসৃত হয় না যে "মিথ্যা কহার দোষ কি?" তাহারা একেবারেই সদা সত্য কথা কহা নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান করিয়া থাকে। বহু বয়স্ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, "সদা সত্য কথা কহা নিতান্ত আবশ্যক।"

পরন্তু সদা সত্য কহা সহজ ব্যাপার নহে। সদা সত্য কথা কহিতে গেলে, প্রচুর পরিমাণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও সারল্যের আবশ্যক; এবং সদা সত্য কথা বলা সহজ ব্যাপার মনে করা সামান্য বুদ্ধির পরিচায়ক। যাহা কিছু কহা যায় প্রথমতঃ তাহা সত্য কি না বিবেচনা করা উচিত। এই প্রকার বিবেচনা করিতে অদূষিত বিচার শক্তির আবশ্যক। বিচার শক্তি রিপু পরতন্ত্র হইলে ও বাহ্যিক ব্যাপার সন্দর্শনে ও শ্রবণে অমনোযোগ থাকিলে কোন বিষয়ের বিবরণ দেওয়া অতি দুরূহ হয়। অতএব উল্লিখিত দোষ থাকিলে মিথ্যা কথা কহিবার অভ্যাস হইয়া পড়ে। এই প্রকার অভ্যাস অতীব দোষের বলিতে হইবেক। সুতরাং যাহাতে এই দোষ না থাকে তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত।

অপিচ, যিনি সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিতে চাহেন না, তাঁহার সাহস ও নীতিকথা আবশ্যক। তিনি সত্যব্রত পালনার্থ আত্মীয় বা পরিবার বর্গের অপ্রীতি ভাজন হইতে বা অপর অনিষ্টপাত সহ্য করিতে ক্ষণমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।

এতদ্ব্যতিরিক্ত বিশেষ বুদ্ধিমত্তা, বিবেচনা ও বিজ্ঞতা না থাকিলে যাহা সত্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় অপরের মনে তদ্রূপ তদ্বিষয়ক বিশ্বাস উৎপাদিত করা যায় না। অনেকেই আশু বিশ্বাসোৎপাদনার্থ অপ্রাকৃত অলঙ্কারাদি প্রয়োগ করত শ্রোতাবর্গের চিত্তাকর্ষণোদ্যোগে তৎপর হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহেন না, তিনি যাহা কহিতেছেন তাহা সত্য কহিতেছেন কি না তদ্বিষয়েই লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন।

মনোবৃত্তি সমুদায় উৎকর্ষ লাভ করিলে বৈষয়িক তথ্য গ্রহণ করিতে পারা যায়। যদিও তথ্য গ্রহণেচ্ছার সহিত মনোবৃত্তি সমুদায় ও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

সত্যপর ব্যক্তিদিগের চরিত্রের সৌসাদৃশ্য অতি চমৎকার যুগযুগান্তরের সত্যপর ব্যক্তিদিগের চরিত্র তুলনা করিয়া দেখিলে কিছুমাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়না (ইহার কারণ এই যে, সর্ব্বকালেই সত্যপর ব্যক্তিদিগের এক প্রকার? মনোবৃত্তির আবশ্যক)।

সত্য পরতা নিম্নলিখিত কয়েকটী অংশে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—

১। আত্ম বিষয়িণী সত্য পরতা।
২। সাধারণী-সত্য পরতা।
৩। সামাজিকী সত্য পরতা।

৪। কার্য্য বিষয়িণী সত্য পরতা।

৫। আমোদ বিষয়িণী সত্য পরতা।

১। আত্মবিষয়িণী সত্য পরতা।

সদা সদভিসন্ধি সহকারে যথা পক্ষাবলম্বনে তৎপর হইলে মনুষ্য আত্মপ্রভু হইতে পারে এবং মানবীয় জ্ঞান সহজে লাভ করিতে সমর্থ হয়। পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া তথ্যানুসন্ধান করা অপেক্ষা স্বকীয় বিগতাবস্থার সহিত বর্ত্তমানাবস্থার সহিত তুলনা করত তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সমধিক স্পৃহনীয়। যেহেতু সারল্য ও ন্যায় পরতাগুণের উৎকর্ষ লাভের ইহাই এক প্রধান উপায় স্বরূপ। এবং এই দুইটী গুণ অয়স্কান্তমণির ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে সত্যকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

২। সাধারণী সত্য পরতা।

প্রাকৃতিক তথ্য নিরূপণ করিয়া সাধারণ সমক্ষে প্রকটিত না করা সাধু বিগর্হিত ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। যদ্যপি সুবিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ মহাত্মা নিউটন্ আকর্ষণ শক্তির নিয়মোদ্ভাবন করিয়া মৌনাবলম্বন করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি জগৎপ্রতারক ও ঈশ্বর দ্বেষী হইতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া উল্লিখিত নিয়মটী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি জগতের প্রতি যথা চরণ ভিন্ন অযথাচরণ করিয়া যান না।

৩। সামাজিক সত্য পরতা।

অনেকেই অনিষ্টপাত শঙ্কা, ভয় ও অপকৃষ্টতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট মানসিক প্রবৃত্তির পরবশ হইয়া আপনাদিগের মত সামাজিকমতের সহিত অনৈক্য হইলেও, ঐক্য সামাজিক সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হইলেও যৌক্তিক এবং সমাজানুরোধে ঘৃণ্যকেও পরমমিত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। সত্য, সমাজ মধ্যে অবস্থিতি করিতে হইলে উদারতা ও বিমৃষ্যকারিতার আবশ্যক। কিন্তু এই দুইটী গুণের সহিত ভয় ও অপকৃষ্টতা—প্রভৃতি জঘন্য মানসিক প্রবৃত্তি নিচয়ের দূরীকরণ পরম শ্রেয়স্কর।

তথ্য ও দয়ার সামঞ্জস্য রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি সুকঠিন। তথাপি, সাধ্যানুসারে তথ্য ওদয়ার সামঞ্জস্য রক্ষা করত কালাতিবাহন করিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৪। কার্য্য বিষয়িণী সত্যপরতা।

জগৎপাতা পরমেশ্বরের নির্দ্দেশানুসারে সকলকেই কোন ও না কোন ও কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। কেহ কেহ স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা স্বয়ংই কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে থাকে; অপরে স্বয়ং পরিশ্রম না করিয়া অন্যের দ্বারা স্বকার্য্য সম্পাদিত করিয়া লয়। প্রথম শ্রেণীস্থ লোকদিগের অসদভিসন্ধি মূলক কার্য্যে লিপ্ত থাকা অবিধেয়। কারণ অসদভি সন্ধিগোপন করিতে ভূরি ভূরি মিথ্যার আবশ্যক। সদভিসন্ধি মূলক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কালাতিপাত করিতে থাকিলে নির্ভীকান্তঃকরণে, সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন থাকে না। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লোকদিগের সাধুতা সহকারে সচ্চরিত্র লোক সদভিসন্ধিমূলক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেই সত্যপরতার কার্য্যানুষ্ঠান করা

হয়। কর্ম্মচারীগণ প্রায়ই প্রভুর মনোরঞ্জন ও লাভের নিমিত্ত সময়ে সময়ে মিথ্যাকথা প্রয়োগ ও মিথ্যোপায়াবলম্বন করিতে ত্রুটি করে না। তদ্বিষয়ে কর্ম্মচারীগণ যদ্যপি কোন অসদুপায়গ্রহণ করিয়া থাকে, তৎপরিবর্ত্তনে প্রভু কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। নচেৎ তিনিই মিথ্যা কথা ও অসদুপায় প্রয়োগ প্রথার নির্দ্দেশক স্বরূপ হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি। অধিকাংশ কার্য্য পরস্পরের সম্মতিক্রমে ও যুক্ত্যনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি পরস্পরের মনোভাব পরস্পরের গোচর থাকে, এবং অসদভিসন্ধিমূলক না হয়; তাহা হইলে এবম্বিধ কার্য্য নিচয় স্বল্প ক্লেশে যথা নিয়মে সম্পাদিত হইতে পারে।

৫। আমোদ বিষয়িণী সত্যপরতা।

আমোদপ্রিয়তা মনুষ্যজাতির স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি। আপামর সাধারণ সকলেই কিয়ৎকাল আমোদানুভবে পর্য্যবসিত করিয়া থাকে। এসময় মনোবৃত্তি সমুদায় সহজে প্রকটিত হয়। কিন্তু কপট ভাবে হাস্য কৌতুকাদি করিলে সহজে মনোবৃত্তি সমুদায় প্রকটিত হইতে পারে না! অপিতু যথার্থ আমোদোৎপত্তি না হইয়া বরং বিরক্তির উৎপত্তি হয়। কেহ কেহ আমোদানুভব সময়ে অযথা বিষয়োক্তি করি ভূরি ভূরি মিথ্যা প্রয়োগ করত স্বোক্তির যাথার্থ্যসম্পাদনে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহাতে যাথার্থ্যের গৌরব ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। কেহ কেহ বা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক থাকিবেন ও অনুরোধবশতঃ ঘৃণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে বোধ হয় ইহারা যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়। বিবৃত চিত্তে আমোদানুভব করা উদারতা ও সত্য পরতা প্রভৃতি লোকান্তর গুণের পরিচায়ক।

তেজঃ।

গত প্রকাশিতের পর।

তরল প্রসরণ। অগ্নি সংযোগে তরল প্রসরণ আমরা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করি। জ্বাল দিবার সময়ে দুধ যে উছলিয়া পড়ে, তাহা ইহার এক উদাহরণ। তাপমানের কার্য্যও এই প্রসরণ প্রযুক্ত।

তরল স্ফীতি দ্বিবিধ। প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত। পাত্রের প্রসরণ ধরিয়া তদ্ গর্ভস্থ তরলের প্রসরণকে প্রত্যক্ষ স্ফীতি এবং পাত্র প্রসরণ নির্ব্বিশেষে তরলের আয়তন পরিবর্ত্তনকে প্রকৃত স্ফীতি কহে। প্রকৃত স্ফীতি ও পাত্র স্ফীতির বিয়োগ ফল হইতে তরলের প্রত্যক্ষ স্ফীতি জানিতে পারি।

নিম্নলিখিত রূপে তরলের প্রকৃত স্ফীতি স্থির করা যায়। ১ম। তাপমান দ্বারা। পরীক্ষ্য তরল দ্বারা তাপমানের কুণ্ডকে পূর্ণ কর। ভিন্ন ভিন্ন তাপে ঐ কুণ্ডে কত তরল ধরিতে পারে ও সেই সেই তাপে তাপমানের সম বিভক্ত নলের প্রত্যেক সমান অংশের ভিতরেই বা কত ধরিতে পারে, তাহা জানা আছে ধরিয়া লও। এখন ভিন্ন ভিন্ন তাপে রাখিলে ঐ পরীক্ষ্য তরল নলের ভিতর ক্রমশঃ উঠিতে থাকিবে। তখন প্রত্যেক

তাপে তরল কতদূর পর্য্যন্ত উঠে ঠিক ঠিক লিখিয়া রাখ। তাহা হইলে প্রত্যেক তাপে ঐ তরলের আয়তন কত এবং প্রসরণ পরিমাণই বা কত হইয়াছে অনায়াসে জানা যাইবে।

২য়। একটী স্ফীত বা নিরেট বস্তুকে জলে ডুবাইয়া ভিন্ন ভিন্ন তাপে ওজন করা হয়। ঐ সকল তাপে তাহার আয়তন কত হয়, জানা আছে, তরল স্থিতি বিজ্ঞানশাস্ত্রে জানা যায় যে, কোন বস্তু ফাঁকে যত ভারি, ডুবাইলে তত ভারি বোধ হয় না। এখানেও স্ফীতির ওজন ফাঁকে যত, তরলে ওজন করিলে তত হইবে না। এই দুই ওজনের বিয়োগ ফল দ্বারা আমরা, জানিতে পারিব যে ভিন্ন ভিন্ন তাপে উক্ত তরলের ঘনত্ব কত হইয়াছে। মনে কর ৩২° তাপে ঐ স্ফীতির আয়তন (১) এক, কিন্তু ২১২° তাপে ১.০০৬; আরও মনে কর যে ৩২° তাপ তরলে ওজন করিলে ঐ স্ফীতির প্রত্যক্ষ স্ফীতি ১৮০০ রতি ও ২১২° তাপে ১৭৫০ রতি। অতএব ৩২° তাপে ঐ তরলের ওজন ১৮০০ রতি ও আয়তন এরু (১); এবং ২১২° তাপে তাহার ওজন ১৭৫০ রতি ও আয়তন ১.০০৬। সুতরাং এক (১) অঙ্ক আয়তন তরলের ওজন ২১২° তাপে ১৭৩৯.৫৬ রতি হইবে। তাহা হইলে এক (১) অঙ্ক আয়তন বিশিষ্ট ১৮০০ রতি তরল, ২১২° তাপে ১৮০০

১৭৩৯.৫৬=১.০৩৪৭ আয়তন ধারণ করিবে; অর্থাৎ ৩২° ও ২১২° তাপ মধ্যে তরলের প্রসরণ ০৩৪৭।

তরল স্ফীতি মধ্যে জলের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। তুষারবৎ শীতল জলকে অর্থাৎ ফারেন হাইট তাপমানের ৩২° তাপ বিশিষ্ট জলকে তপ্ত করিলে, ইহা প্রথমতঃ প্রসৃত না হইয়া, বরং অসম্ভাবিতরূপে আকুঞ্চিত ও তৎপরে প্রসৃত হইতে থাকে। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তাপ প্রাপ্ত হইলে জল চূড়ান্ত ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়; যতক্ষণ তাহা না প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ জল প্রসৃত হয় না। সেই ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে পর, তাপ বাড়ীতেই থাকুক বা কমিতেই থাকুক জলের আয়তন প্রসৃত হইতে থাকে।

তাপমানের কত অংশ তাপ পাইলে জল প্রসৃত হইতে থাকে, হোগ্‌সাহেব তাহা পরীক্ষা দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকারে স্থির করিয়াছেন। সাধারণ তাপ বিশিষ্ট জল দ্বারা পূর্ণ একটী কাচ নলের দুইটী প্রান্তের গাত্রে ছিদ্র করিয়া দুইটী তাপমান বসান আছে। নলের মধ্য ভাগ বরফ মিশ্রণ দ্রব্য বেষ্টিত। বরফ মিশ্রণ দ্রব্য কাহাদিগকে বলে ও তাহাদের কার্য্য কি, উপযুক্ত স্থলে বিবরণ দেওয়া যাইবে। এখানে ইহা বলিলেই, যথেষ্ট হইবে যে এই বরফ মিশ্রণ দ্রব্য থাকা প্রযুক্ত নলস্থ জলের তাপ পড়িতে থাকে; সুতরাং তাপমান দুইটীও পড়িতে থাকে কিন্তু নীচের তাপমান যত শীঘ্র পড়ে, উপরের তাপমান প্রথমে ততশীঘ্র পড়ে না, নীচের তাপমান এইরূপে পড়িতে পড়িতে ফারেন হাইট্ ৩৯° পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়া কিছুক্ষণ সেই স্থানে স্থির থাকে। এখন উপরের তাপমান দ্রুত পড়িতে থাকে এবং বরফাঙ্ক পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। এতদ্রূপ কার্য্য দ্বারা অনুমান হয় যে, জল ক্রমাগত আকুঞ্চিত হইয়া, ফারেন্ হাইট্ প্রায় ৩৯ অংশে চূড়ান্ত ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় ও সেই অংশের নীচে ইহা আর আকুঞ্চিত না হইয়া প্রসৃত হইতে থাকে।

প্রথমে বরফ মিশ্রণের সন্নিহিত জলকণা সকল ঘন হইয়া অধঃপতিত হয়; অধঃপতিত হইলে নিম্নের উষ্ণতর কণাসকল উত্থিত হইয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে; যতক্ষণ না বরফ মিশ্রণের নিম্নস্থ জল, ফারেন্ হাইট্ ৩৯° তপ্ত হয়, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। এদিকে আবার, বরফ মিশ্রণের উপরিস্থ জল তত শীতল থাকে না; কিন্তু বরফ্ মিশ্রণের সন্নিহিত জল চূড়ান্ত ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে, অপেক্ষা কৃত লঘু হয়; এবং লঘু হইলেই উপরে উঠে; এবং উপরে উঠিয়া উপরের তাপমানকে শীতল করে। উপরে যখন এই প্রক্রিয়া চলিতেছে, নিম্ন তাপমানের পারদ এক স্থানে স্থির থাকে! এবং যেখানে স্থির থাকে, সেটী জলের চূড়ান্ত ঘনত্ব ব্যঞ্জক-অংশ। কত তাপ জল চূড়ান্ত ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা অনেকানেক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন; তাঁহাদের পরীক্ষা ফল ঠিক এক না হউক কিন্তু গড় ধরিলে জানা যায় যে সেণ্টিগ্রেড্ ৪ অথবা ফারেন্ হাইট্ ৩৯ অংশে জলের চূড়ান্ত ঘনত্ব হয়।

জল ও জলীয় তরলের মধ্যে প্রসরণের নিয়ম স্থিরতা নাই। মনে কর যদি তাপের বৃদ্ধি ঠিক একই পরিমাণে হয়, তথাপি তাহাদের প্রসরণ ঠিক এক পরিমাণে হইবে না। জল ও জলীয় তরলের প্রসরণ একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার পর তাপ বৃদ্ধিতে ক্রমাগত অনিয়মিতরূপে দ্রুত বাড়িতে থাকে।

সেণ্টিগ্রেড্ তাপমানের ৪ অংশে জল যত ঘনত্ব ও আয়তন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে এক (১) ধরিয়া, ডেপ্রে সাহেব অন্যান্য তাপে উহার যে রূপ ঘনত্ব ও আয়তন স্থির করিয়াছেন নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

তাপ সেণ্টিগ্রেড্	ঘনত্ব	আয়তা
০°	০.৯৯৯৮৭৩	১.০০০১২৬৯
১°	০.৯৯৯৯৭২	১.০০০০৭৩০
২°	০.৯৯৯৯৬৬	১.০০০০৩৩১
৩°	০.৯৯৯৯৯৯	১.০০০০০৮৩
৪°	১.০০০০০০	১.০০০০০০০
৫°	০.৯৯৯৯৯৯	১.০০০০০৮২
১০°	০.৯৯৯৭৩১	১.০০০২৬৮৪
২০°	০.৯৯৮২১৩	১.০০১৭৯
৩০°	০.৯৯৫৬৮৮	১.০০৪৩৩
৪০°	০.৯৯২৩২৯	১.০০৭৭৩
৫০°	০.৯৮৮০৯৩	১.০১২০৫
৬০°	০.৯৮৩৩০৩	১.০১৬৯৮
৭০°	০.৯৭৭৯৪৭	১.০২২৫৫
৮০°	০.৯৭১৯৫৯	১.০২৮৮৫
৯০°	০.৯৬৫৫৬৭	১.০৩৫৬৬
১০০°	০.৯৫৮৬৩৪	১.০৪৩১০

যেরূপ লিখিত হইল তাহাতে জানা যায়, যে চূড়ান্ত ঘনত্ব প্রাপ্তির পর তাপ কমিতেই থাকুক বা বাড়িতেই থাকুক জলের আয়তন বৃদ্ধি হয় ও এই আয়তন বৃদ্ধি কোন নিয়মিত পরিমাণানুসারে হয় না। আরও জানা যায় যে, ৫ অংশ তাপে জলের ঘনত্ব যত ৩ অংশ তাপেও তত। তরলের মধ্যে যে গুলি অধিক উদ্বেয় এবং অল্প তাপে ফুটিতে থাকে, সেগুলি অধিক প্রসরণ ক্ষম, যে তরল অধিক তাপ না পাইলে ফুটে না, তাহা উদ্বেয় তরল অপেক্ষা কম প্রসৃত হয়। সুরাবীর্য্য (যাহাকে সামান্যতঃ

আরক কহে) পারদ অপেক্ষা ছয় গুণ প্রসার্য্য। তরলী কৃত বাষ্প সর্ব্বাপেক্ষা উদ্বেয়; ইহা কোন কোন স্থলে বায়ু অপেক্ষাও চারিগুণ অধিক প্রসৃত হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ঐতিহাসিক রহস্য।

প্রথমভাগ।

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত। ষ্টানহোপ্ প্রেস, কলিকাতা।

"ঐতিহাসিক রহস্য" এই নাম পাঠ করিলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, এই পুস্তকখানি কি বিষয়ক। অক্ষয় ভারতাকরে যে সকল মহামূল্য পণ্ডিত রত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা স্বর্গীয় দেবপুরুষদিগেরও বিস্ময় জনক-যাঁহারা পৃথিবী মণ্ডলে নিজ ক্ষমতায় সকল সম্প্রদায়ের বহুমাননীয় ও পূজনীয় হইয়াছেন, সেই কবিকুলের জীবনবৃত্ত পরিজ্ঞাত হওয়া অনল্প সন্তোষের বিষয়। রামদাস বাবু এই সুমহান্ অভাবের পরিপূরণ পক্ষে যথেষ্ট পরিশ্রম, উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা প্রযোজিত হইয়া স্ব প্রণীয়মান ঐতিহাসিক রহস্যের, (অনেক অংশের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন।) তাঁহার অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি বিলক্ষণ বলবতী, এবং অবলম্বিত বিষয়ে সিদ্ধি ও সাধ্যায়সী বলিতে হইবেক। তিনি এজন্য অনেক সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও যে সকল তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহামহোপাধ্যায় ইউরোপীয় ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে বহুদূর দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কৃত গ্রন্থাবলীও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এইরূপ প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিষয়ের অনুসন্ধান অনেক কৃতবিদ্যই করেন নাই। সুপণ্ডিত বিখ্যাত নামা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় পুরাকালিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের একমাত্র শরণ্য আছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সময়ে রামদাস বাবু সেই পদবী প্রাপ্ত বিষয়ে যে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইবেন, বোধ হইতেছে।

'বেদ প্রচার' বিষয়ক প্রবন্ধটী উপাদেয় হইয়াছে। রামদাস বাবু সত্যই বলিয়াছেন যে, অনেকে বেদের নাম মাত্র শ্রুত আছেন, কিন্তু বেদ কি? এই প্রকৃত তত্ত্ব এতদ্দেশীয় অনেকেই সম্পূর্ণ অনবগত। অথচ আমাদিগের সকল শাস্ত্রের মূলই বেদ। বেদ ভিন্ন কাহারই একপদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। ফলতঃ যাহাতে বেদের অনুশীলন বহুল পরিমাণে হয়, তাহার চেষ্টা করা সকল ভারতীয় সহৃদয়েরই কর্ত্তব্য। জর্ম্মানিতে বেদের প্রকৃষ্ট চর্চ্চা হইতেছে; অথচ যে ভারত সেই বেদের খনি তথায় সর্ব্ব শাস্ত্র প্রসূ বেদের সহিত অনেকেরই পরিচয় নাই। বৈদিক রহস্য কালের বৃত্তান্ত অবগত হইবার একমাত্র নিদান।

শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়ে রামদাস বাবুর অনুসন্ধান আরও বাহুল্যযুক্ত হইলে ভাল হইত। আমরা পূর্ব্বে আশিয়াটিক

সোসাইটীর পণ্ডিত বিশেষের নিকট যে বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলাম, ইহাতে তদধিক কিছুই দৃষ্ট হইল না। ভাগবতের আধুনিকত্ব অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু তৎপক্ষে প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত হইলে আশানুরূপ তৃপ্তি লাভ হইতে পারিত। তথাপি ইহার আধুনিকত্ব প্রতিপাদক প্রবন্ধ অনুৎকৃষ্ট হয় নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ। ইহাতে অনেক নূতন নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং গ্রন্থকারবর্গের কৃতগ্রন্থের আরম্ভ ও উপসংহার শ্লোকও লিখিত হইয়াছে। এই রহস্য উদ্ভেদ রামদাস বাবুর বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য দিগের মধ্যে অনেক সুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের দ্বারা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য অনল্প পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে। যথার্থ কৃতবিদ্য পরমার্থ বিদ্যা পরায়ণ অনেক লোকেই বৈষ্ণব বংশ জন্ম পরিগ্রহ দ্বারা পবিত্রিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবাচার্য্য বিশেষ কৃত তোষণী অতি প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ধর্ম্ম ও সাহিত্যাদি বিষয়ে অনেক উন্নতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য, রূপ, সনাতন প্রভৃতি মহাত্মাগণের নাম কাহারই হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইবার নয়।

হেমচন্দ্রের বিষয়ে যে মনোজ্ঞ প্রবন্ধটী দৃষ্ট হইল আমরা তাহার বিশেষ অবধানের সহিত পাঠ করিয়াছি।

হেমচন্দ্র সম্বন্ধীয় বিবরণটী অসম্পূর্ণ বোধ হইল না। রামদাস বাবুর অনুসন্ধান প্রবৃত্তি এ বিষয়ে প্রকৃত সাকল্য লাভ করিয়াছে। এই সকল মহাশয়কৃত গ্রন্থাবলীর যদি সম্পূর্ণাবয়বে মুদ্রিত হয়, তবে আনন্দের সীমা থাকে না। দেশীয় বিপুল ধনশালী মহাশয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগ করিলে পুরাবৃত্ত মিশ্রিত সাহিত্যের অজ্ঞেয়তা থাকে না। আমরা ভিন্ন দেশীয় কবি (মিল্টন সক্ষপির) দিগের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কত আনন্দিত হই; কিন্তু আমাদের দেশে যে সকল অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে আমরা সামান্য জনশ্রুতি ও কল্পনাপূর্ণ উপাখ্যানে তৃপ্তি লাভ করি; ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবেক। যদিও এই অভাব পরিপূরণের প্রশস্ত উপায় পূর্ব্ব হইতে বিঘ্ন পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তথাপি আক্লান্ত অনুসন্ধান দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক রহস্য অবগত হওয়া যায়।

নাটক বিষয়েও রামদাস বাবু অনেক লিখিয়াছেন। সাহিত্য দর্পণে কাব্য প্রকাশে ও প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থে এবিষয়ের আশানুরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। এ জন্য আমরা পূর্ব্বাচার্য্য আলঙ্কারিকগণের নিকট সম্পূর্ণ ঋণী আছি। এসকল গ্রন্থও দুষ্প্রাপ্য নয়, সুতরাং এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

দুরূহ বিজ্ঞান সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়েও রামদাস বাবুর অধ্যবসায় বিমিশ্রিত অনুসন্ধান অনেক নূতন বিষয়, জ্ঞাপন করিয়াছে। পূর্ব্বে অবনীধামে সঙ্গীত ছিল না। অনন্তর ভরত মুনি স্বর্গ লোকে

গমন করিয়া ব্রহ্মার কিকট এই সর্ব্ব মনোহারী বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই আদৌ পৃথিবীতে সঙ্গীতাচার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। বৈদিক সময়েও সঙ্গীতের বিলক্ষণ আলোচনা ছিল। সাম বেদ কেবল গেয়, ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য বেদেও স্বর সহকারে গীত হইত? সাম বেদের গেয়তাই প্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন ঋষি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এক স্থানে বলিয়াছেন যে "উদ্গীত রম্যপদ পাঠ বতাঞ্চ সাম্নাং" সামবেদই উচ্চৈঃস্বরে গীত হইত। মহর্ষি নারদ এই শাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। রাগ, রাগিণী, তান, লয় প্রভৃতির লক্ষণ সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্র সমূহে পূর্ণাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধুনা সেই নির্জ্জীব সঙ্গীত শাস্ত্রের সজীবতা সম্পাদন যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, "ঐতিহাসিক রহস্যের" সকল রহস্যই যে সম্পূর্ণ হইয়াছে, একথা বলা কঠিন। কারণ তাহার সুকর উপায় নাই। এজন্য রামদাস বাবু অনেক তত্ত্বানুসন্ধায়ীর অনুযোগ ভোগ করিতে পারেন, কিন্তু অপরিহার্য্য। ভরসাকরি সাধারণের চক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই। রামদাস বাবুর অনশ্বর কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ এই "ঐতিহাসিক রহস্য" চিরকাল সাহিত্য সংসারে সগর্ব্বে বিরাজ করিবেক। তিনি এইরূপ গত কালগর্ভ বিলীন রত্নরাজি সমাহরণ পূর্ব্বক মালা গ্রন্থন করিয়া স্বীয় বিশাল বক্ষোদেশ উদ্দীপিত করুন। তাহা হইলেই বঙ্গদেশ তাঁহার শোভায় শোভিত হইবেক। আমরা তাঁহার এই অক্লান্ত সহিষ্ণুতা সংযুক্ত অনুসন্ধিৎসার চিরকাল সকৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকিব। ভরসা করি বঙ্গের অন্যান্য ধনী সন্তান এই সুদৃষ্টান্ত দর্শনে দেশের উন্নতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবেন।

নৈষধ চরিত।

(পূর্ব্বভাগ)

মহাকবি শ্রীহর্ষ দেব রিবচিত, শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক অনুবাদিত। আমরা নৈষধের এই বাঙ্গালা অনুবাদ দর্শন করিয়া গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। মহাকবি শ্রীহর্ষ দেব যে সকল অত্যুক্তি ও অমানুষিক ভাবদ্বারা নৈষধচরিত দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা প্রায় অনেকেই জানেন! যে ভাব পাঠ করিলে, মন স্বভাবতঃ প্রফুল্ল হয়, মনোবৃত্তি সমুদায় উন্মিষিত হয়, হৃদয় কন্দর আনন্দ রসে উচ্ছলিত হয়, সৎকবি বর্গ ও পাঠক সেই ভাব নিচয়েরই পক্ষপাতী। নতুবা যে সকল ভাব ধারণ করিতে চিত্ত অবসন্ন হয়, সহজ জ্ঞান আক্রান্ত হয়, ধারণাশক্তি অসহিষ্ণু হইয়া উঠে, সে সকল ভাব কোনকালেই আদরনীয় হয় না; রুচিভেদে এইরূপ কার্য্যের আদর হয় বটে, কিন্তু তাহাও সহৃদয় সাহিত্য সমাজের চিরবিরোধী। প্রসাদগুণ প্রাঞ্জল ভাষা, স্বভাবোক্তি অলঙ্কার এই সকল কার্য্য মাত্রেরই জীবন! এই জন্যই কবি সৃষ্টি। ঐশ্বরিক সৃষ্টির সহিত সর্ব্বতোভাবে তুল্যরূপে শ্লাঘনীয় হইয়া থাকে। নৈষধের ভাব সকল কাব্যের কি রূপ উপযোগী, তাহা প্রকৃতকাব্য তত্ত্বজ্ঞ সহৃদয় মণ্ডলী অবগত আছেন। এজন্য অধিক উল্লেখ করা পুনরুক্তি মাত্র। জগচ্চন্দ্র বাবু অনেক কষ্টে দুর্ব্বোধ নৈষধের ভাব বাঙ্গালায় রাখিয়াছেন। কবিতাগুলির অনুবাদ কথায় কথায় করা হইয়াছে। এজন্য বাঙ্গলা অনুবাদটীও যে কঠিন হইবে, বিচিত্র কি? যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত দুরূহ। যাহা হউক আমরা অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যে সহজ হওয়া দুঃসাধ্য। নিতান্ত সহজ করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় ভাব রক্ষা হওয়া কঠিন? নৈষধ প্রযুক্ত শব্দাবলী ও কর্কশ। যদিচ অনুপ্রাসচ্ছটা আছে বটে, কিন্তু তাহা কবির লেখনী হইতে সহজে নির্গত হয় নাই। যাহা হউক এই অনুবাদ উচ্চদরের হইয়াছে, বলিতে হইবেক যদি অনুবাদক পরে আরও একটুকু সহজ রীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই দুর্ব্বোধ কাব্য বিষয়ী লোকের বোধ গম্য হইতে পারিবেক এ অবস্থায় সর্ব্ব সাধারণের বোধ্য হওয়া কঠিন। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হইলে সকলেই পাঠ করিতে আশা করে অতএব অনুবাদক মণ্ডলীর সেই দিকে দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়!

মৃদঙ্গ মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রণীত। প্রাকৃত যন্ত্র, কলিকাতা।

"গীতং সর্ব্ব মনোহারি সর্ব্ব মানব মোহদং" কোন আধুনিক কবি, এই কথা বলিয়াছেন। কবি আধুনিক হইলে কি হইবেক। কথাটী বড় সসার। সঙ্গীত আশ্চর্য্য মোহজনক বিজ্ঞান, এরূপ পরমাদরণীয় শাস্ত্রের যত আলোচনা হয়, ততই ভাল। সঙ্গীতই সভ্যতার প্রধান পরিচায়ক। এবিষয়ে ভারতবর্ষ অতীব প্রাচীন তম সময়ে সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে! নারদ, ভরত প্রভৃতি অদ্বিতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ মহাত্মাগণের নাম কাহারই বিস্মৃত হইবার উপায় নাই। সঙ্গীত অতি দুরূহ বিজ্ঞান, অনেক সাধনে ইহার অধিকারী হওয়া যায়। আমরা এই সময়ে এইরূপ গ্রন্থ যে রূপ উন্নত ও পরিশুদ্ধ ও সহজ সাঙ্কেতিক অবস্থায় মুদ্রিত দেখিলাম, তাহাতে গ্রন্থকার মহাশয়ের নিকট সর্ব্ব সাধারণে বিশেষতঃ সঙ্গীত পটু ব্যক্তিরা চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবেন। গ্রন্থকার একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ; তাঁহার মাননীয় অধ্যাপক মহোদয়ও এবিষয়ে প্রসিদ্ধ আচার্য্য, গ্রন্থকার অনেক সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থপাঠ করিয়াছেন। আমাদিগের সহজ জ্ঞানে এই গ্রন্থের গুণ প্রাচুর্য্য ভিন্ন অন্য কিছু দোষ লক্ষিত হইল নাই। এইরূপ বীণা বাদন প্রভৃতি বিষয়ে এতাদৃশ গুণশালী মহাশয়েরা অধ্যবসায় অবলম্বন করিলে ভারতের নির্জ্জীব বিজ্ঞান বিশেষ সজীব হইতে পারিবেক। গ্রন্থকার মহাশয় এ জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

আর্য্যদর্শন।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। নূতন ভারত যন্ত্র, কলিকাতা।

ইহা প্রকাশের পূর্ব্বে অনেক পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। আহ্লাদের প্রথম কারণ এই যে এইরূপ পত্রিকার যত বৃদ্ধি হয়, ততই ভাল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানি অত্যুৎকৃষ্ট হইবেক। যেহেতু বঙ্গদেশের চূড়াস্বরূপ কয়েকজন বিখ্যাত নামা লোক ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্য উপাধি ধারী মহাশয়েরা লেখক শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং মনোবৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি, চিন্তা শক্তি, উদ্ভাবিনী শক্তি প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বৃত্তি সমুদায় সন্তুক্ষিত হইবেক, ইহাই আশা-ছিল এরূপ আশা যদি এরূপ পত্রিকার উপরি না করা যায়, তবে কোথায় করা যাইবেব? যাহা হউক, আমরা ১ম সংখ্যায় যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে সম্পূর্ণ আপ্যায়িত হইতে পারিলাম নাই। ভরসা করি অপরাপর সংখ্যা আমাদিগকে আশাতীত সন্তুষ্ট করিবে। যে সকল মহাশয় ইহার নিয়মিত লেখক হইয়াছেন, তাঁহারা সামান্য মনোযোগ করিয়া প্রতিমাসে ২।১ পৃষ্ঠা লিখিলে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র হইতে পারিবেক। যে সকল বিষয় অনেক লেখনীর আঘাত সহ্য করিয়াছে, সে সকল বিষয় না দিয়া যাহাতে নূতন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হয়, তদ্বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনীয়।

স্থানীয়।

বিগত ৩রা জুন বুধবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় অত্রস্থ বিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীবর্গের পুরস্কার বিতরণার্থ একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে অনেক গুলিন সভ্যের সমাগম হয়। শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ মিত্র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয়কে সভাপতির আসন প্রদত্ত হইলে বিদ্যালয় সমূহের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, মহোদয় বিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক বিবরণ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর সুবিজ্ঞ সভাপতি ও বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উভয়েই ছাত্রদিগকে উপদেশ পূর্ণবক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে বালকগণের রচিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি পঠিত হইলে সভাপতি কর্ত্তৃক পুরস্কার বিতরিত হয়। বিদ্যালয়ের সম্পাদক, প্রধান, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ শিক্ষকগণ এবং বাবু শ্যামাপদ চৌধুরী, বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত এই সমস্ত মহাশয়গণ বালকদিগের রচনা ও ইংরেজী আবৃত্তির জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য সাধারণে তাঁহাদের নিকট বাধিত হইয়াছেন।

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

মাসিক পকিত্রা

১ম, পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।৷০ টাকা [১১শ খণ্ড।

বসন্ত বর্ণন।

ফাল্গুণের শেষভাগ অতিসুখকর।
দক্ষিণ পবন তাহে বহে মনোহর॥
সাগর পরশে বায়ু শৈত্য গুণধরে।
যুবক জনেরে নববলে বলী করে॥
সুখদ বসন্ত কাল সুধারস তুল্য।
উদয় হইয়া করে সকলে প্রফুল্ল।
তবে বল আজি মম অন্তর এমন,
অকস্মাৎ ছটফট করে কি কারণ?
যানবাহিগণ কেন বিরস বদন।
আস্তেব্যস্তে ইতস্তঃ করে সঞ্চারণ॥
ওকিও পার্শ্বের গৃহে হাহাকার ধ্বনি,
করিয়া কাঁদিছে কেন যতেক রমণী?
সর্ব্বনাশ, এ যে দেখি তরণি ডুবিল,
নৌকার সকল স্থান সলিলে পূরিল!
কোথা ওহে দীনবন্ধো কি দশা করিলে,
প্রথম বয়সে মরি সাগর সলিলে!
হা পিতঃ হা মাতঃ হা প্রিয়সি পতিব্রতে,
হা ভ্রাতঃ হা বন্ধো, হায় সুত আর সুতে!
জাননা তোমরা কোথা অপার সাগরে,
নিক্ষভ্রমে আসিয়া অধম জন মরে!
শূন্য পথে কেও আসি অদৃশ্য আকারে,
সাহসে করিতে ভর বলিছ আমারে?
ঈশ্বরের লীলা বল কে বুঝিতে পারে!
অবশ্য কর্ত্তব্য যত্ন দেহ রক্ষিবারে।
অদূরে সাগরকূল শরীর সবল,
সন্তরণে সাহস না করি কেন বল?
কাষ্ঠের ফলক যাহা ভাসিছে নিকটে,
ধরি উহা সন্তরণ করি যাহা ঘটে।
সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি বলে,
যদি এ অধম পুনরায় উঠে স্থলে;
শুনিয়া তথায় পুন গান মম মুখে,
দোষাদোষ পাঠক ধরিহ তবে সুখে।
আর যদি বলহীন হয়ে এই দাস,
অতল সাগর মধ্যে লয় নিদ্রা বাস;

আত্মীয় স্বজন হীন বিদেশে বিজনে,
মরিল এজন বলি রেখ যেন মনে ॥

এ যে দেখি বালুকা পূরিত সিন্ধুতীর,
অদূরে উথলে ঘোর লবণাক্ত নীর।
অলস অবশ অঙ্গ উঠিতে না পারি ;
আপনি আপন দেহ জ্ঞান করি ভারি।
স্বতেজ সালক্ত বর্ণ কোথায় আমার,
পাংশুবর্ণ হইয়াছে সমস্ত আকার ?
উজ্জ্বলতাহীন ত্বক্ কি হেতু নিস্নেহ,
কুঞ্চিত এরূপ কেন হইয়াছে দেহ ?
হয়েছে হয়েছে মম স্মরণ এখন,
জলমগ্ন হইবার এসব লক্ষণ।
এ দেখি অদৃষ্টপূর্ব্ব সমুদ্রের তট,
দুর্গম সুন্দরী বন নহে অনিকট ;
এখনি বিকটাকার ব্যাঘ্রের বদনে,
পড়িয়া দেখিতে হবে শমন ভবনে।
পলায়ে যেরূপে পারি পাইতে নিস্তার,
দেহেতে এরূপ বল নাহিক আমার।

মহাপুর অস্থিচর্ম্ম মাংসেতে নির্ম্মিত,
সে পুরির নবদ্বার আছে সুবিদিত ;
পুরিমধ্যস্থলে পুরুষাত্মা নাম ধর,
অধিষ্ঠাতা দেবতুল্য থাকে নরবর।
পরস্পর বিরোধী সচিবদ্বয় তাঁর,
প্রজ্ঞা আর মনোবৃত্তি নাম সে দোঁহার।
কাম ক্রোধ আদি করি রিপু ছয় জন,
সতত সে মহাপুর করে আক্রমণ ;
প্রজ্ঞা-মন্ত্রি-বশ আত্মা রাজা হন ভবে,
নির্ব্বিঘ্নে শাসেন রাজ্য দমি শত্রু সবে ;
মনোবৃত্তি বশ যবে সে পুরুষ হন,
অবাধে প্রবেশে সেই পুরে রিপুগণ।
অসহায় প্রজ্ঞা অতি শীঘ্র পায় নাশ,
পাপে পরিপূর্ণ করি নাশে রাজবাস।
দর্শন লালসা মনোবৃত্তি পটুতর,
কুহকে ভুলায়ে আত্মা রাজের অন্তর,
পুর হতে পূজ্য-প্রজ্ঞা মন্ত্রীরে তাড়ায়ে,
আনিল সাগরে মোরে ভেলায় ভাসায়ে।
হায় ভেলা ভিন্ন আর কি বলি তাহারে,
দীপ নির্ব্বাণের বায়ু ডুবায় যাহারে ?

হায় কেন বামন হইয়া হীন আমি !
ধরিতে বিস্তারি বাহু সরোজিনীস্বামী?
যে অধম দেশেতে এরূপ জলযান,
বাহক দুর্ব্বল পোত প্রেরণে অজ্ঞান,
জলপথে ইচ্ছিনু ভ্রমিতে কোন্ লাজে ?
সাগর দর্শন কভু এদেশে কি সাজে !
শুনিয়াছি অন্যান্য দেশীয় লোকগণ,
সুখেতে সতত করে সাগরে ভ্রমণ।
কেননা ভ্রমিবে তারা সলিলে নির্ভয়,
নাবিক বিদ্যায় যারা সুদীক্ষিত হয় ?
হৃদয়-মন্দির যবে দুঃখানল দহে,
আপন দেশের দোষ কেনা বল কহে ?
কোথায় সবল পোত শোভার আধার,
কোথা এই হীন নৌকা পত্রপুটাকার ?
হেরি যে পোতের শোভা এদেশের যত
অট্টালিকা লাজে করে শির অবনত ;
কাষ্ঠময় দেহের দৃঢ়তা দেখি যার,
আমাদের দুর্গদল ত্যজে অহঙ্কার ;
সে পোতের সহ বল নিলাজের প্রায়,
কেমনে এ তরি আমি তুলি তুলনায় ?
প্রসুপ্ত পবন, স্থির প্রচেতা থাকিলে,
এ তরি নিমগ্ন হয় সামান্য সলিলে ;
আর দেখ তাহাদের পোত উচ্চ শিরে,
সহজে চলিয়া যায় নানা মত নীরে ;

প্রণয়িণী তটিনীর সঙ্গ লাভ পেয়ে,
প্রমত্ত সাগর যথা প্রেমমধু খেয়ে,
কোপে আস্ফালন করি ঘোর কোলাহলে;
অচেতা পরাস্ত যথা প্রভঞ্জনবলে ॥
সে সকল স্থানে তাহাদের পোতচয়,
এককালে বরুণ পবন বেগ বয় ॥

যাক এ সকল ভাবি কি হবে এখন ?
ভাবিয়া না পাই কিসে রাখিব জীবন।
দেহ ক্ষীণ তাহে পুন শীত ভয়ঙ্কর,
উত্তর পবনে অঙ্গ কাঁপে থর থর ;
ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় হইতে যায় জ্ঞান,
কষ্টের নাহিক শেষ বুঝি যায় প্রাণ।
কাল সম সন্ধ্যা দেখি সম্মুখে উদিত !
করালকবল ব্যাঘ্র প্রায় উপনীত।
বিপদের এক শেষ কিসে মুক্তি পাই।
ঈশ্বরের কৃপা বিনা আর গতি নাই।
ভ্রমবশ হয়ে দেব পেয়েছি এ গতি,
কৃপাকর কৃপাময় করি এ মিনতি
সাগর সলিল মাঝে ও আলোক কার ?
হবে বুঝি উহা কোন আগত নৌকার !
আলোকের অর্চিরাশি দেখি বৃদ্ধি পায়?
নাবিকের গীত মন্দ মন্দ শোনা যায়।
এ যে দেখি সম্মুখে তরণি উপনীত,
যাত্রিগণ মোর প্রতি দয়াযুক্ত চেত
হয়ে দেখ যান পৃষ্ঠে তুলিলা আমারে,
উত্তপ্ত করিছে অঙ্গ জ্বলন্ত অঙ্গারে।
দুগ্ধ পান করি দেহে পাইলাম প্রাণ,
শীতের সমতা নহে তনু কম্পবান্।
সকলি ঈশ্বর ইহা তোমার মহিমা,
অধম এজন তার কি করিবে সীমা।
অনাদি অনন্তদেব বেদে যারে কহে,
তিনি ভিন্ন দেব শব্দ বাচ্য কেহ নহে।
অসীম ব্রহ্মাণ্ড দেব তোমার সৃজন,
তোমার কৃপায় আজি পাইনু জীবন।
শরীরের গ্লানি যত হইয়াছে দূর,
আকর্ষে সুনিদ্রা পত্র চক্ষের প্রচুর।
ক্ষণেক পাঠক বৃন্দ অবকাশ দেহ,
বিশ্রাম করিব কোপ না করিহ কেহ।
বিরামদায়িনী নিদ্রা দেবীর কৃপায়,
ক্ষণমাত্রে শরীরের শ্রম দূরে যায়।
অঙ্গের আবল্লি আর নাহিক এখন,
দেখিতে স্বভাব করি বাহিরে গমন।
এ যে দেখি সুন্দরীরবনপূর্ণ তীর,
পবনের বেগে ব্যাকুলিত নহে নীর।
কোথা সে সাগর যার, প্রভঞ্জন বলে,
মুহুর্মুহুঃ সমুত্থিত দেখি ঊর্ম্মি দলে।
অহঙ্কার ত্যাগ করে যত উচ্চ শির,
বঙ্গবাসী দেব স্থান প্রশস্ত মন্দির ?
গুরুপদে নত বিন্ধ্য শৈলাবলি প্রায়,
ধবল সৈকত স্তূপ নিচয় কোথায়।
তলদেশ অবিরত ঊর্ম্ম্যাঘাতে যার,
স্থানে স্থানে হইয়াছে গুহার আকার ?
তবে বুঝি কোন ক্রমে আসিয়া নিশিতে
প্রবেশ করেছে পরে পূর জাহ্নবীতে।
কি আশ্চর্য্য বিধাতার কীর্ত্তি চমৎকার ;
ঘটনার মর্ম্ম বুঝে সাধ্য হেন কার !
অকস্মাৎ তলভগ্ন তরণি ডুবিলে,
ভাসিলাম নিরাশ্রয় সাগর সলিলে ;
কাষ্ঠের ফলক আসি আপনি যুটিল,
অজ্ঞান দশায় মোরে তীরেতে তুলিল ;
বিজন সাগর-তীর ভয়ানক স্থান,
পড়িয়াছিলাম তথা ওষ্ঠাগত প্রাণ ;
যানবাহিগণ পোত তথায় আনিল,
সদয় হৃদয়ে মোরে তাহাতে তুলিল ;

করাইয়া তৃষ্ণাতুর-জনে দুগ্ধ পান,
অগ্নির উত্তাপ দিয়া বাঁচাইল প্রাণ।
এ সকল ক্ষণকাল ভাবিলে অন্তরে,
অবশ্য বলিতে হয় অদৃষ্টেতে করে।
আলসে অদৃষ্ট ধরে যদি কেহ কন,
তাঁহার নিকটে মম এই নিবেদন ;
অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য, ললাট লিখন,
স্থান ভেদে নাম ভেদ করেন সুজন ;
অনিবার্য্য বেগে যেই ঘটনার ক্রম,
মানবের মনে তোলে নানামত ভ্রম।
বিচক্ষণগণ যারে নানা নামে কন,
অদৃষ্ট বলিল তারে অধম এজন।

ন্যায়ের বিচারে কার্য্য নাহিক এখন,
বিহগ নিনাদে কিবা পূরিল কানন !
নানাবিধ সুমধুর কলকল স্বরে,
প্রভাত সূচক গান দ্বিজদল ধরে।
আহা কিবা প্রাচী-ধনী সুমধুর হাসে,
বদন কুঙ্কুম প্রভা গগনে প্রকাশে।
সুগন্ধ মলয় মন্দ সমীরণ বহে,
সকল স্বভাব দেখি প্রভু গুণ কহে !
জীবের প্রধান মোরে করিল যে জন,
আমিও মহিমা তাঁর করিব কীর্ত্তন।
হে দেব পরম ব্রহ্ম করুণা নিধান,
অনাদি অনন্ত দেব, করি কৃপাদান,
সবল করহ এই অজ্ঞান জনার
মৃত্যুশীল নরজিহ্বা, করিতে প্রচার
অপার মহিমা তব, এই ধরাতলে ;
ভক্তি রসে যে মহিমা গন্ধর্ব্ব সকলে
বান্ধিয়া সুবর্ণ বীণা প্রফুল্ল অন্তরে,
ভুবনমোহন সুরে অমর নগরে,
বেড়িয়া তোমারে করে সদাতন গান,
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তিমান্।

তুমি হে সকল তাত জগত কারণ,
বোধাগম্য তুমি ! তব মহিমা বর্ণন,
সহস্র সহস্র বর্ষ বসি এক মনে,
যোগিকুলারাধ্য যোগি-শ্রেষ্ঠ যোগিগণে
করিতে না পারে কিছু, আমি দুরাচার
অজ্ঞান হইয়া বল কি বলিব তার ?
নিরাকার তথাপি সাকার সর্ব্বক্ষণ,
নদ নদী চরাচর তারা অগণন,
পশুপক্ষী আদি নর নারী সর্ব্বজন
দিবা নিশি করে তব গুণ সংকীর্ত্তন,
আপন আপন স্বরে, পূত প্রেমভরে।
স্ফুট বা অস্ফুট কিম্বা মদকলস্বরে !
হে পিতঃ তোমার মায়া কে বুঝিতে পারে
বেদব্যাস কত কাল ভাবিয়া তোমারে
বুঝিতে না পারি তব মায়া হে অপার
পরিশেষে ত্যজিলেন অপূর্ব্ব সংসার।
আবৃত সন্দেহজালে, মানবের জ্ঞান,
না যায় তোমার কাছে, মায়ার নিধান
বোধাগম্য তুমি ! (যদি হয় হে কখন
মহতের সহ তুলে যোগ্য নীচ জন)
মহাবল প্রবল বিপক্ষদল প্রতি,
ভীষণ দুর্গম দুর্গ অগম যে মতি।
সরস বসন্তকালে সুগন্ধ-বাহনে
শীতল মলয় মন্দ মরুতের সনে,
সৌন্দর্য্য তোমার তাত শান্ত শক্তিময়,
বিনোদ বিশ্বের মাঝে বিরাজিত হয়।
কুসুম কানন সব বিকসিত মুখে,
তবগুণ গান করে সদা মন সুখে।
বসন্ত হইলে অন্ত নিদাঘ প্রকাশে,
প্রবল পবন সহ মেঘ ময়বাসে,
উঠহ অম্বর-পথে, ঘোর কলেবর
ভয়ঙ্কর মেঘদল, সভয় অন্তর,

প্রণমি চরণে তব, গভীর গর্জ্জনে
তোমার উদয় কহে ত্রিজগত্ জনে।
সে কালে হে তাত তব স্বর ভয়ঙ্কর,
বজ্রাগ্নি, অশনি ইরম্মদের ভিতর
শুনি ভীত হয় নর ; যত গিরিগণ
প্রতিধ্বনিরূপে গুণ করে সংকীর্ত্তন।
তব তেজে তেজোময় হইয়া তপন,
ধীরা ধরাতলে করি অংশু প্রসারণ,
উত্তাপে অধীরা করে ; না জানি কেমন
জ্যোতির্ম্ময়, সৃষ্টি তার করিল যে জন।
সুন্দর সৌন্দর্য্য তব শরদাগমনে,
সমুদিত হয় নাথ এই ত্রিভুবনে ;
নিয়ত নীরদনীর পড়িয়া ধরায়
বসুধার শ্যাম অঙ্গ শস্যেতে সাজায়,
জানাইতে জীবদলে আনন্দ সময়—
জীব জয়ধ্বনিতে জগত্ পূর্ণ হয়।
প্রকাশি মহান্ ভাব শীতের উদয়ে,
ঢাকয়ে ধরণীতল তুষার নিচয়ে
কুজ্ঝটিকা ভেদ করি ভাস্করের করে,
তোমার করুণা তাত কহে যত নরে।
এ সব গৌরবময় তোমার সৃজন,
সর্ব্বশক্তিমান্, তাত মঙ্গল কারণ,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড এই তোমার গঠন,
অসীম সৌন্দর্য্য যুত অপূর্ব্ব এমন।
তুমি গো আপনি তবে অপূর্ব্ব কেমন
থাকহ সতত, মানব অদৃশ্য হয়ে,
কিম্বা দৃশ্যমান আপন সৃজন চয়ে ;
হে প্রভো পরম ব্রহ্ম পুরুষ প্রধান,
বর্ণিয়া স্বভাব করি তব গুণ গান,
এইরূপ আশা বড় হইয়াছে মনে ;
শকতি নাহিক কিছু সে আশা পুরণে।
তবে যদি প্রভু তব কৃপাদৃষ্টি পাই,
তোমারি বলেতে তব দেবগুণ গাই।

মনের উল্লাস দেব সাধন করিতে,
আহ্বানি উদয় করি সখাবরে চিতে ;
ইথে অপরাধ মম নাহবে কখন ;
এ কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যতন।

প্রার্থিত হয়েছি বড় বৎসর বর্ণনে,
দোষ হয় পাছে করি এই ভয় মনে ;
বসন্ত বর্ণিব অগ্রে ইচ্ছা অতিশয়,
হও ওহে সখা তুমি হৃদয়ে উদয়।
কহি সত্য কথা, আমি না করি মনন,
যদিও অক্ষম, লতে সুর পুরাতন ;
কারণ প্রাচীন যত কবিকুলেশ্বর
ধরিলেন গান কালে যে প্রকার স্বর
আছে বটে সে স্বরের মাধুরী সুন্দর ;
ব্যাসেরে কর্কশ বলে কেবা হেন নর ?
কিন্তু সেই স্বর আমি ধরিব কেমনে ?
এক সুর সদা নাহি তোষে স্রোতাগণে !
সে কারণ প্রাণসখা সত্বরে আসিয়া।
বল দেহ মোরে বাক্যমধু বরষিয়া ;
কিম্বা কোন রূপে দেহ আমার অন্তরে
উঠিতে উৎসাহ করি তব মধুস্বরে।
সে স্বরে শ্রবণপথে হইলে উদয়,
গাবে এজনের মন হইয়া নির্ভয়।
তুষিতে তোমারে করি চেষ্টা আপনার,
যদিও না পারি দিতে তব স্নেহধার।
ওহে সখা সদা তুমি হও সেই জন,
যার পূত প্রেমডোরে বদ্ধ সদা মন।
পারি কি ভুলিতে সেই ভীষণ সময় ?
যবে এ অন্তর ছিল সদানিষ্ট ময়,
স্বভাব-সুলভ সেই বাল্যের চাপল্য,
স্মৃতিপথে আছে যেন ঘটিয়াছে কল্য।
পর অনিষ্টের চেষ্টা ছিল সর্ব্বক্ষণ,
প্রিয় সঙ্গী ছিল যত দুরাচারগণ,

সে কালে হে সখা তব না পাইলে সঙ্গ,
ভাসিত সদাই পাপসাগরে এ অঙ্গ।
তুমি হে সে জন যেবা আসি সে সময়ে,
প্রকাশিয়া স্নেহময় পবিত্র প্রণয়ে,
কুপথ হইতে ক্রমে করিয়া বিমুখ,
দেখালে অধমে তব সঙ্গে কিবা সুখ ?
নিয়ত রাখিয়া সঙ্গে স্নেহের সহিত,
করিলা হে কাব্যশাস্ত্রে প্রথমে দীক্ষিত ;
উৎসাহ প্রদানে পরে বাড়ালে সাহস,
গাইতে আপন স্বরে সুধাকাব্য রস ;
হিংসাশীল জন হতে রক্ষিলা যতনে,
জগতে মহত্ত্ব তব প্রকাশের মনে।
আরণ্য বিহঙ্গ ধরি, স্বভাব চঞ্চল,
সুবর্ণ পিঞ্জরে রাখি সদত বিরল,
স্নেহের সহিত দিয়ে খাদ্য নানা মত,
রোগ হতে রক্ষা করি যত্ন নিয়ে কত,
তুষিতে তরল স্বরে শ্রোতার শ্রবণ,
শিখায় মধুর গীত যথা নরগণ।

———

দেখ মন্দ পদে শীত কুজ্ঝটিকাময়,
এদেশ হইতে ক্রমে অন্তর্হিত হয় ;
তুষার বসন পরি ধরি ভীমবেশ,
ধরার উত্তর খণ্ডে করে হে প্রবেশ।
শৈত্যশক্তিময় ধনুরাশি ত্যাগ করি,
পড়িল মকরে রবি ফুল্ল ভাব ধরি।
কম্পাকর উত্তর পবন নাহি আর ;
দক্ষিণ মরুত মন্দ হইল সঞ্চার।
ভাস্বর ভাস্কর করে উজলিল দেশ ;
উথলিল নর মনে আনন্দ অশেষ॥

———

এস এস ঋতুরাজ বসন্ত সুন্দর,
আইস লইয়া তব যত সহচর !
শীতের হইল শেষ তব আগমনে ;
আনন্দ উদয় হল জীবগণ মনে।
ডাক হে তোমার যত কোকিল কলাপে,
তুষিতে নরের মন মধুর আলাপে ;
সত্বরে ডাকিয়া আন যতেক ভ্রমরে,
করুক মধুর গান গুণগুণ স্বরে ;
মনোহর চারি পক্ষ নাড়িয়া নাড়িয়া,
ফুল হতে ফুলান্তরে বসুক উড়িয়া ;
লইয়া আইস তব খঞ্জনী খঞ্জন,
নাচিয়া করিতে নর জড়তা ভঞ্জন ;
আনহ তোমার যত মন্দ গন্ধবহ,
আনন্দিত করুক জীবেরে অহরহ ;
স্নিগ্ধতর মনোহর সরোবর জলে,
প্রস্ফুটিত কর তব কোমল কমলে ;
প্রফুল্লিত কর তব কুসুম কাননে,
সুগন্ধ করুক দান বিকচ বদনে ;
ফল ফুলে পরিপূর্ণ করি সর্ব্ব দেশ,
ধরাও ধরণীতলে বিবাহের বেশ ;
সবারে ডাকিয়া তুমি কর একস্থান,
একত্র করিয়া কর বিভুগুণ গান।
জয় বিভু বিশ্বকর প্রভু সনাতন !
জয় বিশ্ববিধায়ক নিত্য নিরঞ্জন !
জয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময় জগতনাশন !
জয় জয় জগদীশ অধম তারণ !
জয় সত্য আদিরূপ জগতের পতি !
জয় জয় জগন্নাথ জগজ্জন গতি !

———

বসন্ত তপন ! তুমি ভুবনমোহন !
উল্লাসিত কর এবে যতেক সুজন !
ভেদক্ষম অংশু মালা করিয়া বিস্তার,
সজীব করহ যত উদ্ভিজ্জে ধরার।
গভীর অদৃশ্য স্থানে যে অঙ্কুরচয়,
বিজন ভবনে মাত্র জীববান্ রয়,

সবল করহ সবে তব কর বলে,
পরিণত হতে পত্র কুসুমের দলে।
ঋতুকুলেশ্বর ! তব অনিলের গুণে
পূরহ পাদপ দলে পল্লব প্রসূনে।
সরস প্রান্তর, আর প্রশুষ্ক শিখর,
তব আগমনে হয় নানা রঙ্গধর,
হরিদ্রা পাটল আর শ্যামল সুন্দর,
বিশেষে হরিত্ ঋতুরাজ প্রিয়তর !
মুঞ্জরে বিটপী গুল্মলতা বন বালা ;
পরে হে প্রথমে তারা পত্রাঙ্কুর মালা,
ক্রমে ক্রমে পরি পরে পল্লব বসন,
হাসে হে নিকুঞ্জ পুঞ্জ প্রকাশি বদন।
নানা জাতি কুসুমের শোভা চমৎকার ;
বধূ বালা গলে যেন রতনের হার !
সে সব প্রসূন মাঝে মুকুল দশায়,
আছে হে বাঞ্ছিত ফল দেখা নাহি যায়।
মধুর রুচির কান্তি শোভার আকর,
ঋতু কুলেশ্বর মধু ঋতু নামধর,
সমাগত বৎসরের ভাগ শ্রেষ্ঠতম,
সমুজ্জ্বল শোভাময় পূর্ণচন্দ্র সম।
প্রবাল স্তবকে তাম্রবর্ণ বাস পরি,
ধরণী কুসুম রত্নে আভরণ করি,
বিবিধ বিহগ নাদ সুমধুর স্বরে,
হাসিয়া সম্ভাস পতি ঋতুরাজে করে।
যথা সতী পতিব্রতা হাসিয়া হাসিয়া,
সম্ভাসে প্রবাসি-নাথে নিকটে পাইয়া !

———

হে বর্ষ ভূতলে যাহা হিন্দুর আলয় !
ভরত হইতে নাম ভারত উদয় !
বল কি সাহসে এই অজ্ঞান অধম,
বর্ণিতে বসন্ত তব হইবে সক্ষম ?
সুপ্রশস্ত স্থল ! বল সৌন্দর্য্য তোমার,
বিস্তারি বর্ণিতে বর্ণে সাধ্য আছে কার ?
আছে কি তোমার পৃষ্ঠে জীবিত এখন,
তব পূর্ব্ব কবিদল তুল্য কবিগণ ?
পারে কি অধম আজি ভুলিতে এস্থ ল,
তব পূর্ব্ব গত সে পূজিত কবিদলে ?
হায় রে এজন পূর্ণ প্রশস্ত ভারত,
হইয়াছে জন শূন্য মরু স্থান মত,
যে কবি, যে বীর, আর বুধগণাভাবে,
আর কি মানবলীলা তাহারা দেখাবে ?
কোথায় ভারত ভূমি বাল্মীকি তোমার,
কবিকুল পিতামহ স্রষ্টা কবিতার ?
সুধীকুল সুরব্যাস সর্ব্বজ্ঞ সুধীর,
দর্শনে বিবিধ দর্শি বিচারে সুস্থির ;
মধুময় কবিতা পঙ্কজে দিনকর,
ভারত যাহার কীর্ত্তি খ্যাত চরাচর ?
ভবভূতি শ্রীরাম চরিতাবলি যার,
রস পূর্ণ হেতু প্রিয় রসজ্ঞ সবার ?
শ্রীহর্ষ জগৎ হর্ষ রত্নাবলী যার,
নটীকণ্ঠে শোভে যথা রত্নাবলী হার ?
কবিকুল চূড়ামণি কোথা কালিদাস,
হৃদি যার সদা ছিল নবরসাবাস,
ভাবের মাধুর্য্য আর সুপদ বিন্যাস,
অধিক অধম আর কি করি প্রকাশ।
অতুল্য তাঁহার শকুন্তলা মধুময়,
স্বভাব সৌন্দর্য্য কোষে দ্বার সম হয় ?
মুরারী শ্রীবানভট্ট মাঘকবিবর,
ভারব্যাদি কোথা যত কবি-কুলেশ্বর ?
মধুর কোমলকান্ত পদাবলি যার,
কোথায় সে জয়দেব ভারত তোমার।
হে ভারত তব ঋতু সমাগম বেশ,
পূতকবিদল মিলি গাইল বিশেষ,
অজ্ঞান একাকী আমি কি রূপ করিয়া,
বর্ণিব বসন্ত তব সাহসী হইয়া ?

অসমর্থ আপনার বুঝিয়া বিশেষ,
বর্ণিবারে ইচ্ছা মাত্র করি একদেশ।
জগতের শব্দ কোষ রূপেতে বিদিত
যে স্থান, বর্ণিতে তাহা ইচ্ছা করে চিত।
বঙ্গের বসন্ত শোভা বর্ণিব প্রথমে,
উত্তর পশ্চিম মুখে পরে যাব ক্রমে,
সুভগা জাহ্নবী জল স্রোত অনুসারি,
উত্তরিতে হৈমবতে ইচ্ছা মনে করি।

সুখদ স্বভাব প্রিয়তর স্থল তুমি,
পরম ঈশ্বর, তব, ওহে বঙ্গভূমি!
নানাবর্ণ শস্য পূর্ণ প্রান্তর নিচয়ে,
বিতরেণ কৃপা তাঁর প্রসন্ন হৃদয়ে।
তাঁহারি প্রসাদে পার দিতে সর্ব্ব ফল,
কামধৃক সম, যাহা জগতে বিরল।
স্বর্গপুর সমাগম সোপান সমান,
শৈলশ্রেণী যদিও না আছে বিদ্যমান।
অভ্রভেদী হৈমবত তুঙ্গ শৃঙ্গগণ,
কন্দর তমসা বাস ভীষণ দর্শন,
প্রতপ্ত বালুকাময় প্রশস্ত প্রান্তর,
মহাশব্দে নিপতিত নির্ঝর নিকর,
শৈলময় সাগরের ভীম তটচয়
আঘাতিত ঊর্ম্মিদলে নিদাঘ সময়,
পর্ব্বতকে ভগ্নস্রোত বক্রগা তটিনী
প্রবাহিত বেগবলে সদা কল্লোলিনী,
যদিও ইত্যাদি নানা ভয়ঙ্কর বেশে,
স্বভাব সজ্জিত নহে তব পৃষ্ঠদেশে,
শস্যময়ী বঙ্গভূমি তথাপি তোমার,
বর্ণিতে স্বভাব শোভা সাধ্য আছে কার?
পূর্ব্ব পার্শ্বে আছে যে সাগর সুবিস্তার,
বঙ্গভূমি হতে বঙ্গ উপাধি যাহার,
ভয়ঙ্কর ঊর্ম্মিদল পর্ব্বত আকার,
দিবানিশি ঘোর রবে উঠে অনিবার।
অতল জলধি জল নীল নিভাধর,
পার তার নাহি হয় নয়ন গোচর!
উঠিলে আকাশে রবি মস্তক উপরে,
পবনে চালিত সিন্ধু কিবা ভাব ধরে।
অদূরে রজতকান্তি কুজ্ঝটিকাচয়,
মধ্যাহ্ন রবির করে প্রভাযুক্ত হয়।
শীতরশ্মি সুধাংশু উঠিলে নভদেশে,
সভয়েতমস্ যবে কাননে প্রবেশে।
ত্রিভুবন সমাচ্ছন্ন যথা অন্ধকার,
শশিকরযোগ ত্যজে নিবিড়তা তার;
শরীর প্রফুল্ল কর পবনের বলে,
ফেণা তুলি সাজাইছে সিন্ধু বক্ষঃস্থলে।
অপার অর্ণবোপরি পোতদীর্ঘতর,
চলিছে পবন বলে অতীব সত্বর।
বিগানে পতাকাবলি দোলে চমৎকার;
সপর্য্যায়ে নতোন্নত অগ্রভাগ তার,
সম্মুখে পোতের কত ফেণোদ্গম হয়;
পশ্চাতে আবদ্ধমালা শ্বেত বীচিচয়।
গ্রীবাভঙ্গে অভিরাম যথা হয়েশ্বর,
ছুটিলে বসুধাপৃষ্ঠে অতি শীঘ্রতর।
সলাল বিবৃত মুখ শ্রমেতে তাহার,
করে বহু শ্বেতবর্ণ ফেণার উদ্গার;
চলিত পবনবলে অগ্র শিখাচয়,
পশ্চাতে প্রঘূর্ণমান ধূলার উদয়;
সুন্দর সমুদ্র চর বিবিধ বিহঙ্গ,
সাগর সলিলোপরে করে নানা রঙ্গ।
সহসা উন্নত শির ঊর্ম্মি উচ্চতর;
উত্থিত সাগর দেহে দেখিতে সুন্দর;
যথা দীর্ঘ তরুবর পার্শ্বচয় তার,
শীত সমাগমে পরে তুষারের হার;
পবন আঘাত হতে যত ফোনাচয়,
চতুর্দ্দিক্ ব্যাপি পরে নিপতিত হয়;

ক্রমশঃ

বঙ্গমহিলা।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

কিন্তু স্বামি-বিয়োগ দুঃখ এবং স্বভাবের নিয়ম অতীব পীড়াদায়ক না হইলে হিন্দু বিধবাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত দুঃখকর বোধ হয় না। তাঁহাদের অভাব স্বল্পতা হেতু ইচ্ছা করিলে অনেক সময় জ্ঞান ও ধর্ম্মোপার্জ্জনে নিয়োজিত করিতে পারেন। প্রকৃত তালিকাভাবে আমরা এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থূল সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি পুরুষ ও সধবা রমণী অপেক্ষা বিধবাগণ পীড়ার যন্ত্রণা অল্প সহ্য করেন এবং দীর্ঘজীবী। তাঁহাদের নিয়মিত আহার বিহার ইহার হেতুভূত বলিতে হইবে কেননা কাল্পনিক সুখাশয়ে তাঁহাদিগের সাস্থ্য বিনাশ হয় না। সধবাদিগের অন্যান্য সুখ থাকিলেও ভোগ্য হয় না। উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে স্বামি পুত্রদিগকে অংশ প্রদান না করিয়া নিজে গ্রহণ করিতে পারেন না।

এতদুল্লেখে আমরা বিধবাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না তাঁহাদের দুঃখে আমরা উদাসীন নহি এবং তাঁহাদের পুনরুদ্বাহে আমাদের আহ্লাদ হয়। কিন্তু আমাদের মতে বিধবা বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবেন না অথবা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত কাহার বিশেষ চেতন করিতে হইবে না। স্বভাবের গতি কে রোধ করিতে পারে। দেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইলে বিধবা বিবাহ অগ্রেই প্রচলিত হওয়া উচিত, কিন্তু বঙ্গে সে অভাব এখনও হয় নাই। সেই নিমিত্ত অগ্রে দেশের ধন ও শস্যশালিনী শক্তি বৃদ্ধি ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত না হইলে বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। যে তাবৎকাল পর্য্যন্ত সে অবস্থা না হয়, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী যে রূপ অবিচ্ছেদ বৈধব্য যন্ত্রণা সম্ভোগ করেন স্ত্রীর মৃত্যুতেঁ স্বামীরও সেইরূপ করা উচিত তাহা হইলে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট নাই। আধুনিক সুবিখ্যাত ফরাশীস দার্শনিক কোমত বলিয়াছেন দম্পতীর একের মৃত্যুতে অপরের বিবাহ করা উচিত নহে। হিন্দুগণ নিতান্ত স্বার্থপর: রমণী ক্লেশ সহ্য করুক আপনি গৃহ-শূন্য হইবামাত্র বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

পূর্ব্বে গৃহিণীগণের কিঞ্চিৎ আদর এবং বধূ ও কন্যাগণের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছিল, কিন্তু এক্ষণে ক্রমে সে ভয় অন্তর্হিত হইতেছে।

এইরূপ সুখ দুঃখ সম্ভোগ করিতে করিতে জীবন শেষ হয়। জন্মকালে জনক জননী কোন আহ্লাদ চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। বয়ঃপ্রাপ্তে স্বামী বাহ্য জগতের সহিত কোন সংশ্রব রাখিতে দেন নাই মৃত্যুতেও কেহ দুঃখ করেন না। তাঁহার অকপট পতি-ভক্তি, তাঁহার পবিত্র প্রণয় তাঁহার অতুল অপত্য-স্নেহ তাঁহাতেই লীন হয়। সধবা হইলে ভাগ্যবতী পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে স্বামি-পুত্র রাখিয়া স্বর্গ গেলেন বলিয়া পরিজনেরা একবার

সুখ্যাতি করিলেন প্রতিবেশিনী তাহার অদৃষ্ট প্রার্থনা করিলেন। বিধবা হইলে "হাড়জুড়াল" বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন। মৃত্যুতে কন্যা ভিন্ন কেহ এক বিন্দু অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করেন না। কৃতজ্ঞ পুত্র থাকিলে বৎসরান্তে এক এক বার স্মরণ করিয়া থাকেন ও তাহা এক্ষণে অলক্ষিত হইতেছে।

এতক্ষণ বঙ্গমহিলার জীবন বৃত্তান্ত শেষ হইল, যদিও প্রবন্ধাধিক হেতু এবং বৃথা প্রসঙ্গে আপনারা বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গমহিলার অনুরোধে আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে হইবে।

বঙ্গমহিলাগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার নিমিত্ত এক্ষণে অনেকে সযত্ন। ইচ্ছামত কার্য্য করিতে না পারিলে গৃহিণী যখন অভিমান করেন তাহা মোচন করিতে ভর্ত্তার আয়াস পাইতে হয়। জীবমাত্রে যখন স্বাধীনতা-প্রিয় তখন রমণীগণ যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন তাহা বাঞ্ছনীয়। বশীভূত বলিয়া ঈশ্বর প্রদত্ত সম্পত্তিতে বঞ্চিত করা উচিত নহে—কিন্তু পরাধীন দেশের স্বাধীনতা শব্দের অর্থ কি তাহা আমরা সহসা অনুমান করিতে পারি না। যদি বিবেকাদেশানুরূপ কার্য্য করা স্বাধীনতা হয় তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের মহিলাগণ সে সুখে বঞ্চিতা নহেন। রমণী প্রকৃতি দর্শনে প্রতীয়মান হয় যে কেহই তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে সক্ষম নহেন। স্বামীর কথাই নাই। সদভিপ্রায়ে প্রয়োজন বশতঃ তাহার আরও বৃদ্ধি করিলেও করিতে পারেন। গঙ্গাতীর ও তীর্থস্থান সমূহে একবার কোন পর্ব্বোপলক্ষে গমন করিলে কে বলিতে পারে বঙ্গ রমণীর স্বাধীনতা নাই। রমণী সমাজ পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র থাকিলে স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করত ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত করিতে পারিলে কাল্পনিক উন্নতির আশয়ে আপাততঃ সমাজের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিবার প্রয়োজন না হইলেও হইতে পারে। কে বলিতে পারেন অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ হয় না। বঙ্গ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাদিতে তদপেক্ষা অধিক অক্ষম। শিশু চলনক্ষম হইলে কে তাহাকে ক্রোড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। রাখিলে সে বিরক্তি প্রদর্শন করিবে ও ক্রন্দন করিবে তখন জনক জননী কর্ত্তব্য জ্ঞানে প্রতিবন্ধক সকল মোচন করেন সন্তান পতিত হইয়া না আঘাত পায়। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধেও সেইরূপ।

রাজবিধি ধনীদিগকে স্পর্শ করেনা। ধনবানেরা দরিদ্রদিগকে সর্ব্বদাই পীড়ন করিয়া থাকেন কে তাহা নিবারণ করিবে। ধন-হীন ব্যক্তি ষ্ট্যাম্প উকিল মোক্তারের ব্যয়সংগ্রহ না করিলে রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে পারে না। যদি কায়ক্লেশে তাহাতে সক্ষম হয়েন ধনবান্ অর্থদানে আমলা পুলিস কর্ম্মচারী সাক্ষ্যসকল হস্তগত করিবেন। উত্তম উত্তম উকীল কাউন্সিলের সাহায্যে দিবাকে রাত্রি, রাত্রিকে দিবা, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিয়া অতি গুরুতর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। লাভের মধ্যে দীন হীন অভিযোগকারীর ভিটা পর্য্যন্ত মর্দ্দমা খরচে বিক্রয় হইবে। ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যেও সেই রূপ। যদি কোন দেশীয় ব্যক্তি ইউরোপীয় দ্বারা উৎপীড়িত হয়েন উচ্চতম বিচারালয়ে তাহার বিচার হইবে, কয়জন ব্যক্তি এত অর্থ ব্যয় করিয়া অভিযোগ করিতে সক্ষম; পারিলেও অর্থ এবং সেই সঙ্গে দুঃসাধ্য সাধন করিবে। এইরূপে প্রকারান্তরে রাজবিধি যখন দেশীয় দরিদ্র পক্ষে বিমুখ তখন ধনহীনের উপায় কি? যথায় পুরুষের স্বাধীনতা রক্ষা করা কষ্ট-সাধ্য, সে দেশের স্ত্রীস্বাধীনতা কি?

বঙ্গবাসী স্বভাবতঃ হীনবল, দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে রমণীগণকে উদ্ধার করিতে নিতান্ত অক্ষম। রমণীকে সম্মান করিতে অস্মদ্দেশীয় লোক এখনও শিক্ষা করে নাই ইউরোপীয়েরা এই গুণে ভূষিত সহজে কেহ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে পারেন না। অস্মদ্দেশীয়েরা রমণী দেখিলে কুভাষা প্রয়োগ কুদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন অত্যাচারিত মহিলার সাহায্য না করিয়া বরং দৌরাত্ম্যকারীর পোষকতা করিয়া থাকেন, সকল অবস্থা ও বয়সে নিরাশ্রয় রমণীগণের উপর অসংখ্য অনিষ্টাশঙ্কা আছে। ধনীর কিঙ্কর ও পুলিশ প্রহরী দ্বারা দরিদ্রের কোন সাহায্য প্রত্যাশা নাই। তিনি ঘোমটা পরিত্যাগ করিয়া হাতা বেড়ি পরিচালনা ও স্ত্রী স্বভাব বিরুদ্ধ অপরাপর কায়িক শ্রম করিতে না পারিলে তাঁহার নিস্তার নাই দুষ্টলোকের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপযুক্ত বল নাই, প্রতারকদিগের কুটিল অভিপ্রায় অতিক্রম করিবার শিক্ষা নাই সুতরাং তাঁহাদিগকে অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতে হয়।

রমণীদিগের পরিচ্ছদ আরও হেয় হইতেছে। দেশের উন্নতির সহিত পুরুষের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তীত হইতেছে বটে কিন্তু রমণী পরিচ্ছদ দোষ হীন হইতেছে আমরা বলিতে পারিনা। সে বেশে প্রকাশ্য স্থানে গমন করিলে লজ্জা নিবারণ করা ভার হয়।

মানব ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(মনোবৃত্তির সংযম অতি প্রয়োজনীয়)

ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রে যে সমস্ত অত্যুপাদেয় উপদেশ-রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়, মনোবৃত্তি সমূহের সংযম তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। হৃদয়ের শান্তি ও সংসারের উন্নতি সাধন পক্ষে ইহার যাদৃশী উপযোগিতা এরূপ আর অন্যের দেখিতে পাওয়া যায় না। এই গুণটী না থাকিলে মনুষ্য যত কিছু বাহ্যাড়ম্বরে শরীরকে সুশোভিত করুন না কেন, ধর্ম্ম ও নীতি পালন জনিত পবিত্র সুখের আস্বাদনে চিরবঞ্চিত থাকিবেন, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়। যাঁহার মনোবৃত্তি সমূহ জ্ঞানের শাসনানুবর্ত্তী নয়, তিনি সমস্ত দেহ ভস্মে আচ্ছাদিতই

করুন অথবা মস্তকে জটাধারণই করুন, কৌপীনধারীই হউন, অথবা ব্যাঘ্রচর্ম্ম-ধারীই হউন, ব্রাহ্মণই হউন অথবা মিস-নরীই হউন, হিন্দুই হউন, অথবা মুসল-মানই হউন, তাঁহার হৃদয় যে বিমল সন্তোষ সলিলের জন্য চির-পিপাসিত থাকিবে, একথায় কে অস্বীকার পাই-বেন? ধনবানের সুসজ্জিত অট্টালিকা, যানাদি এবং উন্নতপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রভুত্ব ও মর্য্যদা সন্দর্শনে অনেক চিন্তা-শূন্য হৃদয় তাঁহাদিগকে সন্তোষ ও সুখের বরপুত্র মনে করিতে পারেন, কিন্তু যিনি তাহাদের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে সমস্ত আঢ্য ও প্রধানেরা অসন্তোষ ও দুঃখের চিরাবর্ত্ত। এই প্রধান ও ধনিগণ বাহ্যাড়ম্বর ও প্রভুত্ব গর্ব্বকে সুখময় জ্ঞানে তদ্রূপ আচরণে সন্তোষ ও সুখ বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের মনোরাজ্যের কি রূপ অবস্থা তাহার উন্নতির কি হইল—তাহা কদাচই লক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত হয় না। তাঁহাদের এরূপ আচরণের সহিত তাঁহা-দের নিজের ও জগতের যে কতদূর অনি-ষ্টের সম্ভাবনা, একবারও বিবেচনা ক-রিয়া দেখেন না।

যাহাতে মানব জাতির এবম্বিধ অ-জ্ঞানতা বিদূরিত হইতে পারে, যাহাতে সাংসারিক বিষয় কার্য্যের উন্নতির সঙ্গে তাহাদের মানসিক বৃত্তি সমূহও পরি-শুদ্ধ ও ধর্ম্মভাবে সমুন্নত হইয়া তাহা-দিগকে স্বর্গীয় সুখে চিরসুখিত করিতে পারে, তাহার প্রধান কারণ মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সম্পাদনে সকলেরই প্রকৃষ্টরূপে যত্নবান্ হওয়া উচিত। কেবল সমাজ প্রচলিত ধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ডে আস্থা এবং বিষয় কার্য্যে অভিনিবেশ কখনই মনুষ্য জীবনের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সক্ষম নহে। মনোবৃত্তির উৎকর্ষ বিহীনে সক-লই নিষ্ফল ও অলীক। অতএব যাহাতে সকলেরই-সমাজের অধিকাংশ লোকে-রই হৃদয় পবিত্র ধর্ম্মনীতিতে বিভূষিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ উপায়া-ন্বেষণ প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতেই মনুষ্যের সুখের চির সম্বন্ধ—এবং ইহা না করিতে পারিলেই দারুণ দুঃখ।

বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মও নীতির অঙ্কুর আমাদের হৃদয়েই সঞ্জাত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং যখন আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য সমস্তও সেই হৃদয় হইতেই উদ্ভব হয় তখন সেই সেই কার্য্যের সহিত হৃদয়ভাবের যে নৈকট্য সম্বন্ধ তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বলবতী থাকিলে আমাদের কার্য্য সমস্ত ধর্ম্মানু-মোদিত, নচেত পাপজ হইবেই হইবে। যাহার হৃদয় ধর্ম্মনীতি জ্ঞান পরিশূন্য, সহস্র চেষ্টাতেও যে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য ধর্ম্মানুসারী হইবে এমন আশা নিতান্তই নিস্ফলা। বরঞ্চ সেই হৃদয়-নিহত অধর্ম্ম ভাব ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সকল আবরণ ভেদ করিয়া আমা-দের কর্ম্মক্ষেত্রে দীপ্তিমান হইতে থাকে। দোষ সংগোপন-স্পৃহা যতই বলবতী হউক না স্বভাব মধ্যে মধ্যে তাহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। অতএব মনুষ্য

সহস্র চেষ্টা করুন, যতই সুশোভন বেশ ভূষায় দেহ আবৃত করুন, প্রতি নিয়ত বাহিরে ধর্ম্মভাব প্রকাশ করুন, তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মনীতিতে বঞ্চিত থাকিলে ও সকল কিছুই করিতে পারে না। যুক্তি তজ্জন্য অনুক্ষণ উপদেশ প্রদান করেন যে অগ্রে হৃদয়কে পবিত্র কর—স্বভাবের সহিত ধর্ম্মের দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপন কর—তবে সকল কার্য্য পবিত্ররূপে অনুষ্ঠিত হইবে। যদি সেই উৎস একবার মাত্র কলুষিত হয়, নির্ম্মল সলিলোদ্গমের প্রত্যাশায় চিরবঞ্চিত হইতে হইবে।

ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কেবল সংসার-বুদ্ধিতেই হৃদয়ের পবিত্রতার ও ধর্ম্ম নীতির আবশ্যকতা আছে, এরূপ নয়। পবিত্র পরমপাতার স্বর্গ রাজ্যেও ইহার বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে। সত্য বটে, সমাজে মানব-চরিত্র বিচারে সকল কার্য্যই সন্দর্শন করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠিত কার্য্যের সদসদভিপ্রায় ধরিয়াই তদনুষ্ঠাতার স্বভাবের সদসদ্‌গুণের প-রিচয় গ্রহণ করি। কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের নিকট তদ্রূপ হয় না। তিনি সমস্ত কার্য্য সম্পাদনের অভিপ্রায় দেখি-য়াই বিচার কার্য্য সমাধা করেন। তাঁহার নিকট আমাদের হৃদয়-কবাট সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত রহিয়াছে—তাঁহার চক্ষু তাঁহার উপর নিরন্তর সংস্থাপিত রহিয়াছে—সুতরাং তিনি কেবল আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থা-কেন না। আমরা কি অভিপ্রায়ে সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হই, তিনি সেই অভিপ্রায়ের প্রতি সর্ব্বদা নেত্রপাত করিয়া রহিয়াছেন। অধিকন্তু ইহাও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোক-সমাজেও কার্য্যের অভিপ্রায়ের ভাল মন্দ বিচার হইয়া থাকে। যিনি সদভিপ্রায়ের প্রবর্ত্তনায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন লোকে তাঁহাকে সৎস্বভাবান্বিত মনে করিয়া থাকে; কিন্তু যাহার মন্দ অভি-প্রায়েই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে কেহ তদ্রূপ মনে করেন না। কোন ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত সমস্ত বিষয়ই পরোপকার ব্রতে উৎসর্গ করিয়া বসিলেন; কিন্তু গৌরব ও যশোলাভস্পৃহাই যদি তাঁ-হাকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে; সমাজ কি কখন তাঁহাকে বদান্যতার উচ্চ আসনে স্থাপন করিতে স্বীকার করিবে? কাহারও স্বদেশহিতৈষিতার মূল দেশে যদি স্বার্থ ও অপর পার্থীব উন্নতির বাসনা অবস্থান করে, তাঁহাকে লোকে উচ্চাভিলাষী বলিতে কি অভি-প্রায় ধরিয়া কার্য্যের বিচার ও মনুষ্য স্বভাবের মতামত নিরূপিত হইতে পারে, তখন পরমপাতা পরমেশ্বরের নিকটে যে সেইরূপ হইবেক, একথায় আপত্তি কি আছে? অতএব আমাদের সকল কার্য্য যাহাতে সদভিপ্রায় প্রযোজিত হয়, তাহার প্রধান উপায় মনোবৃত্তির উৎকর্ষ ও পবিত্রতা সম্পাদন চেষ্টা অ-তীব প্রয়োজনীয়া। ইহাতে ধর্ম্মোন্নতির যেরূপ সম্ভাবনা, সাংসারিক উন্নতিরও সেইরূপ সম্ভাবনা। মনোবৃত্তির উৎকর্ষ ও অপকর্ষের সহিত সুখ ও দুঃখের অবি-চ্ছিন্ন সম্বন্ধভাব। ঐশ্বর্য্য, পদ সম্মানাদির সুখকারিতা যত অনুমিত হইয়া থাকে,

বস্তুতঃ তত নয়। হৃদয় শান্তি শূন্য—সন্তোষ বিচ্যুত হইলে উহারা তাহাকে কদাচই প্রকৃতিসিদ্ধ সুখের আধার করিতে পারে না, বরং অসারবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। বাহ্য জগৎ যত কিছু আমোদ প্রমোদ উপহার প্রদান করুন, দারুণ দুশ্চিন্তা, অপ্রতিরোধ-বেগ রিপুচয় ও বিষণ্ণতা তাহাদের প্রত্যেক অণুকে বিগতশ্রী ও বিদূষিত করিয়া তুলে। অতএব যদি আন্তরিক সুখ ও সন্তোষ ভোগ-বাসনা বলবতী হয়, তবে যাহাতে হৃদয়ে ঐ সমস্ত উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারে, তাহার উপায় দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই উপায়ান্বেষণে যত্ন ও পরিশ্রম ধন, মান, ঐশ্বর্য্যাদি উপার্জ্জন-শ্রম অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেয়স্কর। এই সমস্ত পদার্থই অস্থায়ী ও প্রবঞ্চনা-পূর্ণ; কিন্তু হৃদি-সন্তোষ দেব-বাঞ্ছিত পরম পবিত্র দুর্ল্লভ সামগ্রী।

কোন ধার্ম্মিক প্রবর বলিয়াছেন, যে হৃদয় পবিত্র ধর্ম্মনীতি-জ্ঞান-বিরহিত, তাহা ভগ্ন-প্রাচীর নগরী বিশেষ। তথায় সমস্তই বিশৃঙ্খলা ও বিনাশ। সেই হৃদয় কোন অপ্রত্যক্ষীভূত বিপৎপাতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং তাহাকে নিরন্তর দুর্দ্দান্ত রিপুকুলের উৎপীড়ন ও দুঃখের শোচনীয় যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কালাতিপাত করিতে হয়। কিন্তু যিনি হৃদয়ে ধর্ম্ম বীজবপনে যত্নপর তিনি সমস্ত অলক্ষীভূত অমঙ্গলের বেগ নিবারণের পূর্ব্বে উপযুক্তরূপ সতর্কতাবলম্বন করিতে পারেন।

মনোবৃত্তি সমূহের সংযম কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা একরূপ বলা হইল; কি উপায় অবলম্বনে তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে এক্ষণে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মনোবৃত্তি মমূহকে জ্ঞানের শাসনে রাখিয়া হৃদয়কে পবিত্রময় করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটী প্রধান কার্য্যে বিশিষ্টরূপে সতর্কতাবলম্বন বিধেয়। যথা—

১। হৃদয়ের ইচ্ছাকে বিশুদ্ধ করা।

২। রিপুদমন।

৩। স্বভাবের পবিত্রতা।

চরিত্র কর্ম্ম মূলক ও কর্ম্ম ইচ্ছা হইতে উপজাত। সুতরাং ইচ্ছার দোষ গুণানুসারে মানব চরিত্রে দোষগুণ স্পর্শিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিষয়ীর কার্য্য তৎপরতা, উচ্চাভিলাষীর বিঘ্নশঙ্কুল সাহসিকতা, ভোগাভিলাষীর পাপানুরক্তি প্রভৃতি যত কিছু এই সংসার রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইতেছে, তৎসমুদায়ই লোকের ইচ্ছা সঞ্জাত। এই ইচ্ছা আমাদের নিভৃততম, মনুষ্যচক্ষুর অগোচরীভূত হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া অনেকের এরূপ সংস্কার যে ইহার পবিত্রজ সম্পাদনে ইহাকে ন্যায় ও ধর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ করণে—ততদূর প্রয়োজন নাই। তাহাদের মতে কেবল রিপুদমনই প্রধান কার্য্য মধ্যে পরিগণিত, যেহেতু তাহাদের অবৈধ পরিচালনে সমাজের নানা বিঘ্ন ও বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু ইচ্ছাদ্বারা প্রত্যক্ষীভূত তদ্রূপ কোন অনিষ্টাশঙ্কা না থাকায় তাহার স্বাধীনতা দানেই তাঁহাদের একান্ত ব্যগ্রতা।

যাঁহারা উপরি উক্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন যে এই সংসারেই তাঁহাদের একমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ আছে; কিন্তু সেটী বিষম ভ্রম। মনুষ্য মাত্রেই এই সংসার সম্বন্ধ ব্যতিত পারলৌকিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবেন। সংসার চরিত্রের পরীক্ষাস্থল। পরলোক ভোগরাজ্য। অবশ্য অনেকেরই পারলৌকিক সম্বন্ধে অবিশ্বাস আছে; কিন্তু সেরূপ বিশ্বাসের ভ্রমাত্মকতা প্রতিপন্ন সহজেই করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তদ্বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে হইল। সেই পরলোকে আমাদের চরিত্রের বিচার হইবার সময় আমাদের মনোভাব ও ইচ্ছাই পরীক্ষিত হইবে। অতএব সেই মনোভাব ও ইচ্ছার যাহাতে বিশুদ্ধতা সম্পাদন হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে লোক বাহিরে সৎস্বভাব ও সদাশয়তার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াও দুষ্প্রবৃত্তি ও ও অসদভিসন্ধিকে গোপনে হৃদয়ে স্থান দেন ও তাহাদের বর্দ্ধমান করেন তিনি কপটাচারী বলিয়া কি পরিচিত হন না? এবং তাহাতে লোক ধর্ম্মানুরত পারলৌকিক ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ নই আর কি বলা যাইতে পারে? অধিকন্তু ইচ্ছার পবিত্রতার উপর আমাদের চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। চরিত্র অশ্ব, ইচ্ছা-তাড়নী, উহা যন্ত্র, অন্যের প্রবর্ত্তনায় বাজে; ইচ্ছাই সেই প্রবর্ত্তনা। কোন ব্যক্তির স্বভাব ও চরিত্রের পরিচয় গ্রহণ আবশ্যক হইলে, তদনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর অভিপ্রায় কি, কি রূপ ইচ্ছার বশীভূত হইয়া তিনি সমুদায় কার্য্য করেন, তাহাই জানিতে পারিলে তাহা সুসিদ্ধ হয়। ইহাতেও দেখা যাইতেছে চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্পাদন প্রধান উপায়।

এস্থলে কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে ইচ্ছাকে বশীভূত রাখা আমাদের সাধ্যায়ত্ব কি না, এবং তাহা কতদূর সম্ভবপর? বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির যেরূপ সম্বন্ধ নিরুদ্ধ রহিয়াছে তদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, ইচ্ছা আপনা হইতেই সহস্র সতর্কতা সত্বেও মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকে। এবং যাহা এরূপ অজ্ঞাতে আপন বিক্রম প্রকাশ করে যে আমরা পূর্ব্বে তাহার কিছুই জানিতে পারি না। মানব-হৃদয় যতই ধর্ম্মভীত ও সতর্কিত থাকুক, অসদিচ্ছা ও দুরভিসন্ধি হঠাৎ তথায় অধিকার গ্রহণ করিয়া বসে। এই সমস্ত প্রশ্নের সারবত্ত্বা স্বীকার্য্য কিন্তু এ সমস্তের একমাত্র কারণ কেবল মানব-হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য। এরূপ ব্যাপার বৃহৎ জীবন সমুদ্রের কারণানুগত দৈবী দুর্ঘটনা মাত্র। কারণাপগতে কার্য্যেরও বিলয় হইয়া থাকে। অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করিলে পুনরায় চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যাইতে পারে। এবং যিনি আমাদের মনোরাজ্যের অধীশ্বর তিনি অবশেষে সেই সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, তাহাতে অন্যথা নাই। অপিচ, যদিও ইচ্ছার চঞ্চলতা প্রসিদ্ধই বটে, কিন্তু তাহাকে সর্ব্বদা জ্ঞানের বশবর্ত্তী রাখিতে চেষ্টা করিলে যে প্রোক্ত দুর্ঘটনার বাহু-

ল্যতার অভাব হইবে, ইহা একটী সত্য। আর যদি নিতান্তই তাহাকে স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালনে অনুমতি দেওয়া যায় তাহা হইলে বিষম অনিষ্টের হেতু হইবে এবং হৃদয় পাপময় নরকরূপে প্রতীয়মান হইবে। এবং মনুষ্য জীবন বিপদ ও অসুখের চিরপ্রিয়-নিবাস হইবে। অতএব যাহাতে এরূপ শোচনীয় ব্যাপার ঘটিতে না পারে তজ্জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলিন প্রতিপালন অতি প্রয়োজনীয়।

প্রথম, কোন বিষয় চিন্তায় মনোযোগ। এই বিষয়ে অভ্যাস যে পরিমাণে অর্জ্জিত হইবে চিত্তবৃত্তির সেই পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইবে। এই অভ্যাস ও শক্তির নিমিত্তই সাধারণ লোক হইতে পণ্ডিত সমাজের এতদূর প্রভেদ। পূর্ব্বোক্তেরা তাহার ইচ্ছা ন্যায়ান্যায়ের বিষয় কিছুই চিন্তা না করিয়া কার্য্যানুরত হয়; সুতরাং সেই সেই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াসময়ে সময়ে তাহাদের ক্লেশকর ও দুঃখজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞলোককে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় কদাচ পতিত হইতে হয়। তাহার কারণ তাহাদের ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার ক্ষমতা ও চিন্তা শক্তি ইচ্ছাকে কার্য্যকরী ও সুফলপ্রসূ করিতে হইলে অভিলষিত বিষয়ের সমূহ বৃত্তান্ত অগ্রে ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহাতে অভ্যাস করিতে পারিলে ইচ্ছাকে পবিত্রভাবে বিভূষিত ও জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিতে পারা সহজ হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়, আলস্য দোষের প্রতি বিধান। আলস্য মনোবৃত্তির অপকৃষ্টতা সম্পাদনের প্রধান কারণ। বিশেষতঃ অনিয়মিত চিন্তাও অসম্ভব অলীক বাসনার জনকস্বরূপ। মানুষের মন নিরলস, কোন না কোন রূপ চিন্তায় বা কার্য্য সাধনে নিরন্তর ব্যস্ত। যদি তাহাকে কোন শুভদ, দোষ-হীন কার্য্যে নিযুক্ত না রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার মন্দগতি কেনই বা না হইবে? ইহাও জানা উচিত যে অলীক আমোদ-প্রবৃত্তি ও ব্যর্থ কার্য্যানুরক্তিও আলস্যের অপরাভিধান। ইহাতে মনুষ্যকে বৃথা চিন্তায় অনুরক্ত এবং কোনও মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অক্ষম করিয়া তুলে। অতএব ইচ্ছাকে শুভদ ও ন্যায় পথে পরিচালিত রাখিবার জন্য তাহার নিমিত্ত নির্দ্দোষ কার্য্য যোগাইয়া রাখা উচিত। তজ্জন্য জ্ঞান ও ধর্ম্মকে সর্ব্বদা তাহার লক্ষ্যে রাখিতে হইবে, এবং সমাজ প্রচলিত ধর্ম্মে সভক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। এরূপ করিতে পারিলে অবসরমতে নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদও করিয়া দেয়। এইরূপ অভ্যাস করিতে পারিলে চিন্তাস্রোত যথা পথে প্রবাহিত থাকিবে এবং আলস্যও ত্রাসযুক্ত হইয়া হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ যখনই কোন পাপ প্রবৃত্তি উদয় হইয়া মনকে আকুলিত করিবার উপক্রম করিবে তখনই—সেই প্রারম্ভ কালেই—তৎপ্রতিবিধানের উপায় করা কর্ত্তব্য। ইহা সচরাচর দেখা যায় পাপাসক্ত লোকে হিতাহিত জ্ঞান ও ধর্ম্ম ভাবের প্রাদুর্ভাবে কত বিবিধ প্রকার যন্ত্রণানলে বিদগ্ধ হইতে থাকে। সমাজে বা বন্ধু সহবাসে তাহাদের সেই পাপাচরণের সংগোপনের জন্য কতই কৌশল জাল বিস্তার করিয়া থাকে। আমরা যদি পাপ প্রবৃত্তির সমুদয় কালে তৎপ্রতিবিধানের নিমিত্ত সেই পরিমাণে যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করি, তাহা হইলে কতই সুখের হয়। অতএব যেই মাত্র আমরা বুঝিতে পারিব যে কোনরূপ পাপপ্রবৃত্তি আমাদের নির্ম্মল হৃদয় অধিকারে প্রয়াস পাইতেছে, তখনই সদসদ্বিবেচনা, ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞানের আশ্রয় লওয়া যুক্তিসিদ্ধ। হয় মনকে অন্যবিধ সচ্চিন্তায় অনুরক্ত নতুবা অধ্যয়ন ও উপাসনায় প্রবৃত্ত করিলে তাহাকে একবারেই সমূলোৎপাটিত করা যায়। নির্জ্জনবাস প্রতিকূলাচরণ করিবার উপক্রম করিলে সৎসহবাস অবলম্বনীয়। এইরূপ উপায় সমস্ত বর্দ্ধনশীল অমঙ্গলের হস্ত হইতে পরিত্রাণের প্রকৃত উপায়; কলুষবিষের অনিষ্টকারিতা নিবারণের মহৌষধ।

ইচ্ছাকে ন্যায় পথে রাখিবার চতুর্থ উপায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহাকে ভক্তি। যিনি তাঁহাতে অচলা প্রীতি সংস্থাপন ও তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্ব চিন্তন করেন, তাঁহার পাপের প্রতি ঘৃণাও পুণ্যানুষ্ঠানে সহজেই প্রবৃত্তির উদয় হয়। মনুষ্য যখন পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনের সমক্ষে পাপানুষ্ঠানে লজ্জা বোধ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন, তখন পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপীত্ব ও তাঁহার সহিত আমাদের গুরু সম্বন্ধে যাঁহার বিশ্বাস থাকে, তিনি কদাচই কোন রূপ পাপকার্য্যে অনুরক্ত হইতে পারিবেন না। অতএব এই পরম পবিত্র ঈশ্বর পরায়ণতা যাহাতে আমাদের প্রকৃতিগত হইতে পারে, তচ্চেষ্টা প্রকৃষ্টরূপে প্রয়োজনীয়। আমরা যেন সকল অবস্থাতেই পবিত্রতা রক্ষায় যত্নবান হই, তাহা হইলে পাপ প্রবৃত্তি আমাদের হৃদয় হইতে বিদূরিত হইবে—আমাদের জীবন সুখময় ও মঙ্গলময় হইবে।

বৈর নির্য্যাতন।

এই বৃত্তি মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ। এমন মনুষ্য নাই, যিনি এই বৃত্তির হস্ত হইতে আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন। যিনি যত সাধু ও আত্মরিপু সংযমী হউন না কেন, সময়ে তাঁহাকে কারণ বিশেষে অবশ্যই এই বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই বৃত্তি সাধু চরিত্রের নিকষ প্রস্তর স্বরূপ। যিনি সুখ দুঃখময় সংসার ভূমিতে এই বৃত্তির দ্বারা বাধিত না হইয়াছেন; তিনিই ধন্য, তিনিই সাধু নামা মহাপুরুষ। যিনি দেবতুল্য নির্ম্মল চরিত্র দ্বারা জগতী মধ্যে অশেষ সুখ্যাতি ভোগ করিয়াছেন, যাঁহার শ্রদ্ধেয় নামোচ্চারণ করিলে হৃদয় কন্দর ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, ফলতঃ যাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন যশোবাদ শ্রবণ নিয়ত স্পৃহনীয় হইত সময়ে তাঁহাকেও দুর্জ্জয় বৈরনির্যাতন বৃত্তি, কলুষিত করিয়া থাকে। মনুষ্য স্বাভাবিক রিপু সংযম বিষয়ে নিতান্ত কষ্ট স্বীকার না করিলে কখনই সফল মানস হইতে পারে না। উদারতা মনুষ্যকে দেবতুল্য ভক্তি ভাজন করিয়া তুলে। অনুদার ভাবই নিয়ত মনোবৃত্তি সকলকে বিপথে

প্রেরণ করে, এবং মনুষ্যের মহত্ত্ব নষ্ট করিয়া ঐহিক সুখের একান্ত বিরোধী হয়। যাহা হউক প্রতিহিংসা হইতে বৈরনির্যাতন উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রতিহিংসা বৈরনির্যাতনের প্রিয় সহচরী। আদৌ প্রতি হিংসা মনোমধ্যে উদিত হয়, তৎপরে কার্য্যে শত্রুর প্রতি তৎপ্রয়োগের ইচ্ছাই বৈরনির্যাতন। এই সকল বিষয়ে বিশেষ বলিতে হইলে কেন এই বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে যত দূর পারা যায় বিবেচনা ও তত্ত্বান্বেষণ করা আবশ্যক।

মনুষ্য স্বাভাবিক যে সকল মনোবৃত্তি অধিকার করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়, মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ, তৎসমুদায়ের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। তদনুসারে ঐ সকল মনোবৃত্তির মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ও কতক নিকৃষ্ট আছে, এবং কতকগুলি কেবল বুদ্ধিবৃত্তি নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। এই বুদ্ধি সমূহ দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান লাভ হয়। যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়গণ বাহ্যিক জ্ঞান লাভের একমাত্র সাধন, তদ্রূপ অন্তরিন্দ্রিয়গণ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এই উভয়বিধ জ্ঞান লাভের প্রধান কারণ। যদি মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ না করিত, তবে হস্তপদাদি বিশিষ্ট পশুর সহিত মানব মণ্ডলীর কোন প্রভেদ থাকিত না। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই সকল মহত্ত্ব লাভ হয়। যদিও দুরূহ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের মত বিসংবাদ হইয়া থাকে বটে, তথাপি এই শাস্ত্রের দ্বারা মানব সমাজের বিচারশক্তির, তর্কশক্তির, পরোক্ষ বস্তুগুণ গ্রাহিতা শক্তি প্রভৃতি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। যখন মনুষ্যমন মহত্ত্ব লাভের দিকে ধাবিত হয়, তখনই বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সে বিষয়ের অনেক সাহায্য করে। বাহুল্যরূপে এক একটী বৃত্তির নির্ণয় গুণব্যাখ্যা করিতে হইলে স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া উঠে। তাহা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রেরই অনুসন্ধেয়, বিচার্য্য ও নির্ণেয় বিষয়। অধুনা প্রক্রান্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তর গ্রহণ অনুচিত। এই জন্য প্রস্তুত বিষয়ের যতদূর উদ্ভেদ করিতে পারা যায়, চেষ্টা করা আবশ্যক।

ঈশ্বর যখন উত্তমাধম উভয়বিধ বৃত্তি সৃষ্ট করিয়া মনুষ্যকে তদধীন করিয়াছেন তখন বৃত্তি বিশেষের উচ্ছেদ সাধন কখনই অভিলষণীয় নয় এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও তদ্রূপ নয়। সুতরাং বৈরনির্যাতন বৃত্তি কি মনুষ্য সমাজে চিরকাল সমান ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিবে? সকলেই ইহার অধীন হইবে; পার্য্যমাণে কেহই ইহাকে আশ্রয় করিতে ছাড়িবে না? যদি এরূপ হয়, তবে মনুষ্য সমাজ একদিনেই বিশৃঙ্খল হইয়া উৎসন্ন প্রায় হয়; সুতরাং একদিনেই পৃথিবীর সকল স্থানের দুঃসহ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, এবং এক অতি শোচনীয় প্রলয়দশা উপস্থিত হইয়া অবনীকে নির্মনুষ্য করিয়া তুলে সন্দেহ নাই। যুদ্ধ যে এত শোচনীয় ভীষণ ব্যাপার, তাহা হইতেও বৈরনির্যাতন যুদ্ধ অধিক দুঃখাকর হইয়া থাকে। অধিক কি, তখন ঈশ্বরকে অশেষ নিন্দাবাদ দ্বারা দূষিত করিতে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে। যে বৃত্তিদ্বারা এক সময়ে

এইরূপ পার্থিব অবনতি হইল, মানব সমাজ নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইল, কুমেরু হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত আকুল হইয়া উঠিল, সে বৃত্তির অনিবার্য্য প্রভাব কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কোন বিষয়েরই অযথা ব্যবহার প্রশংসনীয় নয়। সকল বিষয়েরই নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। এই সীমা অতি বিবেচক পণ্ডিতেরাই নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব দেখিতে হইবেক বৈরনির্যাতনের প্রকৃতিই বা কি রূপ এবং সীমাই বা কি? যখন অতি বৃহৎ অগ্নিময় সূর্য্যলোকেরও পরিধি আছে, তখন সামান্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বিশেষের ইয়ত্তা পরিচ্ছদ নাই? অবশ্যই আছে। তবে পাত্রভেদে না থাকিতেও পারে। যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সহজে বশীভূত হয়, যে পাত্রের তত্তৎগুণের যথেষ্ট সদ্ভাব নাই, তাহাকেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আয়ত্ত হইতে হয়। ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার উপদেশ অতি নিন্দনীয় যুদ্ধাদি ব্যাপার যখন আছে, তখন সহজ বিষয়ে থাকিবে, ইহা সহজ জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে; সুতরাং বিচারশূন্য হইয়া প্রবৃত্তি বিশেষের দাস হওয়া কর্ত্তব্য নয়। অবশ্যই এমন স্থল আছে, যেখানে বৈরনির্যাতনের প্রয়োগ হইতে পারে। নতুবা এ জগতে কিছুই নিষ্ফল সৃষ্ট হয় নাই। সকলেরই যথাযথ ব্যবহার আছে অতএব যখন কোন সাধু হৃদয় সাধু ব্যক্তি বিনা কারণে কোন দুরাত্মা কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে দৃষ্ট হয়, তখন তাহার প্রতিহিংসা করা অকর্ত্তব্য বোধ হয় না। কিন্তু কর্ত্তব্য বোধ হইলেও সদ্বিবেচনার সহিত করা উচিত। যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করা কখনই বিবেচনা সিদ্ধ নয়। এরূপ স্থলেও প্রতিহিংসা স্থলীয় ব্যক্তির দোষ যদি সদুপদেশ শিক্ষাদি দ্বারা নিবারিত হয়, তবে প্রতিহিংসা সাধ্য সত্ত্বে কখনই কর্ত্তব্য নয়। বোধ হয় সাধু ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতাপেক্ষা উৎকৃষ্টবৃত্তির চরিতার্থতা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন। যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা প্রায়ই শত্রু মিত্র অভেদে গ্রহণ করিয়া থাকেন। নতুবা উদারতা আশ্রয় হীন হইয়া জড় পদার্থে সংযুক্ত হইত। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ মহাভারতের একটী বিশেষণ শব্দ, যাহা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা স্মৃতিপথে উদিত না হইয়া থাকিতে পারে না। সে বিশেষণটী এই—"অজাত শত্রু" এই বিশেষণ যে কিরূপ বহুমূল্যবান্ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। লোক কতদূর মহান্ ও সংযত রিপু হইলে এই বিশেষণের অধিকারী হইতে পারে, তাহা মহাভারতের উক্ত উক্তিতেই সপ্রমাণ হইতেছে। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের কোন ব্যক্তিই শত্রু ছিলনা, এটী কি নিতান্ত সহজ কথা? আমি আর তাঁহার কত প্রশংসা করিব! ব্যাসদেব এক অজাত শত্রু, বিশেষণ দ্বারাই তাহার সম্যক শেষ করিয়াছেন। কেবল এই গুণেই উদরাশয় যুধিষ্ঠিরদেবকে ঋষি মধ্যে গণ্য করা যায়। বনবাসী ঋষিগণ বনে বাস করিয়া যদিচ পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আধ্যাত্মিক অবিনশ্বর সন্তোষ লাভ করিয়াছেন ব-,

লিয়া কেহ কেহ তাঁহাদিগকে নৈসর্গিক নিয়ম পালনের বিপরীতাচারী বলিয়া দোষ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু রিপু-সংযম বিষয়ে তাঁহাদিগের 'ঋষি' নাম যথার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋষি বলিলেই যেন সমস্ত রিপুবিজেতা পুরুষ বুঝায়। এই জন্যই ঋষি পদবীর এত গৌরব। অতএব প্রবৃত্তির বিশেষের নিতান্ত দাস হওয়াও অন্যায়, উচ্ছেদও অন্যায়। সমতাবিধান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রিপুবশ অপেক্ষা উত্তম কার্য্য আর নাই। অসংখ্য পুণ্য কার্য্যাপেক্ষা রিপুদমন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তিনিই প্রকৃত শূর, যিনি মহানিষ্টকর রিপুকুলকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন।

বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

১

গিরিশৃঙ্গ সম যার ভীম কলেবর,
শয্যায় পতিত হয়ে হইয়া কাতর ;
রোগগ্রস্ত হয়ে এবে শীর্ণ অতিশয়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

২

আহা বৃদ্ধ ধরাসনে করিয়া শয়ন,
রোগেতে আক্রান্ত হয়ে অচল চরণ ;
জরাজীর্ণ দেহ আর ঘনশ্বাস বয়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

৩

মলিন বদন শিশু মাতৃ অঙ্ক পরে,
পুত্র দুঃখ দেখি মার হৃদয় বিদরে ;
মুদিত করিয়া শিশু চক্ষু মনিময়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

৪

কার হস্তে কার পদে কার বা উদরে,
গলদেশে বদনাদি সর্ব্ব কলেবরে ;
সদাবাস করে এই রোগ দুরাশয়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

৫

যে চরণ করিয়াছে সদা বিচরণ,
পর্ব্বত শিখর, দেশ বন উপবন ;
সে চরণ রোগে আজি তোলা নাহি যায়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

৬

অপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি যে হাতের হয়,
যে হাতে হয়েছে কত শত্রু পরাজয় ;
সে হাত অবশ দেখ ক্রমে ক্রমে হয়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

৭

যে উদর করিয়াছে কতই ভক্ষণ,
যে দন্ত করেছে কত প্রস্তর চর্ব্বণ ;
সে বদনে আজি দেখ জল চলা দায়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

৮

জীর্ণ হইয়াছে কত বস্তু যে উদরে,
অগ্নি যাহা ভস্মীভূত করিবারে নারে ;
সে উদরে এবে জল সহ্য নাহি হয়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

৯

আহা দুঃখ হেরি মোর হৃদয় ফাটিছে,
রোগেতে অঙ্গুলী সব খসিয়া পড়িছে ;
জর্জ্জরিত সর্ব্ব অঙ্গ শীর্ণ অতিশয়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

১০

এই দেখ কত ক্লেশে একপদে যায়,
এক পদ হীন হয় রোগের কৃপায় ;

যষ্টি বিনা নিরুপায় গমন সময়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

১১

বারম্বার ডাকিলেও নিকটে আসিয়া,
শুনিতে না পায় কিছু থাকয় বসিয়া ;
বুঝিবার হেতু শুধু মুখ পানে চায়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

১২

মাণিক্য হইতে যাহা আছিল উজ্জ্বল,
স্ফটিক হইতে শত গুণেতে বিমল ;
সে নয়নে এবে আর দৃষ্টি নাহি হয়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়!

১৩

এই এক রোগ দেখ অতি চমৎকার,
কোন কোন অঙ্গকার ধবল আকার ;
কাল কাল সাদা সাদা সর্ব্ব অঙ্গময়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

১৪

যে পাখী যাইত উড়ে দেশ দেশান্তর,
সে কেন বসিয়া আছে হইয়া কাতর ;
রোগেতে আকুল পাখী আপন কুলায়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

১৫

এই রূপে আর যত পশু পক্ষিগণ,
রোগেতে পীড়িত অতি ব্যাকুল জীবন ;
নিজ নিজ আহারীয় দ্রব্য নাহি খায়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

১৬

যেই পাখী করে নিত্য সুমধুর গান,
সে কেন বসিয়া হেন হয়ে ম্রিয়মাণ ;
রোগেতে নীরব পাখী ব্যাকুল হৃদয়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

১৭

যে পশু যাইত মাঠে করি হাম্বারব,
সে কেন শুইয়া আছে হইয়া নীরব ;
পীড়িত হইয়া পশু উঠিতে না চায়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

১৮

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পশু বনের মাঝারে,
এক লাফে নদ নদী লঙ্ঘিবারে পারে ;
পীড়াযুক্ত তাহারাও ধরণী লোটায়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়।

১৯

ঐশ্বরিক আজ্ঞা যত করিয়া লঙ্ঘন,
ব্যাধিযুক্ত নর নারী পশু পক্ষিগণ ;
রোগেতে পীড়িত হয়ে কত ক্লেশ পায়,
বরঞ্চ মরণ ভাল রোগ ভাল নয়!

২০

রোগেতে যতেক ক্লেশ শেষ মরণেতে,
মরিলে রোগেতে আর কি পারে করিতে
যতেক দুঃখের অন্ত মরণেতে হয়,
তাই বলি মৃত্যু ভাল রোগ ভাল নয়।
আহা কি দারুণ ক্লেশ জীবের জীবনেরে,
বিশেষ বিষম ক্লেশ মানব পরাণেরে ;
রোগেতে আক্রান্ত হয়ে কেন প্রাণ বয়রে
স্মরিলে রোগীর দুঃখ সদা প্রাণ দয়রে ;
হে প্রভো! হে দয়াময়! জগত কারণ হে,
প্রলয় হইলে আর করনা সৃজন হে ;
যত দুঃখ মর্ত্তভূমে জেনেছি এবার হে,
কৃপাগুণে পার কর ভব পারাবার হে ;
আর যেন নাহি হয় আসিতে ধরায় হে,
এই সে মিনতিপ্রভো! তব রাঙ্গা পায় হে;

শ্রীমঃ—।

ভারত ভূমি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

১২

দেখ্‌রে জগৎবাসী দেখ্‌রে কেমন,
অতুল রূপের রাশি ভারত ভবন ;
মোহিয়া নয়ন মরি
বিশাল বসুধা পরি
করিছে সকল আগে চরণ চারণ ;
তখন মিসর রুমে
সকলে অঘোর ঘুমে
অচেতন,—কালস্রোত ধরায় যখন,
আরম্ভিল দেব আজ্ঞা করিতে পালন।

১৩

নিবীড় গহনে ছিল বিলাত ভবন,
কে জানিত তায়, কেবা করিত গমন ?
করিত বিলাতিগণ,
রঙ্গে দেহ সুশোভন,
করিত মৃগয়া মাংস অপক্ক ভক্ষণ
করিত কুটিরে বাস
আছিল অজ্ঞান দাস
কালিকে উঠিলে সেই দিল দরশন,
কিসের গুমর তার বলনা এখন ?

১৪

ভারত কাননে মরি কুসুম কামিনী,
ফুটিছে মোহিয়া দিক দিবস যামিনী,
সতীত্ব সৌরভ তারি
ছুটিছে জগত পরি
কিনিছে অমর বাস সে বর রঙ্গিনী ;
কুকাজ হিল্লোল ভার,
প্রবৃত্তি দলের হার
ছিড়িতে না পারে তার,—সরলা ভাবিনী;
কিবা বামা অনুপমা ভাতিছে মেদিনী।

১৫

মুকুতা প্রবাল মণি রজত কাঞ্চন,
ভারতের বহু মূল্য বিপুল রতন,
না পায় ভারত বাসী
হায়রে যবনে আসি
লইল সকলি কাড়ি করায়ে রোদন,
জননী কেমনে বল
সম্বরে নয়ন জল
অধীন সুতের দশা করি বিলোকন,
সম্মুখে যুনানি জাতি করিছে পীড়ন।

১৬

স্বভাব সংসার মরি করিতে সৃজন,
তুলিকা ধরিয়া করে নয়ন নন্দন ;
আছিল ভারত জন
চারু কারু বিলক্ষণ
ভূধর বিটপী নদী সাজিত কেমন।
সুখের কমল ভুলে
ললনা বদন মূলে
বসিত ভ্রমর আসি করিত গুঞ্জন,
ভবে চিত্রকর আর আছে কি এমন ?

১৭

হস্তি দ্বীপ সলশেটী অজণ্ডা উৎকলে,
ইলোরায় দেখ আর কেমন কৌশলে,
গড়েছে পাথর ঘর
সুশিল্পী ভারত নর
যাহার উপমা নাই এ মহীমণ্ডলে ;
বিদেশী বণিক দল,
ভারত বুদ্ধির বল
বুঝিল,—ডুবিল সবে বিস্ময়ের জলে,
ভারত সমান কেবা আছে মহীতলে ?

১৮

কেন গো বিধাত ! হেন করিয়া যতন
স্বকরে গড়িলে মরি ভারত ভবন ?

কেন তায় শ্রেষ্ঠ করে
তুলিলে অবনী পরে
কেনবা গড়িলে তায় সুখ নিকেতন ?
কেন বা স্বাধীন মন
লভিল ভারত জন
আছিল মনন যদি যবনের ধন
হবে,—আর্য্য-কুল-লক্ষ্মী, করাবে রোদন ;

১৯

কেননা সৃজিলে তার শীতের আধার
মেরুদেশ লাপলাণ্ড ভীম ভয়ঙ্কর ?
বাঁধিয়া বরফ ঘর
সুখে মোরা নিরন্তর
রহিতাম হিন্দুগণ স্বাধীন অপার ;
কেননা রচিলে তায়
সাগর ঘেরিয়া গায়
সাহস হলণ্ড ধাম সুখের আগার
তা হলে কি হোত হেন রিপু অত্যাচার ?

২০

কেননা নির্ম্মিলে তায় সুইস নিলয়
শোভিয়া অচল মালে ওহে দয়াময় ?
তাহা হলে অকাতরে,
হরিবে হিমানী পরে,
স্যামই শিকারে কাল করিতাম ক্ষয় ;
তা হলে হৃদয় যন্ত্র
হইত কি ছিন্ন তন্ত্র
বাজিত না সুখ স্বরে গীত মধুময়
স্বাধীন স্বাধীন দেশ স্বাধীন আলয় ?

২১

অথবা অসভ্য দেশ আরব মতন
কেননা ভারতে দেব করিলে সৃজন ?
তারাও পতাকা তুলে
দাঁড়ায় কৃপাণ খুলে,
বদ্ধ পরিকর সব সাহসের ধন ;
তারাও জগতে ধরে
জাতি নাম সমাদরে
ভারত কাঁদিয়া মরে শুধই এখন !
আছে কি সজীব আর ভারত নন্দন ?

২২

যদি না রচিতে প্রভু ভারতে এমন
স্বভাবের সুখ ধাম পুণ্য নিকেতন
তাহলে কি রিপুদল
লঙ্ঘিয়া সাগর জল
আসিত হরিতে হেন স্বাধীনতা ধন ?
তাহলে কি হায় আর
রিপু দ্বেষ বার বার
সহিতে হইত হেন জ্বালাত জীবন ?
হইত কি কাপুরুষ ভারতের জন ?

২৩

বুঝেছি বুঝেছি নাথ পুড়েছে কপাল
তা না হলে ভারতেরে এতুখ জঞ্জাল ?
কেনবা ঘেরিল হায়
দাসের অধিক প্রায়
কেনবা ভারত কাঁদে সকাল বিকাল
কেনবা বিজাতি দলে
ঘৃণায় পায়ের তলে
কেনবা ভারত সুত কথায় কাঁদায়
কেনবা ভারতে বাঁধে হৃদয় জাঙ্গাল ?

২৪

কেনবা ভাবের স্রোত নাহি বহে তার
সাহস সাহস বৃথা মুখে অনিবার ?
কেন বা ভয়েতে মরে
দেখিলেই শ্বেত নরে
পাক সাট মারে বীর লাঙ্গুল তাহার।
এরূপ যখন হোল
কি সুখ বাঁচিয়া বল

পূর্ব্ব সুখ ভুলা ভাল,—না জ্বলিবে আর
ধক্ ধক্ দুখানল হৃদয় চিতার।

২৫

চিরদিন বিস্মৃতি গো বিদিত ধরায়
ও তব কোমল মন মানব সবায়;
বহিয়া চিন্তার ভার
সন্তাপ অনলে যার
দহিছে হৃদয় সদা শুকাইছে কায়;
তাহারে সদয় হয়ে
আপনার কোলে লয়ে
ভূত হতে বর্ত্তমান করম শয্যায়
শুয়াইলে,—ভুলে নর পূরব চিন্তায়।

২৬

কেন না বিস্মৃতি তাই হইলে সদয়?
ক্রমে ডুবাইলে পূর্ব্ব সুখ চিন্তাচয়
বর্ত্তমান সিন্ধু জলে
উদিত কি তাহা হলে
আর্য্য স্বাধীনতা সুখ দহিত হৃদয়
পূর্ব্ব সুখ দুখ হয়ে
বর্ত্তমান দুখ লয়ে
দ্বিগুণ কি জ্বালাইত ভারত আলয়,
ফাটিত কি দুখ-নাদে অম্বর নিলয়?

২৭

ভুলিতে কি পারি আমি? তানয় তানয়
ওই যে পড়িল মনে ভারত তনয়
ওই যে শিহরে তনু
ভাবিয়া পার্থের ধনু
ওই যে পরশুরাম হইল উদয়;
ওই যে শিবার দলে
নাচিল দ্বিগুণ বলে
ওই যে শোণিত চলে কলেবর ময়
থর থর থরে কাঁপি;—কি ভয় কি ভয়?

২৮

ওই যে বাজিল ভেরী গরজে ভীষণ
ওই যে ভাসিল হেরি পূর্ব্ব আর্য্যগণ
সাহসে সমর জলে,
ওই তারা কুতূহলে
তুলে রণক্ষেত্র তলে বিজয় কেতন
ওই যে উল্লাসে তারা
রণ মদে মাতোয়ারা
নাচিছে গাইছে গীত বীরের মতন
স্বাধীন স্বাধীন আর্য্য স্বাধীন ভবন।"

শ্রীভূঃ।

সমাজ নীতি ও ধর্ম্মনীতি।

যেরূপ বাহ্যবস্তুর সহিত মানব স্বভাবের সম্বন্ধ আচ্ছন্নভাবে নিরন্তর সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; সেইরূপ সামাজিক নীতির সহিত ধর্ম্মনীতি ও চিরমিত্রতা বন্ধনে বদ্ধ। যে সমাজ যেরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলে, সেই সমাজের ধর্ম্মনীতিও তদনুরূপ থাকে। একথা বিষদরূপে বুঝাইবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবেক না। পর্ব্বতনিবাসী নরঘাতক অসভ্য লোকদিগের সামাজিক নিয়ম পর্য্যালোচনা করিলেই এবিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ অবগত হওয়া যায়। তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি যে এতবিকৃত, তাহার মূল কারণ তাহাদিগের সামাজিক ব্যবহার অতি নিকৃষ্ট ছিল। ক্রমে ক্রমে উহারা অন্যজাতি কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া ও তত্তৎ জাতির নিকট উত্তানাদি শিক্ষা লাভ করিয়া উন্নত হইয়াছিল। এইরূপে

আমেরিকা প্রভৃতি অসভ্য মহাদেশ ঔপনিবেশিক জাতি সমূহ দ্বারা সভ্যতার প্রভাব স্ব স্ব দেশ বিদ্যোতিত করিয়াছিল। সমাজনীতির উৎকর্ষ সাধিত না হইলে ধর্ম্মনীতি অতি বিকৃতাবস্থায় থাকে। অগ্রে সমাজ শোধন না হইলে ধর্ম্মনীতির বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হয় না। ইহা মীমাংসক বাক্য ধর্ম্মনীতির সহিত ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা পর্য্যালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সমাজ সম্যক পরিশুদ্ধ না হইলে, সামাজিক আচার, ব্যবহার সমুন্নত না হইলে কোন সুফলই দর্শে না সভ্যতার আদিমাবস্থায় সর্ব্বদেশীয় আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ হয়। তৎপরে সর্ব্বাঙ্গীন সভ্যতা ক্রমশঃ সুলভ হইয়া থাকে। ভারতে অতি পূর্ব্বে সমাজনীতি শাস্ত্র সবিশেষ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সামাজিক নীতির বন্ধন যে পরিমাণে শিথিল হইবেক, ধর্ম্মনীতিও সেই পরিমাণে বিকৃত ভাব অবলম্বন করিবেক। হিতোপদেশকর্ত্তা বিষ্ণু শর্ম্মা করিয়াছেন যে, (১) বিবিধ ধর্ম্মী দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের নাশত্ব কল্পনা সত্ত্বেও অহিংসা পরমোধর্ম্ম এবিষয়ে কোন ধর্ম্মীরই মত বিরোধ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সামাজিক নীতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে হিতোপদেশ কর্ত্তার মতও সময়ে সময়ে সমাজ বিশেষে অরক্ষিত হইয়া থাকে। তথাপি সামাজিক ব্যবহারের অবিশুদ্ধাবস্থা দ্বারা ঐ সকল বিশুদ্ধ নীতিও জটিল তর্ক বারিতে আবিল হইয়া থাকে। এই জন্য জ্ঞানের প্রাবল্য ও সমাদর এত স্পৃহনীয় পদার্থ। নানাবিধ বিষদূশ সামাজিক কুনীতি বিমিশ্রিত ব্যবহার সংশোধনের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র শাণিত শাস্ত্র। জ্ঞানের উৎকর্ষ যে দেশের যে সমাজের অস্থিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেই সমাজই মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক ধরণী ধামে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে, সন্দেহ নাই। হিতাহিত বোধকে আশানুরূপ পরিস্ফুট করিতে হইলে জ্ঞানের সাহায্য সর্ব্বদা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। যদি সর্ব্বদেশে জ্ঞানের জ্যোতিঃ সম্যক সমুদ্ভাসিত হইত, তবে নানাবিধ ঘৃণাকর, লজ্জা কর অনুতাপকর ব্যবহার সমূহ দ্বারা পৃথিবীর অবনতি সাধিত হইত না। কুসংস্কার জনিত কদাচরণ আর মনুষ্যকে পশুবৎ ব্যবহার করিতে বাধ্য করিত না। যদি সর্ব্বদেশীয় সামাজিক ব্যবহার জ্ঞানানুসারী ও বিশুদ্ধ প্রসারী হইত, তবে মর্ত্তলোক বাসীদের স্বর্গীয় অনুপম সুখ লাভ বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইত না। সভ্যতার আদিম ইতিহাসের ১ম পরিচ্ছেদে ধর্ম্মনীতির যেরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয়, এরূপ আর অতর্কিত রূপে সমাজের অস্থিতে প্রবেশ করিয়া সমাজকে বিকৃত, অন্তঃসার শূন্য করিতে পারিত না। সামাজিক নীতির উৎকর্ষ সাধন ধর্ম্মনীতি পরিপালনের একমাত্র অমোঘ উপায় স্বরূপ। মহাত্মা মনু প্রণীত মনুসংহিতায় আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় কথায় বিশুদ্ধ উত্তর প্রদান,

(১) "পরস্পরং বিবদ মানানাং ধর্ম্ম শাস্ত্রানা মহিংসৈব পরমো ধর্ম্ম ইত্যত্রৈকমত্যম।

না করিয়া (২) গোলমালের হস্ত হইতে বিশুদ্ধ আচার দর্শী ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। কোন কবি কহিয়াছেন যে, "ভিন্ন দেশে ভিন্নরুধি ভিন্ন ব্যবহার, ভিন্নরূপে সামঞ্জস্য হয়েছে সবার" এই বলিয়া সামাজিক নীতিকে তদবস্থ রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাই বলিয়াই কি উহা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হইতে পারে? কোন দেশে মনুষ্য হত্যা করিয়া নরকপাল সংগ্রহ করিবার প্রথা সামাজিক নীতির অনুমোদনীয় হইয়াছে। কিন্তু ঐ হিংস্র পশুবৃত্তি সাধিত প্রথা যে একান্ত নিন্দার্হ ও পরিত্যাজ্য, তাহা হৃদয়ধারী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বিশুদ্ধ সমাজ নীতি জ্ঞানপ্রযুক্ত না হইলে কখনই অভিপ্রেত কার্য্য প্রাপ্তি বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে না। অপরিশুদ্ধ মনোবৃত্তিধারী যে লোকসমাজের উন্নতির প্রতিরোধক হয় তদ্বিষয়ে আর কিছুগাত্র সন্দেহ নাই যথার্থ সুদূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রকেই সমাজ নীতির উন্নতি বিষয়ে যত্নবান্ হইতে দেখা যায়, জ্ঞানবীজ, ধর্ম্মনীতিপাদপের নিদান। অগ্রে সমাজ রচনা হইয়াছে, শত শত যুগ পরিমিত সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি নীতি সূর্য্যের উদয় হয় নাই। যখন সমাজ স্বাবলম্বন দ্বারা ক্রমশঃ উপবিত পূর্ণ ও বিশুদ্ধ হইতে আরব্ধ হইল, তখন সমাজ মধ্যে জ্ঞানপথ পথিক, তত্ত্বদর্শী নীতিজ্ঞ দিগের আবির্ভাব হইল। নতুবা সমাজের নায়কতা কে করে? নীতিই সুসজ্জিত, সুঘটিত সমাজের এক মাত্র নায়িকা—নীতিই সমাজের জীবন্ন্যাস সম্পাদন করিয়া থাকে। নীতি বিহীন সনাজ আর শূন্য বৃক্ষ সমান। দুর্নীতিবশ সমাজ অল্প সময়ে পতন দশায় বিলীন হয়, এবং উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি এত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে যে, পতন ভিন্ন সমাজের ক্ষণকাল স্থায়িত্ব সম্ভবনীয় হয় না। এই জন্য নীতি শাস্ত্র এত দুরূহ ও দুষ্পালনীয় নীতি সূত্র সকল জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ছায়া স্বরূপ। যেন বিশুদ্ধ জ্ঞান কোন জ্ঞানী হৃদয় সমাজ বাস করিয়া নীতিরত্ন প্রসব করিয়াছে। বস্তুতঃ নীতি সমাজ স্থিতির একমাত্র কারণ। সুনীতি পরিচালনা ও প্রতিপালনের উপরি জগতের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করিতেছে বলিতে হইবেক। নীতির প্রাবল্য এতদূর লোকের নিকট আদরণীয় যে, নীতিজ্ঞ পুরুষ কপর্দ্দক সম্বলশূন্য হইলেও অতুলনীয় বিশ্বাসের ভাজন হইয়া থাকেন। জগৎ সুনীতি শূন্য হইলে একদিনেই বিলয় দশায় উপনীত হইত নীতির অভাবে সমাজ স্থিতি এতদূর ক্লেশকরী হইত যে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নীতি সৃষ্টি বিশুদ্ধ জ্ঞানের ফল, আবার প্রতিপালন অতিশয় কঠিন ব্যাপার। নীতি প্রতিপালনে সহজ হইলে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সকল দেশেই উহা অনুকূল হইতে পারিত। অতি অসভ্য পর্ব্বত বাসীরাও নীতি প্রতিপালনের গর্ব্ব করিতে পারিত। যে সমাজে নীতি পরি-

(২) "যস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যম্ বিধীয়তে।"

রক্ষণে হতাদর হয়, সে সমাজ ও অন্তর্লীনহুতাশন বৃক্ষের ন্যায় দগ্ধাবশেষ হইয়া থাকে। যে সমাজের অস্থিতে, মজ্জাতে, শোণিত বিন্দুতে, ধর্ম্মনীতি দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ আছে, সে সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া জগতের কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হয়। সমাজের মূল পত্তন ধর্ম্মনীতির দৃঢ় গ্রন্থনের উপরি সম্পূর্ণ নির্ভর করে, বলা বাহুল্যমাত্র। ধর্ম্মনীতি চালক হইলে সমাজ কখনই অবসন্ন হয় না। সমাচীন উন্নতি অব্যাহত রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অনেক সমাজ ধর্ম্মনীতির যথা পরিচালনে সম্যক সমুন্নত হইলে শেষে ধর্ম্মনীতি বন্ধন যত শিথিল হয়, ততই সমাজ মধ্যে পাপ-স্রোত প্রবল হইয়া থাকে। অনেক সভ্য দেশের উন্নত সমাজ এই অবস্থায় বিকৃত হইয়া দেশের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিলাসিতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্য ধর্ম্মনীতির হ্রাসতার নিদান। রোম, গ্রীশ প্রভৃতি দেশ, শেষে ধর্ম্মনীতির গুরুতা রক্ষা করিতে না পারিয়া স্বদেশের সমস্ত উন্নতি একবারে ধ্বংসাবশেষ করিয়া তুলিয়াছে। অধিক কি বর্ত্তমান সময়ে অনেক উপচীয় মান দেশ বিলাসিতার অযথা প্রশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়া অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িতেছে। অথচ তত্তদ্দেশীয় নীতিজ্ঞগণ এবিষয়ে আশানুরূপ দৃঢ়তা রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। সুতরাং যে গৌরব সাধারণের মহোপকারক, তাহা বিস্মৃতি—সলিলে প্রক্ষালিত হওয়া অতীব পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। অবনীধামে যে সমাজ যত সৌভাগ্যশালী, ধর্ম্মনীতিজনিত উৎকর্ষই তাহার একমাত্র নিদান। নৈতিক বন্ধনের কার্কশ্য যদিও আপাতক অপ্রীতিকর বটে, কিন্তু পরিণামে ঐ কার্কশ্য মানব দেহের অশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে, বলা বাহুল্য মাত্র। মনুষ্য কিসে মনুষ্য হয়? তাহার সমুচিত উত্তরই নীতি পরিপালন। যেরূপ অগ্নি প্রবেশে অঙ্গারের মালিন্য অপনীত হইয়া স্বর্গবর্গ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ মনুষ্য দেহের পাপ-মালিন্য সুনীতিই ক্ষালন করিয়া থাকে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

পুরু-বিক্রম নাটক।

বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহাতে গ্রন্থ কর্ত্তার নাম নাই। শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্র মোহন ঠাকুরকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সুন্দর।

আমরা বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যেরূপ অসংখ্য নাটকাদি প্রচারিত দেখিতে পাই, এখানি সেরূপ নহে। ইহার উদ্দেশ্য ও রচনা প্রণালী তাহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহা একখানি বীররস প্রধান নাটক। ভুবন বিখ্যাত আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করিয়া যৎকালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তথাকার ভূপতিবর্গ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে, ভোগবিলাসিতায় এবং ঈর্ষানলে কি রূপ হীনদশা গ্রস্ত

হইয়াছিলেন, তাহাদের একতা বন্ধন শিথিল হওয়ায় স্বাধীনতা কি রূপ সহজে অপহৃত হইয়াছিল, এই সমস্ত অতি বিষদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐলবিলার প্রশংসনীয় সাহসিকতা ও দেশানুরাগ, পুরুর অসাধারণ স্বাধীনতা প্রিয়তা ও অনুপম শৌর্য্য, তক্ষশীলের ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা ও দুরভিসন্ধি এবং অম্বালিকার দারুণ নীচাশয়তা ও পাপ প্রবৃত্তি এই সকল সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে অনূঢ়া বালা ঐলবিলাকে ততদূর স্বাধীন চিত্তে রঙ্গভূমে প্রবেশ করিতে দেওয়া একটু ত্রুটি হইয়াছে। তাহা না করিয়া তাহার পিতা বা অন্য কোন আত্মীয়ের মুখে তাঁহার প্রতিজ্ঞা বাক্য সূচিত করিয়া ঐরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলে ভাল হইত। অন্তঃপুর নিবদ্ধ রূপরাশি বিদ্যুদ্দ্যুতিতে প্রতিভাত হইয়াও অনেক সামান্য কার্য্য সাধনের যন্ত্র স্বরূপ হইতে পারে। যাহা হউক পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে মনোমধ্যে বীররসের উদয় হইয়াছিল। এমতে গ্রন্থকর্ত্তার পরিশ্রম অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। যে সকল পুস্তক পাঠে জাতীয় ভাবের সম্বর্দ্ধন করে, স্বাধীনতানুরাগ সঞ্চার করিয়া দেয়, এরূপ গ্রন্থই সমাজের উপকারক এবং আহ্লাদের সামগ্রী।

ললিতা সুন্দরী।

শ্রীযুক্ত বাবু অধরলাল সেন এই গ্রন্থের প্রণেতা এবং ইহা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। যদিও ইহাতে ইংরেজী হইতে অনেক ভাব সংগ্রহ করা হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালাটি যে উত্তম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা অপরাপর ভাষা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষার কলেবর পুষ্টি করেন, আমরা তাঁহাদের উপর অসন্তুষ্ট নহি। যদিও স্থানে স্থানে ভাব অস্পষ্ট আছে বটে, কিন্তু অনেক স্থলে লেখকের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ২৭ অঙ্কের লিখিত কবিতাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। অধর বাবুর বরাবর এই রূপ উৎসাহ থাকিলে ভবিষ্যতে একজন সুকবি হওয়ার সম্ভাবনা।

বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল প্রেস।

আমরা ইত্যভিধেয় মাসিক পত্রিকার ১ম খণ্ডের ১ম, ২য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। এইরূপ সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, বঙ্গভাষার ততই উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

দুর্ভিক্ষ।

দুর্ভিক্ষ লইয়া এখনও আমাদিগের সম্পাদকগণ বিবাদ করিতেছেন। কতক পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ বলিয়া বড় আন্দোলন করিয়াছিলেন ও গভর্মেণ্টে চালের রপ্তানি বন্ধ না করাতে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন; কিন্তু রিলিফের ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রচার হওয়াতেই তাঁহাদের দুই চারজন অগ্রশ্রেণী হইতে পিছাইয়া পড়েন ও পরে খরচের পরিমাণ জানতে পেরে দুর্ভিক্ষ হয় নাই বলিতে আরম্ভ করেন। যাহোক এক্ষণে দেশীয় সম্পাদকগণের মধ্যে অধিকাংশই বুঝিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষটি অতি সামান্য ও ইহা নিবারণার্থ ব্যবস্থা সকল মশকনাশার্থ কামান বসান হইয়াছে। তবে যে সমস্ত মহাত্মা গভর্মেণ্টের, দান, সহায়তা, চাকরি প্রভৃতির আশা ভরসা রাখেন তাঁহারাই এখনও দুর্ভিক্ষের লেখনী পরিচালন করিতেছেন। তাঁহারা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে তাঁহাদিগের স্বার্থপরতা কেহ বুঝিতে পারিবে না যেহেতু বুদ্ধির কৌশলে তাঁহারা স্বমত পরিপোষক অনেক পূর্ব্ব পক্ষ দেখাইতেছেন। ফলতঃ সে সমস্তই ভ্রম জাজ্বল্যমান সত্ত্বে কেহই তাঁহাদিগের প্রতারণায় ভুলিবে না। বুদ্ধিমান মাত্রেই এখন বুঝিয়াছেন যে এবারের দুর্ভিক্ষটি অতি সামান্যরূপে হইবার সম্ভাবনাছিল। আমাদিগের এই প্রবন্ধ পাঠে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা লিখিতেছি; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে আমরা কাতর হইয়াছি ও মনোবেদনা সম্বরণে অক্ষম হইয়াই এ প্রকার ভৎর্সনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সকলেই গভর্মেণ্টের দোষ দিতেছেন। গভর্মেণ্টের অপরাধ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই দেশের অনিষ্ট করিয়াছেন অপরের দোষ দিলে কি হইবে। সম্পাদকতা কার্য্য সকলেই করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু এই কার্য্যের অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য আর আছে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে শিখিয়াই সম্পাদকের আসন গ্রহণ করার অপেক্ষা মূঢ়তা আর নাই। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দর্শন জ্ঞানের প্রয়োজন করে, জগতের অনেক ব্যবহারিক বিষয় জানিতে হয় ও আত্ম মনোবৃত্তি সকলের পরিচালনা সম্পূর্ণ আবশ্যক। ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে যে সভ্য সমাজ সকলে সংবাদ পত্রাদিকেই সাধারণ মুখ রূপে গণনা করা হয়। অর্থাৎ দেশীয় লোকের মতাদি সংবাদ পত্রাদিতেই প্রকাশ পায়। এই হেতু সম্পাদকদিগের মতের প্রতি রাজ্যতান্ত্রিক কর্ম্মচারিগণ বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখেন। অতএব সম্পাদকগণের বিশেষ বিজ্ঞতা ও সদ্বিচার শক্তি না থাকিলে দেশের ইষ্ট সাধনের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের দ্বারা অনিষ্ট সাধিত হয়। আপনি কোন মন্দ মতাবলম্বী হওয়া বা দোষ করা বরং ভাল কিন্তু অপরকে কুমতাবলম্বী বা দোষী করা কোনমতেই বিধেয় নহে। সম্পাদকগণ স্বয়ং কুপথগামী বা দোষী হয়েন তাহাতে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট না হইতে পারে। যেহেতু তাঁহাদিগের গোপনীয় স্বভাবাদি দেখিতে কেহ ইচ্ছুক নহে। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ পত্রে যদি কোন অসঙ্গত মতপ্রচার করেন

তাহাতে দেশের যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট ঘটে যেহেতু তদ্দর্শনেই সাধারণ লোকের মতাদি গঠিত হয় এবং একের অপরাধে সহস্র সহস্র লোককে অপরাধী হইতে হয়। আমাদিগের দেশের সম্পাদকগণ যথা কথঞ্চিৎ জ্ঞান ভাল করিতে ও লিখিতে পারিলেই সম্পাদকীয় আসন গ্রহণার্থ ব্যস্ত হয়েন ও এক একখানি দুপইসে চারপইসে কাগজ চালাইতে আরম্ভ করেন। ইহাতেও যে দেশের কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে না এ কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে; বরং আমরা বলি যে সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি যত অধিক পরিমাণে যত অল্প মূল্যে প্রকাশিত হয় ততই উত্তম। সকলে সকলরূপ সংবাদ পাওয়াতে অনেক উপকার আছে—প্রথমতঃ এই যে তাহা দ্বারা সকলেই নিজ নিজ ব্যবসা সম্বন্ধীয় সংবাদ সকল সংগ্রহ করিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ কোন একটি বিষয়ের কথা উঠিলে সকলেই তত্তৎ বিষয় লইয়া আপনা আপনির মধ্যে তর্কবিতর্ক করায় মনোবৃত্তি সমস্ত পরিমার্জ্জিত হয় ও বিষয়টিরও ক্রমে সুমীমাংসা ঘটে। অনেকে ভ্রমময় ও অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ অনেক হইতেছে বলিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও সর্ব্বদা দুঃখ ও কোপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা সেরূপ করি না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে বাঙ্গালাভাষার এখনও অভাব আছে ও এখনও ইহা সর্ব্বজন সমাদৃত হয় নাই এবং ঐ অভাব সমস্ত মোচন ও সর্ব্বজন সন্নিধানে আদরণীয় হউন এবিষয়ে সাধারণের যত্ন ও চর্চ্চা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যখন সকলেই লিখিতে ইচ্ছুক হইবে তখনই আমরা পরমাহ্লাদিত হইব এবং তখনই বঙ্গভাষার যথার্থ উন্নতি হইবে। যে ব্যক্তি অদ্য কদর্য্য গ্রন্থ লিখিতেছে সে ব্যক্তির স্বভাবতই উত্তরোত্তর উন্নতির ইচ্ছা হইবে, সে ব্যক্তি নূতন নূতন গ্রন্থ পড়িয়া আপন উন্নতির যত্ন করিবে, সে ব্যক্তি কুলোক সহবাস ত্যাগ করিয়া সজ্জন ও জ্ঞানীর সহবাসে আত্মোন্নতি সাধনে ও জ্ঞানোপার্জ্জনে ইচ্ছুক হইবে এবং পরিশেষে সে ব্যক্তি উত্তম লেখক হইবে আর নিতান্ত পক্ষে যদি সুলেখক হইতে নাও পারে, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উত্তম ও জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থ লিখিতে পারিবে। এইরূপ লোকের বৃদ্ধি হইলেই অস্মদ্দেশীয় সকল গ্রন্থকর্ত্তাগণকে পাঠকের জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে না ও গ্রন্থ রচনা একটি ব্যবসায় হইতে পারিবে। এক্ষণে যথার্থতঃ লেখক ব্যবসায়ী লোক এদেশে নাই বলিলে বলা যায় যেহেতু লেখনী বলেই জীবীকা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন; অনন্য কর্ম্মা হইয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত থাকিতে গেলে শ্রমের পরিমাণ-ফল লাভ এখন কিছু মাত্র হয় না। পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে যথার্থ সুবিজ্ঞ লোক সকল এক মাত্র লেখনীর উপর নির্ভর করিতে পারিবেন না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সামান্য জ্ঞানবান ব্যক্তি দ্বারা সংবাদ পত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু তাহাতে ও এতদোষ ঘটিত না যদি সম্পাদকগণ অনধিকার চর্চ্চায় বিরত থাকিতেন। আমাদিগের তদ্বিপরীত ঘটিয়াছে—আমাদিগের সম্পাদকগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া এরূপ বিষয় সমস্ত আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়েন যাহাতে তাঁহাদিগের কোন অধিকার নাই। তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে "আমি ইহা জানি না" বলাতে মহত্ব ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ হয় না, তাঁহারা মনে করেন যে সকল বিষয়ে কথা কহিলেই সকলে বড় পণ্ডিত জ্ঞান করিবে। ফলতঃ তাহা ঘটে না, যেরূপ বিদ্যালয়ের চতুর ছাত্রদের নিকট গোঁজামিলন দিতে গেলেই শিক্ষক মূর্খ বলে ধরা পড়েন সেই রূপ অনধিকারের চর্চ্চা করিতে গেলেই বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট লেখকেরা অজ্ঞ রূপে ধরা পড়েন কেবল তাহাই নহে অনধিকার চর্চ্চাকারী লেখকগণ প্রতারক রূপে গৃহীত হয়েন। আমাদিগের আর আক্ষেপের বিষয় এই যে কেহ লিখিবার পূর্ব্বে অনুসন্ধানও করেনা। এবার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমাদিগের সম্পাদকগণ লেখনী চালনা করাতে যে কত অনিষ্ট হইয়াছে তাহা অতি ভয়ানক। যদি তাঁহারা কিছু মাত্র যত্ন করিতেন তাহা হইলেই এ অনিষ্ট পাত কদাচ হইত না। সকলেই রপ্তানি বন্ধ করণার্থ গভর্মেণ্টকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন ও তাহার আবশ্যকতা প্রদর্শনার্থ অজস্রার এরূপ ছবি প্রদান করিলেন যে তদ্দর্শনে গভর্মেণ্ট স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। উড়িষ্যার ব্যাপারে যেরূপ দুর্নাম হইয়াছিল তাহা আর কে লইতে ইচ্ছা করিবে? সুতরাং গভর্মেণ্ট যাহাতে দুর্ভিক্ষটির ফল ভয়ানক না হয় তাহাই করণে যত্নবান হইলেন এবং সম্পাদকগণ অবোধের ন্যায় যেরূপ বাহুল্য ছবি প্রকাশ করিয়া ছিলেন গভর্মেণ্টও সেইরূপ বাহুল্য ব্যয়ে অনিষ্ট নিবারণের আয়োজন করিলেন। পাঠকগণ বলিতে পারেন যে গভর্মেণ্টে রপ্তানি বন্ধ করিলেই সকল গোলযোগ চুকিয়া যাইত এত ব্যয়ও হইত না ও এত ক্লেশের বিষয় ও হইত না কিন্তু তাহা কি রূপে হইতে পারে। রপ্তানি বন্ধ করিতে বলা অতি সহজ কথা কিন্তু তাহা করা অতি গুরুতর ব্যাপার! প্রথমতঃ বিবেচনা করা উচিত যে ইংরাজগণের ভারতবর্ষ জয়করিবার উদ্দেশ্যই বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ তজ্জন্যই তাঁহারা সাত সমুদ্র পারে আসিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন ও পরেও করিতে প্রস্তুত আছেন সুতরাং সে বাণিজ্য বিষয়ে ব্যাঘাত উহা পণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে কখনই করণীয় নহে। গবর্ণর বাহাদুর মনুষ্য ভিন্ন দেবতা নহেন, তাঁহার ঘরে নিন্দাস্পদ হইবার বিশেষ ভয় সত্বে তিনি রপ্তানি বন্ধ করিলে উচিত কার্য্য করিতেন না যেহেতু ইহা কেহই বলিতে পারেন না যে বিজ্ঞান শাস্ত্র সর্ব্ব সময় এক ভাবে থাকে না; সময় বিশেষে তাহার নিয়ম সকল গ্রাহ্য ও সময়ান্তরে অগ্রাহ্য। সম্পত্তি শাস্ত্রের মতে এই যে যে স্থানে যে কোন বস্তুর অভাব ঘটে, সে স্থানে তদ্বিষয়ক বাণিজ্য স্রোত আবশ্যক মতে বেগে প্রবাহিত হয়। আর যখন এক দেশের অভাব অন্য দেশীয় বাহুল্য দ্বারা পূরণ করাই বাণিজ্যের

উদ্দেশ্য,তখন রপ্তানি বন্ধ করার প্রয়োজন কি ছিল? অভাব ঘটিলে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি হইত সুতরাং কোন কোন স্থানে রপ্তানি হইত না; আর মূল্য বৃদ্ধি হইলেও যদি কোন স্থানে রপ্তানী হইত তাহা হইলে সে স্থানের আবশ্যক এ স্থানের আবশ্যকাপেক্ষ অধিক তর সন্দেহ নাই। অতএব রপ্তানী বন্ধ করা প্রথমতঃ যুক্তি বিরুদ্ধ ও দ্বিতীয় অনাবশ্যক। অনাবশ্যক কি না তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে জানা যাইতেছে এবং তখনও কিছু মাত্র যত্ন করিলে অনায়াসে জানা যাইত তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

অনেকে বলেন যে রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান হইতে গর্ভমেণ্টে যে চাউল আনিয়াছেন তাহাতেই দুর্ভিক্ষের আধিক্য ঘটে নাই ও চাউলের দর বৃদ্ধি পায় নাই। আমরা সেরূপ বলিনা বরং আমরা বলি যে গভর্মেণ্টে যদি চাউল খরিদ মোটে না করিতেন তাহা হইলে চাউলের দর এত বাড়িত না। অথচ চাউলের অভাব ও ঘটিত না। প্রথম দুর্ভিক্ষের গোলযোগ উঠিলে কলিকাতায় যে চাউলের দর ৩৸০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল তাহার কারণ কি? রপ্তানির পরিমাণ দেখিলেই জানা যায় যে চাউল এস্থান হইতে বহু পরিমাণে রপ্তানি হইবাতে অভাব জন্য দরবৃদ্ধি হয় নাই। কেবল সম্পাদকদিগের গ্যালোরে গ্যালোরে শব্দ ও গভর্মেণ্টের খরিদ জন্যই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল; চাউলের অনাটন কিছুমাত্র ছিলনা। সেই গোলযোগে সকলেই চাউল ধরিয়া লভ্য করিতে মন করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের ক্রমেতেই বাজার দিন দিন চড়িয়া যায়। লোকে তৎকালে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসেই দুর্ভিক্ষ বড় ক্লেশ কর হইবে ও চাউল অতি দুর্ম্মূল্য হইবে কিন্তু ঘটনা তাহার বিপরীত কেন হইল? এক্ষণে চাউলের দর পূর্ব্বাপেক্ষা না বৃদ্ধি হইয়া কেন ন্যূন হইল? যদি বলেন যে গভর্মেণ্টের আনিত চাউল উপস্থিত থাকাতেই কমিয়াছে তবে সেটি ভ্রম; যেহেতু গভর্মেণ্ট যে চাউল আনিয়াছেন তাহা অতি কদর্য্য, ভদ্রলোকে তাহা খাওয়া দূরে থাকুক, পাটনা, মুগের, ত্রিহুত প্রভৃতি স্থানের দিনপরিশ্রমীরাও তাহা সহজতঃ খাইতে ইচ্ছা করে না। তাহারা ২৷০ টাকা পর্য্যন্ত দরে ধান খরিদ করিয়াছে তথাপি গভর্মেণ্টের চাউল লয় নাই এবং অদ্যাবধি ১৸৵ দরে ধান লইতেছে। গভর্মেণ্টে যে চাউল আনিয়াছেন তাহার অধিকাংশ এখনও জমা রহিয়াছে ও যে অংশ ব্যয় হইয়াছে তাহার ও অনেক জলে ভিজিয়া আগুণে পুড়িয়া ইন্দুর, বান্দর কুই পোকা প্রভৃতির পেটে গিয়াছে। যদি সহজে সেই চাউল লোকে লইত তবে ব্যবসায়িগণের চালান কমাইবার জন্য অর্দ্ধেক মাসুলের নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হইত না। এই মাসুলের বৃদ্ধিতেই যে গভর্মেণ্টের চাল সমস্ত বিক্রয় হইবে এরূপ বলা যায় না যেহেতু এখনও সামান্য লোক সকল দেশীয় চাল অধিক পরিমাণে লইতেছে ও মহাজনেরা মাশুল অধিক দিয়াও দেশীয় চালের আমদানী করিতেছে। (ক্রমশঃ)

তমোলুক পত্রিকা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

মাসিক পত্রিকা

১ম, পর্ব্ব] বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ টাকা [১২শ খণ্ড।

দুর্ভিক্ষ।

(গত প্রকাশিতের পর)

চালের যে অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা ছিলনা তাহার প্রমাণ এই যে বর্ত্তমান সময়েই অন্ন কষ্টের আধিক্য ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু এখনও কলিকাতায় অন্যূন ৪০৷৫০ লক্ষ মোন চাউল মহাজনদিগের নিকট মজুদ রহিয়াছে ও নিত্য ব্যয় অপেক্ষা আমদানী অধিক হইতেছে; তখন কলিকাতায় মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আর অপর স্থান হইতে যে চাউল আনিবার প্রয়োজন ছিলনা তাহারও প্রমাণ আছে।

এবৎসর উড়িষ্যা হইতে ৩।৪ লক্ষ মোনেরও অধিক ধান চাউল বঙ্গদেশে আসিয়াছে তথাপি সে খানে এখনও দরের বৃদ্ধি সেরূপ হয় নাই। তথায় এই সময়ে ১৷ পর্য্যন্ত মূল্যে চাউল পাওয়া যাইতেছে ও এখনও তথা হইতে ২০৷৩০ লক্ষ মোন ধান আনিতে পারা যায়। এক্ষণে দেখা উচিত যে গভর্মেণ্ট যে প্রকারে দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত কার্য্য করিয়াছেন তাহা হিতকর কি না। এই বিষয় বিচার করিতে গেলেই জানা যায় যে গভর্মেণ্ট সুপথ গ্রহণ করেন নাই। যেরূপ চাউলের মাশুল কমাইয়াছিলেন সেই রূপ যদি আর দুই চারিটী বিষয়ে ব্যবসায়ীদিগকে সুবিধা দেখাইয়া দিতেন তাহা হইলে অনেক কার্য্যের সুবিধা হইত অথচ অনর্থক সরঞ্জামাদির জন্য এত ব্যয় পড়িত না। রেলওয়ে কোম্পানির হিসাব দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে গভর্মেণ্ট অপেক্ষা বহুগুণে ব্যবসায়িগণের চালান অধিক হইয়াছে। যদি গভর্মেণ্টের গোল-

যোগে ব্যাবসায়িগণের কার্য্যের ব্যাঘাত না ঘটিত তাহা হইলে ইহাপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক চালান তাহারা করিতে পারিত। কিন্তু করে কি, তাহারা এক এক চালানের রেল রসিদ ১০।১৫ দিনেও পাইতে পারে নাই ও পাইয়াও মোকামে ইষ্টেসনেই মাল রাখিয়া ডিমারেজ দিতে বাধ্য হইয়াছে; এরূপ গাড়ি বা বলদ পায় নাই যে তাহাতে করিয়া মাল লইয়া যায়। এরূপ স্থলে মহাজন সকল আবশ্যক মত মাল চালান করিতে না পারিয়া ও প্রেরিত মালের তছরূপাতাদি দেখিয়া মন্দ মন্দ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বিশেষত গভর্মেণ্ট বাঁধি চাউল ছাড়িলে বাজার নরম হইবে এই ভয়েই তাহারা এককালে অধিক পরিমাণে মাল লইয়া যাইতে পারে নাই। যদি গভর্মেণ্টে খরিদ বিক্রয়ে হস্তক্ষেপ না করিতেন তাহা হইলে সকলে সাহসপূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারিত ও কার্য্যেরও সুবিধা ঘটিত। অনধিকার চর্চ্চা করিতে গেলেই যে গোলযোগ হয় তাহা অবশ্য মানিতে হইবে এবং এবার গভর্মেণ্টের অন্যায় হস্তক্ষেপ করাতেই সকল রূপেই অহিত হইয়াছে। গভর্মেণ্ট ব্যবসায়ী নহেন যে, তাঁহারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন এবং অব্যবসায়িতা হেতুক অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা চাউল ও ধান্যের কিছুই জানেন না বলিয়াই ব্রহ্ম দেশ হইতে চাউল আনিয়াছেন, ব্যবসায়ীতে তাহা কখন করিত না যে হেতুক তাহারা যে স্থলের যে রূপ ধান ও চাউলের আবশ্যক তাহা জানে। গভর্মেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারিগণ বিদেশী হইয়া এদেশীয় লোকদিগের প্রয়োজন যে বিশিষ্ট রূপে জানিতে পারিবেন না তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারিত। অতএব আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে গভর্মেণ্ট চাউল এদেশে বা স্থানান্তরে ক্রয় না করিয়া যদি ব্যবসায়িগণের কার্যের আর কিছু সুবিধা করিয়া দিতেন তাহা হইলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান ও চাউল দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকলে নীত হইত। আর গভর্মেণ্টের ক্রয়-বিক্রয়ে হস্তক্ষেপ করা রাজনিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ ও তাঁহাদিগের আপনার ব্যবস্থার বিপরীতে কার্য্য করা হইয়াছে। কি নিমিত্ত গভর্মেণ্ট রপ্তানি বন্দ করিতে সাহস করেন নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিতে সাহস হয় নাই বলিয়াই তাহা করিতে পারেন নাই। সেই বাণিজ্যের ব্যাঘাত কেবল ইউরোপীয়দিগের সম্বন্ধেই ধরা হইয়াছিল, দেশীয়দিগের সম্বন্ধে নহে; যে হেতু তাহা না হইলে দেশীয়দিগের বাণিজ্যের এত ব্যাঘাত ঘটান হইত না। আমরা অধিক কি বলিব তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে নিযুক্ত কর্ম্মকর্ত্তাদিগের দ্বারা দেশীয় ব্যবসায়ের যে রূপ বাধা দেওয়া হইয়াছে সেরূপ উদাহরণ স্থল আর পাওয়া ভার। কিন্তু গভর্মেণ্টের দোষ কাটাইবার পথ রহিয়াছে, তাঁহারা বলিলেই বলিতে পারেন যে চতুর্দ্দিক হইতে দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ রব উঠিবাতে ও দেশীয় লোক

সকলে সেই ভাবী দুর্ভিক্ষের অতীব ভয়ঙ্কর ছবি দেওয়াতেই তাঁহারা ভীত হইয়া এরূপ বাহুল্যে তন্নিবারণের আয়োজন করিয়াছিলেন। এ কাটানের ও অনেক দোষ দেখা যায় যে হেতু সহস্র সহস্র দলীল সত্ত্বেও গভর্মেণ্টের সামান্য লোকের কথায় ভোলা, জ্ঞানের কার্য্য হয় নাই। যে গভর্মেণ্টের ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ দেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইতেছে সেই গভর্মেণ্টের নিতান্ত নিষ্কর্ম্মার ন্যায় হুজুকে বিশ্বাস করা অতীব অনুচিত। আর যদি বলা হয় যে এরূপ দলিল ছিল না যদ্দ্বারা ভাবী দুর্ভিক্ষের সামান্যতা স্থির করা যাইতে পারিত তবে সে কথা গ্রহণীয় নহে। ফসলের সন্‌সনের রিপোর্টআছে তাহা হইতে জানা যাইত যে কোন সন কত ফসল হয় ও কত হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং লোক সংখ্যার আহারে তাহা কুলান হইবে কি না, অনায়াসেই তাহা জানা যাইত। অতএব গভর্মেণ্টের দোষ এই যে তাঁহারা দুর্ভিক্ষের পরিমাণ নির্ণয় করণের উপায় থাকিতেও তৎকরণে বিরত হইয়া কেবল হুজুকে ভুলিয়াছিলেন। আর আমরা স্বীকার করি যে তাঁহারা বিদেশীয় বলিয়া অনেক বিষয় উত্তমরূপে জানিতে ও বুঝিতে পারেন নাই; যেহেতু অনেক বিষয় তাঁহাদিগকে দেশীয় লোকের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়। যদি দেশীয় গভর্মেণ্ট কর্ম্মচারিগণ যথামত সংবাদাদি দিতেন তাহা হইলে এত অধিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং তাঁহারা হুজুকে না ভুলিয়াও যথাবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য যে দেশীয় লোক সকলের মধ্যে কোন্ দলের দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেকে প্রথমে বলিয়াছিলেন ব্যাবসায়ীদিগেরই দোষ, কেন না তাঁহারা অকারণে চাউলের দর অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ও তাহাতেই সকলে ভয় পাইয়া গোলযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না যেহেতু চাউলের দর ১৸০ মন ছিল এবং সে দরেও বেচিবার জন্য মহাজনগণ ব্যস্ত ছিল এমৎ সময় দুর্ভিক্ষের গোল উঠিল এবং ধনী, মধ্যবিত্ত ও সামান্য লোক সকলেই "চাউল এর পর পাওয়া যাইবে না" বলে খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অধিক কি লোকে ঋণ করিয়াও চাউল ক্রয় করিয়াছিলেন। তৎকালে যদি আমদানী পর্য্যাপ্ত থাকিত ও হুজুক না উঠিত তাহা হইলে মহাজনেরা কদাচই মূল্য বৃদ্ধি করিতে সাহস করিতেন না। আমদানী অল্প ও ক্রেতার পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে ব্যবসায়িগণ মূল্য না বাড়াইয়া করেন কি? তাঁহারা ব্যবসা করিতেছেন দান করিতে বা পরোপকার করিতে তো আইসেন নাই সুতরাং সে হেঁপায় যে ৫ টাকা বা ৭ টাকা দর তোলেন নি, এই যথেষ্ট বলিতে হইবে। সাধারণ লোকেরও তত দূর অপরাধ নাই যে হেতু তাহারা এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত নহে ও তাহারা অভিমান রাখেও না। যে সকল লোকের ইতিবৃত্ত ও অপরাপর রাজ্যতান্ত্রিক দলিলের অনুসন্ধান, দেশের

মঙ্গল সাধনে যত্ন ও লোক যাত্রা বিধানে কৃত ব্যবস্থাদির হিত কারিত্বের প্রতিদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং যাঁহারা সেই সকল বিষয়ের আলোচনাতেই প্রবৃত্ত আছেন ও তদ্বিষয়ে পটুতার জন্য অভিমান রাখেন তাঁহারা যখন দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন তখন সামান্য লোক সমস্ত তাহাদিগের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া ভীত হইয়াছিল ইহাতে অপরাধ কি? অতএব যদি এ বিষয়ে কাহাকেও অপরাধী জ্ঞান করিতে হয় তবে আমাদিগের সংবাদপত্র সম্পাদকগণকে দোষী করা উচিত, অপর কাহাকেও নহে। সম্পাদকগণ তাঁহাদিগের স্বাধিকারে অমনোযোগী ছিলেন বলিতে পারি না যেহেতু তাঁহারা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লেখনী চালাইতে নিবৃত্ত ছিলেন না এবং যদি নিবৃত্ত থাকিতেন তাহা হইলেও একপ্রকার মঙ্গল হইতে পারিত। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সামান্য অমনোযোগিতা রূপ অপরাধে তাঁহারা অপরাধী নহেন। তাঁহাদিগের অপরাধ তদপেক্ষা বহ্বাংশে গুরুতর এবং সেই অপরাধ জন্য যদিও তাঁহারা আমাদিগের সমাজে দণ্ডিত হইতেছেন না—(সমাজের দুরবস্থা হেতুক। তথাপি ঈশ্বরের নিকটে তাঁহাদিগকে দণ্ড পাইতে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের এবিষয়ে কিছুমাত্র লেখার পূর্ব্বেই উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া জানা কর্ত্তব্য ছিল যে দুর্ভিক্ষ কি পরিমাণে হইবার সম্ভাবনা। ১৯ শতাব্দীতেও দেশের শস্যোৎপত্তি ও তাহার দেশীয় ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপণ করা কি দুঃসাধ্য হইতে পারে? কখনই না সম্পাদকগণ অনুসন্ধান করিলেই কৃতকার্য্য হইতেন কিন্তু তাঁহারা অপরাপর বিষয়েও যেরূপ আপনাদিগের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন এদুর্ভিক্ষেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কি আক্ষেপের বিষয় তাঁহারা কি জানেন না যে এ প্রকার গুরুতর বিষয়ে যত্ন ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন? চক্ষু বুঝিয়া বন্দুক ছোড়াতে যেরূপ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা সম্পাদকগণের পক্ষে অনুসন্ধান না করিয়া লেখনী চালনাতেও সেইরূপ অনিষ্টপাতের অধিকতর সম্ভাবনা। তাঁহাদিগের অপরাধ অজ্ঞানকৃত পাতকের ন্যায় মার্জনীয় নহে যেহেতু ইহা একরূপ জানিয়া করা হইয়াছে। যখনি বিনানুসন্ধানে লিখিয়াছেন তখনি তাঁহারা জানেন যে তাহাতে অনিষ্টপাত হইবে। চক্ষে না দেখিয়া বন্দুক কেন ছাড়িলেন? আমাদিগের সম্পাদক সকল কিরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন; দশ বিশ হাজার টাকা অপব্যয় হইলেই তাঁহাদিগের চীৎকারের শব্দে কাণ ফাটিয়া যায় আর ৭ কোটি টাকা তাঁহারাই সম্মতি দিয়া নষ্ট করিলেন। লোকের এ টাকার শোক এখনও হয় নাই যেহেতু তাঁহারা সকলে বুঝেন নাই যে ইহা কাহার ও কে দিল। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে এই টাকার সুদ তাঁহাদিগকে দিতে হইবে ও এই ঋণ টেক্‌সাদিরূপে তাঁহাদিগের নিকট হইতেই আদায় করা হইবে তখন তাঁহারা বুঝিবেন যে এ টাকা কোথা হইতে দেওয়া হইল। পরিসমাপ্তিকালে আমরা বলিতেছি যে আমাদিগের উপর অনেক সম্পাদক রাগত হইয়া লেখনী নিঃসৃত বাণ সকল নিক্ষেপে উদ্যত হইবেন কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি যে তাঁহারা প্রথমেই ভুবনের পুরাবৃত্ত হইতে এরূপ একটি উদাহরণ আমাদিগকে দেখাইয়া দেন যাহাতে ৮।৯ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে অথচ তাহা অনর্থক কি সার্থক ব্যয় তদ্বিষয়ে এত মতভেদ আছে।

ভারতবর্ষে ইংরাজ উপনিবেশ।

এই প্রস্তাবটি ইতিপূর্ব্বে অনেক বার উত্থাপন করা হইয়াছিল এবং এডিনবরার ভারতীয় উপনিবেশ সভা দ্বারা ইহা পুনরুত্থাপিত হইয়াছে। প্রাগুক্ত সভার সভ্যগণ ইত্যগ্রে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সর্ ষ্ট্রাফোর্ড নর্থকোটের নিকট আপনদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে তিনি তাহাতে সম্মতি দেন নাই। সম্প্রতি উল্লিখিত সভা ভারতবর্ষে ইংরাজ ঔপনিবেশিক প্রেরণার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন ও বর্ত্তমান ভারতীয় ষ্টেট সেক্রেটারি ডিউক অফ আরগাইলের নিকট তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। এই হেতু আমরা এতদ্দেশে ইংরাজ উপনিবেশের বৈধাবৈধতার বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এক দেশের লোক অপর দেশে যাইয়া বসতি করাকেই উপনিবেশ বলে এবং গ্রেট ব্রিটনের লোক ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করার বিষয়েই এস্থলে বিচার করা যাইতেছে। এ বিষয়ের বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে উপনিবেশ কোন স্থানের উপযুক্ত, কাহাদিগের দ্বারা হওয়া বিধেয় এবং তদ্দ্বারা কি উপকার হয়। যে দেশ বহু পরিমাণে ভূমি অরণ্যাদিতে পরিপূর্ণও হিংস্রজন্তু প্রভৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে এবং যেখানকার লোক, সংখ্যায় অতি অল্প ও সভ্যতাহীন, সেই দেশেই উপনিবেশ করার প্রয়োজন হয়; আমেরিকা খণ্ডের অধিকাংশই পূর্ব্বে অরণ্য পূর্ণ ও পশ্বাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল এবং যে অল্প মাত্রমনুষ্য তথায় ছিল তাহাদিগের অসভ্যতা নিবন্ধন এক প্রকার পশু বলিলেও বলা যাইত। এই হেতুক ইউরোপীয়গণ তাহাতে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। অষ্ট্রেলিয়া, মারিচ, বোর্‌বোঁ, আন্দমান প্রভৃতি দ্বীপ ও এই কারণে উপনিবেশ স্থান হয়। ভারতবর্ষে ইংরাজ উপনিবেশের প্রয়োজন কিছুমাত্র দেখা যায় না। যে হেতু যদিও অদ্যাবধি ভারতের বহু স্থান নির্বসতি রহিয়াছে তথাপি যে পরিমাণে ইহার প্রজা সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে তদ্দর্শনে বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে কিছু দিন পরে ইহার সকল স্থানই বসতি পূর্ণ হইবে। যখন কোন ব্যক্তি একটি বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইলে এরূপ প্রশস্ত করেন যে তাহাতে দুই তিন পুরুষের যেন সম্পোষ্য হয় তখন দেশের সম্বন্ধে অন্যূন দশপুরুষের সম্পোষ্য স্থান রাখা কর্ত্তব্য। অতএব স্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট

প্রতীয়মান হইতেছে যে ভারতবর্ষে উপনিবেশ আবশ্যক করে না তবে দেখা কর্ত্তব্য যে অপর কারণে আবশ্যক কি না? আমাদিগের বিবেচনায় অপর কোন কারণে ও উপনিবেশের প্রয়োজন বোধ হয় না। ভারতবর্ষ এক্ষণে জগতের দুই চারটি জাতির অপেক্ষা সভ্যতায় ন্যূন তাহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু অত্রত্য লোকদিগকে কোন মতে অসভ্য বলিতে পারি না। বোধ করি যে দেশানুরাগ জন্য কেবল আমরাই পারি না এরূপ নহে; যে কোন ব্যক্তি নিজ অন্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা কহেন তাঁহাকেই এ রূপ স্বীকার করিতে হয়। যখন ইউরোপের সমস্ত দেশে, ব্যাধ জালজীবী ও কৃষক ভিন্ন অপর ব্যবসায়ী লোক ছিল না যখন এই ইংরাজগণ বানর ভল্লুক প্রভৃতি বন্য পশুর ন্যায় অবস্থাপন্ন ছিল, তখন যে ভারতবাসিগণের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও বীরত্বের যশ জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল সে ভারতবাসিগণকে কখনই অসভ্য বলা যাইতে পারে না। স্বাধীনতার অভাবে ও বিজাতীয় অত্যাচারে উন্নতি হইতে পারে নাই ও কিয়ৎ পরিমাণে লব্ধ উন্নতির হ্রাস হইয়াছে বটে কিন্তু তজ্জন্য কি অসভ্য পদ ভারতবাসিগণের প্রতি ব্যবহৃত হইতে পারে। গথ ও ভাণ্ডালদিগের দ্বারা রোমানগণ বিজিত হইয়াছিল ও জেতাদিগের অত্যাচারে উন্নতির অনেক হানি ঘটিয়াছিল, তথাপি তাঁহাদিগকে জগতের মধ্যে কেহ অসভ্য বলিতে সাহস করিত না। তবে ভারতবাসিগণকে যে দুই চারি জন ইংরাজে অসভ্য বলেন সে কেবল তাঁহাদিগের আত্মচিত্তের অপ্রশস্ততা ও হীনতা জ্ঞাপনার্থ। ভারতবাসিগণ সভ্য-প্রধান ছিলেন এবং যদি কিছু কাল মাত্র অবাধে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন তবেই পুনশ্চ সভ্যপ্রধান রূপে পরিগণিত হইবেন সন্দেহ নাই। অতএব সভ্যতার উন্নতির জন্য ভারতে ইংরাজ উপনিবেশের প্রয়োজন করে না যে হেতু উপনিবেশ অপেক্ষা এক্ষণে কিছু রেহাই দিলেই ভাল হয়। আর ইংরাজগণ যে কি হিসাবে ভারতবর্ষে উপনিবেশের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন তাহা আমাদিগের বুদ্ধিতে স্থির করিতে পারিতেছি না। তাঁহাদিগের দেশ অনেক দিন বিনা বিগ্রহে থাকাতে প্রজা সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে কিন্তু এখনও এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই যে অনটন ঘটে। এখনো ব্রিটিসদ্বীপের অনেক স্থান অরণ্য পূর্ণ রহিয়াছে এবং এখনো অনেক স্থানে আবাদ হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন ব্রিটিসদ্বীপের প্রজা সংখ্যা কমিবারও পথ সহজ। ব্রিটিসদ্বীপ পরিমাণে বৃহৎ নহে, অন্যান্য রাজ্যের সহিত তুলনায় অতি অল্প বলিতে হয় এবং যেরূপ ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধ ইংরাজদিগের সহিত কাহারও হইলেই লোক সংখ্যা অধিক পরিমাণে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। পাঠকগণ আমাদিগের এ বাক্য-পাঠে এই বলিয়া হাসিতে পারেন যে, কোন্ কালে যুদ্ধ হইবে কি না হইবে তাহা ধরিয়া হবু প্রজা হানি সাব্যস্ত করা অবিধেয়। আমরা তদুত্তরে বলি

যে এইক্ষণে ইংরাজগণের যে অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে একটী ভয়ঙ্কর বিগ্রহ ঘটীবার নিতান্ত সম্ভাবনা; অবিলম্বেই হউক বা দুই চারি বৎসর পরেই হউক তাহা না হইলে আর চলে না।

ইংরাজগণ এক সময়ে জগতের প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন ও সেই জাতীয় গৌরব তাঁহাদিগের হৃদয়ে এখনো বিলক্ষণ আছে এবং সেই গৌরব রক্ষা করা তাঁহাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা কিন্তু ফলে তাহা যে রক্ষাকরা সহজ ব্যাপার নহে তাহা সুবিজ্ঞ ইংরাজমাত্রেই বুঝিয়াছেন। জাতীয় অভিমান ও আক্রোশই ইতি পূর্ব্বের ফ্রাঙ্কোপ্রুসিয়ান যুদ্ধের মূল ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন, যে তৃতীয় নেপোলিয়ানের সাহঙ্কার ব্যবহারেই ঐ যুদ্ধ ঘটে কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে অনুভূত হয় যে তাহা নহে। প্রুসিয়ানগণ প্রথম নেপোলিয়ানের নিকট যেরূপ অবমাননা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন নাই বরং সেই ভাব তাহাদিগের হৃদয়কে বিষলিপ্ত সূচিকারূপ হইয়া সর্ব্বদা বিদ্ধ করিতেছিল। তাঁহারা এরূপ সতর্কে আপনাদিগকে ফরাশীসদের অপেক্ষা বলবান করণে প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন যে ইউরোপীয়গণের মধ্যে কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যখন ফ্রাঙ্কোপ্রুসিয়ান যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয় তখন সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে ফরাশীসগণ অনায়াসেই জয়ী হইবেন। অধিক কি যুদ্ধ স্থান নির্ণয়ার্থ যে সমস্ত ভূচিত্র প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ফ্রান্সদেশের উত্তর পূর্ব্ব সীমা মাত্র ও প্রুসিয়ার অধিকাংশ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল; কারণ সকলেই নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে ফরাশীসগণ প্রুসিয়ায় প্রবেশ করিবেন। প্রুসিয়ানগণ যে যুদ্ধার্থ বিশেষ আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত ছিল তাহা একামাত্র তৃতীয় নেপোলিয়ান বুঝিয়াছিলেন ও যে সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা নিতান্ত অসময় ছিল না; এবং সমস্ত লোক একমতে যুদ্ধ করিলে তাহে প্রুসিয়ানগণ কখনই জয়ী হইতে পারিত না। যুদ্ধে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল যে ফরাশীস সেনার অপেক্ষা প্রুসিয়ান সেনারা সংগ্রাম পটুছিলনা, তাহারা কেবল সংখ্যা বলেই জয়ী হইয়াছে। তৃতীয় নেপোলিয়ান বুঝিয়াছিলেন যে প্রুসিয়ানগণ যুদ্ধার্থ বিশেষ আয়োজন করিতেছিলেন এবং সে সময়ে তাঁহার বল নিতান্ত ন্যূন ছিলনা অতএব শত্রুকে বৃদ্ধি পাইতে না দিয়া পূর্ব্বেই নষ্ট করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুরবল অধিক বৃদ্ধি না পাইতেই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু তাহার বল নিতান্ত বৃদ্ধি পাইলে আর তাহাকে জয়করা যায়না; সুতরাং তাহার একপ্রকার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। যথার্থ স্বাধীনতা ভাব হারাইতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি পারতঃ পক্ষে ইচ্ছা করেন না এবং সেই কারণেই তৃতীয় নেপোলিয়ান সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; ও দেশীয় লোকের ভ্রমে ও আন্তরিক বিবাদেই পরাজিত হয়েন। তথাপি তাঁহাকে পুরাবৃত্ত কারেরা বিজ্ঞতম বলিতে নিবৃত্ত হই-

বেন না। আমাদিগের এসমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে ইংরাজগণ ও তৃতীয় নেপোলিয়ানের মত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ইতি পূর্ব্বেই যুদ্ধ করা উচিত ছিল যেহেতু পূর্ব্বে ইংরাজগণ জগতের প্রাধান্য পাইয়াছিলেন এবং সেই প্রাধান্য এক্ষণে বহু পরিমাণে হারাইয়াছেন। গত ১৫ বৎসরের ইতিহাসেই আমাদিগের এই বাক্যের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইংরাজগণের দর্পে সমস্ত ইউরোপ কম্পামান ছিল, তাঁহাদিগের কথা কেহ হেলন করিতে সাহস করিত না। আর এক্ষণে তাঁহাদিগের কথা হেলন করা দূরে থাকুক অনেক স্থলে তাঁহাদিগের বিশেষ অবমাননা করা হইতেছে তথাপি তাঁহারা কিছু করিতেছেন না। এক্ষণে তাঁহাদিগের আর উপায় নাই করেন কি, পূর্ব্বে যুদ্ধ করিলে তাঁহারা এক প্রকার কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের শত্রুগণ এত প্রবৃদ্ধবল হইয়াছে যে তাঁহারা সংগ্রামে সাহস করিতে পারিতেছেন না। এরূপে কতকাল যাইবে? দেশীয় সামান্য লোকের মনে জাতীয় গৌরব ও বিপক্ষগণের মনোমধ্যে পূর্ব্বকৃত অবমাননাদির অভিমান সত্ত্বে কত দিন নির্ব্বিবাদে যাইতে পারে? আর ইংরাজগণ নাই বা করেন কিরূপে? লুসাই আশাণ্টি প্রভৃতি অসভ্যদিগকে বাদুড় মারা করিয়া মনকে কতদিন ভুলাইতে পারিবেন, দেশে যে যশ, মান, স্বাধীনতা সকলই গেল। যেমন একটি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র দেখিলে লোকে প্রথমে ভয় পায় ও ক্রমে তাহার দুর্ব্বলতা দেখিয়া অবজ্ঞা করিতে থাকে, সেইরূপ ইংরাজদিগের পূর্ব্ব সিংহ তুল্য বিক্রম স্মরণ করিয়া সকলে ভয় করিত এবং ক্রমে সেই বিক্রমের অভাব জানিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতেছে। আপনাপন বলের উপর বিশ্বাস না থাকাতেই হঠাৎ কেহ ইংরাজদিগকে ক্ষুণ্ণ করণে সাহসী হইত না কিন্তু এক্ষণে আর সেভাব নাই অনেকে বুঝিয়াছে যে ইংরাজগণ তাহাদিগের অপেক্ষা হীনবল এবং ক্রমশই অবজ্ঞা করিতেছে। ইংরাজগণ যতই নীরবে আছেন ততই অবমানিত হইতেছেন কিন্তু চিরকাল নীরবে থাকিয়াতো স্বাধীনতা হারাইতে পারিবেন না। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ইংরাজগণকে অনতিকালবিলম্বে স্বাধীনতা রক্ষার্থ এরূপ একটি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে যে তাহাতে ব্রিটিস দ্বীপের প্রজা সংখ্যা অর্দ্ধেক হইবার সম্ভাবনা। এরূপস্থলে বিদেশে ঔপনিবেশিক পাঠাইয়া কতকের স্বদেশানুরাগ না কমাইয়া বরং অপর স্থান হইতে প্রজা আনিয়া স্বদেশে উপনিবেশ করা কর্ত্তব্য। আমেরিকায় ইংরাজগণ ঔপনিবেশিক প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তথা হইতে কয়জন তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ আইসে?

যদি এরূপ বিবেচনা করা হয় যে ভারতে ইংরাজ উপনিবেশ হইলে তাঁহাদিগের অত্রত্য অধিকার দৃঢ়তর হইবে, তবে সেটী ভ্রম; যেহেতু আমেরিকা তাহার জাজ্জ্বল্যমান বিলক্ষণ প্রমাণ রহিয়াছে। আর ইংরাজ উপনিবেশ ভারতে

করিতে গেলে কতদূর কৃতকার্য্যতা লব্ধ হইবে তদ্বিষয়েও নানা সন্দেহ; প্রথমতঃ ভারতীয় গ্রীষ্ম প্রধান জল বায়ু শীত প্রধান দেশবাসী ইংরাজগণের সহ্য না হইবার সম্ভাবনা; দ্বিতীয়তঃ তদ্দ্বারা দেশীয়গণের অনেকাংশে অনিষ্ট হইবার কারণ আছে; এবং তৃতীয় (সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তর) সন্দেহ এই যে ভারতে ঔপনিবেশিক স্থাপন করিতে গেলে ইংরাজদিগের ভারত বেহাত হইতে পারে। অপরজাতীয় উপনিবেশে শেষোক্ত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাহাদিগের স্বভাব ইংরাজদিগের অপেক্ষা অনেক উত্তম! ইংরাজ দিগের একটী প্রধান দোষ তাঁহারা মিশিয়া ঘুসিয়া থাকিতে পারেন না; সামান্য লোকে যে দোষে একলসেঁড়ে বলে, ইংরাজদিগের সেই দোষ প্রবলতর। ফরাশীস প্রভৃতি জাতিরা যে সমস্ত স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করাইয়াছেন তৎসমস্ত দেশের আদিম বাসুন্দাদিগের সহিত তাঁহারা একপ্রকার মিশিয়া গিয়াছেন সুতরাং আদিম ও নূতন বাসুন্দাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র বৈরভাব দেখা যায়না। আর ইংরাজগণের আচরণ তাহার বিপরীত দেখা যায়। যে স্থানে ইংরাজ উপনিবেশ আছে সেই স্থানেরই আদিম বাসুন্দা সকল উচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এবং কখন উভয়দল বাসুন্দার মধ্যে মিল ও সম্প্রীতি ঘটে নাই। কিন্তু অতি হীনাবস্থায় অসভ্য জাতিগণের উচ্ছেদ করা যত সহজ ভারতবাসীদিগের উচ্ছেদ কার্য্য সেরূপ সহজ ব্যাপার নহে। এদেশের লোক আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানদিগের মত অসভ্য ও পশুবৎ নহে সুতরাং উপনিবেশিকদিগের অত্যাচারে ইহারা ক্ষুব্ধ হইলে বিপদ পাতের সম্ভাবনা। ইংরাজগণ সভ্য জাতি হইয়াও যখন এতদিন ভারতরাজ্য শাসন করত দেশীয় লোকের সহিত মিশিতে পারেন নাই তখন উপনিবেশ দ্বারা আর ও অমিল করা কোনমতে বিধেয় নহে। যে অমিল আছে তাহা যেকোনসূত্রে হয় মিটনাই বুদ্ধির কার্য্য, ইহার বৃদ্ধি করিতে গেলেই বিপদ ঘটিবে সন্দেহ নাই।

তেজঃ।

(গত প্রকাশিতের পর)

বাস্প প্রসরণ। এতৎ সম্বন্ধে ইহা প্রথমতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে যে, বইল সাহেব পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন সমান তাপে কোন বাষ্পের আয়তন উপরিস্থিত চাপের সহিত ব্যস্তরূপে সমান হয়; অর্থাৎ বাষ্পের ঘনত্ব উপরিস্থিত চাপের উপর নির্ভর করে।

তাপবৃদ্ধি হইলে বায়ুও প্রসৃত হইতে থাকে; সুতরাং যদি আমরা, (১) ঐ বায়ুর সমান আয়তন রাখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করিতে হইবে; (২) যদি সমান চাপ রাখিতে ইচ্ছা করি; তাহা হইলে, প্রসরণ ক্ষম ঐ বায়ুর জন্য অতিরিক্ত স্থান সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আয়তন অপরিবর্ত্তনীয় রাখিলে বাষ্পের তাপ ও

চাপের এবং চাপ অপরিবর্ত্তনীয় রাখিলে আয়তন ও তাপের, পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করা যায়।

বাষ্প প্রসরণ সহজেই দেখা যায় না। বায়ু ভুর্ভেদ্য একটি থলিকে প্রায় বায়ু পূর্ণ করিয়া দৃঢ়রূপে মুখ বন্ধনানন্তর অগ্নিতাপে ধরিলে, ইহা সম্পূর্ণ রূপে স্ফীত এবং অগ্নি হইতে অপসারিত করিলে সঙ্কুচিত হইবে। অন্তঃস্থ বায়ু প্রসরণ এই স্ফীতির কারণ।

বাষ্প প্রসরণ আর এক প্রকারে প্রদর্শিত হইতে পারে। নলাকৃতিমুখ কোন কাচপাত্র বিপর্য্যস্ত ভাবে অন্য কোন জলপূর্ণ পাত্রের উপর রাখিলে, কতকটা পর্য্যন্ত জল উত্থিত থাকিবে। তখন একটা তপ্ত লোহিত মৃদঙ্গার খণ্ড উক্ত কাচপাত্রের গাত্রের নিকট ধরিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অন্তঃস্থ বায়ু প্রসৃত হইয়া নলস্থ জলকে নিম্নে ঠেলিতে থাকায়, জলের উচ্চতা বাড়িতে থাকে এবং উক্ত মৃদঙ্গার খণ্ডকে সরাইয়া লইলে জল পূর্ব্ব উচ্চতায় উত্থিত হয়।

ইংলণ্ডে ডাল্টন ও ফ্রান্সে গেলুসাক নির্ণয় করিয়াছেন, যে পরিমাণ তাপ-প্রয়োগে সমস্ত বাষ্প সমানরূপে প্রসৃত হয়; অথবা যদি তাহাদের সমান প্রসরণের কিছু প্রভেদ দেখা যায়, তাহা এত তুচ্ছ যে, নিতান্ত সূক্ষ্ম গণনা স্থল ভিন্ন তাহা ধর্ত্তব্য হয়না। সাধারণ বায়ু, উদজান ও অম্লজান বাষ্পকে সমান তাপে তপ্ত করিলে তাহাদের সকলেরই সমান প্রসরণ হয়; কিন্তু আবার, যদি কোন তিনটি ক্ষিতি বা তরলকে সমান তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, তাহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন বিভিন্ন বিস্তারে প্রসৃত হইয়াছে।

প্রসরণ ও আকুঞ্চন কৃত ঘটনা। ক্ষিতি প্রসৃত ও আকুঞ্চিত হইবার এবং তরল প্রসৃত হইবার সময়ে যে শক্তি উৎপন্ন করে, তাহা এত অধিক যে যদি কোন পাত্রকে সম্পূর্ণরূপে তরল পূর্ণ ও উত্তমরূপে চারিদিকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাপ বৃদ্ধিতে ঐ অন্তঃস্থ তরল প্রসৃত হওয়াতে উক্ত পাত্র, যতদূর দৃঢ় হউক না কেন ফাটিয়া যাইবে।

পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুতাপ অপেক্ষা ১৫ অংশ (ফার) অধিক তাপ বিশিষ্ট একটি লৌহদণ্ডের দুই প্রান্ত দৃঢ়রূপে আটক রাখিলেও, শীতল হইবার সময়ে উহা নিজ দেহের প্রত্যেক বর্গ একবুরুল পরিমিত স্থানে একটন (ম২৭/৮) শক্তি অনুসারে উভয় প্রান্তকে টানিয়া আনিবে।

আকুঞ্চন ও প্রসরণদ্বারা এইরূপে কত শক্তি সঞ্চয় হয়, তাহা স্মরণ করা শিল্প কার্য্যস্থলে মহৎ উপকার সাধন করে। স্মরণ রাখিলে, ঐ শক্তি সঞ্চয় প্রযুক্ত অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নিবারণ করিতে এবং কখন কখন উহাকে কাজে লাগাইতেও পারা যায়। রেল্ রোড্ প্রস্তুত সময়ে রেলের অবান্তর একটু একটু স্থান রাখা ভাল।

সেইরূপ আবার, জল ও বাষ্প চোঙ্গ বসাইবার সময় তাহাদের প্রত্যেক সন্ধি স্থানকে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সন্ধিস্থানের

ন্যায় মানান করা উচিত। এবং তাপ পরিবর্ত্তন হইলে বস্তুর কীদৃশ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কলনির্ম্মাতার সর্ব্বদাই তাহা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

তাপদ্বারা বস্তুর অবস্থা পরিবর্ত্তন। আমরা ইচ্ছামত জগতের অনেক বস্তুকে ঘন দ্রব ও বায়ুবৎ অবস্থাতে আনিতে পারি। আবার, এমন কতকগুলি বস্তু আছে যাহাদিগকে এরূপ অবস্থায় আনিতে পারি না; অথবা যদিই আনিতে পারি তাহা অতি কষ্টে। এপর্য্যন্ত কেহ বিশুদ্ধ সুরাবীর্য্যকে ঘন অবস্থায় ও বায়ুকে তরল অবস্থায় আনিতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

অবস্থা পরিবর্ত্তনের সুবিদিত কর্ত্তা তেজ। ইহার কর্ত্তৃত্বে বস্তু সকল ঘন হইতে দ্রব অবস্থায় এবং দ্রব হইতে বায়ুবৎ অবস্থায় নীত হয়; এবং যতই ইহার হ্রাস হইতে থাকে বায়ুবৎ দ্রব্য দ্রব-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তেজ দ্বারা নিরেট বস্তু বায়ুবৎ হয় ও তেজ অপহরণ দ্বারা বায়ুবৎ দ্রব্য নিরেট হয়। এই নিয়ম অব্যভিচারী। সুতরাং যদিও আমরা সুরা বীর্য্যকে ঘন করিতে পারিনা, কিন্তু নিশ্চয় বলিতে পারি, যে যদি কেহ কখন উহাকে ঘন অবস্থায় আনিতে পারেন, তিনি উহার তেজ অপহরণ দ্বারাই কৃতকার্য্য হইবেন; তদ্রূপ যদিও কেহ কোন কোন বস্তুকে, যথা হীরককে, এপর্য্যন্ত গলাইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি কেবল তেজ-প্রয়োগেই এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন।

বস্তু সকল নিরেট অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় গমনকালে, কিরূপ অবস্থান্তরিত হয়, দেখা যাউক। আমরা নিরেট ও তরল অবস্থাগত ধর্ম্ম বিশেষরূপ জানি। অমুক বস্তু নিরেট বলিলে, আমাদের মনে হয় যে, তাহা সংঘাত কঠিন ও তাহা একটি স্থায়ী আকার বিশিষ্ট অর্থাৎ সেই বস্তুর অবস্থান্তর না ঘটিলে আর আকারান্তর ঘটেনা। অমুক বস্তু তরল বলিলে এই বুঝি যে, তাহা ঢলঢলে ও তাহার আকারের স্থিরতা নাই; আধার ও বস্তুর আকার অনুসারে তাহার আকার হয়; আয়ত বস্তুতে রাখিলে, তরল আয়ত দেখাইবে; শূন্যগর্ভ গোলবস্তুতে রাখ তরল গোল দেখাইবে; বক্র বস্তুতে রাখ, ইহা বক্রাকার দেখাইবে।

এতদ্ভিন্ন, বস্তুর আর একরূপ অবস্থা আছে তাহা, নয়নিরেট নয় তরল; অথচ উভয়েরই মধ্যবর্ত্তী; এই অবস্থাকে আঠাবৎ অবস্থা বলিব। কোতরা গুড় ও আঠা এই অবস্থা বিশিষ্ট।

বস্তু সকল দ্রব হইবার পূর্ব্বে এই আঠাবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিরেট বস্তুতে তেজ প্রবেশ করিলে—সে তেজ যদি এত অধিক হয় যে, ঐ বস্তুর পরমাণু বিশ্লেষ করিতে পারে—তাহা হইলে উহা প্রথমতঃ অর্দ্ধনিরেট আঠাবৎ অবস্থা, পরে স্পষ্ট চঞ্চল তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। লাক্ষা ইহার এক সুন্দর উদাহরণ; শীতল অবস্থায় লাক্ষা ভঙ্গুর থাকে; তপ্ত করিলে ইহা প্রথমে নম্র শেষে দ্রব হয়। এতদ্রূপে তরল হইবার পূর্ব্বে লৌহ কাঠিন্যহীন হইয়া এমন নম্র হইয়া আইসে যে, অনায়াসে তাহার কতকটা লইয়া ইচ্ছামত গঠন করা যায়।

লৌহের এই গুণ থাকাতে শিল্পকার্য্যে ইহার এত আদর। যে বস্তু যত কঠিন তাহাকে গলাইতে তত অধিক তাপ আবশ্যক করে; হীরক এত কঠিন যে, অতি উচ্চতাপেও ইহাকে দ্রব করিতে পারা যায়না।

অনেক বস্তু নিরেট অবস্থা হইতে অতি বাটিতে তরল অবস্থায় আইসে; বরফ তাহার এক উদাহরণ।

আর কতকগুলি মিশ্রিত দ্রব্য আছে, অবস্থান্তর হইবার সময়ে, তাহাদের সমবায়েরও পরিবর্ত্তন হয়; যথা লাবণিক জল। কোন লাবণিক পদার্থকে জলে দ্রব করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চতাপে ঐ লাবণিক পদার্থ জলে বেস মিশিয়া থাকে ও নিম্ন তাপে তাহা জলের অধঃপতিত হয়।

সমুদ্র জলের তাপহ্রাস হইলে অন্য-বিধ ঘটনা দৃষ্ট হয়; ঐ জল কোন নির্দ্দিষ্ট তাপাঙ্কে জমিয়া যখন প্রায় পরিষ্কার বরফের মত হয়, তখন পশ্চাতে লবণ পতিত থাকে।

তরলী ভাব। অর্থাৎ নিরেট অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় গমন।

নিঃস্রবণ। নিরেট অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় গমন কালে যে সকল বস্তুর সমবায়ের পরিবর্ত্তন হয়না, তাহারা নিম্ন লিখিত নিয়মে তেজ সংযোগে গলিতে থাকে।

১। যে বস্তু যে তাপে গলে, বায়ুভাব অপরিবর্ত্ত্য থাকিলে, সেই বস্তু গলিবার তাপও অপরিবর্ত্ত্য থাকিবে।

২। নিঃস্রবণ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাপ অপরিবর্ত্ত্য থাকে।

কোন্ বস্তু কততাপে গলে, তাহা জানা শিল্পকার্য্য স্থলে অনেক উপকারী এজন্য নিম্নে তাহাদের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

বস্তুর নাম	ফারেন্ হাইট কত তাপে গলে	পরীক্ষক
পারদ	৩৭°৯	ষ্টুয়ার্ট
আইস্	৩২	
ফস্ফরস্ (অস্থিসার)	১১১°৫	স্কুটার
পোতাস্	১৩৬	রেনল্ট্
সোডিয়ম্ (রক্তাভশ্বেতক্ষার)	২০৭°৭	ঐ
গন্ধক	২৩৯	পার্শন্
কস্তীর	৪৫১	ঐ
সীসক	৬২০	ঐ
দস্তা	৬৮০	পোইলেট্
রসাঞ্জন	৮ ১০	ঐ
রৌপ্য (বিশুদ্ধ)	১৮ ৩২	ঐ
স্বর্ণ (বিশুদ্ধ)	২২ ৮২	ঐ
লৌহ (ফরাসি)	২৭ ৩২	ঐ
লৌহ (ইংরাজি)	২৯ ১২	ঐ ক্রমশঃ

কেন মজিলাম ?

(১)

কেন মজিলাম আশার ছলনে ?
শোকের অনলে হইতে দহন ;
বিধাতার ছিল, এতই কি মনে,
ক্লেশিতে আমার সমস্ত জীবন ?

(২)

শৈশবে যতই মনের সাধেতে,
ভুঞ্জিলাম সুখ অমূল্য রতন,
বয়স এখন সাধিল তাহাতে
নিদারুণ বাদ ; কপাল লিখন !

(৩)

দয়ার সাগর জনক আমার,
প্রসাদে যাহার লভিনু এ কায ;
কতই যতনে আনিয়া আহার,
পালিতেন সদা বঞ্চি আপনায়।

(৪)

প্রীতির প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
জননী আমার দেবতা সমান ;
সদাই সতর্ক নয়ন যাহার,
সন্তোষিত মম দুঃখিত পরাণ।

(৫)

প্রাণের দোসর সোদর মম
একই বৃন্তের যুগল কমল ;
বাল সহচর, অতি প্রিয়তম,
বাড়াইত সদা সুখ নিরমল।

(৬)

স্নেহের সরসী ভগিনী রতন,
পবিত্র আনন সদত যাহার,
বিতরিত সুখ, দেব প্রিয় ধন,
ক্ষুধা, শ্রমে নাহি করিয়া বিচার।

(৭)

পরিষ্কৃত পথ, শস্য পূর্ণ মাঠ,
সহ সঙ্গিচয় খেলিতাম যথা
শৈশবে খুলিয়া হৃদয় কপাট,
কহিতাম কত মনের কথা।

(৮)

গিরিবর সুতা তরঙ্গিণী-কুল,
হেলিয়া দুলিয়া সাগরের পানে ;
ফুলাইয়া বুক আনন্দে আকুল,
চলেযেতে সুখে পতি সম্মীলনে।

(৯)

আলিঙ্গিয়া তরু লতিকা কোমল
(পবিত্র প্রেমের ভাব চমৎকার)
বিতরি সদাই নিজ পরিমল,
নাশিত মনের সব অন্ধকার।

(১০)

মধুকণ্ঠ যত গায়কের দল,
ভুঞ্জি পক্ক ফল মিষ্ট সুধারস ;
পূরিয়া আকাশ করি কল কল,
মোহিত সন্তাপ-সুদগ্ধ মানস।

(১১)

এবে সে সকল গিয়াছে কোথায় ?
না হেরি তাদের সে মধুর ভাব ;
কোথা মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী হায় !
সে সকল সুখের হয়েছে অভাব।

(১২)

কোথা প্রিয়তম বান্ধব স্বজন,
সংসার মরুর ওয়েসিস্ প্রায় ?
কালের কঠোর কবলে এখন
কবলিত সব ; খেদে প্রাণ যায়।

(১৩)

সেই পথ ঘাট, সেই স্রোতস্বিনী,
সেই তরুলতা, বিহগের দলে ;
রয়েছে সকলি, দিবস যামিনী
তবে কেন জ্বলে সন্তাপ অনল ?

(১৪)

যেই আশাতরি করিয়া আশ্রয়,
বাঞ্ছা ছিল মনে জীবন সাগর

উতরিব সুখে, আনন্দ হৃদয়,
সেও কেন হল দুঃখের আকর ?

(১৫)

করি টল মল ডুবিতে যে চায়,
অকস্মাৎ উঠে বারি ভর ভর ;
বিপদ বিযোর ! বুঝি প্রাণ যায়,
বারি বিন্দু চক্ষে বহে ঝর্ ঝর্।

(১৬)

এই যে বিশাল দারিদ্র্য পাহাড়,
তুলিয়াছে শিরঃ বন্ধুরতা ময় ;
ভাঙ্গিবে তরণী লাগিবে আছাড়,
সুখব্রত,বুঝি উজ্জাপিতে হয়।

(১৭)

সুখের আশায় করি প্রাণ পণ,
কতই যতন করিয়াছিলাম,
সকলি অসার, বুঝিনু এখন,
হায় ! মিছে ভ্রমে কেন মজিলাম ?

শ্রীউঃ—

নীহার।

১

বল বল বল ওহে নীহার্ নিচয় !
সৃজিল তোমায় হেন কোন দয়াময় ?
সুচারু মুকুতা রাজি
লইয়া স্বভাব সাজি
কারে সাক্ষ্য দেয আজ চারু কায় বলে ?
সার্থক যে, আঁখি সত্য দেখুক সকলে।

২

ধরায় অদ্ভুত ওহে শিশির সকল !
তোমরা কি হবে কার নয়নের জল ?
প্রণয় বিধুরা হায়,
কাঁদিয়া কি উভরায়
সাজায়েছে তোমা হেন মুকুতার সারি ?
কেনা করে বাঞ্ছা হেন দেখিবারে বারি ?

৩

সুন্দর কিরণ-মালী ডুবিল যখন
অদৃশ্য সিন্ধুর মাঝে দিবস মতন,
বিরস বদন ধনী,
নাহি হাসে মুখ মণি
কেঁদেছে যামিনী দুখে প্রকৃতি সুন্দরী
এ হেন মহীর শোভা আহা মরি মরি।

৪

সাধ্বী সতী সুলোচনা প্রকৃতি সুন্দরী,
পত্রান্তে রচিত আঁখি মাধুরি কি মরি ?
হরিণী মেনেছে হার
নাহি ধরে মদ আর
হেন নেত্র শুকতিতে মুক্তার দল,
ধরেন প্রকৃতি দেবী স্বচ্ছ নিরমল।

৫

পূজিবারে মহেশেরে হেন আয়োজন
করিল কি দেব বালা রমণী রতন ?
নীহার কুসুম-কুল
ঢাকিল ধরণী মূল
সাজিতে সজ্জিত যেন অতীব যতনে ;
কেন বল পুলকিত নেহারি নয়নে ?

৬

নবাঙ্কুর দুর্ব্বাদল সবুজ সুন্দর
বহু মূল মকমল অবনী উপর ;
হীরক মণ্ডিত তায়,
মরি কিবা শোভা পায়
ধন্য রে নীহার তব যে করে সৃজন
বসিতে তাঁহার কি হে দিয়েছ আসন ?

৭

পশ্চিম গগনে চিতা লোহিত বরণ
সাজাইয়া বাঁপ দিল প্রখর তপন ;
নিশির শিশির দল
যেন দেহ স্বেদ জল
অবিরল ধারে হল শীতল ধরণী
কেমন সুখের মরি আগত রজনী!

৮

দরপণ বিনিন্দিত কিবা মনোহর
গাওরে "জগত পতি" নীহার নিকর।
কত রূপে উপকার
করিতেছে অনিবার
তরুলতা গুল্ম আদি বাড়িছে সংসারে,
গাইছে অনাদি নাথে সব একবারে।

৯

ত্রিদিব তোরণ ঘেঁসি গায়ক মধুর
উঠি লয়ে পক্ষ পুটে নীহার প্রচুর
মঙ্গল নিদান জনে
গাইতেছে এক মনে
প্রভাতী মলয়ানিলে পূরিয়া গগন
জগতে চাতক পাখী সুখের কেমন।

১০

কোথা বা গাঁথিয়া মালা নীহারের দলে
পরিয়াছে তরুবর আপনারে গলে
পড়েছে তাহার পর,
সুন্দর রবির কর,
নাচিছে, গাইছে তরু মনের মতন,
" দয়াময় দয়াময় ভুবন কারণ।"

শ্রীভুঃ।

স্বপ্ন।

আমরা সাধারণতঃ সৌভাগ্য মদে অত্যন্ত মত্ত ও ভ্রান্ত-বুদ্ধি হইয়া থাকি। ধন, পদ; খ্যাতি, রূপ, যৌবন প্রভৃতি যত কিছু স্পৃহণীয় পদার্থ আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কালের অখণ্ডনীয় নিয়মে যে সেই সমস্তই বিনষ্ট হয়, এ বাক্যে সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যৌবন সুলভ অদূর-দর্শিতা-নিবন্ধন আমরা ঐ সমস্ত নশ্বর পদার্থের অনুসরণে জীবন উৎসর্গ করি, এবং চিরজীবন সেই সংকল্পেই ক্ষেপণ করি, এইরূপ ভ্রান্তি বশতই স্থবির গ্রন্থকার পুস্তক সংরচণে সাহসী হন। বার্দ্ধক্য-জনিত স্মরণ-শক্তির লাঘব এবং কল্পনা শক্তির অকৃপা যে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণে সংরত তিনি তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না। গোবিন্দ অধিকারী, বা গোপ্‌লা উড়ে, দশনাবলী-বিহীনত্বও হইয়া পলিত-মস্তক, ও লোলায়িত দেহে ও যে রঙ্গভূমিতে অসংখ্য দর্শক-মণ্ডলীর মনস্তুষ্টি-সম্পাদনে এত দূর বৃথা আয়াস পাইয়া থাকেন, তাহারও প্রধান কারণ ঐ ভ্রমাত্মিকা বুদ্ধি। এবং সভ্যতা বিরাজিতা নগরী-মধ্যেও যে অনেক লোককে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও বাল স্বভাব সূচক বেশ বিন্যাসে সংরত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণও ঐ ভ্রান্তি।

আমাদের একজন পরিচিত ব্যক্তি ঐ ভ্রান্তি কশতঃ লোক সমাজে নিয়ত উপহসিত হইয়া থাকেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে পদমর্য্যদা, সামাজিক সম্মান ও খ্যাতির জন্য নিতান্ত লালায়িত হইয়া পড়েন। তজ্জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন আবশ্যক, সাধু-হৃদয়-অরুচিকর হইলেও তিনি তৎসমুদায় অকুণ্ঠিত মনে অবলম্বন করিলেন। প্রধান বর্গের তোষামোদ ও তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন রূপ নিত্যোপসনায় সংযতমনা এবং নিকৃষ্ট ও দীনবর্গের উপর প্রভুত্ব ও তাহাদের অপ্রিয়াচরণ তাঁহার উপাসনার প্রিয়কার্য্য হইল। ধনবানের ন্যায়বিগর্হিত প্রিয়াচরণ সেই উপাসনার অঙ্গন্যাস এবং তাহাদেরই প্রীতির উদ্দেশে নির্ধনের সর্ব্বনাশ তাহার প্রাণায়াম হইল। সমাজ সরল মনে সেই ব্যক্তিকে 'বড়-লোক' বলিয়া স্বীকার করিলেন। সুতরাং সম্মান ও খ্যাতি রূপ বর লাভ তাঁহার ভাগ্যে অনায়াসেই সঙ্ঘটন হইল। ইনি শুভ্রশির হইয়াও আপনমনে যুবা ; কাযে কাযেই তদুপযুক্ত বেশ বিন্যাসে সর্ব্বদা সযত্ন। কেহ ইহাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিলে অসন্তুষ্ট হয়েন এবং তোষামদের

নিতান্ত বশীভূত। একদা নিশিযোগে ইহারই বিষয় একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। তাহা অতীব বিস্ময় ও ভীতিজনক। বোধ করি, ইহাতে উপদেশেরও কিছু আভাস থাকিতে পারে। তজ্জন্য এস্থলে বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

"বোধ হইল যেন আমি একটি সুরম্য চিত্ত বিনোদক স্থলে উপস্থিত হইলাম। তাহা পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যস্থিত একটি উপত্যকা প্রদেশ। তম্মধ্যে স্বচ্ছসলিলা গভীরা একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার উভয় পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ড ঈষদুন্নতাকারে ক্রমোত্থিত এবং নানা জাতীয় সুরঞ্জিত পুষ্প বৃক্ষে সুশোভিত। তটিনীর উভয় তটে বিশালায়তন, উন্নত শীর্ষ তরুশ্রেণী রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এবং সুনাদিনী বিহঙ্গিনী ও সুনাদক বিহগকুলের কণ্ঠরবে তৎপ্রদেশ আকুলিত।

কানন শোভা সন্দর্শন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অকস্মাৎ একটি আশ্চর্য্য পদার্থে নয়নদ্বয় আকৃষ্ট করিল। অধিক বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ঐ পদার্থটী মনুষ্যাকৃতি। তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত দেহ শয়ান; এবং একটি বাহু নদীজলে সন্নিমগ্ন। কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে নিকটে গিয়া দেখিলাম, যে মহাত্মার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহা তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি।

অনতি বিলম্বেই দেখিলাম তথায় কয়েকটী মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। আকার ইঙ্গিতে বোধ হইল, তাঁহারা দেব পুরুষ হইবেন। পরে জানিলাম তাঁহাদের মধ্যে একজন সৌন্দর্য্য, একজন যৌবন, একজন পদ. ও একজন অহঙ্কার। তাঁহারা সকলেই ঐ নিদ্রিত ব্যক্তির উভয় পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিতে বিশেষ যত্নবান হইলেন, কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন যৌবন নিজ পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। ক্রমে সৌন্দর্য্য ও পদ তাঁহার অনুগমন করিলেন। কেবল অহঙ্কার তথায় বসিয়া নানামতে নিদ্রা ভঙ্গের চেষ্টা করিতে থাকিলেন। অনেক যত্নে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হইলেন এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই অহঙ্কারকে নানাবিধ তিরস্কার করিলেন। সুতরাং অহঙ্কার ও অবশেষে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এই সময়ে সেই রম্যস্থলের কি ভয়াবহ দর্শনই দৃষ্ট হইল। গাঢ় অন্ধকার যেন সেই স্থলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; নদী বেগ বর্দ্ধিত হইল; পুষ্প রাজি বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল; বিহগকুল যেন ব্যাধভয়ে ত্রস্ত হইয়া দিগ্দিগন্তে উড়িয়া গেল; এবং সেই সুখ রাজ্য যেন দুঃখের প্রিয় নিবাস হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ দেখিলাম, একটী বিকটাকার পুরুষ তথায় সগর্ব্বপদ-সঞ্চালনে প্রবিষ্ট হইল। তাহার লোচনযুগল আরক্তিম, সর্ব্বাঙ্গ আকুঞ্চিত এবং ক্ষীণ পদযুগল দেহভার বহনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ তৎপ্রযুক্ত দেহভার এক গাছি যষ্টির উপর সংন্যস্ত। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারা গেল যে সেই ব্যক্তি জরা, তাহাকে দেখিয়াই পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; পলাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; পারিলেন না। অনন্তর দেখিলাম জরা তাহাকে সবলে আক্রমণ করিল। তিনিও তাহার কঠিন আলিঙ্গনে মৃতপ্রায় অবস্থিত, রহিলেন। তখন মনোমধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল; এবং নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যাত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলাম।

পদ্মমুখী।

(গত প্রকাশিতের পর)

বজের ন্যায় যুবাবিশেষ মনে করিয়া এক প্রকার অসচ্ছন্দানুভব করিতেছিলেন আর মনে মনে তিনি রাজপুত্রের সহিত বিবাহ করণাপেক্ষা মনমত পুরুষকে বিবাহ করা উত্তম জ্ঞান করিতেছিলেন। এমত সময় ফিরামোরজ বীণাহস্তে উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহাকে গানারম্ভ করিতে বলিলেন ও তিনি তদন্ত সকল যোযনান্তে গাইতে লাগিলেন।

গত রাত্রে দেখেছি যে মরুভূমিচয়ে,
সুপ্তের সমান আছে শব্দ হীন হয়ে।
অকস্মাৎ আজি তাহা পূর্ণ কলস্বরে,
সহস্র শিবির তাহে চারু শোভাধরে।
রজত জড়িত তাম্বু অপূর্ব্ব দর্শন,
দিবাকর করযোগে ঝলসে নয়ন।
তুষার আবৃত যথা হৈমবতোপরে,
সহস্র সহস্র শৃঙ্গ শোভে সৌরকরে।
অতি অল্পকাল মধ্যে প্রান্তর উপর,
উঠিয়াছে এ আশ্চর্য্য সংগ্রাম নগর।
যেনরে মায়ার বলে ধনেশের গণে,
অদ্ভুত নির্ম্মাণ এই রচিয়াছে ক্ষণে।
অস্ত্র চকচকি আর বিভব অপার,
ব্যাপিয়া রয়েছে নর দৃষ্টিপথ যার।
ভূপতির যোগ্য সেই শিবির নিচয়।
শোভা পায় রক্তবর্ণ যবনিকাময় ॥
প্রত্যেকের চূড়া কিবা দেখিতে সুন্দর।
কাঞ্চন বর্ত্তুল সাজে তাহার উপর ॥
কাঞ্চন খচিত সাজে সাজিত সুন্দর।
সারি সারি আছে কত অশ্ব মনোহর।
বিচিত্র শৃঙ্খল আর আয়সী ভাস্বর।
হয় দেহে রবিকরে জ্বলে বহুতর ॥
উষ্ট্রচয় কণ্ঠদেশে ঘণ্টাবলি যার।
পবনে চালিত করে মাধুরী প্রচার ॥
কল্যের বৈকালে কিন্তু আছিল এস্থল।
জন সমাগম শূন্য প্রান্তর বিরল ॥
নিতান্ত নীরব ছিল প্রশস্ত প্রান্তর।
ছিল মাত্র তটিনীর মন্দ কলস্বর ॥
শুন এবে সেই স্থানে মহাকোলাহল।
মহানাদ জয়ধ্বনি হাস্য খল খল ॥
অশ্বারোহী সেনার অশ্বের হেষারব।
বাজিছে উষ্ট্রের দেহ-স্থিত ঘণ্টাসব ॥
বীরদল মাঝেতে অস্ত্রের ঝনৎকার।
ফট্ ফট্ শব্দে ওড়ে পতাকা অপার ॥
সময়ে সময়ে রণ বাদ্যের হিল্লোল।
দগড় দামামা আর মৃদঙ্গের রোল ॥
মাঝে মাঝে উগ্র স্বর হলে অস্তমিত।
শুনা যায় শিঙ্গা কিম্বা বাঁশি সুললিত ॥
কখন বা ভেরি তুরি কর্কশস্বননে।
প্রকাশে সংগ্রাম বার্ত্তা পবন বাহনে ॥
জাগ্রত সকলে করে, এই সৈন্যদল।
আজ্ঞার অধীন আছে কার এ সকল ॥
যে জন না জান দেখ তুলিয়া নয়ন।
এই যে উড়িছে কেতু কালিমবরণ ॥
শিবিরের দুই পার্শ্বে উড়ে কেতুদ্বয়।
রাত্রি আর ছায়া নামে জানে লোকালয় ॥
মহাডি কালিফ ভিন্ন ভুবন ভিতরে।
কার সাধ্য আছে হেন রণ সজ্জা করে ॥
কাল্পনিক ঋষি বসি মোকানার নামে।
সভয় করেছে নর মন সর্ব্বধামে ॥
বৈধর্ম্ম আচারী তার অনুচর দল।
ভূজ পাশে ব্যাপিয়াছে গগণ মণ্ডল ॥
বীর গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তারা সবে।
মুসলমান ধর্ম্ম কুচ্ছ গায় উচ্চরবে ॥
ইত্যাদি বিবিধ বার্ত্তা কালিফ শ্রবণে।
ক্রমেতে উঠিল সেই অন্দর ভবনে ॥
যদিও গিরিশ সহরণে শ্রান্ততর।
সুদ্ধান্তে সুখেতে সুপ্ত বামার ভিতর ॥
রাজত্বের শেষ তম ভাগে তবু তাঁর।
সহিতে এ অপমান না পারিয়া আর ॥
কোপ ভরে নরনাথ স্থির করি চিতে।
এসেছেন অপমান প্রতি বিধিৎসিতে ॥
ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা তাঁর না ফিরাবে কেহ!
নাশিতে বিপক্ষ কিম্বা ত্যজিতে এ দেহ ॥
একারণ দেখ এই পতাকা অশিত।
হইয়াছে পুনর্ব্বার পবনে চালিত ॥

লয়ে দেখ এই সৈন্যদল অপ্রমেয়।
ভূজ বলে যারা সব ভুবনে অজেয়॥
হয়েছেন নরনাথ আজি উপনীত।
বিদ্রোহি তাপসে দিতে শাস্তি যথোচিত।
সমারোহ করি যাত্রা মহাডি রাজন।
অদ্যাবধি না করিলা এরূপ কথন॥
অধিক কি এর সহ তুলে ন্যূন হয়।
যা হইল পূর্ব্বে মক্কা যাবার সময়॥
যদিও সে যাত্রাকালে স্থল আর বন।
লুণ্ঠিত হইলে তাঁর ভোগের কারণ॥
সৌরকরে উষ্ণতর সৈকত নিচয়।
চতুর্দ্দিকে মরুভূমি ব্যাপি সমুদয়॥
তার মাঝে নরনাথ খাইল সকল।
শীতময় উত্তরীয় দেশ জাত ফল॥
প্রচণ্ড-মধ্যাহ্ন-রবি-তাপে-তপ্ত দেহ।
গৃহত্যাজি বাহিরে যাইতে নারে কেহ॥
হেনকালে তুষারজ বারি স্নিগ্ধতর।
পান করিলেন তথা বসি নরেশ্বর॥
ইহা হতে সমারোহ অপূর্ব্ব দর্শন।
কালিফ বংশজ কেহ না করে কখন॥
সৈন্য সামন্তের তাঁর ভীষণ দর্শন।
করিতেছি শুন মাত্র সংক্ষেপ বর্ণন॥
সর্ব্ব অগ্রে আরবীয় সৈন্য সূতগণ।
পার্ব্বতীয় অশ্ব পৃষ্ঠে করি আরোহণ॥
তাদের পশ্চাতে ডামস্কের বিশ্বজিত।
অসি হস্তে যোধচয় রতনে খচিত॥
সমর্পে ভলগা যথা সিন্ধু করে বারি।
আইল সে স্থান হতে কত অস্ত্রধারী॥
তাদের সহিত দাক্ষিণাত্য বীরব্রত।
আইল কোদণ্ড করে যোধ শত শত॥
সুশ্বেত উষ্ণীষ শিরে বলে মহাবল।
আইল ভারত ভূম হতে যোধদল॥
তরঙ্গিণী অটকের পূত তীরবাসী।
ভল্লধরবীর দল বিপক্ষ বিনাশী॥
আজীবী অসিতবর্ণ সৈন্যদল কত।
খরসান অসি করে ম্লেচ্ছ সূর যত॥
মধ্য সমুদ্রীয় দ্বীপ বাসী কত জন।
ছিল এই সৈন্য মাঝে ভীষণ দর্শন॥
না ছিল এ হতে অল্প সেই সেনাদল।
নব ধর্ম্ম ভাবে যারা হয়ে ঢল ঢল॥
কিম্বা যারা অত্যাচারে অসন্তুষ্ট চিতে।
মোকানার কেতুর মিলিল চতুর্ভিতে।
ধর্ম্মের ভ্রমেতে ভুলে ভক্তিপূর্ণ মন।
উন্মত্ত সমর রসে ছিল বহুজন॥
ইহা ভিন্ন মোকানার শ্বেত কেতুতলে।
আছিল অসংখ্য যোধ চতুরঙ্গদলে॥
আত্ম ধর্ম্ম হারাইল যাহারা ভূতলে।
সশোণিত মুসলমান অস্ত্র বেগ বলে॥
সভয়ে ভাবিয়া মনে পাছে মুসলমান।
বলে "খরতরবার চাহ কি কারণ"॥
সহস্র সহস্র বীর সমরে প্রচণ্ড।
চুম্বিল স্মরণ লয়ে ঋষিরাজ দণ্ড॥
উজবুগতাতার বাসি মহারথিগণ।
শ্বেতবক্ষ পক্ষ শিরে সংগ্রামে ভীষণ॥
অসংখ্য আপনাদের মেষ পাল সম।
আইল তুরস্কমান যুদ্ধে যেন যম॥
নিশাপুর আরটার শৈল ছাড়ি সব।
আইল তথায় বীর পর্ব্বত সম্ভব॥
অনন্ত তুষার পূর্ণ হিন্দু কুশ নাম।
উচ্চতর শৈল শ্রেণী ভয়ঙ্কর ধাম॥
তার পারে ছিল যত বীর ব্রত জন।
স্বাধীনতা বলে বলী যথা প্রভঞ্জন॥
সাজিয়া সমর সাজে আইল সত্বরে।
সাহায্য করিতে সেই রাজঋষিবরে॥
কিন্তু এই সব হতে প্রতিজ্ঞা অন্তরে।
আইল ইরাণ বাসী অতি ক্রোধ ভরে॥

অগ্নি উপাসক তারা আইল তথায়।
কোপে কম্পান্বিত তনু উন্মত্তের প্রায়॥
প্রতি বিধিৎসিতে সেই সব অত্যাচার।
আজ্ঞাতে হইল যাহা কালিফ রাজার॥
প্রতিবিধিৎসিতে জন্ম স্থান অধীনতা।
প্রতিবিধিৎসিতে প্রিয় ধর্ম্মের হীনতা॥
এই রূপ ছিল সে মিশ্রিত সৈন্যদল।
যাহারা পতাকাশত সুশ্বেত নির্ম্মল॥
মোকানার চতুর্ভিতে তুলিল যতনে।
উড়িল বলাকাবলি যেমন গগনে॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম বাধে দুই সেনাদলে।
দিনকর দুইবার গেলা অস্তাচলে॥
পুনশ্চ দেখিলা দেব উঠি মহাহবে।
সমর সমুদ্রে মগ্ন মহারথী সবে॥
ক্রমেতে মধ্যাহ্ন রবি কিরণ প্রকাশে।
বাষ্প রূপে রক্তস্রোত উঠিল আকাশে॥
প্রতপ্ত সে বাষ্পরাশি কি কহিব কথা,
পবনে উত্থিত আঁধি মরুক্ষেত্রে যথা।
রক্তবর্ণ মরুভূমে যবে প্রভঞ্জন,
উত্তপ্ত বালুকা বলে করি উত্তোলন।
নতশির ভূমিশায়ী পান্থগণ চিত,
ভয়েতে কাঁপাতে আসি হন উপনীত।
রণশ্রমে ক্লান্ত তনু কালিফ তখন,
সেনাগণে ডাক দিয়া বলেন বচন।
"ঈশ্বরীর বীর দল হও অগ্রসর,
কাটিয়া কাফের মুণ্ড খণ্ড খণ্ড কর।
বাঁচিলে পাইবা ছত্র রাজ সিংহাসন,
পড়িলে সমরে যাবে বৈকুণ্ঠ ভবন।"
গভীর জীমুত মন্ত্রে নিজ সেনাগণে,
অমনি মোকানা ঋষি কহিলা সঘনে।
"ওহে বীর ব্রতবৃন্দ চল বেগ বলে,
প্রতি বিধিৎসিতে পূর্ব্ব নিগ্রহ সকলে।
সম্মুখ সমরে পৃষ্ঠ দেখাবে যে জন,
কাল দূতে লবে তায় শমন ভবন॥
এই রূপে আশ্বাসিত দুই সেনাদলে,
বাধিল বিষম যুদ্ধ ঘোর রণ-স্থলে।
উঠিল সমর রঙ্গ তবে রণস্থলে,
জ্বলিল ভাস্কর তুল্য শত বাল বালে।
শরাসন হতে নিষ্কোষিত অসি যত,
চমকিল চকমকে চপলার মত।
পরস্পর হানাহানি করে সেনাগণে,
রণিছে আয়ুধ দল মহাবান বানে।
বোধ হয় দুই দলে এই পণ করে,
মারিবে বিপক্ষ কিম্বা মরিবে সমরে।
দুই দলে যুঝে যুদ্ধে কেহ নহে কম,
দেখায় উভয় দলে সম পরাক্রম।
ঋষির সেনার দেখি সংগ্রাম নৈপুণ্য,
ক্রমে কালিফের দল রণে হয় ক্ষুণ্ণ।
আপনি মোকানা ঋষি প্রমত্ত অন্তর,
কালিফ সেনার মাঝে হয়ে অগ্রসর।
মহাবল কালিফের কেতন সত্বরে,
কাড়িয়া ফেলিলা ভূমে বলে নিজ করে॥
হেনকালে অকস্মাৎ উঠে বীরনাদ,
বিপক্ষ শুনিয়া যাহা গণিল প্রমাদ।
আসি বাহুবলে এক অপ্রমেয় বীর,
পলাতক মুসলমানগণে করে স্থির।
পুনর্ব্বার মুসলমান সম্মুখে ফেরায়,
যুঝিতে বিপক্ষ পুন একত্রে দাঁড়ায়।
তাহাদের অগ্রে চলে এক বীরবর,
কবচ আবৃত দেহ নররূপ ধর।
স্বর্গীয় কবচ পরি যেমন কুমার,
করিতে চলিল সুর তারকে সংহার।
নির্ভয়ে চলিল সে বিপক্ষ দল দলি,
যেন শত শত পরমায়ু বলে বলী।
নবযৌবনেতে ভরা সিংহ শিশু সম,
দেখাইল রণক্ষেত্রে প্রভূত বিক্রম।

ভীম পরাক্রম বীর অসি লয়ে করে,
পাঠায় অসংখ্য যোধে শমন নগরে।
সম্মুখে তাহার কেহ নাহি থাকে আর,
রণে ভঙ্গ দিয়া যায় সৈন্য মোকানার।
দেখিয়া বীরত্ব তার মুসলমানগণে,
নির্ভয়ে সংগ্রাম করে সাহসিক মনে।
অনর্থক ঋষিবর সংগ্রাম ভিতরে,
চেষ্টিল ফিরাতে নিজ সামন্ত নিকরে।
নিদাঘ নিশাতে যথা মেঘের ভিতরে,
প্রকাশিতে নিজ কর শশী যত্ন করে।
করিল ফিরাতে ঋষি যত্ন বহুতর,
ক্রোধে অভিসম্পাতিল কত ভয়ঙ্কর।
কোনমতে রাখিবারে না পারিয়া শেষে,
দাঁড়াইল সকলের শত্রুতম বেশে।
চতুর্ভিতে মারে অসি বিপক্ষের শিরে,
পলাতক নিজ জনে সংহারে অচিরে।
আশ্চর্য্য মানিয়া যত মুসলমান দলে,
"ঈশ্বরের লীলা" এই বাক্য মুখে বলে।
চমৎকার হয়ে চাহি যুবকের পানে,
বিস্ময় আপন মনে সর্ব্বজনে মানে।
উৎসাহিত মনে তবে মুসলমান চয়ে,
যুবকের সঙ্গে সঙ্গে চলে শত্রুক্ষয়ে।
নবরবি সম সেই যুবক সুন্দর,
দুর্দ্ধর্ষ সমরে ধরি অসি ভয়ঙ্কর।
সমস্তাত শত্রু শির কাটি রণোল্লাসে,
মোকানার অভিমুখে চলে ঊর্দ্ধশ্বাসে।
উন্মূলিয়া লতা গুল্ম যথা প্রভঞ্জন,
উৎপাটিতে তরু বেগে করেন গমন।
দেখিয়া তাঁহার বেগ অনুমান হয়,
পাপাত্মার শ্রেষ্ঠে দিতে শাস্তি দেবচয়।
এই যুবাবর করে বজ্রায়ুধ দিয়া,
দিয়াছেন রণস্থলে আজি পাঠাইয়া।
ছাড়িয়া সামান্য তর পাপীয়ান দলে,
হানিতে মোকানা শিরে অস্ত্র মহাবলে।
কিন্তু সে যুবার বেগ হইল বিফল,
যাইল মোকানা অগ্রে ছাড়ি রণ স্থল।
অগ্নিময় অসি করে বিগ্রহ সময়,
সমরে অজেয় যত দেব দূতচয়।
সংহারিতে চারিভিতে হলে উপনীত,
না হয় যাহার মন তিলার্দ্ধেক ভীত।
হেন ঋষি দাঁড়াইয়া নির্ভয় অন্তর,
ফিরাইতে নিজ দলে চেষ্টিল বিস্তর।
পলাতকগণ আর বেগেতে পলায়,
ঋষিবরে ঠেলিয়া সঙ্গেতে লয়ে যায়।
শ্রোতস্বতী নদী যথা বরষা সময়ে,
প্রগাঢ় তরঙ্গ নবোদকে পূর্ণ হয়ে।
স্রোতের মুখেতে লয়ে যায় ভাসাইয়া,
মজ্যমান জন যত্ন সব বিফলিয়া।
পলাতক দল অতি বেগেতে পলায়,
মোকানারে সেই বেগ ঠেলি লয়ে যায়।
কোপে অভিমানে ঋষি কালানল প্রায়।
নিজ একমাত্র ইচ্ছা পুরাইয়া যায়,
যেতে যেতে কাছে নিজ দলে যত পায়।
খর অসি-ঘায় যম ভবন পাঠায়॥
সহসা প্লাবন যবে বরষা সময়ে।
ভাসাইয়া নিয়া যায় জীব জন্তুচয়ে,
বিকট আকার ব্যাঘ্র যদিও তখন,
করিতে না পারে সেই বেগ সম্বরণ।
তথাপি নিকট স্থিত মেষদলোপরে,
নখ দন্তাঘাত করি মহামারি করে।

করেছে কালিফ সৈন্য মিরু অধিকার,
হইছে বিজয় নাদ গগনে সঞ্চার।
দুলিতেছে যবনিকা পথে রৌপ্যময়,
ঝালসি নয়ন ঝোলে ঝালর নিচয়।

নব প্রজ্জ্বলিত শতি দীপের মালায়,
ধর্ম্মালয় যত পূর্ণ হইল আভায়।
মিলাইয়া মধুস্বর যন্ত্রের স্বননে,
করিছে মঙ্গল ধ্বনি কুলবালাগণে।
দৈব বলে বলী জয়ী কালিফ রাজন,
লয়েছেন কাড়ি ঋষিরাজ সিংহাসন।
পলায়েছে ছত্র ছাড়ি মোকানা এক্ষণে,
উপবিষ্ট কালিফ তাঁহার সিংহাসনে।
বল এবে কেনা হিংসে সেই যুবাবরে,
পড়িল নরেশ শুভ দৃষ্টি যদুবরে।
শঙ্কট সময়ে আসি যেই যুবাজন,
মান বাঁচাইল যুদ্ধে করি প্রাণপণ।
আপনার প্রভাবের সম্ভব সাদরে,
চাহিল ইশ্লামপতি আজিম উপরে।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ অন্তরের গতি,
ফিরিয়া চলিল সে যুবক মহামতি।
চতুর্দ্দিকে বন্দিগণ যশ গায় তার,
সহস্র লোকেতে করে নামের প্রচার।
ভ্রমেতেও তাহে বীর মন নাহি দিয়া,
বিষণ্ণ বদনে মৌনে চলিলা ফিরিয়া।
দুঃখানলে দগ্ধ যেন করেছে তাহারে,
জয়োল্লাস উল্লাসিতে আর নাহি পারে।
দুঃখান্ধ জনার যবে নেত্র হত হয়,
নিস্ফল তাহার কাছে যশের উদয়।
হায়রে অভাগা যুবা তোর ও অন্তরে,
যে দুঃখ অনলে সদা জর জর করে।
হুতাশের হইয়াছে তাহা এক শেষ,
সদা সম ভাব নাহি ইতর বিশেষ।
লেশমাত্র নাহি তাহে সুখদ আশার।
নিবাইতে সে অনল শক্তি নাহি কার,
জনমের মত দুখ হৃদয়ে রহিবে,
কিছুতেই মন তব ফুল্ল না করিবে।
সিরিয়ার জীব শূন্য হ্রদেতে যেমন,
ক্রমান্বয়ে রবি আর শশী দুইজন।
করেন উঠিয়া মধু হাস্যের প্রকাশ,
অনর্থক সব তাহা মৃত্যুর আবাস।
অল্পে অল্পে দুখে দগ্ধ যাহার হৃদয়,
সেজন অজ্ঞান কভু সন্তাপে না হয়।
কিন্তু রে আজিম তোর সুকুমার মনে,
অকস্মাৎ দুঃখানল জ্বালাইল ক্ষণে।
আনন্দ পূরিত মন ফুল্ল যবে ছিল,
বিষাদ অনল তব তখন জন্মিল।
সহাস্য বদন আশী তুলিল যখন,
নব সমুদিত সুখ দিল দরশন।
পূর্ব্বগত দুঃখ যবে বিচ্ছেদ সহিত,
উল্লাস উদয়ে ক্রমে হল তিরোহিত।
হায় রে এহেন নব সুখোদয় কালে,
পড়িল বিষাদ রাশি আজিম কপালে।
আনন্দ প্রবাহ তার পুলকিত মনে,
এঅনন্ত দুঃখ আসি নিবারিল ক্ষণে।
নূতন নির্ঝর নীর পতন সময়,
শীতল পবনে যেন শিলীভূত হয়।

বুঝিয়াছি অদ্যাবধি দগ্ধ দেহে তার,
যে কারণ আছে প্রাণ বায়ুর সঞ্চার।
একমাত্র অভিলাষ আছে দগ্ধচিতে,
পারে যদি নিজ দুঃখ প্রতিবিধিৎসিতে।
শাস্তি দিতে যথোচিত সেই দুরাচারে,
এদুঃখ সমুদ্রে মগ্ন যে করিল তারে।
গত রাত্রে প্রিয়া সহ হইলে মিলন।
শুনিয়া হৃদয় ভেদী সর্ব্ব বিবরণ,
খোরাসান ছাড়ি বীর পলাইতেছিল।
লোক মুখে জনরব পথেতে শুনিল।
আসিছে কালিফ রাজা সাজি মহাবলে।
যুঝিতে মোকানা সহ খোরাসান স্থলে॥

অমনি যুবকবর অন্তরে ভাবিল।
বিধি বুঝি তার দুখ দুখেতে দেখিল॥
প্রতি হিংসা করিবার সময় ভাবিয়া।
আইলেন পুনর্ব্বার সত্বর হইয়া॥
সমর পতাকা যবে গগনে প্রকাশে।
মাংসাসি-গৃধিনী যথা মহাবেগে আসে॥
উত্তরিলা রণক্ষেত্রে আজিম তখন,
পলাইতেছিল যবে কালিফ রাজন।
কিন্তু আসি বীরবাহু যবে ক্রোধভরে,
প্রবেশিল মোকানার সৈনার ভিতরে।
ছিন্ন ভিন্ন করি শত্রু বল সমুদয়,
পাইল কালিফ রাজা তাঁর বলে জয়।
মনোমত প্রতিহিংসা করিতে নারিয়া,
এক্ষণে আছয়ে যুবা জীবন ধরিয়া।
জয়মালা শিরে জড়াইতে নাহি মন,
হিংসিতে হিংসকে মাত্র চাহে সর্ব্বক্ষণ।
এখন দুর্ব্বৃত্ত শ্রেষ্ঠ আছয়ে জীবিত,
অল্পমাত্র ভ্রমমত্ত সঙ্গীর সহিত।
সদর্পে যে সেনাদল তুচ্ছিল সবায়,
লয়ে তার শেষ ভাগ অভগ্ন দশায়।
পলাল মোকানা মিরু নগরে যাইয়া,
নিজ নষ্ট সিংহাসনে শাপ উচ্চারিয়া।
অক্ষম হইয়া পরে করিলা সংগ্রহ,
তা সবারে যাহাদের প্রমত্ততা সহ,
অদ্যাপি অন্তর মাঝে আছিল প্রতীতি,
মর্ত্তে দেব অবতীর্ণ মোকানা দুর্ম্মতি।
প্রবেশিয়া নেকসেরে তা সবার সঙ্গে,
উড়াইয়া শুক্লবর্ণ ধ্বজা পুন রঙ্গে।
অপেক্ষা করিয়া তথা অনত অন্তরে,
রহিলা আগত প্রায় জয়ীবীর বরে।

ছিল যত অবরোধে সুচারু হাসিনী,
করিল মোকানা এবে একেরে সঙ্গিনী।
প্রণয় বশত নহে, কারণ এখন,
জেলেখার হয়েছিল বিষণ্ণ বদন।
বৃন্তচ্যুত প্রস্ফুটিত কুসুমের প্রায়,
আছিলা সে ধনি এবে মলিন দশায়।
প্রণয়ের হেতু নহে জেলেখা গৃহীত,
কারণ যেজন মহা পাপেতে পতিত।
সে জনের লোভ করা স্বর্গের বিভব,
বামনের চন্দ্র ধরা সম অসম্ভব।
নীত সে জেলেখা ধনি কেবল এস্থানে,
পিশাচ সদৃশ সেই দুষ্টে প্রীতি দানে।
কিন্নরী-নিন্দিত সেই কামিনী-বদন,
ছিল যাহা শত দিব্য শোভার সদন।
বিনষ্ট করেছে তাহা এই দুরাচার,
পাপমশি মাখিয়াছে সেচারু আকার।
সজীব একীর্ত্তি স্তম্ভ দেখিলে অন্তরে,
পাপাত্মা প্রধান বহু তুষ্টি লাভ করে।
এই হেতু লইয়াছে সঙ্গে জেলেখারে,
মোকানা পিশাচ তুষ্ট রাখিতে আত্মারে॥

আছে সেই পিশাচের প্রয়োজন আর,
আবশ্যক ভাবে আর কার্য্যেতে যাহার।
সে গভীর অসম সাহস দুষ্ট জনে,
দিল তারে যাহা নরকস্থ প্রেতগণে।
চেয়ে দেখ সন্মুখস্থ প্রান্তর প্রসরে,
নিশার তিমিরে যাহা তমোময় করে।
আজি তাহে শত শত দীপ দীপাধারে,
অন্ধকার নাশি কিবা আলোক বিস্তারে।
ভারতে কানন যথা বরষা উদয়ে,
যামিনীযোগেতে শোভে খদ্যোতিকাচয়ে।
দীপের আলোকে দেখি শিবির নিচয়,
প্রান্তর ব্যাপিয়া করে ভয়ের উদয়।
অতি দূর হতে ক্রমে গত সন্নিহিত,
কাননাদি মধ্যে তাম্বু হয়েছে রচিত।

তথাপি নির্ভয় মনে প্রাচীর হইতে,
মোকানা দেখিছে যত তাম্বু চতুর্ভিতে।
হাসিতেছে মৃদু মৃদু ভাবি মনে মনে,
হীনবল সুবেষ্টিত যদিও এক্ষণে।
রাজ্যবল হীন তবু নাশে তাঁর যশ,
অগণ্য সেনানী ভিন্ন না করে সাহস।
উঠিছে দেখিয়া সে দুষ্টের মনে ভাব,
"যদি সেই দিব্য দূত হন আবির্ভাব।
মোসলের সেনাচয়ে ক্ষণেক ভিতরে,
পাঠাইলা যেই জন শমন নগরে।
তাঁহার সহায়ে আজি নিশীথ সময়ে,
নিরয় পূরিত করি এই সেনাচয়ে।
যে আসুক সে আসুক সমান আমার,
নাহি ক্ষতি হলে রাজ্য কালিফ রাজার।
রাজা বা কালিফ কিম্বা পুরোহিতগণ,
যে করুক করিবে তো মনুষ্য পীড়ন।
পুরে যেতো এ জগত নর আর্ত্তনাদে,
কবরস্থ মোরে তাহা পুরিবে আহ্লাদে।"
ভাবিলা এরূপে কিন্তু যাইয়া কুমতি,
কহিল আপন অল্প অনুচর প্রতি।
যশাকর মম এ কিরীটি-রক্ষিগণ,
"যে মুকুট স্বর্গ হতে অপূর্ব্ব রচন।
আনিয়াছি আমি, তার মণির প্রভায়,
আলির অপূর্ব্ব নেত্র আদি লজ্জা পায়।
প্রভাতী আলোক ভবে হইলে উদয়,
তারকা নিচয় যথা প্রভা হীন হয়।
উঠ উঠ বীরগণ জয়ধ্বনি কর,
সদর্পে চলহ সবে সংগ্রাম ভিতর।
তমোময় বীচি পূর্ণ অদৃষ্ট সাগর,
পার হইয়াছ এবে নাহি কিছু ডর।
জয়ের দ্বারের দীপ উঠেছে গগনে,
জ্বলিছে কি মনোহর উজ্জ্বল কিরণে।
বিধির লিখিত গ্রন্থে অদৃষ্ট লিখন,
যা আছে তা দেখ মাত্র দিব্য দূতগণ।
সুবর্ণ অক্ষরে তাহে আছে হে লিখিত,
আমাদের দ্বারা হবে যবন বিজিত।
যবে নেকসের কূপ হইবে উজ্জ্বল,
উঠিবে সবার অগ্রে চন্দ্রমা বিমল।
এবে বীর দল দেখ নেত্র ফিরাইয়া,
আলোকরে তথা হতে চন্দ্রমা উঠিয়া।"
এত শুনি মোকানার অনুচরগণ,
নেকসের কূপ প্রতি ফিরায় বদন।
দেখিল সে পূত কূপ হইতে উজ্জ্বল,
উঠিছে আলোক পূর্ণ চন্দ্রের মণ্ডল।
শ্বেতবর্ণ কর তার ব্যাপিয়া নগর,
করিয়াছে চারু হর্ম্ম্য দলেরে ভাস্বর।
উচ্চচূড় নাগরিক মন্দির উপরে,
যেন অস্তগামী দিননাথ করকরে।
দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড সকলের মনে,
বিস্ময় ও ভক্তি ভাব উথলিল ক্ষণে।
সকলেই দেখি সেই চন্দ্রের উদয়,
নিশ্চয় জানিল যুদ্ধে লভিবে বিজয়।
হেনকালে ঋষিরাজ মোকানা সবায়,
সমরে সাজিতে আজ্ঞা দিল উচ্চরায়।
জয় জয় শব্দ করি ঋষি সেনাগণ,
মাতিয়া উঠিল ক্ষণে সংগ্রাম কারণ।
এহেন উদ্যম দেখি সেনাদল মনে,
সংগ্রামের পথে ঋষি চলিলা তৎক্ষণে।
অমনি দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল,
মোকানার সেনাচয় বাহিরি চলিল।
পূর্ব্বের সমান ঘোর সমুদ্র আকার,
নাছিল সেনার সংখ্যা ঋষি মোকানার।
পার্ব্বত্য তটিনী সম সামান্য আকারে,
পড়িল কালিফ সৈন্য সাগর উপরে।
কালিফ সেনানী সব এখন নির্ভয়ে,
সুখেতে শয়ান ছিল বিশ্রাম হৃদয়ে।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত সম মোকানার,
যোধগণ উত্তরিল উপরে সবার।
মারিল অনেক অরি মোকানার দলে,
পরিশেষে সেই দিকে দ্রুতবেগে চলে।
যে দিগে সুরম্যতর তাম্বুর ভিতর,
নিদ্রিত ছিলেন সুখে পালঙ্ক উপর।
সেই দিকে দৃঢ়ব্রত নিজ যোধ দলে,
লইয়া চলিল ঋষি অসি করতলে।
উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন ডাকিয়া সবারে,
"কি কররে বীরবৃন্দ হারি হীন নরে।
চলহে সত্বরে সবে অসি ভল্ল ধরি,
দেখহ সবার যত্ন প্রাণপণ করি।
যদি কোন বীর ভাগ্য বলে ভল্ল মারি,
পারহ নাশিতে সেই শ্রেষ্ঠতম অরি।
তবে এ জগত হবে অত্যাচার হীন,
তবে সে উদয় হবে সবার সুদিন।"
দুরাশা মদিরাপানে প্রমত্ত হইয়া,
কালিফ শিবিরে ঋষি পড়িল যাইয়া।
কিন্তু বিধাতার লিপি এতে বিপরীত,
জয় আর গাঁথা নাই ঋষির সহিত।
যদিও নিশীথ কালে মোকানার দল,
আক্রমিল কালিফের তাম্বু মধ্যস্থল।
তথাপি পলেক মাঝে জানিল সকলে,
প্রতি অসি প্রতি দ্বন্দী পায় সমবলে।
ক্রমে শত শত যোধ প্রতি শত্রু প্রতি,
লাঁকিল সমর রঙ্গে অচল মুরতি।
উঠিল সমর স্থলে অস্ত্র ঠনঠনি,
দীপালোকে জ্বলে অসি জ্বলন্ত অশনি।
অসংখ্য সেনার বেগ সহিতে না পারি,
ফিরিল ঋষির সেনা যুদ্ধ পরিহরি।
একে অল্পমাত্র সেনা ছিল মোকানার,
যুদ্ধেতে পড়িল পুনঃ অর্দ্ধেক তাহার।
বক্রি অল্পতম ভাগ সংগ্রাম ছাড়িয়া,
পুন নেকসের মুখে যায় পলাইয়া।
সকলের শেষে ঋষি মোকানা দুর্ম্মতি,
পলায় বিষণ্ণ মনে দ্রুততর গতি।
মাঝে মাঝে দীপালোকে চমকে তাহার,
রজত অবগুণ্ঠন উজ্জ্বল আকার।
এখনো তথাপি সেই ঋষি দুরাচার,
অবনতি প্রাপ্ত নহে ঘোর সাহঙ্কার।
অবনত নহে লাজে ভ্রূযুগ তাহার,
ভগ্নভাব নাহি ধরে সাহস অপার।
জয় আর রাজ্য লোভে নাচায়ে যে সবে;
লইল নিশীথকালে অসম আহবে।
যদিও তাদের বহু অংশ এসময়,
রণ ভূমে পড়ি গেছে শমন আলয়।
তথাপি প্রভাতে ঋষি উন্নত বদনে,
জয় আর রাজ্য লোভ দেখায় স্বগণে।
অনুচরগণ মনে ভ্রমের তিমির,
এখনো বসিয়া আছে না হয় অস্থির।
এখনো তাদের মনে ভক্তিরস ভরা,
ঋষির মাহাত্ম্যে নহে সন্দিহান তারা।
হায়রে প্রণয়ী জন যে নেত্রের বলে,
ধন, মন, মান হারা হয় ধরাতলে।
সে নেত্রের প্রতি তার হৃদয় মাঝারে,
সন্দেহ উদয় হতে সময়েতে পারে;
জননীর ক্রোড়ে যেই সন্তান সুন্দর,
গগনে চন্দ্রমা দেখি খেলে বহুতর।
সেও সময়ের গুণে সন্দিহান হয়,
আকাশ চন্দ্রমা তার ক্রীড়া বস্তু নয়।
কিন্তু এই ধরাতলে যদি একবার,
ভক্তি দৃঢ় মূল হয় অন্তরে কাহার,
সহস্র সহস্র দোষ সাক্ষাতে দেখিলে।
ভাবুক ভক্তের মনে সন্দেহ না মিলে।
এই হেতু বদ্ধমূল ভক্তির বর্ণনে,
অন্ধ প্রতিমূর্ত্তি দেন যোগ্য কবিগণে॥

ক্রমশঃ)

আর্য্যেতিহাস।

৭ ম পরিচ্ছেদ।

বহুজ্ঞতা।

"ন তেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ। যোঽপি যুবাপ্যধীয়ান স্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ"॥

আর্য্যজাতি বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা কতদূর বহুজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধে ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে। বিশুদ্ধ-জ্ঞান বহুদূরপ্রসারী না হইলে বহুজ্ঞতা জন্মেনা। অপরিসীম জ্ঞান, ভূয়োদর্শন, অসাধারণ বুদ্ধি, লোক ব্যবহারাভিজ্ঞতা সংসারগতিজ্ঞতা প্রভৃতি যে হৃদয়ে সমাবেশিত হইয়াছে। বহুজ্ঞতা কেবল তাহ্যতেই আত্মপরিণত প্রভা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই বহুজ্ঞতা ঘনান্ধকারে অনলরাশির ন্যায়, চঞ্চলতা হঠকারিতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে বিধ্বংসিত করিরা থাকে। পরিণামদর্শী বহুজ্ঞব্যক্তি-সকল সমাজের শিরোরত্নস্বরূপ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের জ্ঞানজনিত সৎপরামর্শ ইষ্ট-ব্যতীত অনিষ্ট-সাধন করেনা। অনেকে বিলক্ষণ জ্ঞানী অথচ বহুজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ না করায় সেই বিপুল জ্ঞানজনিত কার্য্যাবলী সাধারণের সমক্ষে অনাদৃত হইয়া থাকে। অতি পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতি সহিষ্ণুতা-পরতন্ত্র হইয়া বিশেষজ্ঞতা দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যদি পুর্ব্বে আর্য্যজাতির বহুজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা, সম্যক্ স্ফূর্ত্তিশালিনী না হইত, তবে তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যসমূহ এতাদৃশ সুদীর্ঘ কালগতেও কেন অবিকৃত থাকিবে? এই সকল সুকঠিন তত্ত্বের মূলই বহুজ্ঞতা। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ যে একটী মহাবাক্য পরিগৃহীত হইতেছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই জানিতে পারা যায় যে, উহা কতদূর সারগর্ভ। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম এই বিষয়ত্রয়ের পর্য্যালোচনা করেন, এবং অর্থ ও তৎসহভাবী অর্থের সংযোগ, ধর্ম্ম ও তৎসহভাবী ধর্ম্মের সংযোগ, কাম ও তৎসহ ভবিষ্যকামের সংযোগ, এই সকলের ব্যাঘাত-জনকতা-সম্বন্ধে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিন্তা ও বিবেচনা করেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও বিশেষজ্ঞ। (ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ ত্রীনেতান্ যোঽনু পশ্যতি। অর্থ মর্থানুবন্ধঞ্চ ধর্ম্মং ধর্ম্মানুবন্ধনং॥ কামং কামানুবন্ধঞ্চ বিপরীতান্ পৃথক্ পৃথক্। যোবিচিন্ত্য ধিয়া ধীরো ব্যবস্যতি সবুদ্ধিমান্॥) এখন সহিষ্ণুতা বিমিশ্রিত কার্য্য পরিণামে কতদূর মঙ্গলদায়ী হইতে পারে তাহা ব্যক্ত হইতেছে, সকল কর্ম্মের অনুবন্ধ আছে, তাহা অগ্রে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেক, উৎকৃষ্টরূপে অবধারণ করিয়াই কার্য্যারম্ভ করিবেক, ব্যগ্রতা সহকারে কোন কার্য্যই করিবেক না। ("অনুবন্ধানপেক্ষেত সানুবন্ধেষু কর্ম্মসু। সম্প্রধার্য্যচ কুর্ব্বীত ন বেগেন সমাচরেৎ॥") যদি এই পরিণাম-প্রদর্শিত-মার্গে বিচরণ করা অনেকে সহজ জ্ঞান করেন, কিন্তু তাহাও সহজ-জ্ঞানজনিত কারণ মাত্র। সকল বিষয়েরই বহুদর্শন জাত অগ্রসরতা ও পরিপক্কতা আছে,

স্থির চিত্তে সুক্ষ্ম বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কার্য্য করা গভীর দৃঢ় রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য, নতুবা যাঁহারা চঞ্চল ও তরলমতি তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বহুবিধ বিঘ্ন দর্শন করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। এ জন্যই কথিত হইতেছে যে, কার্য্যের অনুবন্ধ, পরিণাম ও স্বীয় উদ্যম পর্য্যালোচনা করিয়া ধীর ব্যক্তি হয় তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন নচেৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। ("অনুবন্ধঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য বিপাকঞ্চৈব কর্ম্মণাং। উত্থানমাত্মনশ্চৈব ধীরঃ কুর্ব্বীত বা নবা॥") যিনি যে কার্য্য করিবেন, তাহা করিবার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ রুচির দ্বারা মনোবৃত্তি মার্জ্জিত করিয়া আরদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, অথবা মনোগত না হয় প্রবল ব্যবহারাজীব স্বরূপ বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য সংরক্ষিত না হয়, তবে বিরতি লাভই করিবেক। ("কিং নু মেস্যা দিদং কৃত্বা কিং নু মেস্যা দকুর্ব্বতঃ। ইতি কর্ম্মাণি সংচিন্ত্য কূর্য্যাদ্বা পুরুষো ন বা॥") কেবল বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পণ্ডিত হয় না। শাস্ত্রাধ্যয়ন-জনিত-জ্ঞান-বিবায়িণী পরিপক্কতা লাভ না হইলে অর্জ্জিত-জ্ঞান কোন উপকারপ্রদ হয় না, এই জন্য বহুজ্ঞতা আবশ্যক, যিনি সকল জীব জন্তুর তত্ত্ব জানেন, ও সর্ব্ববিধ কার্য্যের যোগজ্ঞ ও মানবমণ্ডলীর জীবনোপায় সমস্ত পরিজ্ঞাত তিনিই পণ্ডিত। ("তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানাং যোগজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং। উপায়জ্ঞো মনুষ্যাণাং নরঃ পণ্ডিত উচ্যতে॥") এক সময়ে একটা কার্য্য করিলে সুফল লাভ অনায়াস-সাধ্য হয়, আর অসময়ে কার্য্য করিলেই কথনই তাদৃশ ফল লাভ হয় না, অতএব সময়ের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা বিবেচনা করিয়া কার্য্যারম্ভ করিবেক। কদাচ এ বিষয়ে অনবধান প্রকাশ করিবেক না ("অবস্থানুগতাচেষ্টা সময়ানুগতা ক্রিয়া। তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্যকর্ম্ম সমাচরেৎ॥") অবস্থানুসারিণী চেষ্টা এবং সময়ানুযায়ী কর্ম্ম করিতে হয়, অতএব অবস্থা ও সময় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেক। অনন্তর স্বীয় শক্ত্যনুরূপ কার্য্য না করিলে জনসমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হয়, এবং শক্ত্যধিক কার্য্য করণ দ্বারা নিজের অসারতা ও পদে পদে সপ্রমাণ হইতে থাকে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কথনই এতাদৃশ কার্য্য করেন না, এতদ্দ্বারা সমাজের ও ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে। প্রস্তাবের যোগ্যবাক্য সদ্ভাবানুগত প্রিয়ত্ব এবং আত্ম শক্ত্যনুসারী ক্রোধ যিনি জানেন তিনিই পণ্ডিত! ("প্রস্তাব সদৃশং বাক্যং সদ্ভাব সদৃশং প্রিয়ং। আত্মশক্তিসমং কোপং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥") এখন যে ব্যক্তি নিরতিশয় ক্ষিপ্রকারী দেশকাল পাত্র ভেদানভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ নন, তাঁহার সমাজে থাকিয়া মঙ্গল কামনা করা বৃথা, তিনি ইহকাল স্বীয় অরিমৃষ্যকারিতা-দোষে শুভঘটনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রায়ই প্রবঞ্চিত হইয়া থাকেন। এইরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক যে, সমাজের অন্তস্তলে বিচরণ করে তথায় অমঙ্গল ও ক্রমশ পুঞ্জীকত আবর্জ্জনা রাশির ন্যায় প্রবেশ-

লাভ করিয়া সেই সেই সমাজের অনুচিত ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। এই জন্য উক্ত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি অকালজ্ঞ, মন্দবুদ্ধি, বিশেষানভিজ্ঞ, বৃথাচার ও বৃথারম্ভ, সে ব্যক্তি ইহকালে ও পরলোকে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ("অকালজ্ঞঃ সুদুর্ম্মেধঃ কার্য্যাণামবিশেষবিৎ। বৃথাচার-সমারম্ভঃ প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি॥") অনেকে মনে করেন যে, দেশকাল প্রতীক্ষা করা প্রাচীনজনানুমোদিত মতে, সকল বিষয়েরই দেশকাল, বিবেচনা করিতে গেলে কার্য্যসাধন দুরূহ হইয়া উঠে, বস্তুতঃ আপাততঃ তাহাই শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ তলস্পর্শী হইলে ঐ মতই বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীতি জন্মে, দুর্ভিক্ষের সময় ব্যসনা-শক্তি প্রকাশ পাইলে লোকে, ব্যসনপর রাজার নিন্দা-বাদ করিয়া থাকে, কারণ রাজার প্রচুর ঐশ্বর্য্য সত্ত্বে বিলাসিতা বিজুম্ভিত কার্য্য অনুপযুক্ত না হইতে পারে, কিন্তু সে সময় প্রজার জীবন পরিরক্ষা একান্ত কর্ত্তব্য এজন্য কালের উপযোগিতা আবশ্যক। দেশকাল ও স্বীয় বলাবল বিবেচনা করিবে। দেশকাল ব্যতীত কিছুই হয় না অতএব দেশকালের প্রতীক্ষা করিবে ("দেশকালৌতু সম্প্রেক্ষ্য বলাবল মথাত্মনঃ। নাদেশকালে কিঞ্চিৎ স্যাৎ দেশকালৌ প্রতীক্ষতাং॥") অতুল সম্পত্তি প্রভূত প্রভুত্ব একত্র সমাবেশেত হইলে প্রায়ই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে এই জন্য বিজ্ঞ বুধ-মণ্ডলী যৌবন, ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব ও অবিবেকি তাকে নিতান্ত ভয়াবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অধিক কি, এই সকলের অন্যতমই জগতের মহানিষ্ট সাধন করিতে পারে, পূর্ব্বতন ভারতীয় আচার্য্যগণ এই জন্য রাজপ্রাসাদ, রাজসহবাস স্বীয় কর্ত্তব্যের বিশেষ ব্যাঘাতক, মনে করিয়া অরণ্যবাস স্বীকার করিতেন, তথাপি নিজ নিজ মনোবৃত্তি নির্ব্বাহক ঘৃণার্হ কার্য্যদ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত করিতেন না, তবে যে রাজা আর্য্যকুলের মতানুসারী হইতেন; তাঁহার প্রতি পরিণাম শুভকর উপদেশ প্রদান বিষয়ে কৃপণতা কখনই অবলম্বন করিতেন না, বোধ হয় পূর্ব্বকালে আর্য্য আচার্য্যবর্গের ত্রবম্বিধ উপদেশ বারিধির মন্থন হইতেই অনেক রাজরত্ন উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই মহোপদেশ গুণেই নির্ব্বান প্রায় পাংশুরাশির মধ্য হইতে এখনও আমরা অনেক পরিপক্কনতি জ্ঞানীদিগের আবির্ভাব দর্শন করিতেছি মহা বুদ্ধিশালী ঋষিগণ অতুল্য জ্ঞান ও বিজ্ঞতা দ্বারা যে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক নিয়ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, অননুমেয় সময় স্রোতেও তাহা প্রক্ষালিত হইবার নয়, ধন্য আর্য্যগণ! ধন্য পূজ্যপাদ ঋষিবৃন্দ! তোমাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞান বিনিঃসৃত গবেষণা দ্বারাই ভারত, পৃথিবীস্থ সর্ব্বদেশোপরি আত্ম গরিমা প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে, উন্নত সৌধরাজি, আকাশমার্গস্পার্শিনী সাহিত্য গাথা, সুগভীর-চিন্তা-সমুদ্র-সমুদ্ভূত রাজনীতিরত্ন, নরশোণিতপায়িনী, জয়পতাকা শোভিনী সেনা সরিৎ, বিদ্যুত্তুল্য-ভাস্বর জ্বালা বিবর্দ্ধিনী ব্রহ্মাস্ত্র প্রভা, অনন্ত-খমণ্ডল-সঞ্চারিণী জ্যোতির্বিদ্যা, এই সকল তোমাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিচয়ের পক্ষে উর্দ্ধশিরা হইয়া

সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, জ্ঞান যে কি পদার্থ বুদ্ধির উৎকর্ষ-সাধন কাহাকে বলে, এই সকল কঠিন তত্ত্ব তোমরাই অস্মৃতি চেষ্টা অনন্ত কাল সমুদ্রের পূর্ব্বে লাভ করিয়াছিলে, পৃথিবীতে তোমাদিগেরই জন্ম-গ্রহণ সার্থক তোমরা আমাদিগের পুর্ব্ব পুরুষ, একথা যখন আমরা স্মরণ করি, তখন আমরা অত্যন্ত গর্ব্বিত হই, হৃদয় কন্দর সন্তোষ সহকৃত আনন্দ স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তখন মহাকবি কালিদাস বিরচিত ("গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভুব নাত্মনি॥") সন্তোষ নাহিক ধরে, শরীর-ভিতরে, বলিয়া সগৌরবে পদক্ষেপণ করি। কিন্তু যখন আমরা পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করি তখনই কবি বিশেষের কথা মনোমধ্যে উদিত হইয়া ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকে। (চন্দ্র সূর্য্য বংশে এই জোনাকি সঞ্চার"!! এখন প্রস্তাবের অবিধেয় পরিত্যাগ অন্যায় এই জন্য প্রকৃতানুসরণ কর্ত্তব্য, বিপুল, অর্থ, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অনুদ্ধত চিত্তে বিচরণ করেন, তিনিই পণ্ডিত ("অথং মহান্ত মাসাদ্য বিদ্যা মৈশ্বর্য্যমেবচ। বিচরেত সমুন্নদ্ধো যঃ স পণ্ডিত উচ্যাত॥") কেবল জ্ঞানই যে, বহুজ্ঞতা লাভের প্রসস্ত সোপান, ইহা স্থির করা বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুমোদিত নয়, সামান্য লোকও ব্যবসায় বিশেষে বিদ্বান্ হইতে অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, সুতরাং সকলের নিকট বহুজ্ঞতার উপকরণ আছে, লোক, অনেক দূরদর্শনদ্বারা চতুরস্র ও পরিপক্ক হইয়া থাকে, ভ্রমর যে রূপ সকল পুষ্প হইতে সার গ্রহণ করে তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন। ("অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চশাস্ত্রেভ্যঃ কুশনীনরঃ সর্ব্বতঃ সার মাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদাঃ॥) অনন্তর যুক্তি-হীন কার্য্য, প্রভাত সজ্জিত মেঘমালার ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে, অতএব যুক্তি শাস্ত্র অধ্যয়নও নিতান্ত কর্ত্তব্য যুক্তি শাস্ত্র, শব্দ শাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও বিবিধ ক্রীড়া এ সকলই জানিতে হইবেক ("যুক্তি শাস্ত্রঞ্চ তেজ্ঞেয়ং শব্দ শাস্ত্রঞ্চ ভারত। গান্ধর্ব্ব শাস্ত্রঞ্চ কলাঃ পরিজ্ঞেয়া নরাধিপ॥") ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন দ্বারা বিজ্ঞতা সম্যক্ প্রভাশালিনী, হইয়া থাকে এ জন্য ইহার চর্চ্চা করা ও বিশেষ সঙ্গত। পুরাণ, ইতিহাস, বিবিধ আখ্যান, মহাত্মা ব্যক্তিদিগের জীবন চরিত, এ সকল শ্রবণ করিবেক। ("পুরাণ ইতি হাসশ্চ তথাখ্যানানি যানিচ। মহাত্মনাঞ্চ চরিতং শ্রোতব্যং নিত্যমেবচ॥) কেবল রাশীকৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে কোন ফল হয় না গ্রন্থগত প্রকৃত তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে হয়, যে ব্যক্তি গ্রন্থের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিতে না পারে, সে কেবল গ্রন্থের ভারই বহন করিয়া থাকে যে ব্যক্তি গ্রন্থের মূল মর্ম্মার্থ অবগত হয়, তাহার গ্রন্থ অধ্যয়ন সার্থক। ("ভারং স বহতে, তস্য গ্রন্থ স্যার্থং নবোত্তমঃ। যস্তু গ্রন্থার্থ তত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা॥" কেবল রাশীকৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন আবশ্যক বটে, কিন্তু অধীত গ্রন্থাবলীর প্রকৃত মর্ম্ম হৃদ্গত করা কর্ত্তব্য যে রূপ অধিক আহারের দ্বারা

পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, তদ্রূপ অধিক অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানের পরিপাক ও নিতান্ত প্রার্থনীয়, নতুবা সহৃদয়তা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট২ মনোবৃত্তি সংধুক্ষিত হয় না এ বিষয়ে নৈসর্গিকী বুদ্ধি অধিক উপকার সাধন করিয়া থাকে, শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা, তর্কশক্তির পরিস্ফুটতা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হয় সত্য বটে, কিন্তু নিজেরও মেধা ও বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। এই বুদ্ধি মনুষ্য দেহে সর্ব্বতোভাবে অধিষ্ঠান করে। এই জন্যই মনুষ্যের শ্রেষ্টত্ব, এই জন্য কোন মহাত্মা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বুঝাইয়া দিলে পশুরাও বুঝে, আদেশিত হইলে অশ্ব ও করিগণ তদনুরূপ কার্য্য করে। কিন্তু ইঙ্গিত দ্বারা অন্যের মনের ভাব বোধ করিতে পারাই বুদ্ধির প্রকৃত ফল ("উদিরিতোহর্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তিদেশিতাঃ। অনুক্ত মপ্যূহতি পণ্ডিতো জনঃ পরেঙ্গিত-জ্ঞান-ফলাহি বুদ্ধয়ঃ॥") এ স্থলে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের যে লক্ষণ নির্দ্দেশিত হইতেছে তাহা সম্যক রূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে নিতান্ত হৃষ্ট হইতে হয়, জ্ঞানের ফল যে অতীব বিস্ময়জনক, তাহা কাহারই অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। যিনি শাস্ত্র বোধে সমর্থ, অথচ অধিক ক্ষণ শ্রবণ করেন, উত্তম রূপে না বুঝিয়া কেবল স্বীয় প্রকৃতির আবেগ বশতঃ কোন কার্য্য করেন না এবং যথাবৎ জিজ্ঞাসিত না হইলে পরার্থ বাক্যব্যয় করেন না। তিনিই পণ্ডিত ("ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি বিজ্ঞায় চার্থং ভজতেন কামাৎ। নাসম্পৃষ্টোহ্যুপযুংক্তে পরার্থে তৎপ্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিত স্য॥") পণ্ডিতের অন্য এক হৃদয়-গ্রাহি লক্ষণ উক্ত হইতেছে, এ লক্ষণ পণ্ডিতেরই লক্ষণ বটে, পূর্ব্বকালে পণ্ডিত বলিলে এতল্লক্ষণোপেত পণ্ডিত বুঝাইত কিন্তু এখন এই শব্দ আধার-গুণানুসারে প্রায় অপভ্রংশিত হইয়াছে, সময়ে সকলই সীমাবদ্ধ হইয়া উঠে। যিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বাক্য প্রয়োগ করেন লোক বার্ত্তা পরিজ্ঞাত আছেন, তর্কে বিশেষ প্রতিভা লাভ করেন, ও আশু গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে পারেন তিনিই পণ্ডিত। ("প্রবৃত্ত বাক্ চিত্র কথ ঊহবান্ প্রতিভানবান্। আশু গ্রন্থার্থ বক্তাচ যঃ সপণ্ডিত উচ্যতে॥") এবম্বিধ গুণশালী পণ্ডিত জনের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে উপদিষ্ট ব্যক্তিরা কখনই প্রায় বিপদ্গ্রস্ত হয় না। যে ব্যক্তি তর্ক বিতর্ক পারদর্শী, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন বক্তার নিকট উপস্থিত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন তাহাঁকে কখম বিপদ-গ্রস্ত হইতে হয় না ("জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্নানূহাপোহ বিশারদান্। প্রবক্তৃন্ পৃচ্ছাত, যোঽন্যান্ স বৈ নাপদ মৃচ্ছতি॥") বিজ্ঞব্যক্তি কখনই অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেক না অভিমান সম্ভূত কার্য্য, কখনই আদৃত হয় না অতুল বুদ্ধিশালী বৃহস্পতিও যদি সাভিমান বাক্য প্রয়োগ করেন, তথাপি তিনি সাধারণ-সমক্ষে প্রশংসনীয় হইতে পারেন না। এই জন্য আত্মাভিমান প্রখ্যাপণ সর্ব্বত্রই হেয় বলিয়া পরিগণিত হয় যে ব্যক্তি আত্মা-

ভিমান-নিবন্ধন অন্যকে তুচ্ছ করিয়া সভায় বক্তৃতা করে, সে সবিশেষ বুদ্ধিমান হইলেও তদীয় বাক্য দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" অন্যথা বহু-বুদ্ধ্যাঢ্যো বাক্যং বদতি সংসদি। অন্যথৈব হ্যহং বাদী দুর্ব্বলং বদতে বচঃ॥") এখন ভবিষ্য বিষয় কিরূপে সাধন করা উচিত তাহা ব্যক্ত হইতেছে, অনাগত বিষয়কে উপস্থিত বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন সমস্ত অনুমান করিবে। নতুবা হঠাৎ উপস্থিত কর্ম্ম সময়ে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া কোন প্রয়োজনীয় বিষয় অতিক্রম হইতে পারে। ("অনাগতং হি বুধ্যেত যচ্চকার্য্যং পুরঃ স্থিতং। নতু বুদ্ধিক্ষয়াৎ কিঞ্চিদতি ক্রামেৎ প্রয়োজনং॥") বিপৎ সময় উপস্থিত হইলে একান্ত বিহ্বল হওয়া কাপুরুষতা সাবহিত চিত্তে সমাগত বিপদের প্রতীকার পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য এজন্য পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে সার-গর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যিনি অপ্রাপ্তব্য বিষয়ের অভিলাষী হন না, প্রণষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক করেন না, এবং আপৎ কালেও মুহ্যমান হয়েন না তিনিই পণ্ডিত। ("নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুং। আপৎসুচ ন মুহ্যন্তিনরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥") মনুষ্য সমাজ সুখের ও যেমন আস্পদ, অসুখেরও তেমনই আস্পদ, অতিবিজ্ঞ ব্যক্তিও সময়ে সময়ে ক্ষুব্ধ হইয়া বিপথে পদার্পণ করিতে পারেন পরানিষ্ট করিবার জন্য হয়ত চলচিত্ত হইতে পারেন এমন কি উদ্বুদ্ধ ক্রোধের সময়ে জ্ঞানীর হৃদয়ে ক্রোধ সমুদ্র উত্তরঙ্গিত হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি রূপ কর্ণধারকে যে একবারে পরাভুত না করিবে, কে বলিতে পারে? সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্যসংযম, যতদূর কঠিন পদার্থ এমন আর কিছুই নয় এইজন্য নীতি শাস্ত্রবেত্তা বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অপরের অনিষ্টচিন্তা ও অপ্রিয়ানুষ্টান এবং পাপাচরণ বিষয়ে কাল বিলম্বই কর্ত্তব্য কারণ মনের গতি যদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রয়োজিত অধিক বলবতী হয় তবে সময়ে তাহা বিলয় প্রাপ্ত হতে পারে, এ পরামর্শ নিতান্ত উপকারক সন্দেহ নাই ("রাগে দর্পেচ মানেচ দ্রোহে পাপে চ কর্ম্মণি। আপ্রাযচৈব কর্ত্তব্যে চিরকারী প্রশস্যতে॥") সেইরূপ ভৃত্য, স্ত্রীলোক দিগের অপরাধ অস্পাষ্ট রূপে অবগত হইলে বহু বিবেচনার পর তাহাদিগের দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। ("বন্ধুনাং সুহৃদাঞ্চৈব ভৃত্যানাং স্ত্রীজনস্য চ। অব্যক্তেষ্ব পরাধেষু চিরকারী প্রশস্যতে"॥) যিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি দিগের সহিত সতত বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে কার্য্য করেন এবং বিজ্ঞ দিগের অনুমোদিত শরণি অণুমাত্র পরিত্যাগ না করেন, তিনি কখনই অকালে সম্পাত্তি সুখ ও যশোলাভ হইতে পরাঙ্মুখতা প্রাপ্ত হন না। ("সুখেবা যদি বা দুঃখে বর্ত্তমানো বিচক্ষণঃ। যশ্চিনোতি শুভান্যেব স ভদ্রাণীহ পশ্যতি॥") হিতৈষী ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ একান্ত কর্ত্তব্য

হিতৈষী ব্যক্তি কখনই আপাত মনোহর বাক্য দ্বারা চিত্ত-তুষ্টি সাধন করেন না। অথচ মিথ্যা প্ররোচন বাক্য দ্বার ভ্রান্ত করেন না। প্রকৃত হিতৈষী হইলে তদীয় মহোপদেশ প্রস্তর-প্রদত্ত অস্ত্রাহতির ন্যায় নিষ্ফল। প্রযোগ বিষয়ে পরিণত হয় না। সে ফল অমোঘ আগ্নেয়াস্ত্রের ন্যায় দুর্জ্জেয় রিপুবিনাশ সাধন করিয়া প্রত্যাগত হয়। কর্ত্তব্যকার্য্যে কাহারই অনুরোধ শ্রবণ করিবেনা কারণ আর্য্যগণ ধর্ম্মের অতিশয় ভক্ত ছিলেন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাঘাত প্রাণাপগমেও স্বীকার্য্য নহে, তবে হিতৈষী ব্যক্তির হিতকর বাক্য শ্রবণ করিবেক কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয় নীচাশয়দিগের ন্যায় তদীয় নির্ব্বন্ধ পরাধীনতা দ্বারা বাধিত হওয়া কখনই উচিত নয়, হিতেচ্ছু ব্যক্তির বাক্য সাদরে শ্রবণ করিবেক। কিন্তু নির্ব্বন্ধ পরবশ হইবেক না, কারণ নির্ব্বন্ধ দ্বারা দুঃখোৎ পত্তিরই সমধিক সম্ভাবনা ("শ্রোতব্যং হিতকামানাং সুহৃদাং হিত মিচ্ছতা। অকর্ত্তব্যেহি নির্ব্বন্ধো নির্ব্বন্ধোহি ক্ষয়োদয়ঃ॥" যিনি অসাধু জনসমূহের সেবা করেন অনর্থক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, স্বজনের প্রতিদ্বেষ ও অপরকে আত্মীয় বলিয়া আদর করেন তাঁহাকে পৃথিবী পরিত্যাগ করে ("যোহসৎসেবী বৃথাচারো ন শ্রোতাসুহৃদাংসতাং। পরান্ বৃণীতেস্বান্ দ্বেষ্টিতং গৌস্ত্যজতি ভারত॥") বহুজ্ঞ দূরদর্শী ব্যাক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন যে দুষ্ট লোক বিদ্যা বিভুষিত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে যেমন মণিবিভুষিত সর্পও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। বিদ্বান্ ব্যক্তি দ্বারা মন্ত্রণা করিবেক সমর্থ ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্ম সাধন করিবেক, হিতেচ্ছু ব্যক্তির সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আলোচনা করিবেক মূর্খগণকে এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেক। (" মন্ত্রয়েৎ সহবিদ্বাস্তু শক্তৈঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ। স্নিগ্ধৈশ্চ নীতিবিন্যাসান্ মূর্খান্ সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥") কেবল বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির আদর পূর্ব্ব কালে ছিল না। নিরক্ষর বৃদ্ধ হয়ত অদ্ভুত উপন্যাস শুশ্রূষা বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে, অথবা অতীত বিষয়ের বর্ণন মাত্র করিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারে কিন্তু প্রকৃত বৃদ্ধত্ব তাহার শরীরে নাই, পলিত কেশ-শ্রেণী গলিতদন্তাবলী-চিহ্ন ও সর্ব্ব শরীর-ব্যাপিনী লোলতা, অবশ্যই বৃদ্ধের সাধারণ লক্ষণ বটে, কিন্তু যে কারণে বর্ষীয়ান্ দিগের এত আদর তাহার সমীচীনতা কৈ? জ্ঞানই প্রকৃত বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে। এজন্য জ্ঞান বৃদ্ধ, ধর্ম্মবিষয়ে বৃদ্ধ এমন সকল আত্মীয় লোকেব সম্মাননা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থলে যিনি তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করেন, তাঁহাকে আপদে মুহ্যমান হইতে হয় না ("প্রজ্ঞাবৃদ্ধং ধর্ম্ম বৃদ্ধং স্ববন্ধুং বিদ্যাবৃদ্ধংবয়সাচাপি বৃদ্ধং। কার্য্যা কার্য্যে পূজয়িত্বা প্রসাদ্য যঃ সংপৃচ্ছেন্ন সমুহ্যেত কদাচিৎ॥") বিজ্ঞব্যক্তি সামান্য লোককে ধনবিষয়ে বিশ্বাস স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই সৎকুলজাত, সচ্চরিত্র, ধর্ম্মভীরু, সত্যবাদী, বহুপরিবার, ধনবান্ সরলস্বভাব এমন সকল ব্যক্তির নিকট ধনাদি সম্পাত্তি গচ্ছিত

রাখিলে কখনই নষ্ট হয় না বস্তুতঃ গচ্ছিত গ্রাহী ব্যক্তির যে সমস্ত সদ্গুণ জ্ঞাপক বিশেষণ আছে তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি যে কেন বিশ্বাস করিবেন না ইহাই বিচিত্র। ("কুলজে বিত্তসম্পন্নে ধর্ম্মজ্ঞে সত্যবাদিনি মহাপক্ষে ধনিন্যার্য্যে নিঃক্ষেপং নিক্ষিপেদ্বুধঃ॥") যে কার্য্য করা যাইবেক, তাহা সফল হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ না করা উচিত। কারণ প্রকাশ করিলে অভীপ্সিতার্থ-বিঘ্ন অনায়াসে হইতে পারে। দৈবাতিক্রম অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারই নাই বিঘ্ন এমত অজ্ঞাত পূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাই সময়ে সময়ে অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যাহার কার্য্য বা মন্ত্রণা সফল না হওয়া পর্য্যন্ত উহা লোকে জানিতে পায়না সেই ব্যক্তি পণ্ডিত। ("যস্যকৃত্যং ন জানান্ত মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে। কৃত মে বাস্য জানন্তি সর্ব্বৈঃ পণ্ডিত উচ্যতে॥") পরিণামদর্শন করিয়া সম্যক বিবেচনা পূর্ব্বক যে কার্য্য করা যায়, তাহা প্রায়ই অশুভ ফলোৎপাদন করে না। বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ও বিজ্ঞতা এই জন্যই সমধিক সমাদরণীয়। উত্তম মন্ত্রণা-পূর্ব্বক পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অনায়াসেই কার্য্য সিদ্ধি হয়, এবং দৈব ও তাদৃশ অনুষ্ঠিত কার্য্যে অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ("সুমন্ত্রিতে সুবিক্রান্তে সুকৃতে সুবিচারিতে। সিদ্ধন্ত্যর্থা মহাবাহো দৈবঞ্চাত্র শুভাবহং॥") মন্ত্র ভেদ, রহস্যভেদ নিতান্ত অন্যায় কার্য্য, পূর্ব্বাচার্য্যগণ মন্ত্র ও রহস্য ভেদকে নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাতে বহুবিধ অনিষ্ট সম্ভূত হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

নগ—নলিনী-নাটক—রামায়ণ যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থখানি মন্দ নহে। রচয়িতা নবীন লেখক, কিন্তু তাঁহার যে কবিত্ব শক্তি আছে তাহা বিশেষ দেখা যাইতেছে এবং আশা করি যে যত্নদ্বারা পরে উত্তম লেখক হইবেন। এখনো লেখনীর জড়তা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। পাঠকগণ নিম্নলিখিত কএক পঁংক্তি পাঠেই বুঝিবেন।

সুবিমল নীলাম্বর-তল-বিকসিত
তারকা-প্রসূনচয় মাঝে, হাসি ফুল্ল—
ফুলদল-রাণী, যথা কুসুম চন্দ্রমা
নিশীথে অসীতাম্বরা, জিনি তারাদলে
মনোজ্ঞ বর বরণে, আদরি নিশিরে
মরি স্বচ্ছ শ্বেতাম্বরে;—তেমতি ভুবনে
দেশ-গ্রাম মাঝে শোভে ভারতবরষ
হরষে বিকাশি মুখ, জিনি দেশ গ্রামে।
মাঝে তার ইন্দ্রপ্রস্থ, ইন্দ্রপুরী প্রায়,
ভারতে অমরাবতী;—এই সেই স্থল,
বীরসিংহদল যথা লভিয়া জনম,—
আর্য্যকুল-কুলধ্বজ,—আর্য্যসুসন্তান।
কত কাল আর্য্যনৃপ শাসিলা তথায়,
কত কাল পরে তবে দুর্দ্দান্ত যবন,
আসি কাল মেঘ-প্রায় ছাইল ভারত,
ঢাকিল সৌভাগ্য-সূর্য্য উজ্জল বদন;
চিরকাল—হায় কিরে চিরকাল তবে?